সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

১১

অশ্বঘোষ : ভাস : কালিদাস

প্রধান উপদেষ্টা
ড: গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী :
জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য
ড: রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু
সহযোগী / রত্না বসু

নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর / ১৯

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
VOL. XI

প্রধান উপদেষ্টার কথা

আমাদের পরিকল্পিত প্রথম পর্যায়ের শেষ—এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পালা—নবম থেকে অষ্টাদশ খণ্ড।

এখন আর অজ্ঞাতকুলশীল নই, প্রথম-পরিচয়ের সসঙ্কোচ মনোভাবও কেটে গেছে; আপনাদের প্রসাদপুষ্ট শিশু আজ যৌবনশ্রীর অধিকারী। আজ তার বলবার দিন এসেছে—'গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি'। নবপত্রের নিষ্ঠা, শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় যাঁরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার এই নতুন যাত্রাকে অভিনন্দিত করবেন।

এ যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা নিয়ে আমরা কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চাই না—সে কাজের জন্যে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন। সংস্কৃতের পঠন-পাঠন জাতির পক্ষে অপরিহার্য কিনা, সে-প্রসঙ্গও তুলতে চাই না—সে কাজ অসংখ্য শিক্ষাব্রতীরা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, সংস্কৃতের জন্যে বিশেষ রুচি সৃষ্টি এবং তারই মাধ্যমে আমাদের বিলুপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলা।

এই রুচি ও চেতনা নিয়ে সকলেই অকুণ্ঠ আগ্রহে তাদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনে এগিয়ে আসবেন, এ আমাদের শুধু বিশ্বাস নয়—সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই সাহিত্য-সম্ভারের সামনে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বা ঐচ্ছিক—এ সমস্যা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা ঘোষণা করতে চাই—শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই সংস্কৃতপাঠ 'অপরিহার্য'। আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃতকে দূরে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাতির মানসিকতা আজ বিপর্যস্ত। 'মহতী বিনষ্টি'র সম্মুখীন এই রুগ্ন জাতির পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ব্যবস্থা—সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলন, 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

আপনারা সংস্কৃতকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদের কাছে এই অবসরে সেনাস্থকে এই কথাও জানিয়ে রাখি—সংস্কৃত চিরঞ্জীব, এর মৃত্যু নেই। আমি মনে করি, সংস্কৃতকে নিয়ে অহেতুক ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই; ভাবনা তাদের নিয়েই যারা এই সম্পর্কে আজও বিরুদ্ধ ভাবনায় মত্ত।

নবপর্যায়ের আরও দশটি খণ্ডের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার আপনাদেরই; আপনারা গুণগ্রাহী সজ্জন, সুতরাং 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী



সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আশ্চর্য! নিজেদের না জানিয়ে, না বুঝিয়ে কত সহজে তিন তিনটে বছর কেটে গেল। প্রথম প্রতিশ্রুতির সেই আটটি খণ্ডের শেষ হয়েছে। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে তৃপ্তিবোধ করছি, কোনোদিন ভাবতেই পারিনি নিঃশব্দে এই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারব। গভীর আদর্শ বুকে বেঁধে যে-পথ দিয়ে হেঁটে এলাম, সে-পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ, পদে-পদে পিছুটানের বাধা। শতসহস্র পাঠকের আশীর্বাদে কোথায় উড়ে গেল সেই বাধা।

নবম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রার শুরু। আজ একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হল। 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' এখন আর খণ্ডিত নয়, পরিপূর্ণরূপে রূপায়িত হতে চলেছে। সকলের আশীর্বাদে সার্থক হোক নতুন যাত্রা—প্রথম সূর্যের আলোকে আলোকিত হোক কর্মজীবন।

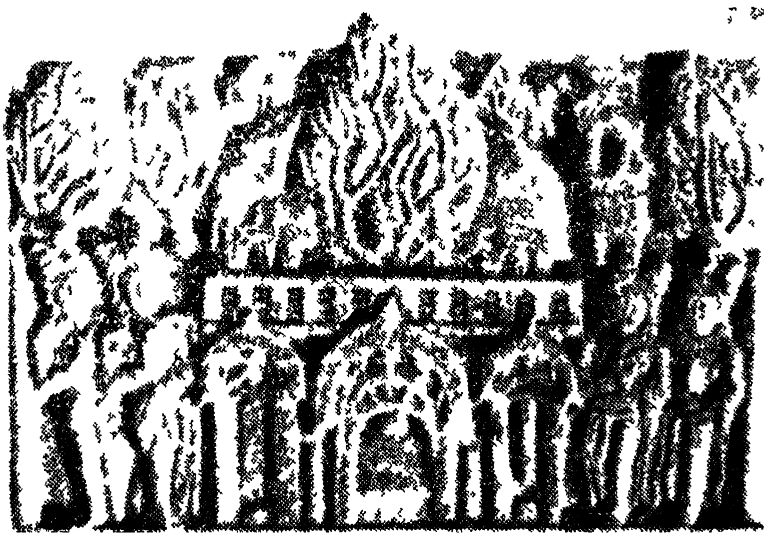
তিন বছরের এই যাত্রাপথে আমরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পেয়েছি, আবার হারিয়েছিও কাউকে-কাউকে। যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতিও সঞ্চিত আছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। সকলের সাহায্যই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়। যে-নদীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, সে-নদী সমুদ্রে পৌঁছবে, এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

উপদেশে, আশীর্বাদে, অনুবাদকর্মে, সম্পাদনায়, রূপপরিকল্পনায় অসংখ্য বিদগ্ধজনের সাহায্য আমরা পেয়েছি বা পাচ্ছি। নিয়মমাফিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউকে আর খাটো করতে চাই না। তবু বলতে চাই—আমরা সকলে-মিলে ছিলাম, সকলে-মিলে থাকব।

অনুবাদক

অশ্বঘোষ	ঃ	শারিপুত্রপ্রকরণম্	ঃ	রত্না বসু
ভাস	ঃ	চারুদত্তম্	ঃ	সুরেন্দ্রনাথ দেব
ভাস	ঃ	বালচরিতম্	ঃ	বেচারাম ঘোষ
কালিদাস	ঃ	মালবিকাগ্নিমিত্রম্	ঃ	রত্না বসু
কালিদাস	ঃ	ঋতুসংহারম্	ঃ	সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী
কালিদাস	ঃ	শৃঙ্গাররসাষ্টকম্	ঃ	জ্যোতিভূষণ চাকী
কালিদাস	ঃ	শৃঙ্গারতিলকম্	ঃ	জ্যোতিভূষণ চাকী
কালিদাস	ঃ	পুষ্পবাণবিলাসম্	ঃ	জ্যোতিভূষণ চাকী

শারিপুত্রপ্রকরণ



ভূমিকা

প্রারম্ভিক : নাট্যকার অশ্বঘোষ

অশ্বঘোষ মহাকাব্যের কবি বলে সমধিক পরিচিত হলেও সুবর্ণাক্ষীপুত্র আচার্য মহাবাদিন্ এই মহাকবি কয়েকখানি নাটকও রচনা করেছিলেন; দুঃখের বিষয় তার কোনোটির পুঁথিই সংরক্ষিত নেই। অশ্বঘোষের লিখিত রূপকের মধ্যে প্রকরণজাতীয় রচনা 'শারিপুত্রপ্রকরণ' বা 'শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ'ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এছাড়াও তিনি আরও দুটি নাটক রচনা করেছিলেন। 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ'-রচয়িতা অশ্বঘোষ মোট তিনটি নাট্যগ্রন্থেরও রচয়িতা বলে বিদগ্ধসমাজের অনুমান।

অশ্বঘোষের প্রথম নাটকটি একটি প্রতীক নাটক, তার পাত্রপাত্রীরা যথাক্রমে কীর্তি, ধৃতি, বুদ্ধি ইত্যাদি। মনুষ্য নয়, মনুষ্য চরিত্রের মনোজগতের বৃত্তিগুলি এখানে চরিত্র। একমাত্র মানুষ-চরিত্র স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ। অভিনয়কালে এই ভূমিকায় বুদ্ধ স্বয়ং মঞ্চে উপস্থিত হতেন কিনা এ বিষয়ে ডঃ কীথ্ বলেন যে, এ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অশ্বঘোষের নাটকাবলির পাণ্ডুলিপির আবিষ্কর্তা লুডার্সের মতে—"সত্যি সত্যি কেউ ভাবতে পারে না, যে বুদ্ধ নিজে সশরীরে মঞ্চে প্রবেশ করবেন—Es Zeigt uns insbesondere, dass man tatsaechlich kein Bedenken trug, den Buddha in eigner Person auf der Buehne auftreten zu lassen." [Bruchstuecke buddhistischer Dramen—Lueders] এই প্রতীক নাটকে সব চরিত্রই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছে, তবে যে সামান্য খণ্ডাংশমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে নাটকটি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত করা একেবারেই অসম্ভব। তবে এটুকু বলা যায় যে পরবর্তীকালের কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' এবং অন্যান্যদের প্রতীকনাটক রচনার প্রথম পথিকৃৎ সম্ভবতঃ এই নাটকটি।

দ্বিতীয় নাটক শারিপুত্রপ্রকরণ। এই নাটকেও বৌদ্ধধর্ম, তার শিক্ষা, সংসারত্যাগ এবং শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণই মূল বিষয়বস্তু। 'নবাঙ্কং শারিপুত্রপ্রকরণম্'-এর নয় ভাগের একভাগ পুঁথিই সম্ভবতঃ আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতপ্রবর লুডার্স প্রথম নাটকটি এবং শারিপুত্রপ্রকরণের খণ্ডাংশ সম্পাদনা করে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন; প্রকাশক গেওর্গ রাইমার। মধ্য এশিয়ার তুরফানে এই দুটি নাটকের খণ্ডাংশ আবিষ্কার করেন লুডার্স নিজে। দুটি পুঁথিই লেখা ছিল তুখারীয় লিপিতে। এই লিপির অভিন্নতাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেই গ্রন্থ দুটির রচয়িতারও অভিন্নতা অনুমান করা হয়েছে। এ ছাড়া বিষয়গত, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও দীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত সাদৃশ্যও এই প্রমাণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

শারিপুত্রপ্রকরণের পুঁথি লুডার্স যেমন সাজিয়েছিলেন আমরা তেমনভাবেই প্রকাশ করেছি—তার অসমাপ্ত বাক্যগুলিকে সম্পূর্ণ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু সবটা পড়ে গেলে একটা ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। অনুবাদ যতটা সম্ভব করা হয়েছে, অধিকাংশক্ষেত্রে একটি শব্দেরও অর্ধাংশ বা একটি বর্ণমাত্র থাকায় আমরা তা অনুবাদ করিনি। এই দুর্লভ গ্রন্থটি একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সন্ধান করতে পেরেছিলাম, তারও মধ্যে কয়েক পৃষ্ঠা অনুপস্থিত ছিল, বই বাঁধানোর সময়

হারিয়ে গেছে সম্ভবতঃ। সুতরাং মূল পাণ্ডুলিপি অংশেও ৫৭ সংখ্যক অনুচ্ছেদের পরেই আমরা ৬৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদ বিধৃত করেছি এবং ৯৮-তে শেষ করেছি। অনুবাদকের নিরুপায়তার কথা চিন্তা করে পাঠককুল নিশ্চয়ই ত্রুটি মার্জনা করবেন।

শারিপুত্রপ্রকরণের নায়ক 'নায়ক' নামেই উল্লিখিত হয়েছেন, এছাড়া এ নাটকের অন্যান্য মুখ্য পাত্র-পাত্রীর মধ্যে আছে বিদূষক, তার নাম কৌমুদগন্ধ, গণিকা মগধবতী, ধানঞ্জয়—ইনি সম্ভবতঃ কোনো রাজকুমার কারণ, নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে তাঁকে ভর্তৃদারক (ভাট্টিদালক) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও কেউ নাটকের অন্য অংশে নিশ্চয়ই ছিলেন তবে তাঁরা দুঃসন্ধান। 'নায়ক'-এর নাম সম্ভবতঃ 'সোমদত্ত'।

অশ্বঘোষের তৃতীয় নাটক 'রাষ্ট্রপাল নাটক'। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের দার্শনিক ধর্মকীর্তি এর উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'বাদন্যায়'-গ্রন্থে তিনি এই নাটকের প্রস্তাবনার বাক্যটিকেও উদ্ধৃত করেছেন—"প্রসঙ্গং কৃত্বা নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।" এ. ওয়ার্ডার-এর মতে ঐ সময়ে রাষ্ট্রপাল-নাটক অশ্বঘোষের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক ছিল।

কুরুদেশে যখন ভগবান্ বুদ্ধ উপদেশ দান করছিলেন তখন রাষ্ট্রপাল তাঁর কথা শুনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে আগ্রহী হন। পিতামাতার অমতে বুদ্ধ তাঁকে দীক্ষা দেবেন না ; পিতামাতাও তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি দেবেন না ; অবশেষে তিনি অনশন শুরু করলেন। অনুমতি পেলেন—অশেষ সম্পত্তির অধিকারী রাষ্ট্রপাল বৌদ্ধসঙ্ঘে স্থান নিলেন। অনেকদিন পরে ভিক্ষু-শ্রমণ বেশে রাষ্ট্রপাল তাঁরই পিতৃগৃহে এলে তাঁর পিতা তাঁকে চিনতে পারলেন না, ছেলে হারানোর শোকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের গালাগালিও করলেন ; একটি দাসী তাঁকে চিনতে পারল। সব শুনে তাঁর পিতা অতুল সম্পদ্, দুই বধূ ও বিপুল ভোজের আয়োজন নিয়ে তাঁকে ফেরাতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হল, রাষ্ট্রপাল চলে গেলেন।

রাষ্ট্রপালের এই কাহিনী পালি-সাহিত্যে মজ্ঝিম নিকায় (২.৫৫) গ্রন্থে পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ তাঁর প্রত্যেকটি রচনাতেই বৌদ্ধধর্মগ্রহণের বিষয়কেই কেন্দ্রবিন্দু রূপে স্থির করেছেন। তবুও তাঁর প্রত্যেকটি নাটকেরই বৈশিষ্ট্য এই যে মহাকাব্যের মতো নাটকেও কবি স্বয়ং তাঁর দর্শনবোধের গভীরতা ও প্রগাঢ় অনুভূতি নিয়ে যেন উপস্থিত। সেইখানেই তাঁর নাটকের রসাস্বাদনের চমৎকারিত্ব। ওয়ার্ডার-এর ভাষায়—"The essence of our enjoyment of Asvaghosa's works, however, surely springs from the fact he is himself involved in his drama, not detached from it."

রাষ্ট্রপাল-নাটকের কোনো সংস্কৃত পুঁথিও পাওয়া যায় নি। সুতরাং তাকে সংগ্রহ করার প্রয়াস স্বাভাবিকভাবেই আমরা করিনি। এই সংকলনে আমরা প্রতীক নাটকটি এবং শারিপুত্রপ্রকরণকেই প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি।

শারিপুত্রপ্রকরণ বিষয়ে কয়েকটি প্রসঙ্গ

যে আকারে পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত হয়েছে তাতে শব্দাবলি বহু সময়েই, বিশেষতঃ নামগুলি অসম্পূর্ণভাবে লিখিত। তাকে সম্পূর্ণ করে নিয়েই অনুবাদ অংশ সম্পাদনা করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যত্রও এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তবে প্রায়

সবক্ষেত্রেই আমরা লুডার্সের অনুমান বা ইঙ্গিতকেই গ্রহণ করেছি। কয়েকটি ইঙ্গিত নিচে দেওয়া গেল—

ধানং=ধানঞ্জয়, বিদু=বিদূষক, মগ, মগধ, বতী=মগধবতী
নায়=নায়ক, মৌদ্গ=মৌদ্গলায়ন, শ্রম=শ্রমণ,
উপা=উপাসক, গণি=গণিকা।

এছাড়া পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে আছেন শারিপুত্র, কৌণ্ডিন্য স্বয়ং বুদ্ধ, ব্রাহ্মণ, পারিপার্শ্বিক, গণিকা (সম্ভবতঃ মগধবতী), চেটি, দুষ্ট। 'গোবং'—নামটি কাকে বুঝিয়েছে বা এটি কোন্ নামের সংক্ষিপ্ত রূপ তা কেউ অনামান করতে পারেন নি। "An obscure character is a person, obviously of lower rank, who is styled 'Gobam'."—কীথ্-এর এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তিনি এই চরিত্রটিকে নিম্নজাতীয় বলেই ধরে নিয়েছেন।

নাট্যনির্দেশনার যেটুকু পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তখন সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাই পরিপূর্ণরূপে বিকাশলাভ করেছিল। আশ্চর্যভাবে শারিপুত্রপ্রকরণের যে খণ্ডাংশ আবিষ্কৃত তার প্রথম শব্দ 'সিদ্ধম্'—এ কি মঙ্গলানুষ্ঠানের পরিচয়বাহী নয়, এত বিপত্তির মধ্যেও? পারিপার্শ্বিক সম্ভবতঃ সূত্রধার জাতীয় কেউ অথবা তার সহচর কেউ। অঙ্কের শেষে সকলে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেন, প্রথম অঙ্ক (১১ অনুচ্ছেদ. ছ) এবং দ্বিতীয় অঙ্ক (৪৩. গ) যখন শেষ হয়েছে, উভয়ত্রই 'নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে' বা 'উভয়ে নিষ্ক্রান্তৌ' এইরকম বলা হয়েছে।

অশ্বঘোষের মহাকাব্যের সঙ্গে এই দুটি নাটকের সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাঁর ভাষার সহজ স্বচ্ছন্দ প্রবাহের ঝঙ্কার উপভোগ্য। যমকের বৈচিত্র্যে 'তস্মিন্নহম্ অভিরমে শান্তিপরমে' (প্রতীক নাটক ২ অনুচ্ছেদ) 'পুরুষবিগ্রহো ধর্মঃ সম্প্রতি বিহরতি' (ঐ অনুচ্ছেদ ৫) বিশেষ লক্ষণীয়। প্রতীক নাটকে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের চিত্রকল্প বিশেষ চিত্তাকর্ষক। শারিপুত্রপ্রকরণে অনেকগুলি বিশেষণের সমাসবন্ধনে একটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার অসামান্য প্রয়াস 'বিনীতচপলমধুর' (২৮. খ) শব্দটি। ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে খুবই প্রাচীন। শারিপুত্রে আমরা দু-বার এই উপমা পেয়েছি (৩২. জ এবং ৭৭. খ)।

ধানঞ্জয়, নায়ক এবং একজন শ্রমণ সংস্কৃত ভাষা বলেছেন; দুষ্ট, মগধবতী, বিদূষক এবং একজন শ্রমণ প্রাকৃতভাষায় কথা বলেছেন। দ্বিতীয় শ্রমণ সম্ভবতঃ 'আজীবক' স্তরের। গোবং-চরিত্রটিও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করেছে। লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, নাট্যনির্দেশনার সময়ে পাত্রপাত্রীর ভাষা অনুসারেই তারও ভাষা নির্ধারিত হয়েছে। প্রকরণের ত্রিবিধ প্রাকৃত দুষ্ট, গোবং এবং বিদূষক ও গণিকার ভাষায় ধরা পড়েছে। দুষ্টের ভাষা 'মাগধী', গোবং-এর ভাষা 'প্রাচীন মাগধী', শাস্ত্রানুসারে গণিকার ভাষা 'প্রাচ্য শৌরসেনী'। অশ্বঘোষের এই নাটকে মোটামুটিভাবে এই রকম প্রাকৃতভাষার বিন্যাস থাকলেও বহু ব্যাকরণগত ব্যতিক্রম সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। মিশ্রণও ঘটেছে বহু স্থানে। প্রাকৃভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে অশ্বঘোষের নাটকের এই ভাষাবৈচিত্র্য বিশেষ তাৎপর্যবাহী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, নাটকের আবিষ্কৃত খণ্ডাংশের পাঠপ্রবাহকে অবিচ্ছিন্ন রাখতে আমরা প্রাকৃতের সংস্কৃত রূপান্তরটি মূলে না দিয়ে অনুবাদ-অংশে দিয়েছি। অনুবাদ-

অংশের ঠিক পরেই তা সংযোজিত হয়েছে।

শারিপুত্রপ্রকরণে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে একটি বিচারের দৃশ্য আছে এবং অষ্টম অনুচ্ছেদে পারাবতমিথুনের কলহের বর্ণনার ইঙ্গিত আছে। অভিনয়কালে এ দৃশ্য নিশ্চয়ই মনোজ্ঞ হয়ে উঠত। একাদশ অনুচ্ছেদে রান্নাবান্নার বর্ণনা (স্নিগ্ধা সম্প্রতি পক্তিঃ) এবং বিদূষকের মিষ্টান্নভোজনে উৎসাহ (সিগ্ঘং মিট্‌ঠামিট্‌ঠম্‌) সত্যিই সরস। 'প্রবহণ'-নামে যানে আরোহণ করে মঞ্চে প্রবেশ নির্গমনের উল্লেখ আছে (১১ ছ, ১৪, চ, এবং ৩৯, খ) এই প্রকরণে। এটি অদ্ভুত একটি পরিকল্পনা। এই প্রবহণ গোরুর গাড়ী জাতীয় (Ochsen-wagen) কোনো যান ছিল, এই অনুমানই ল্যুডার্স এবং অন্যান্যরা করেছেন। "এই প্রসঙ্গে মৃচ্ছকটিক অবশ্যই স্মরণীয় যেখানে শকট-প্রবহণ বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল—Auch das erinnert wieder an die Mricchakatika, in der das Pravahana, der Ochsenwagen, eine so wichtige Rolle spielt."—Lueders. অনুচ্ছেদ ৪৩. ঙ, তে গিরিযজ্ঞসভার উল্লেখ আছে। তৎকালের সমাজচিত্র তথা সামাজিক উৎসবের সঙ্কেতের পক্ষে এ এক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত।

অশ্বঘোষের অসম্পূর্ণ নাট্যগ্রন্থে 'খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর' প্রচেষ্টার শেষ পর্বে বলা যায় তাঁর বর্ণনা ও চিত্রকল্প মনোজ্ঞ এবং বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী হয়ে ফুটেছে। ধর্মীয় ভাবনায় অনুপ্রাণিত হলেও কবির স্বচ্ছ দৃষ্টি নাটককে অবাস্তবতার কুয়াসায় আচ্ছন্ন করেনি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রাণসত্তা ও সচেতন নিষ্ঠা তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রাণবন্ত করেছে, তাঁর বাস্তবজ্ঞান এবং সামাজিক বোধ তাঁর নাটককে সাবলীল করেছে; কষ্ট-কল্পনা ও আবেগের অতিরেকে তা কখনও ভারাক্রান্ত হয় নি। "নাটকের এই খণ্ডাংশ মাত্রেও জীবনের চিত্রে কোথাও ঘাট্‌তি পড়েনি, বিচিত্র বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মানুষ স্ববৈশিষ্ট্যে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে এবং দেখিয়েছে যে ভারতবর্ষের জনজীবনই এই নাটকের পটভূমি—Die wenigen groesseren Fragmente lassen erkennen, dass es dem Stuecke keineswegs an lebendiger Handlung fehlte; die bunte Fuelle Von Personen der mittleren und unteren Staende zeigt, dass das indische Volksleben den Hintergrund bildete."—Lueders.

গুরুত্ব

যদিও নাটক হিসেবে শারিপুত্রপ্রকণের সামগ্রিক পাঠযোগ্যতা নেই তবুও এই সামান্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশেরও সম্পাদনা করার কিছু গুরুত্ব আছে। কারণ পণ্ডিত ল্যুডার্স তার যে সামান্য অংশ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তাও আজ নানা কারণে বিলুপ্তির পথে। সে ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ নাট্যাংশকে আগ্রহী পাঠকের কাছে তুলে ধরার ঐতিহাসিক প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

অশ্বঘোষের নাটক ভারতবর্ষের নাট্যকৃতির প্রথম নিদর্শন। বিভিন্ন গ্রন্থে অন্যান্য প্রাচীনতর নাটকের উল্লেখ থাকলেও সেই নাটকগুলির পুঁথি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। সেক্ষেত্রে বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই অশ্বঘোষের এই নাটকগুলি সমৃদ্ধ ছিল বলেই মনে হয়। অত প্রাচীন যুগে মানুষের মনোধর্মকে নাটকীয় চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াস অনবদ্য। পরবর্তী কালের নাটকের

আঙ্গিকের উৎসরূপে এদের চিহ্নিত করা যায়। প্রতীক নাটকের প্রধান উৎসও অশ্বঘোষের এই সামান্য খণ্ডাংশটি।

প্রাকৃত-ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস নিরূপণে শারিপুত্রপ্রকরণের বিভিন্ন প্রাকৃত বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দুষ্ট, গোবং এবং গণিকা ও বিদূষকের মুখে তিন রকম প্রাকৃত পাওয়া যাচ্ছে। দুষ্টের ভাষা মাগধীর কাছাকাছি। গোবং-এর ভাষা বহুলাংশে প্রাচীন মাগধী হলেও সর্বপ্রকার শিষ্‌ধ্বনিকে দন্ত্য-সতে পরিণত করার দিক থেকে তা অর্ধমাগধীর সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করছে। গণিকা শৌরসেনী ভাষায় কথা বলেছে এবং প্রাচ্যা শৌরসেনী শোনা গিয়েছে বিদূষকের ভাষায়। তবু বহু সংলাপেই এই নাটকের শৌরসেনী বৈয়াকরণদের চিহ্নিত শৌরসেনীপ্রাকৃতের চেয়েও প্রাচীন। "In other cases the forms of this Prakrit are clearly older than those of the grammarians' Sauraseni"—Keith.

সর্বশেষ বলা যায় ধর্মীয় ভাবনার পরিবেশনের পাশাপাশি লোকায়ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে এই নাটক সমর্থ হয়েছে। নাট্যারম্ভে সূত্রধার ও পারিপার্শ্বকের সংলাপ স্বাভাবিক সংস্কৃত নাটকের সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন, সংসারত্যাগ ও প্রব্রজ্যা গ্রহণের তত্ত্ব ও ঘটনার উপস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই সাধারণ মানবিক ও সামাজিক এমন কি গৃহজীবনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে দাম্পত্য আলাপের উল্লেখ, বিদূষকের ভোজনে আগ্রহ, সোমদত্তের শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার প্রশ্ন ইত্যাদি স্মরণ করা যেতে পারে। অশ্বঘোষের এই সরল স্বাভাবিক সামাজিক অনুচিন্তনই তাঁর রচনাকে শুষ্ক ধর্মগ্রন্থ থেকে পৃথক করে তাকে কালজয়ী সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে।

রত্নাবসু

সুভাষিত

১ শ্রেয়োঽর্থবিপ্রয়োগঃ (৯ ঙ.)
অর্থত্যাগ শ্রেয়স্কর।

২ অহিংস্রো ভবেৎ (১৬. খ)
হিংসা করা উচিত নয়।

৩. দুক্‌খো খু পিয়বিনাভাবো [দুঃখঃ খলু প্রিয়বিনাভাবঃ]
প্রিয়জনের বিচ্ছেদই দুঃখ। (২৭. খ)

৪. বিষয়েষু জগৎ প্রমত্তং (৪৩. ঘ)
জগৎ বিষয়ভোগে মত্ত হয়ে আছে।

৫. সন্তোঽর্থং বিসৃজন্তি (৪৫. চ)
সজ্জনেরা অর্থকে বিসর্জন দেন।

১। জন্ম-নিরোধের কষ্টসমূহের মধ্যে কিছুই ফেলে দেবার নয়; যার নিত্য-অনিত্য (বস্তু-বিষয়ে) কিছুই বোঝার বাকি নেই—যিনি অন্ধকারকে দূর করেছেন··· কিরণসমূহ দিয়ে···যাঁর রজোগুণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

২। যিনি সেই পরম অমৃত, দুর্লভ সত্য, মন এবং বুদ্ধি পেয়েছেন, তাঁর মধ্যে সেই পরমা শান্তিতে আমি আনন্দ পাচ্ছি।

ধৃতি—আমার প্রভাবে যার প্রকাশ পুরুষ নামে (আকারে?) সেই তেজের আবির্ভাব ঘটেছে—

৩। পরস্পরের আয়ত্ত এই যুগল, তাই যেখানে বুদ্ধির অবস্থান সেখানে ধৃতিও স্থান করে নেয়, আবার যেখানে ধৃতির অবলম্বন করা হয় সেখানে বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটে—

কীর্তি—এইরকম হলে তোমরা দুজনে একসঙ্গে থাকলে (তোমাদের দ্বারা)···

৪। **বুদ্ধি**—সেইরকম সেটাও—যার একেবারেই বুদ্ধি নেই সে যেন চিরঘুমে আছে, যার ধৈর্য (ধৃতি) নেই সে যেন চির-উন্মাদ··· যার কীর্তি নেই সেও····

৫। যার কীর্তি আছে—**কীর্তি**—সেই পুরুষের শরীরে প্রকাশিত ধর্ম এখন কোথায় বিহার করছেন?—

বুদ্ধি—যার ঋদ্ধি নিজের আয়ত্তের মধ্যে সে আর কোথায় না বিহার করে?··· পাখীর মতোই আকাশে চলে বেড়ায়···

৬। নিঃসঙ্গ মেঘের মতো পৃথিবীতে প্রবেশ করে, অনেক রকমে মূর্তিকে ভাগ করে নেয়, আকাশে জল বর্ষায়, জ্বলেও ওঠে একই সঙ্গে, সন্ধ্যেবেলার মেঘের মতো আপন মনে···(পর্বতের উপরে?) ঘুরে বেড়ায় নিয়ম মতো ধর্ম-আচরণ করে···

৭। গোচর—**ধৃতি**—তাহলে সকলেই একে···আমরা করি। এই মহর্ষি এখন মগধ-নগরের উপবনে ঊর্ণভ্রূর সঙ্গে আছেন সুতরাং মৃদুহংস···

৮। আত্মসংযত বিহার করছেন। তিনি নিস্পৃহ, কৃতার্থ, প্রশান্ত এবং জ্ঞানরসে ভরপুর— [প্রবেশ করছেন ঝলমলে প্রভা ছড়িয়ে·]···

শারিপুত্রপ্রকরণ

১. ক. সিদ্ধ হয়েছে। **পারিপার্শ্বক**—
খ. ও* মত্ত মলিনতাশূন্য…
গ. প্রবেশ করছে…
ঘ. [কার্যং প্রতিকার্যং বা] কাজ অথবা প্রতীকার—
ঙ. [গোপ্তুষ্ঠে]—**বিদূষক**—
২. ক. ধর্ম সবরকম অবস্থায়…কাজ করবার জন্যে…
খ. মাতা, পিতা, পুত্র, বয়স্য,…মৃত্যুর পথে…
গ জিত। **মগধবতী**—দেখছি, এ*র দেখা পাওয়াই আমার কাছে দুর্লভ, ইনি হলেন…
[পশ্যামি দর্শনমপি মে অস্য দুর্লভম্ অয়ং কিল…
ঘ. নায়ক আসছে—**মগধবতী**—আচ্ছা আপনার ঘর কোথায় ?
[ননু কুত্র তে গেহম্ ?]
নায়ক—দেবি,…পৃথিবীতে সেই গৃহ, সংসারী গৃহস্থদের গৃহসমূহ…
৩. ক. মনের ঘর-বাড়ি হয়ে গেছে—**দুষ্ট**—এঃ কৌমুদগন্ধ, দেখো দেখো…
[হংঘো কৌমুদগন্ধ পশ্য তাবত্]
বিদূষক—লীলাকে মর্কটটা [লীলাং মর্কটঃ]—
খ. দুষ্ট—আজকে তোমার দাসীপুত্র দেখছে হিমে…
[পশ্যতি অদ্য তে দাসীপুত্রঃ হিমেন…]
ঘ. আওয়াজ করছে—**মৌদ্গলায়ন**—ওঠো ওঠো…
৫. চ. গোপনীয় বিষয়কে গোপন রাখে, দুষ্কর কাজ করে, তার সঙ্গে থেকে…
ঝ. সোনার অলঙ্কারে শোভিত…
ঞ. ভেতরে অনেকটা প্রপার মতো পরিখা-ঘেরা নগরে (প্রবেশ করে বা এই জাতীয় কিছু হবে)…
[কোষ্ঠে অবপ্রপাকার পরিখং নগরং নিবেশ্…]
৬. ক. **গণিকা**—আচ্ছা, কি করছেন ?
[ননু কিং কুরুথ ?]
ধানঞ্জয়—বাইরে যাচ্ছি।
খ. …বতি (মগধবতি ?) এখন ব্যাকরণের সময় নয়।
গণিকা—এখন কি তবে প্রেমক্রীড়াক্ষম…
[কিং খলু ইদানীং স্বরতবিমর্দক্ষম…]
গ. …সেই অপরাধের জন্যে কোন্ শাস্তি নেব ?
গণিকা—তোমার প্রিয় সে তো শাস্তির যোগ্যই নয়।
ঘ. …[অর্হসি দণ্ডম্]—তোমার দণ্ড হবে।
নায়ক—সন্দেহ কি ?
গণিকা—বন্ধু তোমার সখী—

ধানঞ্জয়—হ্যাঁ—

ঙ ···অচঞ্চল হৃদয়ে আদর্শকে ধরে রাখতে হবে।
[অবিক্ষিপ্তেন হৃদয়েন আদর্শো ধারয়িতব্যঃ।]
নায়ক—খুব ভালো কথা।
গণিকা—

চ. ···ডালিম পিষে খরগোসের চঞ্চল শোভাযুক্ত লবলীফল[১] থেকে বলকারক আসব···

ছ. ···ধানঞ্জয়—মগধবতী, এই শাস্তি বড়ই কঠিন—শুনি···

৭ ক ···নায়ক প্রবেশ করছে···

খ ···আহ্নিক ক্রিয়া হয়েছে···

গ ···আপনি কি এখন··· [কিমিদানীং ভবান্]

ঘ. ···উগ্র হয়ে যে আমাদের হত্যা করে···

ঙ. ···সোমদত্ত যে···

৮. ক ···মহতী, যে বস্তু এ প্রার্থনা করেছে তা হৃদয়গত, দেখতে দেখতে···

খ. ···হাতজোড় করলেও বাঁচতে পারছে না
[অঞ্জলিমপি কুর্বাণা ন জীবন্তি]—**ধানঞ্জয়**—শারদ্বতী—

গ. ···**ধানঞ্জয়**—আমার মোটেই ভালো লাগছে না যে চক্রবাকমিথুনের···

ঘ ···**ধানঞ্জয়**—হুঁ! কি নিয়ে ঝগড়া···

ঙ. ···পাতার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা ঝলমলে অদ্ভুত রোদ-আগুনে···

চ. ···রমণীয় কারণ, কথা কাটাকাটির মতো বিশ্রী নয়।
[রমণীয়ং কারণং, ন খলু বাক্তয়া কলহস্য ইব নিঃশ্রীক···]

ছ. ···পায়রাজোড়ার মধ্যে কি রকম ঝগড়া হল বলো।
নায়ক—শোনো···

জ. ···কাটিয়ে অনেক মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে, একে ঘুমন্ত মনে করে চুপচাপ···

৯. খ. ···তাকেই আমি দেখতে চাই।—নিষ্ক্রান্ত···
[তম্ এব অহং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি।—নিষ্ক্রান্তঃ···]

গ. ···এই চক্রবাকমিথুনকে সঙ্গে নিয়ে···

ঘ. ···মরণ-ভয়েই ইনি প্রব্রজ্যা নিয়েছেন···

ঙ. ···ভামিনি, বিষয় ত্যাগই শ্রেয়ঃ যেহেতু···

১০. খ. ···সবটা পড়া হয়ে গেছে, মুক্তি দিলে যেখানেই মন···

গ. তারপর হচ্ছে···পাঁচটি ইন্দ্রিয়-ঘোড়া ভুল পথে গিয়ে···

ঙ. ···ঠিকই এই রকম যে করেছে তারই মুক্তি হতে পারে—নয়তো···

১১ খ ···যার গৃহের সম্পদ বন্ধুর সহায়তায়···যেন অমৃত-পান—···

গ. আমি আছি। **ধানঞ্জয়**—সোমদত্তের শ্বশুর-বাড়ি গিয়েছ?
চেটি—

ঘ ···লোলুপ হয়েছে—**ধানঞ্জয়**—এখন রান্নাবান্না শেষ হয়েছে, স্নানের জল···

ঙ. **ব্রাহ্মণ**—ওহে ভাই— (নিষ্ক্রান্ত)
নায়ক—বন্ধু, ওহে তুমি যাও···

চ. **ধানঞ্জয়**—স্বার্থসিদ্ধির জন্যে—
বিদূষক—ওহে ধনঞ্জয়, তাড়াতাড়ি করো, মিষ্টি-টিষ্টি…
[ভো ধানঞ্জয় শীঘ্রং মিষ্টামিষ্টম্…]
ছ. …প্রবহণে আরোহণ করে সকলে নিষ্ক্রান্ত।

॥ **প্রথম অংক সমাপ্ত**[২] ॥

১২. খ. …এই রকম ব্রাহ্মণজনের উপদেশ অনুগ্রহের কথা…
[উপদেশ ঈদৃশস্য ব্রাহ্মণজনস্য অনুগ্রাহকঃ]—
আবার কিনা ছোটোজাতের মানুষ…
গ. নিকৃষ্ট বর্ণের কাছে দাহের কারণ নন, যার গা-গরম হয়েছে (জ্বরে) তার পক্ষে জল আনন্দের বিষয় নয় ‥
ঙ. এই রকম সব জায়গায় হলে…কর্তব্য…
চ. অনন্ত বস্তুকে যে পেতে চায় তাকে সৎসঙ্গ অবলম্বন করতে হবে। (বা সৎ-সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে) আমি তো…
ছ. …যাদের মন এখানে পড়ে আছে তাদের যত্নে তাকে পাওয়া যায় না, যা দেবতা ও অসুরদের দ্বারা…
বিদূষক—ভেবে চিন্তে (উপধ্যায়)
১৩. ক. আমার বিপদে অগ্নিই একমাত্র শরণ
খ. …রোগ প্রশমনের জন্যে আতুরকে উপদেশ দিয়েছি…
ঘ. জয়ীর (ইন্দ্রিয়-জয় ?) বচন শুনে…
[জিতস্য বচনং শ্রুত্বা…]
১৪. ক. …বর্ণনা করছে…
খ …প্রতিষ্ঠা—**নায়ক**—এই যে পথ,—যাও—
গ. পারাণি (মাঝি ?) কাছে এগিয়ে এলে—
গণিকা—সোমদত্ত…
ঘ …সেখানে মগধবতীর সঙ্গে (? কথা বলেছি) তুমিও শোনো…
ঙ. …এই শুনছি…
চ …নৌকো আসছে, দেখে-শুনে…
ছ …আনন্দ এসেছে, আমি যে দুঃখের মাঝে রয়েছি…
জ …**ধানঞ্জয়**—এ হল…
১৫ ক. …অন্নকে ধিক্, অন্নকে ধিক্ সেই সুখ…
খ. …দুঃখীর (? দুঃখ) দূর করে যিনি শান্ত বনে…
গ. …শরীর রক্ষার জন্যে নিশ্চয়ই আহার করতে হবে,[৩] আহার কখনই…
ঘ. …আহার অবসন্ন শরীরকে পুষ্টি দিয়ে (? বাঁচিয়ে তোলে)…
চ. …যাচ্ছে—**নায়ক**—
ছ. …ঈর্ষা হল শত্রু-দ্রব্য…
১৬. খ. …সকল জীবের উচিত অহিংস হওয়া[৪]…

গ. …ভদন্ত (=আচার্য) প্রশান্ত পোষাকে—…

১৭. ক. …সোমদত্ত ··

খ. …যেমন লোকেরা…

গ. …মন্দ হলেও…

ঘ. …ওরে সরে যাও… [সর্পতু অয়ে ? তফাৎ যাও !]

১৮. খ. …ধরাতল থেকে…

গ. …দাসীপুত্র, এদের…

ঘ. …নদীর তীরের মতো দুর্বল এই শরীরে বিশ্রামও

ঙ. …অথবা সুস্থ হলেও সেরকম ··

চ. …অনুরাগ রয়েছে…যবের শীষের মতো হলুদ…দিয়ে…

ছ. …আম্র-লতাকে কণ্ঠে জড়িয়ে প্রেমের ঘূর্ণি… [আম্রবল্লরিং কণ্ঠে লম্বা মদনঘূর্ণম্…]

জ. …আহা ! মোহান্ধ মনের…

ঝ. …ক্রোধ প্রহার করছে…

ঞ …আজ… [অদ্য]

১৯. ক. …স্বার্থ সিদ্ধি করতে করতে…

খ. …ভয় এবং পরিশ্রমকে (? গণনা করে না, খেয়াল করে না)…

বিদূষক—

ঘ. …একটা মোষকে…

ঙ. …মরে গেলে সন্তানটিও নষ্ট হবে…

চ.. …রাগ কিসের ? —কারণ এখানে…

ছ. …ধরে আছে—গৃহের মতো দেখে—…

জ. …যত্ন করে ব্রাহ্মণ .

২০. ক. …**বিদূষক**—আবার কিসের বিশ্রাম…

[কিং পুনঃ বিশ্রম্ভম্ ··]

খ. …এইরকম করে কখনই আমি বিশ্রাম পাই না ··

[ইত্থা খলু অহকং ন বেত্তি বিশ্রম্ভম্…]

গ. …গিরিযজ্ঞ সভায় যাচ্ছি…

[গিরিযজ্ঞসমাজং গমিষ্যামি…]

ঘ. …ব্রাহ্মণেরা হয়—বিদূষক…

[ব্রাহ্মণা ভবন্তি]

ঙ. …খবরে—**দুষ্ট**—না না, না না

চ. …যে মোহান্ধ সেই এমন কথা বলে …

[? মোহাত্মকেন আলপ্যতে এবং…]

২২. ক. …যাকে অতিক্রম করে…

খ. …চাষ করার পরে যেমন গোরু…

গ. …স অবস্থান করে…

ঘ. …(?) মগধবর্তি, সেই দেশই ভালো…

২৫. ক. ··গঁুড়িয়ে গঁড়িয়ে—**নায়ক**···

গ. ··কেননা—অন্য চোখে যে তিনি দেখান···

ঘ. ··যারা প্রচণ্ড দ্বেষকেও বাইরের লোকেদের কাছে এখানে মন···

ঙ. ··বাস করে আর্য রাজগৃহ নগরে এসে এরই সঙ্গে···

চ. ··সমাধান পাওয়া যাবে, জ্ঞানও···

ছ. ··শ্রীহীন নগর হবে···

জ. ···মাংসশূন্য শরীর নিয়ে···

২৬. ঘ. ··(কাকে) গৃহস্থ—এঃ !···

২৭. খ. ··প্রিয়বিচ্ছেদই দুঃখ। **ধানঞ্জয়**···

[দুখং খলু প্রিয়বিনাভাবঃ]

গ. ···**নায়ক**—যারা কাছে আছে তাদের প্রতি নয়, যারা দূরে তাদের প্রতি অনাস্থা···

ঘ. ···জিগ্যেস তো করছেন, শুনে যদি রাগ করেন···

[ননু পৃচ্ছথ, শ্রুত্বা যদি কুপিতঃ]

ঙ. ···বলতে থাকা আজীবক-শ্রমণকে···

[গিবন্তম্ আজীবক শ্রমণং···

চ. ···দেখে—**বিদূষক**—এঃ ! এ কিনা গম্ভীর ব্রাহ্মণকে···

ছ. ···ভয়ংকরকে নিয়ে [কয়ানকেন = ভয়ানকেন ?] আসছেন—**নায়ক**···

২৮. ক. ···যে কেউ তার, ধানঞ্জয়ের প্রতি যার প্রসাদে··· যিনি···উচ্ছ্বাসহীন করে এখন একটু উৎসাহ দিচ্ছেন···

[···যোঽপি তাবৎ তস্য ধানঞ্জয়ে যস্য প্রসাদেন··· যো নিরুচ্ছ্বাসং কৃত্বা ইদানীং কথঞ্চিত্ উচ্ছ্বসিতি— ···

খ. ···চলে গেলে উৎসাহহীন করছে···

[গচ্ছতি নিরুচ্ছ্বাসং করোতি···] **বিদূষক**—কিরকম ? কিরকম ? নিরুৎসাহ···দাসীপুত্র, অকৃতজ্ঞ হোস্ না, যাকে বিনয়ী চঞ্চল (? প্রাণবন্ত) মধুর···

[কথং কথং নিরুচ্ছ্বাসং···মা তাবত্ দাসীপুত্র অকৃতজ্ঞ যং বিনীত-চপলমধুর···

গ. ···প্রবহণ-পোতটি বাইব···যেন বিশ্রাম করছে···

[···প্রবহণপোতকং বাহয়ম্ আ বিশ্রন্থয়ন্ ইব···]

ঘ. ···মুহূর্তের মধ্যে যেন ভেঙে ..শোভাযুক্ত পুন্নাড়ীকে ..

[পাটয়ন্ ইব মুহূর্তেন.. সশ্রীকং পুন্নাড়ীম্..]

ঙ. ···নীলপদ্মের মালার মতো···সিঞ্চনে দ্বিগুণ বুভুক্ষা···

[নীলকুবলয়দাম ইব···সেকজনিতা দ্বিগুণবুভুক্ষা···]

চ. ···আদেশের প্রতি নিষ্ঠাকে শ্রোত্রিয়কুলের স্বভাব···সোমদত্তের খাওয়া হয় নি, খেতে খেতেই...

[দিষ্টনিষ্ঠাং শ্রোত্রিয়কুলস্বভাব...সোমদত্তেন ন ভুক্তম্ ভুঞ্জান ..]

ছ. …**গোবং**—রাজকুমারকে নালশূন্ধ ফুলগুলিই . পরিণত তালের মতো ভুক্তদের দ্বারা কুশলবেরা তাঁকে আশ্চর্য
[ইচ্ছামি পুষ্পাণ্যের ভর্তৃদারকে নালকগ্রা . পরিণত তালফলবদেকৈঃ ভুক্তৈঃ কুশলবাস্তমাশ্চর্যম্ ..]

৩০. ক. ‥সামনে দেখা মৃত মানুষকে পেয়ে ..

থ …মুখবর্ণে অন্যের মতো (মুখবর্ণেন অন্যামিব)

ঘ. …**নায়ক**—কোন্ বর্ণ ? ..

৩১. ক. …আবারও মোহ-..

গ. মতো মেয়েরা

ঘ. দ্বারে হাস্যরত এবং ক্রীড়ারত…

৩২. গ. **তাপস**—ভগবান্, একজনকে চাই

চ. ক্ষিদের জ্বালায় ধানখেতে ঘুরে বেড়াচ্ছি ..

ছ. অথবা সংকীর্ণ দেশকে ত্যাগ করাব জন্যে

জ. ইন্দ্রিয়-রূপ অশ্ব যাদের মন অপহরণ করেছে ..

৩৫. ক. **মগধবতী**—সাধু ! না, না .

৩৬. খ. **মগধবতী**—এঁকে কি আমি আগে দেখেছি ?…
[কিং নু খলু দৃষ্টপূর্বঃ ..

৩৯. ক. এই নগরে মানুষেরা সুস্থ…

খ. প্রবহণে আরোহণ করে গণিকা ..

গ. বৃক্ষের মতো ফলবাহী শকট ..

ঙ. উচ্চবংশের যবনের মতো দেখতে ..

চ. তাঁকে জেনে সব কাজ ফেলে…

ছ. আপনাকে দেখাচ্ছি ..

জ. বিক্ষিপ্ত হলে ..

৪১. ক. সেই রূপ নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন।

ঘ. ধর্ম পরিগ্রহণ শ্রেয়ঃ ..

৪২. ক. …কাজ করো ..**গণিকা** ..

খ. ‥এই মগধবতী সখীদের প্রতি সদয় ..

৪৩. খ. মণ্ডপে প্রবেশ করছেন ..

গ. ‥উভয়ে নিষ্ক্রান্ত। **দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত**

ঘ. …সমস্ত জগৎ বিষয়ভোগে মত্ত .

৪৫. ক. · ব্রাহ্মণজনের ..

খ. …নরক এবং পৃথিবীতে মহাপাপ, সুতরাং ..

গ. …ধর্ম থেকে পরাঙ্মুখী

ঙ. …**উপাসক**—আমি একেবারে.. নই…

চ. ‥ **সজ্জনেরা অর্থত্যাগ করে ধর্ম (গ্রহণ করেন !)**

৪৬. খ. …**এই পথে যেমন [এতস্য মার্গস্য যথাবৎ]**…

গ. **—সামনে এগোই [অভিমুখা গমিষ্যামঃ]**…

৪৮. খ, …গণিকাকুলে মহা-আনন্দকে মহাপুরুষেরা…
গ. …হস্ত দিয়ে বাঁদীকে আলিঙ্গন করে[৬]…
চ. …পৃথিবী কার জন্যে না পানীয় জল দান করে ?…
ছ. …এই রকম পৃথিবীতে শস্যের মতো উদিত জ্ঞান থেকে…
৪৯. গ. …প্রবেশ করে আমি অন্যভাব নিয়ে জানতে ইচ্ছে করছি…
ঘ. …আমিষ প্রতিগ্রহণকারীর…
৫১. ক. …কণ্ঠলগ্ন হলে কণ্ঠাশ্রিত…
ঙ. …মগধবর্তী অবস্থান করছে…
৫২. ক. …এ আশ্চর্য নয় ভগবানের…
খ. …করতে হবে—প্রবেশ করছেন শ্রমণ…
ঙ. …শারিপুত্র এবং মৌদ্গলায়ন এরা দুজনে শ্রমণের সঙ্গে (অথবা দ্বারা)·
৫৫. খ. …প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত…
গ. …যে সমস্ত প্রিয়বস্তুতে (বা প্রিয়জনে)…
ছ. …স্নিগ্ধ, প্রিয়, স্বজন, অশ্রু (ত্যাগ করে ?)…
জ. …আমরা জিজ্ঞাসা করছি…
৫৭. ক. …দুভাবেই দেখা যায় [উভয়থা দৃশ্যাতে]…
খ. …তাঁর সত্যি সত্যি বাড়ী নেই, নেই…
গ. …রূপলক্ষণসমূহ অনুবর্তন করে না…
ঘ. …মনস্বী ব্যক্তি বংশের কোনো বিপদ দেখে…

প্রসঙ্গ-কথা

১. লবলী—'নোয়াড়ি' বা 'নোড়' ফলবৃক্ষবিশেষ ও তাহার ফল (cicca disticha). 'ময়া লব্ধঃ পাণিলালিতলবলীকন্দলীনভঃ'—উত্তররামচরিত-৩.৪০।

২. 'প্রথমঃ অঙ্কঃ'—এই শব্দদুটির পরে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিন্দুসহ বৃত্ত আঁকা আছে মূলে ⊙ ।

৩. স্মরণীয় বিবেকানন্দের উক্তি—'খালি পেটে কখনও ধর্ম হয় না।'

৪, প্রসিদ্ধ উক্তি—'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের ধর্ম নির্ণয় করে বলা হয়েছে—'সর্বেষামহিংসা'।

৫. এখানে 'দ্বিতীয়ঃ অঙ্কঃ' শব্দতঃ লিখিত হয়নি কিন্তু পূর্বের মতো কেন্দ্রসহ বৃত্তটি ⊙ এবং '২' সংখ্যাটি রয়েছে। ল্যুডার্স স্পষ্টতঃই সিদ্ধান্ত করেছেন এটি দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্তিরই সূচক।

৬. এই অর্থ সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

১. য়ু-ভবনিবর্তকেষু ক্লেশেষু ন কিঞ্চিদস্তি প্রহাতব্যং যস্য নিত্যমনিত্যং বা ন কিঞ্চিদস্তি বোদ্ধব্যং—তমো যেন ক্ষিপ্তম্…ময়ূখৈর্…রজো যস্য ধ্বস্তম্।

২. …যেনাবাপ্তম্ পরমম্ অমৃতং দুর্লভম্ ঋতং মনোবুদ্ধিধর্মাস্মিন্নহম্ অভিরমে শান্তিপরমে—ধৃতি—অস্তি অস্তি তত্ মত্প্রভাবপরিগৃহীতম্ পুরুষসঞ্জকং তেজঃ প্রাদুর্ভূতম্—

৩. …পরম্পরায়ত্তম্ ইদং দ্বন্দ্বম্ ইতি যত্র হি বুদ্ধিরবতিষ্ঠতে তত্র ধৃতিঃ স্থানং লভতে যত্র চ ধৃতিরাধীয়তে তত্র বুদ্ধির্বিস্তীর্যতে—কীর্তিঃ—এবং গতে যুবাভ্যাম্ আয়ত্তাভ্যাম্…

৪. …ইদানীং ক্…বুদ্ধিঃ—যথা তত্ অপি চ—নিত্যং ন সুপ্ত ইব যস্য ন বুদ্ধিরস্তি নিত্যং স মত্ত ইব যো ধৃতিবিপ্রহীণঃ…স চ যস্য ন কীর্তিরস্তি।

৫. …তিষ্ঠতি যস্য কীর্তিঃ—কীর্তিঃ—ক্ব পুনরিদানীং স পুরুষবিগ্রহো ধর্মঃ সম্প্রতি বিহরতি—বুদ্ধিঃ—স্বাধীনায়াম্ ঋদ্ধৌ ক্ব পুনর্ন বিহরতি…পক্ষীব ব্যোম্নি যাতি ব্র(জতি ?)।

৬. …নিঃসঙ্গস্তোয়বদ্ গাং প্রবিশতি বহুধা মূর্তিং বিভজতি যে বর্ষত্যম্বুধারাং জ্বলতি চ যুগপত্ সন্ধ্যাম্বুদ ইব স্বচ্ছন্দাত্ পর্ব…ব্রজতি চ বিধিবদ্ ধর্মাংশ্চ চরতি…

৭. …ঙ্ গোচরঃ—ধৃতিঃ—তেন হি সর্বা যেব তাবদ্ এনং কুর্মঃ এষ হি মহর্ষি-মৃগধপুরস্যোপবনে সম্প্রতি—সোর্ণভ্রুস্তম্মৃদুজালপাণিপাদঃ…

৮. …বশ্যাত্মা বিহরতি নিস্পৃহঃ কৃতার্থো জ্ঞানস্য প্রশমরসস্য চৈব পূর্ণঃ—ততঃ প্রবিশতি প্রভামণ্ডলেন দীপ্তেন…র্…ব্ভ্-ঃ পরম…ও…বেষো ভগববং শর্মা…

৯. …কারণম্ ঈর…

…অগণিয়্…

শারিপুত্রপ্রকরণম্

১· ক· সিন্ধম্ পারিপার্শ্বিকঃ—প···
খ· ও° মন্তম্ অমলিনম্
গ· ···ই-এ প্···ক্-রণে···
গ· ত্· ম্—ততঃ প্রবিশতি···
ঘ· কথ্যং পতিকথ্যং বা—
ঙ· হকগোপিটঠে—বিদূ—
২। ক· স্থ· ধর্ম সর্বাস্ববস্থাস্থ·· কার্যকারণায়···
খ· মাতৃপিতৃপুত্রবয়স্য···ব্ য্···ন্তি মরণাধ্বনি···ত্···
গ· জিতঃ—মগ— ··পেক্খামি দস্মনম্ পি মে ইমস্স দুল্লভম্ অঞ্ঞ্ কিল···
ঘ· নায়কঃ সমর্থাত—মগ—নং কহিং তে গেহম্—নায়—ভর্বতি···গৃহং তত্ পরিগ্রহবতাং গৃহিণাং গৃহাণি···
৩। ক· মনসো গৃহভুতম্ এব—দুষ্ট—হংঘো কোমুদগন্ধো দেক্খ তাব···লীলাং মক্কটঃ—বিদূ—জিণ্ণুয়ান্···ভ্··
খ· টঠ্ অর্চাবিয়ম্—দুষ্ট··ম্ পেশ্শেতি অজ্জ তে দাসীপুত্ত হিমেন পল্···তি—ততো বটি (য্)···
গ· দুনিতে মক্কটন্ তা···রপটলন্তা···ই···
ঘ· ধ্বানতি—মোদ্গ—···উত্তিঠোত্তিঠ···এতে হূ··
৪। ক· বিদূ—ন···
খ· জম্মাবাদ···
গ· ইত্তিম্পরি···
ঘ· ননন্না
ঙ· বিদিতবেদি
চ· রূমং কিমিহ
৫। ক· আ···ব্···
খ· বিতো ন···
গ· তব্যম্
ঘ· ঙ্থ্য···
ঙ· ···ণ্ড্···
চ· গৃহ্যং গৃহীত দুষ্করাণি কুরুতে তত্সংগতৈ ··
ছ· ণ্ধা···শ্তি—বিদূ—যদি এবং ল···
জ· ···পরিচিততয়ে মগ্গ···
ঝ· ধ্···বরুথেন নির্মিতং স্বলংকৃত···
ঞ· কোট্টে অবপ্পপাকারপরিখং নগরং নিবেস্···
ট· সং ম· গ···পরিণামিতেন আদে···

৬. ক. ঈয়মানং অ-ই-ম-ত-ক-ং-দ-ক-আম — গণি — নঙ্ কিং করোথ — ধানং যাস্যাম ইতি

খ. ব তি ন তাব ব্যাকরণস্য কালঃ—গণি কিং খু দানি সুরদবিমন্দক্খম

গ. ...ঈ তস্মিন্নপরাধে কন-দণ্ডম-অনুতিষ্ঠামি—গণি—কামং খু অদণ্ডাহো পিয়ো তব তু মহ—

ঘ. রহেসসি দণ্ডং নায—কঃ সন্দেহ [—] গণি—বয়সস ত্বং সখী—ধানং — বাঢ় ম

চ. অবিকখিত্তেন হিদয়েন আনংসো ধারয়িতব্বো—নায—প্রথমঃ কল্প—গণি।

ছ. ডালিমবিচুবিতেন সসোবচ্চলবুচকেন লংলীফলাবদংসং আসবং বলকাবেণ পায—

স্তু—ধানং—মগধবতী অতিতীক্ষ ঃ খলবযং দণ্ডঃ—শংন্মে প প্পা

ঝ. বম্ম হএ এাণ্তু পুত্তা চ নাওকা চ

৭. ক. প্রবিশতি নাযকো .

খ. হনিকক্ক্রিযঃ কৃতো

গ. ও কিন্ দানি ভবাং

ঘ. হস্তি ন পপতিগ্রঃ

ঙ. যত খলু সোমদত্ত

চ. বিশ্রব্ধং যে বিষ

৮. ক. মহতী যশ্চাস্য প্রার্থিতোংর্থঃ স চ হৃদয়গতঃ সম্ শ্যত

খ. পুএ এানাং অঞ্জলিং পি করযমানা ন জীবিস্স,—বা. ং শাবস্তী

গ. স্বস্তমিব—ধানং—ন মে প্রিয়ং যচ্চক্রবাকমিথুনস্য

ঘ. ভোতি-নায়—সি দাসীপুত্র—ধানং—ননু কো হেতুঃ কলহ

ঙ. প ত্পর্ণান্তব নিঃসৃতেন গোরেণ চিত্রস্পন্নাতপেন নিষ্টে

চ. রমণীযং=কাবণং ন খু বাকটেয়ী কলহসস বিব নিসসিরীকা উ (প)

ছ য্ পাবাবত্তমিথুনস্য স্বুহি কথংবিগ্রহো জাতঃ—নায়—শৃণু

জ তিবাহ্য প্রীতিসংবত চনাম এনান নিদ্রাবশগতাং মন্যমানস্তুষ্ণীম্

৯. ক. থ ধ ণ

খ. তং যেব অহং পেক খিতুম্ ইচ্ছামি —নিক্খন্তা

গ অয়ঞ্চক্রবাকমিথুনসহায়ো ই

ঘ. মবণোদ্বেগেন খলাযং প্রব্রজিতো

ঙ শ্রেযোংর্থবিপ্রযোগো যন্ন রো এ

১০ ক. যশু অটঠমত্তা কি

খ মর্, অঃ পরিপঠিতঃ মোক্ষতে তু যত্রব মনসন্

গ অথ ভবতি পি ভ্রান্তপর্যেন্দ্রিযাংশ্যা

ঘ. বিয—নায়—কি অভিক্ষুকীয়ম্—অ থ

ঙ. যুক্তমেবং হি কুর্বতো মোক্ষ স্যাদ্—অন্যথা

চ. দিকল্পাজ্ জনয়তি

১১ ক কুটুম্ব শ্ব যম্ ম্মিষ্ট

খ. গ্‌হবিভূতির্যস্য মিত্রেস্‌ সহায়্‌। অম্‌তমিব হি পিবা সাধ্‌
গ. · ম্‌হি—ধানং—গতাসি সোমদত্তস্‌স শ্বশ্র্‌কুলম্‌—চেটি—ভ
ঘ. লোলো বাত্তি—ধানং—স্নিগ্ধা সম্প্রতি পঙ্ক্তিঃ অথ স্নানোদক
ঙ. —ব্রাহ্ম—ভোস্তথা—নিষ্ক্রান্তঃ—নায়—বয়স্য গচ্ছত্ব
চ. —ধানং—আর্থসিন্ধয়ে—বিদ্‌—ভো ধানঞ্জয় সিগ্‌ঘং মিট্‌ঠামিট্‌ঠম্‌
ছ. ণার্‌ঢ়কেন নিক্‌খন্তা সর্বে—প্রথমোহংকঃ ○ অতঃ ব্‌ক্‌ হে ই · মেষ্যো

১২. ক. ম্‌ যন্‌—ত
খ. উপদেশে এদিসস্‌স বম্‌ভণজনস্‌স অন্‌গ্‌াহকো ভ ··কিণ্ড বর্ণাবরো
গ. ত নদহনকর্মা ভবতি আহো নিকৃষ্টবর্ণেন আখ্যাতম্‌ উষ্ণপরিগতায়োদকন্ন প্রহ্লাদম্‌
ঘ. ·· ইতমহেন আদরম্‌···
ঙ ম নেন সর্বত্র গতে খল্‌ জ্ঞ ন ক তু ঙ্‌—কর্ত্তব্যম
চ. ·· বিতব্যম্‌ অপারিমিতার্থমবাপ্তুকামেন সত্‌সন্নিকর্ষে খল্‌ প্রত্যয়িতব্যম্‌ ময়া হি
ছ. নাদরেণ স···ইতমর্তিভিরলভ্যং যত্‌ রৈশাস্ত্রৈশ্চ—বিদ্‌ উপজ্‌ঝায় এ

১৩ ক্ষ অগ্নিহি মে শরণমাপাদি সিন্ধ্‌র্‌ক্ষে (ম্‌)
খ. জ্‌—উপদিশ্ম্‌ আতুবেভ্যো রোগপ্র
গ · গ—ত—মম সম স-ধ-য়-ম ম-গ গ ··
ঘ. জিতস্‌স বচনং স্বর্ণিয় অপ্‌র্‌

১৪ ক. খ-সস-তি—নির্বর্ণয়তি
খ রম—ম—প্রতিষ্ঠা—নায়—এষ পন্থা গম্যতাম্‌
গ তীর্ণকেন উপস্‌প্পা—র্গাণ—সোমদত্ত
ঘ মন্তত্র মগধবত্যা শ্রূয়তাণ্ডাত্র ভু
ঙ র—এষ শ্রূয়তে অ ক—ক—তকম্‌ন্তবা—
চ. স—পি—পবহণমাগচ্ছতি নির্বর্ণিয়
ছ আ প্রীতিবাগতা দ্‌ঃখে খলবম্মরে বর্ত্তে বোয
জ ই ধানং অয়ং কিল

১৫ ক ···নন্‌ ধিগ্‌ অশনং ধিক্‌ তত্‌ সুখ
খ. যয়া বনং শাস্তমপাস্য দঃখিনঃ
গ শরীরধারণার্থম্‌ অবশ্যকর্ত্তব্যশ্চাহারো ন চা
ঘ শরীরং হ্যাহারো নিয়ত ইহ বিকলম্‌পচাবৈ
ঙ .. ইশে ওমে ই ..
চ. গচ্ছতি নায়—শয়্‌···
ছ উশত্র্‌ভুতং দ্রব্যং হি মত্‌সরি ..
জ. ···নাং অঞ্চিতচরণ কন্টকিলানাং অসন্‌ইবি ··
ঝ. · চয়ো ন মাংসম্‌ পীতী কে লং অধ অ ·
ঞ. .. ব প্রাণহিংসা মহদ...

১৬. ক .. ম্—র্—য্ অপপাবক্কযকস্স
খ. ...ন্ব—অহিংস্রো ভবেত্ সর্বে হি ক্রিময়ো
গ. . দ্—ভদন্তঃ প্রশান্তেন বেষেণ—মু
ঘ .. এ . ই—আ ইদাম্...
১৭. ক. ...সোমদত্তো ..
খ .. যাদিসা ল .
গ. .. মন্দোঽপি ভব-য ..
ঘ. .. সংপত্তু অয়ে .
১৮. ক. .. ম্—ক্ষ—রো .
খ . ধরণিতলাতো জি ..
গ. · স · ত দাসীপুত্ত এতাঞ্জনগ
ঘ. .. নদীকূলদুর্বলে শরীরে বিশ্রম্ভঃ অপি .
ঙ. ষ্টানিধবগ ন স্বস্থমপি বা তথা
চ · উত্তা রাগা য্ য্ যবঙ্কুরপীতকেন
ছ. ম্ অম্ববল্লরিকণ্ঠে লগিয় মদনঘুণ্নম ··
জ. ···ইর্ষ্যঃ অহো মোহাত্মকস্য মনসো···
ঝ. ···প্ হরতি দ্বেষঃ···
ঞ. ···ইয়—অজ্জ জি···
১৯. ক. ···স্বার্থেষু প্রবর্ত্তমানঃ
খ. ···তি ভয়ং শ্রমণ—বিদূ—
গ. ···ওবুট্ঠকেসরভরিত্···
ঘ. ···একং মহিসং মি···
ঙ. ···মৃতে হি নশ্যতি প্রজা স···
চ. ···তুণে দ্বেষঃ কুতঃ—ইব হি···
ছ. ···ন্—ধারয়তি—গৃহমিব দৃষ্টবা—ন···
জ. ···পি যত্নাদ্ ব্রাহ্মণ···
২০. ক. ···বিদূ—কিং পুন বিচ্ছুড্ডম্···
খ. ···ইট্ঠা খু অহকং ন বুত্তে বিচ্ছুড্ড্
গ. ···গিরিযগ্গসমাজঙ্গমিস্—ই···
ঘ. ···ন্—ক্—বম্ভণা ভোশ্তি—বিদূ···
ঙ. সন্দেসেন—দুষ্ট—মা তাব মা তাব
চ. ·· ম্মকেন আলাপয়তি এবং
২১. ক. · দ্—ইদানীন্তত্রে ·
খ. · তস্মি ধীতিক্ ·
গ. য্ ··
ঘ. স্রোতসো···
ঙ. ন্—ইন্—ষ্—এম্—ক্
২২. ক. যমতিকন্তং রু

খ. ·· কৃষ্টেভ্য ইব গো

গ. স্‌স অবখানেন

ঘ. ···র্‌ বতি স দেশঃ সুদেশঃ

২৩. ক. ·· কা অঙ্গুলোয়

খ. ···ধানং—ভোঃ ·

গ. ···তাগ্‌—রে ··

ঘ. অভ্‌ · প্‌ ·

ঙ. ···সোমদত্ত ··

চ. ···ন্টার্থনং হি স্‌

২৪. ক. ·· য্‌—ক্‌··

খ. ···র্য্যম্‌ ··নি ··

গ · পতয়ে—মোন্গ

ঘ. ইশুদ্ধস্য মনসো ·

ঙ. · পার ই

২৫. ক. চুন্নয়মানো—নায়

খ র্‌—হ্‌—র্‌ হ্যং ন বিশেষেষু প্র ··

গ. ধ্‌—কুতঃ—পশয়ত্যস্যান্যচক্ষুর্‌—ই

ঘ. ·· যে প্রদ্বেষম্‌—অপি বা তদ্‌ বার্যাঙ্গাচরেভ্যো মন ইহ চল

ঙ ·· নির্বাসয় অজ্জ রাজগহবিসয়ং আগতা ইমিনা যেব সজ

চ. ·· সমাধানম্‌—উৎপদ্যতে জ্ঞানঞ্চ র্‌

ছ ...স্য—শ্রীবিষুক্তম্‌—পুরং স্যাত্‌

জ. ...উষ্মাংসেন শরীরেণ

২৬. ক ·· ত্যা গচ্ছোম্মি কু

খ. ·· ভো ভ্‌ দ্‌

গ. অনুব-ত্ত

ঘ. ...কং গৃহস্থস্‌—ঐ

২৭. ক৷ য্‌ ..

খ. ...দুক্‌খো খু পিয়বিনাভাবো—ধানং—শ

গ . নায়—ন সমীপস্থেষ্বনাস্থা দূরস্থে ·

ঘ ণং পুচ্ছথ সুনিয় যদি কুপিত ·

ঙ. গিলায়মানং আজীবিকসমণং

চ ষ্টবা—বিদু—ঐ কিলেসো গম্ভীরবটুম্‌

ছ. · কয়ানকেন আগচ্ছতি—নায়

জ. .. ই ই ই ·

২৮ ক ·· যো পি তাব তস্‌স ধানঞ্জয়ে যস্‌স পসাদেন অজঝয়্‌ · ৯কেন যো নিরুস্‌সাসং করিয় ইদানি কথঞ্চি উস্‌সাসতি—...

খ গচ্ছমানে নিলুস্‌সাসং কলেতি—বিদু—কথং নিলুস্‌সাসং নু—নাম মা তাব দাসীপুত্ত অকিতঞ্ঞ্‌ঞ যং বিনীতচপলমধুরে ..

গ· …ঈয়ং পবহণপোতকং বাহয়মা…ইং বিচ্ছুড্ডয়মানো সহকা ..
ঘ. …ইপাটয়মানো বিয় মুহুত্তেন রা…কে সস্সিরীকম্—পুন্নাড়ীম্ .
ঙ. …ত্…স্…ণ্…নীলকুলয়দাম বিয়…ব—সেকজনিতা দুগুণবুভুক্খা…
চ(·· দিসিট্ঠনিট্ঠানং সোত্তিয়কুলসভাবস…ত্—সোমদত্তেন ন ভুত্তম্ ভুঞ্জমানো…
ছ. …গোবং—ইচ্ছামি পুপ্ফা যেব ভাটুদালকে নালকগ্গা··কে পলিনততালফলবন্নীকাহী ভুজ্জিতাহি কুসলবা তম্—অচ্ছলিয়ম্
জ. …পচ্চগ্গকক্খতুদন্তপোনাতিত্তকেন পোট্টীকলসং নি . নবমালিকা-কুসুমপণ্ডলাকং কলমোদনাকং ভুঞ্জিতয়ে ..
৩০. ক. …মুতম্ উপলদ্ধম্ ভিক্ষুম্ আসাদ্য ..
খ. …মুখবণ্ণেন অঞ্ঞ্ঞ্ বিয়…
গ. …গ্—ঃ শিবো ধর্বান ম্—হ্—ত্—ম্—স্—প্—প্র্…
ঘ. …নায় ভবতি কিং বর্ণন্—ত .
ঙ. …ই…এ.. এ…ই
৩১. ক. ভুয়ঃ সম্মোহমা…
খ. …প্রুনর্য়াত ব্যাহিন্তি প্রী…
গ. —যমানা বিয় মেঘা
ঘ. …দুবারে হসন্তে কেড়মানং চ ম্পে…
ঙ. …র্—ই…
৩২. ক. ···ব্···ত্···
খ. ···লা বিয় সব্বকালং···
গ. ·· ঈয়ে—তাপ—একন্তু ইচ্ছামি ভগব ·
ঘ. · ঙ্—কাহামিত্তি—বিদু—আম যথা তুবন্ধ্
ঙ. ···যঃ স্বস্থো ধানগুচরাম্যপরিগ্রহঃ জ ·
চ. ···ন্নো ধানগুরামি বুভুক্খিতঃ বহু দধি পি ··
ছ. ···বা সংকীর্ণদেশপরিত্যাগার্থং বা এষা ·
জ. ·· য়াশ্বৈরপহ্নতমতয়ো ··
৩৩. ক. ·· যো অত্থীত্তি···
খ. ···অতীন্দ্রিয্ ··
গ. ···বান্ সুখার্থং য্···
ঘ. ···জরাব্যাধিজনি···
ঙ. ·· সান্ ধর্ম্মম ·
চ. ·· দৈন্যেন ভয়া···
৩৪. ক. ···নিখিল ··
খ. ···ইদানীম্ আচার্যশুশ্র্···
গ. ·· নমো বিবভ ··
ঘ. ···যস্তোলিকা···
ঙ. ···ই—বিদু—এতং সদিসং ··

৩৫. ক. ···মগ—সাধু অলং অ···
খ. ···তীয়তি—···
গ. ···মানা হোতু— .
ঘ. ···যৈঃ—অ...
ঙ. লড্ঢে কণ্ঠে বি ..
চ. ...দুণ্ট—ন নি .

৩৬. ক. ...ক্...ন্দ্—ন্...
খ. ...মগধ—কিং ন্নু খু দিট্ঠপুরুবো
গ. ...কথাঃ মগধবতী...
ঘ. ...ম্মু...
ঙ. ...সৃষ্টা ন বৈমুখ্যেন দু...
চ. .. ই...এ ..

৩৭. ক. ...ষ্টঃ—...
খ. ...নমরোষণাকাঙ্ক্ষ ..
গ. .. যে—গণিকা...ম্ উপসৃত্য
ঘ. .. হ্—দ্—ধী ..

৩৮. ক. ...ন্—ক্খ্...
খ. ...প্রবজ্যাশ্যাঘ
গ. ...শ্রম—ন খু একে...
ঘ. ...নি...

৩৯. ক. ...ম্যাঃ পুরেঽস্মিন্ নরাঃ স্বস্থ্ ..
খ. হণারূঢ়কেন গণিকা ..
গ. .. ঃ সরুপক্ষবৃক্ষো ফলশকটা ..
ঘ. . গেহে নট্—অবারো তি...
ঙ. ...উচ্চকুলযৎনরূপম্...
চ. ...বিজ্ঞানন্তো বাবত্তকাযে্যা—
ছ. .. অযতীম্ অনুদর্শয়ামি ..
জ. ...বিনিক্খিন্তে সিলাপ ..

৪১. ক. . তেন রূপেণ পর্ব্বজিস্সিতি—
খ. .. আদিসে
গ. .. হ আবুসো অবভু ..
ঘ. .. শ্রেয়ো ধর্ম্মপরিগ্রহ .

৪২. ক ...তৃ—কর্ম্মাণি অনুবর্ত্তয়—গণি
খ. .. উর ইয়ং সখীবিত্তা মগধবতী .
গ. ...ত্...
ঘ. জ্জুকে দিঢ়ং খু অপ্পা...
ঙ. ...ই চেটি—...থা অতিণ্—প...
ক. ...স্...

খ. মণ্ডপং পবিসতি...
গ. ...নিক্খন্তা উভয়ে ২ ⊙ অতঃ
ঘ. ...বিষয়েষু জগত্ প্রমত্তং ই-ও ..
ঙ. গিরিযগ্গসমাজস্স...
চ, .. ঙ্-কলেমি ন জিহ্বায়ে—বিদু—...
ছ. ...দুষ্ট—কিশ্শ কালনা—বিদু—...
জ. .. ই···ই···ই
৪৪. ক. .. ণ্ঠা—উপা—এবম্ তাব বা...
খ. ...দ্-উপৈতি ভাগম্...
গ. ...ট্...
ঘ. ...তি ময়াভিহিতম্ ম্...
৪৫. ক. ...ণস্য ব্রাহ্মণজনস্য পরিল...
খ. নরকং লোকে চ গর্হাং পরাং তস্মান্...
গ. ধর্মাত্ পরাঙ্মুখী...
ঘ. ম -খ
ঙ. .. উপা—ভবতি নাহম্ একান্তত...
চ. .. ভবতী—সন্তোহর্থং বিসৃজন্তি ধর্ম...
৪৬ ক. ..ত্.. য্ ..
খ. .. ম্.. এতস্স মগ্গস্য যথাব...
গ. .. অভিমুখা গমিস্সাম—তাপ—কি...
৪৭ ক স্তানম্ পিয়ণ্ড ..
খ .. এতি ততো
গ. ...শ্রমণঃ...
ঘ. কুণ্ডিতোষ্ঠ্
ঙ. ...যো মে ত্...
চ. ...ন—কুপ্পতি চি ..
৪৮ ক .. ষ্ স্...ষ্ স্...
খ .. মহন্তো খু আমোদো গণিকাকুলে সবহু...
গ ...নিহন্তেঃ সর্বহাপয়ন্তি বন্ধকীম্ অ...
ঘ. .. ঙ্—কিল উপাস(ক)
ঙ. .. ম্নং গতম্ ভবত্ ..
চ. ...উ কস্য নোত্পদ্যতে পানোদকং পৃথিব্যার্ত
ছ ...এবং লোকঃ সস্যবজ্ জায়মানো জ্ঞানাদি ..
জ. ...দ্ . ষি...
৪৯. ক. অনুকম্পায়ে.. হ্-ম্...
খ. যি ..কামা কাটীয়তি—মগ—অনিযুক্তা ..
গ. প্রবিষ্টঃ অহম্-ভাবান্নাত্র প্রবিবিক্ষামি—নায়...
(—অহংভাবান্যতরঃ ?)

ঘ. ভিঃ প্রতীগৃহীতামিষস্য…ও
৫০. ক. …ব্—গঃ কষ্টম্—…
খ. …জগত্—বিদু—ভো উ .
গ. …পদ্মরাগং উত্তরায়্…
ঘ. …ভর্মাতি স্তপাতিতো—নায় ..
৫১. ক. .. কণ্ঠবন্ধে কণ্ঠাবিট্ঠিত্ ..
খ. …স্তেন সহ সমাগম…
গ. …স্তন্ তেন চ তন্ন চাচ্চর্তি…
ঘ. …পরিবারা হসন্তী…
ঙ. অবস্থিতা চ মগধবতী…
৫২ ক. …ত্…বা নৈতদ্ আশ্চর্য্যং ভগবত্ ..
খ. …সাধ্যমস্তি—ততঃ প্রবিশন্তি শ্রমণ…ই ..
গ. …র্-এঃ্-য্…যে…কীতৌ .
ঘ …স্করোতি বিষ্ট্…জ্ঞানস্য জানন্ ..
ঙ …তৌ শারিপুত্রমৌদ্গলায়নৌ শ্রমণেন…
চ. .. থা…যথা আসন্নীভ্ ..
৫৩. ক. …—কৌণ্ডি—অ…
খ .. চ্-ট্…
গ. .. ইর-ই ং…
৫৪, ক. …কৌণ্ডি—ভগবন এতে খলু…
খ. মি…
গ. …ন্যস্ত্-ম-ন্-ত্…
ঘ. . ঃ শীলম্-যো ভাস্বর ..
৫৫. ক. স্তি হি যণ্ড তে হেখা .
খ .. প্রব্রজ্যা সংবর্ত্তেত—কামং .
গ যেষু প্রিয়েষু
ঘ. .. ব্-হাঁত তে ..
ঙ …পর্ব্বাজত ..
চ. .. সংসিতায়ে—তব
ছ. —ন্দিগ্ধং প্রিয়ং স্বজনম্ অশ্রু
জ . পুচ্ছেমস্তাবত্—
৫৬ ক. . তঃ—শারি—অ…
খ .. জায়ব…
গ . ছ্…
ঘ. .. স্যোদনে
ঙ …ই-ই…
৫৭. ক. .. যে উভয়থা দিস্সতি—নায়—হস্ত…
খ. …তস্য যাথাত্ম্যতো ছবতি নাপি গৃহং ন…

গ. …আবুসো ন রূপলক্ষণানি অনুবর্ত্তন্তি .
খ. …ঙ্ কিঞ্চিত্ কুলব্যসনম্ অদৃষ্টবা মনস্বিজন
৬৯. ক. …মাধ—হ্—তুম্…
খ. …তকে ‥
গ. …ভেন্ .
ঘ. …পরিপ্গেণ্হিয় ‥অ .
ঙ. .প—তা ‥[পিতা ?]
৭০. ক. ‥ত্—উ—ব্ ‥
খ …ধানং—ন…
গ. …চ্ ‥
ঘ. …ল্—গোকুল ‥
৭১. ক. …ন সরীরেণ .
খ. …আবদ .
গ. …বিমৃশতি
৭২. ক. ‥নি এত্থ বিক্ ‥
খ …শে—…হ ‥
গ …চ্…
ঘ. …মলং রুদ্—ত্ ‥
ঙ. …পিত্যেস্তো নত ‥
৭৩ ক. ‥ ব্—শুশ্বেধ্যাশয়ে ‥
খ নষ্টস্য স
৭৪. ক. …য্—হতঃ—
খ. ইদম্ অমরেষ্ব .
৭৫ ক . ত্ . য্ ‥
খ. হংঘো ‥
গ. ‥ ই পুন দা ‥
৭৬. ক. . ম্—অপি তস্মৈ…
খ. ‥ জ্—পি খু নং
৭৭. ক ত্—খু গহীত্ নাম্
খ. . পঞ্চেন্দ্রিয়াশ্বো
গ …ই…
৭৮. ক. …বিতর্কিতম্—এ ‥
খ …ন্—পাদ্…
গ. … —উতম্ ‥
ঘ. …ইয়াদাবা ‥
৭৯. ক. …ত্…
খ. …ত্তা মহি পুচ্ছি ‥
গ. …ষ্ট…

ঘ .. স্ব্
ঙ .. হাপেহি ..
চ. র্ ..
৮০ ক. তি—বিদ্—
খ. . গো . ত আসোহি
৮১ ক .. জরাভয়কায়
খ, . সদ্‌শ . য্ .
গ. বহ্নবিধের্
৮২ ক কিম্ অয়ং জানাতি তহিম্ উ...
খ ইদীয়ে গিরিকগ্‌গ ..
গ . ব্ ধাবতি—বিদ্—হ...
ঘ. মানো মৌদ্‌গলায়নশ্চ স
৮৩ ক প্রবিশতি নায়কঃ ..
খ. ন সখন্ তহিং গ
৮৪ ক অল্পম্ অনল্পম্
খ . দর্শিতম্ আচার্যেণ ..
গ. য্—বা—অনাদেঃ
ঘ শমম্ অমৃত .
৮৫ ক. আবঙ্‌গমিসসাম—
ই ব্ ..
গ. যঃ রাগান্ধা স্ব কূ .
৮৬ ক. . বিপযোগো সন্তাপে .
খ. বিদ্—ন হি উপজ্‌ঝায় ..
গ .. দৃষ্ট—শাপমহিমা ..
ঘ. . হায়ে জিণ্‌ণপোক্‌খরিণী [জীর্ণপুষ্করিণী—সং]
৮৭. ক. যমানেন আসি শ্রেষ্ঠিপত্রে .
খ. .. ণকৃতপরিকর্মণোঃ
৮৮ ক. .. উপ্‌ঝায় যথা
খ. .. যদ্দোষ ভব ...
গ' মৌদ্‌গ—ইত্থং শ্রেয় .
ঘ. .. এষ দুষ্করো ন ম .
৮৯. ক .. রং বম্‌ভণ
খ . হিমায়ে
গ. .. বন্ধনেন
ঘ. .. মি ভোতী ন
৯০ ক .. তম্ পশ্য ..
খ .. দধ্ পব্বজিতে (তো) .
গ. থ এতে ..

ঘ. ...পুণ্যক্ষয় ..
৯১ ক. ...জনপরি ..
খ' স্বভাবস্য চ কঃ—উ ..
গ. . ক্র্ ..
ঘ. এন বা সিদ্ধার্থো...
৯৩. ক. ...হি হি আহা সম্ ..
খ. ...হর—ন্—আর্যঃ তস্কার
৯৪. ক. ...স্স ..
খ. ...দৃষ্ট—বম্ভণ ..
গ. ...অবতু সা ..
ঘ. উপস্থিতাপি মুনি ..
ঙ. .. সহক
চ ...ম ..
৯৫. ক. ...হতো য্...ন্...
খ. তো শ্যান্ তস্ম প ..
গ. বোপশমরসস্য ..
ঘ ...তিকয্য—ইয়া...
৯৬ ক. ...নজনো পরিজনে ..
খ ...রক্ষতি ভ্রষ্ট .
৯৭. ক. ...মাত্মনো ব্যপ .
খ . রঃ—অতঃ প্রবিশতি ..
৯৮. ক হি বয়ঙ্ কল্পম্ যেব ..
খ. ব্.. থ্ ..
গ .. উপজ্ঝায় যথা তথা ..

ভাস

চারুদত্ত

ভূমিকা

কথাসংক্ষেপ

সার্থবাহপুত্র চারুদত্ত একদা বহু বিভবের অধিকারী হলেও দান ও দাক্ষিণ্যের দরুন সম্প্রতি সর্বস্বান্ত, থাকেন উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠিপল্লীতে। তাঁর সুদিন-দুর্দিনের বন্ধু বয়স্য মৈত্রেয় চারুদত্তের দারিদ্র্যদশার ঘনিষ্ঠতম সাক্ষী।

এ-হেন চারুদত্তের প্রতি উজ্জয়িনীর নগরনটী বসন্তসেনা একান্ত অনুরক্তা। কামদেবায়তনে প্রথম দর্শনেই তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন।

একদিন সন্ধ্যায় বসন্তসেনা বেরিয়েছিলেন রাজপথে। অন্ধকারে পরিজনদের ফেলেন হারিয়ে। রাজপথ তখন রাজশ্যালক সংস্থানক বা শকারের লাগামহীন কামনার অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র। সহকারী অনুচর বিটও রয়েছে তার সাথে। ঘটনাচক্রে বসন্তসেনাকে এই অবস্থায় পেয়ে শকার ও বিট তাকে ধাওয়া করে। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে তিনি ছুটতে থাকেন। কিন্তু কিভাবে কোথায় গিয়ে এই মুহূর্তে আত্মরক্ষা করবেন? মূর্খ শকার আপন বাচালতায় সে পথের নির্দেশ দিয়ে ফেলল বসন্তসেনাকে: বসন্তসেনা কামদেবের উৎসব থেকে যার প্রেমে পড়েছে, সেই গরিব বেনে, বামুনের বেটা চারুদত্তের বাড়ির খিড়কির দরজাটা এদিকেই পড়ে।' অন্ধকারে আশার আলো দেখলেন বসন্তসেনা।

ইত্যবসরে চারুদত্তের সনির্বন্ধ অনুরোধে বয়স্য মৈত্রেয় পরিচারিকা রদনিকাকে সঙ্গে নিয়ে চৌরাস্তায় মাতৃদেবতাদের উদ্দেশে নৈবেদ্য নিবেদনের জন্যে বাড়ি থেকে বেরোতে যাচ্ছিল। পার্শ্বদ্বার খোলা মাত্র মৈত্রেয়ের হাতের প্রদীপ গেল নিভে। মৈত্রেয় ভাবল—হঠাৎ দরজা খোলায় দমকা হাওয়ার ঝাপটায় প্রদীপটা নিভে গেল। আসলে যা ঘটল, তা হল, ঐ দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বসন্তসেনা, প্রদীপের আলোয় ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আঁচলের হাওয়ায় তিনিই দিলেন প্রদীপ নিভিয়ে। আবার প্রদীপ জ্বালাতে মৈত্রেয় গেল বাড়ির ভিতর, তারই নির্দেশে রদনিকা চলল চৌরাস্তায়। এই সুযোগে খোলা দরজা দিয়ে বসন্তসেনা ঢুকলেন ভিতরে।

শকার ও বিট তখনও কিন্তু বসন্তসেনাকে খুঁজে চলেছে। বিট লক্ষ্য করেছে, সুমুখের বাড়ি থেকে কোনো নারী পথে বেরিয়ে আসছে। বিট ঐ নারী অর্থাৎ চারুদত্তের পরিচারিকা রদনিকাকে ধরে ফেলে। রদনিকা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে যায়। কামনার তাড়নায় তথা বিটের প্ররোচনায় বসন্তসেনা-ভ্রমে অন্ধকারে শকার রদনিকাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করতে থাকে। রদনিকার আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে শকারের সংশয় হয়—এ তো বসন্তসেনার কণ্ঠস্বর নয়।

ইতিমধ্যে প্রদীপ হাতে বিদূষক এসে পড়ে শকারকে পদাঘাত করে; রদনিকা ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বিদূষককে জানায় তার লাঞ্ছনার কথা। বিট শকারের হয়ে বিদূষকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের অপকর্মের জন্যে এবং অনুনয় করে বলে মহামান্য মৈত্রেয় যেন, দয়া করে, চারুদত্তের কানে তাঁর পরিচারিকার এই অহেতুক লাঞ্ছনার কথা না তোলে। এই বলে বিট স্থানত্যাগ করে। শকার তখন মৈত্রেয়ের মাধ্যমে চারুদত্তের কাছে বলে পাঠায় যে বসন্তসেনা তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করেছেন, চারুদত্ত যেন রাত পোহালে তাঁকে অবশ্যই শকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। অন্যথায় তাঁদের দু-জনের মধ্যে চরম শত্রুতার

সৃষ্টি হবে। অতঃপর বিটকে না দেখে ভয় পেয়ে শকারও প্রস্থান করে। মৈত্রেয় ও রদনিকা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়—চারুদত্তকে ঐ দুর্ঘটনার কথা কেউ জানাবে না। অনন্তর দেবকার্য সমাপ্ত হলে দু-জনেই গৃহের দিকে চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে গণিকা বসন্তসেনাকে রদনিকা ভেবে চারুদত্ত তাঁকে তাঁর গায়ের চাদরটা ভিতরে নিয়ে যেতে বলেন। বারবার আদেশ করা সত্ত্বেও ভিতরে না যাওয়ায় চারুদত্ত বিরক্তি বোধ করেন। বসন্তসেনাও অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে পড়েন। ঠিক এমনি সময় রদনিকা ও মৈত্রেয় এসে পড়ে। চারুদত্ত নিজের ভুল বুঝতে পারেন, না বুঝে অজ্ঞাত-পরিচয় মহিলার হাতে নিজের অঙ্গবস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করেন। শকার-কথিত সংবাদ মৈত্রেয় চারুদত্তের কাছে পরিবেশন করল। বসন্তসেনাকে চিনলেন চারুদত্ত, অভয় দিলেন তাঁকে। নিজের অনুচিত আচরণের জন্যে চারুদত্ত ক্ষমা চাইলেন, বসন্তসেনাও চারুদত্তের গৃহে অনধিকার প্রবেশের জন্যে মার্জনা চাইলেন। দুর্বৃত্তরা অলঙ্কারের জন্যে তাঁকে অনুসরণ করছে বলে বসন্তসেনা চারুদত্তের কাছে সেগুলি গচ্ছিত রাখতে চাইলেন। সম্মতি জানালেন চারুদত্ত। তারপর চাঁদের আলো ফুটতে থাকলে চারুদত্তের নির্দেশে মৈত্রেয় বসন্তসেনাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিতে গেল।

[প্রথম অঙ্ক]

চারুদত্তের প্রতি অনুরক্তির মধুর আবেশে দিন কাটে বসন্তসেনার। আচরণে ও কথায় কাছের মানুষ মদনিকার কাছেও ধরা পড়ে যায় তাঁর অদ্ভুত ঔদাস্য। কথায় কথায় সে জেনে নেয়—আর্যার মনের মানুষটি রাজপুত্র, বিদ্বান ব্রাহ্মণপুত্র কিংবা নবাগত কোনো ভিনদেশী বণিকপুত্র নয়, তিনি হলেন দরিদ্র চারুদত্ত। পুনর্দর্শনের সুযোগ পাবার আশায় তাঁরই কাছে তো তিনি গহনাগুলি গচ্ছিত রেখে এসেছেন। গণিকা ও পরিচারিকার এইসব কথোপকথনের মধ্যে সহসা, জনৈক ভয়ার্ত ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকে পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে। শরণাগতকে অভয় দিয়ে বসন্তসেনা তার ভয়ের বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। আগন্তুক জানালো তার ভয় জুয়াড়ি মহাজনকে। জন্ম তার বিদেশে, বণিক পরিবারে। উজ্জয়িনীতে সব ভালো ভালো লোক থাকে—পর্যটকদের মুখে এ কথা শুনে শুনে সে একদিন কৌতূহলবশে বেরিয়ে পড়ল। উজ্জয়িনীতে এসে সাক্ষাৎ হল এক অপূর্ব মানুষের সঙ্গে। তাঁর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। তাঁরই অঙ্গসংবাহনের কাজ নিল সে, যদিও এটা ছিল তার নেশা, সম্প্রতি তাই হয়ে দাঁড়াল পেশা। গণিকা ও তাঁর পরিচারিকার মানসাঙ্ক মিলে গেল, যখন শোনা গেল সেই মহান পুরুষের নাম—আর্য চারুদত্ত। তারপর? তারপর, দয়ায় দাক্ষিণ্যে সবার প্রত্যাশা পূরণ করে করে তিনি যখন বিত্তহীন হলেন, তখন একে একে পরিচারকদেরও পাওনাগণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়ে তাঁদের চলে যেতে বললেন। অতএব, উপায়ান্তর না দেখে সেখান থেকে বেরিয়ে সংবাহক হল জুয়াড়ি। আর জুয়া খেলতে খেলতে সে একদিন দশ সুবর্ণে পরাজিত হল। সে ঋণ শোধ করতে না পেরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। গণিকালয়ের পথে উত্তমর্ণের মুখোমুখি হওয়ামাত্র ভয়ে এখানে ঢুকে পড়েছে।

সংবাহকের বৃত্তান্ত শুনে বসন্তসেনা তৎক্ষণাৎ তাকে ঋণমুক্ত করলেন এবং স্বজন-বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু সংবাহক জানালো তার সংকল্পের কথা—

সে দিনই সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। সংবাহক চলে গেল। তার কিছু পরে এল আবেগে উদ্‌ভ্রান্ত কর্ণপুর—বসন্তসেনার অন্যতম পরিচারক। সে কেমন করে রাজপথে মদস্রাবী হস্তীর উন্মত্ত আক্রমণ থেকে উজ্জ্বল গৈরিকধারী জনৈক সন্ন্যাসীকে রক্ষা করেছে, সেই বীরত্বের উপাখ্যান শোনালো বসন্তসেনাকে। কিন্তু এমন বীরত্বের জন্যে সবাই বাহবা দিলেও পারিতোষিক দিতে এগিয়ে এলেন শুধু একজন। দেবার মতো ছিল তাঁর শুধু উত্তরীয়খানি, তাই দিলেন তিনি। কর্ণপুরের কথা থেকে—আকারে প্রকারে অনুমিত হল, তিনি নিশ্চয়ই চারুদত্ত। গুণগরিমায় ও ঔদার্যে তাঁর প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পেল। প্রাসাদ থেকে তিনি চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলেন চারুদত্তকে—যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ।

[দ্বিতীয় অঙ্ক]

গানবাজনার আসর থেকে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল চারুদত্ত এবং মৈত্রেয়ের। মাঝরাতে অষ্টমীর চাঁদ তখন অস্তমিতপ্রায়। পাদ-প্রক্ষালনের পর উভয়েই যে যাঁর শয্যায় শয়ান হলেন। চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। কিন্তু নিষ্কৃতি নেই মৈত্রেয়ের। আজ যে অষ্টমী তিথি। তাই চেটী এসেছে মৈত্রেয়ের হাতে গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ড সঁপে দিতে। এ রাতে এটি রক্ষার দায়িত্ব তারই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতে হল তাকে। তারপর অচিরেই দু-জনে ক্লান্তিহর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন।

নিষুতি রাতে এঁদের দু-জনের গভীর ঘুমের সুযোগে সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকল সজ্জলক। সদ্‌ব্রাহ্মণ-বংশের বেকার যুবক সজ্জলক প্রেমে পড়েছে মদনিকার। মদনিকা গণিকা বসন্তসেনার বিশিষ্ট পরিচারিকা—তরুণী ক্রীতদাসী। মদনিকাকে তার ক্রীতদাস-জীবন থেকে মুক্তি দিতে হবে—তাই চাই মুক্তিপণ। আর সেই মুক্তিপণ অর্জন করতে সজ্জলকের সিঁধ কাটার এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। প্রেম মানুষকে কী না করায় (কিং বা ন কারয়তি মন্মথঃ) ! ঘুমের ঘোরে মৈত্রেয় বলে উঠল—'ওহে, স্বর্ণভাণ্ডটা নাও' ('ভোঃ ! গৃহাণৈতৎ সুবর্ণভাণ্ডম্‌ ।')। সজ্জলক তখন সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে, সত্যিই সেই ব্যক্তির হাতে রয়েছে জীর্ণ চাদরে মোড়া উজ্জ্বল সোনার ভাণ্ড। দীপ নিভিয়ে দেয় সে। মৈত্রেয়ের ঘুমের ঘোর বেড়ে যায়। ঘুমন্ত অবস্থাতেই সে স্বর্ণভাণ্ড গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। না গ্রহণ করলে ব্রহ্মশাপের ভয় দেখায়। সজ্জলক অগত্যা স্বর্ণভাণ্ড গ্রহণ করে। মৈত্রেয় চারুদত্তকে গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ড ফিরিয়ে দিয়েছে ভেবে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে থাকল। ভোর হতে-না-হতেই সজ্জলক তার কাজ হাসিল করে সরে পড়ল।

ভোর হলে চেটীর চীৎকারে ঘোষিত হল যে সিঁধ কেটে বাড়িতে চোর ঢুকেছে। মৈত্রেয় তার ভুল বুঝতে পারল। এই সংকটে চারুদত্তের সহধর্মিণী ব্রাহ্মণীর উপস্থিত-বুদ্ধি ও ঔদার্য চারুদত্তের মর্যাদা রক্ষা করল। ব্রাহ্মণী মৈত্রেয়ের মাধ্যমে ষষ্ঠীব্রতের উপবাসের দানস্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন তাঁর মুক্তাহার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা গ্রহণ করে মৈত্রেয়ের হাতে দিয়ে চারুদত্ত তাকে পাঠালেন বসন্তসেনার কাছে—যে-আস্থায় ভর করে বসন্তসেনা চারুদত্তের কাছে তাঁর অলঙ্কার গচ্ছিত রেখেছেন, সেই নিবিড় আস্থার মূল্য দিতেই তাঁকে আজ মুক্তাহারও তুচ্ছজ্ঞান করতে হল।

[তৃতীয় অঙ্ক]

বসন্তসেনা বসে বসে চারুদত্তের ছবি কতটা ঠিক এঁকেছেন, চেটীর চোখের দেখায় তা

মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর মায়ের আজ্ঞা নিয়ে এক পরিচারিকা এসে জানালো—রাজশ্যাল সংস্থান গহনা পাঠিয়েছে, তাঁকে এক্ষুনি সেজেগুজে বেরোতে হবে, শকারের শকট অপেক্ষা করছে। এ সংবাদে জ্বলে উঠলেন বসন্তসেনা, মাকে বলে পাঠালেন—চারুদত্তের কাছে অভিসারে যেতে তিনি অবশ্যই সাজবেন।

ইতিমধ্যে এল সজ্জলক, ডাকল মদনিকাকে। সজ্জলকের চোখেমুখে কেমন ভয়-ভয় ভাব, চোখ এড়াল না মদনিকার। বসন্তসেনা মদনিকাকে ডেকে বললেন—'চিত্রফলকটা শোবার ঘরে রেখে আয়।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! কৌতূহল হয় বসন্তসেনার। তিনি দেখেন—মদনিকা অতিচেনা যেন কোন্ পুরুষের সঙ্গে স্নিগ্ধ সংলাপে ব্যাপৃত। অনুমান করেন—এই তবে সেই যুবক যে তাকে পণ দিয়ে নিতে চায়। আড়ালে থেকে কান পাতেন তিনি। মদনিকা জানায় সজ্জলককে—'আর্যা আমার মুক্তির কথা আগেই বলে রেখেছেন।' সজ্জলক তখন বসন্তসেনাকে মদনিকার মাধ্যমে তার আনা গহনা গোপনে পরতে অনুরোধ জানায়। মদনিকা গহনাগুলো আগে দেখতে চায়। দেখে চেনা-চেনা লাগে; আড়ালে বসন্তসেনারও মনে হয়—এ যেন তাঁরই গহনা। মদনিকার পীড়াপীড়িতে সজ্জলক আসল ঘটনা খুলে বলে। মদনিকা তাকে জানায় যে এ গহনা বসন্তসেনার; বিব্রত বোধ করে সজ্জলক। মদনিকাই তখন তাকে সংকটত্রাণের মন্ত্রণা দেয়। খুশি হয়ে সজ্জলক তার কথামতো কামদেউলে অপেক্ষা করে,—বসন্তসেনার সঙ্গে সুবিধেমতো সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দেবার দায়িত্ব নেয় মদনিকা।

ইত্যবসরে অন্য এক পরিচারিকা এসে বসন্তসেনাকে জানালো—চারুদত্তের কাছ থেকে এক ব্রাহ্মণ এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। চারুদত্ত জুয়া খেলতে গিয়ে তার গহনা খুইয়ে ফেলেছেন। অতএব তারই মূল্যস্বরূপ পাঠিয়েছেন তিনি এই মুক্তাহার। বসন্তসেনা মুগ্ধবিস্ময়ে নিলেন সে মুক্তাহার। উপলব্ধি করলেন—ভাগ্য চারুদত্তকে যতই ঠকাক, তার আত্মসম্মানবোধ কেড়ে নিতে পারে নি।

এর পর মদনিকা গিয়ে বসন্তসেনাকে বলে যে, চারুদত্তের কাছ থেকে এক ব্যক্তি এসেছে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। ব্যাপার বুঝে বসন্তসেনার দারুণ মজা লাগল। তাঁর অনুমতি পেয়ে মদনিকা নিয়ে এল সজ্জলককে। সে বলল—চারুদত্ত তাকে বসন্তসেনার গচ্ছিত-রাখা গহনা ফেরত দিতে পাঠিয়েছেন, বলতে বলেছেন—ঘর-দরজার মেরামতি নেই, বাড়িতে লোকজনও নেই, তাই এ গহনা রাখা খুব মুশকিল। দয়া করে যাঁর জিনিস, তিনি স্বয়ং গ্রহণ করুন। বসন্তসেনা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন যে, তিনি জানেন, চারুদত্তের গৃহে সিঁধ কেটে ওগুলো চুরি করে আনা হয়েছে। কিন্তু সজ্জলক আশ্চর্য হল আরো এই দেখে যে, অবধারিত তিরস্কারের পরিবর্তে সে পেল অভাবিত পুরস্কার। বাড়ির বাইরে গাড়ি প্রস্তুত, স্বীয় অলঙ্কারে মদনিকাকে মনের মতো করে সাজালেন বসন্তসেনা এবং তারপর সাদরে দু-জনকে সেই গাড়িতে বসিয়ে সজ্জলকের হাতে সঁপে দিলেন মদনিকাকে; বললেন সজ্জলককে—একে আপনি গ্রহণ করুন আর্য।' আর মদনিকাকে বললেন—'আজ থেকে তুমি হলে আর্যা।'

আনন্দে-বিস্ময়ে অভিভূত সজ্জলক মনে মনে শুধু ভাবে—এমন মানুষের এমন মহানুভবতার কোনো প্রতিদান আদৌ কি কখনো সম্ভব হবে তার পক্ষে? মদনিকাকে সঙ্গে নিয়ে নবজীবনের যাত্রাপথে রওনা হয় সজ্জলক।

কী-এক-আবেশে আচ্ছন্ন বসন্তসেনা চতুরিকা-নামে চেটীকে ডেকে বলেন—'জেগে জেগে আজ এ-কী স্বপ্ন দেখলাম রে!' চেটী সব শুনে বলে—'নাটক দারুণ জমেছে!' বসন্তসেনা বলেন—'আয়, এই গহনা (মুক্তাহার?) পরেই আর্য চারুদত্তের কাছে অভিসারে যাই।' দেখতে দেখতে আকাশ ভরে গেল মেঘে। অভিসারের অনুকূল পরিবেশে চেটী-সহ বেরিয়ে পড়লেন বসন্তসেনা, গন্তব্য চারুদত্ত।

[চতুর্থ অঙ্ক]

নায়ক

চারুদত্তই 'চারুদত্ত' নাটকের মুখ্য চরিত্র—তিনিই নেতা। উজ্জয়িনীর এক অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এই চারুদত্ত। জন্মসূত্রে তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু বৃত্তিতে বণিক্। একদা তাঁর পিতা ছিলেন বণিক্‌সমাজের মাথা। তাই বার বার তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে 'সার্থবাহপুত্র' রূপে। কিন্তু পৈতৃকই হোক আর স্বোপার্জিতই হোক, বিত্তকে ধরে রাখতে পারেন নি চারুদত্ত। চিত্তসম্পদে তাঁর জুড়ি উজ্জয়িনীতে কেন, ভূভারতেও খুঁজে পাওয়া ভার। আর সেই চিত্তের উদারতাই তাঁকে ক্রমে ঠেলে দিয়েছে চরম নিঃস্বতার দিকে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত কেউ কখনো তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে এলে শূন্য হাতে ফিরে যায় নি—'ন তস্য কশ্চিদ্ বিভবৈরমণ্ডিতঃ।' সেদিক থেকে তাঁর নাম সার্থক—'চারু দত্তং দানং যেন অসৌ চারুদত্তঃ।' সত্যই শোভন-দানশীল চারুদত্ত অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর যথাসর্বস্ব।

নাট্যতাত্ত্বিকের নিরিখে চারুদত্ত এক ধীর-প্রশান্ত নায়ক। ত্যাগী, কৃতী, কুলীন, সুন্দর, রূপ-যৌবনোৎসাহী; দক্ষ, জনপ্রিয়, তেজস্বী, বিদগ্ধ এবং চারিত্রগুণসম্পন্ন দ্বিজপ্রমুখ পুরুষকে 'ধীরপ্রশান্ত' নায়ক বলা হয়। চারুদত্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান হলেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত জাতীয় 'বিদ্যাবিশেষরমণীয়' পুরুষ ছিলেন না। বসন্তসেনার মতে ঐপ্রকারের পুরুষ পূজাস্পদ ('পূজনীয়ঃ খলু স জনঃ।') প্রেমাস্পদ নন। বসন্তসেনা সমাজপতিদের দেখেছেন, দেখেছেন বিদ্যা ও বিভবসম্পন্ন সব বিচিত্র মানুষকে, কিন্তু তিনি তাঁর মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছেন চারুদত্তের মধ্যে, পরিচারিকা মদনিকা এ সংবাদে সবিস্ময়ে বলে ওঠে—'হা ধিক্ দরিদ্রঃ খলু সঃ।' গণিকা বসন্তসেনা তদুত্তরে বলেছেন—'অতঃ খলু কাম্যতে (—তাই তো ভালোবাসি।) বুঝতে বাকি থাকে না—চারুদত্ত আন্তর সম্পদে ওদের সবার চাইতে ধনী। আর সেই ধনে ধনী হয়েই চারুদত্ত বিপর্যয়েও ভেঙে পড়েন নি। বাহ্য বিত্তে তিনি রিক্ত, কিন্তু আন্তর বিত্তের অতিরিক্ততা তাঁকে জীবনবোধ থেকে দূরে ঠেলে দেয় নি। জীবনের সূক্ষ্ম সুন্দর পেলব অনুভূতিগুলো তাঁর তেমনি রয়েছে, তাদের প্রতি সমাদরও তাঁর কমে নি। তিনি জানেন যে তাঁর দেবার সামর্থ্য যত দিন ছিল কেউ 'বিমানিত' হয়ে ফিরে যায় নি—('বিমানিতং নৈব পরং স্মরামি।')। অনেক মূল্য দিয়ে যে আত্মবিশ্বাস তিনি অর্জন করেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাসের যে মহৎ মূল্য তিনি দিয়েছেন, তাইতে তিনি এক অটুট মনোবলের অধিকারী। বন্ধুবৎসল চারুদত্ত সর্বাপেক্ষা ব্যথিত এই জন্যে যে তাঁর বন্ধুরা তাঁর অর্থ না থাকায় তাঁকে ত্যাগ করেছে। দারিদ্র্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সচেতন সামাজিকের তথা নিপুণ বিশ্লেষকের। দুঃখের পরে সুখ যে মধুর তা যেমন তিনি জানেন, তেমনি জানেন দারিদ্র্যের কী অমোঘ প্রভাব। দরিদ্র

হলে মানুষকে লোকে মানুষ মনে করে না। বিশেষ করে, সুখের পরে যে দুঃখে পড়ে, সে তো শুধু মানুষের দেহটাই বহন করে, তাকে 'মৃত' বলাই শ্রেয়ঃ। কারণ, দারিদ্র্য মানুষকে সমাজের চোখে এমন লঘু করে তোলে যে তার চরিত্রে কালিমা লেপন করতে কেউ কুণ্ঠিত হয় না, অন্যেরা যা অন্যায় করে সেটাও তার উপরেই বর্তায় ('পাপং কর্ম চ যৎ পরৈরপি কৃতং তৎ তস্য সম্ভাব্যতে॥')।

কাঞ্চনকৌলীন্যসর্বস্ব যে সমাজ, চারুদত্ত সেই সমাজেরই একজন শরিক। কিন্তু তিনিই আবার সেই সমাজেরই রূঢ় সমালোচক। উচ্চমধ্যবিত্ত মানসিকতার অংশীদার হয়েও তিনি তার মুখ্য সচেতক। অচিরস্থায়ী অর্থের অভাবে তাঁর আপাতত ক্লেশ হলেও তিনি নিজেকে 'দরিদ্র' বলতে নারাজ। আত্মসমীক্ষার সুরে প্রশ্ন করতে তিনি পিছুপা নন—কিণ্ণাহং দরিদ্রঃ? সামর্থ্য অনুসারে সংসার চালাতে অভ্যস্ত তাঁর সুগৃহিণী ভার্যা, আর দুঃখ-সুখে সমান সখা মৈত্রেয় থাকতে এবং সর্বোপরি দরিদ্রজন-দুর্লভ অটুট মনোবল থাকতে কিসে তিনি দরিদ্র?

জীবন ও যৌবনের প্রতি চারুদত্ত উদাসীন নন। তাঁর উত্তরীয়ের সুগন্ধে বসন্তসেনা সহর্ষে বলে ওঠেন—'অনুদাসীনং যৌবনমস্য পটবাসগন্ধঃ সূচয়তি।' তৃতীয় অঙ্কের শুরুতেই দেখি বীণা শুনে বাড়ি ফিরছেন চারুদত্ত, সঙ্গে তাঁর সখা মৈত্রেয়। সঙ্গীতের রাগ, তাল, লয়, মূর্ছনা প্রভৃতির মনোহর বিশ্লেষণ করতে করতে তিনি পথ চলেছেন। গীতরসের মুগ্ধ আবেশে ভুলেই গিয়েছিলেন—রাত কত হয়েছে। মৈত্রেয়ের তাড়ায় বাড়ি ফিরছেন ঠিকই, কিন্তু মনে সেই মৌতাত। নিসর্গ তথা মানব প্রকৃতির রূপান্তর ও বৈচিত্র্যের তিনি নিরীক্ষক, শিল্পকলার তিনি রসিক বোদ্ধা। সংবাহকের উক্তি থেকে আমরা চারুদত্তের গুণাবলীর বিরাট অথচ অসম্পূর্ণ তালিকা পাই। সংবাহনের সুকুমার কলার যথার্থ সমঝদার ছিলেন চারুদত্ত। কত আপন করে নিয়েছিলেন তিনি ভিনদেশী সেই যুবককে!

শকারের উক্তি থেকে জানা গিয়েছে চারুদত্তের চোখদুটো ছিল বড়ো বড়ো। কামদেবের মন্দিরে বসন্তসেনাকে দেখেছিলেন চারুদত্ত। শুধু চোখের দেখা। অবাক মুগ্ধতা সবাক হয়েছে চোখের ভাষায়। কামদেবের মোহন আবেশে চিত্ত তাঁর আবিষ্ট। উৎসবের অঙ্গন থেকে ফিরে এলেন চারুদত্ত, কিন্তু মনে তাঁরই মূর্তি আঁকা [—'যা ভবতা কামদেবানুযান-প্রভৃতি নয়নমাত্রসংস্তুতা সন্নিহিতমনোভবেন হৃদয়েনোদ্বাহ্যতে।'] প্রেমিক হলেও চারুদত্ত বাস্তববিমুখ নন। তাই তিনি অসংকোচে বলেন, অর্থ না থাকলে প্রেম উৎসমুখেই হারিয়ে যায়, যেমন কাপুরুষের ক্রোধ তার নিজ অঙ্গেই লীন হয়ে যায়।

বসন্তসেনা সম্পর্কে চারুদত্তের হৃদয়দৌর্বল্য থাকলেও তা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবর্জিত নয়। বসন্তসেনার সুবর্ণভাণ্ড চোরে নিয়ে গেলে মৈত্রেয় বুঝতে না পেরে চারুদত্তকে সেই সুবর্ণভাণ্ড তার হাতে তুলে দেবার জন্যে অকারণ পীড়াপীড়ি করতে থাকলে চারুদত্ত বলেন, 'তুমি চিরটা কাল আমার স্বভাব সম্বন্ধে জেনে শুনেও যদি অবিশ্বাস কর, তবে সেই কলাজীবী বঞ্চনাচতুর ব্যক্তির কথা আর কী বলব?

চারুদত্তের চিত্তের যত উদারতাই থাক, পরিবেশের প্রভাব ও বর্ণাশ্রম-সংস্কার প্রভৃতি থেকে তিনি সম্পূর্ণ-মুক্ত ছিলেন না। গৃহস্থের নিত্যকর্ম তিনি শ্রদ্ধাসহকারে যথাসাধ্য সম্পন্ন করতেন। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে বসন্তসেনাকে রদনিকা ভেবে নিজের

উত্তরীয় তুলে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে, কিন্তু রদনিকার উপস্থিতিতে যখন সে ভুল ধরা পড়ল, তখন অপরিচিতা পরস্ত্রীর হাতে নিজের অঙ্গবস্ত্র তুলে দিয়ে তাঁকে দূষিত করেছেন ভেবে চারুদত্ত অনুতপ্ত হলেন। পরস্ত্রীর প্রতি তাঁর এই সম্ভ্রমবোধ রুচিশীল মানুষমাত্রের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গণিকা সম্পর্কে তাঁর অন্তঃপুরবাসীদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথাও চারুদত্তের চিন্তায় স্থান পায়। 'বসন্তসেনার গচ্ছিত অলঙ্কার ভিতরবাড়িতে কেন রাখা হচ্ছে না ?' মৈত্রেয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে চারুদত্ত বলে ওঠেন, 'মূর্খ ! বাহ্যজনধারিতম্ অলঙ্কারং গৃহজনো ন দ্রক্ষ্যতি।'—মূর্খ, বাইরের লোকের পরিহিত অলঙ্কার গৃহবধূ দেখবে না। এ মুহূর্তে চারুদত্তের বারবধূ ও গৃহবধূর এই বিভাজনা লক্ষণীয়।

বসন্তসেনার প্রতি চারুদত্তের সম্মান প্রদর্শনের ঘটনাও আমরা দেখেছি। না বুঝে তাঁকে পরিচারিকাসুলভ সম্বোধন করে ফেলার দরুন পরে চারুদত্ত নিজেকে রীতিমতো অপরাধী ভেবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

শরণাগতকে অভয় দিতে গিয়ে যদি বিপদের ঝুঁকিও নিতে হয়, তাও নেবেন, তবু বিপন্নকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে ত্রাণ করবেন চারুদত্ত। শকারের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও তাই তিনি বসন্তসেনাকে তার কাছে ফিরিয়ে দেবার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। সৎকাজের পুরস্কার দেবার জন্যে তিনি অধীর হয়ে ওঠেন। কর্ণপুর গৈরিকধারী পরিব্রাজককে মত্ত হস্তীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করলে সমস্ত পুরবাসী যেখানে শুধু বাহবা দিয়েই ক্ষান্ত, সেখানে চারুদত্ত অলংকার যখন পেলেন না, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর উত্তরীয়খানিই পাঠিয়ে দিলেন কর্ণপুরকে তার সাহসিকতার পুরস্কাররূপে।

স্বীয় পত্নীর প্রতি চারুদত্তের অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যের বা দাম্পত্য সদাচারের কোনো শৈথিল্য না থাকলেও চারুদত্ত তাঁর চরম দুর্দিনে ব্রাহ্মণীর দেওয়া মুক্তাহার নিতে কুণ্ঠিত। মৈত্রেয় দুটোর মূল্যগত পার্থক্যের গুরুত্বের উল্লেখ করলে চারুদত্ত জানালেন—যে-বিশ্বাস নিয়ে তাঁর কাছে সুবর্ণভাণ্ড গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, সে যে বড়ো মহৎ বিশ্বাস। তারই মূল্য দেওয়া হচ্ছে—অন্য কিছু নয়।

ইনিই চারুদত্ত যাঁর গুণের ভরসায় বিদেশী যুবক আসে বৃত্তির আশায়, আর বিটের মতো পথভ্রষ্ট মানুষ যাঁর গুণে ভয় পায় ("বিটঃ—সত্যং ভীতোঽস্মি।

শকারঃ—কস্মাৎ, ভাব, কস্মাৎ ?

বিটঃ—তস্য গুণেভ্যঃ। ")

নায়িকা

'চারুদত্ত' নাটকের নায়িকা বসন্ত সেনা। নাট্যকার তাঁর উল্লেখ করেছেন গণিকারূপে। দশরূপককারের মতে নায়িকা তিন প্রকারের—স্বকীয়া, পরকীয়া এবং সাধারণ স্ত্রী (২।১৫)। এই 'সাধারণ স্ত্রী'কেই বলা হয় গণিকা। গণিকা-নায়িকার মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কলানৈপুণ্য, প্রগলভতা এবং ধূর্ততা। চারুদত্তে এই গণিকা স্বয়ং অনুরক্তা। ('রক্তৈব ত্বপ্রহসনে'—দশরূপ ২।২২)

বসন্তসেনা উজ্জয়িনীর সেরা সুন্দরী। কিন্তু না, সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। ধনে-জনে-যৌবনে পরিপূর্ণ হয়েও তিনি ছিলেন মনে মনে পরিচ্ছন্ন প্রেমের কাঙালিনী। কাছে যারা আসে তারা কত স্থূল, কত ক্লেদাক্ত, কত পাংশুল—তা তাঁর

জানা বাকি নেই। তাই তো তিনি প্রতীক্ষায় আছেন এমন পুরুষের যার পরিচয় 'পবিত্র'। হ্যাঁ—'দরিদ্র'কে বল্লভরূপে বরণ করেই তিনি খণ্ডন করতে চেয়েছেন সেই চিরন্তন প্রবচন—গণিকারা অর্থ ছাড়া প্রেম বোঝে না ; তারা যেন 'মধুকর'—যতক্ষণ যে ফুলে মধু ততক্ষণই সেখানে তন্ময়।

বসন্তসেনার বাড়ি দেখে বিদূষক মৈত্রেয় মুগ্ধ। 'অহো গণিকাবাটস্য সশ্রীকতা। নৃত্যগীত-বাদ্য, শাস্ত্রচর্চা, নানা শিল্পকর্ম প্রভৃতির কত আয়োজন সেখানে। এ থেকেই বোঝা যায় বসন্তসেনা কিরকম পরিশীলিত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। লীলাবিলাস, চতুরতা, বাক্‌পটুতা, ভূষণপ্রিয়তা প্রভৃতি সাধারণ-গণিকা-গুণ তো তাঁর ছিলই, কিন্তু সূক্ষ্ম রুচিবোধ, অনুভূতির গভীরতা, অন্তরের উদারতা, সমাজ-সচেতনতা, এবং সর্বোপরি আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈলক্ষণ্য।

বিদুষী বসন্তসেনা তাই যখন দুর্বৃত্তের প্রায় নাগালের মধ্যে, তখন একাকিনী অসহায় হয়েও হাল ছাড়েন না—নিজের সম্ভ্রম নিজেকেই রাখতে হবে—অত্র স্বয়মেবাত্মা রক্ষিতব্যঃ—নিজেই তবে নিজেকে রক্ষা করব। এই মুহূর্তে কে বলবে এই নারীকে অবলা ?

সমাজের আর দশজন তাঁকে কোন্ চোখে দেখে সেটা বসন্তসেনা ভালোই জানেন। জন্ম তাঁর বেশ্যাবংশে। শকারের সহচর বিট তাই যখন তাঁকে নগ্ন ভাষায় বলল—হে যুবতী, দেহখানা তোমার তো টাকায় বেচা-কেনার জিনিস। তবে আর ভাবছ কেন—কোন্ জন তোমার সুপ্রিয়, আর কেই বা অপ্রিয় ? তদুত্তরে বসন্তসেনার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—'এষ মে অভিনিবেশোঽভিজনেন তোল্যতে' [সংস্কৃতছায়া]—লোকটা আমার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটাকে জন্মের মাপকাঠিতে বিচার করছে। এই জন্ম-জনিত যন্ত্রণা তাঁর বুকে বার বার বেজেছে। অন্তরের গভীরে ব্যথাটা আবার—অপরিচিত সংবাহকের কাছে আত্মপরিচয়ের পর্বে জেগে উঠল—তিনি বললেন 'গণিকা খল্বহম্।' নাট্যকার তাঁর নিজের কথাটা সংবাহকের জবানীতে দিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ—'অভিজনেন, ন শীলেন।'—গণিকা বটে—তবে তা জন্মের দোষে, স্বভাবে নয়। এইটিই যথার্থ পরিচয় বসন্ত সেনার। তাই বলছিলাম—উজ্জয়িনীর সেরা সুন্দরী তিনি—শুধু আকৃতিতেই নয়, প্রকৃতিতেও।

সমাজ তাঁকে যে চোখেই দেখুক, তিনি জীবনকে দেখেন শোভন সুন্দর নিবিড় প্রেমের চোখে। সে প্রেম দেহ-নির্ভর হয়েও দেহাতিগ—যা কোনো সাধারণ গণিকার ধারণার অতীত। তাঁর পক্ষে তাই দরিদ্র চারুদত্তের প্রেমে পড়া বেশ্যাবাড়িতে এক অভাবিত বিপ্লব। প্রেমের ব্যাপারে মনের-মানুষ নির্বাচনও তাই তাঁর অদ্ভুত। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ—আমি ভালোবাসতে চাই। আর তাঁর ভালোবাসার পাত্র তিনিই, যিনি ভালোবাসা বোঝেন এবং ভালোবাসাকে লালসার ছোঁয়া বাঁচিয়ে রাখতে জানেন। তিনি আর কেউ নন, উজ্জয়িনীর মাথার মণি চারুদত্ত। এখানেই তাঁর উত্তরণ—এখানেই তাঁর পক্ষে লীন থেকে পঙ্কজের সূর্যসাধনা।

হ্যাঁ, চারুদত্তের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগই তাঁকে নব জীবনে উত্তরণের স্বপ্ন দেখিয়েছে, চারুদত্তই তাঁর অভীপ্সার আলম্বন। তাঁতেই মন সঁপেছেন, তাই রাজ-শ্যালক সংস্থানের বড়ো আশা করে পাঠানো গাড়ি, গয়না সব ঘৃণাভরে ফেরত পাঠাতে এতটুকু দেরি হয় নি তাঁর। সাজার দিন তিনি সাজবেন বৈ কি, সে তো আর্য চারুদত্তের

কাছে অভিসারে যাবার সময় এলে। সংবাহক তার প্রাক্তন প্রভুর নাম অনুক্ত রেখে তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর কথা একে একে বলতে থাকলে বসন্তসেনা বিস্ময় বোধ করেন, কে এই পুরুষ যিনি আর্য চারুদত্তের গুণগুলোকে অনুকরণ করছেন ? [—'কো নু খলু স আর্যচারুদত্তস্য গুণানামনুকরোতি']। এই চারুদত্ত যখন ঊর্ধ্বাঙ্গে উপবীত-মাত্র সম্বল করে পথ দিয়ে যান, তাঁকে দেখার জন্যে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন বসন্তসেনা ; যত দূর পর্যন্ত তিনি দৃষ্টির আড়াল না হন, তত দূরে ধায় তাঁর আঁখি, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি বাড়ির অলিন্দে কিংবা ছাদে [তদ্ যাবদ্ দূরং গতো ন ভবিষ্যত্যেষ, পশ্যামস্তাবদেনম্' ।] আর, যখন বা চোখের আড়াল হলেন চারুদত্ত, তখন তিনিই আবার বসন্তসেনার চোখের সুমুখে ধরা পড়েন রেখায় রঙে। এমনি করে তাঁর ছবি এঁকে, তাঁকে দেখে দেখে কাটে তাঁর বিরহের কাল।

বসন্তসেনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লক্ষণীয় আরেকটি দিক হল তিনি সব-কিছু খুঁটিয়ে দেখেন, বিশ্লেষণ করেন এবং সারাৎসার সত্য উদ্ঘাটন ও উপলব্ধি করেন। যেমন, মৈত্রেয় যখন শকারের অশুভ বার্তা চারুদত্তের কাছে বিবৃত করছিল, তখন বসন্তসেনা উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন এবং ঐ বিবৃতির মধ্যে 'বলাৎকারেণ নীয়মানা' বিশেষণ যে তাঁর পক্ষে দূষণ না হয়ে ভূষণই হয়েছে সেটা উপলব্ধি করে তিনি স্বগতোক্তি করলেন—'হং বলাৎকারেণ নীয়মানেতি ননু ভণতি'—আবার দেখি, মদনিকা ঠিক মনের মতো কথা যোগান দিলে তিনি বলতে কসুর করেন না যে, বেশ্যাবাড়ির মেয়ে মন জুগিয়ে কথা বলতে ওস্তাদ (ত্বং তাবদ্ দক্ষো বেশবাসজন ইতি জনবাদং পুরয়ন্ত্যলীকং ভণসি), ব্যাপারটিতে 'পরিহাস-বিজল্পিতম্' এর ছোঁয়া থাকলেও অপ্রিয় সত্যও কিছু কম নেই। নিজের কাজ সম্পর্কেও তিনি কম খুঁতখুঁতে নন। ছবি এঁকেছেন চারুদত্তের, কিন্তু আশ মিটছে না। চোখ দিয়ে ঠিক ঠিক যাচাই করে বলুক মদনিকা। তার ভাষায় যথাসাধ্য বাহুল্য বর্জন করে সে রায় দেয়—'আতসদৃশ ইতি মম হৃদয়মভিরমতে'—তারুণ মিল, তাই তো আমার মন (এ ছবি দেখে) কী খুশি ! চেটী তাঁর মায়ের নির্দেশমতো শকারের গয়না-গাড়ির কথা বলতে এসে তাঁর গালমন্দ খেল—'অপেহ্যবিনীতে।' মুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন বসন্তসেনা। তখন তাঁর কণ্ঠে কোমল অনুতাপ—না রে, রাগ আমার ঐ বাজে খবরটার উপরে, তোর উপরে না (কুসন্দেশমসূয়ামি, ন ত্বাম্ ।)। সংবাহককে আশ্রয় দেবার মুহূর্তেও দেখি, বসন্তসেনা ঔচিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নি। মদনিকা আগন্তুক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে উদ্যত হলে বসন্তসেনা তৎক্ষণাৎ তাকে নিবৃত্ত করলেন—'উন্মত্তিকে ! কিং শরণাগতঃ পৃচ্ছ্যতে' ?—অভিপ্রায় এই যে, ত্রাসে উৎকণ্ঠায় বিচলিত যে ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে অভয়, আশ্বাস এবং আশ্রয় দেওয়াই তো প্রাথমিক কর্তব্য, কুলনাম-ধাম পরে জিজ্ঞাস্য। সৌজন্যের এমন দৃষ্টান্ত সত্যি বিরল। চারুদত্তের গৃহের পার্শ্বদ্বারে আত্মরক্ষার তাগিদে আত্মগোপন করার সময়েও দেখি তিনি ঔচিত্য সম্পর্কে কত সজাগ। রদনিকা ভেবে ভিতর-বাড়িতে যাবার নির্দেশ দিলেন চারুদত্ত ; কিন্তু গণিকা তিনি, না জানিয়ে গৃহস্থের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়বেন কেমন করে ? অথচ —অন্তর চায় অন্দরে যেতে—কিন্তু ··। দীর্ঘশ্বাস তাই রূপ নেয় স্বগতোক্তির— 'অভাগিন্যহমভ্যন্তরপ্রবেশস্য' —ভিতরে প্রবেশ করি সে ভাগ্য যে নেই। এখনও অভ্যন্তরপ্রবেশের ছাড়পত্র তিনি সংগ্রহ করেন নি। অতএব, পরের আঙিনায় ওঠাটাই

দূষণীয়, অন্দরে প্রবেশ তো দূরের কথা। যথাকালে ঐ দোষ স্বীকার করে তিনি চারুদত্তের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেছেন। অধিকার যতক্ষণ তিনি অর্জন করতে পারেন নি, অনধিকারপ্রবেশ ঘটনাক্রমে ঘটে গেলেও তাকে তিনি অপরাধ বলেই গণ্য করতে জানেন। এখানেই বসন্তসেনার স্বাভিমানবোধ এবং ঔচিত্যবোধের মনোজ্ঞ মেলবন্ধন ঘটেছে।

যে প্রেম মানুষকে মুক্তি দেয়, জীবনকে করে মহনীয়, নিজের বা পরের যারই হোক সে প্রেমের মূল্য দিতে বসন্তসেনা সদা প্রস্তুত। পরিচারিকা মদনিকা এবং ব্রাহ্মণযুবক সজ্জলকের প্রণয়ের গভীরতা বুঝতে পেরে তিনি তাদের অভিনন্দিত করেছেন। নিজের গহনায় সাজিয়ে মদনিকাকে সাদরে সজ্জলকের হাতে সম্প্রদান করেছেন তিনি। এই মুহূর্তে তিনি মদনিকার মনিব মাত্র নন, আরো অনেক বেশি। এদের নবজীবনের যাত্রাপথের প্রবহণ প্রস্তুত। সমস্ত ব্যবস্থাই সেরে রেখেছেন বসন্তসেনা। জড়তাহীন কণ্ঠে মদনিকাকে 'আর্যা' সম্বোধনে সম্মানিত করেছেন তিনি ; ক্রীতদাসীর কাছে এ সম্বোধন অভাবিতপূর্ব। কিন্তু বসন্তসেনা অত্যন্ত সচেতনভাবেই 'আর্যা' বলে তাকে অভিহিত করেছেন। দাসত্ব ঘুচে গেছে মদনিকার, আজ মুক্ত সে। সজ্জলকের ভার্যা হয়ে সে আজ থেকে মুক্ত সমাজের সামাজিক—সে 'আর্যা'। সম্বোধন করতে পেরে তিনি নিজেও গৌরবান্বিত। সমাজের কাছ থেকে যে 'আখ্যা' পাবার সৌভাগ্য তাঁর নিজের এখনো হল না, মদনিকা সেই দুর্লভ মর্যাদা পেয়ে গেল বলে তিনিই প্রাণখুলে প্রথম তাকে সম্বর্ধিত করলেন—'আর্যা খল্বসীদানীং সংবৃত্তা'—[তুমি যে আজ থেকে সত্যি সত্যি 'আর্যা' হয়ে গেলে]। বসন্তসেনার দাক্ষিণ্য ও মহানুভবতায় সজ্জলক মুগ্ধ, অভিভূত। ভাবছে—কেমন করে কবে তাঁর এই মহৎ ঋণ শোধের সুযোগ সে পাবে। পরমুহূর্তেই সে নিজের ভাবনার রাশ টেনে ধরছে, না, না—এমন মানুষের প্রত্যুপকারের চিন্তা দূরেই থাক।

বসন্তসেনা রুদ্ধ আবেগে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন—নবদম্পতিকে নিয়ে গাড়ি রওনা হল তাদের নতুন জীবনের ঠিকানায়। মন্দ্রিত চাকার শব্দে মুখর হল পথ। সেই শব্দের অনুরণন বসন্তসেনার বুকে এক অজানা রোমাঞ্চের সঞ্চার ঘটালো—তাঁর জীবনের অনড় চাকায় দেখা দিল চঙ্ক্রমণ। মদনিকা চলে গিয়েছে। সম্মুখের পথে ধূসর শূন্যতা। বসন্তসেনার চোখে এক জাগর স্বপ্নের সোনালী আবেশ। অন্তরে অস্থিরতার ক্রমসঞ্চার। গহনার ডালা তুলে নিলেন হাতে। সাজাবেন নিজেকে। তনু-মন-প্রাণ সঁপে দেবেন তাঁর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রেমাস্পদ চারুদত্তকে। তাঁরই তরে তাঁর এই অভিসার।

চারুদত্ত যে সমাজের সৃষ্টি, সেখানে চারুদত্তের মতো চরিত্র বিরল। কিন্তু বসন্তসেনা, তাঁর জুড়ি কই ? তাঁর মাপের চরিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবিরল বললেও বোধ হয়, ঠিক বলা হয় না। বসন্তসেনা অদ্বিতীয়া।

উৎস এবং আনুষঙ্গিক কিছু চিন্তা

যে তেরোটি নাটককে ভাসের রচনা বলে নির্দেশ করা হয়, 'চারুদত্ত' তাদের অন্যতম। অথচ, এ নাটকে ভাসের তথাকথিত রচনাবৈশিষ্ট্য ততটা চোখে পড়ে না। মাত্র চারটি অঙ্কে একটি অসম্পূর্ণ প্রেমবৃত্তান্ত এ নাটকের উপজীব্য। একটি পুঁথিতে (মূর্ণালঙ্কর

মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত) আবার চতুর্থ অঙ্কের শেষে লিখিত রয়েছে 'অবসিতং চারুদত্তম্'। নাটক 'অবসিত' হল। কিন্তু অবসানে নায়ক-নায়িকার মিলন দেখানো হল না। মিলনান্ত নাটকের এই বাঞ্ছিত 'ইচ্ছাপূরণ' ব্যাপারটা অনুক্ত রয়ে গেল। নাট্যবৃত্তের কাঠামোটিও অভিনব অর্থাৎ কবিকল্পিত কিনা বলা শক্ত। 'প্রকরণ' জাতীয় নাট্যরচনায় কবিকল্পনার কিন্তু সুলভ ছাড়পত্রের অধিকারী হতে বাধা নেই।

মুখ্য বিষয়ের কথা বলতে গেলে বলতে হয় অভিজাত বণিক্ পরিবারের সন্তান সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ চারুদত্ত এবং কলানিপুণা বিদুষী বারাঙ্গনা বসন্তসেনার প্রেম নিয়েই এ নাটক। চারুদত্ত দরিদ্র, বসন্তসেনা ধনী। মদনমন্দিরের উৎসবের অঙ্গনে প্রথম দর্শনেই এ প্রেমের সূচনা। না, ব্যাপারটা এক পক্ষের নয়, উভয় পক্ষেরই। কিন্তু দারিদ্র্যের দরুন নায়ক চারুদত্ত 'মনসিজ'কে মনেই রেখে দিয়েছিলেন, উদ্যোগী হতে ভরসা পান নি। বসন্তসেনার বুঝতে কিছু বাকি ছিল না। তাই নিজেই তিনি না এগিয়ে পারেন নি। এ প্রেম তাঁর জীবনে ছিল অনাস্বাদিতপূর্ব, তাই তার তীব্রতা তাঁকে প্রণোদিত করেছিল, আর সাহস জুগিয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষা। কিন্তু দরিদ্র চারুদত্তের সঙ্গে ধনী বারাঙ্গনা বসন্তসেনার এই 'নিরর্থক' প্রণয়ের পরিপন্থী ছিল বসন্তসেনার অর্থলোলুপ জননী। দুর্বৃত্ত রাজশ্যালক সংস্থান অর্থাৎ শকারের উদগ্র প্রণয়ের শিকার হতে কোনোমতে স্বীকৃত হন নি বসন্তসেনা. প্রলোভন এবং মায়ের পীড়াপীড়ি কিন্তু কম ছিল না। নাটকের শেষে দেখি বসন্তসেনা চারুদত্তের কাছে যাবার উদ্যোগ করছেন।

ব্যস্, এটুকুই বলতে গেলে এ নাটকের নাট্যবৃত্তের সংক্ষিপ্ত কাঠামো। এ কাঠামোটায় কিন্তু মহাকবি ভাসের উদ্ভাবনার অভিনবত্ব কিছু লক্ষিত হয় না। কারণ, লোককথার বৃহত্তম আকর বৃহৎকথার বিশ্বস্ততম অধুনা-সংস্করণ কথাসরিৎসাগরের দ্বিতীয় লম্বক 'কথামুখে'র চতুর্থ তরঙ্গে বারবিলাসিনী রূপণিকা ও নির্ধন ব্রাহ্মণযুবা লোহজঙ্ঘের প্রণয়-ঘটনার আদিপর্বে আমরা সদৃশ বৃত্তান্তের সাক্ষাৎ পাই। রূপণিকার বৃদ্ধা জননী—প্রধানা কুট্টনী মকরদংষ্ট্রা এ দু-জনের অনাবিল প্রেমের পথে কত-না প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে। মকরদংষ্ট্রার চক্রান্তে রাজপুত্রের হাতে লোহজঙ্ঘকে কী দারুণ নির্যাতিত হতে হয়েছে!

এ থেকে অনুমান করা স্বাভাবিক 'চারুদত্ত' নাটকের গল্পের কাঠামো ঋণগ্রস্ততার সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য, ঋণ নিয়েও সার্বিক উন্নয়নে স্বকীয়তার স্বাক্ষর থাকলে সেটাও কম গৌরবের নয়। 'চারুদত্ত' সে গৌরবের কিয়ৎ দাবি অবশ্যই করতে পারে। 'কিয়ৎ' বললাম এ জন্যেই যে এ ব্যাপারে আরেক বড়ো দাবিদার 'মৃচ্ছকটিক'। মৃচ্ছকটিকের প্রথম অঙ্ক থেকে পঞ্চম অঙ্কের নাট্যবৃত্তের মধ্যেও আমরা মোটামুটি কথাসরিৎসাগরে বিধৃত পূর্বোক্ত কাহিনীর কাঠামোটাই পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সে কাঠামোর বিন্যাসে এবং অলঙ্করণে বৈচিত্র্য এবং উৎকর্ষ যেভাবে মন কেড়ে নেয়, চারুদত্তের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি ঘটে না।

এক্ষেত্রে অনেক পণ্ডিতের মত এই যে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক ভাসের চারুদত্তেরই পরিবর্ধিত এবং পরিষ্কৃত রূপ। সুতরাং বৃহৎকথার কোনো কথাসূত্র যদি চারুদত্তের নাট্যবৃত্তকে প্রভাবিত করে, তবে তার পরিশীলিত রূপটি মৃচ্ছকটিকেই সুপরিস্ফুট হবে। কারণ 'চারুদত্ত'কে অবলম্বন করেই 'মৃচ্ছকটিকে'র প্রবর্তনা। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী

বলেছেন—'the plav Charudatta forms the nucleus of the famous Mrichchhakatika of Sudraka', গদ্যে-পদ্যে চারুদত্তের সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের বহুলাংশে মিল যেমন রয়েছে, তেমনি কিন্তু বেশ কিছু লক্ষণীয় অমিলও রয়েছে। এই সব অমিলের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে :

প্রারম্ভিক কোনো মাঙ্গলিক শ্লোক চারুদত্তে নেই, প্ররোচনা নেই, নেই ভরতবাক্যও। স্থাপনা সাদামাটা ধরণের, মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনার তুলনায় অনুপাদেয়। 'চারুদত্তে' গোড়া থেকেই সূত্রধারের মুখে প্রাকৃতও একটি অনন্য বৈলক্ষণ্য।

'চারুদত্তে' রোহসেনের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ প্রথম অঙ্কের শেষ দিকে নায়ক যখন বসন্তসেনাকে রদনিকা ভেবে তার হাতে 'প্রাবারক' তুলে দিলেন এবং বললেন, 'প্রবেশ্যতাম্ অভ্যন্তরচতুঃশালম্' তখন রোহসেনের প্রসঙ্গ এলে নায়কের উক্তির লক্ষণীয় জট সহজেই খুলে যেত।

'চারুদত্তে' তিথিসংক্রান্ত উল্লেখ একাধিকবার থাকায় আর এক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে মৃচ্ছকটিক মুক্ত।

'চারুদত্তে' বিদূষক নায়কের কাছে যখন প্রথম গেল, তখন তার ঐ যাওয়ার কোনো কারণ উল্লিখিত নেই, মৃচ্ছকটিকে কিন্তু বয়স্য চূর্ণবৃদ্ধের দেওয়া চাদর দিতেই বিদূষক চারুদত্তের কাছে গেলেন।

'চারুদত্তে' বসন্তসেনার অনুসারী পুরুষ দু-জন—বিট ও শকার, চেট অনুপস্থিত।

'চারুদত্তে' বসন্তসেনাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে শকার যখন বিদূষকের মাধ্যমে চারুদত্তের কাছে সতর্কবাণী পাঠাচ্ছিল, তখন মামলার কোনো উল্লেখ করে নি।

'চারুদত্তে' বিদূষকই সেই শঙ্কার রাতে বসন্তসেনাকে বাড়িতে পেঁাছিয়ে দিয়েছে, চারুদত্ত নয়।

'চারুদত্তে' মৃচ্ছকটিকের মতো অঙ্কের কোনো নামকরণ নেই। দ্বিতীয় অঙ্কের লক্ষণীয় বৈসাদৃশ্য হচ্ছে—দ্যূতকরদের অনুপস্থিতি অথচ সংবাহকের জবানীতে দ্যূতকরদের কাছ থেকে পালিয়ে আসার উল্লেখ। আর্যক-পালক বিরোধ 'চারুদত্তে' কোথাও কোনোভাবে উল্লিখিত হয় নি। মৃচ্ছকটিকের দ্বিতীয় অঙ্কে দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত দর্দুরকের মুখে প্রথম জ্যোতিষীদের উল্লেখ পাই, 'কথিতং চ মম প্রিয়বয়স্যেন শার্বিলকেন যথা কিল আর্যকনামা গোপালদারকঃ সিদ্ধাদেশেন সমাদিষ্টো রাজা ভবিষ্যতীতি।' এই সিদ্ধাদেশ অনুসারে সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত মানুষেরা শর্বিলকের নেতৃত্বে আর্যকের সমর্থনে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। 'চারুদত্তে' এ পর্ব আদৌ নেই।

'চারুদত্তে' বিদূষক বসন্তসেনার কাছ থেকে চলে যাবার পরে বসন্তসেনার সাক্ষাৎপ্রার্থী সজ্জলকের প্রবেশ দেখানো হয়েছে; মৃচ্ছকটিকে ঘটেছে এর বিপরীত অর্থাৎ শর্বিলকের (মদনিকা সহ) প্রস্থানের পরে প্রবেশ করেছে বিদূষক।

'চারুদত্তে' সজ্জলক 'মদনিকে মদনিকে,' বলে প্রথম যখন ডাকল, তখন মদনিকা বসন্তসেনার সঙ্গে, তাই এই প্রথম ডাকাডাকিটা কেমন খাপছাড়া লাগে, বিশেষত সজ্জলকের মতো বিবেচক যুবকের কাছ থেকে। মৃচ্ছকটিকে মদনিকাকে কিছুটা নিভৃতে একা রেখেছেন নাট্যকার। যখন সে তালপাখা হাতে নিয়ে বসন্তসেনার কাছে

ফিরছিল, আর সেই সুন্দর অবকাশে মদনিকাকে পেয়ে গেল শর্বিলক।

মৃচ্ছকটিকে নববধূ মদনিকাকে নিয়ে শর্বিলক শকটে আরোহণ করে যাত্রাপথে শুনতে পেল, তার প্রিয় বন্ধু আর্যক পালকের কারাগারে আবদ্ধ হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ বণিক্ রেভিলের বাড়িতে মদনিকাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে শর্বিলক চলল আর্যকের আশু মুক্তির উদ্যোগ নিতে। কিন্তু, 'চারুদত্তে' আমরা দেখি মদনিকা-সহ সজ্জলক যখন বসন্তসেনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, তখন বসন্তসেনার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় সজ্জলক গদ্‌গদভাবে স্বগতোক্তি উচ্চারণ করছে—'ভোঃ! কদা খল্বস্যাং প্রতিকর্তব্যং ভবিষ্যতি। অথবা শান্তং পাপম্।

নরঃ প্রত্যুপকারার্থী বিপত্তৌ লভতে ফলম্।
দ্বিষতামেব কালোঽস্তু যোঽস্যা ভবতু তস্য বা॥'

বসন্তসেনা বা চারুদত্তের আদৌ যদি তেমন কোনো বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে বিপত্তি যেন শত্রুদের দিকেই সংক্রমিত হয়, চরম দুঃসময় যেন দুশমনদেরই ঘাড়ে চাপে। সচেতন সহৃদয় পাঠক তথা দর্শকের বিচারণায় ধরা পড়া স্বাভাবিক যে এখানে সম্ভাব্য বিপদের কোনো উল্লেখ না থাকলেও বিপদের বা বিপর্যয়ের ভাবী ছায়াপাতের তাৎপর্যবহ ইঙ্গিত এ শ্লোকে তথা সজ্জলকের স্বগতোক্তিতে একেবারে অনুক্ত বা অব্যক্ত থাকে নি।

এমনিধারা চিন্তার সূত্রে আমরা আরো একটি প্রসঙ্গকে সযত্নে বেঁধে রাখতে পারি। তা হল—বসন্তসেনার কাছে বিদায়মুহূর্তে সংবাহকের সংলাপ তথা সংকল্পের উচ্চারণ। 'চারুদত্তে' সংবাহক বসন্তসেনার উপকারের প্রতিদানে তাঁর পরিজনদের কাউকে সংবাহনকলা শেখাবার প্রস্তাব করলে বসন্তসে॥ সুকৌশলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। আত্মধিক্কারে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার সংকল্পের কথা কিন্তু সংবাহক তাঁকে আগেই শুনিয়ে রেখেছে—'অদ্যৈব কদাচিন্নির্বেদেন প্রব্রজেয়ম্'। তৎসত্ত্বেও সন্ন্যাসকামী এই পুরুষের প্রত্যুপকারের সদিচ্ছা যখন ফলিত হবার সুযোগ পেল না, তখন সংবাহক অগত্যা সোৎসর্গে বিদায় প্রার্থনা করল—'আর্যে', গচ্ছামি তাবদহম্'। তদুত্তরে বসন্তসেনা বললেন—'গচ্ছত্বার্যঃ পুনর্দর্শনায়।' 'আর্যে' তথা' বলতে বলতে বিদায় নিল সংবাহক।

এর পাশাপাশি মৃচ্ছকটিকের সংবাহকের অনুরূপ বিদায় দৃশ্যের ঘটনা মনে রাখলে দেখা যায়—সেখানে সংবাহক তার সংবাহনকলা বসন্তসেনার পরিজনের হস্তে তুলে দেবার প্রস্তাব নিবেদন করলে বসন্তসেনা যখন সুনিপুণভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন সংবাহক স্বগতোক্তি করল: 'আর্যয়া নিপুণং প্রত্যাদিষ্টোঽস্মি। কথং প্রত্যুপকরিষ্যে'। প্রত্যুপকারের চিন্তা সংবাহক ত্যাগ করেনি, ভাবনা শুধু কিভাবে সেটা সম্ভব হবে। অতঃপর সে প্রকাশ্যে বলে ফেলল: 'আর্যে', অহমেতেন দ্যূতকরাপমানেন শাক্যশ্রমণকো ভবিষ্যামি। তৎ সংবাহকো দ্যূতকরঃ শাক্যশ্রমণকঃ সংবৃত্ত ইতি স্মর্তব্যান্যার্যয়েতান্যক্ষরাণি।' তা শুনে বসন্তসেনা অবশ্য না বলে পারলেন না—আর্য', অলং সাহসেন।'

এ থেকে অনুমিত হয় সংবাহকের প্রত্যুপকারচিন্তার সঙ্গে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হবার সংকল্পের কোথায় একটা যোগ রয়েছে এবং সেটার উপরে জোর দিতে গিয়ে সংবাহক বলেছে—আমার এই উক্তির প্রত্যেকটা কথা (এতানি অক্ষরাণি) আর্যা স্মৃতিতে ধরে

রাখবেন। মৃচ্ছকটিকের পাঠক কিংবা দর্শক পরে প্রত্যক্ষ করেছেন (অষ্টম অঙ্কে) সংবাহকের পূর্বোক্ত সেই কথা কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে।

'চারুদত্তে' তো চার অঙ্কেই সব শেষ। তাই সংবাহক যখন প্রত্যুপকারের ইচ্ছা মনের মধ্যে আড়াল করে রেখে স্বগতোক্তি করে—'নিপুণং খলু প্রত্যাখ্যাতোঽস্মি। কো হি নামাত্মনা কৃতং প্রত্যুপকারেণ বিনাশয়তি।' তখন ভবিষ্যতে প্রত্যুপকারের সম্ভাবনার কোনো ইঙ্গিত যে আদৌ আভাসিত হয় না, তা নয়। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের মধ্যেই এ নাটকের পরিসর সীমিত হওয়ায় প্রত্যুপকারের সুযোগ অলভ্যই থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে বসন্তসেনার উক্তিও গভীর তাৎপর্যবহ। 'গচ্ছতু আর্য পুনর্দর্শনায়'—এই উক্তির মধ্যে 'পুনর্দর্শনায়' কেবল যেন শিষ্টাচারমাত্র নয়, এর মধ্যে বসন্তসেনার আন্তরিক আকূতি তথা আজ্ঞাসুলভ উদাত্ততাও যেন রয়েছে। সুতরাং সংবাহককে পুনর্দর্শনের প্রস্তাব মেনে নিয়ে বলতে হল—'আর্যে তথা'। সহৃদয় পাঠকের মনে পড়তে পারে 'Macbeth' এর তৃতীয় অঙ্কের প্রথমদৃশ্যের সেই সুবিখ্যাত সংলাপ :

Macbeth—Fail not our feast.

Banquo—Mylord, I will not,

জানা আছে অতঃপর যথাকালে সেই নৈশ ভোজে আসার প্রতিশ্রুতি Banquo তার অশরীর উপস্থিতির দ্বারা কিভাবে পালন করেছিল। 'চারুদত্তের' নাট্যকারের কাছেও অনুরূপে পতাকাস্থান বা dramatic irony-র সদ্ব্যবহারের সুযোগ সম্ভাব্য হলেও তিনি কার্যত তা করেন নি। 'মৃচ্ছকটিকের' নাট্যকার কিন্তু সাদরে দেখিয়েছেন মৃতপ্রায়া বসন্তসেনার ভাগ্যে সন্ন্যাসীরূপী সংবাহকের সেই নির্ধারিত পুনর্দর্শনলাভ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল। অমিলের মধ্যেও এমনি সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ মিলের কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হল। কিন্তু এমনধারা মিলের পরিস্ফুরণ 'চারুদত্তে' ঘটে ওঠে নি, কারণ এ 'অমৃতাঙ্ক নাটক' চার অঙ্কেই শেষ।

'চারুদত্তে' বিদূষকের জবানীতে বসন্তসেনার বাড়ির বর্ণনা মাত্র পাঁচটি ক্ষুদ্রাকার বাক্যে উপস্থাপিত হয়েছে—'অহো গণিকাবাটস্য সশ্রীকতা।' ইত্যাদি। মৃচ্ছকটিকে কিন্তু বসন্তসেনার বিশাল এবং বিচিত্র প্রাসাদের বর্ণনা নানা ভারি ভারি বাক্যে চতুর্থ অঙ্কের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি জায়গা জুড়ে রয়েছে। হিসেবী পণ্ডিতদের হিসেবমতো বৈসাদৃশ্যের তালিকা অনেক অনেক বড়ো বটে, তবে তার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে আর দু-একটির কথা বলে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব।

মৃচ্ছকটিকের প্রথম চার অঙ্কে রয়েছে ১৪১টি শ্লোক, আর চারুদত্তে রয়েছে সর্বমোট ৫৫টি শ্লোক। এদের মধ্যে অর্থাৎ ৫৫টি শ্লোকের মধ্যে ১১টি শ্লোককে পুরোপুরি 'চারুদত্তে'র নিজস্ব বলা যেতে পারে।

চারুদত্তের প্রাকৃত মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃতের তুলনায় প্রাচীনতর, কেননা, চারুদত্তে এমন কিছু কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যারা প্রাচীন প্রাকৃতেরই প্রতিভূস্থানীয়, মৃচ্ছকটিকে কিন্তু এদের যথাযথ উপস্থিতি লক্ষিত হয় না ('the Prakrit of the Carudatta is more archaic than that of the Mricchakatika, in so far that the former contains a number of Old-Prakrit forms not found in the latter.'—Dr. Sukthankar)। এবারে শকার ও চারুদত্তের দুটি উক্তির দিকে নজর দেওয়া যাক্। 'চারুদত্তে' শকার বিদূষকের মাধ্যমে চারুদত্তকে শাসিয়েছে—'মা তাবৎ (অর্থাৎ বসন্ত-

সেনাকে যদি কাল আমার কাছে পাঠিয়ে না দাও) তব চ মর্ম চ দারুণঃ ক্ষোভো ভবতীতি' (তোমার ও আমার মধ্যে মারাত্মক মনোমালিন্য ঘটবে)। এখানে শকারের শাসানির সুরটা মৃচ্ছকটিকের তুলনায় কিছুটা নরম। সেখানে শকার কড়া স্বরে শাসিয়েছে—'অথ বাহনির্যাতয়তো মরণান্তিকং বৈরং ভবিষ্যতি' (আর আমার হাতে ফিরিয়ে না দিলে তোমার সঙ্গে আমার আমরণ শত্রুতা হবে)। মৃচ্ছকটিকে শকারের শাসানি কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছিল তা আমরা জানি। সেই তুলনায় 'চারুদত্তে' যেহেতু ঐরকম কোনো পরিণতি নেই, তাই প্রতিহিংসাপরায়ণ দুর্বৃত্ত তথা রাজশক্তির প্রশ্রয়ে পরিপুষ্ট শকারের শাসানি যেন শুধু আস্ফালনই রয়ে গেছে।

দারিদ্র্য যে মানুষকে শেষ পর্যন্ত লোকচক্ষে কত হেয় করে তোলে তাই বোঝাতে গিয়ে চারুদত্ত বলেছেন—"পাপং কর্ম চ যৎ পরৈরপি কৃতং তৎ তস্য সম্ভাব্যতে।" ['চারুদত্ত'—১ ৬, মৃচ্ছকটিক ১·৩৬]—অন্যেরা যে পাপ কর্ম করে, তাও গিয়ে দরিদ্র ব্যক্তির উপরেই বর্তায়, দারিদ্র্যের এমনি অমোঘ মহিমা। চারুদত্তের মুখে উচ্চারিত এ-জাতীয় বাক্যের একটা সাধারণীকৃত অর্থ ছাড়া বিশেষ তাৎপর্য কিন্তু চারুদত্ত নাটকের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না, কারণ চারুদত্তের উপরে অন্যের আচরিত অপকর্মের দোষ আরোপণের কোনো অবকাশ নাট্যকার রাখেন নি। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের পাঠকমাত্রই জানেন অনুরূপ দারুণ দুঃখাবহ ভাবী পরিণতিরই যেন পূর্বাভাস চারুদত্তের উচ্চারিত উপরিলিখিত গূঢ়ব্যঞ্জনাময় ঐ বাক্যটি।

মিল-অমিলের প্রশ্নে, নির্বাচিত কতকগুলি স্থল বিশেষ করে তুলে ধরা হল যার মধ্য দিয়ে মিলের বদলে অমিলের দিকটাই হয়েছে প্রকটতর। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, 'চারুদত্ত' ও 'মৃচ্ছকটিকের' মধ্যে অমিলই বেশি। মিল বা সাদৃশ্যের সেই বহুল-প্রচলিত লক্ষণটি এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় 'তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্মবত্ত্বং সাদৃশ্যম্।' মিলের এই লক্ষণের আলোকেই বলা যায় 'চারুদত্ত' 'মৃচ্ছকটিক' থেকে আলাদা হলেও মৃচ্ছকটিকের অনেক কিছুই ('তদ্গতভূয়োধর্মবত্ত্বম্') চারুদত্তের মধ্যে অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান। অবশ্য, বিপরীতভাবে বলতে গেলেও ঐ এক কথাই প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য। চারুদত্তের সঙ্গে 'মৃচ্ছকটিকের প্রথম চার অঙ্কের বহুল সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করলেও গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে আপাতত 'ভূয়ান্ অভেদ' এর সেই স্থলগুলির উল্লেখ বা উদ্ধৃতির প্রলোভন সংবরণ না করে পারছি না। 'চারুদত্তের' চার অঙ্ক এবং মৃচ্ছকটিকে'র প্রথম চার অঙ্কের মধ্যে মোটামুটি একটা সমীকরণ (equation) চিহ্ন এঁকে দেওয়া যায়, যদিও বলার থাকে যে 'চারুদত্ত' ঐ চার অঙ্কেই শেষ, কিন্তু 'মৃচ্ছকটিকে'র অন্তিম যবনিকাপাতের জন্যে তখনও আরো ছটি অঙ্কের অঙ্কলীন হবার প্রতীক্ষা।

'চারুদত্ত'নাটকের উৎসভাবনায় ব্যাপৃত হয়ে আমরা বিষয়টিকে কতকাংশে 'মৃচ্ছকটিকে'র সঙ্গেও জড়িয়ে ফেলেছি। গোড়াতেই বলেছি—'চারুদত্ত' এবং "মৃচ্ছকটিক" উভয়ের মধ্যেই বৃহৎকথার কথাসূত্র (কথাসরিৎসাগরে-বিধৃত) খুঁজে পাওয়া যায়। তবে মৃচ্ছকটিকের প্রথম অঙ্ক থেকে পঞ্চম অঙ্কের মধ্যেই রূপণিকা-লোহজঙ্ঘের কথাসূত্র অনুসৃত। উত্তরাংশের অনেকটাই নাট্যকারের উদ্ভাবিত বলে অনুমিত। তবে নায়কের বিপর্যয় এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে পণ্ডিতেরা কিয়দংশে বৃহৎকথার কুমুদিকা-কথার অনুসৃতি খুঁজে পেয়েছেন। সোমদেবকৃত কথাসরিৎ-

সাগরের দশম লম্বক—শক্তিযশালম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গের শুরুতেই কুমুদিকার উপাখ্যানে অতিবুদ্ধিমতী বিভবশালিনী গণিকা কুমুদিকার প্রেমাস্পদ দরিদ্র ব্রাহ্মণ-যুবক শ্রীধরের কারারোধ এবং বিলাসিনী গণিকার গুণমুগ্ধ কৃতজ্ঞ রাজা বিক্রমসিংহের সহায়তায় উজ্জয়িনীর কারাগার থেকে শ্রীধরের মুক্তির কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

অতএব, বৃহৎকথাকে সামনে রেখে বলতে পারি 'চারুদত্ত' এবং 'মৃচ্ছকটিক' উভয়েই কতকাংশে বৃহৎকথার কাছে ঋণী। তারপর? হ্যাঁ, তারপরই আসছে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত বিষয় - 'চারুদত্তই' মৃচ্ছকটিকের পূর্বভাবী, না, মৃচ্ছকটিকই চারুদত্তের পূর্বসূরী।

প্রচলিত মতে 'চারুদত্ত'ই মৃচ্ছকটিকের পূর্বভাবী। 'চারুদত্তে'র নাট্যকার ভাস — এই প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, তবে ভাসের কালানুগত্যের বিচারে 'চারুদত্ত'ও মৃচ্ছকটিক অপেক্ষা প্রাচীনতর বলে গৃহীত হতে পারে। বেলভলকার, সুক্থংকর, কীথ এবং প্রায় সমস্ত য়ুরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ্গণ 'চারুদত্তে'রই প্রাচীনতার দাবিদার। পি ভি. কাণে, রেড্ডি, ভট্টনাথ, দেবধর প্রমুখ পণ্ডিতগণ কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেন। 'চারুদত্ত' আদৌ ভাসের রচনা কি না - সে বিষয়েই এঁদের সন্দেহ। এঁদের মতে 'চারুদত্ত' যাঁরই রচনা হোক্ না কেন, মৃচ্ছকটিক থেকে রসদ নিয়েই এর জীবাতু। রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ছোঁয়া বাঁচিয়ে কেবলই প্রেমাবেগ-পেলব 'অমৃতাঙ্ক নাটক'-রূপে 'চারুদত্তে'র এই যে আত্মপ্রকাশ — এর পিছনে কৃতিত্ব যারই থাকুক না কেন ভাসের নেই। কারণ, এ নাটকে রচনাশৈলীর দুর্বলতা, যুক্তির অসংগতি, বক্তব্যের আড়ষ্টতা, রূপকল্পের দীনতা প্রভৃতি যা চোখে পড়ে, তা মহাকবি ভাসের লেখনীনিঃসৃত বলে মনে হয় না। কেরলের শাক্যার নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে অবশ্য নিজেদের অভিনয়ের সুবিধার্থে মূল নাটকের সংক্ষেপণ বা রূপান্তর কিংবা অংশবিশেষের নাট্যরূপায়ণের রেওয়াজ ছিল।

কোনো কোনো পণ্ডিত অবশ্য এ কথাও বলেন যে ভাস স্বয়ং একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছিলেন, যার মধ্যে প্রত্যাশিত পূর্ণতার একটা আদর্শ ছিল। যে আদর্শ সামনে রেখে উত্তরকালে গড়ে উঠেছিল মৃচ্ছকটিক। হয়তো তারই নাম 'দরিদ্র-চারুদত্ত।' কিন্তু কী অনির্দেশ্য কারণে অমন একটি রচনা অবলুপ্ত হয়ে গেল, পরিবর্তে টিকে রইল তারই খণ্ডিত এবং প্রায়-বিকৃত একটি সংস্করণ—তার সদুত্তর অবশ্য তাঁরা ঠিক দিতে পারেন নি। তবে এটা ঠিক যে 'দরিদ্র-চারুদত্তে'র নাম উল্লিখিত হয়েছে অভিনবগুপ্তের 'নাট্যবেদবিবৃতি'তে এবং কিঞ্চিৎ পরিচয়-সহ নামের উল্লেখ রয়েছে রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের 'নাট্যদর্পণে' (ততো দৈবায়ত্তফলে দরিদ্রচারুদত্তাদিরূপকে পুরুষব্যাপারস্য গৌণত্বাৎ কথং প্রারম্ভাদয়ঃ স্যুঃ')। উভয়ত্র একে 'রূপক' বলা হয়েছে যার অর্থ হল এর অঙ্কসংখ্যা হওয়ার কথা পাঁচ থেকে দশ। তা ছাড়া সে রূপকের শুভ পরিণতি যে দৈবেরই দান—পুরুষপ্রচেষ্টার*প্রাধান্য সেখানে নেই—এ থেকে অনুমিত হয় উক্ত গ্রন্থকারগণ পূর্ণাঙ্গ রূপকের কথা স্মরণে রেখেই ঐরূপ মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি আবার সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ'-এ উদ্ধৃত একটি শ্লোকের কথাও তুলেছেন যা 'চারুদত্তে'র অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃত। শ্লোকটি হল ঃ

'শুষ্কদ্রুমগতো রৌতি আদিত্যাভিমুখঃ স্থিতঃ।
কথয়ত্যনিমিত্তং মে বায়সো জ্ঞানপণ্ডিতঃ॥'

এই শ্লোকটির সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের নবম অঙ্কের একাদশ শ্লোকের কি অদ্ভুত মিল! মৃচ্ছকটিকের শ্লোকটি হল :

শুষ্কবৃক্ষস্থিতো ধ্বাঙ্ক্ষ আদিত্যাভিমুখস্তথা।
ময়ি চোদয়তে বামং চক্ষুর্ঘোরমসংশয়ম্ ॥

'বৃহৎসংহিতায় কাকচরিত্রপ্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হয়েছে—

'ছিন্নাগ্রেঽঙ্গচ্ছেদঃ কলহঃ শুষ্কদ্রুমস্থিতে ধ্বাঙ্ক্ষে।'

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মৃচ্ছকটিকের শ্লোকটিতে নাট্যকার বৃহৎসংহিতাকার বরাহমিহিরের লিখিত শাকুনিক নির্দেশের সঙ্গে আক্ষরিক সঙ্গতি রাখতে গিয়ে 'চারুদত্ত'-স্থিত শ্লোকের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। নাটকলক্ষণরত্নকোশ এবং নাট্যদর্পণ—দুটি গ্রন্থেই 'চারুদত্ত' ও 'মৃচ্ছকটিক' দুটি ভিন্ন রচনারূপে উল্লিখিত হয়েছে। 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে' একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে যাতে শকারকে বিট বলছে :

'শকার কিং প্রার্থনয়া প্রাবারেণ মিষেণ বা।
অকার্যবর্জং মে ব্রূহি কিমভীষ্টং করোমি তে॥'

মৃচ্ছকটিকের অষ্টম অঙ্কে বসন্তসেনাকে হত্যা করার প্রস্তাব করলে বিট প্রায় অনুরূপ ভাবেই তার মনোভাব প্রকাশ করেছিল :

'শকারঃ—মম প্রিয়ং কুরু।
বিটঃ—বাঢ়ং করোমি বর্জয়িত্বা ত্বকার্যম্।'

এ থেকেও আমরা বুঝতে পারি মৃচ্ছকটিক কিভাবে প্রাপ্য উপকরণ সম্ভারকে স্বীকরণ করে সুপরিণত সৌষ্ঠবের দিকে এগোচ্ছিল। অবশ্য 'মৃচ্ছকটিক' আজ যে-রূপে আমাদের হাতে এসেছে, সেটাই যে তার আসল রূপ, এ কথা হলফ করে বলা যায় না। সে বিষয় এখানে আলোচ্য নয়, তাই আমরা তার বিকাশ তথা বিবর্তনের দিকে যেটুকু দৃষ্টি দিতে পারছি তা থেকে বলতে পারছি মৃচ্ছকটিকের পূর্বসূরিরূপে তথাকথিত পূর্ণাঙ্গ 'চারুদত্ত' বা 'দরিদ্র-চারুদত্ত' নামক নাট্যগ্রন্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কঠিন। অধুনা-কালের প্রখ্যাত নাট্যবেত্তা ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মনে করেন 'চারুদত্তে'র আকরিক রূপ বিবর্তিত এবং বিবর্ধিত হয়ে সিদ্ধহস্ত কোনো শিল্পীর প্রতিভাস্পর্শে 'দরিদ্র-চারুদত্ত' হলে পরবর্তীকালে তা থেকেই উদ্ভব হয় 'মৃচ্ছকটিকে'র।

অধ্যাপক দেবধর কিন্তু স্পষ্টভাবেই তাঁর মত প্রকাশ করেছেন যে, 'চারুদত্ত' মৃচ্ছকটিকেরই একটি বিশিষ্ট সংক্ষেপিত সংস্করণ। প্রাকৃতভাষার প্রাচীনতার দাবি দিয়ে চারুদত্তের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকেও তিনি আমল দেন নি, কেননা খুঁজে খুঁজে মৃচ্ছকটিকেও অমনি প্রাচীন প্রাকৃত শব্দ যা পাওয়া গিয়েছে তাকে সম্বল করেই মৃচ্ছকটিকও অনুরূপ দাবিদার হতে পারে বৈকি? কিন্তু না সে রকম দাবি নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেছেন : 'Suffice it to say that the so-called archaic Prakrit-forms of the M. do not indicate high age, but rather show a provincial dialectical variety of the literary Prakrits.'

অধ্যাপক দেবধর আরো বলেছেন যে, রাষ্ট্র পরিবর্তনের প্রসঙ্গ সযত্নে পরিহার করে

এবং আরো অনেক বিষয় অপ্রয়োজনীয় বোধে কাট-ছাঁট করে মৃচ্ছকটিকের প্রথম চার অঙ্ক থেকেই অভিনয়সৌকর্যার্থে শুধুই প্রণয়রম্য 'চারুদত্তে'র প্রণয়ন করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি A. W. Ryder-এর Little Clay-Cart-এর প্লট-বিভাজনের উল্লেখ করেছেন। Ryder বলেছেন: 'Indeed, we have in the Little Clay-Cart the material for two plays. The larger part of act I forms with act VI to X a consistent and ingenious plot; while the remainder of act I might be combined with acts III to V to make a pleasing comedy of lighter tone. The second act, clever as it is, has little real connection either with the main plot or with the story of the gems.'

ডঃ ভি, এস্, সুক্‌থংকর বিপরীত মত প্রকাশ করে বলেছেন, যে উত্তরকালীন কোনো লেখক যদি মৃচ্ছকটিককে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে কাটছাঁটই করে থাকবেন তবে মূলের সাহিত্যগুণ থেকে তা অতটা বঞ্চিত হবে কেন? অভিজ্ঞতা তো তা বলে না। 'সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু'—জাতীয় প্রয়াসই বরং এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মতে 'চারুদত্তই সম্ভবতঃ মৃচ্ছকটিকের অশোধিত আদিরূপ ('crude original')। এবং ডঃ সুক্‌থংকর একথাও বলেন যে ভাস যদি 'চারুদত্তে'র নাট্যকার না হন, তবে ভাস-সমস্যার সমাধান বরাবর সুদূরপরাহতই থেকে যায় ("the Bhasa question is now as far away from being settled as ever before")।

'চারুদত্ত' ও 'মৃচ্ছকটিকের' মধ্যেকার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের যে আভ্যন্তর সাক্ষ্যের আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি এবং তারপরে বাহ্যসাক্ষ্য এবং নাট্যমীমাংসক পণ্ডিতদের যে মতামত উল্লেখ করেছি, তার আলোকে বলতে হয় 'চারুদত্ত' যথার্থই একটি বিতর্কিত বিষয় এবং ভাবতেও অবাক লাগে নাট্যকার যখন নাটকশেষের পূর্বমুহূর্তে লিখলেন—'এতং পুনরভিসারিকাসহায়ভূতং দুর্দিনম্ উন্নমিতম্,' তখন অতঃপর তাঁর স্বর্ণ সুযোগ ছিল দুর্দিনের মনোজ্ঞ-মুখর বাঙ্‌ময় ছবি এঁকে দেবার এবং তার মধ্যে দিয়ে নৃত্যপটীয়সী বসন্তসেনার অপূর্ব অভিসারদৃশ্য রচনার—যার পরিণতি হত নায়ক-নায়িকার বর্ষণ-স্নাত নিবিড় আসঙ্গে, আর সেখানেই তিনি এই প্রণয়-মধুর মিলনান্ত নাটকের সুন্দর সমাপ্তিরেখা টেনে দিয়ে বলতে পারতেন 'অবসিতং চারুদত্তম্।' কিন্তু যে নাট্যকার, আরো বহু সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারের কথা বাদ দিলেও, এই পরমতম সুযোগটিকেও হেলায় হারালেন, তিনি কি সেই প্রথিতযশা নাট্যকার ভাস যাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে বাণভট্ট বলেছেন:

> 'সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
> সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥'?

এ প্রশ্নের সদুত্তর এ মুহূর্তে আমার জানা নেই। তবে বলতে পারি, ভাস-নাটকচক্রের অন্তর্ভাবিত এই 'চারুদত্ত' আর সবার থেকে স্বতন্ত্র এবং অদ্ভুত অদ্ভুত অভিনবত্ব তথা বৈশিষ্ট্যের দরুন রীতিমতো বিলক্ষণ। অধ্যাপক সি, আর, দেবধরও সেকথাই উচ্চারণ করেছেন: "The Carudatta is possibly the only play

that stands out from this group and has peculiarities which are not shared by the rest of the plays ."

("Plays ascribed to Bhasa—their authenticity & merits"—page 19)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব

নির্বাচিত সুভাষিত

প্রথম অংক

১। অধিকমধুরস্য আম্রস্য অযোগ্যতয়া অস্থি ন ভক্ষ্যতে। আম অতি মিষ্টি হলেও তার আঁটি খাবার মতো নয় বলে কেউ খায় না।

২। দারিদ্র্যং খলু নাম মনস্বিনঃ পুরুষস্য সোচ্ছ্বাসং মরণম্।—দারিদ্র্য মনস্বী ব্যক্তির কাছে শ্বাসযুক্ত মৃত্যুই বটে।

৩। সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে। (শ্লোঃ ৩)—অনেক দুঃখের পরে সুখ সত্যি সুন্দর।

৪। দারিদ্র্যাৎ পুরুষস্য বান্ধবজনো বাক্যে ন সন্তিষ্ঠতে। (শ্লোঃ ৬)—দারিদ্র্যের দরুন বান্ধবেরা দরিদ্র লোকের কথা গ্রাহ্য করে না।

৫। ন পুষ্পমোক্ষণমর্হতি লতা।—লতার গা থেকে ফুল খসানো উচিত নয়।

৬। ভক্ত্যা তুষ্যন্তি দৈবতানি। —দেবতার তুষ্টি ভক্তিতে।

দ্বিতীয় অংক

৭। কামো হি ভগবাননবগীত উৎসবস্তরুণজনস্য।—ভগবান্ কামদেব তরুণ-তরুণীদের অনবদ্য শোভাজনক উৎসব।

৮। অতিদরিদ্রপুরুষসক্তা গণিকা অবচনীয়া ভবতি।—অতি দরিদ্র পুরুষে আসক্ত হলে গণিকাকে কারো কিছু বলার থাকে না।

৯। একস্মিন্ দুর্লভো গুণবিভবঃ।—ষোল-আনা গুণ একজনের মধ্যে দুর্লভ।

১০। কো হি নামাত্মনা কৃতং প্রত্যুপকারেণ বিনাশয়তি।—প্রতিদান নিয়ে নিজের অবদান কে নষ্ট করে ?

১১। লঘুজনস্য সুলভো বিস্ময়ঃ।—হালকা স্বভাবের মানুষ একটুতেই অবাক্ হয়।

তৃতীয় অংক

১২। বীণা নামাসমুদ্রোত্থিতং রত্নম্।—বীণা হল সাগর-থেকে-না-ওঠা রত্ন।

১৩; মধুরমপি বহু খাদিতমজীর্ণং ভবতি।—উপাদেয় হলেও বেশি খেলে হজম হয় না।

১৪। বিশ্বস্তেষু হি বঞ্চনাপরিভবঃ শৌর্যং ন, কার্শ্যতা। (শ্লো-৬)—বিশ্বস্ত মানুষদের ঠকিয়ে নাজেহাল করার মধ্যে বাহাদুরি নেই, আছে নির্দয়তা।

১৫। স্বাধীনা বচনীয়তাপি তু বরং, বদ্ধো ন সেবাঞ্জলিঃ। (শ্লোক-৬)—হাত-জোড়-

করে-থাকা চাকরির চেয়ে স্বাধীন বৃত্তি নিন্দার হলেও ভালো।

১৬। কিং বা ন কারয়তি মন্মথঃ।—প্রেম কী না করায়!

১৭। শঙ্কনীয়া হি দোষেষু নিষ্প্রভাবা দরিদ্রতা। (শ্লোক-১৫)—যত দোষ, তার মধ্যে অক্ষম দারিদ্র্যকেই ভয়।

১৮। অর্থতঃ পুরুষো নারী, যা নারী সার্থতঃ পুমান্। (শ্লোক-১৭)—অর্থের কারসাজিতে পুরুষ হয়েও নারী, আর অর্থের জোর থাকলে নারী হয়েও পুরুষ।

চতুর্থ অংক

১৯। সখীজনসপত্নীকো গণিকাজনো নাম।—সখীদের গণিকারা ঠিক সতীনের চোখে দেখে।

২০। অযুক্তং পররহস্যং শ্রোতুম্।—পরের গোপন কথা শোনা উচিত নয়।

২১। সাহসে খলু শ্রীর্বসতি।—সাহসেই লক্ষ্মীর বাস।

২২। স্বৈর্দোষৈর্ভবতি হি শঙ্কিতো মনুষ্যঃ। (শ্লো-৬)—মানুষ ভয় পায় নিজেরই দোষে।

২৩। নরঃ প্রত্যুপকারার্থী বিপত্তৌ লভতে ফলম্। (শ্লো-৭)—(উপকারী ব্যক্তির) বিপদ্ ঘটলে প্রত্যুপকারের সুযোগ মেলে।

নাটকের পাত্র-পাত্রী

পুরুষ

নায়ক—দরিদ্রসার্থবাহপুত্র চারুদত্ত।
বিদূষক চারুদত্তের মিত্র মৈত্রেয়।
শকার—রাজশ্যাল সংস্থান।
বিট
সংবাহক
চেট—বর্ধমানবক।
চেট—কর্ণপুর।
সজ্জলক—(মৃচ্ছকটিকে শর্বিলক) মদনিকার প্রণয়ী।

নারী

গণিকা—বসন্তসেনা।
ব্রাহ্মণী—চারুদত্তের পত্নী।
রদনিকা—চারুদত্তের গৃহ-পরিচারিকা।
মদনিকা—বসন্তসেনার প্রিয় পরিচারিকা।
চেটী—বসন্তসেনার আরেক পরিচারিকা চতুরিকা।
বিচ্ছিত্তিকা—বসন্তসেনার গৃহের অন্যতম পরিচারিকা।

চারুদত্ত

প্রথম অংক

(নান্দীশেষে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—সেই কোন্ ভোরে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি কি না, খিদেয় আমার চোখের তারা দুটো পদ্ম-পাতায়-পড়া জলের ফোঁটার মতো খালি (এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক) নড়ছে আর নড়ছে।[১] (পরিক্রমণ করে) যাই তবে, বাড়িতে গিয়ে দেখি এতক্ষণে ব্যবস্থা কিছু হয়েছে কিনা। (পুনরায় পরিক্রমণ করে) এই আমাদের বাড়ি। যাই তবে ভিতরে। (প্রবেশ করে এবং তাকিয়ে) লোহার কড়ার ঘষাঘষিতে জায়গাটা একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, (ধুত্যাদি) সদ্য-তপ্ত স্নেহপদার্থের তাজা সম্ভারের সুবাসের মতো একটা গন্ধ ভুর্ ভুর্ করছে, কোনো পুজো-আচার ব্যাপারে যেন ঠাকুর-চাকর সব ঘোরাফেরা করছে! আয়োজন কী-যেন-কী একটা হয়েছে। অথবা, খিদের চোটে দুনিয়াটাকে খাদ্যময় দেখছি।[২] গিন্নিকে আগে ডাকি তো। আর্যা, একবার এদিকে (এসো তো)।

(প্রবেশ করে)

নটী—আর্য, এই আমি। ভাগ্যি ভালো, আর্য আপনি এসে গিয়েছেন।

সূত্রধার—আর্যা, আমাদের বাড়িতে কি কোনো প্রাতরাশ আছে?

নটী—আছে।

সূত্রধার—চিরদিন বেঁচে থাকো। (আর) এমনি করে ভালো ভালো খাবার দিয়ে যাও।

নটী আর্য, আপনার অপেক্ষাতেই আমি ছিলাম।

সূত্রধার আর্যা, যা চাইছিলাম আছে তো?

নটী—আছে।

সূত্রধার এমন আশীর্বাদই দেবতারা তোমায় করুন। আর্যা, কী কী (আছে, বলো দেখি)?

নটী ঘি (আছে), গুড় (আছে), দই (আছে), চালও (আছে)।

সূত্রধার এই (যা বললে) সব আমাদের বাড়িতে আছে?

নটী—না, না। আছে (বৈ কি) দোকানে।

সূত্রধার—(সরোষে) আঃ অনার্যা, এমনি করে তোমার আশাতেও ছেদ পড়বে। অভাবে পড়বে (তুমি)। জোরালো দমকা হাওয়ার রীতিতে তুমি আমাকে একগোছা ঘাসের মতো পাহাড়ের মাথা-বরাবর উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নিচে কোন্ সুদূরে ছুঁড়ে দিলে!

নটী—ঘাবড়াবেন না, ঘাবড়াবেন না। একটুখানি অপেক্ষা করুন আর্য। সব তৈরি হবে। জোগাড় সব করে রেখেছি। আজ আমার উপবাসে আর্য সহায় হোন।

সূত্রধার—আর্যার উপবাসের নাম কী?

নটী—নাম হল 'অভিরূপপতি' (=মনের মতো স্বামী চাই)।

সূত্রধার—আর জন্মে কি?

নটী—হ্যাঁ।

সূত্রধার—এ সব না হয় হল। কে আবার আর্যার মাথায় এই উপবাসটি ঢোকালেন?

নটী—ইনি হলেন গিয়ে ব্রতবিশারদ চূর্ণগোষ্ঠ।

সূত্রধার—ভালো চূর্ণগোষ্ঠ, ভালো।

নটী—আর্যের যদি অনুগ্রহ হয়, তবে আমাদের মতো যজমানের যোগ্য কোনো ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করতে চাই।

সূত্রধার—এতো খুবই ধর্মের কাজ। তাইতে আমার প্রাতরাশটাও জুটবে। ব্যাপারটা যখন এমনি, গিন্নি, তুমি ভিতরে যাও। আমিও আমাদের মতো লোকের যোগ্য কোনো ব্রাহ্মণকে খুঁজে নিয়ে আসি।

নটী—আর্যের যা আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত)

সূত্রধার—কোথায় যে এখন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পাই? (দেখে) এই তো আর্য চারুদত্তের বন্ধু আর্যমৈত্রেয় নামে ব্রাহ্মণ এদিকেই আসছেন। নিমন্ত্রণটা তাহলে সেরেই ফেলি। (পরিক্রমণ করে) আর্য আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। দরিদ্র বলে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আমায় অবজ্ঞা করবেন না। যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভালো খাবার পাবেন। ঘি, গুড়, দই, ভাত—সব আছে। তদুপরি, ক' গণ্ডা দক্ষিণাও মিলবে।

(নেপথ্যে)

যান যান মশাই, আর কাউকে নিমন্ত্রণ করুন। আমার হাত খালি নেই।

সূত্রধার—গরম-গরম—ঝোল, তরকারি আর চাটনি এবং ঘি, গুড় ও দই সহযোগে পরম আদরে পরিবেশিত পরিপাটি অন্ন আর্য যত খুশি খেতে পারেন। ॥ ১ ॥

(নিষ্ক্রান্ত)

স্থাপনা শেষ

(বিদূষকের প্রবেশ)

যান যান মশাই, আর কাউকে নিমন্ত্রণ করুন। আমার হাত খালি নেই। আরে—আমি বলছি যে, আমার হাত খালি নেই। কী বলছেন—খাবার বেশ ভালোই হবে? আমি কিন্তু জানি অতি মিষ্ট আমের আঁটি অযোগ্য বলে লোকে খায় না।[৩] আমাকে লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে আবার কী বলছেন এখন? বলেছি তো আমি ব্যস্ত আছি। কী বলছেন—গণ্ডা কয়েক দক্ষিণা হবে? কথায় প্রত্যাখ্যান করেছি বটে, কিন্তু অন্তরের সাড়ায় একে আমি মনে মনে অনুসরণ করছি। হায়! কী দশাই না হল! আমাকেও কিনা পরের নেমন্তন্নের কথা এমনি করে ভাবতে হচ্ছে। যে-আমি মাননীয় চারুদত্তের বাড়িতে দিনরাত কত যত্নে পরিপাটি করে প্রস্তুত হিং মেশানো সম্ভারের সুগন্ধে আমোদিত চোখের-ইঙ্গিতমাত্রে-হাজির কত রকমের ব্যঞ্জন আর তার মাঝে মাঝে নানান পানীয়ের আয়োজনে বহু বিচিত্র রঙের মালার মাঝখানে উপবিষ্ট চিত্রকরের ন্যায় বহু প্রকার বিবিধ পাত্রে পরিবৃত হয়ে আকণ্ঠ ভোজন করে নগর চত্বরের ষাঁড়ের মতো মোদক খাদ্যের রোমন্থন করতে করতে দিন কাটাতাম, সেই-আমি এখন মাননীয় চারুদত্ত দরিদ্র হয়ে যাওয়ায় সামান্য জীবিকার সন্ধানে বাড়ির পায়রার মতো অন্যত্র ঘুরে ঘুরে চরে বেড়িয়ে তাঁর আবাসেই ফিরে যাই। রাতটা

কাটাতে)। আবার, এটাও আশ্চর্য। আমার উদর অবস্থার ভালো মন্দ বোঝে। অল্পেতেও তুষ্ট হয়, বেশি খাবার দিতে থাকলেও স্বচ্ছন্দে নিজেকে পূর্ণ করে। না দিলে চায় না, দিলে ফেলে না। এভাবে চলায় আমি যে সন্তুষ্ট নই, তাও নয়। তা আজ ষষ্ঠীতিথিতে দেবকার্য করায় মাননীয় চারুদত্তের জন্যে ফুল ও পরিধেয় বস্ত্র এনেছি। তাহলে যাই, এঁর পাশে গিয়ে হাজির হই (পরিক্রমণ করে ও দেখে) এই যে মাননীয় চারুদত্ত—সকালবেলার চাঁদের মতো সকরুণ প্রিয়দর্শন—সামর্থ্য অনুযায়ী গৃহদেবতাদের অর্চনা করতে করতে এদিকেই আসছেন। যাই তবে এঁর কাছে।

(গৃহদেবতাদের নৈবেদ্য উপহার দিতে দিতে নায়ক,
বিদূষক ও ঝুড়ি[৪] হাতে চেটীর প্রবেশ।)

নায়ক—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ওঃ, দারিদ্র্য নিশ্চিত মনস্বী ব্যক্তির জীবন্ত মৃত্যু। কেন না, আগে আমার বাড়ির দেউড়ির মুখে যে-জায়গায় নৈবেদ্যের চাল-টাল ফুল বাদ দিয়ে হাঁস ও সারসেরা খেয়ে ফেলত, সে জায়গায় আজ পূর্বের উপহৃত যববীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গত হয়েছে এবং (প্রাচীরের উপর থেকে) কীটমুখ-ভ্রষ্ট অর্ধভুক্ত বীজাঞ্জলি পড়ছে[৫] ॥ ২ ॥

সূত্রধার—এখন আর বেশি শোক করে আপনার কাজ নেই। পুরুষের যৌবনের মতো গৃহের যৌবনও অবস্থার বিপাকে পড়ে। আসমুদ্র সবাইকে দান করে বিত্তক্ষয়ের দরুন আপনার এই যে দরিদ্রভাব, তা কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের জ্যোৎস্নাক্ষয়ের মতোই রমণীয়।

নায়ক না না, দুঃখটা আমার নষ্ট অর্থের জন্যে নয়। কিন্তু গুণ ও রসের সমঝদার পুরুষের (এ-হেন) দুর্দশা আমার কাছে অতি কষ্টের কারণ—

দুঃখের অনুভূতির পর সুখভোগ বড়ো ভালো লাগে, যেমন ঘন অন্ধকারের পর আলোকদর্শন। কিন্তু সচ্ছলতা থেকে যে দীন দশার মধ্যে পড়ে, মরে গিয়েও সে কেবল দেহটা ধরে টিকে থাকে ॥ ৩ ॥

বিদূষক—সত্যি বয়স্য! সাগর ও নগরের সারভূত তোমার অমন অর্থসঞ্চয় কোথায় গেল?

নায়ক—(নিঃশ্বাস ফেলে) বয়স্য, যেখানে আমার ভাগ্য গিয়েছে। দেখো—

বন্ধুদের প্রত্যাশা পূরণ করতেই আমার অর্থ ব্যয়িত হয়েছে, বিফলমনোরথ করে কাউকে ফিরিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। আমার এই মানসিকতা যাকে বিশ্বাসের মূল্য দিতে হয়েছে, তার কিন্তু, সখা, কোনো ক্ষয় নেই ॥ ৪ ॥

(চিন্তার অভিনয় করতে লাগলেন।)

বিদূষক—তুমি কি অর্থ-সম্পত্তির কথা চিন্তা করছ?

নায়ক—আমার সত্যি অর্থক্ষয়জনিত অনুশোচনা নেই, ভাগ্যে থাকলে অর্থ আবারও আসবে। কিন্তু এটাই আমাকে দগ্ধাচ্ছে যে ধনসম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় স্বজনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব শিথিল হয়ে যাচ্ছে ॥ ৫ ॥

উপরন্তু—

গরিব হয়ে গেলে তার কথা বন্ধুরাও রাখে না, দারিদ্র্যের দরুন ব্যক্তিত্ব কমে যায়, চরিত্র-চন্দ্রের দীপ্তি ম্লান হয়ে যায়, শত্রুতা ছাড়াই সুহৃদেরা বিমুখ হয়,

বিপদ যায় বেড়ে, অন্যে যে পাপকর্ম করে তারও দুর্নামের বোঝা তার উপরেই বর্তায় ॥ ৬ ॥

বিদূষক—এই বাঁদীর বেটা টাকাপয়সাগুলো আজকাল গয়লার ছেলেদের মতো মশার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। অর্থক্ষয়জনিত দুঃখের কথা যতই ভাববে, ততই বসন্তে পরিপক্ক শরগুচ্ছের মতো অঙ্কুরের পর অঙ্কুর ছড়িয়েই যাবে। তাই তুমি দুঃখ কোরো না।

নায়ক—কী জন্যে দুঃখ করব, সখা? কে বলে আমি দরিদ্র—যে-আমার ভার্যা অবস্থা অনুসারে চলে, তুমি যার সুখদুঃখের সমান অংশীদার, আর দরিদ্রের পক্ষে যা দুর্লভ সেই মনোবলও যার নষ্ট হয় নি[৬]? ॥ ৭ ॥

[ব্যস্তত্রস্ত গণিকা আর তার পিছনে পিছনে
বিট ও শকারের প্রবেশ।]

শকার—দাঁড়াও, দাঁড়াও বসন্তসেনিকে[৭]।

যাচ্ছ কেন, ছুটছ কেন, পড়তে পড়তে পালাচ্ছ কেন? ভালো কথা—প্রসন্ন হও, মারব না। দাঁড়াও তবে। কামের দহনে আমার দেহটা এখন জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত চর্মখণ্ডের মতো দগ্ধ হচ্ছে[৮] ॥ ৮ ॥

বিট—বসন্তসেনা, কেন তুমি ভয়ে নৃত্যকলাপটু পা-দুটিকে দ্রুততালে ফেলতে ফেলতে তোমার মৃদুল গতি পরিবর্তন করে ব্যাঘ্রতাড়িতা সচকিতা হরিণীর মতো উদ্বিগ্ন চঞ্চল কটাক্ষ হেনে ছুটে যাচ্ছ?[৯] ॥ ৯ ॥

শকার পণ্ডিত, এই যে যাচ্ছে বসন্তসেনা,—দুটো কুকুর শেয়ালনীর পিছনে ধাওয়া করলে যেমন সে তাড়া খেয়ে ছোটে, তেমনি আমাদের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে নূপুরের বোলে, মেখলার সরব হাসিতে আমার গোটা হৃদয়টাকে হরণ করে নিয়ে সে ছুটছে[১০] ॥ ১০ ॥

বিট—বসন্তসেনা, শত পায়ের ব্যবধানে পা ফেলে ফেলে কেন তুমি গরুড়ের ভয়ে ব্যাকুল নাগিনীর মতো ছুটে চলেছ? পবনের মতো আমি পূর্ণ বেগে ছুটছি। অথবা, তোমাকে ধরার শক্তি কি আমার নেই? ॥ ১১ ॥

গণিকা—(চারদিকে দেখে) পল্লবক, পল্লবক! পরভৃতিকা, পরভৃতিকা! মধুকরক, মধুকরক! শারিকা, শারিকা! হা ধিক্, হারিয়ে গিয়েছে আমার লোকজন। এখানে তবে নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে হবে।

শকার ডাকো, ডাকো, কুটুম্বিনী[১১]। পল্লবককে ডাকো, পরভৃতিকাকে ডাকো, মধুকরকে ডাকো, শারিকাকে ডাকো কিংবা গোটা বসন্ত-ঋতুটাকেই ডাকো। কে? কে তোমাকে রক্ষা করবে? বাসুদেব, প্রেত-পুরীর রাজা (যমরাজ), কুন্তীপুত্র না কি জনমেজয়?[১২] দুঃশাসন যেমন সীতাকে হরণ করেছিল, তেমনি চুলের মুঠি ধরে আমি তোমাকে হরণ করছি। ॥ ১২ ॥

বিট—বসন্তসেনা, তুমি আমাকে এমন একটা লোক বলে জানবে যার হৃদয় যে-কোনো ভয়ের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। দেখো—চরিত্র কালো বলে রাতের কালো আমার ভালো জানা। কৃষ্ণপক্ষের রাতের অন্ধকারে কালো বহু পথে আমি আগেই পেরিয়ে এসেছি। যুবতিজনের কাছে অবশ্য এটা বলার কথা নয়। তবে দোকান-বাজারের পাহারাওয়ালারা শেষ পর্যন্ত যারা বেঁচে আছে, তারাই

আমার (কর্মকাণ্ডের) সাক্ষী। ॥ ১৩ ॥

গণিকা—ইনি এমন করে নিজমুখে নিজের গুণের কথা বললেন যে আমি নিজে এখন সংশয়ে পড়লাম। কেনই বা এরা অকার্য না করবে ?

বিট—মহাশয়া! আমাদের অনুরোধ রাখুন। ভেবে দেখুন—অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে ক্রোধ জন্মায়। ক্রুদ্ধ হলে আমার মতো লোকেদের কোন্ কাজটাই বা দুষ্কর ? খড়্গ-উঁচিয়ে ধরা আমার এই সুপটু লম্বা হাত আপনাকে অনুনয় করছে—যুবতী-বধের ঘৃণ্য অপরাধ থেকে আমাকে আর আমার শরীরটাকে রক্ষা করুন[১২]। ॥ ১৪ ॥

গণিকা—এদের অনুনয়েও ভয় হয়।

শকার—বসন্তসেনাকে, পণ্ডিত ঠিকই বলেছে। বলবানরা কাউকে সহজে অনুনয় করে না; যদি করে ফেলে, তবে কিন্তু লোকে তার মান রাখে। দেখো সুন্দরী—অসিখানা কেমন শাণিত এবং ময়ূর-গ্রীবার মতো শ্যামবর্ণ। হয় তোমার মাথাটা (মাটিতে) ফেলে দেব, নয় (তোমাকে) মেরে ফেলব। আমাদের মতো লোককে রাগিয়ে লাভ কী ? একবার মরে গেলে কেউ নিশ্চয়ই বাঁচে না ॥ ১৫ ॥

গণিকা—আর্য, আমি জনৈক অভিজাত পুরুষের চরিত্রে গুণমুগ্ধ গণিকা।

বিট—তাই তো তোমার চাহিদা।

গণিকা—আর্য, আমার কাছ থেকে কী চান—শরীর, না গয়না ?

বিট—লতার গা থেকে ফুল খসানো উচিত নয়। গয়নায় কাজ নেই।

গণিকা—আমি কিন্তু নিজেকে এখন কোনো ঝামেলায় জড়াতে যাচ্ছি না।

শকার—বসন্তসেনা, আমি প্রভুর সুপুত্র আমাকে ভজনা করো।

গণিকা—শান্ত হোন।

শকার—শোনো, পণ্ডিত, শোনো। এই বসন্তসেনা আমাকে বলছে—'আপনি শ্রান্ত'।

বিট—(স্বগত) এটা যে তাকে ভর্ৎসনা করা হল, মূর্খটা তাও বোঝে না। বলেছে 'নিপাত যাও,' আর বুঝছে কি না 'শ্রান্ত হয়েছে'[১৩]।

আরও

নানান অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বক্তব্যকে প্রকট করে, অর্থ না জেনে-শুনেই একগাদা কী-যে বলে, যেমনি, অশোভন আচার-ব্যবহার, তেমনি স্থূল কথাবার্তা, পুরুষ-রূপে পশুর এ এক অপূর্ব সংস্করণ! ॥ ১৬ ॥

(প্রকাশ্যে) বসন্তসেনা, আমার কাছে তুমি গণিকালয়-বিরুদ্ধ এ কী কথা বললে! ভেবে দেখো—যুবজন সহায় বলেই গণিকালয় চলে। এটাও জেনো—তুমি গণিকা হলে পথের-ধারে-বেড়ে-ওঠা লতার মতো, যে শরীরটা তুমি বয়ে বেড়াচ্ছ তা একটা পণ্য[১৪] বটে, টাকা দিলে পাওয়া যায়। (অতএব) ভদ্রে, সুপ্রিয় আর অপ্রিয়—উভয়কেই সমানভাবে সেবা করো ॥ ১৭ ॥

গণিকা—আমার জন্মের প্রতি কটাক্ষ করেই এ আমার রুচির বিচার করছে।

শকার—পণ্ডিত, এ যে দেখছি অন্ধকারে আষ্টে-পৃষ্ঠে মোড়া দুর্গম পথ। কুট্টিনী যেন এই ফাঁকে না হাতছাড়া হয়। কামদেবের উৎসবে যাবার পর থেকে এ মেয়ে গরীব বেনের বেটা বামুন চারুদত্তটার প্রেমে পড়েছে থাকার মধ্যে ওটার

আছে তো কেবল একজোড়া সুন্দর চোখ। এই-না তার বাড়ির খিড়কির দরজা।

গণিকা—(সানন্দে, স্বগত) এই তাঁর বাড়ি! ভাগ্যিস এখন আমি শত্রুদের রুখতে গিয়ে প্রিয়জনের কাছে এসে পড়েছি। যা হোক্, এরকমটাই তবে করি।

(সরে পড়ে)

শকার—(দেখে) পণ্ডিত, হারিয়ে গেল, কুটুম্বিনী হারিয়ে গেল!

বিট—কেমন করে হারাল। খোঁজো খোঁজো।

শকার—পণ্ডিত, দেখা যাচ্ছে না।

বিট—হায়! আমাদের ঠকিয়েছে। বসন্তসেনা, এক্ষুনি তোমাকে ধরে ফেললাম বলে।

দুটো মেঘের মাঝে আটকে পড়া বিদ্যুতের মতো, সন্ধ্যার অন্ধকারে তোমাকে দেখা যাচ্ছে না, সত্যি। কিন্তু বাতাসে ভেসে-আসা (তোমার ফুলের মালার) গন্ধ এবং শব্দে মুখর গহনাগুলো তোমার হদিশ[১৫] দেবে ॥ ১৮ ॥

[গণিকা মালা ছুঁড়ে ফেলে, গয়না খুলতে থাকে]

বিট উঃ, কী দারুণ অন্ধকার! কেননা, এখন অন্ধকার যেন আমার সর্বাঙ্গে লেপটে যাচ্ছে, আকাশ যেন কাজল ঝরাচ্ছে। অসৎ পুরুষের সেবার মতো আমার দৃষ্টি নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে[১৬] ॥ ১৯ ॥

অধিকন্তু—

নিবিড় বন আর গভীর অন্ধকার—ভয়ের ব্যাপারে গা-ঢাকা দেবার পক্ষে উভয়েই সমান সুলভ আশ্রয়। যে ভয় দেখায় এবং যে ভয় পায়—উভয়কেই আগলে রাখে অন্ধকার[১৭] ॥ ২০ ॥

তাই তো—

চোখের দৃষ্টি আমার জোরালো হলেও হঠাৎ অন্ধকারে ঢুকে পড়ায় দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, চোখ খুলেই রেখেছি অথচ অন্ধকার যেন আমার চোখ বুজিয়ে দিচ্ছে ॥ ২১ ॥

গণিকা—হ্যাঁ হ্যাঁ—এই তো এখানে দেয়ালের শেষ। তাইতে বোঝা যাচ্ছে পাশে দরজা রয়েছে। যাতায়াত এদিকটায় নেই, মনে হয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও কেউ করে না, আর অন্ধকারটা তাই এখানে আরো বেশি। তাহলে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। (দাঁড়িয়ে থাকে)

নায়ক—মৈত্রেয় যাও, চৌরাস্তায় মাতৃদেবতাদের[১৮] পুজোর উপহার দিয়ে এসো।

বিদূষক—আমার (এতে) শ্রদ্ধা নেই, অন্য কেউ যাক্।

নায়ক—কী জন্যে?

বিদূষক—আরশির মাঝে প্রতিফলিত ছায়ার মতো আমার বুদ্ধি ডাইনে গেলে হয় বাম আর বামে গেলে হয় ডান।

নায়ক—মূর্খ, যথাসাধ্য পুজোর্চনা করতে হয়। দেবতারা তুষ্ট হন ভক্তিতে। (আর কেন) যাও তাহলে।

বিদূষক—আমি একলা কী করে যাই?

নায়ক—রদনিকা, এঁর সঙ্গে যাও তো।

রদনিকা—প্রভুর যা আদেশ।
বিদূষক—ভদ্রে, প্রদীপটা আমি নেব।
নায়ক—তোমার যা অভিরুচি, তাই হোক।
বিদূষক—(প্রদীপ নিয়ে) ও রদনিকা, খিড়কির দুয়ারটা খোলো।
রদনিকা—খুলছি। (দুয়ার খোলার অভিনয়)

[গণিকা শাড়ির আঁচল দিয়ে প্রদীপ নেভায়]

বিদূষক—গেল, গেল।
নায়ক—সখা, কী গেল ?
বিদূষক—যেই খিড়কির দুয়ারটা খুলেছে, রাজপথে অবরুদ্ধ জমাট হাওয়ার আর তর সইল না। পড়ল কি না ঢুকে, আর তক্ষুনি বেরোবার মুখে আমার হাতে প্রদীপটা গেল নিভে।
নায়ক—মূর্খ, ধিক্ তোমাকে।
বিদূষক—অপরাধ আমার অল্পই ছিল। রদনিকা, যাও, চৌরাস্তায় আমার জন্যে অপেক্ষা করো। আমি ততক্ষণ ভিতর-বাড়ি থেকে প্রদীপটা (জ্বালিয়ে) নিয়ে আসি।
চেটী (রদনিকা)—তাই হোক, আর্য। (পরিক্রমণ)
গণিকা—ভাগ্যিস্ আমার ঢোকার জন্যে খিড়কির দরজাটা খোলা হয়েছিল। চরিত্রের ভয় করলে চলবে না। ঢুকে পড়ি তবে। (ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল)
বিট (দেখে স্বগত) বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনো মহিলা এদিকে আসছে। ঠিক আছে, একে শিখণ্ডী করে হতভাগাটাকে জব্দ করি। (প্রকাশ্যে) সুগন্ধি স্নানানু-লেপন-গন্ধ আসছে যেন !
শকার—হ্যাঁ পণ্ডিত, দু-কান ভরে আমি যেন গন্ধ শুনতে পাচ্ছি। অন্ধকারে ভর্তি আমার নাকের ছিদ্র, তাই ভালো দেখতেই পাচ্ছি না।
বিট—থামো, থামো, যাচ্ছ কোথায় ? (চেটীকে আটকায়)

(ভয়ে চেটী মাটিতে পড়ে যায়)

শকার—ধরো, ধরো ; পণ্ডিত ধরো।
বিট—ধরেছি একে চুলের মুঠিতে—যে চুলে মানায় ফুলের সাজ। এ কিনা বয়সের দেমাকে কুলপুত্রকে অবমাননা করে[10] ॥ ২২ ॥
শকার—পণ্ডিত, ধরেছ কি ?
বিট—হ্যাঁ। গন্ধ শুঁকে একে ধরেছি।
শকার—বাঁদীর বেটীর মাথাটা আগে ছিঁড়ে পরে মেরে ফেলব।
বিট—ধরো তবে।
শকার (চেটীকে ধরে) এই ধরলাম মেয়েটাকে—ধরেছি মাথায়, কেশে, চুলে, শিরোরুহে। মহেশ্বর, শঙ্কর বা ঈশ্বরকে ডেকে ডেকে আর্তস্বরে তুমি চেঁচাও, কাঁদো কিংবা বিলাপ করো ॥ ২৩ ॥

[সবলে চেটীকে আকর্ষণ করে]

চেটী—মশায়রা করছেন কী ?
শকার—পণ্ডিত, গলা শুনে বুঝতে পারছি—বসন্তসেনা নয়।

বিট—ছেড়ে দিও না। এ বসন্তসেনাই। রঙ্গালয়ে নাটক করে নানা কলা শিক্ষা করে গলার আওয়াজ পাল্টিয়ে কথা বলতে এ ওস্তাদ। তাই একে ছেড়ে দিও না॥ ২৪॥

[প্রবেশ করে]

বিদূষক—(প্রদীপ নিয়ে) আলোটাকে কোনোমতে জিইয়ে রেখে আসতে পেরেছি। রাজপথে জমাট শীতল স্নিগ্ধ বায়ু এমনিভাবে বইছিল যে নাড়া খেয়ে খেয়ে প্রতিপদে তৈলভাণ্ডে তরঙ্গ উঠছিল।

চেটী (শকারকে পদাঘাত[২১] করতে করতে কেঁদে) আর্য মৈত্রেয়, এ লাঞ্ছনা, না ঔদ্ধত্য ?

বিদূষক—তা নয়, তা নয়। (খড়্গহাতে বিট ও শকারকে দেখে শঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।)

বিট—আরে! এ যে আর্য চারুদত্তের সখা মৈত্রেয়! আর এও তো বসন্তসেনা নয়! মহাব্রাহ্মণ[২২], আরেক জনকে খুঁজতে গিয়ে ভুল করে আমরা এ কাণ্ড করে ফেলেছি, ঔদ্ধত্যবশে নয়।

দেখুন মশাই,

আমাদের ভালোবাসছিল না বলে এক স্বাধীনযৌবনাকে আমরা (জোর করে) ধরতে যাচ্ছিলাম। সে হারিয়ে গিয়েছে, একে সেই যুবতী বলে ভুল করে আমাদের এই চরিত্র-বিপাক ঘটল॥ ২৫॥

শকার—ছ্যাঃ, এ কি না গরিব বেনের বেটা বামুন চারুদত্তের চেটী (চাকরানী), বসন্তসেনা নয়। বাহবা বসন্তসেনা, বাহবা! অন্ধকারের আড়ালে ফেলে পণ্ডিতকে ধোঁকা দিলে! হে কুটচরিত্রা ছলনাময়ী! তুমি তাহলে আমাকেও ঠকালে! কাজটা সব দিক থেকে খুব বাজে হয়ে গেল।

বিদূষক—না না, এ হতে পারে না। এটা ঠিক নয়।

বিট—হে মহাব্রাহ্মণ, ঐকান্তিক অনুনয় জানাতে এই করজোড় করছি।

বিদূষক—ভালো, ভালো। আপনার অপরাধ নেই। অনুনয় করে আমাকেই যে এখন অপরাধে ফেললেন।

শকার—পণ্ডিত, গরিব বেনের বেটা ঐ বামুন চারুদত্তটাকে তুমি বেশি বেশি ভয় পাও।

বিট—সত্যি আমি ভয় পাই।

শকার—কিসের ভয়, পণ্ডিত ? কিসের ?

বিট—তাঁর গুণের। দেখো তুমি—

আমার মতো লোকেদের প্রার্থনা পূরণ করতে গিয়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন। কে না তাঁর অর্থে আপ্যায়িত হয়েছে ? তিনি যেন প্রচণ্ড খরায় নিঃশেষে-শুকিয়ে-যাওয়া বিশাল হ্রদ, জনগণের তৃষ্ণা মেটাতে মেটাতেই শুকিয়ে গিয়েছেন ॥২৬॥

মহাব্রাহ্মণ, এই ঘটনাটার কথা বণিক্‌পুত্র চারুদত্তকে বলবেন না।

[বিট নিষ্ক্রান্ত]

শকার—এই যে মশাই, ও বামুন মশাই, সেই গরিব বেনের বেটা বামুন চারুদত্তটাকে আমার জবানীতে বলবেন—রাজশ্যালক সংস্থানক সবংশমস্তকে অভিবাদন করে

জানাচ্ছেন—নাট্যরঙ্গিণী বসন্তসেনা নামে সোনার-বরণ গণিকা-কন্যাকে আমরা দু-জনে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম, (এমন সময়) গয়নাগাঁটি-সহ সে তোমার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। আগামী কাল তাকে বের করে আমার হাতে তুলে দেবে। তা যদি না কর, তবে তোমার ও আমার মধ্যে দারুণ মনকষাকষি হবে। এই যে বামুনমশাই বোলো যেন—না হলে বাঁদীর বেটা! পায়রার গলায় ঢোকা মূলকন্দের মতো তোর মাথার খুলি মড়্‌মড়্ করে ভেঙে ফেলব। যদি না বলিস, দরজার কপাটের ফাঁকে ঢোকানো পাকা কয়েৎবেলের মতো তোর মাথাটাকে মড়্‌মড়্ করে গুঁড়িয়ে ফেলব।

বিদূষক—ওহে, তাই হবে। [প্রদীপ উঁচিয়ে শকারকে উদ্বেগে ফেলে]

শকার—[সব দিকে তাকিয়ে] কোথায় পণ্ডিত? পণ্ডিত চলে গেছে! হায়, পণ্ডিত!

[শকার নিষ্ক্রান্ত]

বিদূষক—দেবকার্য সম্পন্ন হয়েছে—এ-কথা তাঁকে গিয়ে বলি, চলো। ভদ্রে, তোমার মনের ক্ষোভ দূর করো। এ ঘটনার কথা বাড়ির ভিতরে যেন প্রকাশ না পায়।

চেটী—আর্য, আমি রদনিকা বটে।[২৩]

বিদূষক—এসো, যাই। [উভয়ের পরিক্রমণ]

নায়ক—ভদ্রে, দেবকার্য সম্পন্ন তো?

গণিকা—[স্বগত] পরিজন ভেবে আমাকে ডাকছেন। যাক্, বাঁচা গেল।

নায়ক—সন্ধ্যার হাওয়াটা গায়ে একটু লাগুক। ধরো, দেখি চাদরটা।

গণিকা—[চাদর নিয়ে সানন্দে] বস্ত্রের সুগন্ধ সূচিত করছে—যৌবন সম্পর্কে ইনি উদাসীন নন।

নায়ক—রদনিকা, ভিতরবাড়িতে এটা রেখে এসো।[২৪]

গণিকা—(স্বগত) ভিতরে ঢোকার ভাগ্য আমার নেই।

নায়ক—এখনও (ভিতরে) যাচ্ছ না কেন?

গণিকা—এখন আমি কী বলি?

নায়ক—রদনিকা, বিলম্ব করছ কেন?

[রদনিকা ও বিদূষক এগিয়ে এসে]

চেটী—প্রভু, এই আমি।

নায়ক—ইনি তবে কে?

ঠিকমতো বুঝতে না পেরে গায়ের চাদর হাতে তুলে দিয়ে (গাত্রবস্ত্র-স্পর্শ-দোষে) যাঁকে দূষিতা করেছি, শরতের মেঘে আবৃত চন্দ্রকলার মতো শ্রীময়ী ইনি তবে কে? ॥২৭॥

গণিকা—(স্বগত) দীপের আলোয় চেহারাটা এখন দেখা যাচ্ছে—ইনিই সেই পুরুষ যাঁর জন্যে নিঃশ্বাসমাত্রে রক্ষিত শরীরটা আমি বহন করছি।

বিদূষক—ওহে চারুদত্ত, রাজশ্যালক সংস্থানক সবস্ত্রমস্তকে অভিবাদন করে জানাচ্ছেন—নাট্যরঙ্গিণী বসন্তসেনা নামে সোনার-বরণ গণিকা-কন্যাকে আমরা দু-জনে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম, (এমন সময়) গয়নাগাঁটি সহ সে তোমার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। আগামীকাল তাকে বের করে আমার হাতে তুলে দেবে।[২৫]

গণিকা—(স্বগত) হ্যাঁ, 'জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম'—এ কথাই তো বলছে।

বেশ, এটাই উপযুক্ত সময়। (প্রকাশ্যে) আর্য, আমি শরণাগতা।

নায়ক—ভয় নেই, ভয় নেই। ইনি কি বসন্তসেনা?

বিদূষক—হায়, বসন্তসেনা। (আড়ালে[২৬]) ওহে চারুদত্ত, ইনি বসন্তসেনাই বটেন—কামদেবের উৎসবে সেই চোখের-দেখায়-মাত্র যাঁর সঙ্গে পরিচয়, অথচ প্রেম-পূরিত হৃদয়ে যাঁকে তুমি ধরে রেখেছ। তাই, তাকিয়ে দেখো এঁকে।

নায়ক—বয়স্য, আমি এঁকে দেখছি—

আমার বিভবসঞ্চয় ক্ষীণ হয়ে গেলে যাঁর প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেই সঙ্গে সঙ্গে অক্ষম পুরুষের ক্রোধের মতো নিজ অঙ্গেই মিলিয়ে গিয়েছে ॥২৮॥

গণিকা—বিনা অনুমতিতে বাড়িতে ঢুকে পড়ে আমি যে অপরাধ করেছি, তার জন্যে নতশিরে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

নায়ক—তাই যদি, তবে বুঝতে না পেরে ভৃত্যজনোচিত ব্যবহার করার অপরাধে অপরাধী আমি আপনার কাছে মার্জনা চাইছি।

বিদূষক—ওঃ! দু-জনে দু-দিকে গাড়ি টানতে থাকে—এমন দুর্বিনীত বলদের মতো এরা একে অন্যকে ভোগাচ্ছে। আমি এখন কাকে অনুনয় করি? বেশ, তবে রদনিকাকেই অনুনয় করি। রদনিকে, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, ভদ্রে।

নায়ক—মাননীয়ে, আমি আপনার স্নেহের বশ। এ স্নেহ আমাকে দিয়ে কি করিয়ে নিতে চায়?

গণিকা—(স্বগত) মধুর কিছুই চাওয়া উচিত। ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি, প্রথম দর্শনেই এখানে থাকাটা উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) আর্য যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তবে আমার গহনাগুলো এখানেই থাক্। গহনার জন্যেই দুর্বৃত্তরা আমার পিছু নিয়েছে। আর, আমি আর্যের রক্ষণাধীনে (নিরাপদে) বাড়ি (ফিরে) যেতে চাই।

নায়ক—সঙ্গত কথাই বলেছেন। মৈত্রেয়, (এগুলো) ধরো।

বিদূষক—আমার বিশ্বাস হয় না।

নায়ক—মূর্খ! ধরো।

বিদূষক—যা তোমার আজ্ঞা। আনুন মাননীয়া।

[গণিকা গহনাগুলো খুলে দিতে লাগলেন]

বিদূষক—(নিয়ে) রদনিকা, এই সোনার গহনাগুলো তুমি নাও। ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথিতে রাখো তুমি। আর আমি রাখি অষ্টমীতে—ঐ দিন অনধ্যায় (পড়াশুনা থেকে ছুটি) কি না।[২৭]

চেটী—(হেসে ফেলে) শাস্ত্রব্যাখ্যায় ব্যস্ত ঠাকুরমশায়ের সেদিন হাত খালি থাকবে। আনুন, আর্য। [নিয়ে প্রস্থান]

নায়ক—কে আছে হে? একটা বাতি আনো তো।

বিদূষক—ওহে, বাতি হয়ে আছে গণিকার মতো স্নেহপদার্থহীন।

নায়ক—থাক্, বাতির দরকার নেই। (তাকিয়ে দেখে) ঐ তো, সর্বজনের প্রতি সমভাবাপন্ন প্রদীপ-স্বরূপ ভগবান্ চন্দ্রমা উদিত হয়েছেন। তাই তো—

ক্লেদাক্ত খেজুরের মতো সাদা[২৮] যুবতিজনের (অভিসারে) সহায়ক রাজপথ-প্রদীপ শশাঙ্ক উদিত হচ্ছেন, আর জল-ঝরা কাদার ভিতরে দুধের ধারার মতো

অন্ধকারের মধ্যে তাঁর শুভ্র রশ্মির ধারা নেমে আসছে ॥২৯॥

মাননীয়ে, রাজপথে বেড়িয়ে পড়ুন। সখা, এঁর অনুগমন করো[২৯]।

বিদূষক—তোমার যা আজ্ঞা। আসুন, আসুন, মহাশয়া। [সকলে নিষ্ক্রান্ত]

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

[গণিকা ও চেটীর প্রবেশ।]

গণিকা—তারপর, তারপর?

চেটী—আজ্ঞে, আমি তো কিছু বলি নি। 'তারপর, তারপর'—বলছেন কেন?

গণিকা—ওলো, কী বলেছি আমি?

চেটী—আর্যে, ভালোবাসার তাগিদে জিজ্ঞেস করছি, দোষ উদ্ভাবনের জন্যে নয়। মনের ভাবনাটা আপনার কী?

গণিকা—ওলো, তুই বল্ দেখি কি অনুমান করছিস্।

চেটী—গণিকার পেশায় আপনার গরজ নেই দেখে অনুমান করি—আপনি কাউকে ভালোবাসেন।

গণিকা—ঠিক ধরেছিস্। তোর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় নি। অবস্থা আমার এরকমই।

চেটী—গায়ে গয়না না পরলেও আর্যাকে দেখে মনে হয় যেন সেজেই আছেন। ভগবান কামদেব যুবতীজনের শোভাধায়ক অনিন্দ্য উৎসব[১]।

গণিকা—হায় হতভাগিনী! যেখানে চাওয়া মানেই উৎকণ্ঠা বাড়ানো, তা নিয়ে তোর কিসের আনন্দ?

চেটী—আর্যে, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে—যেমন নাম ডাক, তেমনি সুদর্শন কোনো রাজকুমার কি আপনার সেই মনের মানুষ?

গণিকা—ভালোবাসতে চাই, ভজনা করতে নয়।

চেটী—তবে কি বিদ্যাবিশেষে অলঙ্কৃত কোনো ব্রাহ্মণকুমার?

গণিকা—সেরা সম্মান তোলা রইল। তেমন মানুষ তো আমার পূজনীয়।

চেটী—তবে কি কোনো বণিক্‌পুত্র নতুন এসেছেন?

গণিকা—পাগল, একে তো দিনমান উৎকণ্ঠা, তায় আবার আশাভঙ্গ—সইবে কে?[২]

চেটী—শুনতে কি পারি না? আমাদের মনের মতো ভগিনীপতিটি কে?

গণিকা—তুই কামদেবের উৎসবে যাস্ নি?

চেটী—গিয়েছিলাম তো।

গণিকা—তবে আর কিছু জানিস না—এইভাবে কথা শুধোচ্ছিস কেন?

চেটী—বলুন, বলুন, আর্যা (নিজেই) বলুন।

গণিকা—ওলো, শোন্ তবে। একজন বণিক্‌পুত্র আছেন, নাম চারুদত্ত।

চেটী—আপনি শরণাগতা হলে যিনি রক্ষা করেছিলেন?

গণিকা—তিনিই।

চেটী হা ধিক্, তিনি তো দরিদ্র ?

গণিকা –সে জন্যেই তো ভালোবাসি। অতি দরিদ্র পুরুষে আসক্তা গণিকাকে লোকে অপবাদ দিতে পারে না।

চেটী—আর্যে, বোল-ধরা আমগাছের সেবাই তো মৌমাছিরা করে।

গণিকা -হ্যাঁ লো, তা করে। সেজন্যেই তাদের বলে 'মধুকর'।[৪]

চেটী -কিন্তু, একে তো অর্থের টানাটানি, তদুপরি বেশ্যাবাড়ি যাওয়ার ঝকমারি এ সব ভেবে মনঃকষ্টে যদি তিনি না আসেন ?

গণিকা—কিন্তু আমি যে তাঁকে চাই।[৪]

চেটী—তিনি যখন এতই আদরের, তবে অভিসারে যাচ্ছেন না কেন ?

গণিকা যাচ্ছি না, তা নয়। কিন্তু হঠাৎ গেলে, প্রতিদান দিতে না পেরে যদি তিনি আর ধরা না দেন—এই ভয়ে বিলম্ব করছি।

চেটী—ও, এই জন্যেই কি গয়নাগুলো তাঁর কাছেই রেখে এসেছেন ?

গণিকা—সেরকমই বটে।

[তারপর পর্দা না তুলেই (পর্দা ঠেলে) সংবাহকের প্রবেশ।]

সংবাহক—আর্যে, আমি শরণাগত।

গণিকা—ভয় নেই, আর্য।

চেটী—এই রে, এ আবার কে ?

গণিকা—পাগল! শরণাগতকে কি জেরা করে ?

চেটী—যদি কোনো হঠকারী হয় ?

গণিকা—পাগল! গুণবানকে রক্ষা করতে হয়।[৫]

সংবাহক—আর্যে, ভয়ে আমি ভদ্রতাও ভুলে গিয়েছি, অবজ্ঞায় নয়। দেখুন আর্যা ভীত, লাঞ্ছিত, বিপন্ন বা সহজে চরিত্র-বঞ্চনার শিকার হলে মানুষ সৌজন্যের ব্যাপারে শৈথিল্য করতে পারে।

গণিকা—সে যা হোক, হোক্ গে। আপনি সহজ হোন। আমি তো গণিকা।[৬]

সংবাহক—জন্মের দোষে, চরিত্রের দোষে নয়।

গণিকা—ওলো, কথাটা এমনি করে……।[৭]

চেটী -মহাশয়কে ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করছেন, মহাশয়ের ভয় কাকে ?

সংবাহক—আর্যে, জুয়াড়ী মহাজনকে।

গণিকা—এই যখন ব্যাপার আর্যকে বসতে আসন দে।

চেটী—আচ্ছা। (আসন দিল।)

গণিকা—উপবেশন করুন আর্য।

সংবাহক—(স্বগত) সমাদরের ধরণ দেখে মনে করছি কাজ হবে। (উপবেশন করল।)

গণিকা –ওলো, এই কথাটা……।

চেটী -তাই হবে, আর্যা! আর্য, রাজপথে আপনি স্বচ্ছন্দে যাতে চলাফেরা করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা আর্যা করতে চান। (বলুন) কার কাছে কী করতে হবে ?

সংবাহক– শুনুন আর্যা।

গণিকা—শুনব বলে মন দিলাম।

সংবাহক–পাটলিপুত্র আমার জন্মভূমি। আসলে আমি ছিলাম বণিক্। তারপর

ভাগ্যবিপর্যয়ে এমন অবস্থায় পড়লাম যে অঙ্গমর্দনের কাজই হল আমার জীবিকা।

গণিকা—আর্য তবে সংবাহক। আর্য (দেখছি) সুকুমার কলা শিক্ষা করেছিলেন।

সংবাহক—কলা হিসেবেই শিখেছিলাম। এখন জীবিকা হয়ে গিয়েছে।

গণিকা—আর্যের কথায় যেন করুণ সুর! তারপর, তারপর?

সংবাহক—আর্যা, সেই আমি সম্প্রতি পর্যটকদের মুখে শুনে শুনে অসাধারণ মানুষ দেখার কৌতূহলে এই উজ্জয়িনীতে এসে পড়লাম।

গণিকা—বলুন বলুন—তারপর?

সংবাহক—তারপর এখানে আসা মাত্র এক বণিক্‌পুত্রকে পেয়ে গেলাম।

গণিকা—কেমন লোক তিনি?

সংবাহক—সুদর্শন, স্থিতধী, নিরহঙ্কার, শোভনরুচিসম্পন্ন, কাজে কাজেই আত্মশ্লাঘা-শূন্যও বটেন; চতুর, মধুর, দক্ষ, দাক্ষিণ্যপরায়ণ, শ্রদ্ধেয়, নিজগুণ গোপন করতে তৎপর এবং সন্তুষ্টচিত্ত। দান করে বলে বেড়ান না। সামান্য উপকারও স্মরণে রাখেন, বহু অপকারও বিস্মৃত হন। বেশি কী বলব, আর্যে! সেই কুলপুত্রের গুণাবলীর চার ভাগের একভাগও গ্রীষ্মকালের সুদীর্ঘ দিবসের সারাক্ষণ ধরে বলেও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বেশি কথা থাক, এমনি তাঁর দাক্ষিণ্যবোধ যে, তিনি নিজের শরীরটাকে পর্যন্ত পরের সম্পদ্‌ বলে গণ্য করেন।

গণিকা—(আড়ালে) হ্যাঁ গো, কে আবার সেই লোক যিনি আর্য চারুদত্তের গুণগুলি অবিকল আয়ত্ত করেছেন?

চেটী—আমারও কৌতূহল হচ্ছে শুনতে। না জানি এ কে যিনি নিজগুণে উজ্জয়িনীকে অলঙ্কৃত করছেন?

গণিকা—বলুন বলুন, তারপর?

সংবাহক—তারপর তাঁর গুণে বাঁধা পড়ল দেহ-মন, স্ত্রীকে পর্যন্ত ভুলে গিয়ে তাঁর সেবক হলাম।

গণিকা—তিনি কি দরিদ্র?

সংবাহক—না বলতেই আর্যা জানলেন কী করে?

গণিকা—সমস্ত গুণগরিমা একজনে থাকতে পারে না, তাই। তারপর, বলুন কী হল?

চেটী—নাম কী সেই আর্যের?

সংবাহক—তাঁর নাম আর্য চারুদত্ত।

গণিকা—উপযুক্ত বটে। তারপর?

সংবাহক—তারপর তাঁর সম্পদ ক্ষীণ হয়ে এলে তিনি পরিজনদের উপরে প্রভুত্বের পালা চুকিয়ে তাদের ছেড়ে দিলেন, কুটুম্বদের ভরণপোষণ বন্ধ করে দিলেন। অবশিষ্ট রইল কেবল তাঁর চরিত্রধর্ম। তাই নিয়েই তিনি বণিকপাড়ায় রয়ে গেলেন। তিনি তখন আমাকেও অনুমতি দিয়েছিলেন—অন্য কারো পরিচর্যা করো। তাঁর তুল্য মনুষ্যরত্ন কি আর পাব? কেমন করেই বা তাঁর কোমল-ললিত-মধুর অঙ্গ স্পর্শে কৃতার্থ আমার হাতকে সাধারণ শরীর সংবাহনের শোচনীয় দুর্দশায় ফেলব—এই ভেবে মনে বড়ো খেদ হল। (এ কাজ আর না)। পোড়া

দেহটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে শেষ পর্যন্ত আমি হলাম জুয়াড়ী।

[আনন্দাশ্রুসহ গণিকা চেটীর দিকে চাইলেন।]

চেটী—বলুন, বলুন—তারপর ?

সংবাহক—তারপর, বহুদিন যাকে আমি পরাজিত করেছি, সেই ব্যক্তির কাছে আমিও একদিন দশ সুবর্ণে পরাজিত হলাম।

গণিকা—তারপর ?

সংবাহক—তারপর, আজ আপন মনে চলতে চলতে বেশ্যাবাড়ির পথে এসে পড়ায় ধরা পড়লাম। তার ভয়ে এখানে ঢুকে পড়েছি। এই যা আমার বৃত্তান্ত—আর্যা জেনে রাখুন।

গণিকা—(স্বগত) সত্যি তো, কষ্টের কথা। এ যে দেখছি—আবাসতরুর বিনাশে পাখিরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। (প্রকাশ্যে) এ অবস্থায় আর্য তবে আমার আপনজন। [চেটীর প্রতি] ওলো, যা তো, ঐ লোকটাকে বিদায় করে দে।

চেটী—তাই যাচ্ছি। (নিষ্ক্রান্ত)।

গণিকা—অর্থের কথা আর্য নাই বা ভাবলেন। ধরে রাখুন, আর্য চারুদত্তই দিচ্ছেন।

[প্রবেশ করে]

চেটী—আর্যে, লোকটার পাওনা মিটিয়ে দিলাম। খুশি হয়ে চলে গেল।

সংবাহক—অনুগৃহীত হলাম।

গণিকা—আর্য তাহলে এখন গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আনন্দ করুন।

সংবাহক—সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা যখন জন্মেছে, আজই এক সময় গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারি। যদি এই কলা এখানে কোনো পরিজনের হাতে তুলে দিতে পারতাম, তবে ভাবতাম, আর্যা আমাকে সত্যি অনুগ্রহ করেছেন।

গণিকা—যাঁর জন্যে এই কলা শিক্ষা করেছেন, আর্য গিয়ে তাঁরই পরিচর্যা করুন।

সংবাহক—(স্বগত) আমার প্রস্তাব নিপুণভাবে প্রত্যাখ্যাত হল। কেই বা প্রতিদান নিয়ে স্ব-কৃত উপকার নষ্ট করতে চায় ? (প্রকাশ্যে) আর্যা, আমি তবে যাই।

গণিকা—আসুন আর্য, আবার যেন দেখা পাই।

সংবাহক—বেশ, তবে চলি, আর্যা। (নিষ্ক্রান্ত।)

গণিকা হুঁ, কিসের কোলাহল শুনছি যেন !

[প্রবেশ করে]

চেট—বিচ্ছিত্তিকা, বিচ্ছিত্তিকা, কই, আর্যা কোথায় ?

গণিকা—কে রে, কী হয়েছে ?

চেট—হায়, আমি বঞ্চিত হলাম, কারণ আর্যা কর্ণপুরের কৃতিত্ব দেখলেন না। জানালা দিয়ে মুখটাকে সামনে ঠেলে বুকটাকে একটু ঝুঁকিয়ে দাঁড়ালেই দেখতে পারতেন আর্যা।

গণিকা—হালকা স্বভাবের মানুষ একটুতেই অবাক্ হয়। তোমার গর্বের কারণ কী ?

চেট—শুনুন আর্যা। মঙ্গলহস্তী 'ভদ্রকপোত' যখন স্নান সেরে রাজপথ মদগন্ধে আমোদিত করতে করতে উগ্রবেগে ফিরে আসছিল, তখন বহুজনাকীর্ণ রাজপথে

হঠাৎ এক পরিব্রাজকের উপরে গিয়ে চড়াও হল। উত্তরীয়বস্ত্রের উৎকট গৈরিক রঙটাই হল তার কাল—ঐ রঙের জন্যেই সে যেমন বিশেষ লক্ষণীয় হয়েছিল, তেমনি ঐ রঙের প্রতি বিরাগবশতই হাতিটাও গেল ক্ষেপে।

গণিকা—আহা! তারপর, তারপর কী হল বলো।

চেট—তারপর শুঁড়ে জড়িয়ে তাকে আছাড় দিতে দিতে দুটো দাঁতের মাঝখানে এনে ফেলল আর শুঁড়ে টেনে ধরল তার পা। তৎক্ষণাৎ 'হায়, হায়! ছিঁড়ে ফেলল, আহা হা, মেরে ফেলল, বলে জনরব উঠলে আমি ঘুষিতে ঘুষিতে হাতির মতিগতিই বদলে দিলাম আর সেই পরিব্রাজককে উদ্ধার করলাম।[৯]

গণিকা—আনন্দ হল আমার। বলো বলো, তারপর?

চেট—তারপর, সব লোক বলাবলি করতে লাগল—'বাহবা, চেটের বাহাদুরি আছে বটে।' কিন্তু কেউ কিছু দিতে চাইল না। তখন আর্য, জনৈক কুলপুত্র তাঁর দেহের অলঙ্কারস্থানগুলির দিকে তাকিয়ে, আঙুল দিয়ে স্পর্শ ও আকর্ষণ করেও যখন বুঝলেন কোথাও কিছু নেই, তখন দৈবকে ভর্ৎসনা করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'এই যা আমার সম্পত্তি' এই বলে পরিজনের হাত দিয়ে এই উত্তরীয়টা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

গণিকা—কী জানি কে আর্য চারুদত্তের গুণের এমন অনুকরণ করছেন?

চেটী—আর্যে, আমারও কৌতূহল হচ্ছে। এ-হেন মানুষ কে হতে পারেন?

গণিকা—কোনো সাধুপুরুষ হতে পারেন।

চেটী—বেশ তো, জিজ্ঞেস করাই যাক না।

গণিকা—ওলো, এক পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অন্য কারো এত গুণ থাক—এটা সইতে পারে না।

চেটী—ভদ্র, তুমি এঁর নাম জান?

চেট—না তো, জানি না।

গণিকা—অত্যন্ত অবহেলার কাজ করেছ তুমি।

চেটী—তাই যদি, তবে এখানে তুমি অত করে কার কথা বললে?

চেট—আমি এ পর্যন্তই জানি, তিনি (দেখতে শুনতে) বেশ ভদ্র, আর তাঁর কোনো অহমিকা নেই।

গণিকা—আয় তবে তাঁকে দেখি[১০]।

চেট—দেখুন দেখুন আর্যা, এই যে যাচ্ছেন।

গণিকা—[প্রাসাদ থেকে দেখে] ওলো, এই তো সেই আর্য চারুদত্ত, (বলতে গেলে এখন) যজ্ঞোপবীতটাই তাঁর উত্তরীয়; এদিক দিয়েই যাচ্ছেন। তাই, যতক্ষণ না দূরে (দৃষ্টির আড়ালে) চলে যাচ্ছেন, আয়, ততক্ষণ আমরা এঁকে দেখি।[১১]

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।]

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

[নায়ক ও বিদূষকের প্রবেশ ।]

নায়ক—বয়স্য, বীণা হচ্ছে সমুদ্র থেকে না-ওঠা রত্ন। কারণ এ যেন উৎকণ্ঠিতের মনের মতো সখী, নিত্যকার কাম্য বিষয়ে রাগসংকরদোষশূন্য বিশুদ্ধ গানের আসর,[১] কামজ ক্রীড়ারসে রাগপরিবর্ধিনী কান্তা, আর স্ত্রীদের পতিপ্রেমের পরিপন্থী সপত্নী। ॥ ১ ॥

বিদূষক—ওহে সখা, কতক্ষণ হয়ে গিয়েছে নগরপালের ঘোষণামতো রাজপথে লোক-চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কুকুরেরাও ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাদের (কপালে) ঘুম জুটল না। এদিকে আবার আরেক আশ্চর্য ব্যাপার। এই হতচ্ছাড়া বীণা আমার ভালো লাগে না। যন্ত্রটার যে জায়গাগুলো বেশি পোক্ত, ঠিক সেই সেই জায়গায় তারগুলো ছিঁড়ে যাক্ (আমি খুশি হই)।

নায়ক—বয়স্য, আজ বহু ভাবের বৈচিত্র্যে এবং রাগের বিস্তারে গানের মাধুর্য কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছিল[২]। তবুও তোমার ভালো লাগে নি।

বিদূষক - এই জন্যেই তো এ আমার ভালো লাগে না। মধুর খাদ্যও বেশি খেলে অজীর্ণ হয়।

নায়ক—সব দিক থেকে গান খুব পরিচ্ছন্ন হয়েছে। কারণ,

অনুরাগে-ভরা, উচ্চ অথচ মধুর, পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ, স্পষ্ট, অভিনয়-সাযুজ্যহীন হলেও ভাবসমন্বিত। আর, নানা কথায় এত বেশি প্রশংসা করারই বা প্রয়োজন কী? মধ্যে যদি প্রাচীরের ব্যবধান থাকত, তবে ভাবতাম প্রাচীরের ওপারে কোনো যুবতী গাইছে ॥ ২ ॥

বিদূষক—তুমি যত খুশি প্রশংসা করো। আমার কাছে কিন্তু পুরুষমানুষের গান করা আর মেয়েমানুষের পাঠ করা দুটোই বিশ্রী লাগে। গান করতে থাকলে পুরুষমানুষকে আমার লালফুলের-মালা-পরা পুরুতের মতন একদম বাজে লাগে। আর মেয়েমানুষ যখন পাঠ করতে থাকে, তখন তাকে নাক-ফোঁড়ানো গোরুর মতন অতি কুৎসিত লাগে।

নায়ক - সখা, এ-যে মধ্যরাত হয়ে গিয়েছে, রাজপথে নিশ্চল অন্ধকার। লোক-চলাচল না থাকায় মনে হচ্ছে উজ্জয়িনী যেন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কেননা, জলমগ্ন বুনো হাতির নিমজ্জিত দন্তাগ্রের মতো শুক্লাষ্টমীর চাঁদ[৩] অন্ধকারকে সুযোগ দিয়ে অস্তে চলেছে। ॥ ৩ ॥

বিদূষক—ঠিক বলেছ তুমি। চন্দ্র অন্তর্ধান করছে দেখে সুযোগ বুঝে অন্ধকার যেন প্রাসাদ থেকে নেমে আসছে।

নায়ক—[পরিক্রমণ করে] এই আমাদের বাড়ি। বর্ধমানবক, বর্ধমানবক।

বিদূষক - বর্ধমানবক, বর্ধমানবক। দরজা খোলো।

[প্রবেশ করে]

চেট - ও, আর্যমৈত্রেয়।

নায়ক—বর্ধমানবক।

চেট—ও, প্রভু স্বয়ং। প্রভু, নমস্কার।

নায়ক – পা ধোবার জল নিয়ে এসো।

চেট—[পরিক্রমণ করে] এই পাদোদক। (নায়কের পা ধুতে লাগল।)

বিদূষক—বর্ধমানবক,[৪] আমারও পা ধুয়ে দাও।

চেট হুঃ ভালো করে ধুয়ে দিই, আর উনি পা দুটোকে মাটিতে লুটোন। মিছিমিছি জল নষ্ট করুন, আর কি? অথবা বলেই বা কী লাভ? আসুন, ধুয়ে দিচ্ছি।

[বিদূষকের পা ধোওয়ার অভিনয়।]

বিদূষক—বাঁদীর বেটা কেবল পা-ই ধুয়ে দিল না, মুখও ধুয়ে দিল।

নায়ক—বয়স্য, এ-যে চোখ-জোড়া ঘুম কপাল থেকে যেন নেমে এসে, আমাকে অভিভূত করছে। অদৃশ্য, চঞ্চল জরার মতো সহসা কখন এসে এ-যে মানুষের শক্তিকে তুচ্ছ করে দিয়ে নিজে জেঁকে বসে। ॥ ৪ ॥

ঘুমাও মৈত্রেয়, ঘুমাও।

[চেটের প্রস্থান।]

[অলঙ্কারের পেটিকাহাতে প্রবেশ করে]

চেটী—আর্য মৈত্রেয়, উঠুন, উঠুন।

বিদূষক ভদ্রে, ব্যাপার কী?

চেটী—ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথি পার হওয়ায় এই সুবর্ণভাণ্ড হাতবদল করতে চাই। আজ তো অষ্টমী।

নায়ক—এটা বসন্তসেনার সেই সম্পত্তি?

চেটী—হ্যাঁ। বলুন না, বলুন না প্রভু (ওঁকে)—'গ্রহণ করো'।

নায়ক—মৈত্রেয়, গ্রহণ করো।

বিদূষক—কেন এই (সব ঝামেলার) অলঙ্কার ভিতর-বাড়িতে ঢুকিয়ে রাখছ না?

নায়ক—মূর্খ, বাইরের লোকের ব্যবহৃত অলঙ্কার অন্তঃপুরের কারো দেখতে নেই।

বিদূষক—উপায় কী? আনো তবে—নিয়ে রাখি, আমার নেওয়া আর চোরের নেওয়া—একই কথা।

[সুবর্ণভাণ্ড দিয়ে চেটীর প্রস্থান]

বিদূষক—ওহে, সেই সেই উত্তরীয়টা তুমি কী জন্যে ঐ গণিকার চাকরটাকে দিলে?

নায়ক—অনুকম্পায়।

বিদূষক—এখানেও অনুকম্পা?

নায়ক—বয়স্য, না না, ওরকম বোলো না।

বিদূষক—আমি ভার-বোঝাই গাধার মতো মাটিতে লুটোচ্ছি।

নায়ক—নিদ্রা আমাকে বিড়ম্বিত করছে। চুপ করো।

বিদূষক—ঘুমাও তুমি, (কালকের) জাগাটা যাতে সুখের হয়।

(দু-জনেই ঘুমিয়ে পড়ে)

[সজ্জলকের প্রবেশ]

সজ্জলক—এই আমি—

শিক্ষা ও গায়ের জোরে নিজের শরীরের মাপমতো সহজে ঢোকা যায়—এমন কাজের উপযোগী রাস্তা তৈরি করে নিয়েছি। এবারে গর্তটার দু-পাশে মাটির ঘষা খেতে খেতে খোলস-ছাড়া সাপের মতো ঢুকে যাব[৫] ॥ ৫ ॥

আচ্ছা, বাগানবাড়ির পাশের দরজায় সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েছি যখন, এবারে চতুঃশালের দিকে এগিয়ে যাই। (সনির্বেদে চিন্তা করে) বেশ, ঘুমন্ত লোকের ঘরে সিঁধ কাটার এই চেষ্টাকে পণ্ডিতেরা যত খুশি নীচ কাজ বলুন, কারণ (তাঁদের মতে) নিরাপদ ভেবে যারা নিরুদ্বেগে ঘুমিয়ে থাকে তাদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানো কোনো বীরত্ব নয়, নৃশংসতা; (আমার মতে) নিন্দার হলেও এই স্বাধীন বৃত্তি হাত-জোড়-করা নোকরির চেয়ে তো ভালো। অতীতেও সুপ্ত রাজপুত্রদের হত্যার উদ্দেশ্যে দ্রোণপুত্র[৬] এই পথই অবলম্বন করেছিলেন ॥ ৬ ॥

[চিন্তা করে]

লোভী, বিত্তবান, সজ্জনবিদ্বেষী এবং নিজের কাজ গুছোতে যে চরম নির্মম, এমন বণিকের বাড়ি যদি ঢুকে পড়ি, তবে আমার মনে কোনো দুঃখের ক্ষত থাকবে না ॥ ৭ ॥

সে যা হবার তা হোক্ গে। ভালোবাসায় কী না করায়? এবার তবে কাজ শুরু করি। কিন্তু—

তেমন জায়গা কি কোথাও পাব যা জলে ভিজে ভিজে নরম আর আলগা হয়ে গিয়েছে—ভাঙতে গেলে আওয়াজ হবে না, দেয়ালের কোন্‌খানটায় গর্ত করলে সিঁধটা মোক্ষম জুতসই হবে যাতে ঘরের ভিতর পর্যন্ত সহজেই দেখা যায়, এই বিরাট বাড়ির কোন্ দিকটা লোনা ধরে ক্ষয়ে গিয়েছে, ইঁটগুলো নড়বড়ে হওয়ায় জায়গাটা দুর্বল হয়ে গিয়েছে, অথচ যেদিকে কোনো স্ত্রীলোকও নজরে পড়বে না, আর আমার কাজটাও ভালোভাবে হাসিল করতে পারব? ॥ ৮ ॥

[পরিক্রমণ করে]

এই যে বাস্তু-বিভাগ-ক্রিয়া। স্যাঁতসেঁতে হওয়ায় বাড়ির এই জায়গাটাই আমার কাজের পক্ষে উত্তম। ঢোকার রাস্তাটা তবে এখান দিয়েই করি। আচ্ছা, এখন কী জাতীয় সন্ধিচ্ছেদ করা উচিত? সিংহপদক্রম, পূর্ণচন্দ্র, মৎস্যমুখ না কি চন্দ্রার্ধ? অথবা ব্যাঘ্রমুখ না ত্রিকোণ? না কি, সিঁধটা দেখতে হবে পিঁড়ি কিংবা হাতির মুখের মতো? আমার শিল্পের যারা সমর্থক, কিভাবে তাদের অবাক্ করে দেব? ॥ ৯ ॥

যা হোক্, সিংহপদক্রমের মতো করে কাটি তো।

বিদূষক—ওহে, তুমি জেগে আছ? নিশ্চয়ই নয়।

নায়ক—কী জন্যে?

বিদূষক—আমি যে কিঙ্করীর সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের সংকেত-পাঠানো বৌদ্ধ ভিক্ষুর[৭] মতো ঘুমোতে পাচ্ছি না। বাঁ চোখটা যে আমার কাঁপছে। যেন দেখতে পাচ্ছি, চোর সিঁধ কাটছে। অর্থের দরুন যদি (অর্থবানদের) এই দশা হয়, তবে আমি জাতিতে দরিদ্রই থাকব[৮]।

নায়ক—মূর্খ, ধিক্ তোমাকে! দারিদ্র্য কামনা কর!

সজ্জলক—এবারে সিঁধ কাটার জায়গাটা মেপে দাগ টানতে হবে, কিন্তু এখন মাপি কী দিয়ে? এটাই (=এই যজ্ঞোপবীতই) না হয় দিনে ব্রহ্মসূত্র আর রাতে কর্মসূত্র হোক[৯]।

আজ রাতে এ বাড়ির দেয়ালে সিঁধ কাটলে কাকলীযন্ত্রের[১০] একবার আঘাতে ফাটলের পরে জায়গাটা সুষমই থাকবে। কাল-সকালে বিষাদে-বিরস-মুখ প্রতিবেশীরা আমার দোষের কথা বলবে ঠিকই, তবুও আমার কর্মকৌশলের[১১] সুখ্যাতিও করবে ॥ ১০ ॥

খরপটকে প্রণাম[১২]। নিশাচর দেবতাদের প্রণাম। (পরিকল্পনামতো কাজ করল) ব্যস্, কাজ শেষ। এবার ঢুকে পড়ি। (প্রবেশ করে) এইরে! দীপ জ্বলছে। তবে চলে যাই। ধিক্, আমি না সজ্জলক, যে কিনা—

লাফানোর বেলায় বেড়াল, পালানোয় নেকড়ে, দূর থেকে বাড়ির ভিতর পর্যন্ত দেখতে বাজপাখি, ঘুমন্ত মানুষের শক্তির দৌড় বুঝতে স্বয়ং নিদ্রাদেবী, আঁকা-বাঁকা চলার বেলায় সাপ, রঙ ও চেহারা পাল্টাতে পটীয়সী মায়া, নানান্ দেশীয় ভাষায় অর্থোদ্ধারে সরস্বতী, রাত্রিতে দীপ, সংকটে অন্ধকার, স্থলে বায়ু, জলে নৌকা ॥ ১১ ॥

(সব দিকে তাকিয়ে) আমি এদেশে নতুন, এর অর্থসম্পত্তির প্রাচুর্য কী-রকম জানি না, কেবল বাড়িটা দেখে ভরসা হওয়ায় এখানে ঢুকে পড়েছি। এখনও তো ভালো আসবাবপত্রও বিশেষ চোখে পড়ল না। কী জানি লোকটা কি দরিদ্র? অথবা বলা যায় না—চোখে পড়ার মতো জিনিসপত্র ব্যবহার না করে লুকিয়ে রেখেছে। বাড়িটার গঠনসৌষ্ঠব কিন্তু অভিজাত। হতে পারে—যথেচ্ছ উড়িয়ে টাকা-পয়সা যা ছিল শেষ করে ফেলেছে।

গরিব হয়ে গেলেও জন্মস্থানের প্রতি আন্তরিক[১৩] টানে বেচে দেবার সময় হলেও বাড়িটাকে সে রেখে দিয়েছে ॥ ১২ ॥

যা হোক, দেখি তো। অথবা, আমারই মতো দশা এ ভদ্রসন্তানের, একে পীড়ন করা উচিত নয়। চলেই যাই।

বিদূষক—ওহে, এই স্বর্ণভাণ্ডটা নাও।

সজ্জলক—'স্বর্ণভাণ্ড'—এই কথা কেন বলল? আমাকে দেখে কি বানিয়ে বলছে? নাকি, হালকা প্রকৃতির লোক বলে স্বপ্নে প্রলাপ বকছে? ঠিক আছে, দেখেই যাই। (দেখে)

সত্যিই লোকটা ঘুমে বিভোর। তাইতে—এর নিঃশ্বাসে ভয়ের লেশ নেই, মসৃণ এবং সমান্তরালভাবে শ্বাস নিচ্ছে এবং ফেলছে, গ্রন্থিগুলি শিথিল হওয়ায় এলিয়ে-পড়া শরীরটা শয্যায় যেন আর আঁটছে না, দৃষ্টি গাঢ়নিমীলিত, চোখের পাতা একটি-বারও কাঁপছে না। লোকটা যদি ঘুমের ভান করেই পড়ে থাকত, তবে সোজা মুখের উপরে এই আলো নিশ্চয়ই সইতে পারত না ॥ ১৩ ॥

কোথায় যে রয়েছে সেটা? ঐ তো, জীর্ণ-উত্তরীয়ের এক প্রান্তে দীপের আলোয় এর রূপ দেখা যাচ্ছে। লোকটা ওটাকে ভালো করে ধরে আছে। এই তো নেবার সময় উপযুক্ত সময়। আমি কয়েকটি আগুনে-পোকা সঙ্গেই রেখেছি। দীপ নেভানোর জন্যে একটাকে ছেড়ে দিই। (ভ্রমর-কৌটো থেকে একটা পোকা ছেড়ে দিল) ঐতো, দীপ নিভিয়ে পোকাটা পড়ে যাচ্ছে।

বিদূষক—হায়! প্রদীপ যে নিভে গেল! আমার কাছ থেকে চোরে নেবে যে! ওহে চারুদত্ত, সোনার গহনাগুলো নাও। ভুল-পথে-চলে-আসা বণিকের মতো

ভয়ে আমি ঘুমোতে পাচ্ছি না। যদি না নাও, আমার ব্রাহ্মণত্বের দিব্যি দেব।

সজ্জলক—দিব্যি দিয়ে আর কাজ কী? এই নিচ্ছি। [গ্রহণ করে।]

বিদূষক—(দিয়ে) পণ্য-বিক্রয় হয়ে গেলে (নিশ্চিন্ত) বণিকের মতো (এখন) আমি সুখে নিদ্রা যাব।

সজ্জলক—সুখে নিদ্রা যাও, মহাব্রাহ্মণ। [চিন্তা করে] হায়! ব্রাহ্মণ বিশ্বাসভরে যা হাতে তুলে দিল তা আমি চুরি করে নিতে পারলাম!

দারিদ্র্যকে ধিক্, গ্লানিবোধহীন এই যৌবনকেও ধিক্। কেননা, এই কাজটা জঘন্য বলে নিন্দা করছি, অথচ জঘন্য কাজটা আমি নিজেই করছি। ॥১৪॥

[নেপথ্যে পটহশব্দ।]

সজ্জলক—(কান পেতে শুনে) ও, সকাল হয়ে গিয়েছে। তবে এবার সরে পড়ি।

[সজ্জলক নিষ্ক্রান্ত।]

[প্রবেশ করে]

চেটী—[চীৎকার করে] আর্য মৈত্রেয়, আমাদের বাগান-বাড়ির পাশের দরজায় সিঁধ কেটে চোর ঢুকেছে।

বিদূষক—[তাড়াতাড়ি উঠে] কী বলছ, ভদ্রে?

[চেটী—আবার বলে—'বাগানবাড়ির ইত্যাদি'।]

বিদূষক—চোর কেটে সিঁধ ঢুকেছে?

চেটী—(আপনাকে দিয়ে) কোনো আশা নেই। সিঁধ কেটে চোর ঢুকেছে।

বিদূষক—চলো, দেখাও দেখি।

চেটী—[পরিক্রমণ করে] এই যে।

বিদূষক—সর্বনাশ! বাঁদির বেটা কুকুর সত্যি ঢুকেছিল। ভদ্রে, এসো, চারুদত্তকে সুখসংবাদটা দিয়ে আসি।

[দু-জনে এগিয়ে গিয়ে]

ওহে চারুদত্ত, তোমাকে একটা সুখসংবাদ দিচ্ছি।

নায়ক—(জেগে উঠে) আমার সুখের সংবাদটা কি? বসন্তসেনা এসেছেন নাকি?

বিদূষক—বসন্তসেনা তো নন, এসেছেন বসন্তসেন।

নায়ক রদনিকা, ব্যাপার কী?

চেটী—প্রভু, আমাদের বাগানবাড়ির পাশের দরজায় সিঁধ কেটে চোর ঢুকেছে।

নায়ক—কী? চোর ঢুকেছে?

বিদূষক—এই যে বয়স্য, তুমি সব সময়েই, বল—'মৈত্রেয়টা মূর্খ', মৈত্রেয়টা নির্বোধ'। কিন্তু সেই সুবর্ণভাণ্ডটা তোমার হাতে দিয়ে আমি ভালো কাজই করেছি, বলো।

নায়ক কী? তুমি দিয়েছিলে?

বিদূষক—অবশ্যই।

নায়ব—কোন্ সময়?

বিদূষক—মাঝরাতে।

নায়ক—কী? মাঝরাতে? আদৌ দিয়েছিলে কি?

বিদূষক—শোনো চারুদত্ত, যখন তুমি জেগেছিলে, তখনই তো দিলাম।

নায়ক—যাঃ, সুবর্ণভাণ্ডটা চুরি গেল!

বিদূষক—এখন তুমি আমার হাতে ফিরিয়ে দাও।

নায়ক—(আত্মগত) আসল ঘটনা কে বিশ্বাস করবে ? আমাকে সবাই ছোটো চোখে দেখবে। সমস্ত দোষের মধ্যে গৌরবহীন দারিদ্র্যই (লোকের কাছে) সন্দেহের উদ্রেক করে। ॥১৫॥

(প্রবেশ করে)

ব্রাহ্মণী—রদনিকা, রদনিকা, আয় তো। শুনছে না। তবে কপাটের শব্দ করি।

চেটী—এই রে, কপাটের শব্দ না! গিন্নিমা আমায় ডাকছেন। [পরিক্রমণ করে] গিন্নি মা, এই যে আমি।

ব্রাহ্মণী—আর্যপুত্র কিংবা আর্য মৈত্রেয় আহত বা নিহত হননি তো ?

চেটী—প্রভু এবং আর্য মৈত্রেয় কুশলে আছেন। তবে সেই-যে তার অলঙ্কার (ছিল না ?), চোরে তা নিয়ে গিয়েছে।

ব্রাহ্মণী—কী বলছিস্ ? চোরে নিয়েছে ?

চেটী—তাই বটে।

ব্রাহ্মণী—এমন কী আছে তবে যা তাঁকে দেওয়া যায় ? অথবা এটাই দেব। [কানে হাত দিয়ে] হায় কপাল ! এ যে তালপাতার তৈরি। সেই অভ্যাস আমাকে বিড়ম্বিত করছে। কী-যে করি এখন ? [চিন্তা করে] ঠিক আছে, ভেবে পেয়েছি। বাপের বাড়ি থেকে আমি এক-ছড়া মুক্তোর হার পেয়েছিলাম লক্ষ মুদ্রা তার দাম। স্বাভিমানের দরুন[১৪] তাও কি আর্যপুত্র নেবেন ? বেশ, এমনি করি তাহলে। [নিষ্ক্রমণ।]

বিদূষক—অন্ধকার-জনিত এই অপরাধের জন্যে তোমার কাছে নতশিরে মার্জনা চাইছি। এবার আমার হাতে ওটা ফিরিয়ে দাও।

নায়ক—কেন তুমি আমাকে উত্ত্যক্ত করছ এখন ? তুমি তো বরাবর আমার স্বভাব জেনে এসেছ, তবু অবিশ্বাস করছ ? তবে আর কলাজীবী বঞ্চনানিপুণ তার কথা কী আর বলব ? ॥ ১৬ ॥

বিদূষক—এখন মনে হচ্ছে—হতভাগা আমি ওটা সিঁধেলটার হাতে সঁপে দিয়েছি।

[বিষণ্ণ হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।]

[প্রবেশ করে]

ব্রাহ্মণী—রদনিকা, আর্য মৈত্রেয়কে ডাক্।

চেটী—আর্য মৈত্রেয়, গিন্নিমা আপনাকে ডাকছেন।

বিদূষক—ভদ্রে, কী বললে ? আমায় ডাকছেন ?

চেটী—হ্যাঁ।

বিদূষক—এই আসছি। [এগোতে থাকে।]

ব্রাহ্মণী—আর্য মৈত্রেয়, এই দান গ্রহণ করুন।

বিদূষক—দানের এমন বাড়াবাড়ি কিন্তু অবস্থাবিরুদ্ধ। এই প্রাপ্তিযোগের কারণ কী ?

ব্রাহ্মণী—আমি ষষ্ঠীর উপবাস করেছি কি না। সর্বোত্তম বস্তু দান করে ব্রাহ্মণকে দিয়ে স্বস্তিবাচন করাতে হয় তো, তাই আপনার এই প্রাপ্তিযোগ।

বিদূষক—আজ তো অষ্টমী।

ব্রাহ্মণী—ভুলে তিথি পেরিয়ে গিয়েছে। আজ পুজো সারলাম।

বিদূষক—অবস্থার অতিরিক্ত এ দান মনে হচ্ছে অনুকম্পা। [জনান্তিকে] রদনিকা, কী করি ?

চেটী—[আড়ালে] 'কী যে তাঁকে দেওয়া যায়' এই ভেবে ভেবে প্রভু কষ্ট পাচ্ছেন। গিন্নিমা আপনার হাতে এটা সঁপে দিয়ে 'আর্যপুত্রকে ঋণমুক্ত করব' এই সদিচ্ছাটা এভাবে ফলবতী করতে চান। অতএব আপনি এটা গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণী—উদধিসম্ভূত *এই মুক্তাবলী যেমন দুর্লভ, আপনিও তেমনি দুর্লভ। তাই (কতদিন দেব দেব করেও সুযোগ না পেয়ে) দিতে ভুলে গিয়েছি। এটি আপনি গ্রহণ করুন।

বিদূষক [গ্রহণ করে] থাক্ তবে সব। আপনার চোখে যেন কান্না (দেখছি)।

ব্রাহ্মণী—মন্দিরের ধোঁয়ায় চোখে জল এসেছে।

বিদূষক মিথ্যে যদি বলেন তবে কিন্তু মাননীয় চারুদত্তের দোহাই দেব।

ব্রাহ্মণী—হা ধিক্[১৫]। [নিষ্ক্রান্তা]

বিদূষক—ইনি কথায় ঢাকলেও চোখের জলে দুঃখের জানান দিয়ে চলে গেলেন। [নায়কের কাছে গিয়ে] এই যে, নাও দেখি এটা।

নায়ক—কী এটা ?

বিদূষক—এটা হল উপযুক্ত বংশ থেকে স্ত্রীসংগ্রহের ফল।

নায়ক—কী ? ব্রাহ্মণী আমাকে অনুকম্পা করলেন ?

বিদূষক—তা বটে।

নায়ক—আমার নিজেকে ধিক্। আজ আমি শেষ হয়ে গিয়েছি।

বিভবনাশের দরুন আমার এমনি শোচনীয় দশা যে, স্ত্রী তাঁর দ্রব্য দিয়ে আমায় অনুকম্পা করছেন। বস্তুতঃ, পুরুষ হয়েছে নারী, আর যিনি নারী তিনিই কার্যক্ষেত্রে হলেন পুরুষ। ॥১৭॥

বিদূষক—মাননীয়া তিনি অন্তস্তল থেকে তোমায় অনুনয় করেছেন। আমি নতশিরে প্রার্থনা করছি, এটা তুমি গ্রহণ করো।

নায়ক—তবে তাই হোক্। [গ্রহণ করে] বয়স্য, এই মুক্তাবলী নিয়ে বসন্তসেনার কাছে যাও।

যত অর্থ ছিল আমার, আশ মিটিয়ে সব ভোগ করে আমার কামনা ইদানীং স্ত্রীর ধনের প্রতি অনুচিত প্রণয়ের হাত বাড়িয়েছে। স্বাভিমান বজায় রাখব, না, গচ্ছিত গহনা ফিরিয়ে দেবার কর্তব্য সমাধা করব এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে আমার মন দোদুল্যমান। হায় ! যে মানুষ দরিদ্র, তার দারিদ্র্য ধিক্কারেরই বিষয়, হোক্ না কেন বংশ উচ্চ, লাভ কী তাতে ! ॥১৮॥

বিদূষক—আহা, অল্পমূল্যে ঐ স্বর্ণভাণ্ডের জন্যে লক্ষমুদ্রা মূল্যের এই মুক্তাবলী দিয়ে দিতে হচ্ছে !

নায়ক বয়স্য, না, না, একথা বোলো না।

যে বিশ্বাসে ভর করে তিনি আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন (তাঁর স্বর্ণ-সামগ্রী), সেই গভীর বিশ্বাসের মূল্য হিসেবে (এটা তাঁকে) দেওয়া হচ্ছে। ॥১৯॥

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।]

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

[উৎকণ্ঠিত বসন্তসেনা এবং চিত্রফলক, রঙের বাক্স ও তুলি নিয়ে চেটীর প্রবেশ।]

গণিকা—হ্যাঁ লো, দেখে কী মনে হচ্ছে অবিকল তাঁর মতো ?

চেটী—হাতির আক্রমণের সেই হাঙ্গামার মধ্যে দূরে থেকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাঁকে যেমন দেখেছি, তাতে মহামানবকে দেখতে এরকমই মনে হয়।

গণিকা—তুই দেখছি বেশ্যাবাড়ির লোক (মন জুগিয়ে কথা বলতে) দক্ষ এই প্রবচনের সার্থকতা সপ্রমাণ করে মিথ্যা বলছিস্।

চেটী—বেশ্যাবাড়ি থাকলেই, কি সবাই (অমন) দক্ষ হয় ? দেখুন না আর্যা, চাঁপার বনে নিমগাছও[১] তো হয়। খুব মিল আছে বলেই আমার মন এত খুশি। ষোল-আনা-সত্যি প্রশংসাই করছি। বলতে কি সাক্ষাৎ কামদেব।

গণিকা—বুঝলি কিনা সখীরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করুক, এটা আমি এড়াতে চাই।

চেটী—এ যা বলেছেন খাঁটি কথা। সখী মানে সতীন এ বদনাম গণিকাদের আছে।

[গহনা-হাতে আর এক চেটীর প্রবেশ।]

চেটী—আর্যার সংবাদ শুভ তো ?

গণিকা—হ্যাঁ লো হ্যাঁ। তুই এসেছিস্—তোকে 'স্বাগত' জানাই।

চেটী—আর্যা, মা[১০] আদেশ করলেন : 'দরজায় পশ্চিমমুখী গাড়ি দাঁড়িয়ে, গাড়ির মুখ ঘোরানো হয়ে গেছে। অতএব চটপট সাজগোজ সেরে ওড়না ঢেকে বেরিয়ে পড়ো।' এই যে গয়না, পরে নিন আর্যা।

গণিকা—আমায় সাজাতে এগুলো কি আর্য চারুদত্ত পাঠিয়েছেন ?

চেটী—না তো। গয়না যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি হলেন রাজার শ্যালক সংস্থান।

গণিকা—দূর হ্ অবাধ্য !

চেটী—মার্জনা করুন, মার্জনা করুন, আর্যা।
সংবাদটা মাত্র আমি মুখে উচ্চারণ করেছি। [পায়ে পড়ে।]

গণিকা—ওঠ্, ওঠ্। খবরটা খারাপ বলে খবরটার উপরেই আমার রাগ, তোর উপরে নয়।

চেটী—মাকে গিয়ে আমি কী বলব ?

গণিকা—মাকে গিয়ে বল্—'আমি সাজব, আর্য চারুদত্তের কাছে যখন অভিসারে বেরোব, তখন।'

চেটী—তাই হবে। [নিষ্ক্রান্ত।]

[সজ্জলকের প্রবেশ]

সজ্জলক—রাতের বেলায় নিদ্রা ত্যাগ করে, অন্ধকার উপেক্ষা করে, ভয় ভুলে গিয়ে নিন্দনীয় অপরাধ করে, দিনের বেলায় সেই-আমি এখন সূর্য উঠলে চাঁদ যেমন তার প্রভা হারিয়ে ফেলে, তেমনি ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছি, আমার কেমন ভয় করছে। ॥ ১ ॥

ভাগ্যিস্ কাজটা শেষ হবার পর ভোর হয়েছে। কাজটা আমি করেছি শুধু

বসন্তসেনার পরিচারিকা মদনিকার মুক্তিপণ দেব বলে। [পরিক্রমণ করে] এই বসন্তসেনার বাড়ি। ঢুকেই পড়ি। [প্রবেশ করে] কী জানি,—মদনিকা কি ভিতরে আছে ? হবে বা, কেন না, সকালের দিকটা গণিকারা সাধারণত ভিতরেই থাকে। তাহলে অবশ্য, সে সেখানেই থাকবে। ডেকেই দেখি—মদনিকা, মদনিকা।

চেটী [শুনে] সজ্জলকের গলা শুনছি যেন। আর্যা এখন ব্যস্ত। তবে আমি এগোই। এই যে আমি।

সজ্জলক—এদিকে একবার—।

চেটী—এ কী! তোমার চেহারায় ভয়ের ছাপ পড়েছে কেন ?

সজ্জলক—কই, না তো। (তোমার সঙ্গে) কিছু কথা বলতে চাই।

গণিকা—ওলো, চিত্রফলকটা বিছানায় রেখে দে। [তাকিয়ে] কোথায় গেল হতভাগী ? অথবা, কাছাকাছিই কোথাও গিয়ে থাকবে। দেখিই না হয় খুঁজে। [পরিক্রমণ করে দেখতে পেয়ে] ওমা, এই তো সে একজন পুরুষের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে রত, লোকটাকে যেন অতিস্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে পান করছে। অনুমান করি, এই সেই লোক যে কিনা ওকে আমার কাছ থেকে মুক্তিমূল্য দিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

সজ্জলক—গোপন কথাটা শোনো।

গণিকা—অন্যের গোপন কথা শোনা উচিত নয়, আমি চলে যাচ্ছি।

সজ্জলক—আচ্ছা বসন্তসেনা কি···[অর্ধেক বাক্যমাত্র উচ্চারিত হতেই]।

গণিকা—আমাকে নিয়ে কথাবার্তা। ঠিক আছে, কথাবার্তা চলুক, আমি শুনব। [ফিরে এসে দাঁড়িয়ে রইল।]

সজ্জলক · মুক্তিপণ দিলে তোমায় দিয়ে দেবেন ?

গণিকা—এ হচ্ছে সে-ই লোক। যা হোক্, শুনি তো।

চেটী—সজ্জলক, আমাকে মুক্তি দেবার কথা আর্যা আগেই বলে রেখেছিলেন।

সজ্জলক—বেশ, তা হলে এগুলো তাঁকে দাও, আর এরকম বলো, এগুলো যেন আপনার গায়ের মাপেই তৈরি ; আমার প্রতি স্নেহের খাতিরে গয়নাগুলো দয়া করে গোপনে পরবেন। ॥ ২ ॥

চেটী—দেখাও দেখি।

সজ্জলক—এই নাও। [দেখায়]

চেটী—এ গয়নাগুলো মনে হচ্ছে, আগে দেখেছি।

গণিকা—গয়নাগুলো যেন আমারই বোধ হচ্ছে।

চেটী—বলো বলো, এগুলো তুমি পেলে কোথায় ?

সজ্জলক—তোমার ভালোবাসার খাতিরে একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছি।

উভয়ে—উঃ, কী দুঃসাহসী !

চেটী—(আত্মগত) হায় ! আর্যার কাছে এর এই চেহারা নৃশংস কাজের দরুন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াল। (প্রকাশ্যে) হা ধিক্, আমার জন্যে দুটোই বিপন্ন হল, তোমার দেহ এবং চরিত্র।

সজ্জলক—পাগল মেয়ে, সাহসেই লক্ষ্মী বাস করেন।

চেটী—তুমি তো আচ্ছা বোকা ! জীবনের মূল্যে কে শরীর বিক্রী করে ? তারপর,

কার বাড়িতে বিশ্বাসভঙ্গের কাজটা সারলে ?

সজ্জলক—সকালে যা শুনলাম, তাতে—তিনি হলেন গিয়ে একজন বণিক্-পুত্র—বণিক্-পাড়ায় বাস করেন—নাম চারুদত্ত।

উভয়ে—উঃ।

সজ্জলক—এ কী!

তোমার সর্বাঙ্গ অবসাদে শিথিল, তোমার চোখ উদ্বেগে বিস্ফারিত, তুমি তীর-বেঁধা হরিণীর মতো কাঁপছ আবার অনুকম্পাও করছ[৩]! ॥ ৩ ॥

চেটী—সত্যি বলো। বণিক্-বাড়িতে এই হঠকারিতা করতে গিয়ে শস্ত্রাঘাতে ঐ বাড়ির কোনো সুপুরুষকে আহত বা নিহত করছে কি ?

গণিকা—ভালো, আমার যা জিজ্ঞাস্য, এ তাই জিজ্ঞেস করল।

সজ্জলক—মদনিকা, এই যা করেছি, সেটা কি যথেষ্ট (অকাজ) নয় যে, দ্বিতীয় অকাজটাও করতে হবে ? ও বাড়িতে আমি কাউকে ঘায়েলও করিনি, খুনও করিনি।

চেটী—সত্যি, সজ্জলক ?

সজ্জলক—সত্যি।

চেটী—উত্তম, সজ্জলক। এ আমার প্রিয় সংবাদ।

সজ্জলক—কী ? কী বললে ? কোন্‌টা তোমার প্রিয় ?

ব্যাপার তবে এরকমই মদনিকা[৪]!

কুলক্রমে সন্তুষ্ট পূর্বপুরুষদের বংশে জন্মেও আমি যে অকাজ করেছি, সে তো তোমার ভালোবাসায় মন বাঁধা পড়েছে বলেই। প্রেমের-ডালি-সাজানো এ শরীরটা আমি (তোমার জন্যে) রক্ষা করছি, অথচ তুমি কিনা আমাকে বন্ধুও বলছ, আবার অপরকে ভজনাও করতে যাচ্ছ ॥৪॥

চেটী—সজ্জলক, শোনো। এই-যে গয়নাগুলো, এগুলো আর্যার। [কানে কানে] এই হল ব্যাপার।

সজ্জলক—তাই নাকি! না জেনে আগেই যে শাখাকে নিষ্পত্র করেছি, গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত হয়ে ছায়ার আশায় আবার সেই শাখাকেই আশ্রয় করেছি! ॥৫॥

গণিকা—অনুতাপ করছে বলে অনুমান করছি, এ কোনো অকার্য করেছে।

সজ্জলক—মদনিকা, এমন অবস্থায় কী করা উচিত ?

চেটী—সেখানেই ফিরিয়ে দাও, আর্যা এগুলো পরবেনই না।

সজ্জলক—তারপর তিনি যদি রেগে গিয়ে রক্ষিপুরুষদের কাছে আমাকে চোর বলে ধরিয়ে দেন—তখন আমি কী করব ?

চেটী—ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। তিনি অভিজাত বংশের উপযুক্ত সন্তান, সদ্‌গুণ দেখলেই সন্তুষ্ট হন।

গণিকা—উত্তম, ভদ্রে, তোমাকে বলার কিছু নেই। এই যা বললে, তা তোমাকে অলঙ্কৃতই করল।

সজ্জলক—আমি কোনোমতেই সেখানে যেতে পারব না।

চেটী—অন্য একটা উপায় আছে।

গণিকা—এই হল বেশ্যার গুণ।

সজ্জলক—অন্য উপায়টা কী ?

চেটী—আচ্ছা, (আমাদের) আর্যা এবং (সেই) বণিক্‌পুত্র কি তোমাকে চেহারায় চেনেন ?

সজ্জলক—নিশ্চয়ই না।

চেটী—তাহলে, তুমি এই গয়নাগুলো সেই বণিক্‌পুত্রের নামে আর্যার কাছে ফিরিয়ে দাও। এমন করতে পারলে তুমিও বেঁচে যাবে, সেই আর্যও গ্লানি থেকে রেহাই পাবেন, আমারও কোনো কষ্ট থাকবে না। নয়তো আর্যাকে ঠকিয়ে আবার দাসত্বই বরণ করতে হবে।

সজ্জলক—মদনিকা, আমি খুশি হয়েছি।

গণিকা—বেশ, আমি ভিতরে গিয়ে বসি। [তাই করল]

চেটী—সজ্জলক, এসো, কামদেবের মন্দিরে আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো। সুযোগ বুঝে আর্যাকে আমি তোমার আসার খবর দিচ্ছি।

সজ্জলক—আচ্ছা, তাই হোক্‌। [নিষ্ক্রান্ত]

[অন্য এক চেটীর প্রবেশ]

চেটী—সুখে থাকুন আর্যা। এই যে, সওদাগরপুত্রের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ এসেছেন আর্যার সঙ্গে দেখা করতে।

গণিকা—[সাদরে] যা, শীঘ্র নিয়ে আয় তাঁকে।

চেটী—তাই হবে। [এগিয়ে গিয়ে] আসুন, আসুন আর্য।

[প্রবেশ করে]

বিদূষক—[সব দিকে তাকিয়ে] আহা! গণিকালয়ের কী শোভা! নানা শহর থেকে সমাগত শাস্ত্রবিদ্‌রা শাস্ত্র পাঠ করছেন। কত রকমের খাবার-দাবার তৈরি হচ্ছে। বীণা বাজছে। স্বর্ণশিল্পীরা সযত্নে বিবিধ অলঙ্কার নির্মাণ করছে।[৫]

চেটী—ইনি হলেন আর্যা। অগ্রসর হোন আর্য।

বিদূষক—[কাছে গিয়ে] স্বস্তি।

গণিকা—স্বাগত, আর্য। ওলো, আর্যের আসন আর পা ধোবার জল নিয়ে আয়।

বিদূষক—[স্বগত] খাবার ছাড়া সবই নিয়ে আসুক।

চেটী—আর্যার যা আদেশ। [আসন এবং পাদোদক দেয়] বসুন আর্য।

বিদূষক—[উপবেশন করে] আপনি বসুন। আমি কটা কথা বলতে এসেছি।

গণিকা—[উপবেশন করে] বলুন আমি শুনছি।

বিদূষক—সেই গয়নাগুলোর মূল্য কী রকম ?

গণিকা—কী জন্যে আর্য একথা জিজ্ঞেস করছেন ?

বিদূষক—শুনুন ভদ্রে। মাননীয় চারুদত্তের গুণে আস্থা ছিল বলেই আপনি গয়নাগুলো তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। তিনি সেগুলো জুয়ায় খুইয়ে বসলেন।

গণিকা—জুয়ায়! যোগ্য কাজ করেছেন। তারপর, তারপর ?

বিদূষক—তারপর, সেই গয়নার মূল্যস্বরূপ এই মুক্তাহার আপনি গ্রহণ করুন।

গণিকা—[স্বগত] ধিক্‌ এ গণিকাজীবন! আমাকে লোভী ঠাওরাচ্ছে। যদি না নিই,

সেটাই দোষ হবে। [প্রকাশ্যে] আনুন আর্য।

বিদূষক—এই যে, গ্রহণ করুন ভদ্রে।

গণিকা—[গ্রহণ করে] আর্য, দয়া করে (তাঁকে) জানাবেন যে, সে নিয়েছে।

বিদূষক—[আত্মগত] কোনো সৌজন্যের কথা পর্যন্ত উচ্চারণ করল না। [প্রকাশ্যে] তাই হবে। [দিয়ে প্রস্থান]

গণিকা—সাবাস্ চারুদত্ত, সাবাস্! ভাগ্যবিপর্যয়ের দশাতেও সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে দাও নি।

[প্রবেশ করে]

মর্দনিকা—আর্যা, সওদাগরপুত্রের কাছ থেকে একজন লোক এসেছে, আর্যার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

গণিকা—লোকটাকে আগে দেখেছি, না নতুন দেখব?

মর্দনিকা—না আর্যা। আমার মনে হয়, লোকটা তাঁর সেবক হবে।

গণিকা—যা, নিয়ে আয় ভিতরে।

মর্দনিকা—যা আদেশ। [নিষ্ক্রান্ত]

গণিকা—আঃ, আজকের দিনটা কী মজার!

[মর্দনিকার প্রবেশ, সঙ্গে সজ্জলক]

সজ্জলক—নিজের ভিতরের ভয়টা কি অস্বস্তিকর!

হঠাৎ-ছুটে-আসা কেউ যদি আমার দিকে তাকায়, ব্যস্তসমস্ত ভাবে কেউ যদি তাড়াতাড়ি কাছে আসে কিংবা থমকে দাঁড়ায়, আমার পাপ মন তাদের সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। আসলে মানুষ ভয় পায় তার নিজের দোষে[১] ॥৬॥

মর্দনিকা—ইনি হলেন আর্যা। অগ্রসর হোন। আর্য।

সজ্জলক—[এগিয়ে গিয়ে] সুখে থাকুন মাননীয়া।

গণিকা—স্বাগত, আর্য। ওলো, আর্যকে আসন দে।

সজ্জলক—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই আমি বসছি। একটা কাজের কথা আছে—সেটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার।

গণিকা—তাই নাকি? তবে, বলুন আর্য।

সজ্জলক—আর্য চারুদত্ত (একটি বার্তা সহ) আমাকে পাঠিয়েছেন। (বার্তাটি হল) আপনি যে গহনাগুলো আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো রাখা (এখন) আমার পক্ষে মুশকিল। কারণ, সংস্কারের অভাবে বাড়িটার একে দীনহীন চেহারা, তার উপর—নিজের লোকজনও সব দূরে। তাই (এগুলো) আপনি ফিরিয়ে নিন।

গণিকা—আর্য এগুলো সেই চারুদত্তকেই দিন।

সজ্জলক—মাননীয়ে, আমি তো (সেখানে) যাচ্ছি না।

গণিকা—আমি জানি—তাঁর বাড়িতে সিঁধ কেটে আপনি এই গহনাগুলো চুরি করে এনেছেন। তাঁর গুণের প্রতি আর্যের সহানুভূতি থাকা উচিত।

সজ্জলক—(স্বগত) ইনি আমাকে ধরে ফেললেন কী করে?

গণিকা—কে আছিস্ রে? আর্যের যানের ব্যবস্থা কর্।

মর্দনিকা—চাকার শব্দের মতো শোনা যাচ্ছে। গাড়ি বোধ হয় এসে পড়ল বলে।

গণিকা—[নিজের গহনায় মদনিকাকে সাজিয়ে] আর্যাকে সঙ্গে নিয়ে আর্য প্রবহণে আরোহণ করুন।

মদনিকা—এ কী, আর্যা ?

গণিকা—না, না, এরকম বোলো না। এখন থেকে তুমিই আর্যা হলে। গ্রহণ করুন আর্য। [মদনিকাকে ধরে সজ্জলকের হাতে সঁপে দিলেন।]

সজ্জলক—[স্বগত] সত্যি, এঁর এমন উপকারের প্রতিদানে (জানি না,) কবে যে কিছু করতে পারব ? অথবা—নিপাত যাক্ নিপাত যাক্ এই অলক্ষুণে চিন্তা। প্রত্যুপকার করতে চাইলে (উপকারীর) দুঃসময়ে মানুষ তার সুযোগ পায়। এঁর (বসন্তসেনার) বা তাঁর (চারুদত্তের) পক্ষে সম্ভাব্য তেমন দুঃসময় যেন দুশমনদের ঘরে হানা দেয়[৭]। ॥ ৭ ॥

[তাকে (মদনিকাকে) সঙ্গে নিয়ে সজ্জলক নিষ্ক্রান্ত]

গণিকা—চতুরিকা !

[প্রবেশ করে]

চেটী—আর্যা, এই আমি।

গণিকা—ওলো ! দেখ্ জেগে জেগে আমি এরকম স্বপ্ন দেখলাম।

চেটী—কী আনন্দ আমার ! এ যে রীতিমত অমৃতাঙ্ক[৮] নাটক জমেছে !

গণিকা—আয়, এই গহনা নিয়ে আমরা দু-জন আর্য চারুদত্তের কাছে অভিসারে যাই।

চেটী—তা বেশ হবে, আর্যা। এদিকে আবার ঐ দেখুন (আকাশে) অভিসারিকার সহায়স্বরূপ (অকাল) বর্ষণের তোড়জোড়।

গণিকা—মুখপুড়ী, মনটাকে অতো বেশি চাগিয়ে দিস্ না।

চেটী—আসুন, আসুন আর্যা।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

॥ 'চারুদত্ত' সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ-কথা

প্রথম অঙ্ক

১. মৃচ্ছকটিকে সূত্রধারের জবানীতে ক্ষুধার চেহারাটা এই রকম : 'অনেন চিরসঙ্গীতোপাসনেন গ্রীষ্মসময়ে প্রচণ্ডদিনকরকিরণোচ্ছুষ্কপুষ্করবীজমিব প্রচলিততারকে ক্ষুধা মমাক্ষিণী খটখটায়েতে।'
চোখের তারার চাঞ্চল্য বোঝাতে শূদ্রকের গৃহীত উপমা অনবদ্যতর।

২. তুলনীয়—"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"
'হে মহাজীবন'—সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৩. আমিও চারুদত্তের গৃহে অতিমধুর উপাদেয় আহার্য গ্রহণ করে তার চেয়ে নিকৃষ্ট অপরের অন্ন গ্রহণযোগ্য মনে করি না।

৪. খুব সম্ভব মূলের 'চাঙ্গেরিকা' শব্দটি আসলে 'বঙ্গেরিকা' শব্দেরই প্রমাদগ্রস্ত প্রয়োগ। ভাসের 'অবিমারকে' 'চাঙ্গেরিকাহস্তা'র ইংরেজি অনুবাদে Dr. Weller লিখেছেন, "Carrying a basket in her hand." অনুরূপ অর্থে অর্থাৎ ঝুড়ি বোঝাতে দশকুমার—চরিতেও বঙ্গেরিকা শব্দের ব্যবহার উল্লেখ করেছেন Dr. Morgenstierne (নির্ণয় সাগর প্রেস—পৃঃ১২৩)।
অন্যদিকে 'চাঙ্গেরিকা' হচ্ছে অম্লাস্বাদ ওষধিবিশেষ, নামান্তর চুক্রিকা।

৫. মৃচ্ছকটিকে অল্পবিস্তর পরিবর্তনসহ যে সব শ্লোক চারুদত্তের শ্লোকসাদৃশ্যের স্বাক্ষর বহন করে, এটি তাদের পুরোধা। মৃচ্ছকটিকে এ শ্লোকের সংখ্যাসূচক ৯। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক আচার্য বামন এই শ্লোকটিতে তাঁর রচনায় উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে রয়েছে 'বিলুপ্তপূর্বঃ,' অথচ চারুদত্তে ঐ স্থলে রয়েছে 'বিভক্তপুষ্পঃ'।

৬. মৃচ্ছকটিকে অনুরূপ শ্লোকটি রয়েছে তৃতীয় অঙ্কের শেষের দিকে (৩২৮)। লক্ষণীয় পাঠান্তর তৃতীয় পাদের শুরুতে 'সত্যং,' যেখানে চারুদত্তে রয়েছে 'সত্বং'।

৭. মূলে প্রাকৃতে রয়েছে 'বশন্তশেণিএ'! সংস্কৃতে—বসন্তসেনিকে। শকারের সম্বোধনে বসন্তসেনার প্রতি সাদর স্নিগ্ধতা-(!)-র ব্যঞ্জনায় 'ক'-প্রত্যয়ের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৮. মৃচ্ছকটিকে ১·১৮ শ্লোক তুলনীয়। প্রথম পাদে 'পধাবশি' ক্রিয়ার পরিবর্তে 'পলাঅশি' থাকায় মৃচ্ছকটিকের শ্লোকটি ধাব্-ধাতুর পুনরুক্তিদোষবর্জিত হওয়ায় প্রশংসার দাবি রাখে। উপরন্তু—শেষার্ধে 'শরীর'-এর পরিবর্তে 'হৃদয়' এবং 'চর্মখণ্ড'-এর পরিবর্তে 'মাংসখণ্ড'-র মৃচ্ছকটিকের শ্লোকটি অর্থের গভীরতায় উন্নততর।

৯. এর সঙ্গে মৃচ্ছকটিক ১১৭ শ্লোকের প্রায় সর্বতঃ সাদৃশ্য থাকলেও ২য় পাদের শুরুতে 'নৃত্তে'র স্থলে রয়েছে 'নৃত্য' এবং চতুর্থ পাদের শুরুতে 'ব্যাঘ্রে'র পরিবর্তে রয়েছে 'ব্যাধ'—দুটিই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। 'নৃত্যে অঙ্গবিক্ষেপের মধ্য দিয়া ভাব-দ্যোতনা' ('অন্যাভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্)। 'নৃত্তে শুধু অংগ-

আন্দোলন ভাবানুকরণ নাই' ('নৃত্তং তাললয়াশ্রয়ম্')। 'ব্যাঘ্রানুসারচকিতা' নাগরীলিপিতে ভুলক্রমে 'ব্যাখানুসারচকিতা' হতে কতক্ষণ, সমানভাবেই বিপরীতটাও অর্থাৎ 'ব'-এর স্থলে 'ঘ' ও হতে পারে। তবে 'ব্যাধানুসারচকিতা হরিণী'র ছবিটি প্রিয়তর বলে প্রতীত হয়।

১০. মৃচ্ছকটিক ১.২৮ শ্লোকটি এ শ্লোকেরই অনুরূপ। এ শ্লোকের উত্তরার্ধে 'সনূপুরা মেখলানাদহাস।' যেমন শব্দে এবং অর্থে স্বতন্ত্র, মৃচ্ছকটিকে তা নয়, একই কথা তিনবার ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বলা হয়েছে, যেটা শকারের উক্তির বৈশিষ্ট্য—'শীঘ্রং ত্বরিতং সবেগং'। মৃচ্ছকটিকে প্রাকৃতে 'সবেণ্টণং' আর চারুদত্তে পাচ্ছি 'সবেট্টণং'। চারুদত্তের 'সবেট্টণং (সবেষ্টণং) যথার্থই বেশি অর্থবহ।

১১. মূলে প্রাকৃতে সম্বোধনপদটি রয়েছে ণাএ (সংস্কৃত ছায়া—জ্ঞাতে)। জ্ঞাতে=সগোত্রে। আবার সি. আর. দেবধরের মতে "নার্যে" (ন আর্যে= অনার্যে) থেকেও ণাএ আসতে পারে। আমরা 'সগোত্রে' (কুটুম্বিনী) অর্থটাই নিয়েছি।

১২. এই শ্লোক এবং এর পূর্ববর্তী শ্লোকে অর্থাৎ ১৩ এবং ১৪ নং শ্লোক কিন্তু মৃচ্ছকটিককে একেবারে অনুপস্থিত। উপরন্তু, যে বিটকে এই মুহূর্তে আমরা এখানে পাচ্ছি, মৃচ্ছকটিকের বিট থেকে সে কিন্তু স্বতন্ত্র।

১৩. প্রাকৃতে 'সন্তো সি'=সংস্কৃতে (১) শান্তোঽসি (২) শ্রান্তোঽসি শকার দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছে।
"বিটঃ—(স্বগতম্) অয়ে, কথং শান্তমিত্যভিহিতে শ্রান্ত ইত্যবগচ্ছতি মূর্খ?"
—মৃচ্ছকটিক—১ম অঙ্ক।

১৪. পণ্যং ভূতং পণ্যভূতম্, সুপ্‌সুপা। পণপ্রথার বীভৎস বহুরূপের যুগে আজ বোধ হয়, সবার পক্ষেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখার মতো এই বাক্যটি সুদূর কাল থেকে টিকে থাকার নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। তা হল বিবাহের সময়ে সুপুত্রের সুপাত্রদের ভালো পণ দিয়ে কেনা যায়। আর, সুবিধাবাদী তথাকথিত আঁতালেকচুয়াল বা বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষ গোষ্ঠী বা প্রভুরা তো যে কোনো সময় কিনে নিতে পারে—মূল্যের কিছু তারতম্য ঘটে এই যা। তবে এক্ষেত্রে শুধু দেহ নয়, দেহাতিরিক্তও পণ্যভূত হয়ে যায়। সুতরাং সেক্ষেত্রে অনেকেই বস্তুতঃ সেই গণিকার সগোত্র, তাই গণিকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিটের বাক্যটি তাদের পক্ষেও প্রযোজ্য—'বহসি হি ধনহার্যং পণ্যভূতং শরীরম্'।

১৫. মৃচ্ছকটিকে দেখি, যে-মুহূর্তে বিট শুনেছে বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রেমে পড়েছে, তখন থেকে বসন্তসেনার প্রতি শকারের ও বিটের মনোভাব কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। চারুদত্তে বিটের মনোভাবে ততটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হলেও এই মুহূর্তে বসন্তসেনাকে তার মাল্যগন্ধ ও ভূষণশব্দের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে সে বসন্তসেনার প্রতি সহানুভূতিই সূচিত করেছে। এই সতর্কবাণী শোনামাত্র বসন্তসেনাও মালা ছুঁড়ে ফেলে এবং গহনা খুলে ফেলে।

১৬. মৃচ্ছকটিকে এটি ১.৩৪ নং শ্লোক হিসেবে উপস্থিত। আলংকারিকদের তাত্ত্বিক বিনোদনের জন্যে একটি সুনির্বাচিত দৃষ্টান্তশ্লোক হিসেবে অতি প্রসিদ্ধ। কাব্যপ্রকাশে প্রথমে উৎপ্রেক্ষা ও পরে সংসৃষ্টির দৃষ্টান্ত হিসেবে এটি

আলোচিত হয়েছে। দণ্ডীও তাঁর কাব্যাদর্শে শ্লোকটির আলংকারিক মূল্যায়ন করেছেন।

১৭. শ্লোকটি মৃচ্ছকটিকে নেই। তবে মৃচ্ছকটিকের তৃতীয় অঙ্কে রজনীর অন্ধকারে চৌরকর্মে বেরিয়ে শর্বিলক অন্ধকারের যে প্রশস্তি করেছিল, তা এখানে স্মরণীয় (মৃচ্ছকটিক ৩.১০)। শ্লোকটির উত্তরার্ধ হচ্ছে ঃ

'ঘনতিমিরনিরুদ্ধসর্বভাবা রজনিরিয়ং জননীব সংবৃণোতি ॥'

শর্বিলক এখানে তমোময়ী শর্বরীকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করছে যে তার অপরাধী সন্তানকে অন্ধকারের আঁচলে আগলে রাখে। ভাসের চারুদত্তের বিটের জবানীতে আমরা যা পেলাম, তা অবশ্য এতটা কাব্যিক নয়। পরস্মৈপদী 'রক্ষতি'র পরিবর্তে আত্মনেপদী 'রক্ষতে'র প্রয়োগকে হয়তো আর্ষ প্রয়োগই বলতে হবে, তবে ভাসের লেখায় এ জাতীয় অপাণিনীয় প্রয়োগ বহু ছড়ানো রয়েছে।

১৮. আটজন মাতৃদেবতার কথা ভরত বলেছেন ঃ

'ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী বারাহী বৈষ্ণবী তথা।
কৌমারী চৈব চামুণ্ডা চর্চিকেত্যষ্ট মাতরঃ ॥'

১৯. তুলনীয় ঃ 'Eye of man hath not heard, nor ear seen'—
Midsummer Night's Dream.

২০. এই শ্লোকটি কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে মৃচ্ছকটিকে উপস্থিত (১/৪০)। প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে যেমন পৃথক তেমনি দুই শ্লোকের বক্তা একই বিট হলেও ভাবগত বিরোধও লক্ষণীয়। চারুদত্তে বিট শকারকে জব্দ করার অভিসন্ধি নিয়ে রদনিকার চুলের মুঠি ধরতে যায় এবং শ্লোক উচ্চারণ করে। 'কুলপুত্র' বলতে বিট নিজেদের অর্থাৎ শকারকেই বেশি করে বোঝাতে চেয়েছে। কুলপুত্র = সৎকুলোৎপন্ন পুত্রসন্তান অর্থাৎ বংশপরিচয়ে অভিজাত পুরুষ। গণিকা বয়সের দেমাকে শকারপ্রমুখ রাজশক্তির ধারক অভিজাত পুরুষকে (?) অবমাননা করছে—এটা বলার উদ্দেশ্য শকারকে সন্তুষ্ট করা, তার স্বকপোলকল্পিত আভিজাত্যে ইন্ধন যোগানো।

অথচ—মৃচ্ছকটিকে বার বার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও বসন্তসেনা শকারের হাতে ধরা পড়েছে শুনে বিটের ক্রোধ কেমন-এক ভর্ৎসনার রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল ঃ 'এষা সি বয়সো দর্পাৎ কুলপুত্রানুসারিণী।…' এখানে 'কুলপুত্র' কিন্তু চারুদত্ত এবং গণিকা হয়ে বসন্তসেনার তাঁর পিছনে ছোটা যে যৌবনের অহঙ্কার ছাড়া কিছু নয়, সেই তির্যক্ মন্তব্য করে বিট শকারের হাতে তার ধরা-পড়ার ব্যাপারকে সমর্থন করছে, বসন্তসেনার প্রতি সহানুভূতিসূচক কটাক্ষও অবশ্য বাদ থাকছে না—কেশেষু কুসুমাঢ্যেষু সেবিতব্যেষু কর্ষিতা'।

২১. শকারকে পদাঘাত করার এই সাহসিকতার কোনো উল্লেখ কিন্তু মৃচ্ছকটিকের রদনিকা সম্পর্কে পাই না।

২২. 'মহাব্রাহ্মণ'—সম্বোধনে বিট আর্য চারুদত্তের সখা ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়কে কিন্তু বিদ্রূপ করতে চায় নি, বরং খোলা মনে মহান্ ব্রাহ্মণরূপে কীর্তিত করে তার কাছে অন্যায়ের জন্যে অনুতাপ করছে। শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি অনুসারে অবশ্য, 'মহৎ'

শব্দ নিন্দিত বা অশুভ বিশেষণে কোন্ কোন্ বিশেষ্যকে বিশেষিত করে, তার পরিচয় পাই 'মহৎ' শব্দের পরিহারের নির্দেশিকাতালিকায় ঃ

'শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে তথা জ্যোতিষিকে দ্বিজে।
যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে ॥'

২৩. মৃচ্ছকটিকে রয়েছে—'রদনিকা খল্বহং সংযতমুখী'। (সংস্কৃত ছায়া) এখানে শেষের 'সংযতমুখী' বিশেষণটি নেই। 'রদনিকা' নামের মধ্যেই 'সংযতমুখীত্ব' রয়েছে, এটাই চেটীর অভিপ্রায়। রদন (দাঁত) শব্দের সঙ্গে স্বামিত্ব বোঝাতে ঠন্ (ইক্) প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গে 'রদনিকা' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং রদনিকা কেমন করে দাঁতে দাঁত চেপে মুখে চাবি দিয়ে গোপন কথা সামলে রাখতে হয়, তা ভালোই জানে, আর তাই সে বড়ো গলায় বলতে পারে—রদনিকা খলু অহম্'।

২৪. প্রবেশ্যতাম্ ক্রিয়ার উক্তকর্ম কে ? পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর মতে উক্ত কর্ম হচ্ছে—অয়ং প্রাবারকঃ।
মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তের উক্তি অনেক স্পষ্ট ; বায়ু-সেবনে অভিলাষী শিশুপুত্র রোহসেন সন্ধ্যার শীতে কষ্ট পাচ্ছে, তাই তাকে ভিতরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন চারুদত্ত—"রদনিকে ! মারুতাভিলাষী প্রদোষসময়শীতার্তো রোহসেনঃ। ততঃ প্রবেশ্যতাম্ অভ্যন্তরম্ অয়ম্।" অতএব প্রবেশ্যতাম্ এর উক্তকর্ম অয়ম্ = অয়ং রোহসেনঃ। প্রাবারক দিয়ে আচ্ছাদনের কথা আসছে ঠিক এর পরেই—'অনেন প্রাবারকেণ ছাদয়ৈনম্'।
কিন্তু 'চারুদত্তে' অদ্ভুতভাবে বাদ পড়ে গিয়েছে রোহসেন এবং আরো অদ্ভুতভাবে তাই আমরা পাই 'মারুতাভিলাষী প্রদোষসময়শীতার্তো রোহসেনঃ' এর পরিবর্তে কেবল 'মারুতাভিলাষী প্রদোষঃ।'

২৫. 'চারুদত্তে'র বিদূষক মৈত্রেয়কে আমরা লক্ষ্য করলাম, সে শকারের বার্তা বহন করে আনলেও চারুদত্তের কাছে সবটুকু পরিবেশন করল না। মৃচ্ছকটিকের মৈত্রেয় কিন্তু তা করেনি,—সবই বলেছে। কিন্তু 'চারুদত্তে' মৈত্রেয় অশুভ পরিণতির হুমকির কথা সম্ভবতঃ স্বেচ্ছায় অনুক্ত রেখেছে—'মা তাবৎ তব চ মম চ দারুণঃ ক্ষোভো ভবতীতি।'
অপ্রিয় প্রসঙ্গ চারুদত্তের কানে তুলে তাঁর দুর্দশাকে আরো শোচনীয় করে তোলা কখনই চারুদত্তের অন্তরঙ্গ সখা মৈত্রেয়ের অভিপ্রেত হতে পারে না। তাই রদনিকার লাঞ্ছনার ঘটনা যেমন সে গোপন করে, তেমনি শকার তাকে সবটা ঠিক ঠিক না বলার পরিণতিস্বরূপে মাথার খুলি গুঁড়িয়ে দেবার ভয় দেখালেও চারুদত্তের কাছে তাঁর মানহানিকর কিছু বলতে সে নারাজ।

২৬ অপবারিত উক্তি—পঞ্চবিধ নাট্যোক্তির অন্যতম এই 'অপবারিত'। মূলে অবশ্য সংক্ষেপে 'অপবার্য' বলেই সারা হয়েছে। অপবার্য = অবাঞ্ছিত অর্থাৎ 'না শুনুক'—এমন ব্যক্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে। অবাঞ্ছিতজনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকে পিছনে রেখে বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে যেখানে গোপন আলাপ করা হয়, সেখানে নাট্যোক্তির পারিভাষিক নাম 'অপবারিত'—

"তদ্ভবেদপবারিতম্
রহস্যং তু যদন্যস্য পরাবৃত্য প্রকাশ্যতে।
(সাহিত্যদর্পণ-ষষ্ঠ)

২৭. মৃচ্ছকটিকে সুবর্ণভাণ্ড রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বের এরকম তিথিভিত্তিক ভাগাভাগি নেই। মৃচ্ছকটিকে সুবর্ণ ভাণ্ডার রক্ষার দায়িত্ব দিনের বেলায় বর্ধমানকের এবং রাতের বেলায় মৈত্রেয়ের উপরে ন্যস্ত। 'চারুদত্তে' বর্ধমানকের পরিবর্তে অনুরূপ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চেটী রদনিকাকে—কিন্তু তিথিবিভাগের বিষয়টিতে বেশ জটিলতা এসে গিয়েছে—যা আদৌ না থাকলেও নাটকের ক্ষতি হত না।

২৮. চাঁদের বিশেষণ হিসেবে "ক্লিন্নখর্জুরপাণ্ডু" মৃচ্ছকটিকের 'কামিনীগণ্ডপাণ্ডু'র কাছে নিষ্প্রভ। সম্মুখে বসন্তসেনা, সেখানে চিরাচরিত উপমান শশাঙ্ক হয়েছে উপমেয়, আর কামিনীকপোল (যার উপমেয় হওয়াই প্রথাসিদ্ধ) হয়েছে উপমান। অলংকারের এমন সুন্দর প্রথা-ভাঙা বৈচিত্র্য 'চারুদত্তে' দূরেই রয়ে গেল, কারণ হাতের কাছে উপমানভূত ক্লিন্ন খর্জুর তখন কোথায় এবং থাকলেই বা তাতে বসন্তসেনার কপোলশুভ্রতার সম্যকপূর্ণ প্রশান্ত দ্যোতিতই বা হবে কেমন করে?

২৯. মৃচ্ছকটিকে চারুদত্ত মৈত্রেয়কে যখন অনুরোধ করলেন: 'মৈত্রেয়, অনুগচ্ছ তত্রভবতীম্' (মৈত্রেয়, তুমি ওঁর অনুগমন করো।), তখন মৈত্রেয় সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে রসবোধের পরিচয় দিয়েছিল: 'ত্বমেবৈতাং কলহংসগামিনীম্ রাজহংস ইব শোভসে, (এই কলহংসগামিনীর সঙ্গে রাজহংসের মতো তুমি গেলেই মানাবে)। অতঃপর চারুদত্ত নিজেই বসন্তসেনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে যেতে সম্মত হলেন—'এবং ভবতু। স্বয়মেবানুগচ্ছামি তত্রভবতীম্' (ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি এঁর সঙ্গে)। কিন্তু 'চারুদত্তে' দেখছি নায়ক বসন্তসেনার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে মৈত্রেয়কে বলছেন: 'সখে! অনুগচ্ছাত্রভবতীম্।' এবং বিদূষক বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে বলল: 'যদ্ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি।' এবং তারপর বসন্তসেনাকে আগে আগে চলতে অনুরোধ করল: 'এতু এতু ভবতী'।

দ্বিতীয় অংক

১. তুলনীয়: "অহো সর্বাস্ববস্থাসু রমণীয়ত্বমাকৃতিবিশেষাণাম্"—কুমারসম্ভব-ষষ্ঠ।
"ন রম্যমাহার্যমপেক্ষতে গুণম্"—কিরাতার্জুনীয়-৪ ২৩
"স্বভাবসুন্দরং বস্তু ন সংস্কারমপেক্ষতে"—দৃষ্টান্তশতক-৪৯

নিপুণা চেটীর শেষ কথাটাও রসিকজনের কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ। ভগবান্ কামদেব অনবদ্য উপায়ে যুবতিজনের শোভাধান করেন অর্থাৎ ভালোবাসা মানুষকে সুন্দর করে—এটাই চেটীর অভিপ্রায়।

২. বণিকপুত্রকে পরিহারের কারণ: সারাক্ষণ চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে যদি বা পাওয়া গেল, ভালোবাসার আশা পূরণ না করেই তিনি চললেন দূরদেশে বাণিজ্যে, কবে ফিরবেন, ঠিক নেই। অতএব তিনি ত্যাজ্য। মৃচ্ছকটিকে পরিষ্কার করে তাই বলা হয়েছে: 'উপারূঢ়স্নেহমপি প্রণয়িজনো মহৎ বিয়োগজং দুঃখমুৎপাদয়তি' (সংস্কৃতছায়া)—(নিবিড় প্রেমে যার হৃদয় বাঁধা, তেমন প্রণয়িজনকেও পরিত্যাগ করে দেশান্তরে গিয়ে গিয়ে বণিকেরা সুদুঃসহ বিরহযন্ত্রণার কারণ হয়)।

৩. মূলে প্রাকৃতে ক্রিয়াপদটি রয়েছেঃ পুচ্ছীঅন্তি (সং· পৃচ্ছ্যন্তে) অর্থ দাঁড়ায় উপালভ্যন্তে অর্থাৎ লোকে গালি দিয়ে বলে। বসন্তসেনা বলতে চান 'মধুকর' বলে ঐ গালমন্দ তিনি চান না। 'মধুকর' মধু আস্বাদ করে না, বরং অন্যের ভোগে লাগে তার মধু। বসন্তসেনা চান জীবনের মধু আস্বাদ করতে, অন্যকে মধু বিলোতে নয়। 'A pun on the word Madhukaras, honey-makers or beggars'—Wilson.

৪. তুলনীয়ঃ 'লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং।
শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ॥'—অভিজ্ঞানশকুন্তল-৩.১২

৫. সাধারণভাবে বসন্তসেনার উক্তি প্রশংসনীয়, কিন্তু আগন্তুক গুণবান কি না, বা কী তার গুণ—এটা বসন্তসেনা আগে থেকে জানবেন কী করে? অতএব উক্তিটি এক্ষেত্রে যুক্তি হিসেবে অতি দুর্বল।

৬. সংবাহক বসন্তসেনার প্রতি সমুচিত শিষ্টতা না দেখাতে পারার কারণরূপে ভয়ের কথা বললে এবং ভীতু, লাঞ্ছিত প্রভৃতি ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এধরণের শৈথিল্য ঘটতে পারে—এ মত পোষণ করলে বসন্তসেনা প্রসঙ্গটিকে দীর্ঘায়িত না করার জন্যে সংবাহককে সহজ হতে বললেন আর সেই মুহূর্তে তাঁর অবচেতনে স্থিত সমাজের অবজ্ঞার উপলব্ধি সচেতন বাঙ্ময় রূপে আত্মপ্রকাশ করল—'গণিকা খলু অহম্।' —আমার কাছে কেই বা কতটা সৌজন্যের ধার ধারে। অতএব, আমার প্রতি ভদ্রতা না করার দরুন আপনার অত ভাবনার কোনো দরকারই নেই।

৭. এখানে এরকম কোনো নাট্যনির্দেশ (stage direction) থাকা উচিত ছিল। মনে হয়ঃ (বসন্তসেনা চেটীং সংজ্ঞাং দদাতি)।

৮. মূলে আছেঃ একস্মিন্ দুর্লভো গুণবিভব ইতি।
মৃচ্ছকটিকে আছেঃ দুর্লভা গুণা বিভবাশ্চ।
সংবাহক তার ভূতপূর্ব মনিবের গুণাবলীর কথা বলতে থাকলে বসন্তসেনা প্রশ্ন করলে—কিং স দরিদ্রঃ? বসন্তসেনার অনুরূপ প্রশ্নে বিস্ময়াপন্ন সংবাহক পাল্টা প্রশ্ন করলেন—কথম্ অনাখ্যাত আর্যা জানাতি? (মৃঃ—অনাখ্যাতমেব কথমার্যয়া বিজ্ঞাতম্)। স্বীয় উক্তির (জিজ্ঞাসার) সমর্থনে বসন্তসেনা যুক্তি দেখালেন—সব গুণগরিমা একত্র সমবেত—এটা সংসারে দেখা যায় না, দোষ একটা থাকবেই, আর সে দোষ দারিদ্র্য হওয়াই স্বাভাবিক (যা কিনা সব গুণের বিপরীতে একাই একশ), কেননা সহানুভূতি, অনুকম্পা, উদারতা, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যাঁর গুণ, যাঁর কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্, তাঁর কাছে সম্পদ বেশিদিন থাকতে পারে না, নিঃস্বতাই তাঁর পরিণতি। যুক্তির এই অনুক্ত অংশ বিপরীত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মৃচ্ছকটিকে উক্ত হয়েছে, 'অপেয়েষু তড়াগেষু বহুতরমুদকং ভবতি'—যাদের জল পানের অযোগ্য, সে সব পুকুরই বেশি-বেশি জলে ভর্তি থাকে।

৯. অনুরূপ হস্তিবৃত্তান্তে ভাসের অনুরক্তির উদাহরণ "অবিমারক"-এর প্রথম অঙ্কেও পাই।

১০. বসন্তসেনা চারুদত্তকে কোথায় কিভাবে দেখবেন? কারণ, চেট কর্ণপূরক কিন্তু চারুদত্ত এখন কোথায় যাচ্ছেন—কোন্ পথে, এসব কিছুই বলে নি। মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার (২য় অঙ্কের শেষাংশে) সংলাপে এই অসঙ্গতি আদৌ নেই। সেখানে

তিনি আগে কর্ণপুরকের কাছে জেনে নিলেন—চারুদত্ত এখন কোথায় থাকতে পারেন এবং তা জেনেই তাঁকে দেখার জন্যে প্রাসাদের অলিন্দে আরোহণ করলেন।

১১. চারুদত্তের নিঃস্বতা এই মুহূর্তে কী নিদারুণভাবে প্রকটিত—'যজ্ঞোপবীতমাত্র-প্রাবারকঃ' তিনি। কর্ণপুরকের বিবৃতিতেই শুনেছি যে চারুদত্তের দেহে কোথাও কোনো অলঙ্কার ছিল না, পুরোনো অভ্যাসমতো তিনি অবশ্য জায়গাগুলোয় হাত বুলিয়ে দেখেছিলেন—কিছু আছে কিনা। আভরণস্থানগুলো সব শূন্য, তাই কর্ণপুরকের বীরত্বের পুরস্কার হল তাঁর উত্তরীয়। সুতরাং এখন তাঁর ঊর্ধ্ববাস বা উত্তরীয় বলতে ঐ যজ্ঞসূত্র। এই মুহূর্তে চারুদত্তের চেহারার অনুপম পরিচায়ক ঐ বিশেষণটি কিন্তু মৃচ্ছকটিকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

তৃতীয় অংক

১. সংকীর্ণদোষরহিতা বিষয়েষু গোষ্ঠী—পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর ব্যাখ্যাতে—বিষয়েষু নিত্যসেবিতব্যেষু অর্থেষু মধ্যে সংকীর্ণদোষরহিতা রাগসঙ্করদোষশূন্যা বিশুদ্ধগীতা গোষ্ঠী গানসদঃ।

২. অধ্যাপক দেবধরের মতে 'ভাবশাবল' শব্দের অর্থ ভাবচিত্রতা, অতএব ভাবশাবলেন =ভাববৈচিত্র্যেণ। Prof. Woolner-এর মতে কিন্তু ভাবশাবল হচ্ছে সেই বিশিষ্ট গায়কের নাম—P.of. Variegato। মুশকিল হচ্ছে এই যে, মৃচ্ছকটিকে যেখানে রয়েছে "বয়স্য! সুষ্ঠু খল্বদ্য গীতং ভাবরেভিলেন। ন চ ভবান্ পরিতুষ্টঃ?" সেখানে চারুদত্তে পাচ্ছি—"বয়স্য! ভাবশাবলেন বহুশঃ খল্বদ্য মধুরং গীতম্। ন চ ভবান্ রমতে?" এ অবস্থায় পণ্ডিত রেভিলের মতো 'পণ্ডিতশাবল' ভাবাটা অস্বাভাবিক নয়। আবার—শুধু বীণার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে 'ভিক্ত্যন্তরং যদি ভবেদ্ যুবতীতি বিদ্যাম্' (৩ ২)—গীতীয় উক্তিও কেমন খাপছাড়া মনে হয়। বীণাপ্রতিম কণ্ঠবিভবের অধিকারী কোনো গায়কের কল্পনা তাই উড়িয়েও দেওয়া যায় না। আবার বীণার উপরে গায়িকা-বিশেষের গুণারোপের সম্ভাবনাও সংগতিহীন নয়। এমনি কিছু জট 'চারুদত্ত' নাটককে বিড়ম্বিত করেছে।

৩. এখানে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথির উল্লেখ এবং মধ্যরাতের পরে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে—এই বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, ১ম ও ৩য় অঙ্কের মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় এক পক্ষ। কিন্তু চেটী ও বিদূষকের মধ্যে সুবর্ণভাণ্ড রক্ষার যে বন্দোবস্ত হয়েছে, তা থেকে মনে হয় ১ম ও ৩য় অঙ্কের মধ্যে কালিক ব্যবধান মাত্র তিন দিনের। কিছু পরে আমরা শুনব, চেটী বলছে, 'ইঅং সুবণ্ণভণ্ডং সট্টীএ সত্তমীএ পরিবট্টামি। অট্টমী খু অজ্জ।' এই তিথির ব্যাপারটা এনে 'চারুদত্ত'-কার কালগত সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রেও অবাঞ্ছিত জট সৃষ্টি করেছেন।

৪. 'বর্ধমানবক' নামটি মৃচ্ছকটিকে 'বর্ধমানক' রূপে উপস্থিত। অবাক লাগে যখন দেখি অধ্যাপক দেবধরও 'বর্ধমানক' নামটিই নিয়েছেন, অথচ চারুদত্তের সংস্কৃত সংলাপে পরিষ্কার রয়েছে—বর্ধমানবক। আর বিদূষকের প্রাকৃত সংলাপে

রয়েছে—বদ্ধমাণবঅ এবং বড্‌ঢমাণবঅ। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর সংস্করণেও প্রাকৃতে ঐ দুটি রূপই পাই। আমার ভাবনায়—বড্‌ঢমাণবঅ শব্দটির মধ্যে বাংলায় 'বুড়োখোকা'র চেনা মুখ যেন দেখতে পাই।

বৃদ্ধমাণবক > বদ্ধমাণবঅ,
> বড্‌ঢমাণবঅ ?

৫. অবিকল এই শ্লোকটি রয়েছে মৃচ্ছকটিকে (৩.৯)। 'নির্মুচ্যমান ইব জীর্ণতনুর্ভুজঙ্গঃ'—এই চিত্রকল্পটি ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তেও পাই—ঃ 'নির্মুচ্যমানভুজগোদরনির্মলস্য'...(৪.২)।

৬. মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বে আছে রাতের অন্ধকারে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিদ্রিত অবস্থায় দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সজ্জলক তার চৌর্যকর্মের সমর্থনে এখানে অশ্বত্থামার ঐ নৈশকর্মের উল্লেখ করছে।

৭. বৌদ্ধভিক্ষু সম্পর্কে এ জাতীয় কটাক্ষের কোনো সাক্ষাৎ মৃচ্ছকটিকে আদৌ পাই না।

৮. মৃচ্ছকটিকে বিদূষক আক্ষেপ করেছিল ঃ 'উজ্জয়িনীতে কি একটি চোরও নেই যে আমার এই হতচ্ছাড়া ঘুম-চুরি-করা জিনিসটি চুরি করে আমাকে শান্তি দেয় ?' 'চারুদত্তে'র বিদূষক বলতে চাইছে—অর্থ যদি অর্থবানদের রাতের ঘুমটুকুও কেড়ে নেয়, তবে দরিদ্র হওয়াই ভালো। দরিদ্রের তো রাতের ঘুম চোরে কেড়ে নেবার আশংকা থাকে না। 'জাত্যা দরিদ্রঃ' প্রয়োগটি লক্ষণীয়। সে-যুগেই তবে ধনী ও দরিদ্র (The haves and have nots)—জাতিভেদ এদেশেও মানুষের বুদ্ধিকে নাড়া দিয়েছিল !

৯. যজ্ঞোপবীত দিয়ে সিঁধ মাপার কাজ করতে গিয়ে সজ্জলকের এই মন্তব্যে বোধহয় বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র' এবং জৈমিনির 'কর্ম' (মীমাংসা) সূত্রের' প্রতি বিদ্রূপের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।

১০. এখানে 'কাকলী' বলতে যন্ত্রবিশেষকেই বোঝায় যা ভিত্তিভেদ বা দেয়ালে ফাটল বা ছিদ্র সৃষ্টির হাতিয়ার। দশকুমারচরিতে অবশ্য 'কাকলী' শব্দের ব্যবহার হয়েছে অন্য অর্থে—শয়ান ব্যক্তি নিদ্রিত না জাগ্রত বোঝার জন্যে ব্যবহৃত মৃদুমধুর ধ্বনি-সৃষ্টিকারী বাঁশি।

১১. 'কর্মসু কৌশলম্' প্রয়োগটি পূর্বোক্ত ব্রহ্মসূত্র, কর্মসূত্রের মতোই একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ। সজ্জলকের চুরির ব্যাপারটা যে রীতিমতো তথাকথিত শাস্ত্রীয় কাজ—এটা যেন তারই ইঙ্গিত করছে। স্মরণীয়—'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'।

১২. চোরদের ইষ্টদেবতারূপে খরপটের বন্দনা মত্তবিলাস-প্রহসনেও পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকে কিন্তু স্কন্দ এবং অন্যান্য কয়েকজন দেবতা শর্বিলকের বন্দনার্হ।

১৩. 'নীলস্নেহেন রক্ষতি'—বাক্যটির অর্থোদ্ধার করতে গিয়ে পণ্ডিত গণপতিশাস্ত্রী লিখেছেন ঃ 'নীলো নীলীরাগঃ তৎসদৃশঃ স্নেহঃ দৃঢ়স্নেহঃ ইত্যর্থঃ। নীলীরাগো হি বস্ত্রাদাবারূঢ়ো নাপৈতি, তদ্বদনপায়ঃ স্নেহো নীলস্নেহ ইত্যুক্তঃ। 'নীলীরাগঃ স্থিরপ্রেমা ইতি যাদবঃ'।

১৪. সোঢীরদাএ = শৌটীরতয়া = অভিমানেন। মৃচ্ছকটিকে আছে—(সং অতি-শৌণ্ডীরতয়া) প্রাঃ 'অদিসোণ্ডীরদাএ'।

১৫. এই চারুদত্তে 'ধিক্' শব্দের যত্রতত্র অবাঞ্ছিত বহু প্রয়োগ থাকলেও আলোচ্য প্রসঙ্গে বিদূষকের 'দিব্য' দেবার প্রস্তাবের উত্তরে ব্রাহ্মণী সত্য-মিথ্যা কিছু না বলে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো চেষ্টা না করে, এই-যে দুটি শব্দ 'হা ধিক্' উচ্চারণ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন, এতে 'ধিক্' শব্দ ধিক্কারের ঊর্ধ্বে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হল। এত সংক্ষেপে সব বলা হয়ে গেল।

চতুর্থ অঙ্ক

১. পিচুমন্দাঃ = নিম্বদ্রুমাঃ।

২. নাটকে পরিজনদের কাছে বেশ্যারা কে কী সম্বোধনে অভিহিত হবে সে বিষয়ে ভরতের নির্দেশ ঃ

> 'অজ্জুকেতি ভবেদ্ বাচ্যা বেশ্যা পরিজনেন তু।
> যা স্বত্র বৃদ্ধা সা ত্বম্বা ভাষ্যা পরিজনেন তু॥'

তাই চেটী এখানে বসন্তসেনাকে ডাকছে অজ্জুএ (= অজ্জুকে) বলে, আর বসন্তসেনার মায়ের উল্লেখ করছে অত্তা (= অম্বা) বলে।

৩. মৃচ্ছকটিকে কিন্তু শ্লোকটিকে অনেকটাই পরিবর্তিত অবস্থায় পাই আমরা (৪৮)। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় পরিবর্তন একেবারে শেষাংশে রয়েছে—'কম্পসে নানুকম্পসে', অথচ চারুদত্তে রয়েছে 'কম্পসে চানুকম্পসে'।

৩. চারুদত্তের শারীরিক নিরাপত্তার সংবাদে মদনিকা আনন্দিত হয়েছে শুনে সজ্জলক মদনিকার প্রণয়নিষ্ঠাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। মাত্র একটি শ্লোকেই এখানে নাট্যকার সজ্জলকের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। মৃচ্ছকটিকে কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নাট্যকার নয়টি শ্লোকের (৪.৯—১৭) অবতারণা করেছেন এবং সেখানে মদনিকার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে রমণীমাত্রের অনুরাগ-চাপল্যের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে।

৫. বসন্তসেনার সঙ্গে সজ্জলকের দেখা করার ব্যাপারটা এখন স্থগিত রেখে বিদূষকের প্রবেশ ঘটানো হল। মৃচ্ছকটিকে ঘটেছে ঠিক বিপরীত। অচিরেই বসন্তসেনার সঙ্গে শর্বিলকের সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মদনিকাকে সঁপে দেওয়া হয়েছে শর্বিলকের হাতে। এসব ঘটে যাবার পর বিদূষক এসেছে চারুদত্তের বার্তাবহরূপে।

'চারুদত্তে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে কারো নজর এড়াতে পারে না। তা হল—পাঁচটি মাত্র ছোটো ছোটো বাক্যে বসন্তসেনার গৃহের অন্তরঙ্গ পরিচয়। অথচ, মৃচ্ছকটিকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে বড়ো বড়ো সমাসবহুল বাক্যে বসন্তসেনার আটমহলা প্রাসাদের বর্ণনায় নাট্যকার কী মহান্ অনাটকীয় যত্নই না দেখিয়েছেন!

৬. মৃচ্ছকটিকেও রয়েছে শ্লোকটি—তবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে (৪২)।

কিন্তু শ্লোকটির শেষ পাদ উভয়ত্র এক। তুলনীয়ঃ 'Thus conscience does make cowards of us all'—Hamlet.

৭. শ্লোকটি একান্তভাবেই এ নাটকের (মৃচ্ছকটিকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত)। শ্লোকটিতে বসন্তসেনা এবং চারুদত্তের ভাবী বিপর্যয়ের ইঙ্গিত থাকলেও যেহেতু এ নাটক চতুর্থ অঙ্কেই শেষ, তাই একে অবাঞ্ছিত আশঙ্কার বেশি বলা যাচ্ছে না। অথচ চারুদত্তের সংবর্ধিত নাট্য-সম্ভাবনার কথা ধরলে শ্লোকটি পতাকাস্থান বা dramatic irony-র একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তরূপে স্বীকৃতি পাবার দাবি রাখে।

৮. শব্দটি নাটকের সুখ-সমাপ্তির সূচক। শূদ্রকের রচনা বলে কথিত 'পদ্ম-প্রাভৃতক' ভাণে অনুরূপ উক্তি মেলে—'সাধু ভোঃ অমৃতাঙ্কো (অমৃতাক্ষ ?) নাটকাঙ্কঃ সংবৃত্তঃ।'

চারুদত্তম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধারঃ—কিন্নু খু অজ্জ পচ্চূসে এব্ব গেহাদো নিক্খন্তস্স বুভুক্খাএ পুক্খরপত্তপডিদ-জলবিন্দু বিঅ চঞ্চলাঅন্তি বিঅ মে অক্খীণি। (পরিক্রম্য) জাব গেহং গচ্ছিঅ জাণামি কিন্নুহু সংবিধা বিহিদা ণ বেত্তি। (পরিক্রম্য) এদং অম্হাণং গেহং। জাব পবিসামি। (প্রবিশ্যাবলোক্য) জহ লোহীপরিবট্টণকালসারা ভূমি, ণেউব্-ভামণসুগন্ধো বিঅ গন্ধো সুণিমিত্তং বিঅ পরিব্ভমন্তো বাড়বস্সঅজণো। কিন্নুখু সংবিধা বিহিদা। আদু বুভুক্খাএ ওদণমঅং বিঅ জীবলোঅং পেক্খামি। জাব অয্যং সদ্দাবেমি। অয্যে। ইদো দাব। (কিন্নুখল্বদ্য প্রত্যুষ এব গেহান্নিষ্ক্রান্তস্য বুভুক্ষয়া পুষ্করপত্রপতিতজলবিন্দু ইব চঞ্চলায়েতে ইব মেঽক্ষিণী। যাবদ্ গেহং গত্বা জানামি কিন্নুখলু সংবিধা বিহিতা ন বেতি। এতদস্মাকং গেহম্। যাবত্ প্রবিশামি। যথা লোহীপরিবর্তনকালসারা ভূমিঃ (স্নেহোদ্ভাবনসুগন্ধ ইব গন্ধঃ সুনিমিত্তমিব পরিভ্রমন্ বরিবস্যকজনঃ। কিন্নু খলু সংবিধা বিহিতা। অথবা বুভুক্ষয়ৌদনময়মিব জীবলোকং পশ্যামি। যাবদার্যাং শব্দাপয়ামি। আর্যে। ইতস্তাবত্।)

(প্রবিশ্য)

নটী—অয্য! ইঅম্হি। অয্য! দিট্ঠিআ খু সি আঅদো। (আর্য! ইয়মস্মি! আর্য! দিষ্ট্যা খল্বস্যাগতঃ।)

সূত্রধারঃ—অয্যে! কিং অত্থি অম্হাণং গেহে কো বি পাদরাসো। (আর্যে! কিমস্ত্যস্মাকং গেহে কোঽপি প্রাতরাশঃ।)

নটী—অত্থি। (অস্তি)

সূত্রধারঃ—চিরং জীব। এবং সোভণাণি ভোঅণাণি দত্তিআ হোহি। (চিরং জীব। এবং শোভনানি ভোজনানি দাত্রী ভব।)

নটী—অয্য! তুবং এব পাড়িবালন্তী চিট্ঠামি। (আর্য! ত্বামেব প্রতিপালয়ন্তী তিষ্ঠামি।)

সূত্রধারঃ—অয্যে! কিং অত্থি অব্ভত্থিদং। (আর্যে! কিমস্ত্যভ্যর্থিতম্।)

নটী—অত্থি। (অস্তি)

সূত্রধারঃ—এবং দেবা তুমং অস্সাসঅন্তু। অয্যে! কিং কিং। (এবং দেবাস্ত্বামাশ্বা-সয়ন্তু। আর্যে! কিং কিম্।)

নটী—ঘিদং গুলং দহিং তণ্ডুলা অ অত্থি। (ঘৃতং গুড়ো দধি তণ্ডুলাশ্চাস্তি।)

সূত্রধারঃ—এদং সব্বং অম্হাণং গেহে অত্থি। (এতত্ সর্বমস্মাকং গেহেঽস্তি।)

নটী—ণহি ণহি। অন্তলাবণে। (নহি নহি। অন্তরাপণে।)

সূত্রধারঃ—(সরোষম্) আঃ অণয্যে! এবং দে আসা ছিন্দীঅদু। অভাবং চ গমিস্সসি। অহং চণ্ডপ্পবাদলণ্ডও বিঅ বরণ্ডী পব্বদাদো দূরং আরোবিঅ

পাড়িদো ম্হি। (আঃ অনার্যে! এবং তে আশা ছিদ্যতাম্। অভাবং চ গমিষ্যসি। অহং চণ্ডপ্রবাতলণ্ডিত ইব বরণ্ডঃ পর্বতাদ্ দূরমারোপ্য পাতিতোঽস্মি।)

নটী—মা ভাআহি মা ভাআহি! মুহুত্তঅং পড়িবালেদু অয্যো। সব্বং সজ্জং ভবিস্সদি। লদ্ধং ণাম এদং। অজ্জ মম উববাসস্স অয্যো সহায়ো হোদু। (মা বিভীহি মা বিভীহি। মুহূর্তকং প্রতিপালয়ত্বার্যঃ। সর্বং সজ্জং ভবিষ্যতি। লব্ধং নামৈতত্। অদ্য মমোপবাসস্যার্যঃ সহায়ো ভবতু।)

সূত্রধারঃ—কিন্নামহেও অয্যাএ উববাসো। (কিন্নামধেয় আর্যায়া উপবাসঃ।)

নটী—অভিরূববদী ণাম। (অভিরূপপতির্নাম।)

সূত্রধারঃ—কিং অন্নজাদীএ। (কিমন্যজাত্যাম্।)

নটী—আম। (আম।)

সূত্রধারঃ—সব্বং দাব চিট্ঠদু। কো ণু দাণি অয্যাএ উপবাসস্স উবদেসিও। (সর্বং তাবত্ তিষ্ঠতু। কোঽন্বিদানীমার্যায়া উপবাসস্যোপদেশিকঃ।)

নটী—ইমিণা বড়িবস্সএণ চুন্নগোট্ঠেণ। (অনেন বরিবস্যকেন চূর্ণগোষ্ঠেন।)

সূত্রধারঃ—সাহু চুন্নগোট্ঠ! সাহু। (সাধু চূর্ণগোষ্ঠ! সাধু।)

নটী—জই অয্যস্স অনুগগহো, তদো ইচ্ছেঅং অম্হারিসজণজোগ্গং কিং বম্হণং ণিমন্তেদুং। (যদ্যার্যস্যানুগ্রহঃ, তত ইচ্ছেয়মস্মাদৃশজনযোগ্যং কঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণং নিমন্ত্রয়িতুম্।)

সূত্রধারঃ—ধম্মিট্ঠো খু ণিওও। তেন পাদরাসো বি মে ভবিস্সদি। জই এব্বং, পবিসদু অয্যা। অহং বি অম্হারিসজনজোগ্গং কিং বম্হণং অন্নেসামি। (ধর্মিষ্ঠঃ খলু নিয়োগঃ। তেন প্রাতরাশোঽপি মে ভবিষ্যতি। যদ্যেবং, প্রবিশত্বার্যা। অহমপ্যস্মাদৃশজনযোগ্যং কঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণমন্বিষ্যামি।)

নটী—জং অয্যো আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তা।) (যদার্য আজ্ঞাপয়তি।)

সূত্রধারঃ—কহিং খু দরিদ্দবম্হণং লভেঅং। (বিলোক্য) এসো অয্যচারুদত্তস্স বঅস্সো অয্যমেত্তেও ণাম বম্হণো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। জাব উবণিমন্তেমি। (পরিক্রম্য) অয্য! ণিমন্তিদো সি। আমন্তণস্স মা দরিদ্দ ত্তি মং অবমন্নেহি। সম্পন্নং অণ্হিদব্বং ভবিস্সদি। ঘিদং গুলং দহি তণ্ডুলা অ সব্বং অত্থি। অবি অ দক্খিণমাসআণি ভবিস্সন্তি। (কুত্র নু খলু দরিদ্রব্রাহ্মণং লভেয়। এষ আর্যচারুদত্তস্য বয়স্য আর্যমৈত্রেয়ো নাম ব্রাহ্মণ ইত এবাগচ্ছতি। যাবদুপনিমন্ত্রয়ামি। আর্য! নিমন্ত্রিতোঽসি। আমন্ত্রণস্য মা দরিদ্র ইতি মাম্ অবমন্যস্ব। সম্পন্নমশিতব্যং ভবিষ্যতি। ঘৃতং গুড়ো দধি তণ্ডুলশ্চ সর্বমস্তি। অপি চ দক্ষিণামাষকা ভবিষ্যন্তি।)

(নেপথ্যে)

অন্নং অন্নং ণিমন্তেদু দাব ভবং। অরিত্তও দাব অহং। (অন্যমন্যং নিমন্ত্রয়তু তাবদ্ ভবান্। অরিক্তকস্তাবদহম্।)

সূত্রধারঃ—

ঘিদগুলদহিসুসমিদ্ধং ধূবিঅসুবোবদং সসম্ভিন্নং।
সক্কারদত্তমিট্ঠং ভুঞ্জীঅদু ভত্তময্যেণ ॥১॥

(ঘৃতগুড়দধিসুসমৃদ্ধং ধূপিতসূপোপদংশসম্ভিন্নম্
সৎকারদত্তমিষ্টং ভুজ্যতাং ভক্তমার্যেণ ॥১॥)

(নিষ্ক্রান্তঃ ।)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—অগ্গং অণ্ণং ণিমন্তেদু দাব ভবং । অরিত্তও দাব অহং । ণং ভণামি অহং অরিত্তও ত্তি । কিং ভণাসি 'সম্পণ্ণং অসণং অণহিদস্বং ভবিস্সদি' ত্তি অহং পুণ জানামি । অহিঅমহুরস্স অন্বস্স অজোগ্গদাএ অট্ঠি ণ ভক্খীঅদি ত্তি । কিং দাণি মং উল্লালিঅ উল্লালিঅ ভণাসি । ভণামি বাবুদো ত্তি । কিং ভণাসি 'দক্খিণমাসআণি ভবিস্সদি' ত্তি । এসো বাআ পচ্চাচক্খিদো হিঅএণঅণুবন্ধীঅমাণো গচ্ছীঅদি । অহো অচ্চাহিদং । অহং বি ণাম পরস্স আমন্তআণি ত্তি তক্কেমি । জো অহং তত্তহোদো চারুদত্তস্স গেহে অহোরত্তপয্যত্তসিদ্ধেহি ণাণাবিধেহি হিঙ্গুবিদ্ধেহি ওগ্গারণসুগন্ধেহি ভুক্খেবমত্তপাড়িচ্ছদেহি অন্তরন্তরপাণীএহি অসণপ্পআরেহি চিত্তঅরো বিঅ বহুমল্লএহি পরিবুদো আঅণ্ঠমত্তং অণ্হিঅ চচ্চরবুসহো বিঅ মোদঅখজ্জএহি রোমন্থাঅমাণো দিবসং খেবেমি, সো এব্ব, দাণি অহং তত্তহোদো চারুদত্তস্স দরিদ্দদাএ সমং পারাবদেহি সাহারণবুত্তিং উবজীবন্তো অণ্ণহিং চরিঅ চরিঅ তস্স আবাসং এব্ব গচ্ছামি । অণ্ণং চ অচ্ছরিঅং । মম উদরং অবত্থাবিসেসং জাণাদি । অপ্পেণাবি তুস্সদি ; বহুঅং বি ওদণভরং ভরিস্সদি দীঅমাণং, ণ আএদি অদীঅমাণং, ণ পচ্চাচিক্খদি । ণ খু অহং এদিসেণ ণ সন্তুট্ঠো । তা সট্ঠীকিদদেবকয্যস্স তত্তহোদো চারুদত্তস্স করণাদো গহীদো সুমণো অন্তালিক্খবাসো অ । জাব সে পস্সপরিবত্তী হোমি । (পরিক্রম্যাবলোক্য) এসো তত্তভবং চারুদত্তো পভাদচন্দো বিঅ সকরুণপিঅদংসণো জহাবিভবেণ গিহদেবদাণি অচ্চঅন্তো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি । জাব ণং উবসপ্পামি । (নিষ্ক্রান্তঃ ।) (অন্যমন্যং নিমন্ত্রয়তু তাবদ্ ভবান্ । অরিক্তকস্তাবদহম্ । ননু ভণাম্যহমরিক্তক ইতি । কিং ভণসি 'সম্পন্নমশনমশিতব্যং ভবিষ্যতি' ইতি । অহং পুনর্জানামি । অধিকমধুরস্য আম্রস্য অযোগ্যতয়া অস্থি ন ভক্ষ্যত ইতি । কিমিদানীং মামুল্লাল্যোল্লাল্য ভণসি । ভণামি ব্যাপৃত ইতি । কিং ভণসি 'দক্ষিণামাষকা ভবিষ্যন্তীতি । এষ বাচা প্রত্যাখ্যাতো হৃদয়েনানুবধ্যমানো গম্যতে । অহো অত্যাহিতম্ । অহমপি নাম পরস্যামন্ত্রণানীতি তর্কয়ামি । যোঽহং তত্রভবতশ্চারুদত্তস্য গেহেঽহোরাত্রপর্যাপ্তসিদ্ধৈর্নানাবিধৈর্হিঙ্গুবিদ্ধৈরুদ্গারণসুগন্ধিভিঃ ভ্রূক্ষেপমাত্রপ্রতীষ্টৈরন্তরপানীয়েরশনপ্রকারৈশ্চিত্রকর ইব বহুমল্লকৈঃ পরিবৃত আকণ্ঠমাত্রমশিত্বা চত্বরবৃষভ ইব মোদকখাদ্যৈ রোমন্থায়মানো দিবসং ক্ষিপামি, স এবেদানীমহং তত্রভবতশ্চারুদত্তস্য দরিদ্রতয়া সমং পারাবতৈঃ সাধারণবৃত্তিমুপজীবন্ অন্যত্র চরিত্বা চরিত্বা তস্যাবাসমেব গচ্ছামি । অন্যচ্চাশ্চর্যম্ । মমোদরমবস্থাবিশেষং জানাতি । অল্পেনাপি তুষ্যতি । বহুকমপ্যোদনভরং ভরিষ্যতি দীয়মানং ন যাচতেঽদীয়মানং, ন প্রত্যাচষ্টে । ন খল্বহমীদৃশেন ন সন্তুষ্টঃ । তত্ ষষ্ঠীকৃতদেবকার্যস্য তত্রভবতশ্চারুদত্তস্য কারণাদ্ গৃহীতঃ

সুমনসোঽন্তরিক্ষবাসঃ চ। যাবদস্য পার্শ্বপরিবর্তী ভবামি। এষ তত্রভবাংশ্চারুদত্তঃ প্রভাতচন্দ্র ইব সকরুণপ্রিয়দর্শনো যথাবিভবেন গৃহদেবতান্যর্চয়ন্নিত এবাগচ্ছতি। যাবদেনমুপসর্পামি।)

(ততঃ প্রবিশতি বলিমুপহরন্নায়কো বিদূষকশ্চাঙ্গেরিকাহস্তা চেটী চ)

নায়কঃ—(দীর্ঘং নিঃশ্বস্য) ভোঃ! দারিদ্র্যং খলু নাম মনস্বিনঃ পুরুষস্য সোচ্ছ্বাসং মরণম্। কুতঃ,

যাসাং বলির্ভবতি মদ্গৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিভক্তপূর্পঃ।
তাস্বেব পূর্ববলিরূঢ়যবাঙ্কুরাসু
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ ॥ ২ ॥

বিদূষকঃ—অলং দাণি ভবং অদিমত্তং সন্তপ্পিদুং। পুরুসজোব্বণাণি বিঅ গিহজোব্বণাণি খু দসাবিসেসং অণুহোন্তি। আসমুদ্দআণবিপণ্ণবিভবস্স বহুলপক্খচন্দস্স জোণ্হাপরিক্খও বিঅ ভবদো এব্ব রমণীও অঅং দরিদ্দভাবো। (অলমিদানীং ভবানতিমাত্রং সন্তপ্তুম্। পুরুষযৌবনানীব গৃহযৌবনানি খলু দশাবিশেষমনুভবন্তি। আসমুদ্রযানবিপন্নবিভবস্য বহুলপক্ষচন্দ্রস্য জ্যোৎস্নাপরিক্ষয় ইব ভবতি এব রমণীয়োঽয়ং দরিদ্রভাবঃ।

নায়কঃ—ন খল্বহং নষ্টাং শ্রিয়মনুশোচামি। গুণরসজ্ঞস্য তু পুরুষস্য ব্যসনং দারুণতরং মাং প্রতিভাতি। কুতঃ,

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
যথান্ধকারাদিব দীপদর্শনম্।
সুখাত্তু যো যাতি দশাং দরিদ্রতাং
স্থিতঃ শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! সমুদ্দপট্টণসারভূদো তাদিসো অত্থসঞ্চও কহিং গও। (ভো বয়স্য! সমুদ্রপত্তনসারভূতস্তাদৃশোঽর্থসঞ্চয়ঃ ক্ব গতঃ।)

নায়কঃ—(নিঃশ্বস্য) বয়স্য! যত্র গতানি মে ভাগধেয়ানি। পশ্য,

ক্ষীণা মমার্থাঃ প্রণয়িক্রিয়াসু
বিমানিতং নৈব পরং স্মরামি।
এতত্তু মে প্রত্যয়দত্তমূল্যং
সত্ত্বং, সখে! ন ক্ষয়মভ্যুপৈতি ॥ ৪ ॥

(চিন্তাং নাটয়তি।)

বিদূষকঃ—কিঃ ভবং অত্থবিভবং চিন্তেদি। (কিং ভবানর্থবিভবং চিন্তয়তি।)

নায়কঃ— সত্যং ন মে ধনবিনাশগতা বিচিন্তা
ভাগ্যক্রমেণ হি ধনানি পুনর্ভবন্তি।
এতত্তু মাং দহতি নষ্টধনশ্রিয়ো মে
যৎ সৌহৃদানি সুজনে শিথিলীভবন্তি ॥ ৫ ॥

অপি চ,

দারিদ্র্যাৎ পুরুষস্য বান্ধবজনো বাক্যে ন সন্তিষ্ঠতে
সত্ত্বং হাস্যমুপৈতি শীলশশিনঃ কান্তিঃ পরিম্লায়তে।

নির্বৈরা বিমুখীভবন্তি সুহৃদঃ স্ফীতা ভবন্ত্যাপদঃ
পাপং কর্ম চ যত্ পরৈরপি কৃতং তত্তস্য সম্ভাব্যতে ॥ ৫ ॥

বিদূষকঃ—এদে দাণি দাসীএপুত্তা অত্থবাবারা গোবদারআ বিঅ মসঅভীদা গিহাদো ণিগ্‌গচ্ছন্তি। ধণবিণাসদুক্‌খস্স উণ চিন্তিঅমাণস্স বসন্তে বুড্‌ঢস্স শরত্থম্বস্স বিঅ অঙ্কুরাঙ্কুরা উব্‌ভমন্তি। তা অলং ভবদো সন্দাবেণ। (এত ইদানীং দাস্যাঃ পুত্রা অর্থব্যাপারা গোপদারকা ইব মশকভীতা গৃহাদ্ নির্গচ্ছন্তি। ধনবিনাশদুঃখস্য পুনশ্চিন্ত্যমানস্য বসন্তে বৃদ্ধস্য শরস্তম্বস্যেবাঙ্কুরাঙ্কুরা উদ্‌ভ্রমন্তি। তদলং ভবতঃ সন্তাপেন।)

নায়কঃ—বয়স্য! কিমর্থং সন্তাপং করিষ্যে। কিন্ত্বহং দরিদ্রঃ, যস্য মম,
বিভবানুবশা ভার্যা সমদুঃখসুখো ভবান্।
সত্ত্বং চ ন পরিভ্রষ্টং যদ্ দরিদ্রেষু দুর্লভম্ ॥ ৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি গণিকা সম্ভ্রান্তা বিটেন শকারেণ চানুগম্যমানা।)

শকারঃ—চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ বশন্তশেণিএ! চিট্‌ঠ,
কিং যাশি ধাবশি পধাবশি পক্‌খলন্তী
শাহু প্পশীদ ণ মলীঅশি চিট্‌ঠ দাব।
কামেণ শম্পদি হি ডজ্‌ঝই মে শলীলং
অঙ্গালমজ্‌ঝপডিদে বিঅ চম্মখণ্ডে ॥ ৮ ॥

(তিষ্ঠ তিষ্ঠ বসন্তসেনিকে! তিষ্ঠ,
কিং যাসি ধাবসি প্রধাবসি প্রস্খলন্তী
সাধু প্রসীদ ন মার্যসে তিষ্ঠ তাবত্।
কামেন সম্প্রতি হি দহ্যতে মে শরীর-
মঙ্গারমধ্যপতিতমিব চর্মখণ্ডম্ ॥ ৮ ॥

বিটঃ—বসন্তসেনে!
কিং ত্বং ভয়েন পরিবর্তিতসৌকুমার্যা
নৃত্তোপদেশবিশদৌ চরণৌ ক্ষিপন্তী।
উদ্বিগ্নচঞ্চলকটাক্ষবিসৃষ্টদৃষ্ট-
র্ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীব যাসি ॥ ৯ ॥

শকারঃ—ভাবে! এশা গচ্ছই বশন্তশেণিআ.
দুবেহি অম্‌হেহি অণুবন্ধঅন্তী
জহা শিগালী বিঅ কুক্কুলেহি।
শণূপুলা মেহলণাদহাশা
শবেট্টণং মে হলঅং হলন্তী ॥ ১০ ॥

(ভাব! এষা গচ্ছতি বসন্তসেনা,
দ্বাভ্যামাবাভ্যামনুবধ্যমানা যথা শৃগালীব কুক্কুরাভ্যাম্।
সনূপুরা মেখলানাদহাসা সবেষ্টনং মে হৃদয়ং হরন্তী ॥ ১০ ॥

বিটঃ—বসন্তসেনে!
কিং ত্বং পদাৎ পদশতানি নিবেশয়ন্তী
নাগীব যাসি পতগেন্দ্রভয়াভিভূতা।

বেগাদহং প্রচলিতঃ পবনোপমেয়ঃ
কিং ত্বাং গ্রহীতুমথবা ন হি মেঽস্তি শক্তিঃ ॥ ১১ ॥

গণিকা—(সমন্তাদবলোক্য) পল্লবঅ ! পল্লবঅ ! পরহুদিএ ! পরহুদিএ ! মহুঅরঅ ! মহুঅরঅ ! সারিএ ! সারিএ ! হদ্ধি, ণট্ঠো মে পরিজণো। এথং সঅং এব অপ্পা রক্খিদব্বো। (পল্লবক ! পল্লবক ! পরভৃতিকে ! পরভৃতিকে ! মধুকরক ! মধুকরক ! শারিকে ! শারিকে ! হা ধিক্, নষ্টো মে পরিজনঃ। অত্র স্বয়মেবাত্মা রক্ষিতব্যঃ।)

শকারঃ—বিলব বিলব ণাএ বিলব পল্লবং বা, পরহুদিঅং বা মহুঅরং বা। শালিঅং বা, শব্বং বশন্তমাশং বা। কে কে তুমং পরিত্তঅশি।

কিং বাশুদেবে শবপট্টণেশে
কুন্তীশুদে বা জণমেজএ বা।
অহং তুমং গণ্হিঅ কেশহত্থে
দুঃশাশনে শীদামিবাহলামি ॥ ১২ ॥

(বিলপ বিলপ জ্ঞাতে ! বিলপ পল্লবং বা, পরভৃতকাং বা, মধুকরং বা, শারিকাং বা সর্বং বসন্তমাসং বা। কঃ কস্মাৎ পরিত্রাস্যতে।

কিং বাসুদেবঃ শবপত্তনেশঃ কুন্তীসুতো বা জনমেজয়ো বা।
অহং ত্বাং গৃহীত্বা কেশহস্তে দুঃশাসনঃ সীতামিবাহরামি ॥ ১২ ॥

বিটঃ—বসন্তসেনে ! সর্বত্র ভয়ানিভজ্ঞস্বয়ং মাং কুরু। পশ্য,

পরিচিতাতিমিরা মে শীলদোষেণ রাত্রি-
র্বহুলতিমিরকালাস্তীর্ণপূর্বা বিবট্টাঃ।
যুবতিজনসমক্ষং কামমেতন্ন বাচ্যং
বিপণিহু হতশেষা রক্ষিণঃ সাক্ষিণো মে ॥ ১৩ ॥

গণিকা—হং ইদাণিং সংসইদা সংবুত্তা, জো অপ্পগুণাণি সঅং এব্ব মন্তেদি। কহং এদে অকয্যং ণ করিস্সন্দি। (হম্ ইদানীং সংশয়িতা সংবৃত্তা, য আত্মগুণান্ স্বয়মেব মন্ত্রয়তে। কথমেতেঽকার্যং ন করিষ্যন্তি।)

বিটঃ—ভবতি ! ক্রিয়তামস্মাকমনুনয়প্রগ্রহঃ। পশ্য,

জনয়তি খলু রোষং প্রশ্রয়ো ভিদ্যমানঃ
কিমিব চ রুষিতানাং দুষ্করং মদ্বিধানাম্।
অনুনয়তি সমর্থঃ খড়্গদীর্ঘঃ করোঽয়ং
যুবতিবধঘৃণায়া মাং শরীরং চ রক্ষ ॥ ১৪ ॥

গণিকা—অণুণও বি খু সে ভাএদি। (অনুনয়োঽপি খল্বস্য ভায়য়তি।)

শকারঃ—বশন্তশেণিএ ! শুট্ঠু ভাবে ভণাদি। বহুমাণ্ণিঅদি খু দাব বলিঅজণদুল্লহে অণুণএ। পেক্খ বাশু !

অশি কখু তীকখে শিহিগীবমেত্তএ
খিবেমি শীশং তব মালএ হুবা।
অলং তু অম্মালিশকাণি লোশিঅ
মডে খু জো হোই ণ শাম জীবই ॥ ১৫ ॥

(বসন্তসেনিকে ! সুষ্ঠু ভাবো ভণতি। বহুমান্যতে খলু তাবদ্ বলবজ্জন-

দুর্লভোঽনুনয়ঃ। পশ্য বাম্ !

অসিঃ খলু তীক্ষ্নঃ শিখিগ্রীবামেচকঃ
ক্ষিপামি শীর্ষং তব মারয়েঽথবা।
অলং ত্বস্মাদ্‌শকান্ রোষয়িত্বা মৃতঃ
খলু যো ভবতি ন নাম জীবতি ॥ ১৫ ॥

গণিকা—অয্য ! কুলউত্তজণস্স সীলপরিতোসোবজীবিণী গণিআ খু অহং। (আর্য ! কুলপুত্রজনস্য শীলপরিতোষোপজীবিনী গণিকা খল্বহম্।)

বিটঃ—অত খলু প্রার্থ্যসে।

গণিকাঃ—অয্য ! ইমাদো জণাদো কিং ইচ্ছীঅদি সরীরং বা আদু অলঙ্কারো বা। (আর্য। অস্মাজ্জনাত্ কিমিষ্যতে শরীরং বাথবালঙ্কারো বা।)

বিটঃ—ন পুষ্পমোক্ষণমর্হতি লতা। কৃতমলঙ্কারেণ।

গণিকা—অহং খু দাণি অত্তাণং ণ সন্দাবেঅং। (অহং খল্বিদানীমাত্মানং ন সন্তাপয়েয়ম্।)

শকারঃ—বশন্তশেণিএ ! অহং ভট্টিপুত্তে কামইদব্বে। (বসন্তসেনিকে ! অহং ভর্তৃপুত্রঃ কাময়িতব্যঃ।

গণিকা—সন্তো সি (শান্তোঽসি।)

শকারঃ—শুণাহি ভাবে ! শুণাহি। এশা বশন্তশেণিআ মং শন্তো শি ত্তি ভণাদি। (শৃণু ভাব ! শৃণু। এষা বসন্তসেনা মা শ্রান্তোঽসীতি ভণতি।)

বিটঃ—(আত্মগতম্) আকৃষ্টমাত্মানং ন জানাতি মূর্খঃ। ধ্বংস ইত্যুক্তে শ্রান্ত ইত্যবগচ্ছতি। অপিচ,

অভিনয়তি বচাংসি সর্বগাত্রৈঃ
কিমপি কিমপ্যনবেক্ষিতার্থমাহ।
অনুচিতগতিরপ্রগল্ভবাক্যঃ
পুরুষময়স্য পশোর্নবাবতারঃ ॥ ১৬ ॥

(প্রকাশম্) বসন্তসেনে ! কিমিদং মত্সন্নিধৌ বেশবাসবিরুদ্ধমভিহিতম্। পশ্য,

তরুণজনসহায়শ্চিন্ত্যতাং বেশবাসো
বিগণয় গণিকা ত্বং মার্গজাতা লতেব।
বহসি হি ধনহার্যং পণ্যভূতং শরীরং
সমমুপচর ভদ্রে ! সুপ্রিয়ং চাপ্রিয়ং চ ॥ ১৭ ॥

গণিকা—এসো মে অভিণিবেসো অভিজণেন তুলীঅদি। (এষ মেঽভিনিবেশোঽভিজনেন তোল্যতে।)

শকারঃ—ভাবে ! এশা অন্ধআলপুলিদগম্ভীলা লচ্ছা দীশই। মা খু ণাএ এথ ভংশইদব্বা। আ কামদেবাণুআণপহুদি ণঅণমত্তশখুলং দলিদ্দশত্থবাহপুত্তং চালুদত্তবডুঅং কামেদি এশা। ইদং তশ্‌শ গেহশ্‌শ পক্‌খদুবালং। (ভাব ! এষান্ধকারপূরিতগম্ভীরা রথ্যা দৃশ্যতে। মা খলু জ্ঞাতা অত্র ভ্রংশয়িতব্যা। আ কামদেবানুযানাৎ প্রভৃতি নয়নমাত্রসংস্থুলং দরিদ্রসার্থবাহপুত্রং চারুদত্তবটুকং কাময়ত এষা। ইদং তস্য গৃহস্য পক্ষদ্বারম্।)

গণিকা—(সহর্ষমাত্মগতম্) এদং তস্স গেহং। দিট্ঠিআ দাণিং অমিত্তজণণিরোহেণ পিঅজণসমীবং উবণীদম্হি। ভোদু, এবং দাব করিস্সং। (এতত্ তস্য গেহম্। দিষ্ট্যেদাদানীমমিত্রজননিরোধেন প্রিয়জনসমীপমুপনীতাস্মি। ভবতু, এবং তাবত্ করিষ্যামি)। (অপসরতি।)

শকারঃ—(বিলোক্য) ভাবে! ণট্ঠা ণাএ ণট্ঠা। (ভাব। নষ্টা জ্ঞাতা নষ্টা।)

বিটঃ—কথং নষ্টা। অন্বিষ্যতামন্বিষ্যতাম্।

শকারঃ—ভাবে! ণ দিশ্শদি (ভাব! ন দৃশ্যতে।)

বিটঃ—হন্ত বঞ্চিতাঃ স্মঃ। বসন্তসেনে! উপলব্ধেদানীমসি।

কামং প্রদোষতিমিরেণ দৃশ্যসে ত্বং
সৌদামনীব জলদোদরসন্নিরুদ্ধা
ত্বাং সূচয়িষ্যতি হি বায়ুবশোপনীতো
গন্ধশ্চ শব্দমুখরাণি চ ভূষণানি ॥ ১৮ ॥

(গণিকা মালামপনীয় ভূষণানি চোত্সারয়তি।)

বিটঃ—অহো বলবাংশ্চায়মন্ধকারঃ। সংপ্রতি হি,

লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসত্পুরুষসেবেব দৃষ্টির্নিষ্ফলতাং গতা ॥ ১৯ ॥

অপি চ,

সুলভশরণমাশ্রয়ো ভয়ানাং বনগহনং তিমিরং চ তুল্যমেব।
উভয়মপি হি রক্ষতেঽন্ধকারো জনয়তি যশ্চ ভয়ানি যশ্চ ভীতঃ ॥ ২০ ॥

তথাহি,—

আলোকবিশালা মে সহসা তিমিরপ্রবেশসঞ্ছন্না।
উন্মীলিতাপি দৃষ্টির্নিমীলিতেবান্ধকারেণ ॥ ২১ ॥

গণিকা—অম্মহে ভিত্তিপরিণামসূইদং পক্খদুবারং। অসম্ভোঅমলিণদাএ ইহ অহিঅং অন্ধআরো। তা ইহ এব্ব চিট্ঠিস্সং। (স্থিতা।) (অহো ভিত্তিপরিণামসূচিতং পক্ষদ্বারম্। অসম্ভোগমলিনতয়েহাধিকমন্ধকারঃ। তদ্ ইহৈব স্থাস্যামি।)

নায়কঃ—মৈত্রেয়! গচ্ছ, চতুষ্পথে বলিমুপহর মাতৃভ্যঃ।

বিদূষকঃ—ণ মে সদ্ধা, অণ্ণো গচ্ছদু। (ন মে শ্রদ্ধা, অন্যো গচ্ছতু।)

নায়কঃ—কিমর্থম্।

বিদূষকঃ—মম বুদ্ধী আদংসমণ্ডলগআ বিঅ ছাআ বামেসু দক্খিণা দক্খিণেসু বামা হোই। (মম বুদ্ধিরাদর্শমণ্ডলগতেবচ্ছায়া বামেষু দক্ষিণা দক্ষিণেষু বামা ভবতি।)

নায়কঃ—মূর্খ! যথাবিভবেনার্চ্যতাম্। ভক্ত্যা তুষ্যন্তি দৈবতানি। তদ্ গম্যতাম্।

বিদূষকঃ—এআই অহং কহং গমিস্সং (একাক্যহং কথং গমিষ্যামি।)

নায়কঃ—রদনিকে। অনুগচ্ছাত্রভবন্তম্।

রদনিকা—জং ভট্টা আণবেদি। (যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি।)

বিদূষকঃ—ভোদি! দীবং অহং ণইস্সং। (ভবতি! দীপমহং নেষ্যামি।)

নায়কঃ—যথা ভবান্ মন্যতে, তথাস্তু।

বিদূষকঃ—(দীপং গৃহীত্বা) ভো রদণিএ ! অবাবুদ পক্খদুবালং। (ভো রদনিকে ! অপাবৃণু পক্ষদ্বারম্ ।)

রদনিকা—তহ। (তথা।) (নাট্যেন দ্বারমপাবৃণোতি।)

(গণিকা বস্ত্রান্তেন দীপং নির্বাপয়তি।)

বিদূষকঃ—অবিহা অবিহা। (অবিহাবিহা।)

নায়কঃ—বয়স্য ! কিমেতত্ ।

বিদূষকঃ—অবাবুদপক্খদুবারপিণ্ডীকিদপবিট্ঠেণ রাঅমগ্গসংকিণ্ণেণ বাদেণ সহসা ণিগ্গচ্ছন্তস্স মম হত্থে ণিবাবুদো দীবো। (অপাবৃতপক্ষদ্বারপিণ্ডীকৃত-প্রবিষ্টেন রাজমার্গসঙ্কীর্ণেন বাতেন সহসা নির্গচ্ছতো মম হস্তে নির্বাপিতো দীপঃ।)

নায়কঃ—মূর্খ ! ধিক্ ত্বাম্ ।

বিদূষকঃ—অপ্পং খু মে অবরদ্ধং। রদণিএ ! গচ্ছ, চউপ্পহে মং পড়িবালেহি। জাব অহং বি অব্ভন্তরচউস্সালাদো দীবং গণ্হিঅ আঅচ্ছামি। (অল্পং খলু মেঽপরাদ্ধম্ । রদনিকে ! গচ্ছ, চতুষ্পথে মাং প্রতিপালয় যাবদহমপ্যভ্য-ন্তরচতুঃশালাদ্ দীপং গৃহীত্বাগচ্ছামি।) (নিষ্ক্রান্তঃ।)

চেটী—অয্য ! তহ। (আর্য ! তথা।) (পরিক্রামতি।)

গণিকা—দিট্ঠিআ মম পবেসণিমিত্তং অবাবুদং পক্খদুবালং। অলং চারিত্তভএণ। জাব পবিসামি। (দিষ্ট্যা মম প্রবেশনিমিত্তমপাবৃতং পক্ষদ্বারম্ । অলং চারিত্রভয়েন। যাবত্ প্রবিশামি।) (অভ্যন্তরং প্রবিশ্য তিষ্ঠতি।)

বিটঃ—(বিলোক্যাগ্রতঃ) ভবনান্নির্গত্য কাচিদিয়মাগচ্ছতি। ভবত্বনয়া বরাকং বঞ্চয়ামি। (প্রকাশম্) সুরভিস্নানগন্ধোপানুবিদ্ধ ইব গন্ধঃ।

শকারঃ—আম ভাবে ! শুণোমি গন্ধং শবণেহিং। অন্ধআলপূলিদেহিং ণাশাপুড়েহিং শুট্ঠু ণ পেক্খামি। (আম ভাব ! শৃণোমি গন্ধং শ্রবণাভ্যাম্ । অন্ধকারপূরিতাভ্যাং নাসাপুটাভ্যাং সুষ্ঠু ন পশ্যামি।)

বিটঃ—তিষ্ঠ তিষ্ঠ। ক্ব যাস্যসি। (চেটীং গৃহ্ণাতি।) (চেটী সভয়ং ভূমৌ পতিতা)

শকারঃ—গণ্হ ভাবে ! গণ্হ। (গৃহাণ ভাব ! গৃহাণ।)

বিটঃ—এষা হি বয়সো দর্পাত্ কুলপুত্রাবমানিনী।

কেশেষু কুসুমন্যাসৈঃ সেবিতব্যেষু ধর্ষিতা ॥ ২২ ॥

শকারঃ—ভাবে ! কিং গহীদা। (ভাব ! কিং গৃহীতা।)

বিটঃ—অথ কিম্ । এষা গন্ধানুসারেণ গৃহীতা।

শকারঃ—দাশীএ পুত্তীএ শীশং দাব ছিন্দিঅ পচ্ছা মালইশ্শং। (দাস্যাঃ পুত্র্যাঃ শীর্ষং তাবচ্ছিত্ত্বা পশ্চান্মারয়িষ্যামি।)

বিটঃ—গৃহ্যতাং তাবত্ ।

শকারঃ—(চেটীং গৃহীত্বা)।

এশা হি বাশু শিলশি গুগহীদা
কেশেশু বালেশু শিলোলুহেশু।
কুজাহি কন্দাহি লবাহি বাহং
মহেশ্শলং শঙ্কলমিশ্শলং বা ॥ ২৩

[এষা হি বাসঃ শিরসি গৃহীতা কেশেষু বালেষু শিরোরুহেষু ।
কূজ ক্রন্দ লপ বার্তং মহেশ্বরং শঙ্করমীশ্বরং বা ॥ ২৩ ॥]

চেটী—কিং অয্যমিস্সেহি ববসিদং । (কিমার্যমিশ্রৈর্ব্যবসিতম্ ।)

শকারঃ—ভাবে ! জাণামি শলযোগেণ ণ হোই বশন্তশেণিআ । (ভাব ! জানামি স্বরযোগেন ন ভবতি বসন্তসেনা ।)

বিটঃ—ন মোক্তব্যা বসন্তসেনৈবৈষা ।
এষা রঙ্গপ্রবেশেন কলানাং চৈব শিক্ষয়া ।
স্বরান্তরেণ দক্ষা হি ব্যাহর্তুং তন্ন মুচ্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

(প্রবিশ্য)

বিদূষকঃ—(দীপং গৃহীত্বা) রাঅমগ্গসংকিণ্ণেণ সীঅসুউমারেণ বাদেণ পদে পদে বিক্খোহিঅমাণজণিঅতরঙ্গতেল্লপুণ্ণভাঅণং দীবং কহং বি রক্খিঅ গণ্হিঅ আঅদো ম্হি । (রাজমার্গসঙ্কীর্ণেন শীতসুকুমারেণ বাতেন পদে পদে বিক্ষোভ্যমাণজনিততরঙ্গতৈলপূর্ণভাজনং দীপং কথমপি রক্ষিত্বা গৃহীত্বাগতোঽস্মি ।

চেটী—(শকারং পাদেন তাড়য়ন্তী রুদিত্বা) অয্য ! মেত্তেঅ ! অয়ং পরিভবো আদু অবলেবো । (আর্য ! মৈত্রেয় ! অয়ং পরিভবোঽথবাবলেপঃ ।)

বিদূষকঃ—মা দাব মা দাব । (মা তাবদ্ মা তাবত্ ।)

(সখড়্গং বিটং শকারং চ দৃষ্ট্বা শঙ্কিতাস্তিষ্ঠতি ।)

বিটঃ—অয়ে আর্যচারুদত্তস্য বয়স্যো মৈত্রেয়ঃ খল্বয়ম্ । নেয়মপি বসন্তসেনা । মহাব্রাহ্মণ ! অন্যশঙ্কয়া খল্বিদমস্মাভিরনুষ্ঠিতং, ন দর্পাত্ । পশ্যতু ভবান্,
অকামা হ্রিয়তেঽস্মাভিঃ কাচিত্ স্বাধীনযৌবনা ।
সা ভ্রষ্টা শঙ্কয়া তস্যাঃ প্রাপ্তেয়ং শীলবঞ্চনা ॥ ২৫ ॥

শকারঃ—অবিহা দলিদ্দশথবাহপুত্তশ্শ চালুদত্তবডুঅশ্শ চেডী খু ইঅং, ণ হোই বশন্তশেণিআ । শাহু, বশন্তশেণিএ ! শাহু । অন্ধআলং কলিঅ অন্তলা বঞ্চিদে ভাবে । অহকে দাব বঞ্চিদে কূডকাবডশীলএ । শোবিহা দুক্খডে কডে । (অবিহা দরিদ্রসার্থবাহপুত্রস্য চারুদত্তবটুকস্য চেটী খল্বিয়ং, ন ভবতি বসন্তসেনা । সাধু বসন্তসেনে ! সাধু । অন্ধকারং কৃত্বান্তরা বঞ্চিতো ভাবঃ । অহং তাবদ্ বঞ্চিতঃ কূটকাপটশীলয়া । সর্বথা দুষ্করং কৃতম্ ।

বিদূষকঃ—মা দাব । ণ জুত্তমিদং (মা তাবত্ । ন যুক্তমিদম্ ।)

বিটঃ—ভো মহাব্রাহ্মণ ! অয়মনুনয়সর্বস্বমঞ্জলিঃ ।

বিদূষকঃ—ভোদু ভোদু । অণবরদ্ধো ভবং । অণুণীদো অহং এব্ব এত্থ অবরদ্ধো । (ভবতু ভবতু । অনপরাদ্ধো ভবান্ । অনুনীতোঽহমেবাত্রাপরাদ্ধঃ ।)

শকারঃ—ভাবে ! দিঢ়ং খু ভাআশি তং দলিদ্দশথবাহপুত্তং চালুদত্তবডুঅং । (ভাব ! দৃঢ়ং খলু বিভেষি তং দরিদ্রসার্থবাহপুত্রং চারুদত্তবটুকম্ ।)

বিটঃ—সত্যং ভীতোঽস্মি ।

শকারঃ -কিশ্শ ভাবে, কিশ্শ । (কস্মাদ্ ভাব কস্মাৎ ?)

বিটঃ—তস্য গুণেভ্যঃ । পশ্যতু ভবান্,
স মদ্বিধানাং প্রণয়ৈঃ কৃশীকৃতো
ন তস্য কশ্চিদ্ বিভবৈরমণ্ডিতঃ ।

নিদাঘসংশুষ্ক ইব হ্রদো মহান্
নৃণাং তু তৃষ্ণামপনীয় শুষ্যতি ॥ ২৬ ॥

মহাব্রাহ্মণ ! অয়মর্থঃ সার্থবাহপুত্রস্য ন কথয়িতব্যঃ ।

(নিষ্ক্রান্তো বিটঃ ।)

শকারঃ—মালিশ ! বডুঅ ! মালিশ ! ভণেহি তং দলিদ্দশত্থবাহপুত্তং চালুদত্ত-বডুঅং মম বঅণেণ—লাঅশালে শণ্ঠাণে শবট্টেণ শীশেণ অণুবন্দ্য ভণাদি—ণাডঅইত্থিআ বশন্তশেণিআ ণাম গণিআদালিআ শুবণ্ণবণ্ণা দুবেহি অম্মেহি বলক্কারেণ ণীঅমাণা মহন্তেণ শুবণ্ণালঙ্কারেণ তব গেহং পবিট্ঠা । শা শুবে ণিয্যাঅইদব্বা । মা দাব তব অ মম অ দালুণো খোহো হোদি ত্তি । বডুঅ ! মালিশ ! ইদং চ ভণাহি—মা দাশীএপুত্ত ! বালাবদগলপ্পবিট্ঠং বিঅ মূলকন্দং শীশকবালং মডমডাইশ্শং । মা খু কবাডশম্পুডপ্পবিট্ঠং বিঅ পক্ককবিত্থং শীশং দে চুণ্ণচুণ্ণং মডমডাইশ্শং ত্তি । (মারিষ ! বটুক ! মারিষ ! ভণ তং দরিদ্রসার্থবাহপুত্রং চারুদত্তবটুকং মম বচনেন—রাজশ্যালঃ সংস্থানকঃ সপট্টেন শীর্ষেণানুবন্দ্য ভণতি—নাটকস্ত্রী বসন্তসেনা নাম গণিকাদারিকা সুবর্ণবর্ণা দ্বাভ্যামাবাভ্যাং বলাত্কারেণ নীয়মানা মহতা সুবর্ণালঙ্কারেণ তব গেহং প্রবিষ্টা । সা শ্বো নির্যাতয়িতব্যা । মা তাবত্ তব চ মম চ দারুণঃ ক্ষোভো ভবতীতি । বটুক ! মারিষ ! ইদং চ ভণ—মা দাস্যাঃ পুত্র ! পারাবতগলপ্রবিষ্টমিব মূলকন্দং শীর্ষকপালং মডমডায়িষ্যামি । মা খলু কবাটসম্পুটপ্রবিষ্টমিব পক্ককপিত্থং শীর্ষং তে চূর্ণচূর্ণং মডমডায়িষ্যামি ইতি ।)

বিদূষকঃ—ভো ! তহ (ভো ! তথা ।) (শকারং দীপেনোদ্বেজয়তি ।)

শকারঃ—(সর্বতো বিলোক্য) কহিং ভাবে । গদে ভাবে । অবিহা ভাবে ! (ক্ব ভাবঃ ! গতো ভাবঃ । অবিহা ভাব !)

(নিষ্ক্রান্তঃ শকারঃ)

বিদূষকঃ—কিংং দেবকয্যং তি তত্তহোদো নিবেদইস্সামো । ভোদি ! রবণীঅদু দে হিঅঅমণ্ণু । অঅং বুত্তন্তো অব্ভন্তরং ণ পেসণব্বো । (কৃতং দেবকার্যমিতি তত্রভবতো নিবেদয়িষ্যাবঃ । ভবতি ! অপনীয়তাং তে হৃদয়মন্যুঃ । অয়ং বৃত্তান্তোঽভ্যন্তরং ন প্রেষয়িতব্যঃ ।)

চেটী—অয্য ! রদণিআ খু অহং । (আর্য ! রদনিকা খল্বহম্)

বিদূষকঃ—এহি গচ্ছামো । (এহি গচ্ছাবঃ ।)

(উভৌ পরিক্রামতঃ)

নায়কঃ—ভদ্রে ! কৃতং দেবকার্যম্ ।

গণিকা—(আত্মগতম্) পরিজণাত্ত মং সম্ভাবেদি । ভোদু, রক্খিদহ্মি । (পরিজন ইতি মা শব্দাপয়তি । ভবতু, রক্ষিতাস্মি ।)

নায়কঃ—মারুতাভিলাষী প্রদোষঃ । তদ্ গৃহ্যতাং প্রাবারকম্ ।

গণিকা—(প্রাবারকং গৃহীত্বা সহর্ষম্) অণুদাসীণং জোবণং সে পডবাসগন্ধো সূএদি । (অনুদাসীনং যৌবনমস্য পটবাসগন্ধঃ সূচয়তি ।)

নায়কঃ—রদনিকে ! প্রবেশ্যতামভ্যন্তরচতুঃশালম্ ।

গণিকা—(আত্মগতম্) অভাইণী অহং অব্ভন্তরপ্পবেসস্স। (অভাগিন্যহমভ্যন্তর-প্রবেশস্য।)

নায়কঃ—কিমিদানীং ন প্রবিশসি।

গণিকা—ইদাণিং অহং কিং ভণিস্সং। (ইদানীমহং কিং ভণিষ্যামি)

নায়কঃ—রদনিকে। কিং বিলম্বসে।

(রদনিকাবিদূষকাবুপসৃত্য)

চেটী—ভট্টিদারঅ ! ইঅ ম্হি।

নায়কঃ—ইয়মিদানীং কা।

অবিজ্ঞাতপ্রযুক্তেন ধর্ষিতা মম বাসসা।
সংবৃতা শরদভ্রেণ চন্দ্রলেখেব শোভতে ॥ ২৭ ॥

গণিকা—(আত্মগতম্) দীবালোঅসূইদরূবো সো এব্ব দাণিং এসো, জস্স কিদে অহং ণিস্সাসমত্তলক্খিদং সরীরং উব্বহামি। (দীপালোকসূচিতরূপঃ স এবেদানীমেষঃ যস্য কৃতেঽহং নিঃশ্বাসমাত্রলক্ষিতং শরীরমুদ্বহামি।)

বিদূষকঃ—ভো চালুদত্ত ! রাঅসালো সংঠাণো সবট্টেণ সীসেণ অণুবন্দিঅ বিণ্ণবেদি ণাডঅইত্থিআ বসন্তসেণিআ ণাম গণিআদারিআ অম্হেহিং বলক্কারেণ ণীঅমাণা মহন্তেণ সুবণ্ণালঙ্কারেণ তুম্হাণং গেহং পবিট্ঠা। সা সুবে ণিয্যাঅইদব্বত্তি। (ভোঃ চারুদত্ত ! রাজশ্যালঃ সংস্থানঃ সপট্টেন শীর্ষেণানুবন্দ্য বিজ্ঞাপয়তি নাটকস্ত্রী বসন্তসেনা নাম গণিকাদারিকাস্মাভির্বলাত্কারেণ নীয়মানা মহতা সুবর্ণালঙ্কারেণ যুষ্মাকং গেহং প্রবিষ্টা। সা শ্বো নির্যাতয়িতব্যেতি)

গণিকা—হং বলক্কারেণ ণীঅমাণত্তি ণং ভণাদি। ভোদু, অঅং পত্তকালো। (প্রকাশম্) অয্য ! সরণাগদম্হি। (হং বলাত্কারেণ নীয়মানেতি ননু ভণতি ভবতু, অয়ং প্রাপ্তকালঃ। আর্য ! শরণাগতাস্মি।)

নায়কঃ—ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। কিং বসন্তসেনৈষা।

বিদূষকঃ—অবিহা বসন্তসেণা। ক ইব ? (অপবার্য) ভো বসন্তসেণা খু ইঅং, জা ভবদা কামদেবাণুআণপ্পহুদি ণঅণমত্তসংথুদা সণ্ণিহিদমণোভবেণ হিঅএণ উব্বহীঅদি। তা পেক্খদু ইঅং। (অবিহা বসন্তসেনা। ক ইব ? ভোঃ চারুদত্ত ! বসন্তসেনা খল্বিয়ং, যা ভবতা কামদেবানুযানপ্রভৃতি নয়নমাত্রসংস্তুতা সন্নিহিতমনোভবেন হৃদয়েনোদুহ্যতে। তত্ পশ্যাত্বমাম্।)

নায়কঃ—বয়স্য ! পশ্যাম্যেনাং,

যত্র মে পতিতঃ কামঃ ক্ষীণে বিভববিস্তরে।
রোষঃ কুপুরুষস্যেব স্বাঙ্গেষ্বেবাবসীদতি ॥ ২৮ ॥

গণিকা—অদিণ্ণভূমিপ্পবেসপধরিসণেণ অবরদ্ধা অহং অয্যং সীসেণ পসাদেমি। (অদত্তভূমিপ্রবেশপ্রধর্ষণেনাপরাদ্ধাহমার্যং শীর্ষেণ প্রসাদয়ামি।

নায়কঃ—যদ্যেবমহমপি তাবদবিজ্ঞাতপ্রযুক্তেন প্রেষ্যসমুদাচারেণ সাপরাধো ভবতীং প্রসাদয়ামি।

বিদূষকঃ—ভো বিবহস্তা ইব সঅডিঅং দুব্বিণীদবলীবদ্দা অণ্ণোণ্ণং সঙ্কিলেসন্তি। অহং দাণিং কং পসাদেমি ; ভোদু দাণিং রদণিঅং পসাদেমি। রদণিএ ! পসীদদু হোদী। (ভোঃ ! বিবহস্তাবিব শকটিকাং দুর্বিনীতবলীবর্দাবন্যোন্যং

সংক্লিশ্যেতে। অহমিদানীং কং প্রসাদয়ামি। ভবতু, ইদানীং রদনিকাং প্রসাদয়ামি। রদনিকে! প্রসীদতু প্রসীদতু ভবতী)।

নায়কঃ—ভবতি! পরবানস্মি। কিমনুতিষ্ঠতি স্নেহঃ।

গণিকা—(আত্মগতম্) মহুরং খু ইচ্ছিদব্বং। অদক্খিণং খু পঢমদংসণে জইচ্ছাগদাএ ইহ বসিদুং। তা এবং করিস্সং। (প্রকাশম্) জই মে অয্যো পসণ্ণো, অঅং মে অলঙ্কারো ইহ এব্ব চিট্ঠদু। অলঙ্কারণিমিত্তং পাবা মং অণুসরন্তি। অহং পি অয্যেণ রক্খিদা গেহং গন্তুমিচ্ছামি; (মধুরং খল্বেষ্টব্যম্। অদক্ষিণং খলু প্রথমদর্শনে যদৃচ্ছাগতয়েহ বস্তুম্। তদেবং করিষ্যামি। যদি মে আর্যঃ প্রসন্নঃ, অয়ং মেঽলঙ্কারঃ ইহৈব তিষ্ঠতু। অলঙ্কারনিমিত্তং পাপা মামনুসরন্তি। অহমপ্যার্যেণ রক্ষিতা গেহং গন্তুমিচ্ছামি)।

নায়কঃ—অন্বর্থমুপদিশতি; মৈত্রেয়! গৃহ্যতাম্।

বিদূষকঃ—ণ মে সদ্ধা। (ন মে শ্রদ্ধা)।

নায়কঃ—মূর্খ! গৃহ্যতাম্।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি। আণেদু ভোদী।

(যদ্ ভবানাজ্ঞাপয়তি। আনয়তু ভবতী)

(গণিকা বিমুচ্যালঙ্কারং প্রযচ্ছতি)

বিদূষকঃ—(গৃহীত্বা) রদণিএ! গণ্হ এদং সুবণ্ণালঙ্কারং তুবং। সট্ঠীএ সত্তমীএ অ ধারেহি। অহং অট্ঠমীএ অণদ্ধাএ ধারইস্সং। (রদনিকে! গৃহাণৈতং সুবর্ণালঙ্কারং ত্বম্। ষষ্ঠ্যাং সপ্তম্যাং চ ধারয়। অহমষ্টম্যামনধ্যায়ে ধারয়িষ্যামি)।

চেটী—(বিহস্য) সত্থং বক্খাণঅন্তস্স ভট্টিপুত্তস্স তদাণিং অবসরো হোদি। আণেদু অয্যো। (শাস্ত্রং ব্যাচক্ষাণস্য ভর্তৃপুত্রস্য তদানীমবসরো ভবতি। আনয়ত্বার্যঃ)।

(গৃহীত্বা নিষ্ক্রান্তা)

নায়কঃ—কোঽত্র ভোঃ। দীপিকা তাবত্।

বিদূষকঃ—ভো! দীবিআ গণিআ বিঅ ণিস্সণেহা সংবুত্তা। (ভোঃ! দীপিকা গণিকেব নিঃস্নেহা সংবৃত্তা)।

নায়কঃ—কৃতং দীপিকয়া। (বিলোক্য) উদিতো ভগবান্ সর্বজনসামান্যপ্রদীপশ্চন্দ্রঃ। অতঃ খলু,

উদয়তি হি শশাঙ্কঃ ক্লিন্নখর্জুরপাণ্ডু-
যুবতিজনসহায়ো রাজমার্গপ্রদীপঃ।
তিমিরনিচয়মধ্যে রশ্ময়ো যস্য গৌরা
হৃতজল ইব পঙ্কে ক্ষীরধারাঃ পতন্তি ॥২৯॥

ভবতি! রাজমার্গে নিষ্ক্রমণঃ ক্রিয়তাম্। সখে! অনুগচ্ছাত্রভবতীম্।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি। এদু এদু ভোদী। (যদ্ ভবানাজ্ঞাপয়তি। এত্বেতু ভবতী)।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ প্রথমোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি গণিকা চেটী চ)

গণিকা—তদো তদো। (ততস্ততঃ)।

চেটী—অম্মহে ণ কিম্পি মএ ভণিদং। কিং তদো তদো ত্তি। (অস্মহে ন কিঞ্চিন্ময়া ভণিতম্। কিং ততস্তত ইতি)।

গণিকা—হঞ্জে! কিং মএ মন্তিদং। (হঞ্জে! কিং ময়া মন্ত্রিতম্)।

চেটী—অজ্জুএ! সিণেহো পুচ্ছদি, ণ পুরোভাইদা। কিং চিন্তীঅদি। (অজ্জুকে! স্নেহঃ পৃচ্ছতি, ন পুরোভাগিতা। কিং চিন্ত্যতে)।

গণিকা—হঞ্জে! তুমং দাব কিং ত্তি তক্কেসি।) হঞ্জে! ত্বং তাবত্ কিমিতি তর্কয়সি)।

চেটী—অংপওঅণদাএ গণিআভাবস্স অজ্জুআ কং পি কামেদি ত্তি তক্কেমি। (অপ্রয়োজনতয়া গণিকাভাবস্যাজ্জুকা কমপি কাময়তে ইতি তর্কয়ামি)।

গণিকা—সুট্ঠু তুএ কিদং। অবণ্ণিদা দে দিট্ঠী। ঈদিসবণ্ণয্যেব। (সুষ্ঠু ত্বয়া কৃতম্। অবণ্ণিতা তে দৃষ্টিঃ; ঈদৃশবর্ণৈব)।

চেটী—অণলংকিদং পি অজ্জুঅং মণ্ডিদং বিঅ পেক্খামি। কামো হি ভঅবং অণবগীদো উস্সবো তরুণজণস্স। (অনলঙ্কৃতামপ্যজ্জুকাং মণ্ডিতামিব পশ্যামি। কামো হি ভগবাননবগীত উৎসবস্তরুণজনস্য)।

গণিকা—হদাসে! উক্কণ্ঠিদব্বে কা দে রদী। (হতাশে! উৎকণ্ঠিতব্যে কা তে রতিঃ।)

চেটী—অজ্জুএ! ইচ্ছামি, পুচ্ছিদুং বহুমাণো বিঅ রমণীও কোচ্চি রাঅকুমারো। (অজ্জুকে! ইচ্ছামি প্রষ্টুং বহুমান ইব রমণীয়ঃ কশ্চিদ্ রাজকুমারঃ)।

গণিকা—রমিদুং ইচ্ছামি, ণ সেবিদুং। (রন্তুমিচ্ছামি, ন সেবিতুম্)।

চেটী—কিন্নু খু বিজ্জাবিসেসরমণীও কোচ্চি বম্হণদারও। (কিন্নু খলু বিদ্যাবিশেষরমণীয়ঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণদারকঃ)।

গণিকা—অত্থি অদিবহুমদো বিস্সংভো। পূঅণীও খু সো জণো। (অস্ত্যতিবহুমতো বিস্রম্ভঃ। পূজনীয়ঃ খলু স জনঃ)।

চেটী—কিন্নু খু বণিজদারও কোচ্চি আগন্তুও। (কিন্নু খলু বণিগ্দারকঃ কশ্চিদাগন্তুকঃ)।

গণিকা—উম্মত্তিএ! আসাচ্ছেদং উক্কণ্ঠন্তা কা সহেদি। (উন্মত্তিকে! আশাচ্ছেদমুৎকণ্ঠমানা কা সহতে)।

চেটী—কিং ণ সক্কং সোদুং। কো অম্হাণং মণোরহাউত্তো। (কিং ন শক্যং শ্রোতুম্। কোঽস্মাকং মনোরথাবৃত্তঃ)।

গণিকা—কিং তুবং কামদেবাণুযাণে ণ আঅদা সি। (কিং ত্বং কামদেবানুযানে নাগতাসি)।

চেটী—ণং আঅদম্হি। (নন্বাগতাস্মি)।

গণিকা—কেন উদাসীণং মন্তেসি। (কেনোদাসীনং মন্ত্রয়সে)।

চেটী—ভণাদু ভণাদু অজ্জুআ ভণাদু। (ভণতু ভণত্বজ্জুকা ভণতু)।

গণিকা—হঞ্জে! সুণাহি দাব। অত্থি সত্থবাহপুত্তো চারুদত্তো ণাম। (হঞ্জে! শৃণু তাবত্। অস্তি সার্থবাহপুত্রশ্চারুদত্তো নাম)।

চেটী—জেণ সরণাগদা তুবং রক্খিদা। (যেন শরণাগতা ত্বং রক্ষিতা)।
গণিকা—সো এব্ব। (স এব)।
চেটী—হদ্ধি, দরিদ্দো খু সো। (হা ধিক্, দরিদ্রঃ খলু সঃ।
গণিকা—অদো খু কামীঅদি। অদিদরিদ্দপুরুসসত্তা গণিআ অবঅণীআ হোই। (অতঃ খলু কাম্যতে। অতিদরিদ্রপুরুষসক্তা গণিকা অবচনীয়া ভবতি।
চেটী—অজ্জুএ! উদ্ধুদপুপ্ফং সহআরং মহুঅরাও উবাসন্তি। (অজ্জুকে! উদ্ধুতপুষ্পং সহকারং মধুকরা উপাসতে)।
গণিকা—হঞ্জে! এবং উবাসন্তি। দে মহুঅরা ত্তি পুচ্ছীঅন্তি। (হঞ্জে! এবমুপাসতে। তে মধুকরা ইতি পৃচ্ছ্যন্তে।
চেটী—কিং বিহবমন্দদাএ বেসবাসপ্পসঙ্গকাদরো দুক্খং ত্তি জই ণ আঅচ্ছে। (কিং, বিভবমন্দতয়া বেশবাসপ্রসঙ্গকাতরো দুঃখমিতি যদি নাগচ্ছেত্।
গণিকা—ণং অহং তং কামেমি। (নন্বহং তং কাময়ে)।
চেটী—জই এত্তও বহুমাণো, কিং ণাভিসরীঅদি। (যদ্যেতাবান্ বহুমানঃ, কিং নাভিস্রিয়তে)।
গণিকা—ণ হু ণ গচ্ছামি। কিন্তু সহসা অভিসরিদো পচ্চুঅআরদুল্লভদাএ পুণো মে দুল্লহো ভবে ত্তি বিলম্বেমি। (ন খলু ন গচ্ছামি। কিন্তু সহসাভিসৃতঃ প্রত্যুপকারদুর্লভতয়া পুনর্মে দুর্লভো ভবেদিতি বিলম্বে)।
চেটী—হং, কিং এদণ্ণিমিত্তং তহিং এব্ব সো অলঙ্কারো ট্ঠাবিদো। (হং, কিমেতন্নিমিত্তং তত্রৈব সোঽলঙ্কারঃ স্থাপিতঃ)।
গণিকা—ঈদিসং এব্ব। (ঈদৃশমেব)।

(ততঃ প্রবিশত্যপটীক্ষেপেণ সংবাহকঃ)

সংবাহকঃ—অয্যে! সরণাগদো ম্হি। (আর্যে! শরণাগতোঽস্মি)।
গণিকা—অলং অয্যস্স সম্ভমেণ (অলমার্যস্য সম্ভ্রমেণ)।
চেটী—হং, কো দাণী এসো। (হং, ক ইদানীমেষঃ)।
গণিকা—উম্মত্তিএ! কিং সরণাঅদো পুচ্ছীঅদি। (উন্মত্তিকে! কিং শরণাগতঃ পৃচ্ছ্যতে)।
চেটী—অবি ণাম সাহসিও ভবে। (অপি নাম সাহসিকো ভবেত্)।
গণিকা—উম্মত্তিএ! গুণবন্তো রক্খিদব্বো হোদি। (উন্মত্তিকে। গুণবান্ রক্ষিতব্যো ভবতি)।
সংবাহকঃ—অয্যে! ণং ভএণ উবআরো বিস্সরিদো ণ পরিভবেণ। পেক্খদু অয্যা, ভীদাহবা পধরিসিদাহবা আবণ্ণাহবা সুলভচারিত্তবঞ্চণাহবা অবরাহেদুং সমত্থা হোন্তি। (আর্যে! ননু ভয়েনোপচারো বিস্মৃতঃ ন পরিভবেণ। পশ্যত্বার্যা, ভীতা অথবা প্রধর্ষিতা অথবা আপন্না অথবা সুলভচারিত্রবঞ্চনা অথবা অপরাধয়িতুং সমর্থা ভবন্তি)।
গণিকা—ভোদু ভোদু। বিস্সত্থো ভোদু অয্যো। গণিআ খু অহং। (ভবতু ভবতু। বিশ্বস্তো ভবত্বার্যঃ। গণিকা খল্বহম্)।
সংবাহকঃ—অভিজণেণ। ণ সীলেণ। (অভিজনেন। ন শীলেন।)
গণিকা—হঞ্জে! এবং বিঅ। (হঞ্জে! এবমিব।)

চেটী—অজ্জুআ অয্যং পুচ্ছদি কুদো অয্যস্স ভঅং তি। (অজ্জুকার্যং পৃচ্ছতি, কুত আর্যস্য ভয়মিতি।)

সংবাহকঃ—অয্যে! ধণিআদো! (আর্যে ধনিকাত্।)

গণিকা—জই এবং আসণং দেদু অয্যস্স। (যদ্যেবম্, আসনং দীয়তামার্যস্য।)

চেটী—তহ। (তথা।) (আসনং দদাতি।)

গণিকা—উববিসদু অয্যো। (উপবিশত্বার্যঃ।)

সংবাহকঃ—পুআবিসেসেণ জাণামি কয্যং তি। (পূজাবিশেষেণ জানামি কার্যমিতি।) (উপবিশতি।)

গণিকা—হঞ্জে! এবং বিঅ। (হঞ্জে! এবমিব।)

চেটী—অজ্জুএ! তহ। অয্য! রাঅমগ্গে বিস্সত্থসম্পাদং অয্যং কাদুং ইচ্ছদি অজ্জুআ। কস্স কিং কত্তব্বং। (অজ্জুকে! তথা। আর্য! রাজমার্গে বিশ্বস্তসম্পাতমার্যং কর্তুমিচ্ছত্যজ্জুকা। কস্য কিং কর্তব্যম্।)

সংবাহকঃ—সুণাদু অয্যা। (শৃণোত্বার্যা।)

গণিকা—অবহিদম্হি। (অবহিতাস্মি।)

সংবাহকঃ—পাডলিপুত্তং মে জম্মভূমী। গহিবঈএ বণিজও অহং। তদো ভাঅধেয়-পরিবুত্তদাএ দসাএ সংবাহঅবুত্তিং উবজীবামি। (পাটলিপুত্রং মে জন্মভূমিঃ। প্রকৃত্যা বণিগহম্। ততো ভাগধেয়পরিবৃত্তয়া দশয়া সংবাহকবৃত্তিমুপজীবামি।)

গণিকা—সংবাহও অয্যো। সুউমারা কলা সিক্খিদা অয্যেণ। (সংবাহক আর্যঃ। সুকুমারা কলা শিক্ষিতার্যেণ।)

সংবাহকঃ—কলেত্তি সিক্খিদা। আজীবিআং দাণি সংবুত্তম্। (কলেতি শিক্ষিতা। আজীবিকেদানীং সংবৃত্তম্।)

গণিকা—ণিব্বেদসূঅঅং বিঅ বঅণং অয্যস্স। তদো তদো। (নির্বেদসূচকমিব বচনমার্যস্য। ততস্ততঃ।)

সংবাহকঃ—অজ্জুএ! সো দাণি অহং আঅন্তুআণং মুণিঅ পুরুসবিসেসকোদূহলেণ আঅদো ইমং উজ্জইণিং। (অজ্জুকে! স ইদানীমহমাগন্তুকানাং শ্রুত্বা পুরুষবিশেষকৌতূহলেনাগতোঽস্মীমামুজ্জয়িনীম্।)

গণিকা—তদো তদো। (ততস্ততঃ।)

সংবাহকঃ—তদো ইহ আঅদমত্ত এব্ব কোচ্চি সত্থবাহপুত্তো সমাসাদিদো। (তত ইহাগতমাত্র এব কশ্চিত্ সার্থবাহপুত্রঃ সমাসাদিতঃ।)

গণিকা—কীদিসো। (কীদৃশঃ।)

সংবাহকঃ—আইদিমন্তো অবিব্ভমন্তো অণুচ্ছিত্তো ললিদো ললিদদাএ অবিহুদও চউরো মহুরো দক্খো সদক্খিণ্ণো অভিমদো আইদো তুট্ঠো হোদি। দত্ত্যা ণ বিকত্থেদি। অপ্পং বি সুমরদি, বহুঅং পি অবইদং বিসুমরদি। অজ্জুএ! কিং বহুণা, তস্স কুলবহুস্স গুণাণং চউব্ভাঅং পি সুদিগুণেণ বি গিহ্নাদিঅহেণ বণ্ণিদুং ণ সক্কং। কিং বহুণা, দক্খিণ্ণদাএ পরকেরঅ বিঅ অত্তণো সরীরং ধারেদি। (আকৃতিমান্ অবিভ্রমন্ অনুৎসিক্তো ললিতো ললিততয়া-বিস্ময়শ্চতুরো মধুরো দক্ষঃ সদাক্ষিণ্যোঽভিমত আচিতস্তুষ্টো ভবতি। দত্ত্বা ন বিকত্থতে। অল্পমপি স্মরতি, বহুকমপ্যপকৃতং বিস্মরতি। অজ্জুকে!

কিং বহুনা. তস্য কুলপুত্রস্য গুণানাং চতুর্ভাগমপি সুদীর্ঘেণাপি গ্রীষ্মদিবসেন বর্ণয়িতুং ন শক্যম্‌। কিং বহুনা, দক্ষিণতয়া পরকীয়মিবাত্মনঃ শরীরং ধারয়তি।)

গণিকা—হঞ্জে! কো ণু খু সো অয্যচারুদত্তস্স গুণাণং অণুকরেদি। (হঞ্জে! কো নু খলু স আর্যচারুদত্তস্য গুণানামনুকরোতি।)

চেটী—মম বি কোদূহলং সোদুং। কো ণু হু উজ্জঅিণিং অত্তণো গুণেহি মণ্ডেদি। (মমাপি কৌতূহলং শ্রোতুম্‌। কো নু খলূজ্জয়িনীমাত্মনো গুণৈর্মণ্ডয়তি।)

গণিকা—তদো তদো। (ততস্ততঃ।)

সংবাহকঃ—তদো তস্স গুণবিক্কিণিদসরীরো বিস্মরিদকলত্তো উবজীবিও সংবুত্তো। (ততস্তস্য গুণবিক্রীতশরীরো বিস্মৃতকলত্র উপজীবী সংবৃত্তঃ।)

গণিকা—কিং সো দরিদ্দো। (কিং স দরিদ্রঃ।)

সংবাহকঃ—কহং অণাচিক্‌খিদে অয্যা জাণাদি (কথমনাখ্যাত আর্যা জানাতি।)

গণিকা—এক্কস্সিং দুল্লহো গুণবিভবো ত্তি। তদো তদো। (একস্মিন্‌ দুর্লভো গুণবিভব ইতি। ততস্ততঃ।)

চেটী—কো ণাম সো অয্যো। (কো নাম স আর্যঃ।)

সংবাহকঃ—অয্যচারুদত্তো ণাম। (আর্যচারুদত্তো নাম।)

গণিকা—জুজ্জই। তদো তদো। (যুজ্যতে। ততস্ততঃ।)

সংবাহকঃ—তদো সো বিভবমন্দদাএ অস্সাহীণপরিজণো বিসজ্জিঅকুডুম্বভরণো চারিত্তমত্তাবসেসো সত্থবাহকুলে পড়িবসদি। অহং পি তেণ অয্যেণ অব্ভণুণ্ণাদো—অণ্ণং উবচিট্ঠদু ত্তি। কহং এদং এরিসং মণুস্সরঅণং লভেঅং তি; কহং চ তস্স কোমলললিদমহুরসরীরপরিসফ্ফিখং মে হত্থং সাহারণসরীরসম্মদ্দেণ সোঅণীঅং করিস্সং ত্তি আদিণিব্বেদো দড্ঢসরীররক্‌খণত্থং জুদোবজীবী সংবুত্তো। (ততঃ স বিভবমন্দতয়াস্বাধীনপরিজনো বিসর্জিতকুটুম্বভরণশ্চারিত্রমাত্রাবশেষঃ সার্থবাহকুলে প্রতিবসতি। অহমপি তেনার্যেণাভ্যনুজ্ঞাতোঽন্যমুপতিষ্ঠতামিতি। কথমন্যমীদৃশং মনুষ্যরত্নং লভেয়েতি, কথং চ তস্য কোমলললিতমধুরশরীরস্পর্শকৃতার্থং মে হস্তং সাধারণশরীরসংমর্দেন শোচনীয়ং করিষ্যামীতি দগ্ধশরীররক্ষণার্থং দ্যূতোপজীবী সংবৃত্তঃ।)

(গণিকা সহর্ষবাষ্পং চেটীমবলোকয়তি।)

চেটী—তদো তদো। (ততস্ততঃ।)

সংবাহকঃ—তদো বহুণি দিণাণি মএ পরাইদেণ পুরুসেণ কদাই অহং পি দহসু সুবণ্ণেসু পরাইদো হিম্‌। (ততো বহূনি বহূনি দিনানি ময়া পরাজিতেন পুরুষেণ কদাচিদহমপি দশসু সুবর্ণেষু পরাজিতোঽস্মি।)

গণিকা—তদো তদো। (ততস্ততঃ।)

সংবাহকঃ—তদো অজ্জ বেসমগ্গে জইচ্ছোবণদো সমাসাদিদো হিম্‌। তস্স ভএণ ইহ পবিট্ঠো। এবং অয্যা জাণাদু। (ততোঽদ্য বেশমার্গে যদৃচ্ছোপনতঃ সমাসাদিতোঽস্মি। তস্য ভয়েনেহ প্রবিষ্টঃ। এবমার্যা জানাতু।)

গণিকা—(আত্মগতম্‌) অহো অচ্চাহিদং। এবং খু মম্মে বাসপাদপবিণাশেণ পক্‌খিণো আহিণ্ডন্তি ত্তি। (প্রকাশম্‌) এবং গদে অত্তকেরও অয্যো। হলা! এহি

তং জণং বিসজ্জেহি। (অহো অত্যাহিতম্। এবং খলু মন্যে বাসপাদপবিনাশেন পক্ষিণ আহিণ্ডন্ত ইতি। এবং গত আত্মীয় আর্যঃ। হলা! এহি তং জনং বিসর্জয়।)

চেটী—তহ। (তথা।) (নিষ্ক্রান্তা।)

গণিকা—ণ খু অযোণ অত্থণিমিত্তা চিন্তা কাদব্বা। অয্যচারুদত্তো এব দেদি ত্তি অয্যো জাণাদু। (ন খল্বার্যেণার্থনিমিত্তা চিন্তা কর্তব্যা। আর্যচারুদত্ত এব দদাতীত্যার্যো জানাতু।)

(প্রবিশ্য)

চেটী—অজ্জুএ! বিসজ্জিদো সো জণো, পরিতুট্‌ঠো গদো অ। (অজ্জুকে! বিসর্জিতঃ স জনঃ, পরিতুষ্টো গতশ্চ।)

সংবাহকঃ—অণুগ্‌গহিদো ম্হি। (অনুগৃহীতোঽস্মি।)

গণিকা গচ্ছদু অয্যো সুহিজ্জণদংসণেণ পীদিং ণিব্বত্তেদুং। (গচ্ছত্বার্যঃ সুহৃজ্জনদর্শনেন প্রীতিং নির্বর্তয়িতুম্।)

সংবাহকঃ—অজ্জ এব কদাই ণিব্বেদেণ পব্বজেঅং। জই ইঅং পরিঅণে সঙ্কন্তা কলা ভবে, তদো অয্যাএ অণুগ্‌গহিদো ভবেঅং। (অদ্যৈব কদাচিন্নির্বেদেন প্রব্রজেয়ম্। যদীয়ং পরিজনে সংক্রান্তা কলা ভবেত্, তত আর্যয়ানুগৃহীতো ভবেয়ম্।)

গণিকা—জস্স কিদে ইঅং কলা সিক্‌খিদা, সো এব্ব অয্যেণ উবচিট্‌ঠিদব্বো ভবিস্সদি। (যস্য কৃতে ইয়ং কলা শিক্ষিতা, স এবার্যেণোপস্থাতব্যো ভবিষ্যতি।)

সংবাহকঃ—(স্বগতম্) ণিউণং খু পচ্চাচক্‌খিদো ম্হি। কো হি ণাম অপ্পণা কিদং পচ্চুঅআরেণ বিণাসেদি। (প্রকাশম্) অয্যে! গচ্ছামি দাব অহং। (নিপুণং খলু প্রত্যাখ্যাতোঽস্মি। কো হি নামাত্মনা কৃতং প্রত্যুপকারেণ বিনাশয়তি। আর্যে! গচ্ছামি তাবদহম্।)

গণিকা—গচ্ছদু অয্যো পুণো দংসণাঅ। (গচ্ছত্বার্যঃ পুনর্দর্শনায়।)

সংবাহকঃ—অয্যে! তহ। (আর্যে! তথা।) (নিষ্ক্রান্তঃ)

গণিকা—হং, সদ্দো বিঅ। (হং, শব্দ ইব।)

(প্রবিশ্য)

চেটঃ—বিচ্ছিত্তিএ! বিচ্ছিত্তিএ! কহিং কহিং অজ্জুআ (বিচ্ছিত্তিকে! বিচ্ছিত্তিকে! কুত্র কুত্রাজ্জুকা।)

গণিকা—হঞ্জে! কিং এদং। (হঞ্জে! কিমেতত্।)

চেটঃ—হং বিপ্পলদ্ধো ম্হি। বাদাঅণণিক্‌খামিদপুব্বকাআএ ওণমিঅপওহরাএ কণ্ণউরস্স পরিপ্ফন্দো অজ্জুআএ জেণ ণ দিট্‌ঠো। (হং, বিপ্রলব্ধোঽস্মি। বাতায়ননিষ্ক্রামিতপূর্বকায়াবনমিতপয়োধরয়া কর্ণপূরস্য পরিস্পন্দোঽজ্জুকয়া যেন ন দৃষ্টঃ।)

গণিকা—লহুজণস্স সুলহো বিম্হও। কিং দে উস্সেঅস্স কারণং। (লঘুজনস্য সুলভো বিস্ময়ঃ। কিং তে উৎসেকস্য কারণম্।)

চেটঃ—সুণাদু অজ্জুআ—এসো উগ্‌গবেগেণওগাহণণিব্বত্তিদেণ পস্সুদমদগন্ধং রাঅমগ্‌গং করন্তেণ মঙ্গলহত্থিণা ভদ্দকবোদএণ অণেঅপুরুসসঙ্কুলেসু রাঅম-

গুণেসু উত্তরিঅপডবিরাঅদাএ অহিঅলক্খণীও কোচ্চি পব্বইদো সমাসাদিদো। (শুণোত্বজ্জুকা—এষ উগ্রবেগেণাবগাহনানিবর্তিতেন প্রস্রুতমদগন্ধং রাজমার্গং কুর্বতা মঙ্গলহস্তিনা ভদ্রকপোতকেনানেকপুরুষসঙ্কুলেষু রাজমার্গেষুত্তরীয়-পটবিরাগতয়াধিকলক্ষণীয়ঃ কশ্চিৎ প্রব্রজিতঃ সমাসাদিতঃ।

গণিকা হং, তদো তদো। (হং, ততস্ততঃ।)

চেটঃ—তদো মএ হত্থিহত্থামিদ্দাভিডঅমাণো দন্তন্তরপরিবত্তমাণো হত্থিহত্থপডিদচরণো তদো হা হা বিপাডিদো হা হা হদো ত্তি জণবাদে সংবুত্তে তদো দিন্নকরপ্পহারেণ পরিবত্তিদং হত্থিং করিঅ মোইদো সো পরিব্বাজো। (ততো ময়া হস্তিহস্তামর্দ-তাড্যমানো দন্তান্তরপরিবর্তমানো হস্তিহস্তপতিতচরণঃ ততো হা হা বিপাটিতো হা হা হত ইতি জনবাদে সংবৃত্তে ততো দত্তকরপ্রহারেণ পরিবর্তিতং হস্তিনং কৃত্বা মোচিতঃ স পরিব্রাট্‌।)

গণিকা পিঅং মে। তদো তদো। (প্রিয়ং মে। ততস্ততঃ।)

চেটঃ—তদো সব্বো জণো ভণাদি—অহো চেডস্স কম্ম ত্তি। ণ উণ কোচ্চি কিং পি ইচ্ছই দাউং। তদো অজ্জুএ ! কেণ বি কুলবুত্তেণ উইদাণি আভরণট্ঠাণাণি বিলোইঅ অঙ্গুট্ঠেণাণিঅ বি উণ অলদ্ধং পেক্খিঅ দব্বং উবালম্ভিঅ দিগ্‌ঘং ণিস্সাসিঅ এত্তও মে বিভবো ত্তি করিঅ পরিজ্জণহত্থে অঅং পাবরও পোসিদো। (ততঃ সর্বো জনো ভণতি—অহো চেটস্য কর্মেতি। ন পুনঃ কশ্চিৎ কিমপীচ্ছতি দাতুম্‌। ততোঽজ্জুকে ! কেনাপি কুলপুত্রেণোচিতান্যাভরণস্থানানি বিলোক্য অঙ্গুষ্ঠেনানীয়াপি অলব্ধং প্রেক্ষ্য দৈবমুপালভ্য দীর্ঘং নিঃশ্বস্যেতাবান্‌ মে বিভব ইতি কৃত্বা পরিজনহস্তেঽয়ং প্রাবারকঃ প্রেষিতঃ।)

গণিকা কোণু খু অযাচারুদত্তস্স গুণাণং অণুকরেদি। (কোনু খল্বার্যচারুদত্তস্য গুণাননুকরোতি।)

চেটী—অজ্জুএ ! মম বি কোদূহলং অত্থি। কো ণু খু এসো। (অজ্জুকে ! মমাপি কৌতূহলমস্তি। কোনু খল্বেষঃ।)

গণিকা—কেণ বি সাহুণা পুরুসেণ হোদব্বং। (কেনাপি সাধুনা পুরুষেণ ভবিতব্যম্‌।)

চেটী—সাহু পুচ্ছীঅদু দাব। (সাধু পৃচ্ছ্যতাং তাবৎ।)

গণিকা—হঞ্জে ! একপুরুসপক্খবাদিদা সব্বগুণাণং হন্তি। (হঞ্জে ! একপুরুষ-পক্ষপাতিতা সর্বগুণান্‌ হন্তি।)

চেটী—ভদ্দ ! সে ণাম তুবং জাণাসি। (ভদ্র ! অস্য নাম ত্বং জানাসি।)

চেটঃ—ণ হু জানামি। (ন খলু জানামি।)

গণিকা—অদিলহু তুএ কিদং। (অতিলঘু ত্বয়া কৃতম্‌।)

চেটী—জই এবং, ইহ তুএ কো ত্তি মন্তিদং। (যদ্যেবম্‌, ইহ ত্বয়া ক ইতি মন্ত্রিতম্‌।)

চেটঃ—অহং এত্তঅং তু জাণামি—ভদ্দও অবিহক্কও ত্তি। (অহমেতাবৎ তু জানামি—ভদ্রকোঽবিস্ময় ইতি।)

গণিকা—এহি দাব তং পেক্খামো। (এহি তাবৎ তং পশ্যামঃ।)

চেটঃ—পেক্খদু পেক্খদু অজ্জুআ। এসো গচ্ছই। (পশ্যতু পশ্যত্বজ্জুকা। এষ গচ্ছতি।)

গণিকা—(প্রাসাদাদ্ বিলোক্য) হঞ্জে ! এসো হি সো অয্যচারুদত্তো এব্ব জণ্ণোববীদমত্তপাবরও গচ্ছই। তা জাব দূরং গও ণ ভবিস্সদি এসো, পেক্খম্হ দাব ণং। (হঞ্জে ! এষ হি স আর্যচারুদত্ত এব যজ্ঞোপবীতমাত্রপ্রাবারকো গচ্ছতি। তদ্ যাবদ্ দূরং গতো ন ভবিষ্যত্যেষ, পশ্যামস্তাবদেনম্।)

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

॥ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি নায়কো বিদূষকশ্চ)

নায়কঃ—বয়স্য ! বীণা নামাসমুদ্রোত্থিতং রত্নম্। কুতঃ,

উৎকণ্ঠিতস্য হৃদয়ানুগতা সখীব
সঙ্কীর্ণদোষরহিতা বিষয়েষু গোষ্ঠী।
ক্রীড়ারসেষু মদনব্যসনেষু কান্তা
স্ত্রীণাং তু কান্তরতিবিঘ্নকারী সপত্নী ॥ ১ ॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স ! কো কালো কিদপরিঘোসণদাএ ণিস্সম্পাদা রাঅমগ্গা। কুক্কুরা বি ওসুত্তা। বঅং ণিদ্দং ণ লভামো। অণ্ণং চ দাণি অচ্ছরীঅং। ইমং হদবীণং ণ রমামি। অহিঅদিডত্থাণে বিচ্ছিণ্ণতন্তিআ হোদু। (ভো বয়স্য ! কঃ কালঃ কৃতপরিঘোষণতয়া নিঃসম্পাতা রাজমার্গাঃ। কুক্কুরা অপ্যবসুপ্তাঃ। বয়ং নিদ্রাং ন লভামহে। অন্যচ্চেদানীমাশ্চর্যম্। ইমাং হতবীণাং ন রমে। অধিকদৃঢ়স্থানে বিচ্ছিন্নতন্ত্রীকা ভবতু)।

নায়কঃ—বয়স্য ! ভাবশাবলেণ বহুশঃ খল্বদ্য মধুরং গীতম্। ন চ ভবান্ রমতে।

বিদূষকঃ—অদো এব্ব এদং অহং ণ রমামি। মহুরং পি বহু খাদিঅং অজিণ্ণং হোই। (অত এবৈতামহং ন রমে। মধুরমপি বহু খাদিতমজীর্ণং ভবতি)।

নায়কঃ—সর্বথা সুব্যক্তং গীতম্। কুতঃ,

রক্তং চ তারমধুরং চ সমং স্ফুটং চ
ভাবার্পিতং চ ন চ সাভিনয়প্রয়োগম্।
কিং বা প্রশস্য বিবিধৈর্বহু তত্তদুক্তবা
ভিত্ত্যন্তরং যদি ভবেদ্ যুবতীতি বিদ্যাম্ ॥ ২ ॥

বিদূষকঃ—কামং পসংসেদু ভবং। মম খু দাব গাঅন্তো মণুস্সো ইত্থিআ বি পঠন্তী, উভঅং আদরং ণ দেদি। গাঅন্তো দাব মণুস্সো রত্তসুমণাবেট্‌ঠিদো বিঅ পুরোহিদো দিঢ়ং ণ সোহই। ইত্থিআ বি পঠন্তী ছিণ্ণণাসিআ বিঅ ধেণুআ অদিবিরূবা হোই। (কামং প্রশংসতু ভবান্। মম খলু তাবদ্ গায়ন্ মনুষ্যঃ স্ত্র্যপি পঠন্ত্যুভয়মাদরং ন দদাতি। গায়ংস্তাবন্মনুষ্যো রক্তসুমনোবেষ্টিত ইব পুরোহিতো দৃঢ়ং ন শোভতে। স্ত্র্যপি পঠন্তী ছিন্ননাসিকেব ধেনুরতিবিরূপা ভবতি)।

নায়কঃ—সখে ! উপারূঢ়োঽর্ধরাত্রঃ। স্থিরতিমিরা রাজমার্গাঃ। নিস্সম্পাতপুরুষত্বাৎ

প্রসুপ্তেবোজ্জয়িনী প্রতিভাতি। কুতঃ,

অসৌ হি দত্বা তিমিরাবকাশমস্তং গতো হ্যষ্টমপক্ষচন্দ্রঃ।
তোয়াবগাঢ়স্য বনদ্বিপস্য বিষাণকোটীব নিমজ্জমানা ॥ ৩ ॥

বিদূষক—সুট্ঠু ভবং ভণাদি। অন্তর্ধিঅমাণচন্দলন্ধাবআসো ওদরদী বিঅ পাসাদাদো অন্ধআরো। (সুষ্ঠু ভবান্ ভণতি। অন্তর্ধীয়মানচন্দ্রলব্ধাবকাশোঽবতরতীব প্রাসাদাদন্ধকারঃ)।

নায়কঃ—(পরিক্রম্য) ইদমস্মদীয়ং গৃহম্। বর্ধমানবক! বর্ধমানবক!

বিদূষকঃ—বদ্ধমাণবঅ! বদ্ধমাণবঅ! দুবারং অবাবুদ। (বর্ধমানবক! বর্ধমানবক! দ্বারমপাবৃণু)।

(প্রবিশ্য)

চেটঃ—অম্মো অয্যমেত্তেও। (অম্মো আর্যমৈত্রেয়ঃ)।

নায়কঃ—বর্ধমানবক!

চেটঃ—অম্মো ভট্টিদারও। ভাট্টদারঅ! বন্দামি। (অম্মো ভর্তৃদারকঃ! ভর্তৃদারক! বন্দে)।

নায়কঃ—পাদোদকমানয়।

চেটঃ—(পরিক্রম্য) ইদং পাদোদঅং। (ইদং পাদোদকম্)। (নায়কস্য পাদৌ প্রক্ষালয়তি)।

বিদূষকঃ—বড্ঢমাণবঅ! মম বি পাদং পক্খালেহি। (বর্ধমানবক! মমাপি পাদং প্রক্ষালয়)।

চেটঃ—সুহোদেসু পাদেসু ভূমীএ পলোট্টিদব্বং। উদঅং বিণাসেহি। অহব আণেহি। পক্খালইস্সং। (সুধৌতয়োঃ পাদয়োর্ভূম্যাং প্রলোঠিতব্যম্। উদকং বিনাশয়। অথবানয়। প্রক্ষালয়িষ্যামি)। (নাট্যেন বিদূষকস্য পাদৌ প্রক্ষালয়তি)।

বিদূষকঃ—ণ কেবলং দাসীএপুত্তেণ পাদা ধোদা, মুহং বি ধোদং। (ন কেবলং দাস্যাঃপুত্রেণ পাদৌ ধৌতৌ মুখমপি ধৌতম্)।

নায়কঃ—বয়স্য!

ইয়ং হি নিদ্রা নয়নাবলম্বিনী ললাটদেশাদুপসর্পতীব মাম্।
অদৃশ্যমানা চপলা জরেব যা মনুষ্যবীর্যং পরিভূয় বর্ধতে ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয়! স্বপ্যতাম্। (নিষ্ক্রান্তশ্চেটঃ)

(প্রবিশ্যাভরণসমুদ্গহস্তা)

চেটী—অয্যমেত্তেঅ! উট্ঠেহি উট্ঠেহি। (আর্যমৈত্রেয়! উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ)।

বিদূষকঃ—ভোদি! কিং এদং। (ভবতি! কিমেতৎ)।

চেটী—ইঅং সুবণ্ণভণ্ডং সট্ঠীএ সত্তমীএ (পরিবট্টেমি)। অট্ঠমী খু অজ্জ। (ইদং সুবর্ণভাণ্ডং ষষ্ঠ্যাং সপ্তম্যাং পরিবর্তয়ামি। অষ্টমী খল্বদ্য)।

নায়কঃ—ইদং তদ্ বসন্তসেনায়াঃ স্বকম্।

চেটী—আম। ভণাদু ভণাদু ভট্টিদারও গহ্নদু ত্তি। (আম। ভণতু ভণতু ভর্তৃদারকঃ গৃহ্যতামিতি)।

নায়কঃ—মৈত্রেয়! গৃহ্যতাম্।

বিদূষকঃ—কিং ণিমিত্তং অঅং অলঙ্কারো অব্ভন্তরচতুস্সালং ণ প্পবেসীঅদি।

(কিন্নিমিত্তময়মলঙ্কারোঽভ্যন্তরচতুঃশালং ন প্রবেশ্যতে)।

নায়কঃ—মূর্খ ! বাহ্যজনধারিতমলঙ্কারং গৃহজনো ন দ্রক্ষ্যতি।

বিদূষকঃ—কা গই। আণেহি চোরেহিং গহ্নিঅমাণং। (কা গতিঃ। আনয় গৃহ্নামি চোরৈগৃ'হ্যমাণম্)। (চেটী দত্ত্বা নিষ্ক্রান্তা)

বিদূষকঃ—ভো ! কিং ণিমিত্তং সো পাবরও তস্স গণিআপরিআরঅস্স দিণ্ণো। (ভোঃ ! কিন্নিমিত্তং স প্রাবারকস্তস্মৈ গণিকাপরিচারকায় দত্তঃ)।

নায়কঃ—সানুক্রোশতয়া।

বিদূষকঃ—ইহ বি সাণুক্কোসদা। (ইহাপি সানুক্রোশতা)।

নায়কঃ—বয়স্য ! মা মৈবম্।

বিদূষকঃ—অহং ভরিদগদ্দভো বিঅ ভূমীএ পলোট্‌ঠামি। (অহং ভরিতগর্দভ ইব ভূম্যাং প্রলুঠামি)।

নায়কঃ—নিদ্রা মাং বাধতে। তুষ্ণীং ভব।

বিদূষকঃ—সঅদু ভবং সুহপ্পবোহাঅ। জাব অহং বি সুবিস্সং। (শেতাং ভবান্ সুখপ্রবোধায়। যাবদহমপি স্বপ্স্যামি।)

(দ্বাবপি স্বপিতঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি সজ্জলকঃ।)

সজ্জলকঃ—এষ ভোঃ।

কৃত্বা শরীরপরিণাহসুখপ্রবেশং
শিক্ষাবলেন চ বলেন চ কর্মমার্গম্।
গচ্ছামি ভূমিপরিসর্পণঘৃষ্টপার্শ্বো
নির্মুচ্যমান ইব জীর্ণতনুর্ভুজঙ্গঃ ॥ ৫ ॥

ভোঃ ! বৃক্ষবাটিকাপক্ষদ্বারে সন্ধিং ছিত্ত্বা প্রবিষ্টোঽস্মি। যাবদিদানীং চতুঃশালমুপসর্পামি। (সনির্বেদং বিচিন্ত্য) ভোঃ !

কামং নীচমিদং বদন্তু বিবুধাঃ সুপ্তেষু যদ্বর্ততে
বিশ্বস্তেষু হি বঞ্চনাপরিভবঃ শৌর্যং ন কার্কশ্যতা।
স্বাধীনা বচনীয়তাপি তু বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্জলি-
র্মার্গশ্চৈষ নরেন্দ্রসৌপ্তিকবধে পূর্বং কৃতো দ্রৌণিনা ॥ ৬ ॥

(বিচিন্ত্য)

লুব্ধোঽর্থবান্ সাধুজনাবমানী বণিক্ স্ববৃত্তাবতিকর্কশশ্চ।
যস্তস্য গেহং যদি নাম লপ্স্যে ভবামি দুঃখোপহতো ন চিত্তে ॥ ৭ ॥

যথা তথা ভবতু। কিং বা ন কারয়তি মন্মথঃ। যাবদারভে কর্ম। ভোঃ !

দেশঃ কো নু জলাসেকশিথিলচ্ছেদাদশব্দো ভবেদ্
ভিত্তীনাং ক নু দর্শিতান্তরসুখঃ সন্ধিঃ করালো ভবেৎ।
ক্ষারক্ষীণতয়া চলেষ্টককৃশং হর্ম্যং ক জীর্ণং ভবেৎ
কুত্র স্ত্রীজনদর্শনং চ ন ভবেৎ স্বস্তশ্চ যত্নো ভবেৎ ॥ ৮ ॥

(পরিক্রম্য) ইয়ং বাস্তুবিভাগক্রিয়া। সোপস্নেহতয়া গৃহবিশিষ্ট ইবায়ং ভবনবিন্যাসঃ। ইহ তাবৎ প্রবেশাবকাশং করিষ্যে। ভোঃ ! কীদৃশ ইদানীং সন্ধিচ্ছেদঃ কর্তব্যঃ স্যাৎ।

সিংহাক্রান্তং পূর্ণচন্দ্রং ঝষাস্যং চন্দ্রার্ধং বা ব্যাঘ্রবক্ত্রং ত্রিকোণম্।
সন্ধিচ্ছেদঃ পীঠিকা বা গজাস্যমস্মৎপক্ষ্যা বিস্মিতাস্তে কথং স্যুঃ ॥ ৯ ॥

ভবতু সিংহাক্রান্তমেব ছেদয়িষ্যে।

বিদূষকঃ—ভো! জগ্গিত্ত খু ভবং, ণহি। (ভোঃ! জাগর্তি খলু ভবান্ নহি।)

নায়কঃ—কিমর্থম্।

বিদূষকঃ—অহং খু দাব কত্তব্বকরণ্বীকিদসঙ্কেদো বিঅ সক্কিঅসমণও ণিদ্দং ণ লভামি। বামং খু মে অক্খি ফন্দেদি। চোরো সন্ধিং ছিন্দন্তী বিঅ পেক্খামি। জই ঈদিসী অবত্থা অত্থাণং, জাদীএ দরিদ্দো এব্ব হোমি। (অহং খলু তাবৎ কর্তব্যকরস্ত্রীকৃতসঙ্কেত ইব শাক্যশ্রমণকো নিদ্রাং ন লভে। বামং খলু মেঽক্ষি স্পন্দতে। চোরঃ সন্ধিং ছিনত্তীব পশ্যামি। যদীদৃশ্যবস্থার্থানাং, জাত্যা দরিদ্র এব ভবামি।)

নায়কঃ—মূর্খ! ধিক্ ত্বাম্। দারিদ্র্যমভিলষসি।

সজ্জলকঃ—অথ কেনেদানীং সন্ধিচ্ছেদমার্গঃ সঞ্চারিতব্যঃ স্যাৎ। নীবিদং দিবা ব্রহ্মসূত্রং রাত্রৌ কর্মসূত্রং ভবিষ্যতি।

অদ্যাস্য ভিত্তিষু ময়া নিশি পাটিতাসু-
ছেদাৎ সমাপ্ত সকৃদর্পিতকাকলীষু।
কাল্যং বিষাদবিমুখঃ প্রতিবেশবর্গো
দোষাংশ্চ মে বদতু কর্মণি কৌশলং চ ॥ ১০ ॥

নমঃ খরপটায়। নমো রাত্রিগোচরেভ্যো দেবেভ্যঃ। (তথা করোতি)। হন্ত অবসিতং কর্ম। প্রবিশামস্তাবৎ। (প্রবিশ্য) অয়ে! জ্বলতি দীপঃ। অপসরামি তাবৎ। ধিক্, সজ্জলকঃ খল্বহম্।

মার্জারিঃ প্লবনে বৃকোঽপসরণে শ্যেনো গৃহালোকনে
নিদ্রা সুপ্তমনুষ্যবীর্যতুলনে সংসর্পণে পন্নগঃ।
মায়া বর্ণশরীরভেদকরণে বাগ্ দেশভাষান্তরে
দীপো রাত্রিষু সঙ্কটে চ তিমিরং বায়ুঃ স্থলে নৌর্জলে ॥ ১১ ॥

(সর্বতো বিলোক্য) আগন্তুকস্ত্বাবিদিতসম্বন্ধিবিস্তরঃ কেবলং ভবনপ্রত্যয়াদিহ প্রবিষ্টোঽস্মি। ন চেদানীং কিঞ্চিৎ পরিচ্ছদবিশেষং পশ্যামি। কিন্নু খলু দরিদ্র এবায়ম্। উতাহো অয়ং সংযমনানরর্থকং দ্রষ্টব্যং ধারয়তি। অথবা, অভিজাতোঽয়ং ভবনবিন্যাসঃ! উপভুক্তপ্রনষ্টবিভবেনানেন ভবিতব্যম্।

তথা বিভবমন্দোঽপি জন্মভূমিব্যপেক্ষয়া।
গৃহং বিক্রয়কালেঽপি নীতস্নেহেন রক্ষতি ॥ ১২ ॥

ভবতু পশ্যামস্তাবৎ। অথবা ন খলু মে তুল্যাবস্থঃ কুলপুত্রঃ পীড়য়িতব্যঃ। গচ্ছামি তাবৎ।

বিদূষকঃ—ভো! গণ্হ এদং সুবণ্ণভণ্ডঅং। (ভো! গৃহাণৈতৎ সুবর্ণভাণ্ডকম্)

সজ্জলকঃ—কথং সুবর্ণভাণ্ডমিত্যাহ। কিং মাং দৃষ্টবানভিভাষতে। আহোস্বিৎ সত্ত্বলাঘবাৎ স্বপ্নায়তে। ভবতু পশ্যামস্তাবৎ। (দৃষ্ট্বা) ভূতার্থং সুপ্ত এবায়ম্। তথাহি,

নিঃশ্বাসোঽস্য ন শঙ্কিতো ন বিষমস্তুল্যান্তরং জায়তে
গাত্রং সন্ধিষু দীর্ঘতামুপগতং শয্যাপ্রমাণাধিকম্।
দৃষ্টিগাঢ়নিমীলিতা ন চপলং পক্ষ্মান্তরং জায়তে
দীপং চৈব ন মর্ষয়েদভিমুখঃ স্যাল্লক্ষসুপ্তো যদি ॥ ১৩ ॥

ক নু খলু তৎ। অয়ে জর্জরপ্রাবরণৈকদেশে দীপপ্রভাব্যক্তীকৃতরূপং দৃশ্যতে। সুপারগৃহীতমনেন। অয়মত্র প্রাপ্তকালঃ। ইমে ময়া গৃহীতাঃ শলভাঃ। দীপনির্বাপণার্থমেকং মুঞ্চামি। (ভ্রমরকরণ্ডকাদেকং মুঞ্চতি।) অয়ে এষ দীপং নির্বাপ্য পততি।

বিদূষকঃ—অবিহা নিব্বাবিদো দীবো দাণিং। মুসিদো হ্মি। ভো চারুদত্ত! গণ্হ এদং সুবণ্ণালঙ্কারং। অহং খু ভীদীএ উপ্পহপ্পবুত্তো বিঅ বাণিজো ণিদ্দং ন লভামি। মম বম্ভণ্ণেণ সাবিদো সি জই ণ গণ্হেসি। (অবিহা নির্বাপিতো দীপ ইদানীম্। মুষিতোঽস্মি। ভোশ্চারুদত্ত! গৃহাণেমং সুবর্ণালঙ্কারম্। অহং খলু ভীত্যোৎপথপ্রবৃত্ত ইব বণিগ্ নিদ্রাং ন লভে। মম ব্রহ্মত্বেন শাপিতোঽসি, যদি ন গৃহ্ণাসি।)

সজ্জলকঃ—কিমত্র শপথপরিগ্রহেণ। এষ প্রতিগৃহ্ণামি। (গৃহ্ণাতি।)

বিদূষকঃ—(দত্ত্বা) অহং বিক্কিণিদভণ্ডও বিঅ বাণিজও সুহং সইস্সং। অহং বিক্রীত-ভাণ্ডক ইব বণিক্ সুখং শয়িষ্যে।)

সজ্জলকঃ—সুখং স্বপিহি মহাব্রাহ্মণ! (বিচিন্ত্য) ভোঃ! ব্রাহ্মণেন বিশ্বাসাদ্ দীয়মানং ময়া হর্তব্যমাসীৎ।

ধিগস্তু খলু দারিদ্র্যমনির্বেদং চ যৌবনম্।
যদিদং দারুণং কর্ম নিন্দামি চ করোমি চ ॥ ১৪ ॥

(নেপথ্যে পটহশব্দঃ ক্রিয়তে।)

সজ্জলকঃ—(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে প্রভাতসময়ঃ সংবৃত্তঃ। অপসরামি তাবৎ।

(নিষ্ক্রান্তঃ সজ্জলকঃ।)

(প্রবিশ্য)

চেটী—(সাক্রন্দম্) অয্যমেত্তেঅ! অম্হাণং রুক্খবাড়িআপকখদুবালে সন্ধিং ছিন্দিঅ চোরো পবিট্ঠো। (আর্যমৈত্রেয়! অস্মাকং বৃক্ষবাটিকাপক্ষদ্বারে সন্ধিং ছিত্ত্বা চোরঃ প্রবিষ্টঃ।)

বিদূষকঃ—(সহসোত্থায়) কিং ভণাদি হোদী। (কিং ভণতি ভবতী। (চেটী রুক্খবাডিআত্তি পঠতি।)

বিদূষকঃ—চোরং ছিন্দিঅ সন্ধী পবিট্ঠো। (চোরং ছিত্ত্বা সন্ধিঃ প্রবিষ্টঃ।)

চেটী—হদাস! সন্ধিং ছিন্দিঅ চোরো পবিট্ঠো। (হতাশ! সন্ধিং ছিত্ত্বা চোরঃ প্রবিষ্টঃ।)

বিদূষকঃ—আঅচ্ছ ণং দংসেহি। (আগচ্ছ ননু দর্শয়)

চেটী—(পরিক্রম্য) এদং। (এতৎ।)

বিদূষকঃ—অবিহা দাসীএবুত্তেণ কুক্কুরেণ পবেসো কিদো। ভোদি! আঅচ্ছ চারুদত্তস্স পিঅং নিবেদেমি। (অবিহা দাস্যাঃ পুত্রেণ কুক্কুরেণ প্রবেশঃ কৃতঃ। ভবতি! আগচ্ছ চারুদত্তস্য প্রিয়ং নিবেদয়ামি।)

(উভাবুপগম্য)

ভো চারুদত্ত ! পিঅং নিবেদেমি । (ভোশ্চারুদত্ত ! প্রিয়ং তে নিবেদয়ামি ।)

নায়কঃ—(বুধ্বা) কিং মে প্রিয়ম্ । ননু বসন্তসেনা প্রাপ্তা ।

বিদূষকঃ—ণ খু বসন্তসেণা, বসন্তসেণো পত্তো । (ন খলু বসন্তসেনা, বসন্তসেনঃ প্রাপ্তঃ ।)

নায়কঃ—রদনিকে ! কিমেতৎ ।

চেটী—ভট্টিদারঅ । অম্হাণং রুক্খবাডিআপক্খদুবারে সন্ধিং ছিন্দিঅ চোরো পবিট্ঠো । (ভর্তৃদারক ! অস্মাকং বৃক্ষবাটিকাপক্ষদ্বারে সন্ধিং ছিত্বা চোরঃ প্রবিষ্টঃ ।)

নায়কঃ—কিং চোরঃ প্রবিষ্টঃ ।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স । সব্বহা তুবং ভণাসি, মুক্খো মেত্তেও অপণ্ডিদো মেত্তেও ত্তি । ণং মএ সোভণং কিদং তং সুবণ্ণভণ্ডঅং তব হত্থে সমপ্পঅন্তেণ । (ভো বয়স্য ! সর্বথা ত্বং ভণসি, মূর্খো মৈত্রেয়োঽপণ্ডিতো মৈত্রেয় ইতি । ননু ময়া শোভনং কৃতং তৎ সুবর্ণভাণ্ডকং তব হস্তে সমর্পয়তা ।)

নায়কঃ—কিং ভবতা দত্তম্ ।

বিদূষকঃ—অহ ইং । (অথ কিম্ ।)

নায়কঃ—কস্যাং বেলায়াম্ ।

বিদূষকঃ—অদ্ধরত্তে । (অর্ধরাত্রে ।)

নায়কঃ—কিমর্ধরাত্রে । বাঢ়ং দত্তম্ ।

বিদূষকঃ—ভো চারুদত্ত ! জং বেলং পডিবুদ্ধো আসি, তস্সিং বেলাঅং খু দিণ্ণং । (ভোশ্চারুদত্ত ! যস্যাং বেলায়াং প্রতিবুদ্ধ আসীঃ, তস্যাং বেলায়াং খলু দত্তম্ ।)

নায়কঃ—হন্ত হৃতং সুবর্ণভান্ডকম্ ।

বিদূষকঃ—দানিং মে হত্থে পডিচ্ছিদু অত্তভবং । (ইদানীং মম হস্তে প্রযচ্ছত্বত্রভবান্ ।)

নায়কঃ—(আত্মগতম্)

কঃ শ্রদ্ধাস্যতি ভূতার্থং সর্বো মাং তুলয়িষ্যতি ।
শঙ্কনীয়া হি দোষেষু নিষ্প্রভাবা দরিদ্রতা ॥ ১৫ ॥

(প্রবিশ্য)

ব্রাহ্মণী—রদণিএ ! রদণিএ ! আঅচ্ছ । ণহি সুণাদি । কবাডসদ্দং দাব করিস্সং । (রদনিকে ! রদনিকে ! আগচ্ছ । ন হি শৃণোতি । কবাটশব্দং তাবৎ করিষ্যামি ।)

চেটী—হং, কবাডসদ্দো বিঅ । ভট্টিদারিআ মং সদ্দাবেদি । (পরিক্রম্য) ভট্টিদারিএ ! ইঅম্হি । (হং, কবাটশব্দইব । ভর্তৃদারিকা মাং শব্দাপয়তি । ভর্তৃদারিকে ! ইয়মস্মি ।)

ব্রাহ্মণী—ণ পরিক্খদো ণ বাবাদিদো অয্যউত্তো অয্যমেত্তেও বা । (ন পরিক্ষতো ন ব্যাপাদিত আর্যপুত্র আর্যমৈত্রেয়ো বা ।)

চেটী—কুসলী ভট্টিদারও অয্যমেত্তেও অ । জো তস্স জণস্স অলঙ্কারো চোরেণ গহীদো । (কুশলী ভর্তৃদারক আর্যমৈত্রেয়শ্চ । যস্তস্য জনস্যালঙ্কারশ্চোরেণ গৃহীতঃ ।)

ব্রাহ্মণী—কিং ভণাসি চোরেণ গহীদ ত্তি । (কিং ভণসি চোরেণ গৃহীত ইতি ।)

চেটী—অহ ইং। (অথ কিম্।)

ব্রাহ্মণী—কিংণ্খু অস্স জণস্স দাদব্বং ভবিস্সদি। অহব এদং দইস্সং। (কর্ণৌ স্পৃষ্ট্বা) হদ্ধি তালীপত্তং খু এদং। সো দাণি পরিঅও মং বিলম্বদি। কিং দাণি করিস্সং। (বিচিন্ত্য)। ভোদু, দিঠ্ঠং। মম ঞ্ঞাদিকুলাদো লম্ধা সদসহস্সমুল্লা মুত্তাবলী। তং পি অয্যউত্তো সোণ্ডীরদাএ পড়িচ্ছদি। ভোদু এবং দাব করিস্সং। (নিষ্ক্রান্তা।)

(কিন্নু খলু তস্মৈ জনায় দাতব্যং ভবিষ্যতি। অথবৈতদ্ দাস্যামি। হা ধিক্ তালীপত্রং খল্বেতৎ। স ইদানীং পরিচয়ো মাং বিড়ম্বয়তি। কিমিদানীং করিষ্যামি। ভবতু, দৃষ্টম্। মম জ্ঞাতিকুলাদ্ লব্ধা শতসহস্রমূল্যা মুক্তাবলী। তামপ্যার্যপুত্রঃ শৌটীরতয়া প্রতীচ্ছতি। ভবতু, এবং তাবৎ করিষ্যামি।

বিদূষকঃ—ইমস্স অন্ধআরুপ্পাদিদস্স অবরাহস্স কিদে ভবন্তং সীসেণ পসাদেমি। দাণিং মে হত্থে পড়িচ্ছদু অত্তভবং। (অস্যান্ধকারোৎপাদিতস্যাপরাধস্য কৃতে ভবন্তং শীর্ষেণ প্রসাদয়ামি। ইদানীং মে হস্তে প্রযচ্ছত্বত্রভবান্)।

নায়কঃ—কিং ভবানিদানীং মাং বাধতে।

ভবাংস্তাবদবিশ্বাসী শীলজ্ঞো মম নিত্যশঃ।
কিং পুনঃ স কলাজীবী বঞ্চনাপণ্ডিতো জনঃ ॥ ১৬ ॥

বিদূষকঃ—মন্নে মএ মন্দভাগ্গেণ কুম্ভীলস্স হত্থে দিন্নং। (মন্যে ময়া মন্দভাগ্যেন কুম্ভীলস্য হস্তে দত্তম্)। (বিষণ্ণস্তিষ্ঠতি)

(প্রবিশ্য)

ব্রাহ্মণী—রদণিএ। অয্যমেত্তেঅং সদ্দাবেহি। (রদনিকে! আর্যমৈত্রেয়ং শব্দাপয়)।

বিদূষকঃ—ভোদি! কিং মং। (ভবতি! কিং মাম্)।

চেটী—আম। (আম)।

বিদূষকঃ—এস আঅচ্ছামি। (এষ আগচ্ছামি)। (উপসর্পতি)

ব্রাহ্মণী—অয্যমেত্তেঅ! ইমং পড়িগ্গহং পড়িগহু। (আর্যমৈত্রেয়; ইমং প্রতিগ্রহং প্রতিগৃহাণ)।

বিদূষকঃ—অবত্থাবিরুদ্ধো খু অঅং পদাণবিভবো। কুদো এদস্স আগমো। (অবস্থা-বিরুদ্ধঃ খল্বয়ং প্রদানবিভবঃ। কুত এতস্যাগমঃ)।

ব্রাহ্মণী—ণং সট্ঠিং উববসামি। সব্বসারবিভবেণ বম্হণেন সোত্থি বাঅইদব্বং ত্তি এসো ইমস্স আগমো। (ননু ষষ্ঠীমুপবসামি। সর্বসারবিভবেন ব্রাহ্মণেন স্বস্তি বাচয়িতব্যমিত্যেষোঽস্যাগমঃ)।

বিদূষকঃ—অট্ঠমী খু অজ্জ। (অষ্টমী খল্বদ্য)।

ব্রাহ্মণী—পমাদাদো অদিক্কমো কিদো। অজ্জ পুআ ণিব্বত্তীঅদি। (প্রমাদাদ্ অতিক্রমঃ কৃতঃ। অদ্য পূজা নির্বর্ত্যতে)।

বিদূষকঃ—অণণুরূপদাএ পদাণস্স অণুক্কোসো বিঅ পড়িভাদি। (জনান্তিকম্) রদণিএ! কিং করিস্সং। (অননুরূপতয়া প্রদানস্যানুক্রোশ ইব প্রতিভাতি। রদনিকে! কিং করিষ্যামি)।

চেটী—(অপবার্য) কিং ণু খু তস্স জণস্স দাদব্বং ভবিস্সদি ত্তি এদন্নিমিত্তং ভট্টিদারিআ তব হত্থে দইঅ অয্যউত্তং অণিরিণং করিস্সামি ত্তি এবং করেদি। তা গহু এদং।

(কিন্তু খলু তস্মৈ জনায় দাতব্যং ভবিষ্যতীতি তন্নিমিত্তং ভর্তৃদারকঃ সংতপ্যেত ইতি ভর্তৃদারিকা তব হস্তে দত্ত্বার্যপুত্রমনুনেং করিষ্যামীত্যেবং করোতি। তদ্ গৃহাণৈতৎ)।

ব্রাহ্মণী—উদঅসম্ভবদাএ মুত্তাবলীএ তব অ দুল্লহদাএ উবআরো বিম্হরিদো। গহু এদং। (দদাতি) [উদকসম্ভবতয়া মুক্তাবল্যাস্তব চ দুর্লভতয়োপচারো বিস্মৃতঃ। গৃহাণৈতৎ]।

বিদূষকঃ—(গৃহীত্বা) সব্বং দাব চিট্‌ঠদু। রোদিদী বিঅ হোদীএ দিট্‌ঠী। (সর্বং তাবৎ তিষ্ঠতু। রোদিতীব ভবত্যা দৃষ্টিঃ)।

ব্রাহ্মণী—দেবউলধুমেণ রোদাবিদা। (দেবকুলধূমেন রোদিতা)।

বিদূষকঃ—সাবিদাসি তত্তহোদা চারুদত্তেণ, জই অলিঅং ভণাসি। (শাপিতাসি তত্রভবতা চারুদত্তেন, যদ্যলীকং ভণসি)।

ব্রাহ্মণী—হদ্ধি। (হা ধিক্)। (নিষ্ক্রান্তা)

বিদূষকঃ—এসা বাআএ দুক্খং রক্খিঅ অস্সূহিঁ সূইঅ গআ। (উপগম্য) ভো ইদং। (এষা বাচা দুঃখং রক্ষিত্বাশ্রুভিঃ সূচয়িত্বা গতা। ভোঃ! ইদম্)।

নায়কঃ—কিমেতৎ।

বিদূষকঃ—সরিসকুলদারসঙ্গহস্স ফলং। (সদৃশকুলদারসংগ্রহস্য ফলম্)।

নায়কঃ—কিং ব্রাহ্মণী মামনুকম্পতে।

বিদূষকঃ—এবং বিঅ। (এবমিব)।

নায়কঃ—ধিগাত্মানম্। অদ্য হতোঽস্মি।

> ময়ি দ্রব্যক্ষয়ক্ষীণে স্ত্রীদ্রব্যেণানুকম্পিতঃ।
> অর্থতঃ পুরুষো নারী, যা নারী সার্থতঃ পুমান্ ॥ ১৭ ॥

বিদূষকঃ—তত্তহোদী হিঅএণ তুমং যাচেদি। অহং সীসেণ যাচেমি। গহু এদং। (তত্রভবতী হৃদয়েন ত্বাং যাচতে। অহং শীর্ষেণ যাচে। গৃহাণৈতৎ)।

নায়কঃ—তথা। (গৃহীত্বা) বয়স্য! ইমাং মুক্তাবলীং গৃহীত্বা বসন্তসেনায়াঃ সকাশং গচ্ছ।

> অর্থেষু কামমুপলভ্য মনোরথো মে
> স্ত্রীণাং ধনেষ্বনুচিতং প্রণয়ং করোতি।
> মানে চ কার্যকরণে চ বিলম্বমানো
> ধিগ্ ভোঃ! কুলং চ পুরুষস্য দরিদ্রতা চ ॥ ১৮ ॥

বিদূষকঃ—অহো অপ্পমুল্লস্স সুবণ্ণভণ্ডঅস্স কিদে সদসহস্সমুল্লা মুত্তাবলী ণীআইদব্বা। (অহো অল্পমূল্যস্য সুবর্ণভাণ্ডকস্য কৃতে শতসহস্রমূল্যা মুক্তাবলী নির্যাতয়িতব্যা)।

নায়কঃ—বয়স্য! মা মৈবম্।

> যং সমালক্ষ্য বিশ্বাসং ন্যাসোঽস্মাসু কৃতস্তয়া।
> তস্যৈতন্মহতো মূল্যং প্রত্যয়স্য প্রদীয়তাম্ ॥ ১৯ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ তৃতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সোৎকণ্ঠা বসন্তসেনা, চিত্রফলকামাদায় বর্তিকাকরণ্ডহস্তা চেটী চ।)

গণিকা—হঞ্জে! পেক্‌খসি সরিসো তস্স জনস্স। (হঞ্জে! পশ্যসি সদৃশস্তস্য জনস্য।

চেটী—অজ্জুএ! তস্সিং হত্থিবিমদ্দকোলাহলে বহুমাণপয্যথাএ দিট্‌ঠীএ দূরেদো দিট্‌ঠো সো ভট্টিদারও ঈদিসো এব্ব। (অজ্জুকে! তস্মিন্‌ হস্তিবিমর্দকোলাহলে বহুমানপর্যস্তয়া দৃষ্ট্যা দূরতো দৃষ্টঃ স ভর্তৃদারক ঈদৃশ এব।)

গণিকা—তুমং দাব দক্‌খো বেসবাসজণো ত্তি জণবাদং পূরঅন্তী অলিঅং ভণসি।) (ত্বং তাবৎ দক্ষো বেশবাসজন ইতি জনবাদং পূরয়ন্ত্যলীকং ভণসি।

চেটী—কিং এদং বেসবাসজণো সব্বো দক্‌খিণো হোই ত্তি। পেক্‌খদু অজ্জুআ চম্পআরামে পিচুমন্দা জাঅন্তি। অদিসরিস ত্তি মম হিঅঅং অহিরমদি। পরমত্থদো এব্ব পসংসীঅদি ণং কামদেবো। (কিমেতদ্‌ বেশবাসজনঃ সর্বো দক্ষিণো ভবতীতি। পশ্যত্বজ্জুকা চম্পকারামে পিচুমন্দা জায়ন্তে। অতিসদৃশ ইতি মম হৃদয়মভিরমতে। পরমার্থত এব প্রশস্যতে ননু কামদেবঃ।)

গণিকা—হঞ্জে! সহীজণেণ অবহসণীঅত্তণং অত্তণো পরিহরামি (হঞ্জে! সখীজনেনাপহসনীয়ত্বমাত্মনঃ পরিহরামি।)

চেটী এদং জুজ্জই। সহীজণসপত্তিও গণিআজণো ণাম। (এতদ্‌ যুজ্যতে। সখীজনসপত্নীকো গণিকাজনো নাম।)

(ততঃ প্রবিশত্যাভরণহস্তাপরা চেটী।

চেটী—সুহং অজ্জুআএ। (সুখমজ্জুকায়াঃ।)

গণিকা—হঞ্জে! সাঅদং দে। (হঞ্জে! স্বাগতং তে।)

চেটী—অজ্জএ! অত্তা আণবেদী—ইদং দুবারং পবিট্‌ঠং পোক্‌খরং উবাবত্তিদং পবহণং। তা তুবরমাণমণ্ডণা গহীদাবউণ্ঠণা আঅচ্ছদু ত্তি। ইহ অলঙ্কারং অলঙ্করেদু অজ্জুআ। (অজ্জুকে! অম্বাজ্ঞাপয়তি ইদং দ্বারং প্রবিষ্টং পৌষ্করমুপাবর্তিতং প্রবহণম্‌। তৎ ত্বরমাণমণ্ডনা গৃহীতাবগুণ্ঠনাগচ্ছত্বিতি। ইহালঙ্কারমলঙ্করোত্বজ্জুকা।)

গণিকা - কিং অয্যচারুদত্তো মণ্ডইস্সিদি। (কিমার্যচারুদত্তো মণ্ডয়িষ্যতি।)

চেটী - ণহি, জেণ অলঙ্কারো পেসিদো সো রাঅসালো সণ্ঠাণো। (নহি, যেনালঙ্কারঃ প্রেষিতঃ স রাজস্যালঃ সংস্থানঃ।)

গণিকা—অবেহি অবিণীদে! (অপেহ্যবিনীতে!)

চেটী - পসীদদু পসীদদু অজ্জুআ। সন্দেসং খু অহং মন্তেমি। (প্রসীদতু প্রসীদত্বজ্জুকা। সন্দেশং খল্বহং মন্ত্রয়ে।) (পাদয়োঃ পততি।)

গণিকা - উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি। কুসন্দেসং অসূআমি; ণ তুবং। (উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। কুসন্দেশমসূয়ামি, ন ত্বাম্‌।)

চেটী কিং অহং অত্তং ভণামি। (কিমহমম্বাং ভণামি।)

গণিকা—ভণেহি অত্তং জদা অয্যচারুদত্তো অভিসারইদব্বো তদা মণ্ডেমি ত্তি। (ভণাম্বাং—যদার্যচারুদত্তোঽভিসারয়িতব্যস্তদা মণ্ডয়ামীতি।)

চেটী—তহ। (তথা।) (নিষ্ক্রান্তা।)

(ততঃ প্রবিশতি সজ্জলকঃ।)

সজ্জলকঃ—

কৃত্বা নিশায়াং বচনীয়দোষং নিদ্রাং চ হিত্বা তিমিরং ভয়ং চ।
স এব সূর্যোদয়মন্দবীর্যঃ শনৈর্দিবা চন্দ্র ইবাস্মি ভীতঃ॥ ১॥

দিষ্ট্যা কর্মান্তে প্রভাতম্। যাবদিদানীং বসন্তসেনায়াঃ পরিচারিকায়া মদনিকায়া নিষ্ক্রয়ার্থং ময়েদং কৃতম্। (পরিক্রম্য।) ইদং বসন্তসেনায়া গৃহম্। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য) কিন্নু খল্বভ্যন্তরস্থা মদনিকা। অথবা, পূর্বাহ্নে গণিকানামভ্যন্তরে সান্নিধ্যম্। অতস্তত্রৈব তথা ভবিতব্যম্। যাবচ্ছব্দাপয়ামি। মদনিকে! মদনিকে!

চেটী—(আকর্ণ্য) সজ্জলঅস্স বিঅ সরো। বাবুদা অজ্জুআ। তা উবসপ্পিস্সং! (উপগম্য) ইঅম্হি। (সজ্জলকস্যেব স্বরঃ। ব্যাপৃতাজ্জুকা। তদুপসর্পিষ্যামি। ইয়মস্মি।)

সজ্জলকঃ—ইতস্তাবৎ।

চেটী—কিং তুবং সঙ্কিদবণ্ণো বিঅ। (কিং ত্বং শঙ্কিতবর্ণ ইব।)

সজ্জলকঃ—ন খলু, কিঞ্চিৎ কথয়িতুকামঃ।

গণিকা—হঞ্জে! ইমং চিত্তফলঅং সঅণীএ টঠাবেহি। (বিলোক্য) কহিং গআ হদাসা। অহব অদূরগআএ হোদব্বং। জাব ণং পেক্‌খিস্সং। (পরিক্রম্যাবলোক্য) অম্মো ইঅং সা অদিসিণিদ্ধাএ দিট্‌ঠীএ কেণ বি মণুস্সেণ পিবন্তী বিঅ সহ মন্তঅন্তী চিট্‌ঠই। তক্কেমি এসো জো কো বি কএণ মং যাচেদি। (হঞ্জে! ইদং চিত্রফলকং শয়নীয়ে স্থাপয়। কুত্র গতা হতাশা। অথবা অদূরগতয়া ভবিতব্যম্। যাবদেনাং প্রেক্ষিষ্যে। অম্মো ইয়ং সাতিস্নিগ্ধয়া দৃষ্ট্যা কেনাপি মনুষ্যেণ পিবন্তীব সহ মন্ত্রয়মাণা তিষ্ঠতি। তর্কয়াম্যেষ যঃ কোঽপি ক্রয়েণ ইমাং যাচতে।)

সজ্জলকঃ শ্রূয়তাং রহস্যম্।

গণিকা—অজুত্তং পররহস্যং সোদুং, অহং গমিস্সং। (অযুক্তং পররহস্যং শ্রোতুম্, অহং গমিষ্যামি।)

সজ্জলকঃ—অপি বসন্তসেনা। (ইত্যর্ধোক্তে)

গণিকা—অহং অহিইদা এদাঅং কহাঅং। হোদু, সুণিস্সং দাব ভবিস্সদি। (পুনঃ প্রতিনিবৃত্য স্থিতা।) [অহমধিকৃতৈতস্যাং কথায়াম্। ভবতু, শ্রোষ্যামি তাবদ্ ভবিষ্যতি।]

সজ্জলকঃ—কিং দাস্যতি ত্বাং নিষ্ক্রয়েণ।

গণিকা—সো এব্ব এসো। হোদু, সুণিস্সং। (স এবৈষঃ। ভবতু শ্রোষ্যামি।)

চেটী—সজ্জলঅ! মমপ্পদাণং পঢমং এব অজ্জুআএ উত্তং। (সজ্জলক! মম প্রদানং প্রথমমেবাজ্জুকয়োক্তম্।)

সজ্জলকঃ—তেন হীমমস্যৈ প্রযচ্ছ এবং বক্তব্যা চ—

অয়ং তব শরীরস্য প্রমাণাদিব নির্মিতঃ।
অপ্রকাশ্যো হ্যলঙ্কারো মৎস্নেহাদ্ ধার্যতামিতি॥ ২॥

চেটী—পেক্খামি দাব। (পশ্যামি তাবৎ।)

সজ্জলকঃ—গৃহ্যতাম্। (দর্শয়তি।)

চেটী—দিট্ঠপুরুবো বিঅ অঅং অলঙ্কারো। (দৃষ্টপূর্ব ইবায়মলঙ্কারঃ।)

গণিকা—মমকেরও বিঅ অঅং অলঙ্কারো। (মদীয় ইবায়মলঙ্কারঃ।)

চেটী—ভণাহি ভণাহি। কো ইমস্সং আঅমো। (ভণ ভণ। কোঽস্যাগমঃ।)

সজ্জলকঃ—ত্বৎস্নেহাৎ সাহসং কৃতম্।

উভে—হং, সাহসিও। (হং, সাহসিকঃ।)

চেটী—(আত্মগতম্) আ, অজ্জুআএ খু ইমস্স আইদী কম্মদারুণদাএ উব্বেঅণীআ সংবুত্তা। (প্রকাশম্) হদ্ধি মম কিদে উভঅং সংসইদং সংবুত্তং—তব সরীরং চারিত্তং চ। (আ, অজ্জুকায়াঃ খল্বস্যাকৃতিঃ কর্মদারুণতয়োদ্বেজনীয়া সংবৃত্তা। হা ধিগ্ মম কৃতে উভয়ং সংশয়িতং সংবৃত্তং—তব শরীরং চারিত্রং চ।)

সজ্জলকঃ—উন্মত্তিকে! সাহসে খলু শ্রীর্বসতি।

চেটী—অপণ্ডিদো খু সি। কো হি ণাম জীবিদেণ সরীরং বিক্কীণিস্সদি। অহ কস্স গেহে ইঅং বিস্সাসবঞ্চণা কিদা। (অপণ্ডিতঃ খল্বসি। কো হি নাম জীবিতেন শরীরং বিক্রেষ্যতি। অথ কস্য গেহে ইয়ং বিশ্বাসবঞ্চনা কৃতা।)

সজ্জলকঃ—যথা প্রভাতে ময়া শ্রুতং—শ্রেষ্ঠিচত্বরে প্রতিবসতি সার্থবাহপুত্রশ্চারুদত্তো নাম।

উভে—হুং।

সজ্জলকঃ—অয়ি,

বিষাদস্রস্তসর্বাঙ্গী সম্ভ্রমোৎফুল্ললোচনা।
মৃগীব শরবিদ্ধাঙ্গী কম্পসে চানুকম্পসে ॥ ৩ ॥

চেটী—সচ্চং ভণাহি। সত্থবাহকুলে সাহসং করন্তেণ তুএ কোচ্চি কুলবুত্তো সত্থেণ অত্থি পরিক্খদো বাবাদিদো বা। (সত্যং ভণ। সার্থবাহকুলে সাহসং কুর্বতা ত্বয়া কশ্চিৎ কুলপুত্রঃ শস্ত্রেণাস্তি পরিক্ষতো ব্যাপাদিতো বা।)

গণিকা—সুট্ঠু, মএ বি পুচ্ছিদব্বং এদাএ পুচ্ছিদং। (সুষ্ঠু, ময়াপি প্রষ্টব্যমেতয়া পৃষ্টম্।)

সজ্জলকঃ—মদনিকে! এতাবৎ কিং ন পর্যাপ্তং দ্বিতীয়মপ্যকার্যং করিষ্যামি। ন খল্বত্র শস্ত্রেণ কশ্চিৎ পরিক্ষতো ব্যাপাদিতো বা।

চেটী—সজ্জলঅ! সচ্চং। (সজ্জলক! সত্যম্।)

সজ্জলকঃ—সত্যম্।

চেটী—সাহু সজ্জলঅ! পিঅং মে। (সাধু সজ্জলক! প্রিয়ং মে।)

সজ্জলকঃ—কিং কিং প্রিয়মিত্যাহ। ঈদৃশং মদনিকে!

ত্বৎস্নেহবদ্ধহৃদয়ো হি করোম্যকার্যং
সন্তুষ্টপূর্বপুরুষেঽপি কুলে প্রসূতঃ।
রক্ষামি মন্মথগৃহীতমিদং শরীরং
মিত্রং চ মাং ব্যপদিশস্যপরং চ যাসি ॥ ৪ ॥

চেটী—সজ্জলঅ! সুণাহি। অজ্জুআএ অঅং অলঙ্কারো। (কর্ণে) এবং বিঅ। (সজ্জলক! শৃণু। অজ্জুকায়া অয়মলঙ্কারঃ। এবমিব।)

সঞ্জলকঃ—এবম্ ।

অজ্ঞানাদ্ যা ময়া পূর্বং শাখা পত্রৈর্বিয়োজিতা ।
ছায়ার্থী গ্রীষ্মসন্তপ্তস্তামেব পুনরাশ্রিতঃ ॥ ৫ ॥

গণিকা—সন্তপ্পদি ত্তি তক্কেমি এদেণ অকয্যং কিদং ত্তি। (সন্তপ্যত ইতি তর্কয়ামি এতেনাকার্যং কৃতমিতি ।)

সঞ্জলকঃ—মদনিকে ! এবং গতে কিং কর্তব্যম্ ।

চেটী—তহিং এব নিয্যাদেহি, ণহি মণ্ডইস্সদি অজ্জুআ। (তত্রৈব নির্যাতয়, নহি মণ্ডয়িষ্যত্যজ্জুকা ।)

সঞ্জলকঃ—অথেদানীং সোঽমর্ষাস্মাং চোর ইতি রক্ষিপুরুষৈর্গ্রাহয়িষ্যতি চেদত্র কিং করিষ্যামি ।

চেটী—মা ভাআহি ভাআহি। কুলবুত্তো খু সো গুণাণং পরিতুস্সদি। (মা বিভীহি মা বিভীহি। কুলপুত্রঃ খলু স গুণানাং পরিতুষ্যতি ।)

গণিকা—সাহু ভদ্দে ! অবত্তব্বাসি অলঙ্কিদা বিঅ এদেণ বঅণেণ। (সাধু ভদ্রে ! অবক্তব্যাস্যালঙ্কৃতেবৈতেন বচনেন ।)

সঞ্জলকঃ—সর্বথা ন শক্ষ্যাম্যহং তত্র গন্তুম্ ।

চেটী—অঅং অণ্ণো উবাও। (অয়মন্য উপায়ঃ ।)

গণিকা—এদে গুণা বেসবাসস্স। (এতে গুণা বেশবাসস্য ।)

সঞ্জলকঃ—কোঽন্য উপায়ঃ ।

চেটী—ণং তব রূপঞ্ঞো অজ্জুআ অবি সত্থবাহপুত্তো অ। (ননু তব রূপজ্ঞাজ্জুকাপি সার্থবাহপুত্রশ্চ ।)

সঞ্জলকঃ—ন খলু ।

চেটী—তেণ হি হি ইমং দাব অলঙ্কারং তস্স সত্থবাহপুত্তস্সবঅণাদো অজ্জুআএ নিয্যাদেহি। এবং চ কিদে তুবং রক্খিদো সো অয্যো অ অণিব্বণ্ণো ভবিস্সদি। অহং চ পীড়িদা ণ ভবিস্সং। আদু অজ্জুঅং চ পুণো বঞ্চিঅ পুণো এব্ব দাসভাবো ভবে। (তেন হীমং তাবদলঙ্কারং তস্য সার্থবাহপুত্রস্য বচনাদজ্জুকায়ৈ নির্যাতয়। এবং চ কৃতে ত্বং রক্ষিতঃ, স আর্যশ্চানির্বিণ্ণো ভবিষ্যতি। অহং চ পীড়িতা ন ভবিষ্যামি। অথবা অজ্জুকাং চ পুনর্বঞ্চয়িত্বা পুনরেব দাসভাবো ভবেৎ।)

সঞ্জলকঃ—মদনিকে ! প্রীতোঽস্মি ।

গণিকা—ভোদু অব্ভন্তরং পবিসিঅ উববিসামি। (ভবত্বভ্যন্তরং প্রবিশ্যোপবিশামি ।)

(তথা করোতি ।)

চেটী—সঞ্জলঅ ! আঅচ্ছ, কামদেবউলে মং পডিবালেহি। অহং ওসরং জাণিঅ অজ্জুআএ ণিবেদেমি। (সঞ্জলক ! আগচ্ছ, কামদেবকুলে মাং প্রতিপালয়। অহমবসরং জ্ঞাত্বাজ্জুকায়ৈ নিবেদয়ামি ।)

সজ্জলকঃ—বাঢ়ম্ । (নিষ্ক্রান্তঃ ।)

(ততঃ প্রবিশত্যপরা চেটী ।)

চেটী—সুহং অজ্জুআএ। এসো সত্থবাহপুত্তস্স সআসাদো কোচ্চি বম্হণো আঅদো অজ্জুঅং পেক্খিদুং। (সুখমজ্জকায়াঃ। এষ সার্থবাহপুত্রস্য সকাশাৎ কশ্চিদ্

ব্রাহ্মণ আগতোঽজ্জুকাং দ্রষ্টুম্‌ ।)

গণিকা—(সাদরম্‌) গচ্ছ, সিগ্ঘং পবেসেহি ণং । (গচ্ছ, শীঘ্রং প্রবেশয়েনম্‌) ।

চেটী—তহ । (উপসৃত্য) এদু এদু অয্যো । (তথা । এত্বেত্বার্যঃ) ।

(প্রবিশ্য)

বিদূষকঃ—(সর্বতো বিলোক্য) অহো গণিআবাডস্স সস্সিরীঅদা । ণাণাপট্টণসমাগদেহি আঅমিএহি পুত্থআ বাইঅন্তি । সংওজঅন্তি অ আহারপ্পআরাণি । বীণা বাদাঅন্তি । সুবণ্ণআরা অলঙ্কারপ্পআরাণি আদরেণ জোজঅন্তি । (অহো গণিকাবাটস্য সশ্রীকতা । নানাপট্টণসমাগতৈরাগমিকৈঃ পুস্তকানি বাচ্যন্তে ! সংযোজ্যন্তে চাহারপ্রকারাঃ । বীণা বাদ্যন্তে । সুবর্ণকারা অলঙ্কারপ্রকারানাদরেণ যোজয়ন্তি) ।

চেটী—এসা অজ্জুআ । উবসপ্পদু অয্যো । (এষাজ্জুকা । উপসর্পত্বার্যঃ) ।

বিদূষকঃ—(উপগম্য) সোত্থি হোদীএ । (স্বস্তি ভবত্যৈ) ।

গণিকা—সাঅদং অয্যস্স । হঞ্জে ! আসণং অয্যস্স পাদোদঅং চ । (স্বাগতমার্যস্য । হঞ্জে ! আসনমার্যস্য পাদোদকং চ) ।

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্‌) সব্বং আণেদু বজ্জিঅ ভোঅণং । (সর্বমানয়তু বর্জয়িত্বা ভোজনম্‌) ।

চেটী—জং অজ্জুআ আণবেদি । (আসনং দদাতি পাদোদকং চ) । উববিসদু অয্যো । (যদজ্জুকাজ্ঞাপয়তি । উপবিশত্বার্যঃ) ।

বিদূষকঃ—(উপবিশ্য) পডিচ্ছদু আসণং ভোদী । অহং কিঞ্চি ভণিদুং আঅদো । (প্রতীচ্ছত্বাসনং ভবতী । অহং কিঞ্চিদ্‌ ভণিতুমাগতঃ) ।

গণিকা—(উপবিশ্য) অবহিদম্হি । (অবহিতাস্মি) ।

বিদূষকঃ—কেত্তিঅমেত্তং খু তস্স অলঙ্কারস্স মুল্লপ্পমাণং । (কিয়ন্মাত্রং খলু তস্যালঙ্কারস্য মূল্যপ্রমাণম্‌) ।

গণিকা—কিং ণিমিত্তং খু অয্যো পুচ্ছদি । (কিংনিমিত্তং খল্বার্যঃ পৃচ্ছতি) ।

বিদূষকঃ—সুণাদু ভোদী । তত্তহোদো চারুদত্তস্স গুণপ্পচ্চাঅণণিমিত্তং খু তুএ অলঙ্কারো তহিং ণিক্খিত্তো । সো তেণ জূদে হারিদো । (শৃণোতু ভবতী । তত্রভবতশ্চারুদত্তস্য গুণপ্রত্যায়ননিমিত্তং খলু ত্বয়ালঙ্কারস্তস্মিন্‌ নিক্ষিপ্তঃ । স তেন দ্যূতে হারিতঃ) ।

গণিকা—জূদে । জুজ্জই । তদো তদো । (দ্যূতে । যুজ্যতে ততস্ততঃ) ।

বিদূষকঃ—তদো তস্স অলঙ্কারস্স মুল্লভূদং ইমং মুত্তাবলিং পডিচ্ছদু ভোদী । (ততস্তস্যালঙ্কারস্য মূল্যভূতামিমাং মুক্তাবলীং প্রতীচ্ছতু ভবতী) ।

গণিকা—(আত্মগতম্‌) ধিক্‌ খু গণিআভাবং । লুব্ধেত্তি মাং তুলঅদি । জই ণ পড়িচ্ছে, সো এব্ব দোসো ভবিস্সদি । (প্রকাশম্‌) আণেদু অয্যো । (ধিক্‌ খলু গণিকাভাবম্‌ । লুব্ধেতি মাং তুলয়তি । যদি ন প্রতীচ্ছামি, স এব দোষো ভবিষ্যতি । আনয়ত্বার্যঃ) ।

বিদূষকঃ—ইদং গহ্নদু ভোদী । (ইদং গৃহ্নাতু ভবতী) ।

গণিকা—(গৃহীত্বা) পড়িচ্ছিদং ত্তএ ত্তি অয্যো ণিবেদেদু । (প্রতীষ্টং তয়েত্যার্যো নিবেদয়তু) ।

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) কো বি উবআরো বি ণ এদাএ ভণিদো। (প্রকাশম্) এবং হোদো। (দত্ত্বা নিষ্ক্রান্তা)। [কোঽপ্যুপচারোঽপি নৈতয়া ভণিতঃ। এবং ভবতু]।

গণিকা—সাহু চারুদত্ত! সাহু। ভাঅধেঅপরিবত্তদাএ দসাএ মাণাবমাণিদং রক্‌খিদং। (সাধু! চারুদত্ত সাধু। ভাগধেয়পরিবৃত্ততায়াং দশায়াং মানাবমানিতং রক্ষিতম্)।

(প্রবিশ্য)

মদনিকা—অজ্জুএ! সত্থবাহপুত্তস্স সআসাদো কোচ্চি মণুস্সো আঅদো ইচ্ছই অজ্জুঅং পেক্‌খিদুং। (অজ্জুকে! সার্থবাহপুত্রস্য সকাশাৎ কশ্চিদ্ মনুষ্য আগত ইচ্ছত্যজ্জুকাং দ্রষ্টুম্)।

গণিকা—কিং দিট্‌ঠপুরুবো ণবদংসণো বা। (কিং দৃষ্টপূর্বো নবদর্শনো বা)।

মদনিকা—অজ্জুএ! ণহি, তস্সকেরও ত্তি মে পড়িভাদি। (অজ্জুকে! নহি তদীয় ইতি মে প্রতিভাতি)।

গণিকা—গচ্ছ, পবেসেহি ণং। (গচ্ছ, প্রবেশয়েনম্।)

মদনিকা—তহ। (তথা)। (নিষ্ক্রান্তা।)

গণিকা—অহো রমণিজ্জদা অজ্জ দিবসস্স। (অহো রমণীয়তাদ্য দিবসস্য।)

(ততঃ প্রবিশতি মদনিকা সজ্জলকেন সহ।)

সজ্জলকঃ—কষ্টা খল্বাত্মশঙ্কা নাম,

যঃ কশ্চিচ্চকিতগতির্নিরীক্ষতে মাং
সম্ভ্রান্তো দ্রুতমুপসর্পতি স্থিতো বা।
সর্বাংস্তাংস্তুলয়তি দোষতো মনো মে
স্বৈর্দোষৈর্ভবতি হি শঙ্কিতো মনুষ্যঃ ॥ ৬ ॥

মদনিকা—এসা অজ্জুআ। উবসপ্পদু অয্যো। (এষাজ্জুকা। উপসর্পত্বার্যঃ।)

সজ্জলকঃ—(উপসৃত্য) সুখং ভবত্যৈ।

গণিকা—সাঅদং অয্যস্স। হঞ্জে! আসণং দেদু অয্যস্স। (স্বাগতমার্যস্য। হঞ্জে! আসনং দীয়তামার্যায়।)

সজ্জলকঃ—ভবতু ভবতু। গৃহীতমাসনম্। ত্বরিততরমনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিৎ কার্যমস্তি।

গণিকা—এবং, ভণাদু অয্যো। (এবং, ভণাত্বার্যঃ।)

সজ্জলকঃ—আর্যচারুদত্তেনাস্মি প্রেষিতঃ যস্তাবদলঙ্কারো মম হস্তে নিক্ষিপ্তঃ, স ত্বসংভোগমলিনতয়া গৃহস্যাসান্নিধ্যাৎ কৌটুম্বিকানাং দুরারক্ষঃ। তদ্ গৃহ্যতাম্ ইতি।

গণিকা—ইমং তস্স চারুদত্তস্স দেদু অয্যো। (ইদং তস্মৈ চারুদত্তায় দদাত্বার্যঃ।)

সজ্জলকঃ—ভবতি! ন খল্বহং গচ্ছামি।

গণিকা—অহং জানামি তস্স গেহে সাহসং করিঅ আণীদো অঅং অলঙ্কারো। তস্স গুণাণি অণুকম্পেদু অয্যো। (অহং জানামি তস্য গেহে সাহসং কৃত্বানীতোঽয়মলঙ্কারঃ। তস্য গুণাননুকম্পতামার্যঃ।)

সজ্জলকঃ—(আত্মগতম্) কথং বিদিতোঽস্ম্যনয়া।

গণিকা—কো এত্থ, পবহণং, দাব অয্যস্স। (কোঽত্র, প্রবহণং তাবদার্যস্য।)

মদনিকা—ণেমিসদ্দো বিঅ সুণীঅদি। আঅদেণ পবহণেণ হোদব্বং। (নেমিশব্দ ইব শ্রূয়তে। আগতেন প্রবহণেন ভবিতব্যম্।)

গণিকা—(স্বৈরাভরণৈর্মদনিকামলঙ্কৃত্য) আরুহদু অয্যো অয্যাএ সহ পবহণং। (আরোহত্বার্য আর্যয়া সহ প্রবহণম্।)

মদনিকা—অজ্জুএ! কিং এদং। (অজ্জুকে! কিমেতৎ।)

গণিকা—মা খু মা খু এবং মন্তিঅ। অয্যা খু সি দাণিং সংবুত্তা। গহ্নদু অয্যো। (মা খলু মা খল্বেবং মন্ত্রয়িত্বা। আর্যা খল্বসীদানীং সংবৃত্তা। গৃহ্ণাত্বার্যঃ।)

(মদনিকাং গৃহীতা সজ্জলকায় প্রযচ্ছতি।)

সজ্জলকঃ (আত্মগতম্) ভোঃ কদা খল্বস্যাঃ প্রতিকর্তব্যং ভবিষ্যতি। অথবা, শান্তং শান্তং পাপম্।

নরঃ প্রত্যুপকারার্থী বিপত্তৌ লভতে ফলম্।
দ্বিষতামেব কালোঽস্তু যোঽস্যা ভবতু তস্য বা ॥ ৭ ॥

(তয়া সহ নিষ্ক্রান্তঃ সজ্জলকঃ।)

গণিকা—চউরিএ! (চতুরিকে!)

(প্রবিশ্য)

চেটী—অজ্জুএ! ইঅম্হি। (অজ্জুকে! ইয়মস্মি)

গণিকা—হঞ্জে! পেক্খ জাগরন্তীএ মএ সিবিণো দিট্ঠো। এবং। (হঞ্জে! পশ্য জাগ্রত্যা ময়া স্বপ্নো দৃষ্টঃ। এবম্।)

চেটী পিঅং মে, অমুদংকণাডঅং সংবুত্তং। (প্রিয়ং মে অমৃতাঙ্কনাটকং সংবৃত্তম্)।

গণিকা—এহি ইমং অলঙ্কারং গহ্নিঅ অয্যচারুদত্তং অভিসারিস্সামো। (এহীমমলঙ্কারং গৃহীত্বার্যচারুদত্তমভিসারিষ্যাবঃ)।

চেটী—অজ্জুএ! তহ এদং পুণ অভিসারিআসহাঅভূদং দুদ্দিণং উণ্ণমিদং।
(অজ্জুকে! তথা। এতৎ পুনরভিসারিকাসহায়ভূতং দুর্দিনমুন্নমিতম্)।

গণিকা—হদাসে! মা হু বড্ঢাবেহি। (হতাশে! মা খলু বর্ধয়)।

চেটী—এদু এদু অজ্জুআ। (এত্বেত্বজ্জুকা)।

(নিষ্ক্রান্তে)

॥ চতুর্থোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

অবসিতং চারুদত্তম্।

ভাস

বালচরিত

ভূমিকা

ভাস-নাটক-চক্রের অন্যতম নাটক বালচরিত। ভাসের সময়ে প্রচলিত কৃষ্ণ-উপাখ্যানকে উপজীব্য করে বালচরিত রচিত। বালক কৃষ্ণের জন্ম থেকে আরম্ভ করে কংসনিধন পর্যন্ত নানা ঘটনা এ নাটকের বিষয়বস্তু। ঐ ঘটনাগুলিকে নাটকের পাঁচ অঙ্কে এভাবে দেখানো হয়েছে—

নান্দীর শেষে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে সূত্রধার ভগবান্ বিষ্ণুর চারযুগের প্রশস্তি-গান করলেন। তারপর দেবর্ষি নারদের আগমন সূচনা করে চলে গেলেন। দেবর্ষি রঙ্গমঞ্চে এসে জানালেন—দেবাসুর-বিগ্রহের পর অমরলোকে চিরপ্রশান্তি বিরাজ করছে। এটা তাঁর ভালো লাগছে না। তিনি কলহপ্রিয়। এদিকে লোকহিতার্থে কংস-বধের জন্যে নারায়ণ বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁকে দেখবার জন্যে তিনি ব্রহ্মলোক থেকে মর্তলোকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দেবকীর হাতে শিশুরূপী নারায়ণকে দেখে তিনি তাঁকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করে আবার ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। হাতে নবজাত শিশুকে নিয়ে দেবকী বসুদেবকে অন্বেষণ করতে করতে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হলেন। কংস তাঁর ছয়পুত্রকে হত্যা করেছে। তাই সপ্তমপুত্রকে রক্ষার জন্যে তিনি বড়োই উদ্‌গ্রীব। বসুদেব এসে ঐ শিশুকে কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু বলে বুঝতে পারলেন। কংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যে তিনি তাই শিশুটিকে অন্যত্র নিয়ে যেতে চান।

দৈবের উপর ভর করে তিনি নবজাত শিশুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। গভীর রাত। মথুরাবাসী সকলেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নগরের বাইরে তখন কাজলকালো অন্ধকার। ঐ শিশুরই দেহ থেকে বেরিয়ে এল এক উজ্জ্বল আলো। তাতেই পথ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট করে। বসুদেব চলতে লাগলেন।

সামনে আবার আর এক বাধা। বর্ষার জলে যমুনানদী কানায় কানায় ভর্তি। মনে মনেও তা পার হওয়া দুষ্কর। দৈব যার সহায়, সে ব্যর্থ হবে কেন? বসুদেব পা দিলেন জলে। যমুনার জল দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। মাঝে দেখা দিল পথ। সহজেই যমুনা পার হয়ে গেলেন বসুদেব। ঘোষপল্লীর কাছাকাছি এসে পড়লেন তিনি।

এত রাতে গোপালকদের উপদ্রব করা ঠিক হবে না। বরং রাতটুকু এই বটগাছের তলায় বসে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো। আহা, এ সময় যদি বন্ধু নন্দগোপ এখানে এসে পড়ে, তাহলে কী ভালোই হয়।

এমনি কত কথা ভাবছেন বসুদেব। দৈবক্রমে নন্দগোপকেই আসতে দেখা গেল। কিন্তু সে বিলাপ করছে কেন? ডাকলেন বসুদেব নন্দগোপকে। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর নন্দগোপ এল তাঁর কাছে। উভয়ের মধ্যে কুশলবিনিময় হল। কী যেন লুকোতে চায় নন্দগোপ। বসুদেবের নজরকে কিন্তু এড়াতে পারল না। জিজ্ঞাসা করায় নন্দ-গোপ জানালো—সেদিনেই মাঝরাতে যশোদা এক মৃত কন্যা প্রসব করে মূর্ছা যায়। পরদিনেই ঘোষপল্লীতে ইন্দ্রযজ্ঞ উৎসব হবে। সেই উৎসবের আনন্দ যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্যে সে সকলের অগোচরে মৃত কন্যাকে নিয়ে চলে এসেছে।

বসুদেবের কথায় শোকাতুর নন্দগোপ মৃত কন্যাকে ফেলে দিল। এরপর বললেন

বসুদেব নন্দগোপকে—সে যেন তাঁর শিশুপুত্রটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পালন করে। দুরাত্মা কংসের কথা স্মরণ করে নন্দগোপ সে প্রস্তাবে রাজি নয়। অবশেষে বসুদেবের পূর্ব-উপকার স্মরণ করে সে রাজি হল। মৃত কন্যাকে স্পর্শ করার জন্যে সে অশুচি। ঐ বালকের প্রভাবে অলৌকিক জলধারায় তার শুদ্ধি হল। এরপর হাতে নিল বসুদেবের নবজাতককে। কিন্তু হাতে ধরতেই পারল না তাকে। মন্দর-পর্বতের মতো ভীষণ ভারি যে! তা তো হবেই। এ শিশু যে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু। এ শিশুর স্বরূপ জানাতে তাই শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি ও ধনু—এই পাঁচটি দৈবাস্ত্র শরীর-ধারণ করে গরুড়ের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। তারা বন্দনা গাইল বালকের আর ভগবান্ বিষ্ণুর বাল্যলীলা দেখার মানসে গোকুলে অবতরণের অভিলাষ জানালো। নন্দগোপও বালকের বন্দনা করল। বালকের দেহও হয়ে গেল লঘু।

রাত্রি প্রভাত হল। পরম যত্নে শিশুর পালনের আশ্বাস দিয়ে নন্দগোপ চলে গেল। বসুদেবও মথুরায় ফিরে যাবার উদ্যোগ করলেন। এমন সময় নন্দগোপের মৃত কন্যা কেঁদে উঠল। দেবকীকে আশ্বস্ত করার জন্যে সেই মেয়েকে নিয়ে বসুদেব কারাগারে ফিরে এলেন। (প্রথম অঙ্ক)

নানা অশুভ লক্ষণ দেখছেন রাজা কংস। ভূমিকম্পের ফলে প্রাসাদের শীর্ষ ভেঙে পড়ছে, নদীতে দেখা দিয়েছে উত্তাল জলতরঙ্গ। চণ্ডাল-যুবতীরা এসে কংসের সঙ্গে তাদের মেয়েদের বিবাহ দিতে চায়। প্রবলপ্রতাপ কংসের মনে ভয় জাগে। চণ্ডাল-যুবতীরা অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয় বজ্রবাহু নামে শরীর-ধারী শাপ। মধুক নামে ঋষির থেকে তার জন্ম। সে কংসের হৃদয়ে প্রবেশ করতে চায়। যেমনি হঠাৎ তার আবির্ভাব, তেমমি হঠাৎ তার তিরোভাব ঘটে। কংস ঘুমোবার চেষ্টা করেন। ঘুমের মধ্যেও ঐসব দুর্লক্ষণ তাঁর মনকে অধিকার করে থাকে। আবার ঐ শাপ তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয়ে কংসের শরীরে প্রবেশ করতে চায়। কংসের রাজলক্ষ্মী বাধা দেন। শাপ রাজলক্ষ্মীকে কংসের শরীর ছেড়ে চলে যেতে বলে। বিষ্ণুর আদেশ। বিষ্ণুর আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তাই রাজলক্ষ্মী কংসকে ছেড়ে বিষ্ণুর কাছে চলে যান। তখন শাপ কংসের শরীরে প্রবেশ করে।

কংসের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। তিনি প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, কেউই প্রবেশ করে নি। কংস ডাকালেন কঞ্চুকী বালাকিকে এবং জ্যোতিষীদের কাছ থেকে ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, উল্কাপাত প্রভৃতির কারণ জানবার জন্যে তাকে আদেশ দিলেন। বালাকি জানালো—কোনো দেবতা মানবজন্ম গ্রহণ করে মর্তলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তার ফলেই এই নৈসর্গিক বিকার ঘটছে।

এ সময়ে জানা গেল যে দেবকী এক কন্যা প্রসব করেছেন। কংস বসুদেবকে ডাকালেন এবং তাঁর কাছ থেকেও কন্যার জন্মের কথা শুনলেন। দেবকীর অনুরোধ ও প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে কংস সেই কন্যাকে হত্যার জন্যে আনতে আদেশ করলেন। কংসশিলায় কংস সেই শিশুকন্যাকে আছাড় দিতেই শিশুর দেহ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একভাগ পড়ল মাটিতে আর অপর অংশ শূন্যে উঠে দেবী কাত্যায়নীর রূপ ধারণ করল। তারপরেই দেবী কাত্যায়নী তাঁর শরীরধারী অস্ত্রসমূহ নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে জানালেন যে তাঁরা সকলেই বিষ্ণুর বাল্যলীলা দেখার জন্যে গোপালকের বেশে ঘোষপল্লীতে অবতীর্ণ হবেন। তাঁরা চলে গেলে কংসও ঐ সমস্ত অশুভ লক্ষণের

প্রভাব কাটাবার জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে মনস্থ করলেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক)

তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে আছে প্রবেশক। প্রবেশকের মধ্যে গোপালকদের কথাবার্তার মাধ্যমে জানা যায় যে, বালক কৃষ্ণ গোকুলে থাকার ফলে সেখানে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। গোপসমূহের রোগ চলে গেছে, গোপালকদের সুখ বেড়েছে, বৃক্ষলতাগুল্ম পত্রপুষ্পফলে শোভিত হয়েছে। তাছাড়া, শৈশবকালেই সে নানা অসমসাহসিক কাজ করেছে। তা দেখে সকলেই বিস্মিত। পূতনা নামে রাক্ষসীকে সে স্তন্যপানকালে মেরে ফেলেছে। শকটাসুরকে পায়ের এক ঘায়েই যমালয়ে পাঠিয়েছে। বৃক্ষরূপী যমলার্জুন নামে দুই দৈত্যকে উলূখলের ঘর্ষণে কুপোকাৎ করেছে। ধেনুক ও কেশী নামক দানব দু-জনকেও সে জীবিত রাখেনি। এমনি আরও কত অদ্ভুত কাজ করেছে সে নন্দগোপপুত্র। গোপালকেরা তাকে দামোদর নাম দিয়েছে। আজ দামোদর গোপকন্যাদের সঙ্গে হল্লীসক নৃত্য করার জন্যে আসছে। সেই নৃত্য দেখার জন্যে গোপালকরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকল। এখানেই প্রবেশকের শেষ।

এক বৃদ্ধ গোপালক ও গোপালিকাদের প্রবেশের মধ্য দিয়ে তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভ। তারা সকলেই হল্লীসক নৃত্য দেখতে উৎসুক। এর পরই গোপালকদের সঙ্গে নিয়ে দামোদর ও সঙ্কর্ষণ প্রবেশ করলেন। পরম উল্লাসে সকলে হল্লীসক নৃত্যে মেতে উঠল।

এমন সময়ে জানা গেল বৃষরূপধারী অরিষ্টর্ষভ নামে এক দানব গর্জন করতে করতে সেদিকেই আসছে। দামোদরের কথামতো সঙ্কর্ষণের সঙ্গে গোপালকেরা নিকটবর্তী পর্বতের চূড়ায় উঠে গেল। অরিষ্টর্ষভ প্রবেশ করল। দামোদরের সঙ্গে প্রথমে তার কিছুটা বাগ্‌যুদ্ধ হবার পর উভয়ে যুদ্ধ করতে উদ্যত হল। এক পায়ে দণ্ডায়মান দামোদরকে শত চেষ্টা করেও একটুকু নড়াতে না পেরে অরিষ্টর্ষভ বুঝতে পারল—এ বালক পুরুষোত্তম বিষ্ণু ছাড়া আর কেউ নয়। বিষ্ণুর হাতে মৃত্যু হলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে—এই ভেবে অরিষ্টর্ষভ দামোদরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। দামোদর অনায়াসেই তার ভবলীলা শেষ করে দিলেন। এমন সময়ে ধামক প্রবেশ করে জানালো যে যমুনা হ্রদে কালিয়নাগের উপস্থিতি শুনে সঙ্কর্ষণ সেখানে গিয়েছেন। দামোদরও কালিয়ের দর্প চূর্ণ করতে যমুনা হ্রদে যেতে মনস্থ করলেন। (তৃতীয় অঙ্ক)

দামোদরকে কালিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত দেখে গোপকন্যাগণ ভীত হয়ে পড়ল। দামোদর যাতে যমুনাহ্রদে না নামে, সেজন্যে তারা সঙ্কর্ষণকে অনুরোধ করল। সঙ্কর্ষণ তাদের বোঝালেন যে দামোদরের কোনোই বিপদ হবে না; কেননা, দামোদরকে আসতে দেখে কালিয় নিজেই ভীত হয়ে পড়েছে। দামোদর নামলেন যমুনাহ্রদে। বৃদ্ধ গোপালক ও সঙ্কর্ষণ দামোদরের সঙ্গে কালিয়ের যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল—কালিয় পরাভূত, আর দামোদর তার ফণার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। কালিয়কে ধরে দামোদর রঙ্গমঞ্চে এলেন। দামোদর কালিয়ের ফণার উপরে হল্লীসক নৃত্য করতে করতে গাছ থেকে ফুল তুলতে লাগলেন। কালিয় বিষোদ্গার করেও যখন দামোদরকে মারতে পারল না, তখন সে তাকে নারায়ণ বলে বুঝতে পেরে তার কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা চাইল। কালিয়ের মাথায় বিষ্ণুর পদচিহ্ন দেখে গরুড় আর তাকে বিব্রত করবে না—দামোদরের কাছ থেকে এই বর পেয়ে কালিয় যমুনাহ্রদ ছেড়ে সপরিবারে অন্যত্র চলে গেল। দামোদর গোপীদের ফুলগুলো দিয়ে দিলেন।

এদিকে কংসের কাছ থেকে দূত এসে জানালো যে মথুরায় ধনুর্মহ নামক মহোৎসবে কংস দামোদরকে পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে যোগ নেবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সঙ্কর্ষণ ও দামোদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মথুরায় যেতে সম্মত হলেন। (চতুর্থ অঙ্ক)

দামোদর ও সঙ্কর্ষণের আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন কংস। তাঁর মল্লবীরদের দিয়ে তিনি তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে চান। ধ্রুবসেন নামে তাঁর এক সৈন্য এসে জানালো যে দামোদর ও সঙ্কর্ষণ মথুরায় প্রবেশ করে নানা অঘটন ঘটাচ্ছে। তারা রজকদের কাছ থেকে কাপড় কেড়ে নিয়েছে শুনে উৎপলাপীড় নামে গন্ধগজকে পাঠানো হয়েছিল তাদের মারার জন্যে। কিন্তু গজকেই তারা মেরে ফেলেছে। রাজপথে দামোদর মর্দনিকা নামে এক কুব্জার হাত থেকে গন্ধদ্রব্য কেড়ে নিয়ে নিজের গায়ে মেখেছে আর হাত বুলিয়ে মর্দনিকার কুব্জভাব দূর করে দিয়েছে। মালাকারদের দোকান থেকে ফুলের মালা নিয়ে নিজের গলায় পরেছে। তারপরে প্রহরীকে মেরে ধনুশালায় প্রবেশ করে সেখানে রক্ষিত ধনুক দু-খণ্ড করে ভেঙে ফেলেছে। এখন দর্শকগৃহে প্রবেশের জন্যে আসছে।

এ সব শুনে কংসের মনে ভয় হল। তিনি চাণূর ও মুষ্টিক নামে দু-জন মল্লযোদ্ধাকে ডাকালেন এবং যুদ্ধ দেখার জন্যে প্রাসাদের উপরে চলে গেলেন। মল্লবীর দুজন এলে তিনি তাদের দামোদর ও সঙ্কর্ষণকে মারার আদেশ দিলেন। দামোদর ও সঙ্কর্ষণকে ডাকা হল। দামোদরের সঙ্গে চাণূরের ও সঙ্কর্ষণের সঙ্গে মুষ্টিকের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। দুই বালকের হাতে মল্লবীরদের প্রাণ গেল। তারপর, দামোদর প্রাসাদে উঠে কংসের মাথা ধরে আছাড় দিলেন। কংসের ইহলীলা সাঙ্গ হল; কংসের সৈন্যরা অস্ত্র নিয়ে ধেয়ে এল। সঙ্কর্ষণ গেলেন তাদের রুখতে।

ঠিক সেই সময়ে বসুদেব প্রবেশ করে জানালেন যে ঐ দুই বালক তাঁরই পুত্র। দামোদর ও সঙ্কর্ষণ পিতাকে বন্দনা করলেন। বসুদেব তাদের আশীর্বাদ করলেন। বসুদেবের আদেশে মৃতদেহগুলোকে সরানো হল। কংসের পিতা উগ্রসেনকে কারাগার থেকে মুক্ত করে রাজ্যে অভিষিক্ত করার আদেশ দেওয়া হল। কংসহন্তার সম্মানে দেববাদ্য বেজে উঠল, আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি পড়ল। উগ্রসেন রঙ্গমঞ্চে এলেন এবং তারপরই প্রবেশ করলেন দেবর্ষি নারদ। দামোদর তাঁকে পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। নারদ দামোদরকে স্বয়ং নারায়ণ বলে প্রচার করে শ্রদ্ধা জানালেন। তারপর দেবর্ষি ফিরে গেলেন স্বর্গে। নাটকেরও সমাপ্তি ঘটল।

নামকরণ

বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিলে নাটকটির নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। জন্মের পর থেকেই বসুদেবের পুত্র একের পর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—নাটকটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বালকবয়সের বিভিন্ন অলৌকিক ও দুঃসাহসিক কাজের বর্ণনা আছে। তাই নাটকটির 'বালচরিতম্' নামকরণ অসঙ্গত হয়নি। 'বালস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) চরিতম্ (কর্মজাতম্) ইতি বালচরিতম্। বালচরিতমধিকৃত্য কৃতং নাটকমিতি বালচরিতম্।'

উৎস

বালচরিত একটি নাটক। আলংকারিকদের মতে নাটক হবে খ্যাতবৃত্ত। ভাস কৃষ্ণ-

উপাখ্যান অবলম্বনে বালচরিত লিখেছেন। কৃষ্ণ-উপাখ্যানের প্রসিদ্ধ আকর হল—মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ। প্রশ্ন উঠবে—ভাস বালচরিতে কোন্ আকরকে অনুসরণ করেছেন? এ ব্যাপারে কিন্তু নানা মুনির নানা মত। Dr. Sarup এবং Prof. Dhruva হরিবংশকে বালচরিতের উৎসরূপে নির্দেশ করেছেন। 'হরিবংশ'কে মহাভারতের খিল বা পরিশিষ্ট বলা হয়। এতে তিনটি পর্ব আছে—হরিবংশ পর্ব, বিষ্ণুপর্ব ও ভবিষ্য পর্ব। হরিবংশ পর্বে আছে কৃষ্ণের দেব-রূপের পূর্ব-ইতিহাস। বিষ্ণুপর্বের বিষয়বস্তু বিষ্ণুর অবতাররূপী কৃষ্ণের কাহিনী। ভবিষ্যপর্বে আছে ভাবী যুগসমূহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, সৃষ্টির বর্ণনা প্রভৃতি।

'হরিবংশ'কে বালচরিতের আধার বলে ধরলে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেবে। ভাসের কাল নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত পোষণ করেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খৃষ্টাব্দ একাদশ শতক—এই দেড় হাজার বছরের গণ্ডীর মধ্যে তাঁদের অনুসন্ধান ঘোরাফেরা করে। A. D. Pusalkar-এর মতে ভাস খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতকের কবি। Konow, Sarup, Weller প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আবার ভাসকে খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকের কবি বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে ভাসের উল্লেখ থাকায় ভাস যে কালিদাসের পূর্ববর্তী কবি—এ বিষয়ে সকলেই একমত; এখনও পর্যন্ত কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের কবি বলে চিহ্নিত (যদিও এ বিষয়েও বিতর্কের অন্ত নেই)। সুতরাং ভাসকে চতুর্থ শতকের পূর্বে আনতেই হবে। এ কারণে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতককে ভাসের আবির্ভাব কাল বলে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারের প্রথম খণ্ডে স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ভাসকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কবি বলে ধরে নিয়ে 'হরিবংশ'কে বালচরিতের আধার বলা যাবে না। হরিবংশে 'দীনার' (Dinara) শব্দের উল্লেখ থাকায় Bhandarkar প্রভৃতি মনীষিগণ হরিবংশের রচনাকাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক বলে মনে করেন। দ্বিতীয় শতকের কবি কিভাবে তৃতীয় শতকে রচিত গ্রন্থকে অনুসরণ করবেন। তাছাড়া, হরিবংশের কৃষ্ণ-উপাখ্যানের সঙ্গে বালচরিতের ঘটনাগুলির অনেকক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য নেই। সুতরাং হরিবংশ বালচরিতের উৎস হতে পারে না।

অনুরূপভাবে, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণকেও বালচরিতের উৎস বলা যায় না। কারণ, বিষ্ণুপুরাণের রচনাকাল খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতক। আর ভাগবতপুরাণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের রচনা।

তাহলে বালচরিতের উৎসটি কী? এ বিষয়ে Prof U. V. Rao বলেন—পুরাকালে রামায়ণ-মহাভারতের মতো ভাগবত নামেও একখানি মহাকাব্য ছিল। তার উপরে ভিত্তি করে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ লেখা হয়েছে। ভাস সেই মহাকাব্যটিকে অনুসরণ করেই বালচরিত রচনা করেছেন। অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত আবার বালচরিতে শৃঙ্গাররসের অভাব এবং কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার অনুপস্থিতি দেখে নাটকটিতে প্রাচীনতার ছাপ ফেলতে চান। এঁদের সকলেরই বক্তব্য হল—ভাস তাঁর বালচরিতের জন্যে হরিবংশ বা পুরাণগুলির কাছে ঋণী নন। কিন্তু এঁরা কী করে ভুলে যান যে, ভাস তাঁর অন্ততঃ ছটি নাটকের জন্যে মহাভারত থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। সেই মহাভারতেরই পরিশিষ্ট হরিবংশ। হরিবংশে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের শৃঙ্গাররসাত্মক প্রেমলীলার কোনো কাহিনীই নেই। সুতরাং বালচরিতকে হরিবংশাশ্রয়ী নাটক বললে ক্ষতি কী?

কবির উদ্ভাবনী শক্তি

বালচরিতে ভাস তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার কিছু পরিচয় দিয়েছেন। শিশু কৃষ্ণের দেহ থেকে আলোর নির্গমন, যমুনার জলের দ্বিধা বিভাগ, নন্দগোপের দেহশুদ্ধির জন্যে মাটি থেকে জলধারার উদগমন প্রভৃতি ঘটনা হরিবংশ, পুরাণ বা মহাভারতে দেখা যায় না। এ সবই ভাসকবির স্বকপোলকল্পিত। তাছাড়া, প্রথম অঙ্কে নারায়ণের ও দ্বিতীয় অঙ্কে কাত্যায়নীর অস্ত্রসমূহের শরীর ধারণ করে গোপালকদের বেশে গোকুলে আবির্ভাবের কথা ব্যক্ত করার জন্যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিতি ভাসের নাট্যকৌশলের পরিচয় দেয়।

বালচরিতে কৃষ্ণকে দেবকীর সপ্তম সন্তান বলা হয়েছে। অথচ মহাভারত ও পুরাণগুলিতে কৃষ্ণকে তাঁর অষ্টম সন্তানরূপে দেখানো আছে। নন্দগোপের কন্যা জীবিত অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করে এবং বসুদেব তাকে জীবিত অবস্থাতেই নন্দগোপের কাছ থেকে নিয়ে দেবকীকে দিয়েছিলেন বলে মূলগ্রন্থগুলিতে দেখা যায়। অথচ বালচরিতে ঐ কন্যাকে মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করতে ও সেই অবস্থাতেই তাকে বসুদেবের কাছে আনতে দেখা গেল। নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই শেষোক্ত পরিবর্তন বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। কন্যাটি জীবিত থাকলে নন্দগোপ অবশ্যই গভীর রাতে তাকে নিয়ে বেরিয়ে আসত না। ফলে বসুদেবের সঙ্গে তার আকস্মিক সাক্ষাৎকারও ঘটত না। তাতে পরবর্তী ঘটনাগুলোর উপন্যাস অন্যভাবে করতে হত এবং নাটকের গতি কিছু পরিমাণে ব্যাহত হত।

ভাস ও বালচরিত

Prof. S. R. Sehgal-এর মতে বর্তমান বালচরিত ভাসের লেখা নয়। তিনি বলেন—ত্রিবান্দ্রমে যে বালচরিত নাটক পাওয়া গিয়েছে, তা ভাসের লেখা বালচরিত বা ঐ রকম নামের অন্য কোনো নাটকের পরিবর্তিত ও বিকৃত রূপমাত্র। ত্রিবান্দ্রমের তেরখানি নাটককে ভাসনাটকচক্রের বিকৃত রূপ বলে যাঁরা প্রচার করেন, Prof. Sehgal-এর মত তাঁদেরই কথার প্রতিধ্বনি। কিন্তু যে সমস্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যে ঐ তেরখানি নাটককে একই লেখকের লেখা এবং সেই লেখক মহাকবি ভাস বলে গণপতি শাস্ত্রী ও অন্যান্য পণ্ডিত যে সব যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন, তা মেনে নিলে বালচরিতকে ভাসের লেখা নাটক বলতেই হবে।

Mr A S P. Ayyar বলেন—পতঞ্জলির মহাভাষ্যে যে 'কংসবধ' নাটকের উল্লেখ আছে, সেই কংসবধ ও বালচরিত অভিন্ন।

চরিত্রচিত্রণ

কংস

বালচরিত নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র কংস। নাটকের প্রতিনায়ক তিনি। নাটকের মাত্র দুটি অঙ্কে তাঁর সশরীরে উপস্থিতি ঘটেছে—দ্বিতীয়ে ও পঞ্চমে। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করেই সমগ্র নাটকের গতি প্রলম্বিত হয়েছে। বস্তুতঃ কংসচরিত্রই নাটকটির কেন্দ্রবিন্দু। কংসকে বধ করার জন্যে কৃষ্ণের মানবজন্ম গ্রহণ। সেই কৃষ্ণের জন্ম দিয়ে

নাটকের আরম্ভ, আর কংসের বধে নাটকের সমাপ্তি। মাঝে যা যা ঘটেছে সে সবগুলোকেই কংসবধের উদ্যোগপর্ব বলা যায়। তাই কংস রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকুন, চাই না থাকুন, উদ্যোগপর্বের ঘটনাগুলো ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকমনে ঔৎসুক্য জাগে—এবার কংসের পালা, দামোদরের হাত থেকে তাঁর রেহাই নেই। এইভাবে নাটকের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কংস দর্শকের মনকে অধিকার করে থাকে।

মহারাজ কংস। প্রবল প্রতাপ তাঁর। একচ্ছত্রচ্ছায়া পৃথিবী তাঁর আজ্ঞাধীন। কিন্তু অন্তরবৃত্তি তিনি। কংস দুরাত্মা। আর তাঁর এই দৌরাত্ম্যের পিছনে আছে এক দেববাণী—দেবকীর সপ্তম-গর্ভজাত সন্তান তাঁকে বধ করবে। (পুরাণের মতে, অষ্টম-গর্ভজাত সন্তান।) সবার সঙ্গে আপোষ চলে, মৃত্যুর সঙ্গে চলে না। নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগে সুখ। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। একজন শত্রুও বেঁচে থাকলে রাজার সুখ কোথায়? 'ধ্রিয়তে যাবদেকোঽপি রিপুস্তাবৎ কুতঃ সুখম্'?

কংস রাজা। রাজার আদেশ সকলে মান্য করবে, রাজার কাজে সাহায্য করবে—এটাই ঈপ্সিত। রাজার আদেশ যে অমান্য করে, রাজার কাজে যে বাধা দেয়, সে রাষ্ট্রদ্রোহী রাজার শত্রু। রাষ্ট্রদ্রোহী বা শত্রুকে ক্ষমা নেই। তাকে শাস্তি দিতেই হয়। নইলে রাজকার্য চলে না। এই কারণে রাজার কাছে দয়া মায়া নেই, পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন নেই। কংস এ তত্ত্ব ভালো করেই জানেন। তাই নিজের পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করতে তাঁর বাধে না, নন্দগোপকে হাতে পায়ে শিকল দিয়ে বাঁধতে তাঁর মনে দাগ কাটে না। শত্রুর নিগ্রহ সবার আগে। শত্রু শত্রুই। সে পুরুষ কি নারী, শিশু কি যুবক, নবীন কি প্রবীণ—সে বিচার চলে না। তাই দেবকীর সপ্তম সন্তান কন্যা হওয়া সত্ত্বেও কংস তাকে রেহাই দেন নি। দামোদর ও সঙ্কর্ষণ নিতান্ত বালক হওয়া সত্ত্বেও চাণূর ও মুষ্টিক নামে দুই ভীষণ বলশালী মল্লবীর দিয়ে তাদের মারবার ব্যবস্থা করেছেন।

কংস বীর। নিজের বীরত্বে তাঁর আস্থাও যথেষ্ট। এ বিষয়ে দ্বিতীয় অঙ্কে তাঁর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—

'ক্রোধেন নশ্যতি সদা মম শত্রুপক্ষঃ
সূর্যঃ শশী হুতবহশ্চ বশে স্থিতো মে।
যোঽহং যমস্য চ যমো ভয়দো ভয়স্য
তং মাপবাদবচনৈঃ পরিধর্ষয়ন্তু॥'

পিতাকে বন্দী করে রাখায় কংসকে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে। তবে ঔরঙ্গজেব সকলকে অবিশ্বাস করতেন, কংস কিন্তু ধার্মিক ও সত্যবাদী মানুষকে শত্রু হলেও বিশ্বাস করতেন। তাই দেবকীর সপ্তম সন্তান পুত্র কিংবা কন্যা—এ বিষয়ে নিজের অনুচর কঞ্চুকীর কথাতে বিশ্বাস না রেখে তিনি বসুদেবকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন এবং বসুদেবের বিশ্বস্ততার প্রতি নিঃশঙ্ক থেকে নিজের মনে বলেছেন—'ধর্মশীলঃ সত্যবাদী বসুদেবঃ। অথ তু মম সমীপেঽনৃতং ন ব্রবীতি।'

নাট্যকার ভাস মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি মূল থেকে বালচরিতে কংসচরিত্রের বিশেষ কিছুই পরিবর্তন করেন নি। মূলে যেমন কংস নৃশংস, নিষ্ঠুর, ক্রূর, মদান্ধ ও স্বার্থপর, বালচরিতেও তেমনিভাবে কংসের চরিত্রকে চিত্রিত করা হয়েছে। শুধু নাট্যকলার আঙ্গিকে তাঁর মুখে দু-একটা নতুন কথা বসানো হয়েছে মাত্র।

দামোদর

দামোদর বালচরিত-নাটকের নায়ক। নায়কোচিত প্রায় সমস্ত গুণে ভূষিত তিনি। পুরাণপ্রসিদ্ধ যদুবংশে তাঁর জন্ম। ধীরোদাত্ত তো তিনি বটেই। তাঁর প্রতাপ অর্থাৎ শৌর্যবীর্যের কাহিনী নাটকের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। 'কৃষ্ণো হি ভগবান স্বয়ম্।' তাই তিনি দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় পুরুষ। তবে তিনি রাজা নন, ঋষিব গুণে মণ্ডিত।

গীতায় কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন যে, সাধুদের রক্ষার জন্যে, দুর্বৃত্তের বিনাশের জন্যে ও ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। বালচরিতে দামোদরের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকাব ভাস কৃষ্ণেব ঐ কথাকে প্রমাণ কবার প্রয়াস পেয়েছেন। লোকহিতে কংসবধের জন্যে কৃষ্ণের বৃষ্ণিকুলে জন্ম। নাটকের প্রারম্ভে নারদের কাছ থেকে আমরা এ কথা জানতে পারি। জন্ম থেকে আরম্ভ করে কংসবধ পর্যন্ত দামোদর যে সব কাজ করেছেন তা একমাত্র কোনো অতিমানবের পক্ষেই সম্ভব। আর দামোদরকে অতিমানবেব মূর্তিতে চিত্রিত করতে ভাস এতটুকু ত্রুটি রাখেন নি।

দামোদর ধর্মাত্মা, ধর্মই তাঁর কাছে প্রধান। কংসকে বধ করাব পর তিনি অনায়াসে মথুরার সিংহাসনে বসতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, কেননা, ধর্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করেই কংস রাজা হয়েছিলেন। অতএব যার রাজ্য, তাকেই তিনি রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। ধর্মের অনুবোধেই তিনি কংসকে বধ করেন। যাতে পরের মঙ্গল হয়, তাই ধর্ম। ঘোবতর অত্যাচারী কংসেব বধে সমস্ত যাদবগণের মঙ্গলসাধন হয়, এই জন্যে তিনি কংসকে বধ করেছিলেন। ধর্মরক্ষাব জন্যে বধে দোষ হয় না। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য--'এই কংস বধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পব, পরম ধর্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্যে কাতব। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মানুষ।' (কৃষ্ণচরিত্র)

তবুও এ কথা বলতেই হবে যে, বালচরিতে দামোদবের চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকার ভাস তাঁর হৃদয়ের সবটুকু ভক্তিরস ঢেলে দিয়েছেন। ভক্তিরসের প্লাবনে মানুষ দামোদর তলিয়ে গেছেন, ঈশ্বর দামোদর ভেসে উঠেছেন। তা না হলে, এক-পায়ে-দাঁড়ানো-অবস্থায় তাঁকে অরিষ্টর্ষভ দানব একটুও নড়াতে পারে না কেন? যাব বিষেব আগুনে পৃথিবী পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, সেই কালিয়নাগের তীব্র বিষেব জ্বালা তাঁর দেহে এতটুকুও বিকৃতি ঘটাতে পারে না কেন? বস্তুতঃ, ভাসের কাছে 'কৃষ্ণো হি ভগবান স্বয়ম্।' আর ভগবান্-রূপেই বালচরিতে দামোদরের চরিত্র এঁকেছেন ভাস।

বসুদেব

বালচরিতে বসুদেবের আবির্ভাব তিনটি অঙ্কে—প্রথমে দ্বিতীয়ে ও পঞ্চমে। পঞ্চম অঙ্কে আবার শেষের দিকে, খুবই অল্পক্ষণের জন্যে। দ্বিতীয় অঙ্কেও অতি অল্প সময়ের জন্যে রঙ্গমঞ্চে তাঁর উপস্থিতি ঘটেছে। তবে এই অল্প পরিসরেও ভাস কয়েকটি তুলির টানে চরিত্রটিকে পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেছেন।

বসুদেব দামোদর ও সঙ্কর্ষণের পিতা, দেবকীর স্বামী, কংসের ভগিনীপতি। বজ্রকঠিন তাঁর চরিত্র। তিনি ধার্মিক ও সত্যবাদী। কংসের মতো নৃশংস নিষ্ঠুর

মানুষও সে কথা স্বীকার করেন। তাই নিজের পরিজনের কথা বিশ্বাস না করে তিনি বসুদেবকে ডেকে জেনে নেন—দেবকীর সপ্তম সন্তান পুত্র কিংবা কন্যা। বসুদেবের মুখ থেকে কন্যার জন্ম শুনেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। আবার কংস যখন ঐ কন্যাকেও বধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং বালিকা বলে তার জীবনরক্ষার জন্যে দেবকীর অনুরোধ উপেক্ষা করলেন, তখন বসুদেব কংসকে দেবকীর অনুরোধ রক্ষার জন্যে প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু যেইমাত্র তাঁকে 'দেবক্যা ধারিতান্ গর্ভান্ দাস্যামীতি ত্বয়া কৃতঃ'—এই পূর্বপ্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখনি তিনি চুপ করে গেলেন। কারণ সত্যপ্রতিজ্ঞ তিনি। তিনি প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করতে পারেন না। তাতে অধর্মের ভয় আছে।

পুত্রবৎসল তিনি। তাই নন্দগোপের হাতে সন্তানকে তুলে দিয়ে তাকে সযত্নে রক্ষার জন্যে বন্ধুকে অনুরোধ করেছেন ও বন্ধুর বাড়িতে পুত্র কিভাবে মানুষ হবে তা কৌশলে জেনে নিয়েছেন।

বন্ধুবৎসলও তিনি। নন্দগোপ তাঁর অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্। তার কাছে পুত্রের রক্ষার ভার দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। এই ভেবেই তিনি পুত্রকে নিয়ে গভীর রাতে ঘোষপল্লীর কাছে ছুটে এসেছেন। কংসের আদেশে বন্ধুকে কশাঘাত করেছেন ও তার হাতে পায়ে শিকল বেঁধে দিয়েছেন। এর জন্যে অনুতপ্ত তিনি। কিন্তু ঐ কাজ না করে উপায় ছিল না। কেননা, তিনি যে 'ভৃত্য ইবাস্বতন্ত্রঃ'।

বস্তুতঃ, বসুদেবের জীবন বড়োই দুঃখময়। জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে সস্ত্রীক কারাগারে কাটাতে হয়েছে, আর ছয় পুত্রকে হারাতে হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ সুখের আশায় সব দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেছেন। কংসবধের পর বীর পুত্রদের দেখে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন, নিজেকে কৃতার্থ ভেবেছেন। তিনি বলেছেন— 'সৎপুত্রজন্মফলমদ্য প্রাপ্তবানস্মি।'

সাধারণ আলোচনা

বালচরিত একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্রখ্যাত কৃষ্ণ-কাহিনী এর বিষয়বস্তু। নাটকের বিষয়-বস্তুকে আলংকারিকগণ দুভাগে ভাগ করেছেন—আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক। প্রত্যেক নাটকেরই একটি প্রধান ফল বা উদ্দেশ্য থাকে। সেই প্রধান উদ্দেশ্য লাভের জন্যে নাটকের প্রথম থেকে শেষ অবধি যে কাহিনীর বিস্তার ঘটে, তাকে আধিকারিক বলে। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রতিপাদ্য বস্তুকে নিয়ে নাটকের যে কাহিনী তাই হল আধিকারিক। আর ঐ মূল কাহিনীর পরিপুষ্টির জন্যে প্রসঙ্গক্রমে যে কাহিনীর উপস্থাপনা করা হয়, তাকে বলে প্রাসঙ্গিক। এই প্রাসঙ্গিক কাহিনীকে নাটকে 'পতাকা' বলা হয়। (ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে)। নাটকে পতাকার ঘটনা মূল ঘটনার পাশাপাশি চলে। বালচরিতে কৃষ্ণ কাহিনী আধিকারিক, সঙ্কর্ষণকথা পতাকা বা প্রাসঙ্গিক। আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক কাহিনী নাটকে বেশ সুন্দরভাবে মিলে গিয়েছে।

নাটকটির নায়ক দামোদর (কৃষ্ণ) ধীরোদাত্তগুণে ভূষিত। নাটকটিতে বেশ কিছু স্ত্রী-চরিত্র থাকলেও কোনো নায়িকা নেই। এখানে শৃঙ্গাররসও অনুপস্থিত। তবে নাটক দেখে দর্শক নায়িকা ও শৃঙ্গাররসের অনুপস্থিতিকে উপেক্ষা করবেন। কেননা,

নাটকের ঘটনাগুলিকে এমনি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে যে একটা দৃশ্য দেখার পর দর্শকের মন পরের দৃশ্য দেখার জন্যে উৎসুক হয়ে পড়ে। আর দৃশ্যগুলির মধ্যে বিশেষ কোনো স্থান-কালের ব্যবধানও নেই। ফলে, কোনো অসঙ্গতি সহসা চোখে পড়ে না। বস্তুতঃ, দর্শকমনে এই ঔৎসুক্য সৃষ্টি করাই প্রকৃত নাট্যকারের কৃতিত্ব। আর ভাস সেই কৃতিত্বের যথার্থ অধিকারী।

ভাসের ভাষা স্বচ্ছ, সরল ও সাবলীল। অনেক সময় তিনি শ্লোকের মধ্য দিয়ে সংলাপ রচনা করেছেন। সেই শ্লোকও অত্যন্ত সহজবোধ্য। সহজ ভাষার মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে, কোথাও থমকে দাঁড়ায়নি। শ্লোকের মধ্যে অলংকারের আড়ম্বর খুব বেশি নেই। কয়েক স্থানে অনুপ্রাস ও যমক অলংকারের নিদর্শন আছে। তবে তাও পরিমাণে অল্প। যেমন, 'শোকার্তা শশিবদনা নিশি প্রশান্তা' (১.৬), 'নারায়ণায় নরলোকপরায়ণায়' (১৮), 'সৌবর্ণকান্ত-ভবকন্দর-কুটকুঞ্জম' (২৬), 'কৃতলোহমুষ্টিং তং মুষ্টিনা মুষ্টিকমদ্য রুষ্টম্' (৫.৭)।

ভাসের বর্ণনাচাতুরী সুন্দর। অল্প কথায় তিনি প্রকৃতির বর্ণনা কিংবা মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। প্রথম অঙ্কে অন্ধকারের বর্ণনায় তিনি লিখলেন—

'লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্নিষ্ফলতাং গতা।'

'অন্ধকার যেন অঙ্গে লেপে যাচ্ছে, আকাশ যেন কাজল বর্ষণ করছে। অসাধু পুরুষের সেবার মতো দৃষ্টি নিষ্ফল হয়ে গেল।' এই কথাতেই সকলে অন্ধকারের গাঢ়তা বুঝতে পারবেন। পাঠক কিংবা দর্শক সূচীভেদ্য অন্ধকারের রূপ স্পষ্ট অনুভব করতে পারবেন।

আবার, বসুদেবের হাতে নবজাত শিশুকে দিয়ে দেবকী যখন কারাগারের ভিতরে চলেছেন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থা প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন—

'হৃদয়েনেহ তত্রাঙ্গৈর্দ্বিধাভূতেব গচ্ছতি।
যথা নভসি তোয়ে চ চন্দ্রলেখা দ্বিধাকৃতা॥'

'যেমন আকাশে ও জলে চন্দ্রলেখা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি তিনি (দেবকী) এখানে (শিশুতে) মন রেখে সেখানে (কারাগারে) অঙ্গ নিয়ে যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে চলেছেন।'

তৃতীয় অঙ্কে গোপালকদের নাচগানের যে দৃশ্য, তা খুবই স্বাভাবিক ও আকর্ষক হয়ে উঠেছে। সেখানে তাদের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পরিচয় মেলে। ভাসের বর্ণনার গুণে ঐ দৃশ্য উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। পঞ্চরাত্রের দ্বিতীয় অঙ্কেও গোপালকদের আনন্দোচ্ছল জীবনযাত্রার বর্ণনা আছে। সেখানকার বর্ণনা ও বালচরিতের বর্ণনার মধ্যে বেশ মিলও লক্ষ্য করা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই বৃদ্ধ গোপালকের সংলাপ ও কর্মের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন ভাস। বালচরিতের তৃতীয় অঙ্কে বর্ণিত গোপালকদের আনন্দময় জীবনযাত্রার সঙ্গে সেক্সপীয়রের 'Winter's Tale' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বর্ণিত মেষপালকদের অনুরূপ জীবনযাত্রার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বালচরিতের প্রথম অঙ্কে নারায়ণের ও দ্বিতীয় অঙ্কে কাত্যায়নীর অস্ত্রসমূহ শরীর-ধারণ করে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়েছে। দূতবাক্যেও নারায়ণের অস্ত্র সুদর্শনচক্রকে

রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হতে দেখা যায়। ভাস ঐ সব শরীরধারী অস্ত্রের মুখে সংলাপও বসিয়েছেন। অস্ত্রের শরীরধারণ বা সংলাপ অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। মনে হয়, অদ্ভুতরস সৃষ্টি করার মানসেই ভাস তাঁর নাটকগুলিতে এভাবে অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা করেছেন। সেক্সপীয়রের 'Tempest' নাটকেও দেখা যায়—প্রকৃতি এরিয়েলের রূপ ধরে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়েছে এবং প্রস্পেরোর সঙ্গে কথা বলছে।

বালচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে চণ্ডাল-কন্যা ও বজ্রবাহু নামে শাপের আবির্ভাব সেক্সপীয়রের 'Macbeth' নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে তিনজন ডাইনীর উপস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে বালচরিতে চণ্ডালকন্যা ও শাপ কংসকে ভীত করে তুলেছে, ম্যাকবেথে ডাইনীরা ম্যাকবেথকে আশার কথা শুনিয়েছে—এইমাত্র তফাৎ। ঘটনার উপস্থাপনা কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই এক।

চরিত্রচিত্রণে ভাস নিপুণ। বালচরিতে দামোদর ও কংস ছাড়া প্রধানচরিত্র আর বেশি নেই। কংসের ক্রূরতা ও নৃশংসতা প্রকাশ করতে ভাস এতটুকু ত্রুটি রাখেন নি। কয়েকটি তুলির টানে গৌণ চরিত্রগুলিকেও জীবন্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছেন। তবে ভাস দামোদরের চরিত্র বর্ণনায় কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন বলে মনে হয়। একটি শিশুকে দিয়ে তিনি এমন সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন, যা একমাত্র কোনো অতিমানব বা দেবতার পক্ষেই সম্ভব। এখানে Winternitz-এর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে —'In the whole drama, Bhasa proves himself an ardent devotee of Krisna. He does not let his audience forget even for a moment that his hero is not only a god but the Supreme Divine Being, Narayana-Visnu.' (সমগ্র নাটকে ভাস নিজেকে একজন পরম কৃষ্ণভক্তরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি দর্শকদের ভুলতে দেননি যে তাঁর নায়ক শুধুমাত্র একজন দেবতাই নন, তিনি পরমেশ্বর নারায়ণ-বিষ্ণু।)

দর্শকের দৃষ্টিতে

রঙ্গালয়ে দর্শকের আসনে বসে বালচরিত-নাটকটিকে একবার দেখে নেওয়া যাক।

প্রথমেই দৃষ্টি পড়বে এর গতির দিকে। ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে পূর্বের ঘটনার সঙ্গে পরের ঘটনার যোগসূত্র খোঁজার অবকাশ থাকে না। বালক দামোদর একের পর এক দুঃসাহসিক ও অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। অরিষ্টর্ষভ-বধ, কালিয়-দমন, চাণূরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ও তাকে বধ এবং পরিশেষে কংসবধ। এতগুলো ভীষণ ঘটনা ঘটল, অথচ সে ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন। ঘটনাগুলোর মধ্যে একটু ব্যবধান থাকলে ভালো হত। দামোদর যে নিতান্ত বালক!

অরিষ্টর্ষভ ও কালিয়ের সঙ্গে দামোদরের বাদানুবাদ ও যুদ্ধের বর্ণনা আছে। কিন্তু কংসের সঙ্গে তা নেই। সমস্ত পৃথিবী যাঁর ভয়ে কাঁপে, সেই কংসকে দামোদর চুলের মুঠি ধরে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলল। কংস তাঁর জীবনের প্রধান শত্রু দামোদরকে এতটুকু প্রতিরোধ করলেন না। এটা ঠিক হল না। উভয়ের মধ্যে একটু হাতাহাতি ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখানো যেতে পারত। আর সেরকম দেখানোতে কোনো দোষ থাকত না, কেননা, নাটকের অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়ে যুদ্ধ ও বাগ্‌যুদ্ধই তো দেখানো হয়েছে।

প্রথম অঙ্কে নন্দগোপের হাতে নবজাতককে সঁপে দিয়ে বসুদেব নন্দগোপকে বললেন—'রাত্রি প্রভাত হয়ে গিয়েছে, তুমি ফিরে যাও।' তারপরেও বন্ধুর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে বসুদেব 'প্রত্যাগতপ্রাণা' বন্ধুকন্যাকে নিয়ে ঘোষপল্লী থেকে মথুরায় ফিরে দেখেন সব লোক ঘুমিয়ে আছে (তথৈব প্রসুপ্তো মথুরায়াং সর্বো জনঃ)। সকাল হয়ে গিয়েছে, অথচ একজন লোকও জাগে নি। একটু বিসদৃশ লাগে না কি! কালের ঐক্যের (unity of time) তারটুকু ছিঁড়ে গেল যেন। এর থেকে বরং বসুদেবের মুখে 'প্রভাতা রজনী' এ পদদুটি না বসালেই ভালো হত।

নানা রসের সমাবেশে নাটকটি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বীররস এর প্রাণ। তাছাড়া, অদ্ভুত, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, শান্ত, এমন কি বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের আবির্ভাবও ঘটেছে। কিন্তু শৃঙ্গাররস একেবারেই অনুপস্থিত। শৃঙ্গাররসের সমাবেশ ঘটাতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। তবে তার একটু ছোঁয়া থাকলে সর্বাঙ্গসুন্দর হত। শৃঙ্গাররস দেখানোর অবকাশ নেই, এমনও নয়। তৃতীয় অঙ্কে সুবেশা গোপকন্যাদের সঙ্গে দামোদরের হল্লীসকনৃত্যের অবতারণা করা হয়েছে। সেখানেই অরিষ্টর্ষভের প্রবেশ তাড়াতাড়ি না ঘটিয়ে দামোদরের সঙ্গে গোপকন্যাদের হাস্য-পরিহাসে ও রসালাপে শৃঙ্গাররসের সূচনা করা যেতে পারত।

নন্দগোপকে প্রথম অঙ্কেই মাত্র দেখা গেল। তারপরের অঙ্কগুলোতে সে পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছে। বন্ধুপুত্রের রক্ষার পুরো ভার তার উপর। সমতুল্য অরিষ্টর্ষভ দানব, আর কালিয় নাগ। তাদের সঙ্গে বালক দামোদর প্রাণান্তকর যুদ্ধে মেতেছে। কালিয়নাগের সঙ্গে দামোদরের সংঘর্ষের কথা বৃদ্ধগোপালক নন্দগোপকে জানাতেও গেল। কিন্তু নন্দগোপকে আসতে দেখা গেল না। এ সময়ে নন্দগোপকে রঙ্গমঞ্চে একবার অন্ততঃ আনা উচিত ছিল। তাছাড়া, পঞ্চম-অঙ্কে কৃষ্ণবধের পরে বসুদেবকে দেখা গেল, নন্দগোপ কোথায়? কংসের আমন্ত্রণে দামোদর ও সঙ্কর্ষণ দু-জন দুধের বালক মথুরায় গেল। কংসের স্বভাব ও স্বরূপ নন্দগোপ ভালোভাবেই জানে। কিন্তু সে ঐ দু-জন বালকের সঙ্গে নিজেও গেল না কেন? কিংবা, তাদের যেতে একবার নিষেধও করল না কেন? নন্দগোপ সম্বন্ধে এ সব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দর্শকের মনে জাগবে।

বেচারাম ঘোষ-

সূক্তিরত্নাবলী

১ অহো ধৈর্যং হি যোষিতঃ।
স্ত্রীলোকের ধৈর্য আছে বটে।—প্রথম অঙ্ক

২. উক্তজ্ঞাঃ খলু নৃশংসাঃ।
শাস্ত্রবিদ্‌গণও নৃশংস হয়ে থাকেন।—প্রথম অঙ্ক

৩. দারিকাসু স্ত্রীণামধিকতরঃ স্নেহো ভবতি।
কন্যার প্রতি স্ত্রীলোকের অধিকতর স্নেহ থাকে।—দ্বিতীয় অঙ্ক

৪. কিং দষ্টঃ কৃষ্ণসর্পেণ বালেন ন নিহন্যতে?
বাচ্চা কেউটে কামড়ালেও কি প্রাণী মরে না?—তৃতীয় অঙ্ক

কুশীলব

পুরুষ-চরিত্র

সূত্রধার	নাট্য-পরিচালক
নারদ	ব্রহ্মলোকবাসী দেবর্ষি
বসুদেব	কৃষ্ণের পিতা
নন্দগোপ	গোকুলাধিপতি, বসুদেবের বন্ধু
উগ্রসেন	কংসের পিতা
দামোদর, সঙ্কর্ষণ	বসুদেবের পুত্রদ্বয়
গরুড়	বিষ্ণুর বাহন
চক্র, শার্ঙ্গ, শঙ্খ, নন্দক	নারায়ণের অস্ত্রসমূহ
রাজা	মথুরাধিপতি কংস
চাণূর, মুষ্টিক	কংসের বেতনভোগী মল্লদ্বয়
ভট	ধ্রুবসেন নামে কংসের ভৃত্য
কাঞ্চুকীয়	বালাকি নামে কংসের ভৃত্য
শাপ	বজ্রবাহু নামে শাপের অধিদেবতা
রক্ষিপুরুষগণ	
কুণ্ডোদর, শূল, নীল, মনোজব	কাত্যায়নীর অস্ত্রসমূহ
বৃদ্ধ গোপালক	জনৈক গোপালক
দামক	ঐ
অরিষ্টর্ষভ	অসুরবিশেষ
কালিয়	যমুনাহ্রদবাসী মহানাগ

স্ত্রী-চরিত্র

দেবকী	কৃষ্ণের জননী
প্রতিহারী	দেবকীর দ্বারপালিকা
ধাত্রী	কাত্যায়নীর উপমাতা
চণ্ডালযুবতীগণ	
কাত্যায়নী	আকাশস্থিতা দেবী (যোগমায়া)
ঘোষসুন্দরীগণ	
রাজশ্রী	কংসের রাজলক্ষ্মী
প্রতিহারী (যশোধরা)	কংসের দ্বারপালিকা
কৌমোদকী	নারায়ণের অস্ত্রবিশেষ

বালচরিত

প্রথম অংক

(নান্দীর শেষে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—পুরাকালে সত্যযুগে যিনি নারায়ণ-নামে শঙ্খ ও দুগ্ধের মতো শুভ্র শরীর ধারণ করেছিলেন, ত্রেতাযুগে স্বর্ণকান্তি বিষ্ণু-নামে যিনি ত্রিভুবনে তিন-পা অর্পণ করেছিলেন, দ্বাপর যুগে দূর্বার ন্যায় শ্যামবর্ণ রাম-নামে যিনি রাবণবধ করেছিলেন, কলিযুগে কাজলবর্ণ সেই দামোদর তোমাদের সর্বদা রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

আর্যগণকে একটি কথা জানাই। আরে, আমি জানবার আগেই কোথা থেকে যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু দেখি।

নেপথ্যে—আমি গগনসঞ্চারী।

সূত্রধার—ও বুঝেছি।

বৃষ্ণিকুলে হরি জন্ম নিয়েছেন। তাই পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে আর দেববাদ্য বাজছে। সেই হরিকে দেখার জন্যে নারদ তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন ॥ ২ ॥

(নিষ্ক্রান্ত)

॥ স্থাপনা সমাপ্ত ॥

(নারদের প্রবেশ)

নারদ—আমি নারদ, আকাশে ঘুরে বেড়াই। কলহপ্রিয় বলে ত্রিভুবনে আমি প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মলোক থেকে আমি এখানে এসেছি। ৩ ॥

হায়, দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। অন্তরীক্ষে এখন চিরপ্রশান্তি বিরাজ করছে। তাই আমার ভালো লাগছে না। আমি বেদপাঠের মাঝে মাঝে বীণার তারে আঘাত করে বিরোধের সুর তুলি ॥ ৪ ॥

তাছাড়া,

বেদে আমার পরা ভক্তি আছে, সমস্ত তপোবনগুলোকে আমি সম্মান করি। তবুও সত্যি বলছি, আঙুল দিয়ে যে বীণাতে আঘাত করি, সেই বীণা ও ভীষণ কঠোর শত্রুতানিবন্ধন বিবাদ আমার প্রিয় ॥ ৫ ॥

জগতের মঙ্গলসাধনায় কংসবধের জন্যে বিশ্বের প্রথম আশ্রয়, অব্যয় পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ বৃষ্ণিকুলে জন্ম নিয়েছেন। তাঁকে দেখার জন্যে তাই আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আরে, ত্রিলোকাধিপতি মায়াবলে শিশুর রূপ ধারণ করেছেন, আর শ্রদ্ধেয়া দেবকী তাঁকে নিয়ে বসুদেবের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

এই দেবকী শোকার্ত, চাঁদের মতো তাঁর মুখ, প্রশান্ত তাঁর মূর্তি। রাত্রে তিনি দু-হাতে মন্দরপর্বতের মতো চক্রপাণি বিষ্ণুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন। এই বিষ্ণু লোকসমূহের অভয়দাতা, দেবতাদের গুরু ও দৈত্যদের নিহন্তা ॥ ৬ ॥

এই ভগবান্ নারায়ণ।

ইনি অনন্ত শক্তির অধিকারী, পদ্মের মতো বিস্তৃত তাঁর চক্ষু, ইনি দেবগণের

প্রভু ও অসুরগণের বল নাশ করেন। ইনি ত্রিলোকের কেতু, জগতের কর্তা ও মানুষের ভর্তা ; তিনিই পুরাণ পুরুষ ॥ ৭ ॥

এই তো বিবাদের কারণ জন্মেছে। আমিও ভগবান্ নারায়ণকে প্রদক্ষিণ করে ব্রহ্মলোকেই ফিরে যাই। ত্রিলোকের কারণ ভগবান্‌কে নমস্কার।

নরলোকপরায়ণ যিনি নারায়ণ, পবিত্র কমলনয়ন নিয়ে যিনি লোকানন, যিনি রাবণ ও বিরোচনের নিহন্তা রাম, সর্বশক্তির নিলয় সেই বরবীরকে প্রণাম ॥ ৮ ॥

(নিষ্ক্রান্ত)

(বালককে হাতে নিয়ে দেবকীর প্রবেশ)

দেবকী—ছেলের জন্মসময়ে ভীষণ দুর্লক্ষণ ঘটছে দেখছি। এ সবই আমার ছেলের মহানুভাব সূচনা করছে, নিষ্ঠুর কংসের নৃশংসতা চিন্তা করে হতভাগিনী আমি কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কোথায় যে আর্যপুত্র গেলেন ! আরে এই তো আর্যপুত্র এদিকেই আসছেন। আনন্দে ও বিস্ময়ে তাঁর নয়ন উৎফুল্ল।

(বসুদেবের প্রবেশ)

বসুদেব—(চিন্তান্বিত হয়ে) হায়, এ সব কী ?

প্রচন্ড বায়ুর সঙ্গে আকাশে বিদ্যুৎ খেলা করছে, নতুন মেঘের গর্জনে পৃথিবী ভীষণ কাঁপছে। নিশ্চয়ই মানুষের রক্ষার জন্যে অসুরকুলের নিহন্তা বিষ্ণু এই পৃথিবীতে আজ অবতীর্ণ হয়েছেন ॥ ৯ ॥

(চারদিকে তাকিয়ে)

এই যে দেবকী ছয়পুত্রকে হারানোর দুঃখ ভোলার জন্যে মনে কোনো খেদ না রেখে সপ্তমটিকে রক্ষা করে চলেছে। জন্মকালে নানা সুলক্ষণ দেখে ও বুঝেছে যে, এ পুত্র বহু গুণের অধিকারী। সেই আশায় এই পুত্রকে কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু ভেবে তাকে বয়ে বেড়াচ্ছে ॥ ১০ ॥

দেবকী—(অগ্রসর হয়ে) আর্যপুত্রের জয় হোক।

বসুদেব—দেবকী ! এখন মধ্যরাত্রি। মথুরাতে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই বালকটিকে নিয়ে আমি চলে যাই, যাতে কেউ দেখতে না পায়।

দেবকী—কিন্তু আর্যপুত্র ! একে নিয়ে কোথায় যাবেন ?

বসুদেব—সত্যি বলেছ, দেবকী ! আমিও জানি না। সমস্ত পৃথিবী দুরাত্মা কংসের আজ্ঞাধীন। তাই কোথায় যে এই আয়ুষ্মান্ বালককে নিয়ে যাওয়া যায় ! অথবা দেব যেখানে ঠিক করবেন, সেখানে বালককে নিয়ে যাই।

দেবকী—আর্যপুত্র, আমি একে সুদর্শন করে দিতে চাই।

বসুদেব—হায় রে অতিপুত্রবৎসলা নারী !

রাহুর মুখমন্ডলে এই চাঁদকে কি দেখা যায় ? তুমি একে সুদর্শন করে দিলেও কংসের হাতেই এর মৃত্যু হবে ॥ ১১ ॥

দেবকী—কোনো মতেই হবে না।

বসুদেব—তুমি যা বললে সমস্ত দেবতাই তা বলুক। নিয়ে এসো।

দেবকী—আর্যপুত্র ধরুন।

বসুদেব—(ধরে) ওঃ, কি ভারি এই বালক। বাঃ,

ধৈর্য বলি সেই নারীর, যে বিন্ধ্য ও মন্দর পর্বতের মতো সারবান্ এবং পদ্মপলাশলোচন এই সুন্দর বালককে গর্ভে ধারণ করেছিলেন ॥ ১২ ॥

দেবকী, তুমি ভিতরে যাও।

দেবকী—হতভাগিনী আমি চললুম। (নিষ্ক্রান্ত)

বসুদেব—যেমন আকাশে ও জলে চন্দ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি এই দেবকীও চলেছে, তার মন রইল এখানে আর শরীর নিয়ে গেল সেখানে[৪] ॥ ১৩ ॥

যাক, দেবকী চলে গিয়েছে। আমিও নগরদ্বারের দিকে যাই। এই যে, ওঃ! প্রথম পুত্রগুলিকে আমার হারাতে হয়েছে। তাই আমি শোকাকুল। এদিকে রাজার ভয়ে মনও আকুল। দু-হাতে মন্দরপর্বতের মতো এই বালককে নিয়ে এই পথে আরো তাড়াতাড়ি চলি ॥ ১৪ ॥

(চারদিকে ঘুরে) এই তো নগরের দ্বার। যাই, প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে) বাঃ, মথুরায় সব লোক ঘুমোচ্ছে। এই ফাঁকে সরে পড়ি। (চারদিকে ঘুরে) মথুরা থেকে বেরিয়ে এসেছি। ওঃ, কী ভীষণ অন্ধকার! এখন—

অন্ধকার যেন গায়ে লেপে যাচ্ছে। আকাশ যেন কাজল বর্ষণ করছে। অসৎ-পুরুষের সেবার মতো দৃষ্টি নিষ্ফল হল ॥ ১৫ ॥

ওহো,

অন্ধকারের প্রভাবে দিকগুলো দেখা যাচ্ছে না, গাছগুলোকে ঘন দেখাচ্ছে। জগতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত বস্তুগুলোর পৃথক্ সত্তাই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে ॥ ১৬ ॥

আমি যেতে পারছি না। আরে, প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে যেন! তাহলে কি দুরাত্মা কংস আমি চলে এসেছি জেনে প্রদীপের আলোয় পরিবৃত হয়ে আমাকে ধরতে আসছে! ঠিক আছে, আমি ওর দর্পচূর্ণ করব। (কোশ থেকে খড়্গ বার করলেন। রেখে দিয়ে চারদিক তাকিয়ে) কই, কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। ওহো,

চারদিক অন্ধকারে ঢাকা, আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না। তাই এই বালক আলোর সৃষ্টি করেছে যাতে আমি চলে যেতে পারি। ॥ ১৭ ॥

এই তো পথ। তবে চলি। আরে, এই ভগবতী যমুনাও যে প্রলয়কালীন বর্ষার জলে কানায় কানায় হয়ে আছে। হায়, আমার পরিশ্রমই ব্যর্থ হল। এখন কী যে করি। আচ্ছা, দেখা যাক।

হাঙর[৫] আর সাপে ভরা এই নদী। বড়ো বড়ো ঢেউ একের পর এক উঠছে। মনে মনেও এ নদী পার হওয়া দুষ্কর। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় আমি হয়ে পড়েছি ভীতবিহ্বল। যদি দৈব থাকে, তবে আমার এই বাহুভেলায়[৬] ভর করেই শীঘ্র উদ্দেশ্য সাধন করব ॥ ১৮ ॥

(সেরূপ করে সবিস্ময়ে) আরে, জল যে দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এ-পাশে একভাগ রয়ে গেল, ওপাশে আর এক ভাগ বয়ে চলেছে। ভগবতী যমুনা আমার পথ দিয়েছেন। তবে চলি। (নেমে) যমুনা পার হয়ে গিয়েছি। হুংকারশব্দ শোনা যাচ্ছে যেন। বুঝেছি; হতভাগ্য আমি ঘোষপল্লীর কাছে চলে এসেছি। হায়, কাছের এই ঘোষপল্লীতে আমার বন্ধু নন্দগোপ বাস করে। কংসের

আদেশে আমি তাকে শেকল দিয়ে বেঁধেছি আর চাবুক মেরেছি। যাই, প্রবেশ করি। অথবা, রাত্রিতে বসুদেব প্রবেশ করেছে জেনে গোপালকেরা শঙ্কিত হতে পারে। তাই এই বটগাছের তলায় রাতটুকু কাটিয়ে সকালের জন্যে অপেক্ষা করি। হে বটবৃক্ষে অধিষ্ঠিত দেবতাগণ! যদি এই বালক জগতের মঙ্গল-কামনায় কংসবধের জন্যে বৃষ্ণিকুলে জন্মে থাকে, তবে ঘোষপল্লী থেকে কেউ এখানে আসুক। না, না, আমার বন্ধু নন্দগোপই আসুক।

(কন্যাকে নিয়ে নন্দগোপের প্রবেশ)

নন্দগোপ - (শোকতপ্ত হয়ে) হায়রে মেয়ে! তুই তো আমাদের গৃহলক্ষ্মীতে অনুরক্ত হলি না। এখন আবার আমাদেরও ছেড়ে চলেছিস্ কি? উঃ, কী ভীষণ অন্ধকার! যেন একশটা মহিষ একসঙ্গে পড়ছে।[৭]

আকাশ মেঘে ঢাকা, তাই জ্যোৎস্না নেই। রাত্রি চোখ বুজে আছে। মনে হচ্ছে যেন কোনো গোপী নীল কাপড় পরে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ॥ ১৯ ॥

আজই মাঝরাতে আমার গিন্নী যশোদা এই মেয়েটাকে প্রসব করেছে। জন্মেই হতভাগী মারা গিয়েছে। কাল আমাদের ঘোষেদের পবিত্র ইন্দ্রযজ্ঞ[৮]-উৎসব হবে। আমার পায়ে শেকল বাঁধা। চলতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও আমি একা এই মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছি যাতে গোপালকেরা দুঃখ না পায়। হত-ভাগিনী যশোদাও মূর্ছা গিয়েছে। সে জানেই না—ছেলে হল না মেয়ে হল। ওরে মেয়ে! মেয়ে আমার!

বসুদেব—কে এই রাত্রে বিলাপ করছে। আমারই মতো দেখছি এই হতভাগ্য।

নন্দগোপ—কেন তুই আমার গৃহলক্ষ্মীকে অনুরাগ না দেখিয়ে এখন আমাকে ছেড়ে চলেছিস্?

বসুদেব—কণ্ঠস্বরে আমার বন্ধু নন্দগোপ বলে মনে হচ্ছে। ওকে ডাকি—'বন্ধু নন্দগোপ, এদিকে এসো।'

নন্দগোপ - (ভয় পেয়ে) কে আমাকে এখন 'নন্দগোপ' বলে ডাকে। গলার স্বরটা আগে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। ওটা রাক্ষস, না পিশাচ। এই রাত বড়ো ভয়ঙ্কর। মরা মেয়ে আমার হাতে। কী যে করি!

বসুদেব—বন্ধু নন্দগোপ, অন্য কোনো ভয় নেই। এদিকে এসো।

নন্দগোপ—(কানে শুনে, সাবধানে) আরে, গলার স্বর শুনে প্রভু বসুদেব বলে মনে হচ্ছে। যাই, এগিয়ে যাই। অথবা ওখানে গিয়ে কাজ কী আমার? রাজা কংসের কথা শুনে উনিই তো আমাকে অপরাধীর মতো চাবুক মেরে শেকল বেঁধে দিয়েছেন। তাই যাব না। অথবা আমার পাপচিন্তাকে ধিক্। উনি আমার হাজার উপকার করেছেন। আমার দুঃখে দুঃখ পেয়েছেন, আমার সুখে সুখী হয়েছেন। তবুও মনে পড়ে—উনি রাজার আদেশে আমাকে একটা শেকল দিয়ে বেঁধেছেন। যাই, এগিয়ে যাই। এই মেয়েটা রয়েছে। কী করি? ঠিক আছে, এরকম করি। (অগ্রসর হয়ে ও ভালো করে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে) ভোর হয়ে গিয়েছে। এই তো প্রভু বসুদেব ছেলে নিয়ে বসে আছেন। প্রভুর জয় হোক।

বসুদেব—বন্ধু নন্দগোপ! ভগবতী গোসমূহের কুশল তো!

নন্দগোপ—হ্যাঁ প্রভু, কুশল।

বসুদেব—তোমার আত্মীয়পরিজনের কুশল তো!

নন্দগোপ—পরিজনের কথা বলছেন? হাঁ প্রভু, কুশল তাদের।

বসুদেব—বন্ধু! কী ওটা লুকোচ্ছ?

নন্দগোপ—না প্রভু! কিছু না।

বসুদেব—যদি সত্যি না বল, আমার জীবনের দিব্যি রইল।

নন্দগোপ—কী আর করি। শুনুন প্রভু—আজ মাঝরাতে আমার গিন্নী, না না আপনার দাসী, যশোদা এই মেয়েটাকে প্রসব করেছে। কিন্তু হতভাগী জন্মেই মারা গিয়েছে। কাল আমাদের ঘোষেদের ইন্দ্রযজ্ঞ-উৎসব হবে। আমার পা শেকল দিয়ে বাঁধা, চলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু আমি একা এই মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছি যাতে গোপালকেরা এর জন্যে দুঃখ না পায়। যশোদাও মূর্ছা গিয়েছে। হতভাগিনী জানতেও পারল না—ছেলে জন্মাল, না, মেয়ে জন্মাল।

বসুদেব—হায়রে! জগতের অধিষ্ঠানভূত যমকে কেউ বঞ্চনা করতে পারে না। বন্ধু, ওর শরীর কাঠ হয়ে গিয়েছে। ফেলে দাও।

নন্দগোপ—না প্রভু না, আমি পারব না।

বসুদেব—এটাই জগতের নিয়ম। ফেলে দাও।

নন্দগোপ—প্রভুর যা আদেশ। ওরে মেয়ে, মেয়ে আমার! (কাঁদতে লাগল)

বসুদেব—বন্ধু, কেঁদো না। ওঠো, ওঠো।

নন্দগোপ—(উঠে, কাছে গিয়ে) প্রভুর জয় হোক। এই দাস আপনার কী করতে পারে?

বসুদেব—বন্ধু তুমি তো জানই—দুরাত্মা কংস আমার ছয় পুত্রকে মেরে ফেলেছে।

নন্দগোপ—জানি প্রভু, জানি।

বসুদেব—আমার এই সপ্তম পুত্রটি দীর্ঘজীবী। আমার পুত্রভাগ্য নেই। তোমার ভাগ্যে এই পুত্রটি বেঁচে থাক। তুমি একে গ্রহণ করো।

নন্দগোপ—ভয় করে, প্রভু, ভয় করে। যদি রাজা কংস শোনে যে বসুদেবের ছেলেকে নন্দগোপের হাতে ন্যাস রাখা হয়েছে, তাহলে আর বলতে হবে না—আমার মাথাই চলে গিয়েছে।

বসুদেব—(স্বগত) হায়, কাজটা বিপন্ন হল। শাস্ত্রজ্ঞরাও নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। অতএব এরকম বলি। (প্রকাশ্যে) বন্ধু নন্দগোপ,

যদি আমি পূর্বে তোমার কোনো উপকার করে থাকি, তাহলে প্রত্যুপকারের সময় আমার কাছে এসেছে॥ ২০॥

নন্দগোপ—কী বললেন—প্রত্যুপকার? তাহলে কংসই হোক আর কংসের বাবা উগ্রসেনই হোক, (আমি ভয় করি না।) আপনি ছেলেকে নিয়ে আসুন।

বসুদেব—ধরো বন্ধু!

নন্দগোপ—প্রভু, মরা মেয়েকে ধরেছিলুম। তাই অশুচি আমি। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন, যমুনার জলে গিয়ে শুদ্ধ হয়ে নিই।

বসুদেব—বন্ধু, তুমি ঘোষপল্লীতে বাস কর। তাই স্বভাবতই তুমি শুদ্ধ।

নন্দগোপ—তাহলে আমাদের ঘোষপল্লীর পবিত্র ধুলো মেখেই শুদ্ধ হই।

বসুদেব—তাতে আর দোষ কী ? শুদ্ধ হয়ে নাও।

নন্দগোপ—প্রভুর যা আদেশ। (তাই করে, সবিস্ময়ে) আশ্চর্য, প্রভু আশ্চর্য ! ধুলো খুঁজতে যেতেই মাটি ফুঁড়ে গাড়ির চাকার সমান উঁচু জলের ধারা বার হয়ে এসেছে।

বসুদেব—এই ছেলের প্রভাবে। শুদ্ধ হয়ে নাও।

নন্দগোপ—হ্যাঁ, প্রভু। (তাই করে, অগ্রসর হয়ে) প্রভু, আমি এসেছি।

বসুদেব—এই নাও, ধরো।

নন্দগোপ—প্রভু, মন্দরপর্বতের মতো এই ছেলে। আমার দুর্বল হাত দুটো দিয়ে একে ধরতেই পারছি না।

বসুদেব—বন্ধু, তুমি তো খুবই শক্তিশালী।

নন্দগোপ—শুনুন, প্রভু, আমার শক্তির কথা। একটা ষাঁড় তেড়ে এলে তার শিং ধরে নিজেকে বাঁচিয়েছিলুম। দুধের ভাঁড় সমেত গোরুর গাড়ী পাঁকে পড়ে গেলে নিজেই পাঁক থেকে সেগুলো টেনে তুলেছি। সেই-আমি এই ছেলেকে ধরতে পারছি না।

(পাঁচটি অস্ত্র ও গরুড়ের প্রবেশ)

গরুড়—আমি সুপর্ণ গরুড়। মহান বেগ আমার। এই বিষ্ণুর রথ ও ধ্বজ আমি। পুরাকালে দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধে আমি বিষ্ণুর শক্তিতেই বিষ্ণুকে বহন করেছিলাম ॥ ২১ ॥

চক্র—আমি চক্র, কৃষ্ণের হাতের অগ্রভাগকে শোভিত করি। মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো উগ্র আমার তেজ। (বিষ্ণুর) ত্রিপদবিক্ষেপ ও অমৃতমন্থনের সময়ে আমি দানবদের ও দৈত্যদের হত্যা করেছিলাম ॥ ২২ ॥

শার্ঙ্গ—আমি শার্ঙ্গ (ধনু)। আমার মধ্যভাগ সুন্দর বৃত্তের মতো। আমি বিষ্ণুর করে লগ্ন হয়ে থাকি। নারীর মতো দেহ আমার। আমি পুরুষের বীর্য, বল ও অভিদর্প, যার জন্যে যুদ্ধের মুখে শত্রুরা পলায়ন করেছিল। আমি তাদের হস্তী, রথ, অশ্ব ও সৈন্য নাশ করেছিলাম ॥ ২৩ ॥

কৌমোদকী—আমি হরির গদা। আমার নাম কৌমোদকী। হরির আদেশে আমি সমস্ত শত্রুকে প্রমথিত করি। যুদ্ধে আমি দানবদের হত্যা করি আর তারা রক্তের নদীতে খেলা করে ॥ ২৪ ॥

শঙ্খ—আমি হচ্ছি শঙ্খ। ক্ষীরসমুদ্র থেকে বিষ্ণু নিজেই আমাকে তুলেছেন। আমার শব্দে দেবতাদের শত্রুরা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায়। ॥ ২৫ ॥

নন্দক—আমি নন্দক। আমি থাকতে যুদ্ধে কেউ আসতেই সাহস করে না। প্রভু বিষ্ণু স্মরণ করা মাত্র আমি যাই ॥ ২৬ ॥

চক্র—চক্র, শার্ঙ্গ, গদা, শঙ্খ ও নন্দক—আমরা সবাই দৈত্যদের বিনাশ করি। বাসুদেবের কাজের জন্যে আমরা সদলে উপস্থিত হয়েছি ॥ ২৭ ॥

অতএব এসো। ভগবান্ বিষ্ণু মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর বাল্যলীলা দেখতে আমরাও গোপালকের বেশে প্রচ্ছন্ন হয়ে ঘোষপল্লীতে অবতরণ করি।

সকলে—তাই হোক। (বিষ্ণুর পূজা করলেন।)

বসুদেব—বন্ধু, বালককেই নমস্কার করো।

নন্দগোপ—হ্যাঁ বন্ধু, তাই করি। হে রাজকুমার, তোমায় নমস্কার, হ্যাঁ, তুমি নিজেকে নিজেই পরিচালনা কর। আমাদের গোপেদের পক্ষে তোমাকে ধরার কী-ই বা শক্তি আছে?

চক্র—ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার। হে ভগবান্, হে মহাবিষ্ণু, জগতে দেবগণের ও অসুরগণের শুভাশুভ বহু কাজ তুমি ঘটিয়ে থাক। অতএব হে যদুবংশতিলক, তুমি লঘু হয়ে এই ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করো ॥ ২৮ ॥

বসুদেব—ধরো।

নন্দগোপ—প্রভু যা আদেশ করেন। (ধরল)

বসুদেব—বন্ধু, প্রভাত হয়েছে। তুমি ফিরে যাও।

নন্দগোপ—আশ্চর্য, প্রভু, আশ্চর্য! এই বাঁধনদুটো পড়ে গেল।

বসুদেব—সবই এই কুমারের প্রভাব। তুমি ফিরে যাও।

নন্দগোপ—প্রভুর যা আদেশ।

বসুদেব—আচ্ছা, এদিকে একবার এসো।

নন্দগোপ—এই যে, প্রভু, এসেছি।

বসুদেব—আমি জানি—তুমি চিরকাল স্বভাবতঃ স্নেহশীল। তবুও আমি অনুরোধ করছি—তুমি এই বালককে স্বাভাবিক স্নেহ করবে। যাদবগণের অধিকাংশ বীজ পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট এই বীজটিকে রক্ষার জন্যে এ সময়ে তোমার কাছে গচ্ছিত রাখলাম ॥ ২৯ ॥

তা, তুমি এই বালককে কিভাবে মানুষ করবে?

নন্দগোপ—শুনুন প্রভু। এক বাড়িতে গিয়ে ও দুধ খাবে। অন্য বাড়ি গিয়ে দই খাবে। আর এক বাড়িতে গিয়ে ননী খাবে। অপর বাড়িতে গিয়ে পায়েস খাবে। আবার কোনো বাড়িতে গিয়ে ঘোলের হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে। বেশি আর কী বলব—ও আমাদের ঘোষেদের প্রভু হবে।

বসুদেব—তাই হোক। তুমি ফিরে যাও।

নন্দগোপ—প্রভুর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

বসুদেব—নন্দগোপ চলে গিয়েছে। আমিও মথুরায় যাই। (চারদিক ঘুরে) কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন। তাহলে কি কংসের ভয়ে নন্দগোপ ফিরে এল? (চারদিক ঘুরে) আরে, এই মেয়েটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ঠিক আছে, একে নিয়ে যাই। দেবকীর হাতে একে দিয়ে দুরাত্মা কংসকে বঞ্চনা করব।

(ধরে) ওঃ, কি ভারি! বালকের চেয়ে এও কিছু বেশি ভারি। যাই, চলি আরে, ভগবতী যমুনা আগের মতো একই রকম আছে। পার হয়ে যাই। যমুনা পার হয়ে এসেছি।

এই নগরের দ্বার। মথুরার সমস্ত লোক সেই রকমই ঘুমোচ্ছে। যাই, প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে) এই তো দুরাত্মা কংসের বাড়ি দেখা যাচ্ছে! বাড়িটাকে অলক্ষ্মী[১] আশ্রয় করে আছে বলে মনে হচ্ছে। এই আমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন লক্ষ্মী এতে বসে আছেন। যাই, আমিও ভিতরে প্রবেশ করে দেবকীকে আশ্বস্ত করি। ঈশ্বর মঙ্গল করুন। (নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

(চণ্ডালযুবতীদের প্রবেশ)

সকলে—এসো, প্রভু, এসো। তোমার সঙ্গে আমাদের বিয়ে হোক।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা—ওহো, এসব কী ঘটছে?

পৃথিবী কাঁপছে, প্রাসাদের শীর্ষদেশ ভেঙে পড়ছে। বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে, মনে হচ্ছে যেন সেগুলো এক-একটা পারাপারের ভেলা। যেসব প্রধান গুণ ও কর্মের ফল (মানুষকে) ভোগ করতে হয়, এগুলো কি তারই লক্ষণ? এগুলো আমার সামনে বিপদ, না অভ্যুদয় সূচনা করছে—তা বুঝতে পারছি না ॥ ১ ॥

চণ্ডালযুবতীগণ—এসো, প্রভু, এসো। তোমার সঙ্গে আমাদের বিয়ে হোক।

রাজা—যেহেতু কোনো রক্ষিপুরুষ নেই, যেহেতু রক্ষার কাজে নিযুক্ত কোনো যুবতী দীপ ধরে ঘুরছে না, সেইজন্যে নীলপদ্ম ও কাজলের মতো বর্ণযুক্ত এই সব চণ্ডালকন্যা আমার ঘরে ঢুকে ভয় দেখাচ্ছে ॥ ২ ॥

চণ্ডালযুবতীগণ—এসো, প্রভু, এসো। তোমার সঙ্গে আমাদের বিয়ে হোক।

রাজা—আমার ক্রোধে সর্বদা শত্রুপক্ষ বিনষ্ট হয়। সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার বশে থাকে। আমি যমেরও যম, ভয়কেও ভয় দেখাই। সেই-আমাকে কিনা এই সব কাল্পনিক চণ্ডালকন্যারা নিন্দিত কথায় আঘাত দিচ্ছে ॥ ৩ ॥

চণ্ডালযুবতীগণ—এসো, প্রভু, এসো।

রাজা—আঃ, দূর হ! কী! হঠাৎ চলে গেল! আমিও ভিতরে প্রবেশ করি।

(শাপের প্রবেশ)

শাপ—হুঁ, কে এখন প্রবেশ করছে? এটা তো আমার বাড়ি হয়ে গিয়েছে।

রাজা—কে এ? এর গায়ের রং কাজলরাশির মতো। ভিতরের ঘরে ঢুকে হঠাৎ উল্কার মতো এসে পড়ল। মুখের দাঁতগুলো ভয়ঙ্কর ও উগ্র। চোখ সাপের মতো বাদামি। মনে হচ্ছে যেন মহেশ্বরের মুখ থেকে ক্রোধ পৃথিবীতে এসে পড়েছে ॥ ৪ ॥

কে তুমি?

শাপ—আমাকে চিনলে না? আমি হচ্ছি মধুক ঋষির শাপ। আমার নাম বজ্রবাহু। শ্মশানের মধ্যে থেকে চণ্ডালের বেশে এসেছি। মাথার খুলির মালা দিয়ে আমার বেশ হয়েছে অদ্ভুত। রাজা কংসের কুৎসিত হৃদয়ে প্রবেশ করার জন্যে আমি এসেছি ॥ ৫ ॥

কংস—তুমি অসম্ভব জিনিষ চাইছ।

স্বর্ণময় বলে যার গুহা, শৃঙ্গ ও কুঞ্জ অতি সুন্দর, সেই মেরুপর্বতকে কাকের পাখার বাতাস কাঁপায় না। মকর ও তরঙ্গমালায় উদ্বেল সমুদ্রকে তুমি হাতের অঞ্জলি দিয়ে পান করতে চাও। তাই তুমি হাস্যাস্পদ ॥ ৬ ॥

শাপ—যথাসময়ে জানবে।

রাজা—যাঃ, হঠাৎ কোথায় চলে গেল। যাক্, আমি শোবার ঘরে গিয়ে চোখ বুজি।

(ঘুমোতে লাগলেন)

শাপ—এই তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরে অলক্ষ্মী, খলতী, কালরাত্রি, মহানিদ্রা, পিঙ্গলাক্ষী! তোরা সব আয়। ভিতরে প্রবেশ করি।

চণ্ডালযুবতীগণ—তাই হোক।

(প্রবেশ করে)

রাজশ্রী—না, প্রবেশ করবে না।

শাপ—কে আপনি ?

রাজশ্রী—আমাকে চেন না ? আমি এর লক্ষ্মী।

শাপ—তাই নাকি! রাজলক্ষ্মী, আপান সরে যান। এটা আমার বাড়ি হয়ে গিয়েছে।

লক্ষ্মী—হায়রে মূর্খ! না ভেবেচিন্তে আমাকে অবজ্ঞা করে এত রাত্রে কার ভরসায় তুই আমার লঙ্কা-তুল্য এই বাড়িতে প্রবেশ করেছিস্ ? বেশি বলার দরকার নেই, আমি এই বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। কাজেই তুই এ বাড়ি দেখতে পাবি না, এখানে প্রবেশ করতেও পারবি না ॥ ৭ ॥

শাপ—ভগবতী লক্ষ্মী, আপনি কংসের শরীর ছেড়ে চলে যান। বিষ্ণু আদেশ দিয়েছেন।

লক্ষ্মী—কী! বিষ্ণু আদেশ দিযেছেন ? উঃ কী কষ্ট।

আমি দীর্ঘদিন এখানে বাস করছি। তাই রাজাকে ছেড়ে যেতে পাবি না। এর মহৎ গুণগুলো আমাকে এমনি দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছে যে সেগুলো খুলে যেতে আমি বড়োই কষ্ট পাচ্ছি ॥ ৮ ॥

ঠিক আছে; বিষ্ণুর আদেশ লঙ্ঘন করা যায় না। তাই আমিও বিষ্ণুর কাছেই যাই। (নিষ্ক্রান্ত)

শাপ—রাজলক্ষ্মী চলে গিয়েছেন। বাঃ, এটা এখন আমাদেরই আস্তানা হল। ওরে অলক্ষ্মী, খলতী কালরাত্রি, মহানিদ্রা, পিঙ্গলাক্ষী। ভিতরে প্রবেশ করে নিজ নিজ স্বভাবমতো খেলা কর্।

চণ্ডালযুবতীগণ—আজ থেকে তোমার ধর্মভাব নষ্ট হোক।

শাপ—তুমি চিরকাল অধর্ম আচরণ করেছ। তোমাকে আমি গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করব। আমি মুনির শাপ (তোমার কাছে) পৌঁছেছি। শীঘ্রই তোমার বিনাশ ঘটাব ॥ ৯ ॥ (অন্তর্ধান করল)

(প্রবেশ করে)

প্রতিহারী—প্রভুর জয় হোক্।

রাজা—হুঁ।

প্রতিহারী—প্রভু, আমি যশোধরা।

রাজা—আচ্ছা যশোধরা, তুমি কি কোনো চণ্ডালকন্যাকে প্রবেশ করতে দেখেছ ?

প্রতীহারী—চণ্ডালকন্যা! যে সব সময় আপনার পাদসেবা করে, তারই এখানে প্রবেশ সহজ নয়, তা চণ্ডালকন্যা প্রবেশ করবে কী করে ?

রাজা—তাহলে কি আমি স্বপ্ন দেখলুম ? যশোধরা, তুমি কঞ্চুকী বালাকিকে এখানে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী—প্রভু যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—মহারাজের জয় হোক !

রাজা—বালাকি, জ্যোতিষী[১] ও পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করো—আজ রাত্রে ঘূর্ণি-বাতাস, ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও দেবতাদের মূর্তি দেখা গিয়েছে। এ সবের অর্থ কী ?

কঞ্চুকী—মহারাজ, জ্যোতিষী ও পুরোহিত জানিয়েছেন।

রাজা—কী ?

কঞ্চুকী—শুনুন—

মহারাজ, আকাশতলবাসী কোনো দেবতা কোনো কাজে এই নরলোকে জন্মেছেন। তাঁর জন্মকালে আকাশ-দুন্দুভির গর্জন, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিকার দেখা দিয়েছে ॥ ১০ ॥

রাজা—কে জন্মেছে, যার জন্যে পর্বতসমেত এই পৃথিবী কাঁপছে ? জেনে এসো—কার পুত্র সে আর তার জন্মাবারই কারণ কী ? ॥ ১১ ॥

কঞ্চুকী—মহারাজের যা আদেশ। (বেরিয়ে আবার ফিরে এসে) মহারাজ, দেবকী সন্তান প্রসব করেছেন।

রাজা—কী সন্তান ?

কঞ্চুকী—কন্যা প্রসব করেছেন।

রাজা—হতেই পারে না। কন্যা জন্মালে এইসব ভীষণ দুর্লক্ষণ দেখা দেয় না।

কঞ্চুকী—মহারাজ প্রসন্ন হোন। আমি কখনও মিথ্যা বলি নি। আপনার ধাত্রীর হাতে সেই কন্যাকে দেখলাম। ভৃত্যেরা সেই ধাত্রীকে ঘিরে রেখেছিল।

রাজা—অথবা ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যে হলেও সত্যি দেখছি। যাও, বসুদেবকে ডেকে নিয়ে এসো।

কঞ্চুকী—মহারাজের যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—বসুদেব ধার্মিক ও সত্যবাদী। আমার কাছে মিথ্যা বলবে না। তবু শোনা যাক।

(বসুদেবের প্রবেশ)

বসুদেব—ছয় পুত্র নষ্ট হওয়ার ফলে আমার শরীর ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। সেই শরীরকে বয়ে বেড়াচ্ছি। নির্দয় রাজা ডেকেছে। পরাধীন ভৃত্যের মতো চলি ॥ ১২ ॥

হায়, জগতের নিয়মই বুঝি এই।

মনে ভয় এলেও সে রাজা। তাই ভয়ই আসুক, আর অভয়ই আসুক, তার কাছে যেতে হবে ॥ ১৩ ॥

(অগ্রসর হয়ে) শৌরসেনীপুত্র, বসতে পারি ?

রাজা—যাদবীপুত্র, বসুন।

বসুদেব—আচ্ছা। (বসে) শৌরসেনীপুত্র, কীজন্যে আমাকে ডেকেছ ?

রাজা—যাদবীপুত্র, দেবকী নাকি সন্তান প্রসব করেছে ?

বসুদেব—হ্যাঁ, করেছে।

রাজা—কী সন্তান ?

বসুদেব (স্বগত) আমাকেও মিথ্যে বলতে হবে। অথবা, পুত্রকে রক্ষার জন্যে মিথ্যেকেও সত্যি বলে দেখব। কী এখন করি ! হ্যাঁ, বুঝেছি। (প্রকাশ্যে) কন্যা প্রসব করেছে।

রাজা—কন্যাই হোক আর পুত্রই হোক, আমি তাকে মারবই। পুরুষকার দিয়ে আমি অবশ্যই দৈবকে বঞ্চনা করব ॥ ১৪ ॥

(প্রবেশ করে)

প্রতিহারী প্রভুর জয় হোক! আমাদের দেবী বলছেন এটা মেয়ে, বালিকা। তাই মহারাজ এর প্রতি যেন দয়া করেন।

বসুদেব—শৌরসেনীপুত্র, হতভাগিনী দেবকীর কথা রাখো। কন্যাদের প্রতি স্ত্রীলোকের অধিকতর স্নেহ থাকে।

রাজা—আপনি কি প্রতিজ্ঞার[২] কথা স্মরণ করেছেন?

মধুক ঋষির শাপ শুনে আপনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দেবকীর গর্ভজাত সব সন্তানকে আমায় দেবেন ॥ ১৫ ॥

বসুদেব প্রতিজ্ঞা বলছ। ঠিক আছে, আমি কিছু বলব না।

প্রতিহারী—প্রভু, আমাদের দেবীকে কী জানাব?

রাজা—যশোধরা, দেবকীকে বলো—এখন অনুরোধ করা ঠিক নয়। অন্য কোনো আরো ভালো কাজ করব।

প্রতিহারী—প্রভুর যা আদেশ।

রাজা—যশোধরা, যা বললাম, তাই করো।

প্রতিহারী—প্রভু স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করুন।

বসুদেব—গোপন[৩] করতে চেয়ে আমাকে অপরের সন্তানকে মারতে হবে। তাহলে কি বালককে নিয়ে এসে দেব? অথবা,

এ কন্যাটি তো আগে মারা গিয়েছিল। পরে আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ঐ বালকের মাহাত্ম্যের ফলেই এ কন্যার মৃত্যু হবে না ॥ ১৬ ॥

যাই, আমি দেবকীকে সান্ত্বনা দিই। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—যশোধরা, সেই মেয়েটিকে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী—প্রভুর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

(মেয়েটিকে নিয়ে ধাত্রী ও রক্ষিপুরুষের প্রবেশ)

রক্ষিপুরুষগণ—ধীরে ধীরে চলুন মহাশয়া। এইটা মাঝের দরজা। আপনি ঢুকে যান।

ধাত্রী—(প্রবেশ করে) প্রভুর জয় হোক। এই মেয়েটিকে আমি অনেকক্ষণ ধরে রক্ষা করছি।

রাজা—আহা, কী সুন্দর দেখতে এই মেয়েকে। আমাকেও স্ত্রীবধ করতে হচ্ছে।

ধাত্রী—প্রভু, ধীরে ধীরে।

রাজা—এই কংসশিলা। যাই, হত্যার ব্যবস্থা করি।

ঋষির শাপের বলে এই সপ্তম সন্তানটি জন্মেছে। এ বিনষ্ট হলে আমার শান্তি হবে ॥ ১৭ ॥

(ধরে, আছাড় দিয়ে) আরে!

এক অংশ মাটিতে পড়ে রইল, আর এক ভাগ উপরে উঠে গেল। উজ্জ্বল শস্ত্র হাতে করে আমাকে মারার জন্যে এর উদ্ভব হল ॥ ১৮ ॥

আরে, এ যে—

তীক্ষ্নাগ্র শূলে নিয়ে ভয়ঙ্করবেশে হাই তুলছে। বিনাশকাল এলে যেমন কালরাত্রি উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনি এও উপস্থিত হয়েছে ॥ ১৯ ॥

(সদলে কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যায়নী[৪] সুম্ভ, নিসুম্ভ ও মহিষাসুরকে বধ করে আমি দেবতাদের শত্রুপক্ষকে উৎখাত করেছি। কংসের বংশ ধ্বংস করার জন্যে বসুদেবের বংশে আমি কাত্যায়নী জন্ম নিয়েছি ॥ ২০ ॥

কুণ্ডোদর আমি কুণ্ডোদর। আমাকে কেউ জয় করতে পারে না। যুদ্ধে আমি ভয়ঙ্কর সব কাজ করি। দেবীর জন্মের জন্যে ভীষণ মহাশব্দ করি। আমি আকাশ থেকে তাড়াতাড়ি বিশাল পৃথিবীতে যাই। ভীষণ বলশালী, অহংকারী ও গর্বিত অসুরদের আমি হত্যা করতে চাই ॥ ২১ ॥

শূল আমি শূল। এই পৃথিবীতে জীবদেহ লাভ করেছি। দেবীর অনুগ্রহে উজ্জ্বল ও সুন্দর বেশ ধারণ করেছি। যুদ্ধে কংসকে হত্যা করে উৎখাত করব, যেমন কার্তিকেয় সমুদ্র থেকে সেই গাছকে উৎখাত করেছিলেন[৫] ॥ ২২ ॥

নীল—আমার নাম নীল। আমি ঝগড়া বাধিয়ে থাকি। যুদ্ধে আমি বীর, কখনো যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসি না। যুদ্ধে দুর্বিনীত কংসকে হত্যা করব, যেমন বীরশ্রেষ্ঠ কার্তিকেয় ক্রৌঞ্চপর্বতকে উৎখাত করেছিলেন[৬] ॥ ২৩ ॥

মনোজব—আমি মনোজব। বায়ুর মতো বেগ আমার। দেবীর কাজে এখানে এসেছি। আগুন যেমন নলখাগড়ার বনকে ধ্বংস করে, আমিও তেমনি যুদ্ধের মুখে দৈত্যদের ধ্বংস করি ॥ ২৪ ॥

কাত্যায়নী—কুণ্ডোদর! শঙ্কুকর্ণ! মহানীল! মনোজব! তোমরা সকলে এসো। ভগবান্ বিষ্ণুর বাল্যলীলা উপভোগ করার জন্যে আমরা গোপালকদের বেশে প্রচ্ছন্ন হয়ে ঘোষপল্লীতে অবতীর্ণ হই।

সকলে—ভগবতীর যা আদেশ। (সদলে কাত্যায়নীর নিষ্ক্রমণ)

রাজা—ওহো, রাত্রি প্রভাত হয়েছে।

এখন শান্তির জন্যে শান্তিকর্মের উপযোগী গৃহে প্রবেশ করে বিপুলভাবে শান্তিকর্ম করি। তাতে আমার শান্তি হবে ॥ ২৫ ॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × তৃতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(বৃদ্ধ গোপালকের প্রবেশ)

বৃদ্ধগোপালক—ওরে মেঘদত্ত, বৃষভদত্ত, কুম্ভদত্ত, ঘোষদত্ত! গোধনগুলোকে ডাক। এই বৃন্দাবনে প্রচুর জল খেয়ে হাম্বা-রব করতে করতে গোধনেরা আসুক। এই যে এখানে একটা ষাঁড় আছে দেখছি। গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এসে উইঢিবির গোড়াটাকে খুঁড়েছে। তার শিং-এ জড়িয়ে আছে কতকগুলো নীলপদ্মের ডাঁটা। সেগুলোর রং এমনি যে, দেখে মনে হচ্ছে যেন কতকগুলো সাপ

ঝুলছে। এদিকে আর একটা ষাঁড়ও আছে দেখছি। লেজ তুলে লোমগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। এর পায়ের হাঁটুগুলো সব বাঁকা। এর রং চাঁদের মতো সাদা শিং-এর ডগা দিয়ে মাটি তুলেছে, মনে হচ্ছে যেন শিং দিয়ে পৃথিবীটাকে বয়ে বেড়াচ্ছে। যাক্, এখন দামককে ডাকি। ওরে দামক! বাছুরগুলোর সঙ্গে ভগবতী গোরুগুলোকে ভালো জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে তুইও আয়।

(দামকের প্রবেশ)

দামক—বাঃ, প্রভু নন্দগোপের কত ঘাস জন্মেছে। যেদিন ছেলেটা জন্মাল, সেদিন থেকে কতই না আনন্দ বেড়েছে। যাক্, এখানে গোধন থাক, আমি মামার কাছে যাই। (অগ্রসর হয়ে) মামা, পেন্নাম হই।

বৃদ্ধগোপালক—আমাদের আর গোধনগুলোর শান্তি হোক।

দামক—মামা, যেদিন নন্দগোপের ছেলেটা জন্মেছে, সেদিন থেকে আমাদের গোরু-গুলোর রোগও চলে গেছে। আর সমস্ত গোপদেরই আনন্দ বেড়েছে, খাদখন্দে মূল জন্মেছে, গুল্মগুলোতে কত ফল ধরেছে। গোরুগুলো কত মিষ্টি দুধ দিচ্ছে, আবার তত ঘিও হচ্ছে।

বৃদ্ধগোপালক—আরও এই সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। নন্দগোপের ছেলেব জন্মাবার পরে দশ রাত মাত্র কেটেছে, এমন সময় পুতনা[১] নামে এক রাক্ষসী স্তনে বিষ মাখিয়ে যশোদাব রূপ ধরে এল। তারপর সে ছেলেটাকে নিয়ে তার মুখে স্তন পুরে দিল। তারপর সে ঘুমোচ্ছে দেখে ছেলেটা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেও রাক্ষসীর রূপ ধবে তক্ষুণি মরে গেল। তারপর নন্দগোপের ছেলের বয়স যখন মাত্র এক মাস, তখন শকট[২] নামে একটা দৈত্য শকটের বেশ ধরে (তার কাছে) এল। তারও স্বরূপ বুঝে সে এক লাথির ঘায়ে তাকে চূবমাব করে দিল। সেও দৈত্যের রূপ ধরে তক্ষুণি মরে গেল। তারপব মাত্র একমাস বয়সেই নন্দগোপের ছেলে একটা বাড়ি গিয়ে দুধ খাচ্ছে, অন্য বাড়ি গিয়ে দই খাচ্ছে, আর একটা বাড়ি গিয়ে ননী গিলছে, অপব বাড়ি গিয়ে পায়েস খাচ্ছে, আবাব কোনো বাড়ি গিয়ে ঘোলেব হাঁড়ির দিকে তাকাচ্ছে। তখন গোপেদেব মেয়েগুলো রেগে গিয়ে যশোদাকে বলে দিল। যশোদাও রেগে গিয়ে দড়ি নিয়ে একটা দিক তার কোমবে বেঁধে আর একটা দিক হামাল-দিস্তেতে বেঁধে দিল। তারপর সেই হামাল-দিস্তেটাও সরে যাচ্ছে দেখে যমল আর অর্জুন নামে দুটো গাছের মধ্যে সেটাকে রেখে দিল। তখন সে-দুটো এক হয়ে গেল। তাদের মাঝখান দিয়ে যাবার সময় নন্দগোপের ছেলে সে-দুটোকে একটু নাড়া দিতেই গাছ দুটো শেকড় আর ডালশুদ্ধ পড়ে গেল। তারা দু-জন দানবের রূপ ধরে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। তখন গোপেরা বলল—এ ছেলে ভীষণ বলবান্ আর দারুণ শক্তিশালী; আজ থেকে এর নাম হোক ভর্তৃদামোদর[৩]। তারপর নন্দগোপের ছেলেটা যখন একটু আধটু এদিক ওদিক চলতে শিখেছে, তখন প্রলম্ব[৪] নামে একটা দৈত্য নন্দগোপের বেশ ধরে এল। সে সঙ্কর্ষণকে গলায় ফেলে চলতে লাগল। তার স্বরূপ বুঝে প্রভু সঙ্কর্ষণ[৫] সেই দৈত্যের মাথায় হাতের মুঠি দিয়ে মারতে লাগল। সেই মারের চোটে দৈত্যটার চোখ কপালে উঠল আর সেও দৈত্যের রূপ ধরে তক্ষুণি মরে গেল।

গোপেদের সঙ্গে নিয়ে ভর্তৃদামোদর তাল আনতে তালবনে গেল। সেই তালবনে ধেনুক[৬] নামে একটা দানব গাধার বেশ ধরে এল। তারও আসল রূপ বুঝে ভর্তৃদামোদর তার বাঁ-পাটা ধরে উপর দিকে ছুঁড়ে অনেকগুলো তাল পাড়ল। সেও দানবের রূপ ধরে তক্ষুণি মরে গেল।

ত'রপর কেশী[৭] নামে একটা দানব ঘোড়ার রূপ ধরে এল। তারও আসল রূপ বুঝে ভর্তৃদামোদর তার মুখে হাতের কনুই[৮] ঢুকিয়ে দিল। তখন ঘোড়াটার মুখ দু-ফাল হয়ে গেল। সেও দানবের রূপ ধরে তক্ষুণি মরে গেল। এ রকম আরও কত কী কাজ ভর্তৃদামোদর করেছে।

দামক—মামা, ও-সব এখন থাক। আজ ভর্তৃদামোদর এই বৃন্দাবনে গোপিনীদের সঙ্গে হল্লীসক-নাচ[৯] নাচতে আসছে।

বৃদ্ধগোপালক—তাহলে আমি সমস্ত গোপদের সঙ্গে নিয়ে ভর্তৃদামোদরের হল্লীসক-নাচ দেখব।

দামক—মামার যা আজ্ঞা হয়। (দুজনে নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশক সমাপ্ত

(প্রবেশ করে)

বৃদ্ধগোপালক—সূর্য ওঠার আগেই পরম ভক্তিভরে জগন্মাতা অমৃতপূর্ণ গোরুগুলোকে অজস্রবার প্রণাম করো ॥ ১ ॥

আহা, আমাদের ঘরগুলোর[১০] কী শোভা। জমকালো করে সাজানো হয়েছে সেগুলো, দেখতে হয়েছে যেন এক একটা ঢাক। যাই, বলি গিয়ে। আমাদের গোপমেয়েগুলো গেল কোথায়? ওরে ঘোষসুন্দরী, বনমালা, চন্দ্ররেখা, মৃগাক্ষী! আয়, তাড়াতাড়ি এদিকে আয়।

(সকলের প্রবেশ)

সকলে—মামা, নমস্কার।

বৃদ্ধগোপালক—ওরে মেয়েরা, শোন—প্রভু দামোদর গোরুর দুধের মতো ফর্সা সঙ্কর্ষণকে নিয়ে এদিকে আসছে। গোপালকেরা তাকে ঘিরে আছে। মনে হচ্ছে সে যেন গুহায়-রাখা একটা সিংহ।

(গোপবেষ্টিত দামোদর ও সঙ্কর্ষণের প্রবেশ)

দামোদর—(সবিস্ময়ে) অহো, এই গোপকন্যারা স্বভাবতঃই সুন্দর। আজ আবার বিশেষ বেশ ধারণ করেছে।

এই গোপকন্যারা সকলেই ক্রীড়ামত্ত। প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কুবলয়ের মতো এদের মুখ ও চোখ। কনকচাঁপার মতো এদের গায়ের রঙ। এরা নানা রঙের কাপড় পরে আছে। এদের কথা মিষ্টি। তাদের মাথার চুলে ও হাতে বনের ফুল ॥ ২ ॥

সঙ্কর্ষণ—গোপবালকেরাও সব এসে গিয়েছে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ আনন্দে লাল বাঁশি ও মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। কেউ কেউ আবার নানারকম খেলা করছে। পদ্মপাতার মতো তাদের মুখ আর চোখ। সমান আনন্দে কেউ কেউ গান গাইছে। বৃন্দারণ্যে ঘোষপল্লী চলে এসে জেগে উঠেছে। হাম্বারবে চারদিক আকুল। কী মহা আনন্দ এদের ॥ ৩ ॥

বৃদ্ধগোপালক—হ্যাঁ প্রভু, সবাই একসঙ্গে এসে গিয়েছি।

দামক—প্রভুর জয় হোক।

সঙ্কর্ষণ—হ্যাঁরে দামক, সব গোপবালকেরাই এসেছে।

দামক—হ্যাঁ প্রভু, সবাই একসঙ্গে এসে গিয়েছি।

দামোদর ঘোষসুন্দরী, বনমালা, চন্দ্ররেখা, মৃগাক্ষী! তোরা ঘোষবাসের উপযোগী এই হল্লীসকনৃত্য আরম্ভ করে দে।

সকলে—প্রভু যা আজ্ঞা করেন।

সঙ্কর্ষণ—দামক, মেঘনাদ! তোরা বাজনাগুলো বাজা।

উভয়ে—ঠিক আছে, প্রভু!

বৃদ্ধগোপালক—প্রভু, তোমরা তো হল্লীসক নাচবে। আমি এখানে কী করব?

দামোদর—আপনি দর্শক হবেন।

বৃদ্ধগোপালক—তাই হব, প্রভু।

(সকলে নাচতে লাগল)

বৃদ্ধগোপালক—বাঃ বাঃ, সুন্দর গেয়েছ, বেশ বাজিয়েছ, দারুণ নেচেছ। আমিও নাচি। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

(প্রবেশ করে)

গোপালক—ওহো প্রভু এ জায়গা থেকে সরে যান।

দামোদর—দামক! তুই ভয় পাচ্ছিস্।

গোপালক—এই যে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আর মেঘের মতো গর্জন করতে করতে অরিষ্টবৃষভ নামে দানবটা আসছে। তালগোলপাকানো ঘূর্ণি-বাতাসের মতো তার রূপ। তাই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছি।

দামোদর—তাই বুঝি। অরিষ্টর্ষভ এসে পৌঁছেছে। আপনি আমাদের এই গোপকন্যা এবং গোপবালকদের নিয়ে এই পর্বতের মাথায় উঠে ঐ দুরাত্মার সঙ্গে আমার বিশেষ যুদ্ধ দেখুন। আমি এর দর্পচূর্ণ করছি।

(সঙ্কর্ষণ তাদের নিয়ে চলে গেলেন)

দামোদর—দুরাত্মা এই অরিষ্টর্ষভ। খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ে শিং দিয়ে নদীর তীর ভাঙতে ভাঙতে গর্জন করে বৃষরাজ ছুটে আসছে। গোপেরা ভয়ার্ত হয়ে তাকে দেখছে ॥ ৪ ॥

(অরিষ্টর্ষভের প্রবেশ)

অরিষ্টর্ষভ—শত্রুবধের জন্যে বৃষের রূপ ধরে শিং-এর মাথার কিরণ দিয়ে আমি যেন আকাশটাকেই আঁচড়াতে চাই, নারীদের সঙ্গে লীলামত্ত যে-শত্রু আমার গর্জন শুনে গর্জন করছে, তাকে আক্রমণ করে আমি আজ বৃন্দাবনে সুখে চরে বেড়াব ॥ ৫ ॥

আমার হুঙ্কারশব্দে এই ঘোষপল্লীতে স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাব ঘটছে। আমার খুরের মাথার আঘাতে অর্ধচন্দ্র ফুটে উঠছে। গাছপালাশুদ্ধ পৃথিবী কাঁপছে ॥ ৬ ॥

আচ্ছা, নন্দগোপপুত্র কোথায় গেল। ও নন্দগোপপুত্র, কোথায় তুমি?

দামোদর—ওরে অধম গোবৃষ, এদিকে এদিকে। এই যে আমি এখানে আছি।

অরিষ্টর্ষভ—(দেখে) আরে, আমি অতি বলবান্, উগ্র আমার রূপ, ভয়ঙ্কর আমার আওয়াজ। অথচ আমাকে দেখে বালকটি ভীতও নয়, বিস্মিতও নয়। নিশ্চয়ই এ বালক খুব বলবান্ ॥ ৭ ॥

দামোদর—আরে, ভয় শব্দটা আজই তোর কাছ থেকে শুনলুম। ভীতদের অভয় দেবার জন্যেই তো আমি পৃথিবীতে জন্মেছি ॥ ৮ ॥

অরিষ্টর্ষভ শোনো, তুমি বালক, তাই ভয় কাকে বলে জান না।

দামোদর—আরে অধম গোবৃষ, বালক বলে তুই আমায় তাচ্ছিল্য করছিস্ ?

আরে, কেউটে সাপ বাচ্চা হলেও যাকে কামড়ায়, সে কি মরে না ? পুরাকালে শিশু কার্তিকেয়ই তো ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদীর্ণ করেছিল ॥ ৯ ॥

ঠিক আছে।

আরও শোন্ রে মূর্খ, তুই হচ্ছিস্ একটা কঠিন পাথরের পিণ্ড। বজ্রের আঘাত সামান্য হলেও কি পাহাড় ভেঙে পড়ে না ? ॥ ১০ ॥

অরিষ্টর্ষভ—আচ্ছা নন্দগোপপুত্র, তুমি কী করতে চাও ?

দামোদর—তোকে শেষ করতে চাই।

অরিষ্টর্ষভ—পারবে ?

দামোদর—সন্দেহ কি তায় ?

অরিষ্টর্ষভ—তাহলে স্বজাতির অনুরূপ অস্ত্র ধরো।

দামোদর—অস্ত্র ? শোন্—

তোর মতো দুর্বলদের জন্যে আমার এই বাহু দুটোই যথেষ্ট। আমার এই বাহু দুটোয় যে কাঁধ আছে, সে দুটো পর্বতগাত্রের মতো কঠিন। আমার এই বাহুদণ্ডের ঘায়ে তুই যদি এখনি মাটিতে গড়াগড়ি না যাস্, তাহলে আমি দামোদরই নয় ॥ ১১ ॥

অরিষ্টর্ষভ—তাহলে যুদ্ধ আরম্ভ করো।

দামোদর—আরে অধম গোবৃষ, যদি তোর শক্তি থাকে, তাহলে আমি এই এক-পায়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, আমাকে এ-জায়গা থেকে সরিয়ে দে।

অরিষ্টর্ষভ—এতে আর সন্দেহ কী! (তাই করতে চেষ্টা করে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল)

দামোদর—আরে আরে গোবৃষ, আশ্বস্ত হ, আশ্বস্ত হ। এই শক্তিতে তুই গর্ব করিস্।

অরিষ্টর্ষভ—(আশ্বস্ত হয়ে, স্বগত) ওঃ, এ বালক একেবারেই অসহ্য।

এ কি রুদ্র, না ইন্দ্র, কিংবা স্বয়ং বিষ্ণু! আমার তর্ক মিথ্যা নয়। এ স্বয়ং নারায়ণ ॥ ১২ ॥

আঃ, যেখানে যেখানে আমরা জন্মেছি, সেখানে সেখানেই ত্রিলোকধারী জন্ম নিয়েছেন। দানবদের বধের জন্যে মধুসূদন বিরাজ করেন ॥ ১৩ ॥

ঠিক আছে। বিষ্ণুর হাতে মৃত্যু হলে আমার অক্ষয়লোক লাভ হবে। তাই যুদ্ধ করি।

(প্রকাশ্যে) ওহে নন্দগোপপুত্র, আবার আমার দর্প জেগেছে।

দামোদর—হুঁ, দাঁড়া, দাঁড়া একটু।

ওহে গোবৃষেন্দ্র, আঘাত পেয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বর্ষাকালীন মেঘের মতো তুই আমার

হাতের মধ্যে পড়ে গর্জন করছিস্ কি ? আয়, অঞ্জনপর্বতের বজ্রাহত শিখরের মতো তোকে মাটিতে নিক্ষেপ করি ॥ ১৪ ॥

(তাই করে) এ হচ্ছে দুরাত্মা অরিষ্টর্ষভ।

গোবৃষরূপী এই দানবরাজ মাটিতে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে বজ্রের আঘাতে মাথা-ভাঙা একটা পাহাড় পড়ে রয়েছে। রক্তধারা বেরিয়ে এর নাক, মুখ ও চোখকে ঢেকে দিয়েছে। এর ঘাড়ের ঝুঁটির লোমগুলো কাঁপছে। পা আর কান নড়ছে ॥ ১৫ ॥

(প্রবেশ করে)

দামক—প্রভুর জয় হোক। যমুনাহ্রদে কালিয়-নামে মহানাগ উপস্থিত হয়েছে শুনে তাকে রুখতে প্রভু সংকর্ষণ পাহাড় থেকে চলে গিয়েছেন। প্রভু, সংকর্ষণকে বারণ করুন, বারণ করুন।

দামোদর—অহংকারী সর্পরাজ কালিয়ের নাম আমিও শুনেছি। ঠিক আছে, আমি তার দর্পচূর্ণ করব।

গোব্রাহ্মণ সকল প্রাণীকে সে খুবই কষ্ট দিচ্ছে। আজ থেকে শান্ত হয়ে সে নিষ্প্রভ হবে ॥ ১৬ ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

॥ তৃতীয় অংক সমাপ্ত

× × × × × × × × × × × × × চতুর্থ অংক × × × × × × × × × × × × ×

(দামোদরের প্রবেশ)

দামোদর—এই সব গোপকন্যা সর্পরাজকে দেখেই ভীত হয়ে আমাকে অনুসরণ করছে। এদের নয়ন মত্ত চকোরশাবকের মতো। এদের কমনীয়[১] স্তন উদ্‌গত হয়েছে। এদের রূপ সুন্দর। অধর ও ওষ্ঠের দীপ্তি ঈষৎ কাঁপছে। কেশদাম ছড়িয়ে পড়েছে। এরা চঞ্চল হয়ে পড়েছে। এদের উত্তরীয় আর বস্ত্র স্খলিত হয়ে গিয়েছে। এদের কথা ভয়-মিশ্রিত ॥ ১ ॥

(গোপকন্যাদের প্রবেশ)

সকলে—না, না, প্রভু, এই জলাশয়ে প্রবেশ করবেন না। এখানে দুষ্ট ও ভীষণ সব সাপ বাস করে।

দামোদর—এর জন্যে দুঃখ কোরো না। দেখো তোমরা। এই হ্রদে পাখী ও হিংস্র জন্তুর দল নেই। ভয়চকিত হাতির দল এর গভীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। এর জল স্নিগ্ধ। গোপীরা ভয় পেয়ে মধুর[২], প্রিয় ও হিতকর কথায় আমাকে নিষেধ করছে। আমি কিন্তু সমুদ্রের মতো এই হ্রদে প্রবেশ করে এর জলকে কাঁপিয়ে তুলব। আর যমুনা[৩]বাসে অনুরক্ত সেই অতি বলবান্ কালিয়নাগকে নিপীড়ন করব ॥ ২ ॥

সকলে—প্রভু সঙ্কর্ষণ ! ভর্তৃদামোদরকে বারণ করুন, বারণ করুন।

(প্রবেশ করে)

সঙ্কর্ষণ—ভয় করতে হবে না, দুঃখ করারও দরকার নেই। সর্পরাজ (তার প্রতি) অনুরাগ দেখিয়েছে। দেখো তোমরা—

যে অনঙ্গকর বিষের অগ্নিশিখা মুখ থেকে বার করে দিক্‌চক্রবালকে কালো করে তুলেছে, সেই ভয়ঙ্কর নাগ কৃষ্ণকে দ্রুত আসতে দেখে ভয় পেয়ে মাথা নিচু করছে ॥ ৩ ॥

সকলে—হ্যাঁ, ভর্তৃদামোদর সেরকমই বটে।

দামোদর—সকল জীবের মঙ্গলের জন্যে আমি খুব শীঘ্র নাগকে আমার বশীভূত করব।

(এই বলে হ্রদে প্রবেশ করলেন)

সকলে—হায়, হায়! ধোঁয়া উঠছে।

দামোদর—ওহো, কী গভীর এই হ্রদ!

এই হ্রদে তরঙ্গ উঠছে। কৃষ্ণবর্ণ ঈষৎকুঞ্চিত[4] দুকূল বস্ত্রের মতো তার শোভা। গলিত ইন্দ্রনীলমণির মতো তার রঙ্‌। এই যমুনা কালিয়নাগের বিষে কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ হয়ে আছে। আমি তার মধ্যে বিষের আগুন জ্বালাব ॥ ৪ ॥

(নিষ্ক্রান্ত)

(বৃদ্ধগোপালকের প্রবেশ)

বৃদ্ধগোপালক—হায় প্রভু! মেয়েরা বারণ করা সত্ত্বেও তুমি যমুনাহ্রদে নেমে পড়েছ। না না, সাহস করে নেমে কাজ নেই। এখানে বাঘ, শুওর, হাতি জল খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। আরে তাকে দেখছি না যে। আমি এখন কী করি? ঠিক আছে, এই কুম্ভপলাশ-গাছটাতে উঠে দেখি। ওহো, ধোঁয়া উঠছে।

সঙ্কর্ষণ—তোমরা দেখো এই দামোদর নাগকে ধরে হ্রদের তলার জলকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে নীলনাগের ফণার উপরে[5] দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন ইন্দ্র মেঘের উপরে দাঁড়িয়ে শোভা পাচ্ছে ॥ ৫ ॥

বৃদ্ধগোপালক—হ্যাঁ প্রভু হ্যাঁ, বাহবা তোমায়।

(কালিয়কে ধরে দামোদরের প্রবেশ)

দামোদর—কালিয় তার শরীরটাকে নিয়ে চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। একে ভর্ৎসনা করে এর মাথায় এক-পা রেখে আমি আমার হাত ঘোরাচ্ছি। এই ভীষণ নাগের ফণায় তীব্র[6] বিষ আছে। এই ফণার উপরে আমি এখন হেলাভরে হল্লীসক-নাচ নাচি ॥ ৬ ॥

সকলে—আশ্চর্য, প্রভু, আশ্চর্য। কালিয়ের পাঁচটা ফণার উপরে পা রেখে উনি হল্লীসক-নৃত্য করছেন।

দামোদর—আমি এখন ফুল তুলি।

কালিয়—আঃ! লোকালোকপর্বত[7] যেমন পৃথিবীর সীমানাকে[8] ঘিরে আছে, আর শিবের ধনুর ছিলার মতো শেষনাগ যেমন ক্ষীরসমুদ্রে মন্দরপর্বতকে বেষ্টন করে রেখেছিল, স্থূলে ঐরাবতের[9] শুঁড়ের মতো কঠিন আমিও তেমনি ফণা দিয়ে তোমাকে বেষ্টন করে এখনি মুহূর্তের মধ্যে স্বর্গে পাঠাচ্ছি ॥ ৭ ॥

বৃদ্ধগোপালক—হা হা প্রভু! ভর্তৃদামোদর ফুলের মতো পা-দুখানি দিয়ে যমুনাহ্রদের মতোই দেখতে ঐ ভীষণ সাপটাকে মারতে মারতে ফুল তুলছে (অবতরণ করে)

ঠিক করেছ প্রভু, ঠিক করেছ। মেরে ফেলো, মেরে ফেলো। আমিও সাহায্য করছি। ওরে বাবা! ভয় করছে, প্রভু, ভয় করছে। আমি বরং এ-ঘটনাটা নন্দগোপকে জানাই গে। (নিষ্ক্রান্ত)

দামোদর—যে-যমুনাহ্রদে মাছ, হাঙর সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেই হ্রদের মধ্যে থেকে মহা অহংকারে যে ভীষণ ফুঁসছে, ফণা বিস্তারকারী সেই পাপিষ্ঠ সর্পকে[১০] আমি এখনি মাটিতে সজোরে আছাড় দিচ্ছি ॥ ৮ ॥

কালিয়—আরে, ক্রোধে যার শরীর ধোঁয়ার আকার নেয়, যে পৃথিবীকে পুড়িয়ে ছারখার করে, সেই-আমি আগুনের শিখা দিয়ে তোমাকে পুড়িয়ে মারব। মরুদ্‌গণের সঙ্গে সমস্ত লোক তোমাকে রক্ষা করুক ॥ ৯ ॥

দামোদর—ওহে কালিয়, যদি তোমার শক্তি থাকে, আমার এই একটা হাত পোড়াও দেখি।

কালিয়—হুঃ! চার-সমুদ্র-দিয়ে-ঘেরা সাতটি কুলপর্বতসমেত[১১] সমস্ত পৃথিবীকে আমি পোড়াতে পারি, আর তোমার এই হাতটা পোড়াতে পারব না? ॥ ১০ ॥

আচ্ছা, একটু থামো। আমি তোমাকে ভস্ম করে দেব।

(বিষের আগুন ছাড়তে লাগল)

দামোদর—হয়েছে, তোমার শক্তি দেখা গিয়েছে।

কালিয়—প্রসন্ন হোন, ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হোন।

দামোদর—এই শক্তি নিয়ে তুমি গর্ব কর!

কালিয়—ভগবান্ প্রসন্ন হোন।

হে দেবেশ! আপনার এই বাহু গোবর্ধনপর্বত ধারণ[১২] করেছিল। অতুলনীয় এর প্রভাব। মন্দরপর্বতের মতো কঠিন। হে ত্রিভুবনেশ্বর! সমস্ত লোক যে-বাহুকে আশ্রয় করে আছে, সেই মহাবলশালী বাহুকে দগ্ধ করার শক্তি আমার কী-ই বা আছে! ॥ ১১ ॥

ভগবন্, অজ্ঞানবশে আমি স্পর্ধা করেছি। সপরিবারে আপনার শরণাপন্ন আমি।

দামোদর—আচ্ছা কালিয! কী কারণে তুমি এখন যমুনাহ্রদে প্রবেশ করেছ?

কালিয়—আপনার বাহনশ্রেষ্ঠ গরুড়ের ভয়ে আমি এখানে প্রবেশ করেছি। তাই আপনার অনুগ্রহে গরুড়ের কাছ থেকে অভয় চাই।

দামোদর—ঠিক আছে। হে সর্পরাজ! তোমার মাথায় আমার এই পদচিহ্ন দেখে গরুড়ই তোমাকে অভয় দেবে ॥ ১২ ॥

কালিয়—অনুগৃহীত হলাম।

দামোদর—যাও, প্রবেশ করো।

কালিয়—ভগবান্ নারায়ণ যা আদেশ করেন।

দামোদর—অথবা এদিকে একবার এসো।

কালিয়—এই যে, প্রভু, এসেছি।

দামোদর—গোব্রাহ্মণ যারা তোমার সামনে যাবে, সে-সব প্রাণীর কোনো অনিষ্ট করবে না।

কালিয়—প্রভু, আমার বিষে এই জল দূষিত হয়ে গিয়েছে। তাই এখনই বিষ তুলে নিয়ে যমুনাহ্রদ থেকে চলে যাব।

দামোদর—যাও, ফিরে যাও।

কালিয়—ভগবান্ নারায়ণ যা আদেশ করেন। (সপরিবারে নিষ্ক্রান্ত)

দামোদর—যাই, আমিও হ্রদ থেকে যে-সব ফুল তুলেছি, সেগুলো গোপকন্যাদের দিই।

সকটে—এই যে প্রভু আমাদের মনে আনন্দ জাগিয়ে অক্ষতশরীরে এদিকেই আসছেন। প্রভুর জয় হোক।

সঙ্কর্ষণ—ভাগ্যবলে গোব্রাহ্মণদের হিত কাজ করেছ।

দামোদর—ফুলগুলো নাও।

সকলে—প্রভু, এ-ফুলগুলো মুনিরা আগে কখনো তোলেন নি, এতে হাতও দেন নি। এতে সূর্য ও চাঁদের আলোও লাগেনি। তাই প্রভু, এগুলো নিতে ভয় করে।

দামোদর—পূর্বে ভয়ের কারণ দেখে তপস্বীরাও ভয় পেয়েছিলেন। এখন ভয় করার দরকার নেই, ভয় করতে হবে না। এখন এগুলো আমার হাতের স্পর্শে নির্দোষ হয়ে গিয়েছে। নাও।

সকলে—প্রভুর যা আদেশ।

(প্রবেশ করে)

ভট—ওহে গোপালক, নন্দগোপের পুত্র গেল কোথায়?

গোপালক—এই তো প্রভু কালিয়-নামে মহানাগকে নিপীড়ন করে গোপবালিকাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন।

ভট—(অগ্রসর হয়ে) ওহে নন্দগোপপুত্র, যথার্থনামধারী মহারাজ উগ্রসেনের পুত্র রাজা কংস তোমাকে জানাচ্ছেন।

দামোদর—কী জানাচ্ছেন?

ভট—জানাচ্ছেন যে, মথুরাতে 'ধনুর্মহ' নামে এক মহা-উৎসব হবে। তা দেখার জন্যে তোমরা দুজনে পরিজনদের নিয়ে আসবে।

দামোদর—দাদা, এইটাই বোধহয় দেবতাদের সেই গোপন কাজ করার সময়।

সঙ্কর্ষণ—এখুনি আমরা দু-জনে যাব।

দামোদর—ঠিক আছে। উত্তম প্রস্তাব। শুনুন—

সিংহ যেমন হাতিকে হত্যা করে তেমনি আমিও আজ অহংকারী কংসকে টেনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করব। তার রত্নমুকুট ভেঙে যাবে, চুলগুলো হবে এলোমেলো। হার ভেঙে চুরমার হবে, তাগার লম্বা সুতো ছিঁড়ে পড়বে ॥ ১৩ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চম অঙ্ক × × × × × × × × × × × ×

(রাজার প্রবেশ)

রাজা—মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় শক্তিমান্ ও অতীব বলশালী দামোদর ব্রজধামে বলরামের সঙ্গে বিচরণ করছে শুনে আমি তাকে এখানে আনার জন্যে কার্মুককে আদেশ দিয়েছি। তারপর মল্লভূমিতে নিয়ে গিয়ে মুষ্টিযোদ্ধা দিয়ে আজই তাকে মেরে ফেলব ॥ ১ ॥

ধ্রুবসেন ! ধ্রুবসেন !

(প্রবেশ করে)

ভট—মহারাজের জয় হোক ।

রাজা—ধ্রুবসেন, নন্দগোপের পুত্র এসেছে কি ?

ভট—শুনুন মহারাজ। গোপালকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সঙ্কর্ষণকে সঙ্গে নিয়ে দামোদর প্রবেশ করতে করতে রজকদের কাছ থেকে সব কাপড় ছিনিয়ে নিয়েছে। তা শুনে প্রধানমন্ত্রী তাকে মারার জন্য উৎপলাপীড় নামে গন্ধগজকে পাঠিয়েছিলেন। তারপর

পর্বততুল্য গজরাজকে হঠাৎ আসতে দেখে গোপালকেরা ভীত হয়ে পড়ে। তখন সেই বালক সবলে তার দাঁত টেনে বার করে তক্ষুণি তাকে মেরে ফেলেছে ॥ ২ ॥

রাজা—কী! মেরে ফেলেছে ? যাও, আর কী ঘটেছে জেনে এসো।

ভট—মহারাজের যা আদেশ। (বেরিয়ে গিয়ে আবার প্রবেশ করে) মহারাজের জয় হোক। প্রধান যে-রাজপথে উৎসবের জন্যে ধ্বজা ও পতাকা তোলা হয়েছে, মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে, আর অগুরু ও ধূপের গন্ধে চারদিক যেখানে মাতোয়ারা, সেই রাজপথে প্রবেশ করে সেই নন্দগোপের পুত্র রাজপ্রাসাদের দরজায় মর্দনিকা নামে কুঁজীকে[১] গন্ধদ্রব্যের পাত্র হাতে আসতে দেখে তার হাত থেকে গন্ধদ্রব্যগুলো কেড়ে নিয়ে নিজের গায়ে মেখেছে। আর সেই হাত দিয়েই তার কুঁজটাকে দলাইমালাই করে কুঁজটা নষ্ট করে দিয়েছে। তারপর মালাকারদের দোকান থেকে ফুলের মালা নিয়ে নিজের গলায় পরে ধনুশালার দিকে গিয়েছে।

রাজা—সেখানে সে কী করেছে ? শীঘ্র যাও, আরো সংবাদ জেনে এসো।

ভট—মহারাজের যা আদেশ। (বেরিয়ে গিয়ে আবার প্রবেশ করে) মহারাজের জয় হোক। ধনুশালার রক্ষী সিংহবল বাধা দিয়েছিল। তার কানের গোড়ায় চড় মেরে সে তাকে মেরে ফেলেছে। তারপর ধনুক নিয়ে দু-খণ্ড করে এখন সভাগৃহের দিকে গিয়েছে।

বিচিত্র তার বেশ। গলায় ঝুলছে মালা, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ। পরণে পীতবাস। সজল মেঘের মতো গায়ের রঙ্। ক্রোধে রক্তবর্ণ তার বিশাল নয়ন। বলরামের সঙ্গে সে এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে যেন মৃত্যু স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছে ॥ ৩ ॥

রাজা—আবেগে আমার যেন হৃৎকম্প হচ্ছে। যাও, যেমন বলা আছে সেইমতো চাণূর ও মুষ্টিককে প্রবেশ করাও, আর বৃষ্ণিকুমারদের রণসাজে তৈরি হতে বলো।

ভট—মহারাজ যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—যাই, আমিও প্রাসাদে উঠে চাণূর ও মুষ্টিকের যুদ্ধ দেখি। (আরোহণ করে) মধুরিকা, দরজা খুলে দাও।

প্রতিহারী—প্রভুর যা আদেশ।

(রাজা প্রবেশ করে বসলেন)

(চাণূর ও মুষ্টিকের প্রবেশ)

চাণূর—এই আমি যুদ্ধসজ্জায় সেজেছি। পাগলা হাতির মতো আমি গর্বে ভরপুর। আজ আমি মল্লভূমিতে বালক দামোদরের শরীর ভেঙে চুরমার করে দেব ॥ ৪ ॥

মুষ্টিক—লোহার মতো কঠিন আমার হাতের মুঠি। নাম আমার মুষ্টিক। রেগে আছি আমি। বজ্র যেমন বিরাটপর্বতের মাথাকে ভেঙে ফেলে আমিও আজ বলরামকে ধরাশায়ী করব ॥ ৫ ॥

ভট—এই যে মহারাজ। তোমরা দু-জনে এগিয়ে যাও।

দুজনে—(অগ্রসর হয়ে) প্রভুর জয় হোক।

রাজা—দেখো চাণূর আর মুষ্টিক, সবরকমে তোমরা দু-জনে ঋণমুক্ত করবে।

দুজনে—শুনুন প্রভু। করণসন্ধাবন্ধপ্রহার নামে বিশেষ যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করব। হুঁ, দেখুন প্রভু।

রাজা—বেশ, তাই করো। ধ্রুবসেন, গোপবালক-দুজনকে প্রবেশ করাও।

ভট—মহারাজের যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

(ধ্রুবসেনের সঙ্গে দামোদর ও সঙ্কর্ষণের প্রবেশ)

দামোদর—দাদা, পূর্বজন্মে যে অসুর ছিল সেই নিষ্ঠুর কংসকে যতক্ষণ না যুদ্ধে ধরাশায়ী করে মারতে পারছি, ততক্ষণ আমার পৃথিবীতে মনুষ্যজন্মই বৃথা। আর ঘোষপল্লীতেও আজ এই নগরে যে-সব কর্ম করেছি, সেগুলোও আমার ধৈর্যধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয় ॥ ৬ ॥

সঙ্কর্ষণ—প্রচণ্ড বায়ু যেমন অন্তরিক্ষে লম্বমান মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বেড়ায়, ঠিক তেমনি আমি মল্লভূমিতে প্রবেশ করে হাতের মুঠিকে লোহার মতো (কঠিন) করেছে যে, সেই ক্রুদ্ধ মুষ্টিককে মুঠি দিয়ে মেরে আজ যথেচ্ছ বিচরণ করব ॥ ৭ ॥

ভট—এই যে মহারাজ আছেন। তোমরা তাঁর কাছে যাও।

দুজনে - আঃ, কার মহারাজ ?

ভট—সমস্ত জগতের ও আমাদের।

দামোদর—আজ থেকে আর থাকবেন না।

ভট—মহারাজের জয় হোক। এই যে দু-জন।

রাজা—(দেখে) এই সেই দামোদর !

অহো, কী সুন্দর তার রূপ। মদান্ধ হস্তীর মতো ধীর ও বিলাসী গতি এর। এর গায়ের রঙ্ শ্যামবর্ণ। স্থির স্কন্ধযুক্ত এর বাহু, বক্ষ স্থূল ও বিস্তৃত। পূর্বে এর কর্মসমূহ শুনেছি। এ যে ত্রিভুবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ॥ ৮ ॥

আর এ হল এর অগ্রজ। কী সুন্দর গম্ভীর আকৃতি এর। শুনেছি এর নাম রাম।

সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো ভাসাভাসা টানাটানা এর চোখজোড়া। চাঁদের মতো মনোজ্ঞ মূর্তি। মনোরম নীলবসন। রূপোর অর্গলের মতো দৃঢ় ও দীর্ঘ বাহু। নীলপদ্মের পাপড়ি-দিয়ে-গাঁথা এর মালাও বিচিত্র ॥ ৯ ॥

দামোদর—দাদা, মনে হচ্ছে এই দু-জনেই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যোগী হবে।

সঙ্কর্ষণ--হতে পারে।

নারদ—বিষ্ণু যদি আমার প্রতি তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে। সমস্ত প্রধান দেবতাদের সঙ্গে আমি স্বর্গে চলে যাই। ১৯।

দামোদর—আসুন, আবার যেন দেখা হয়[৪]।

নারদ—ভগবান্ নারায়ণের যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

(ভরতবাক্য)

আমাদের রাজসিংহ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের কুণ্ডল-শোভিত এই পৃথিবীতে একচ্ছত্র শাসন করতে থাকুন। ২০।

(সকলের প্রস্থান)

। পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ।

'বালচরিত' নাটক সমাপ্ত

প্রথম অংক

১. এই শ্লোকে বিষ্ণুর চার অবতারের কথা বলা হয়েছে। সাধারণতঃ সত্যযুগে নারায়ণ, ত্রেতাযুগে রাম, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ ও কলিযুগে কল্কি অবতারের কথা পুরাণপ্রসিদ্ধ। এখানে কিন্তু ভাস ত্রেতায় বিষ্ণু, দ্বাপরে রাম ও কলিতে দামোদরে প্রশস্তি গেয়েছেন। তাই প্রসিদ্ধ ধারণার ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে মনে হয়। কৃতযুগের অর্থ সত্যযুগ।

২. পিতামহভাষিতেষু=পিতামহ হলেন ব্রহ্মা। তাঁর ভাষিত বা বাণী হল বেদ। বেদ নিত্য, প্রতিকল্পে ব্রহ্মা সেই বেদকে স্মরণ করেন ও জগৎ সৃষ্টি করেন। স্মৃতিতে আছে—

'অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥'

৩. এখানে লোকাদিমনিধনম্ শব্দটি নারায়ণম্ শব্দের বিশেষণ। সমাসবদ্ধ এই পদটি কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অবশ্যই এটি বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন হবে। কিন্তু যদি আদিমং চ নিধনং চ ইতি আদিমনিধনে—এইরূপ দ্বন্দ্বসমাসের পর লোকস্য আদিমনিধনে এইরূপ বিগ্রহ করে ষষ্ঠী তৎপুরুষ করা হয়, তবে লোকাদিমনিধনে পদ পাই। 'লোকস্য আদিমনিধনে যঃ' এই বিগ্রহও সম্ভব নয়। তাই মনে হয়, পদটিকে 'লোকাদিমনিধানম্' ধরলে প্রাসঙ্গিক হয়। অর্থ হবে—জগতের আদি আশ্রয় যিনি।

৪. এই শ্লোকের সঙ্গে অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অঙ্কের শেষ শ্লোক তুলনীয়ঃ—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোর্নীয়মানং প্রতিবাতস্য॥'

৫. গ্রাহ=হাঙর

৬. প্লব=ভেলা

৭. মহিষশতসম্পাতসদৃশঃ=এখানে তুলনাটি লক্ষণীয়। সাধারণতঃ যে-সব জিনিসের সঙ্গে মানুষ সব সময় জড়িত থাকে, কোনো কিছুর তুলনা দেবার সময় তার সামনে সেই পরিচিত বস্তুর ছবি ফুটে ওঠে। নন্দগোপ গোয়ালা। গো-মহিষের সঙ্গে তার সদাসর্বদা কারবার। তাই গাঢ় অন্ধকারের তুলনা দিতে সে শত মহিষের সম্পাতের কথা বলেছে। আবার পরের শ্লোকেই অন্ধকারকে নীলবসনা প্রসুপ্তা গোপীর সঙ্গে তুলনা করেছে। যে-পাত্রের মুখে যে-রকম কথা বসালে শোভন ও যথার্থ হয়, ভাস সেই পাত্রের মুখে সে-রকম কথাই বসিয়েছেন।

৮. ইন্দ্রযজ্ঞ=প্রাচীনকালে বর্ষার শেষে ইন্দ্রযজ্ঞ বা ইন্দ্রধ্বজ উৎসব অনুষ্ঠিত হত। কী কারণে এই যজ্ঞ হত, তা নন্দগোপের মুখ থেকেই শোনা যাক—

'মহেন্দ্রের এই পূজা পুরুষানুগত।
সুবৃষ্টির তরে মোরা করি অবিরত॥

সুবৃষ্টি হইতে হয় শস্য মনোহর।
সেই শস্যে জীবগণ বাঁচে নিরন্তর॥
বৎসরান্তে সেই জন্য বৃষ্টির কারণ।
মহেন্দ্রের পূজা করে ব্রজবাসিগণ॥'

৮. জ্যেষ্ঠাশ্রিতমিব = জ্যেষ্ঠাশব্দের একটি অর্থ অলক্ষ্মী। কংসের বাড়িকে অলক্ষ্মী আশ্রয় করে আছে বলে বসুদেবের মনে হয়েছে। কংসের নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করেই হয়তো বসুদেব এই মন্তব্য করেছেন।

দ্বিতীয় অংক

১. সাংবৎসরিক = গণৎকার, গণনা করে যিনি সংবৎসরের শুভাশুভ ফল বলে দেন।

২. সময় শব্দের অর্থ এখানে প্রতিজ্ঞা। সময় শব্দের অন্য অর্থও আছে। অমরকোষে আছে—'সময়াঃ শপথাচারকালসিদ্ধান্তসংবিদঃ।' সময়শব্দের দ্বারা শপথ, আচার, কাল, সিদ্ধান্ত ও সংবিদ বা প্রতিজ্ঞা বুঝায়। এখানে কংসের কাছে বসুদেবের প্রতিজ্ঞাটি এরূপ—
বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে নিজ বাড়িতে ফিরছেন। কংস রথে করে তাদের নিয়ে চলেছেন। এমন সময় দৈববাণী হল যে, দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করবে। আপদের শেষ রাখতে নেই, তাই কংস দৈববাণী শুনে দেবকীকে বধ করতে উদ্যত হলেন। বসুদেব তখন তাঁকে শান্ত করে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, দেবকীর গর্ভজাত সব সন্তানকে তিনি কংসের হাতে সমর্পণ করবেন।
ভাস কিন্তু দৈববাণীর স্থলে মধুক ঋষির শাপের কথা এনেছেন। এটা মনে হয় ভাসের নিজের উদ্ভাবন।

৩. বিবিক্ত শব্দের অর্থ নির্জন স্থান। তাই ভাস গোপন অর্থে এখানে শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। নির্জন স্থানে যা কিছু ঘটে, তা গোপন তো বটেই।

৪. কাত্যায়নী হলেন দেবী দুর্গা বা চণ্ডিকা। ইনি যোগমায়া বা যোগনিদ্রা নামে পুরাণগুলিতে অভিহিত হয়েছেন। ইনি সুম্ভ, নিসুম্ভ ও মহিষাসুরকে বধ করেন। এ কাহিনী শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বিস্তৃতভাবে বলা আছে।
শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত একটি অধ্যায়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দী এবং প্রাচ্যপণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দী। ভাস দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতকের কবি। সুতরাং সুম্ভ, নিসুম্ভ ও মহিষাসুরের বধ সম্বন্ধে বালচরিতের এই শ্লোকে যা বলা হয়েছে, তা অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত বলে অনেকে মনে করেন।

৫. কার্তিকেয় সমুদ্র থেকে বৃক্ষকে উৎপাটিত করেছিলেন বলে ভাস যে-আখ্যানের উল্লেখ করেছেন তা কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলিতে কিংবা মহাভারতে পাওয়া যায় না।

৬. ক্রৌঞ্চং যথা শক্তিধরঃ প্রকৃষ্টঃ = কার্তিকেয়ের একটি নাম শক্তিধর। মহাভারতের বনপর্বে আছে—

দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নির বীর্য হাতে গ্রহণ করে ছ'বার হিমালয়ের কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। সেই স্কন্ন (স্খলিত) রেতঃ থেকে যে পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়, তিনি স্কন্দ বা কার্তিকেয়। তাঁর ছয় মাথা, বার হাত, বার চোখ ও বার কান। ভূমিষ্ঠ হবার দিনেই তিনি শিবের ত্রিপুরধ্বংসী ধনুঃশর তুলে নিয়ে ক্রৌঞ্চপর্বত বিদীর্ণ করেন।
এই শ্লোকে উক্ত কাহিনীকে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অংক

১. পুতনাবধ = পুতনা এক রাক্ষসী। কৃষ্ণবধের জন্যে কংস তাকে নন্দালয়ে পাঠিয়েছিলেন। সে পরম রূপবতীর বেশ ধারণ করে নন্দালয়ে গেল। তার স্তনে ভীষণ বিষ মাখানো ছিল। তার রূপে ও কথায় মুগ্ধ হয়ে যশোদা তার কোলে কৃষ্ণকে দিলেন। সে তখন কৃষ্ণের মুখে সেই বিষ-মাখানো স্তন পুরে দিল। কৃষ্ণ এমন স্তন্যপান করল যে, পুতনার প্রাণ বেরিয়ে গেল। সে তখন নিজরূপ ধারণ করে ছয় ক্রোশ ভূমির উপরে পড়ে গেল।
কৃষ্ণকে স্তন্যপান করানো অবশ্যই সৌভাগ্যের কথা। সেই সৌভাগ্যের বলে পুতনা মৃত্যুর পর রত্নরথে চড়ে সবাসবি গোলোকধামে চলে গেল। পুতনার কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাবার অভিলাষ পুরাণের মতে এরকম—

'বলিকন্যা রত্নমালা, যজ্ঞের সময়।
বামনের রূপ দেখি অতি মুগ্ধা হয়॥
পুত্রস্নেহবশে কন্যা ভাবে অনিবার।
পুত্রতুল্য হয় যদি বামন আমার॥
স্নেহভরে বক্ষে তাবে করিয়া ধারণ।
মনের আনন্দে আমি দিব তারে স্তন॥
জানিয়া মনের ভাব হরি ভগবান্।
জন্মান্তরে স্তন তার করিলেন পান॥'

বঙ্কিমচন্দ্র পুতনাবধের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এখানে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না—
"কিন্তু পুতনার আর-একটা অর্থ আছে। আমরা যাহাকে 'পেঁচোয় পাওয়া' বলি, সূতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম 'পুতনা'। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত স্তন্যপান করিতে পারিলে এ-রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পুতনাবধ।"—কৃষ্ণচরিত্র।

২. শকটভঞ্জন = শিশু যেদিন পাশ ফিরে উপুড় হয়ে শুতে শেখে, সেদিন তাকে স্নান করিয়ে অভিষেক করতে হয়। এই উপলক্ষ্যে যে-উৎসব হয় তাকে উত্থানোৎসব বলে। কৃষ্ণের তিনমাস বয়সে নন্দালয়ে উত্থানোৎসব হচ্ছে। কৃষ্ণকে স্নান করানো হয়েছে, ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়ন করেছেন। যশোদা কৃষ্ণের চোখে তন্দ্রার ভাব দেখে তাকে একটা শকটের নিচে দোলায় শুইয়ে রেখে উৎসবের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদে কৃষ্ণ জেগে উঠে

স্তন্যপানের জন্যে কাঁদতে কাঁদতে পা-দুটো উপর দিকে তুলতে লাগল। তার একটা পায়ের ঘায়ে ঐ শকট উল্টে গেল। তাতে দই ও দুধ ভর্তি যে-সব কাঁসার বাসনপত্র ছিল, সেগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শকটটাও ভেঙে গেল। সেই শব্দে সকলে সেখানে ছুটে এসে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিস্মিত হল। যশোদা তাড়াতাড়ি করে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন।

শকটশব্দের অর্থ গোরুবগাড়ি। পুরাণের মতে শকটাসুর ঐ গাড়িতে লুকিয়ে থেকে শিশু কৃষ্ণকে চেপে মারবার চেষ্টা করেছিল। কৃষ্ণের পায়ের ঘায়ে গাড়িখানা ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শকটাসুরও নিহত হল।

৩. দামোদর=কৃষ্ণের এক নাম দামোদর। দামশব্দের অর্থ দড়ি। উদর শব্দের অর্থ পেট। যার উদর দড়িতে বাঁধা হয়েছিল, সে দামোদর। ঘটনাটা হল এই রকম—

একবার কৃষ্ণ বড়ো দুরন্তপনা করেছিল। যশোদা কৃষ্ণকে বেঁধে রাখতে চাইলেন। অনেক কষ্টে কৃষ্ণকে ধরে তিনি তাকে বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব জোড়া দিয়েও কৃষ্ণের পেট বাঁধা গেল না। শেষে দয়া করে নিজে বাঁধা দিল। কৃষ্ণের পেটে দড়ির একদিক বেঁধে অন্যদিক একটা উলুখলে বেঁধে রেখে যশোদা অন্য কাজে চলে গেলেন। উলুখল শব্দের অর্থ হামানদিস্তা। লোহার তৈরি, কাজেই বেশ ভারি। কৃষ্ণ সেই উলুখলকে টেনে নিয়ে চলল। উঠোনে ছিল একজোড়া অর্জুনগাছ। কৃষ্ণ সেই গাছদুটোর মাঝখান দিয়ে চলল। উলুখল গাছদুটোর গোড়ায় আটকে গেল। কৃষ্ণ সজোরে টান দিল। গাছদুটো সমূলে উৎপাটিত হয়ে প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে পড়ে গেল।

ভাগবতপুরাণের বর্ণনা অনুসারে ঐ অর্জুনগাছ-দুটো ছিল পূর্বজন্মে ধনাধিপতি কুবেরের দুই পুত্র। তাদের নাম ছিল নলকূবর ও মণিগ্রীব। দেবর্ষি নারদের শাপে তারা বৃক্ষরূপ ধারণ করে গোকুলে বাস করছিল। দেব-শতবৎসর পরে কৃষ্ণের স্পর্শে তারা মুক্তি পেল।

দাম অর্থাৎ দড়িতে বাঁধা-থাকা-অবস্থায় কৃষ্ণ যমলার্জুন ভেঙে ছিল বলে তার নাম হল দামোদর। শঙ্করাচার্য দামোদর শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন—'দমাদিসাধনেন উদরা উৎকৃষ্টা গতির্যা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ।' বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহকে দম বলে। উদ্—ঋ+অপ=উদর। উদ্ উপসর্গের অর্থ উপর, ঋ-ধাতুর অর্থ গমন। এজন্যে উদর শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান লাভ করেছেন, তিনিই দামোদর। মহাভারতেও আছে—'দমাদ্দামোদরং বিদুঃ।' এ অর্থ ধরলেও বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে দামোদর বলতে হবে। কারণ বেদে আছে, বিষ্ণু তপস্যা করে বিষ্ণুত্ব লাভ করেছিলেন।

৪. প্রলম্বাসুরবধ—প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিল বলরাম। একবার কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদের নিয়ে ব্রজে গিয়েছিল। সেখানে তারা খেলা, নাচ ও গানে দিন কাটাত আর গোরু চরাত। একদিন প্রলম্ব-নামে এক অসুর গোপবালকদের রূপ ধরে কৃষ্ণ ও বলরামকে চুরি করার ইচ্ছায় ঐ বনে এল। কৃষ্ণ তাকে চিনতে পারলেও বধ করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে বন্ধু-ভাবে খেলতে লাগল। সেদিন এক নতুন খেলা হবে। নাম বাহ্যবাহক। যে হারবে সে হবে বাহক, যে জিতবে সে

পরাজিতের কাঁধে চড়ে ভাণ্ডীরক-বট পর্যন্ত যাবে। গোপবালকেরা বলরাম ও কৃষ্ণকে দু-দলের নেতা করে নিজেরা ভাগ হয়ে দুপক্ষে যোগ দিল। একবার খেলায় হেরে গিয়ে কৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে, আর প্রলম্বাসুর বলরামকে কাঁধে বইতে লাগল। প্রলম্বাসুর বলরামকে নিয়ে ভাণ্ডীরক-বট ছাড়িয়ে কৃষ্ণের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। বলরামের শরীর সুমেরু পর্বতের মতো ভারী। তাই অসুর তাকে বেশিদূর নিয়ে যেতে না পেরে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করল। কালো মেঘের মতো তার শরীর। তার সেই ভীষণ শরীর দেখে বলরাম প্রথমে একটু ভয় পেলেও পরে নির্ভয়ে সেই অসুরের মাথায় হাতের মুঠি দিয়ে সজোরে মারতে লাগল। সেই মারের চোটে অসুরের মাথা গেল ভেঙে, তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেল। শেষে মুখ দিয়ে রক্তবমি করতে করতে সে মারা গেল।

বালচরিতে প্রলম্বাসুর নন্দগোপের বেশে এসেছিল বলা হয়েছে।

৫. সঙ্কর্ষণ—বলরামের এক নাম সঙ্কর্ষণ। কংস দেবকীর প্রথম ছয় সন্তানকে বধ করে। সপ্তম গর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই নষ্ট হয়। ভাগবতপুরাণে বলা হয়েছে বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে যোগনিদ্রা সেই গর্ভ আকর্ষণ করে বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেছিল। রোহিণীকে বসুদেব ঘোষপল্লীতে নন্দগোপের বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন। রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র 'বলরাম'। গর্ভ আকর্ষণ করা হয়েছিল বলে রোহিণীর পুত্রের নাম হয় 'সঙ্কর্ষণ'। সকলের প্রিয় বলে তার নাম হয় রাম। আর খুব বলশালী বলে তার নাম বলভদ্র। ভাগবতপুরাণে তাই বলা হয়েছে—

'গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ ॥'

৬. ধেনুকাসুরবধ—ছয় বছর বয়সে কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদের সঙ্গে ব্রজে গোচারণে গিয়েছে। ব্রজ থেকে অল্প দূরে এক তালবন ছিল। গোপবালকদের তালফল খাবার খুব ইচ্ছে। তাদের কথা শুনে কৃষ্ণ ও বলরাম তালবনে ঢুকল। বলরাম হাত দিয়ে তালগাছগুলো নাড়িয়ে অনেক তালফল পাড়ল। ধেনুকাসুর সপরিবারে সেই তালবন রক্ষা করত। অসুরটা খুব শক্তিশালী। তার চেহারাটা গাধার মতো। তাল পড়ার শব্দে ছুটে এসে পিছনের পা দিয়ে বলরামের বুকে আঘাত করল। আবার ছুটে এসে বলরামের সামনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পেছনের পা দিয়ে যেমনি লাথি মারতে যাবে, অমনি বলরাম রেগে গিয়ে তার পা-দুটো এক হাতে ধরে শূন্যে ঘোরাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেনুকাসুরের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। বলরাম তার দেহটা তালগাছের মাথায় ছুঁড়ে মারল। তাতে অনেকগুলো তালগাছ ভেঙে পড়ল। গোপবালকেরাও পরমানন্দে তালফল খেল।

বালচরিতে দামোদর ধেনুকাসুরকে বধ করেছে বলা হয়েছে।

৭. কেশিবধ—কৃষ্ণকে বধের জন্যে কংস কেশী-নামে দৈত্যকে পাঠিয়েছেন ব্রজে। এক বিরাট ঘোড়ার রূপ ধরে কেশী ব্রজে সকলের ভীতি উৎপাদন করতে লাগল। কৃষ্ণ তাকে যুদ্ধের জন্যে ডাকল। পিছনের পা দুটো দিয়ে সে কৃষ্ণকে আঘাত করল। তখন কৃষ্ণ তার পা-দুটো ধরে শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে চারশ হাত

দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দৈত্য মূর্ছা গেল। কিছুক্ষণ বাদে মূর্ছাভাব কেটে যেতে সে আবার প্রকাণ্ড হাঁ করে কৃষ্ণের কাছে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ নিজের বাঁ হাতের কনুই তার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। দৈত্য কনুইটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে চেষ্টা করল, পারল না। বরং তার দাঁতগুলোই ভেঙে গেল। কৃষ্ণ নিজের হাতকে বেশি করে তার মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। কেশী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল।

৮. কূর্পরঃ=হাতের কনুইকে কূর্পর বলে। কফোণিশব্দের অর্থও কনুই। অমর-কোষে আছে—'স্যাৎ কফোণিস্তু কূর্পরঃ'।

৯. হল্লীসক=একজন পুরুষকে মাঝে রেখে মেয়েরা তার চারপাশে গোল হয়ে হাত ধরে যে নাচ করে, তাকে 'হল্লীসক' বলে। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে এই নাচের লক্ষণে বলা হয়েছে—

'মণ্ডলেন তু যৎ স্ত্রীণাং নৃত্যং হল্লীসকং তু তৎ।
তত্র নেতা ভবেদেকো গোপস্ত্রীণাং যথা হরিঃ॥'

১০. পক্কণানাম্=চণ্ডালদের বাড়িকে পক্কণ বলে। 'পক্কণঃ শবরালয়ঃ' ইত্যমরঃ। এখানে গোপালকদের বাড়িকেই পক্কণ বলা হয়েছে।

১১. আতোদ্যানি=বীণা, মৃদঙ্গ, বাঁশি, করতালি—এই চারটি বাদ্যকে একসঙ্গে আতোদ্য বলে। এই চারটিকে বাদিত্র-ও বলে।

চতুর্থ অংক

১. কম্র=কমনীয়, শোভন, সুন্দর।

২. পেশল=চারু, মনোহর, মধুর।

৩. কালিন্দী=যমুনার এক নাম কালিন্দী।

৪. আভুগ্ন=ভুগ্নশব্দের অর্থ কুটিল, কুঞ্চিত। আভুগ্নশব্দের অর্থ ঈষৎ কুঞ্চিত।

৫. ভোগ=সাপের ফণা। এজন্যে সাপকে বলে ভোগিন্। প্রথমার একবচনে ভোগী।

৬. উল্বণ=তীব্র, ভীষণ।

৭ লোকালোকমহীধরেণ=বিষ্ণুপুরাণের মতে ভূমণ্ডলে সাতটি দ্বীপ আছে। তাদের নাম—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। পুষ্করদ্বীপের সীমানাবরাবর লোকালোক-নামে অযুতযোজন-বিস্তৃত এক পর্বত আছে। উচ্চতাতে এই পর্বত অযুত সহস্র যোজন। এই পর্বতের পরপারে গাঢ় অন্ধকার সব সময় বিরাজ করে। পুষ্করদ্বীপের দিকে পর্বতের এপারে সূর্যের আলো থাকে।

"লোকালোকস্তথা শৈলো যোজনাযুতবিস্তৃতঃ।
উচ্ছ্রায়েণাপি তাবন্তি সহস্রাণ্যচলো হি সঃ॥
ততস্তমঃ সমাবৃত্য তং শৈলং সর্বতঃ স্থিতম্।
তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্॥'

৮. আভোগ=পরিপূর্ণতা। লক্ষণায় অর্থ দাঁড়ায় সীমানা বা প্রান্তভূমি।

৯• আখণ্ডলহস্তিহস্ত=আখণ্ডল শব্দের অর্থ ইন্দ্র। ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবত। ঐরাবতের হস্ত অর্থাৎ শুঁড়।

১০. আশীবিষ=আশিস্ শব্দের অর্থ মঙ্গলকামনা ও সাপের দাঁত। অমরকোষে আছে—'আশীর্হিতাশংসাহিদংষ্ট্রয়োঃ।' আশিষি বিষমস্য আশীবিষঃ সর্পঃ ইত্যর্থঃ। পৃষোদরাদিগণের দ্বারা ঈকার ও সকারের লোপ হয়েছে। সাপের দাঁতে বিষ থাকে। তাই আশীবিষশব্দের অর্থ সাপ। কারো কারো মতে 'আশ্যাং বিষমস্য আশীবিষঃ'।

১১. সপ্তকুলপর্বত='মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্বতাঃ॥'

১২. গোবর্ধনোদ্ধরণম্=ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা। তিনি যাতে সুবৃষ্টি দেন, সেজন্যে নন্দপ্রভৃতি গোপগণ পুরুষানুক্রমে বর্ষার শেষে ইন্দ্রযজ্ঞ করতেন। কৃষ্ণের কথায় নন্দরাজ ইন্দ্রের পূজা না করে গোগণের ও গিরিগোবর্ধনের পূজো করলেন। এতে ইন্দ্র রেগে গিয়ে মেঘদের নিয়ে বৃন্দাবনে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ করলেন। সে-বৃষ্টিতে বৃন্দাবন ভেসে যাবার উপক্রম হল। তখন গোরু-বাছুর ও ব্রজ-বাসীদের রক্ষার জন্যে কৃষ্ণ গোবর্ধনপাহাড় উপড়ে নিজের বাঁ-হাতে ধারণ করলেন। সাতদিন বৃষ্টি হল, আর কৃষ্ণও সাতদিন ধরে ঐ পাহাড়কে একহাতে ধরে রইলেন। বৃন্দাবন রক্ষা পেল। ইন্দ্র হার মেনে কৃষ্ণের স্তুতি গাইলেন।

পঞ্চম অঙ্ক

১. মর্দনিকাং নাম কুব্জিকাম্=মর্দনিকা কংসের দাসী। অনুলেপন-কাজে দক্ষতা আছে বলে কংস তাকে আদর করেন। ভাগবত পুরাণে তাকে ত্রিবক্রা বলা হয়েছে। গ্রীবা, বক্ষ ও কটিদেশ বাঁকা বলে তার ঐ রকম নাম। কৃষ্ণ নিজের দু-পা দিয়ে কুব্জার দু-পায়ের অগ্রভাগ চেপে ধরে হাত দিয়ে তার চিবুক ধরে উপর দিকে আকর্ষণ করলে তার কুব্জভাব দূর হয়। সে তৎক্ষণাৎ পরমাসুন্দরী রমণীতে পরিণত হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে সে পূর্বজন্মে রাবণের ভগিনী শূর্পণখা ছিল। তাই কৃষ্ণ তাকে বলছে—

'রাবণ-ভগিনী তুমি শূর্পণখা ছিলে।
কুব্জার রূপেতে পুনঃ শরীর ধরিলে॥
মোরে তুমি পতিরূপে পাইবার তরে।
তপস্যা করিয়াছিলে বহুবর্ষ ধরে॥
কৃষ্ণরূপে আমি জন্ম করিনু গ্রহণ।
কান্তরূপে মোরে তুমি করহ ভজন॥'

২. উগ্রসেনমপনীয় নিগলাৎ=ভোজবংশীয় রাজা উগ্রসেন, কংসের পিতা। দুরাচারী কংসের দুষ্কর্মে তিনি বাধা দিতেন। তাই কংস ঔরঙ্গজেবের মতো নিজের পিতাকে পদচ্যুত করে কারারুদ্ধ করেছিলেন। কংসবধের পর কৃষ্ণের আদেশে উগ্রসেনকে কারামুক্ত করে মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়।

৩. নারদ=ইনি সেই নারদ যিনি প্রথম অঙ্কে কৃষ্ণের জন্মক্ষণে তাকে দেখার জন্যে

ব্রহ্মলোক থেকে মর্তে ছুটে এসেছিলেন। ইনি দেবর্ষি, পরম বিষ্ণুভক্ত। তবে এ'র একটা দোষ আছে। ইনি কলহপ্রিয়।

নারদ-নামের তাৎপর্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলা আছে—

'অনাবৃষ্টি-কালে পুত্র জন্মিল যখন।
ধরাধামে বৃষ্টিপাত হইল তখন॥
জলের অপর নাম 'নার' বলি খ্যাত।
এ জন্য 'নারদ' বলি হইলা বিখ্যাত॥
জ্ঞানের অপর নাম হয় পুনঃ নার।
সমস্ত শিশুতে তাহা করিলা বিস্তার॥
নরদ মুনির বীর্যে জন্ম তার হয়।
এ জন্য নারদ তারে সর্বজনে কয়॥
'নরদ ব্রহ্মার কণ্ঠ, সেই কণ্ঠদেশে।
নারদ নামেতে পুত্র জন্মে অবশেষে।'

৪. গচ্ছতু ভবান্ পুনদর্শনায়—এই বাক্যটি 'দূতবাক্য'—একাঙ্ক নাটকের শেষাংশেও রয়েছে।

বালচরিতম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধারঃ— শঙ্খক্ষীরবপুঃ পুরা কৃতযুগে নাম্না তু নারায়ণ-
স্ত্রেতায়াং ত্রিপদার্পিতত্রিভুবনো বিষ্ণুঃ সুবর্ণপ্রভঃ।
দূর্বাশ্যামনিভঃ স রাবণবধে রামো যুগে দ্বাপরে
নিত্যং যোঽঞ্জনসন্নিভঃ কলিযুগে বঃ পাতু দামোদরঃ ॥ ১ ॥

এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে কিন্নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে। অঙ্গ! পশ্যামি।

(নেপথ্যে

অহং গগনসঞ্চারী।

সূত্রধারঃ—ভবতু, বিজ্ঞাতম্।

পতত্যসৌ পুষ্পময়ী চ বৃষ্টির্নদন্তি তূর্যাণি চ দেবতানাম্।
দ্রষ্টুং হরিং বৃষ্ণিকুলে প্রসূতমভ্যাগতো নারদ এষ তূর্ণম্ ॥ ২ ।

(নিষ্ক্রান্তঃ)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশতি নারদঃ)

নারদঃ— অহং গগনসঞ্চারী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
ব্রহ্মলোকাদিহ প্রাপ্তো নারদঃ কলহপ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

ভোঃ!

ক্ষীণেষু দেবাসুরবিগ্রহেষু নিত্যপ্রশান্তে ন রমেঽন্তরিক্ষে।
অহং হি বেদাধ্যয়নান্তরেষু তন্ত্রীশ্চ বৈরাণি চ ঘট্টয়ামি ॥ ৪ ॥

অপি চ,

ভক্তিঃ পরা মম পিতামহভাষিতেষু
সর্বাণি মে বহুগতানি তপোবনানি।
সত্যং ব্রবীমি করজাগ্রহতা চ বীণা
বৈরাণি ভীমকঠিনাঃ কলহাঃ প্রিয়া মে ॥ ৫ ॥

তদ্ ভগবন্তং লোকাদিমনিধনমব্যয়ং লোকহিতার্থে কংসবধার্থং বৃষ্ণিকুলে প্রসূতং নারায়ণং দ্রষ্টুমিহাগতোঽস্মি। অয়ে, ইয়মত্রভবতী দেবকী। মায়য়া শিশুত্বমুপাগতং ত্রিলোকেশ্বরং প্রগৃহ্য বসুদেবেন সহ শনৈঃ স্বগৃহান্নিষ্ক্রামতি। যৈষা,

লোকানামভয়করং গুরুং সুরাণাং
দৈত্যানাং নিধনকরং রথাঙ্গপাণিম্।
শোকার্তা শশিবদনা নিশি প্রশান্তা
বাহুভ্যাং গিরিমিব মন্দরং বহন্তী ॥ ৬ ॥

এষ এষ ভগবান্ নারায়ণঃ,

অনন্তবীর্যঃ কমলায়তাক্ষঃ সুরেন্দ্রনাথোঽসুরবীর্যহন্তা।
ত্রিলোককেতুর্জগতশ্চ কর্তা ভর্তা জনানাং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৭ ॥

হন্তৈতদ্‌ৎপন্নং কলহস্য মূলম্। যাবদহমপি ভগবন্তং নারায়ণং প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রহ্মলোকমেব যাস্যামি। নমো ভগবতে ত্রৈলোক্যকারণায়।

নারায়ণায় নরলোকপরায়ণায় লোকাননায় কমলামললোচনায়।
রামায় রাবণবিরোচনপাতনায় বীরায় বীর্যনিলয়ায় নমো বরায় ॥ ৮ ॥

(নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি বালহস্তা দেবকী)

দেবকী—হদ্ধি, পুত্তঅস্স মে মহাণুভাবত্তণং সূঅইস্সন্দাণি জম্মসমঅসমুব্ভুদাণি পচ্চক্‌খীকরঅন্তী অবি কংসহদআণিসংসত্তণং চিন্তঅন্তী সুট্‌ঠু ণ পচ্চআমি মন্দভাইণী। কহিং ণু গদো অয্যউত্তো। (পরিক্রম্য অগ্রতো বিলোক্য) অম্মো, এসো অয্যউত্তো হরিসবিম্হঅফুল্লণঅণো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। [হা ধিক্, পুত্রকস্য মে মহানুভাবত্বং সূচয়িষ্যন্তি জন্মসময়সমুদ্‌ভূতানি মহানিমিত্তানি প্রত্যক্ষীকুর্বত্যপি কংসহতকনৃশংসত্বং চিন্তয়ন্তী সুষ্ঠু ন প্রত্যেমি মন্দভাগিনী। ক নু গত আর্যপুত্রঃ। অম্মো, এষ আর্যপুত্রো হর্ষবিস্ময়ফুল্লনয়ন ইত এবাগচ্ছতি]।

(ততঃ প্রবিশতি বসুদেবঃ)

বসুদেবঃ—(সবিমর্শম্) ভোঃ! কিং নু খল্বিদম্।

ভ্রমতি নভসি বিদ্যুচ্চণ্ডবাতানুবিদ্ধৈর্নবজলদনিনাদৈর্মেদিনী সপ্রকম্পা।
ইহ তু জগতি নূনং রক্ষণার্থং প্রজানামসুরসমিতিহন্তা বিষ্ণুরদ্যাবতীর্ণঃ ॥ ৯ ॥

(বিলোক্য) এষা দেবকী,

অগণিতপরিখেদা যাতি ষণ্ণাং সুতানা-
মপচয়গমনার্থং সপ্তমং রক্ষমাণা।
বহুগুণকৃতলোভা জন্মকালে নিমিত্তৈঃ
সুত ইতি কৃতসংজ্ঞং কংসমৃত্যুং বহন্তী ॥ ১০ ॥

দেবকী—(উপসৃত্য) জেদু অয্যউত্তো। [জয়ত্বার্যপুত্রঃ]।

বসুদেবঃ—দেবকি! অর্ধরাত্রঃ খলু বর্ততে। প্রসুপ্তো মথুরায়াং সর্বো জনঃ। তস্মাদ্ যাবন্ন কশ্চিৎ পশ্যতি তাবদ্ বালং গৃহীত্বাপক্রামামি।

দেবকী—কহিং অয্যউত্তো ইমং ণইস্সদি। [ক্বার্যপুত্র ইমং নেষ্যতি]।

বসুদেবঃ—দেবকি! সত্যং ব্রবীষি। অহমপি ন জানে। কিন্তু, একচ্ছত্রচ্ছায়াং পৃথিবীং সমাজ্ঞাপয়তি দুরাত্মা কংসঃ। তৎ ক নু খল্বয়মায়ুষ্মান্ নেতব্যো ভবিষ্যতি। অথবা যত্র দৈবং বিধাস্যতি, তত্র বালং গৃহীত্বাপক্রামামি।

দেবকী—অয্যউত্ত! ইচ্ছামি দাব ণং সুদিট্‌টং কত্তুং। [আর্যপুত্র! ইচ্ছামি তাবদেনং সুদৃষ্টং কর্তুম্]।

বসুদেবঃ—অয়ি অতিপুত্রবৎসলে!

কিং দ্রষ্টব্যঃ শশাঙ্কোঽয়ং রাহোর্বদনমণ্ডলে।
ত্বয়াপ্যস্য সুদৃষ্টস্য কংসো মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

দেবকী—সব্বহা ণ ভাবিস্সদি। [সর্বথা ন ভবিষ্যতি]।

বসুদেবঃ—যদ্ ভবত্যাভিহিতং, তৎ সর্বদৈবতৈরভিহিতং ভবতু। আনয়।

দেবকী—গহ্ণদু অয্যউত্তো। [গৃহ্ণাত্বার্যপুত্রঃ।]

বসুদেবঃ—(গৃহীত্বা) অহো গুরুত্বং বালস্য। সাধু,

বিন্ধ্যমন্দরসারোঽয়ং বালঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
গর্ভে যয়া ধৃতঃ শ্রীমানহো ধৈর্যং হি যোষিতঃ ॥ ১২ ॥

দেবকি! প্রবিশ ত্বমভ্যন্তরম্।

দেবকী—এসা গচ্ছামি মন্দভাআ। (নিষ্ক্রান্তা।) [এষা গচ্ছামি মন্দভাগা।]

বসুদেবঃ—এষা দেবকী,

হৃদয়েনেহ তত্রাঙ্গৈর্দ্বিধাভূতেব গচ্ছতি।
যথা নভসি তোয়ে চ চন্দ্রলেখা দ্বিধাকৃতা ॥ ১৩ ॥

হন্ত প্রবিষ্টা দেবকী। যাবদহমপি নগরদ্বারং সংশ্রয়ামি। এষ ভোঃ,

প্রথমসুতবিনাশজাতমন্যুর্নৃপতিভয়াকুলিতঃ প্রগৃহ্য বালম্।
ত্বরিততরমিহ প্রয়ামি মার্গে গিরিমিব মন্দরমুদ্বহন্ ভুজাভ্যাম্ ॥ ১৪ ॥

(পরিক্রম্য) ইদং নগরদ্বারম্। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য) অয়ে প্রসুপ্তো মধুরায়াং সর্বো জনঃ। যাবদপক্রামামি। (পরিক্রম্য) নিষ্ক্রান্তোঽস্মি মধুরায়াঃ। অহো বলবাংশ্চায়মন্ধকারঃ। সম্প্রতি হি,

লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্নিষ্ফলতাং গতা ॥ ১৫ ॥

অহো তমসঃ প্রভুত্বম্।

অপ্রকাশা ইব দিশো ঘনীভূতা ইব দ্রুমাঃ।
সুনিবিষ্টস্য লোকস্য কৃতো রূপবিপর্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥

নাহং গন্তুং সমর্থঃ। অয়ে দীপিকালোকঃ। কিন্নু খলু দুরাত্মা কংসো মমাপক্রমণং জ্ঞাত্বা দীপিকাভিঃ পরিবৃতো মাং গ্রহীতুমাগতো ভবেৎ। ভবত্বহমস্য দর্পপ্রশমনং করোমি। (খড়্গমুৎকোশয়তি। নিবৃত্যাবলোক্য) অয়ে ন কশ্চিদ্ দৃশ্যতে। আ,

তমসা সংবৃতে লোকে মম মার্গমপশ্যতঃ।
অপক্রমণহেতোস্তু কুমারেণ প্রভা কৃতা ॥ ১৭ ॥

এষ মার্গঃ। যাবদপক্রামামি। অয়ে ইয়ং ভগবতী যমুনা কালবর্ষসম্পূর্ণা স্থিতা। অহো ব্যর্থো মে পরিশ্রমঃ। কিমিদানীং করিষ্যে। ভবতু, দৃষ্টম্।

ইমাং নদীং গ্রাহভুজঙ্গসংকুলাং
মহোর্মিমালাং মনসাপি দুস্তরাম্।
ভুজপ্লবেনাশু গতার্থবিক্লবো
বহামি সিদ্ধিং যদি দৈবতং স্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

(তথা কৃত্বা সবিস্ময়ম্) হন্ত দ্বিধা ছিন্নং জলম্, ইতঃ স্থিতম্, ইতঃ প্রধাবতি। দত্তো মে ভগবত্যা মার্গঃ। যাবদপক্রামামি। (অবতীর্য) নিষ্ক্রান্তোঽস্মি যমুনায়াঃ। অয়ে হুঙ্কারশব্দ ইব শ্রূয়তে। ব্যক্তং ঘোষসমীপে বর্ততে মন্দভাগ্যঃ। আ, অত্র চ সমীপঘোষে মম বয়স্যো নন্দগোপঃ প্রতিবসতি। স খলু ময়া কংসাজ্ঞয়া নিগলিতঃ কশাভিহতশ্চ। যাবৎ প্রবিশামি। অথবা রাত্রৌ বসুদেবঃ প্রবিষ্ট ইতি শংকিতা গোপালকা ভবিষ্যন্তি। তস্মাদিহ ন্যগ্রোধপাদপস্যাধস্তাৎ প্রভাতবেলাং রজন্যাঃ প্রতিপালয়ামি। ভো ভো

ন্যগ্রোধদেবতাঃ ! যদয়ং বালো লোকহিতার্থং কংসবধার্থং বৃষ্ণিকুলে প্রসূতশ্চেদ্ ঘোষাৎ কশ্চিদিহাগচ্ছতু। ন, ন, মম বয়স্যো নন্দগোপ এবাগচ্ছতু।

(ততঃ প্রবিশতি দারিকাং গৃহীত্বা নন্দগোপঃ)।

নন্দগোপঃ—(সশোকম্) দালিএ ! দালিএ ! কিং দাণিং ণো গেহলচ্ছিং ণলমিঅ তদো ণো উজ্ঝিঅ ণং গচ্ছষি। ষম্পদি হি মহিষষদসম্পাদষদিষং অহো বলিঅং অন্ধআলং।

দুদ্দিণবিনট্ঠজোহ্না লত্তী বট্টই নিমীলিআকালা।
ষম্পাউদপ্পষুত্তা ণীলণিবষণা জহা গোবী॥ ১৯॥

অজ্জ হি অড্ঢলত্তে অম্হাণং কুড়ুম্বিণীএ জষোদাএ পষূদা ইঅং চ দালী তবষ্ষিণী জাদমত্তা এব্ব ওগ্‌গদপ্পাণা ষংবুত্তা। ষুবে অম্হাণাং ঘোষষ্ষ উইদো ইন্দষঞ্ঞো ণাম উষ্ষবো ভবিষ্ষদি। তা মা খু এদং দুক্খং গোবজণেহি অণুহুঅমাণং ত্তি মএ এক্কাইণা ণিগলগুলুচলণেণ ইমং দালিঅং গহ্ণিঅ ণিগ্গদো ম্হি। জষোদা বি তবষ্ষিণী ণেব জাণাদি দালও বা দালিআ বা পষূদ ত্তি মোহং গদা। দালিএ ! দালিএ ! [দারিকে ! দারিকে ! কিমিদানীং নো গেহলক্ষ্ম্যাং ন রন্ত্বা ততো ন উজ্ঝিত্বা ননু গচ্ছসি। সম্প্রতি হি মহিষশতসম্পাতসদৃশোঽহো বলবানন্ধকারঃ।

দুর্দিনবিনষ্টজ্যোৎস্না রাত্রির্বর্ততে নিমীলিতাকারা।
সংপ্রাবৃতপ্রসুপ্তা নীলনিবসনা যথা গোপী॥ ১৯॥

অদ্য হ্যর্ধরাত্রেঽস্মাকং কুটুম্বিন্যা যশোদয়া প্রসূতেয়ং চ দারী তপস্বিনী জাতমাত্রৈবাপগতপ্রাণা সংবৃত্তা। শ্বোঽস্মাকং ঘোষস্যোচিত ইন্দ্রযজ্ঞো নামোৎসবো ভবিষ্যতি। তদ্ মা খল্বেতদ্ দুঃখং গোপজনৈরনুভূয়মানমিতি ময়ৈকাকিনা নিগলগুরুচরণেনেমাং দারিকাং গৃহীত্বা নির্গতোঽস্মি। যশোদাপি তপস্বিনী নৈব জানাতি দারকো বা দারিকা বা প্রসূত ইতি মোহং গতা। দারিকে ! দারিকে !]

বসুদেবঃ—কো নু খল্বয়ং রাত্রৌ পরিদেবয়তি। অস্মৎসব্রহ্মচারী খল্বয়ং তপস্বী।

নন্দগোপঃ—কিং দাণিং ণো গেহলষ্ছিং ণ লমিঅ তদো ণো উজ্ঝিঅ ণং গচ্ছষি। [কিমিদানীং নো গেহলক্ষ্ম্যাং ন রন্ত্বা ততো ন উজ্ঝিত্বা ননু গচ্ছসি।]

বসুদেবঃ—স্বরেণ প্রত্যভিজানামি। মম বয়স্যেন নন্দগোপেন ভবিতব্যম্। যাবচ্ছব্দাপয়ামি। বয়স্য নন্দগোপ ! ইতস্তাবৎ।

নন্দগোপঃ—(সভয়ম্) অবিহা কো দাণি মং ষুদপুলুবেণ বিঅ ষলষোগেণ নন্দগোব ! নন্দগোব ! ত্তি মং ষদ্দাবেদি। কিন্নু লক্খশা বা, আদু পিষাষো বা। ঈদিষীএ পদিভঅলঅণীএ মদলিআ দালিআ মম হত্থে। কিং ণু হু কালষ্ষং। [অবিহা ক ইদানীং মাং শ্রুতপূর্বেণেব স্বরযোগেন নন্দগোপ ! নন্দগোপ ! ইতি মাং শব্দয়তি। কিং নু রাক্ষসো বা, উত পিশাচো বা। ঈদৃশ্যাং প্রতিভয়রজন্যাং মৃতা দারিকা মম হস্তে। কিং নু খলু করিষ্যামি।]

বসুদেবঃ—বয়স্য নন্দগোপ ! অলমন্যশঙ্কয়া। ইতস্তাবৎ।

নন্দগোপঃ—(কর্ণং দত্ত্বা সাবধানম্) অম্মো, ষলষোগেণ ভট্টা বষুদেব ত্তি জাণামি। জাব উবষপ্পিষ্ষং। অহব তহি মম কিং কয্যং। এদিণা কংষষ্ষ লঞ্ঞো

বঅণং ষুণিঅ অবলম্বো কষাহি তালিঅ ণিঅলেহি বম্বো ম্হি। তা ণ গমিষ্ষং। অহব ধিক্ খু মে ণিষংষভাবং। মম গুণেষহষ্ষং কিদং দুক্খে দুক্খিই ষুহে ষুহিণো হোদি, তহবি ষুমলামি লাঅষাষণেণ কিদং একবন্ধনং। জাব উবষপ্পিষ্ষং। ইয়ং দালী। কিং কলিষ্ষং। হোদু এবং দাব কলিষ্ষং। (উপসৃত্যাবলোক্য চ সবিস্ময়ম্।) পভাদা লঅণী। এষো ভট্টা বষুদেব দালঅং গহ্নিঅ ঠ্ঠিদো। (উপসৃত্য) জেদু ভট্টা জেদু। [অম্মো, স্বরযোগেন ভর্তা বসুদেব ইতি জানামি। যাবদুপসর্পস্যামি। অথবা তত্র মম কিং কার্যম্। এতেন কংসস্য রাজ্ঞো বচনং শ্রুত্বাপরাদ্ধঃ কশাভিস্তাড়য়িত্বা নিগলৈর্বদ্ধোঽস্মি। তন্ন গমিষ্যামি। অথবা ধিক্ খলু মে নৃশংসভাবম্। মম গুণসহস্রং কৃতং, দুঃখে দুঃখ্যতি সুখে সুখী ভবতি, তথাপি স্মরামি রাজশাসনেন কৃতমেকবন্ধনম্। যাবদুপসর্পস্যামি। ইয়ং দারী কিং করিষ্যামি। ভবত্বেবং তাবৎ করিষ্যামি। প্রভাতা রজনী। এষ ভর্তা বসুদেবো দারকং গৃহীত্বা স্থিতঃ। জয়তু ভর্তা জয়তু।]

বসুদেবঃ—বয়স্য নন্দগোপ ! অপি ভগবতীভ্যো গোভ্যঃ কুশলম্।

নন্দগোপঃ—আম ভট্টা ! কুষলং। [আম ভর্তঃ ! কুশলম্।]

বসুদেবঃ—অপি ভবতঃ পরিজনস্য কুশলম্।

নন্দগোপঃ—পরিজণমিতি। আম ভট্টা ! কুষলং। [পরিজনমিতি। আম ভর্তঃ ! কুশলম্।]

বসুদেবঃ—বয়স্য ! কিমিদানীং প্রচ্ছাদ্যতে।

নন্দগোপঃ—ভট্টা ! ণত্থি কিংপি। [ভর্তঃ ! নাস্তি কিঞ্চিৎ।]

বসুদেবঃ—মম খলু প্রাণৈঃ শাপিতঃ স্যাৎ, যদি সত্যং ন ব্রূয়াৎ।

নন্দগোপঃ—কা গই ষুণাদু ভট্টা। অজ্জ অড্ঢলত্তে অম্হাণং কুড়ুম্বিণীএ, ণ হি ণ হি, তুম্হাণং দাষীএ জষোদাএ পষুদা ইঅং চ দালী তবষ্ষিণী জাদমত্তা এব্ব ওগ্গদপ্পাণা ষংবুত্তা। ষুবে অম্হাণং ঘোষষ্ষ উইদো ইন্দঅঞ্ঞো ণাম উষ্ষবো ভবিষ্ষদি। তা মা খু এদং দুক্খং গোবজণেহি অণুহুঅমাণং ত্তি মত্র এক্কাইণা ণিগলগুলচলণেণ ইমং দালিঅং গহ্নিঅ ণিগ্গদো ম্হি। জষোদা বি তবষ্ষিণী ণৈব জাণাদি দালও দালিআ বা পষুদ ত্তি মোহং গদা। [কা গতিঃ। শৃণোতু ভর্তা। অদ্যার্ধরাত্রেঽস্মাকং কুটুম্বিন্যা, ন হি ন হি, যুষ্মাকং দাস্যা যশোদয়া প্রসূতেয়ং চ দারী তপস্বিনী জাতমাত্রৈবাপগতপ্রাণা সংবৃত্তা। শ্বোঽস্মাকং ঘোষস্যোচিত ইন্দ্রযজ্ঞো নামোৎসবো ভবিষ্যতি। তদ্ মা খল্বেতদ্ দুঃখং গোপজনৈরনুভূয়মানমিতি ময়ৈকাকিনা নিগলগুরুচরণেনেমাং দারিকাং গৃহীত্বা নির্গতোঽস্মি। যশোদাপি তপস্বিনী নৈব জানাতি দারকো দারিকা বা প্রসূত ইতি মোহং গতা।]

বসুদেবঃ—হন্ত ভোঃ ! ন শক্যং লোকস্যাধিষ্ঠানভূতং কৃতান্তং বঞ্চয়িতুম্। বয়স্য ! কাষ্ঠভূতং কলেবরং ত্যজ্যতাম্।

নন্দগোপঃ—ণ ষক্কুণোমি। ভট্টা ণ ষক্কুণোমি। [ন শক্নোমি ভর্তঃ ! ন শক্নোমি।]

বসুদেবঃ—ঈদৃশো লোকধর্মঃ। ত্যজ্যতাম্।

নন্দগোপঃ—জং ভট্টা আণবেদি। দালিএ ! দালিএ ! (ইতি রোদিতি।) [যদ্

ভর্তাজ্ঞাপয়তি। দারিকে! দারিকে!]

বসুদেবঃ—বয়স্য! অলমলং রুদিতেন। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ।

নন্দগোপঃ—(তথা কৃত্বোপগম্য) জেদু ভট্টা। ইমিণা দাষজণেণ কিং কত্তব্বং। [জয়তু ভর্তা। অনেন দাসজনেন কিং কর্তব্যম্]

বসুদেবঃ—বয়স্য! ননু ত্বমপি জানাসি দুরাত্মনা কংসেন মম ষট্ পুত্রা নিধনমুপানীতা ইতি।

নন্দগোপঃ—জাণামি ভট্টা! জাণামি। [জানামি ভর্তঃ! জানামি।]

বসুদেবঃ—তৎ সপ্তমোঽয়ং দীর্ঘায়ুঃ। নাস্তি মম পুত্রেষু ভাগ্যম্। তব ভাগ্যাজ্জীবিতুং গৃহ্যতাম্।

নন্দগোপঃ—ভাআমি ভট্টা! ভাআমি। জদি কংষো লাআ ষুণাদি বষুদেবষ্ষ দালও নন্দগোবষ্ষ হত্থে ণাষো ণিক্খিত্তো ত্তি, কিং বহুণা, গদং এব্ব মে ষীষং। [বিভেমি ভর্তঃ! বিভেমি। যদি কংসো রাজা শৃণোতি—বসুদেবস্য দারকো নন্দগোপস্য হস্তে ন্যাসো নিক্ষিপ্ত ইতি, কিং বহুনা, গতমেব মে শীর্ষম্]

বসুদেবঃ—(আত্মগতম্) হন্ত বিপন্নং কার্যম্। উক্তজ্ঞাঃ খলু নৃশংসাঃ। তদেবং কথয়ামি। (প্রকাশম্) বয়স্য নন্দগোপ!

যদ্যস্মি ভবতঃ কিঞ্চিন্ময়া পূর্বকৃতং ভবেৎ।
তস্য প্রত্যুপকারস্য কালস্তে সমুপাগতঃ ॥ ২০ ॥

নন্দগোপঃ—কিং কিং পচ্চুবকালং ত্তি। জদি কংষো বা হোদু, কংষষ্ষ পিদা উগ্গষেণো বা হোদু। আণেদু ভট্টা দালঅং। [কিং কিং প্রত্যুপকার ইতি। যদি কংসো বা ভবতু, কংসস্য পিতোগ্রসেনো বা ভবতু। আনয়তু ভর্তা দারকম্।]

বসুদেবঃ—বয়স্য! গৃহ্যতাম্।

নন্দগোপঃ—ভট্টা! অচোক্খির্দাহ্মি, মর্দালিআ দালিআ গহীদা। মুহুত্তঅং পডিবালেদু ভট্টা। জাব জমুণাহলং গচ্ছিঅ চোক্খং কলেমি। [ভর্তঃ! অশৌচিতোঽস্মি, মৃতা দারিকা গৃহীতা। মুহূর্তকং প্রতিপালয়তু ভর্তা, যাবদ্ যমুনাজলং গত্বা শৌচং করোমি।]

বসুদেবঃ—বয়স্য! ঘোষবাসাৎ প্রকৃত্যা শুচিরেব ভবান্।

নন্দগোপঃ—তেণ হি অহ্মাণং ঘোষষ্ষ উইদং পংখুণা চোক্খং কলেমি। [তেন হ্যস্মাকং ঘোষস্যোচিতং পাংসুনা শৌচং করোমি।]

বসুদেবঃ—কোঽত্র দোষঃ। ক্রিয়তাং শৌচম্।

নন্দগোপঃ—জং ভট্টা আণবেদি। (তথা কুর্বন্ সবিস্ময়ম্) অচ্ছলীঅং অচ্ছলীঅং ভট্টা! অচ্ছলীঅং। পংখুণ্ণে মগ্গমাণষ্ষ ধলণীং ভিন্দিঅ জুগপ্পমাণা ষালিলধালা উট্ঠিদা। [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি। আশ্চর্যমাশ্চর্যং ভর্তঃ! আশ্চর্যম্। পাংসূন্ মার্গয়তো ধরণীং ভিত্ত্বা যুগপ্রমাণা সলিলধারোত্থিতা]।

বসুদেবঃ—বালস্যৈব প্রভাবঃ। ক্রিয়তাং শৌচম্।

নন্দগোপঃ—ভট্টা! তহ। (তথা কৃত্বোপসৃত্য) ভট্টা! অঅহ্মি। [ভর্তঃ! তথা ৷ ভর্তঃ! অয়মস্মি]।

বসুদেবঃ—গৃহ্যতাম্।

নন্দগোপঃ—ভট্টা ! অদিদুব্বলা মে বাহা মন্দলষদিষং বালঅং গহ্নিদুং ণ ষমথা।
[ভর্তঃ ! অতিদুর্বলৌ মে বাহু মন্দরসদৃশং বালকং গ্রহীতুং ন সমর্থৌ]।
বসুদেবঃ—বয়স্য ! মহাবলপরাক্রমঃ খলু ভবান্।
নন্দগোপঃ—ষুণাদু ভট্টা মম বলপলক্কমং। ষন্দালিঅমাণে বষভে ষিঙ্গং গহ্নিঅ মোচেমি। পঙ্কুণিমগ্গোণি ভণ্ডষঅডআণি আঘট্টআমি। ঈদিষো দাণি অহং দালঅং গহ্নিউং ণ ষমত্থো ম্হি। [শৃণোতু ভর্তা মম বলপরাক্রমং। সন্দারয়মাণে বৃষভে শৃঙ্গং গৃহীত্বা মোচয়ামি। পঙ্কনিমগ্নান্ ভাণ্ডশকটকান্ আঘট্টয়ামি। ঈদৃশ ইদানীমহং দারকং গ্রহীতুং ন সমর্থোঽস্মি]।

(ততঃ প্রবিশন্তি পঞ্চায়ুধানি গরুড়শ্চ)

গরুড়ঃ— অহং সুপর্ণো গরুড়ো মহাজবঃ শার্ঙ্গায়ুধস্যাস্য রথো ধ্বজশ্চ।
পুরা হি দেবাসুরবিগ্রহেষু বহামি ভো বিষ্ণুবলেন বিষ্ণুম্ ॥ ২১ ॥

চক্রঃ— চক্রোঽস্মি কৃষ্ণস্য করাগ্রশোভী মধ্যাহ্নসূর্যপ্রতিমোগ্রতেজাঃ।
ত্রিবিক্রমে চামৃতমন্থনে চ ময়া হতা দানবদৈত্যসংঘাঃ ॥ ২২ ॥

শার্ঙ্গঃ— শার্ঙ্গোঽস্মি বিষ্ণুকরলগ্নসুবৃত্তমধ্যা স্ত্রী বিগ্রহাৎ পুরুষবীর্যবলাতিদর্পা।
যস্যার্থমাহবমুখেষু ময়ারিসংঘাঃ প্রভ্রষ্টনাগরথবাজিনরাঃ প্রভগ্নাঃ ॥ ২৩ ॥

কৌমোদকী— কৌমোদকী নাম হরের্গদাহমাজ্ঞাবশাৎ সর্বরিপূন্ প্রমথ্য।
ময়া হতানাং যুধি দানবানাং প্রক্রীড়িতং শোণিতনিম্নগাসু ॥ ২৪ ॥

শঙ্খঃ— অহং হি শঙ্খঃ ক্ষীরোদাদ্ বিষ্ণুনা স্বয়মুদ্ধৃতঃ।
মম শব্দেন নশ্যন্তি যুদ্ধে তে দেবশত্রবঃ ॥ ২৫ ॥

নন্দকঃ— নন্দকোঽহং ন মে কশ্চিৎ সংগ্রামেষ্বপরাঙ্মুখঃ।
গচ্ছামি স্মৃতমাত্রেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২৬ ॥

চক্রঃ— চক্রশার্ঙ্গগদাশঙ্খনন্দকা দৈত্যমর্দনাঃ।
বাসুদেবস্য কার্যার্থং প্রাপ্তাঃ পারিষদা বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

তস্মাদাগম্যতাম্। বয়মপি মনুষ্যলোকমবতীর্ণস্য ভগবতো বিষ্ণোর্বালচরিতমনুচরিতুং গোপালকবেষপ্রচ্ছন্না ঘোষমেবাবতরিষ্যামঃ।
সর্বে—তথাস্তু। (বিষ্ণুমুপস্থিতাঃ)।
বসুদেবঃ—বয়স্য ! বাল এব নমস্যতাম্।
নন্দগোপঃ—ভট্টা ! তহ। লাঅদালঅ ! ণমো দে ণমো দে। হী, হোদু অত্তাণং এব অত্তাণং ণিব্বাবেহি। অম্হাণং গোপজণষ্ষ তুমং গহ্নিদুং কো বলপলক্কমো। [ভর্তঃ ! তথা। রাজদারক ! নমস্তে নমস্তে। হী, ভবতু, আত্মনৈবাত্মানং নির্বাহয়। অস্মাকং গোপজনস্য ত্বাং গ্রহীতুং কো বলপরাক্রমঃ]।
চক্রঃ নমো ভগবতে নারায়ণায়। ভগবন্ ! মহাবিষ্ণো !

কার্যাণ্যকার্যাণ্যমরাসুরাণাং ত্বয়া ভবিষ্যন্তি বহূনি লোকে।
তস্মাজ্জনস্যাস্য লঘুত্বযোগাৎ কুরু প্রসাদং যদুবংশকেতো ! ॥ ২৮ ॥

বসুদেবঃ—গৃহ্যতাম্।
নন্দগোপঃ—জং ভট্টা আণবেদি। (গৃহ্নাতি) [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি।]
বসুদেবঃ—বয়স্য ! প্রভাতা রজনী। প্রতিনিবর্ততাং ভবান্।
নন্দগোপঃ—অচ্ছলীঅং অচ্ছলীঅং ভট্টা ! অচ্ছলীঅং। ইমে বন্ধণে পাডিদে।

[আশ্চর্যমাশ্চর্যম্ ভর্তঃ। ইমে বন্ধনে পতিতে।]

বসুদেবঃ—সর্বমেতৎ কুমারস্য প্রভাবঃ। প্রতিনিবর্ততাং ভবান্।

নন্দগোপঃ—জং ভট্টা আণবেদি। [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি।]

বসুদেবঃ—অথবা এহি তাবৎ।

নন্দগোপঃ—ভট্টা! অঅম্হি। [ভর্তঃ! অয়মস্মি।]

বসুদেবঃ—

জানে নিত্যং বৎসলং ত্বাং প্রকৃত্যা
স্নেহোঽপ্যস্মিন্নর্থ্যতে রূঢ়ভাবঃ।
অস্মিন্ কালে দগ্ধভূয়িষ্ঠশেষং
ন্যস্তং বীজং রক্ষিতুং যাদবানাম্ ॥ ২৯ ॥

কুমারস্য কিং করিষ্যতি ভবান্।

নন্দগোপঃ—সুণাদু ভট্টা। একস্সিং গেহে গচ্ছিঅ খীরং পিবই, অণ্ণস্সিং গেহে গচ্ছিঅ দধিং ভক্খই। অপরস্সিং গেহে গচ্ছিঅ ণবণীদং গিলই। অণ্ণস্সিং গেহে গচ্ছিঅ পায়সং ভুঞ্জই, ইদরস্সিং গেহে গচ্ছিঅ তক্কঘটং পলোঅদি। কিং বহুণা, অম্হাণং ঘোষস্স পদী হোই। [শৃণোতু ভর্তা। একস্মিন্ গেহে গত্বা ক্ষীরং পিবতি। অন্যস্মিন্ গেহে গত্বা দধি ভক্ষয়তি। অপরস্মিন্ গেহে গত্বা নবনীতং গিলতি। অন্যস্মিন্ গেহে গত্বা পায়সং ভুঙ্‌ক্তে। ইতরস্মিন্ গেহে গত্বা তক্রঘটং প্রলোকতে। কিং বহুনা, অস্মাকং ঘোষস্য পতির্ভবতি।]

বসুদেবঃ—এবমস্তু। প্রতিনিবর্ততাং ভবান্।

নন্দগোপঃ—জং ভট্টা আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তঃ।) [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপযতি।]

বসুদেবঃ—ননু নির্গতো নন্দগোপঃ। যাবদহমপি মথুরামেব যাস্যামি। (পরিক্রম্য) রুদিতশব্দ ইব শ্রূয়তে। কিং নু খলু কংসভয়াৎ প্রতিনিবৃত্তো নন্দগোপঃ। (পরিক্রম্য) অয়ে প্রত্যাগতপ্রাণেয়ং দারিকা। যাবদিমাং গৃহীত্বা দেবক্যা হস্তে নিক্ষিপ্য দুরাত্মানং কংসং বঞ্চয়ামি। (গৃহীত্বা) অহো গুরুত্বমস্যাঃ। এতদপি কুমারাৎ কিঞ্চিদন্তরং মহদ্ ভূতম্। যাবদপক্রামামি। অয়ে ইয়ং ভগবতী যমুনা তথৈব স্থিতা। যাবদপক্রামামি। নিষ্ক্রান্তোঽস্মি যমুনায়াঃ। এতন্নগরদ্বারম্। তথৈব প্রসুপ্তো মথুরায়াং সর্বো জনঃ। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য) ইদং খলু দুরাত্মনঃ কংসস্য গৃহং জ্যেষ্ঠাশ্রিতমিব দৃশ্যতে। ইদমস্মদীয়ং গৃহং শ্রিয়ারূঢ়মিব দৃশ্যতে। যাবদহমপ্যন্তঃপুরং প্রবিশ্য দেবকীং সমাশ্বাসয়ামি। ঈশ্বরাঃ স্বস্তি কুর্বন্তু। (নিষ্ক্রান্তঃ)

॥ প্রথমোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × **দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ** × × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশন্তি চণ্ডালযুবতয়ঃ।)

সর্বাঃ—আঅচ্ছ ভট্টা! আঅচ্ছ। অম্হাণং কণ্ণাণং তুএ সহ বিবাহো হোদু। [আগচ্ছ ভর্তঃ! আগচ্ছ। অস্মাকং কন্যানাং ত্বয়া সহ বিবাহো ভবতু।]

(ততঃ প্রবিশতি রাজা)

রাজা—ভোঃ। কিন্নু খল্বিদম্।

যন্মেদিনী প্রচলিতা পতিতাগ্রহর্ম্যা
সন্তারনৌরিব বিকীর্ণমহোর্মিমালা।
সৈব্যৈঃ প্রধানগুণকর্মফলৈর্নিমিত্তৈঃ
কিং বাগ্রতো ব্যসনমভ্যুদয়ো নু তস্মে ॥ ১ ॥

সর্বাঃ—আঅচ্ছ ভট্টা! আঅচ্ছ। অম্মাণং কন্নআণং তুএ সহ বিবাহো হোদু।
[আগচ্ছ ভর্তঃ! আগচ্ছ। অস্মাকং কন্যকানাং ত্বয়া সহ বিবাহো ভবতু।]

রাজা— যস্মান্ন রক্ষিপুরুষাঃ প্রচরন্তি কেচিদ্
যস্মান্ন দীপকধরাঃ প্রমদাশ্চরন্তি।
তস্মাদিমা মম গৃহং সমনুপ্রবিষ্টা
নীলোৎপলাঞ্জননিভা ভয়দাঃ শ্বপাক্যঃ ॥ ২ ॥

সর্বাঃ—আঅচ্ছ ভট্টা! আঅচ্ছ। অম্মাণং কন্নআণং তুএ সহ বিবাহো হোদু।
[আগচ্ছ ভর্তঃ! আগচ্ছ। অস্মাকং কন্যকানাং ত্বয়া সহ বিবাহো ভবতু।]

রাজা—অহো সৃষ্টাঃ খল্বেতাশ্চণ্ডালযুবতয়ঃ,—

ক্রোধেন নশ্যতি সদা মম শত্রুপক্ষঃ
সূর্যঃ শশী হুতবহশ্চ বশে স্থিতা মে।
যোঽহং যমস্য চ যমো ভয়দো ভয়স্য
তং মাপবাদবচনৈঃ পরিধর্ষয়ন্তি ॥ ৩ ॥

সর্বাঃ—আঅচ্ছ ভট্টা! আঅচ্ছ। [আগচ্ছ ভর্তঃ! আগচ্ছ।]

রাজা—আ অপধ্বংস। কথং সহসৈব নষ্টাঃ। যাবদিদানীমভ্যন্তরমেব প্রবিশামি।

(ততঃ প্রবিশতি শাপঃ)

শাপঃ—হং কেদানীং প্রবিশসি। ইদং খলু মম গৃহং সংবৃত্তম্!

রাজা— কোঽয়ং বিনিষ্পততি গর্ভগৃহং বিগাহ্য
উল্কাং প্রগৃহ্য সহসাঞ্জনরাশিবর্ণঃ।
ভীমোগ্রদংষ্ট্রবদনো হ্যহিপিঙ্গলাক্ষঃ
ক্রোধো মহেশ্বরমুখাদিব গাং প্রপন্নঃ ॥ ৪ ॥

কো ভবান্

শাপঃ—কিং ন জানীষে মাম্। অহং খলু মধুকস্য ঋষেঃ শাপো বজ্রবাহুর্নাম।
শ্মশানমধ্যাদহমাগতোঽস্মি চণ্ডালবেষেণ বিরূপচণ্ডম্।
কপালমালাতিবিচিত্রবেষঃ কংসস্য রাজ্ঞো হৃদয়ং প্রবেষ্টুম্ ॥ ৫ ॥

কংসঃ—অসম্ভাব্যমর্থং প্রার্থয়সি।

সৌবর্ণকান্তরকন্দরকূটকুঞ্জং
মেরুং ন কম্পয়তি বায়সপক্ষবাতঃ।
হাস্যোঽসি ভোঃ! সমকরক্ষুভিতোর্মিমালং
পাতুং য ইচ্ছসি করাঞ্জলিনা সমুদ্রম্ ॥ ৬ ॥

শাপঃ—কালে জ্ঞাস্যসি।

রাজা—হং, কথং সহসৈব নষ্টঃ। যাবদহমপি শয়নমুপগম্য নয়নব্যাক্ষেপং করোমি। (স্বপিতি।)

শাপঃ—অয়ে প্রসুপ্তঃ। অলক্ষ্মি! খলতি! কালরাত্রি! মহানিদ্রে! পিঙ্গলাক্ষি! তদাগম্যতামভ্যন্তরং প্রবিশামঃ।

সর্বাঃ—এবং হোদু। [এবং ভবতু।]

(প্রবিশ্য)

রাজশ্রীঃ—ন খলু প্রবেষ্টব্যম্।

শাপঃ—কা ভবতী।

শ্রীঃ—কিং মাং ন জানীষে। অহং খল্বস্য লক্ষ্মীঃ।

শাপঃ—এবম্। রাজশ্রীঃ। অপক্রামতু ভবতী। ইদং খলু মম গৃহং সংবৃত্তম্।

শ্রীঃ—হং,

লঙ্কোপমং মম গৃহং ন বিচিন্ত্য মূঢ়!
কস্যাশ্রয়াদ্ বিশসি মামবধূয় রাত্রৌ।
কিং ভাষিতেন বহুনা ন চ শক্যমেতদ্
দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুমিহ তেঽদ্য ময়াভিজুষ্টম্ ॥ ৭ ॥

শাপঃ—ভগবতি পদ্মালয়ে! অপক্রামতু কিল কংসশরীরাৎ। বিষ্ণুরাজ্ঞাপয়তি।

শ্রীঃ—কথং বিষ্ণুরাজ্ঞাপয়তীতি ভোঃ! কষ্টম্।

ন চাহং চিরসংবাসাৎ ত্যক্তুং শক্নোমি পার্থিবম্।
বলবান্ গুণসংগ্রাহো দৃঢ়ং তপতি মাময়ম্ ॥ ৮ ॥

ভবতু। অনতিক্রমণীয়া বিষ্ণোরাজ্ঞা। তস্মাদহমপি বিষ্ণুসকাশমেব যাস্যামি। (নিষ্ক্রান্তা।)

শাপঃ—অপক্রান্তা রাজশ্রীঃ। হন্তেদানীমিদমস্মাকমাবাসঃ সংবৃত্তঃ। অলক্ষ্মি! খলতি! কালরাত্রি! মহানিদ্রে! পিঙ্গলাক্ষি! অভ্যন্তরং প্রবিশ্য স্বজাতিসদৃশী ক্রীড়া ক্রিয়তাম্।

সর্বাঃ—অজ্জপহুদি অবনীদবম্মচারিত্তো হোহি। [অদ্যপ্রভৃত্যপনীতধর্মচারিত্রো ভব।]

শাপঃ— পরিষ্বজামি গাঢ়ং ত্বাং নিত্যাধর্মপরায়ণম্।
প্রাপ্নোমি মুনিশাপস্ত্বমাচিরান্নাশমেষ্যসি ॥ ৯ ॥

(অন্তর্হিতঃ।)

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—জেদু ভট্টা। [জয়তু ভর্তা।]

রাজা—হ!

প্রতিহারী—ভট্টা! জসোধরা খু অহং। [ভর্তঃ! যশোধরা খল্বহম্।]

রাজা—যশোধরে! কিং ত্বয়া মাতঙ্গীজনপ্রবেশো ন দৃষ্টঃ।

প্রতিহারী—হং মাদঙ্গিজণত্তি! ণিচ্চং ভট্টিপাদমূলে বত্তমানস্স ব জণস্স ইহ পবেসো দুল্লহো, কিং উণ মাদঙ্গিজণস্স। [হং মাতঙ্গীজন ইতি। নিত্যং ভর্তৃপাদমূলে বর্তমানস্যৈব জনস্যেহ প্রবেশো দুর্লভঃ, কিং পুনর্মাতঙ্গীজনস্য।]

রাজা—কিং স্বপ্নো নু ময়ানুভূতঃ। যশোধরে! গচ্ছ। বালাকিঃ কাঞ্চুকীয়ঃ প্রবেশ্যতাম্।

প্রতিহারী—জং ভট্টা আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তা।) [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি।]

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চুকীয়ঃ।)

কাঞ্চুকীয়ঃ—জয়তু মহারাজঃ।

রাজা—আর্য বালাকে! প্রষ্টব্যৌ সাংবৎসরিকপুরোহিতৌ—অদ্য রাত্রৌ বাতোদ্‌ভ্রাম-ভূমিকম্পোল্কাপাতা দৈবতপ্রতিমাশ্চ প্রতিভাসিতাঃ কিমর্থমিতি।

কাঞ্চুকীয়ঃ—মহারাজ! সাংবৎসরিকপুরোহিতৌ বিজ্ঞাপয়তঃ।

রাজা—কিমিতি।

কাঞ্চুকীয়ঃ—শ্রূয়তাম্।

ভূতং নভস্তলনিবাসি নরেন্দ্র! নিত্যং
কার্যান্তরেণ নরলোকমিহ প্রপন্নম্।
আকাশদুন্দুভিরবৈঃ সমহীপ্রকম্পে-
স্তস্যেয জন্মনি বিশেষকরো বিকারঃ ॥ ১০ ॥

রাজা—কস্মিঞ্জাতে সশৈলেন্দ্রা কম্পিতেয়ং বসুন্ধরা।
জ্ঞায়তাং কস্য পুত্রোঽয়ং কিং বা জন্মপ্রয়োজনম্ ॥ ১১ ॥
ইতি।

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) জয়তু মহারাজঃ। প্রসূতবতী কিল দেবকী।

রাজাঃ—কিং প্রসূতম্।

কাঞ্চুকীয়ঃ—দারিকা প্রসূতা।

রাজা—মা তাবৎ। এতানি মহানিমিত্তানি দারিকাপ্রসূতিমাত্রেণ উৎপদ্যন্তে।

কাঞ্চুকীয়ঃ—প্রসীদতু মহারাজঃ। অনৃতং নাভিহিতপূর্বং ময়া। ভবতো ভৃত্যবর্গ-পরিবৃতায়াঃ ধাত্র্যা হস্তে দৃষ্টা সা।

রাজা—অথবা ব্রাহ্মণবচনমনৃতমপি সত্যং পশ্যামি। গচ্ছ, বসুদেবস্তাবদাহূয়তাম্।

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা—ধর্মশীলঃ সত্যবাদী বসুদেবঃ। অথ তু মম সমীপেঽনৃতং ন ব্রবীতি। ভবতু, শ্রোষ্যামস্তাবৎ।

(ততঃ প্রবিশতি বসুদেবঃ)

বসুদেবঃ—

যন্নাং সুতানাং সমুপেত্য নাশং বহন্নিদং শোককৃশং শরীরম্।
আহূয়মানোঽকরুণেন রাজ্ঞা গচ্ছাম্যহং ভৃত্য ইবাস্বতন্ত্রঃ ॥ ১২ ॥

ভোঃ! এবংবিধা লোকবৃত্তিঃ।

স্মরতাপি ভয়ং রাজা ভয়ং ন স্মরতাপি বা।
উভাভ্যামপি গন্তব্যো ভয়াদপ্যভয়াদপি ॥ ১৩ ॥

(উপসৃত্য) শৌরসেনীমাতঃ! আস্যতে।

রাজা—যাদবীমাতঃ, আস্যতাম্।

বসুদেবঃ—বাঢ়ম্। (উপবিশ্য) শৌরসেনীমাতঃ! কিমর্থং বয়মাহূতাঃ।

রাজা—যাদবীমাতঃ, প্রসূতবতী কিল দেবকী।

বসুদেবঃ—অথ কিম্, প্রসূতবতী।

রাজা—কিং প্রসূতম্ ।

বসুদেবঃ—(আত্মগতম্) ময়াপি নামানৃতং বক্তব্যং ভবিষ্যতি । অথবা কুমাররক্ষণার্থ-মনৃতমপি সত্যং পশ্যামি । কিমিদানীং করিষ্যে । ভবতু, দৃষ্টম্ । (প্রকাশম্) দারিকা প্রসূতা তয়া ।

রাজা— দারিকা বা কুমারো বা হন্তব্যঃ সর্বথা ময়া ।
দৈবং পুরুষকারেণ বঞ্চয়িষ্যাম্যহং ধ্রুবম্ ॥ ১৪ ॥

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—জেদু ভট্টা । অহ্মাঅং ভট্টিনী বিণ্ণবেদি দারিঅত্তি বালেত্তি অ করীঅদু কিল মহারাএণ অণুক্কোসো । [জয়তু ভর্তা ! অস্মাকং ভট্টিনী বিজ্ঞাপয়তি দারিকেতি বালেতি চ ক্রিয়তাং কিল মহারাজেনানুক্রোশঃ]

বসুদেবঃ—শৌরসেনীমাতঃ ! ক্রিয়তাং তপস্বিন্যা দেবক্যা বাক্যম্ । দারিকাসু স্ত্রীণামধিকতরঃ স্নেহো ভবতি ।

রাজা—কিং ভবান্ স্মরতি সময়ম্ ।

মধুকস্য ঋষেঃ শাপং শ্রুত্বা মে সময়স্তদা ।
দেবক্যা ধারিতান্ গর্ভান্ দাস্যামীতি ত্বয়া কৃতঃ ॥ ১৫

বসুদেবঃ—সময় ইতি । এষ ন ব্যাহরামি ।

প্রতিহারী—ভট্টা কিং ত্তি অহ্মাঅং ভট্টিণীএ ণিবেদিদব্বং । [ভর্তঃ ! কিমিত্যস্মাকং ভট্টিন্যৈ নিবেদয়িতব্যম্ ।]

রাজা—যশোধরে ! উচ্যতাং দেবক্যাঃ—ন যুক্তমিদানীং নির্বন্ধমভিধাতুম্ । অন্যং প্রিয়তরং করিষ্যামীতি ।

প্রতিহারী—জং ভট্টা আণবেদি । [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি ।]

রাজা—যশোধরে ! এবং ক্রিয়তাম্ ।

প্রতিহারী—সুহং পবিসদু কিল ভট্টা । [সুখং প্রবিশতু কিল ভর্তা ।]

বসুদেবঃ—বিবিক্তমিচ্ছতা ময়াপি নাম পর্যাপত্যং নিধনমুপনেতব্যং ভবতি । কিন্নু খলু কুমারস্থানীয় প্রযচ্ছামি । অথবা,

দারিকেয়ং মৃতা পূর্বং পুনরেব সমুত্থিতা ।
অস্য বালস্য মাহাত্ম্যান্নৈষা বধমবাপ্স্যতি ॥ ১৬

যাবদহমপি দেবকীং সমাশ্বাসয়ামি । (নিষ্ক্রান্তঃ ।)

রাজা—যশোধরে ! প্রবেশ্যতাং সা দারিকা ।

প্রতিহারী—জং ভট্টা আণবেদি । (নিষ্ক্রান্তা) (ততঃ প্রবিশতি দারিকাং গৃহীত্বা ধাত্রী রক্ষিপুরুষাশ্চ ।)

সর্বে—সণিঅং সণিঅং অয্যা । ইদং মজ্ঝমদুবালং । পবিসদু অয্যা । [শনৈঃ শনৈরার্যা । ইদং মধ্যমদ্বারম্ । প্রবিশত্বার্যা ।]

ধাত্রী—(প্রবিশ্য) জেদু ভট্টা । ইঅং দারিআ অগ্গেহি চিরপ্পহুদি রক্খিদা । [জয়তু ভর্তা ! ইয়ং দারিকাস্মাভিশ্চিরাৎ প্রভৃতি রক্ষিতা ।]

রাজা—অহো রাজদর্শনীয়েয়ং দারিকা । ময়াপি নাম স্ত্রীবধঃ কর্তব্যো ভবতি ।

ধাত্রী—সণিঅং সণিঅং ভট্টা ! । [শনৈঃ শনৈঃ ভর্তঃ !] ।

রাজা—ইয়ং কংসশিলা । যাবৎ সাহসমনুষ্ঠাস্যামি ।

অয়ং হি সপ্তমো গর্ভ ঋষিশাপবলোত্থিতঃ।
অস্মিন্ নাশং গতে গর্ভে মম শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

(গৃহীত্বা প্রহৃত্য) অয়ে,

একাংশঃ পতিতো ভূমাবেকাংশো দিবমুন্নতঃ।
মাং নিহন্তুমিহোদ্ভূতঃ করৈঃ শস্ত্রসমুজ্জ্বলৈঃ ॥ ১৮ ॥

অয়ে ইয়মিদানীং

তীক্ষ্ণাগ্রং শূলমালম্ব্য রৌদ্রবেষেণ জৃম্ভতে।
বিনাশকালে সম্প্রাপ্তে কালরাত্রিরিবোত্থিতা ॥ ১৯ ॥

(ততঃ প্রবিশতি কাত্যায়নী সপরিবারা)

কাত্যায়নী— সুম্ভং নিসুম্ভং মহিষং চ হত্বা কৃত্বা সুরাংস্তান্ হতশত্রুপক্ষান্।
অহং প্রসূতা বসুদেববংশে কাত্যায়নী কংসকুলক্ষয়ায় ॥ ২০ ॥

কুণ্ডোদরঃ— কুণ্ডোদরোঽহমজিতো রণচণ্ডকর্মা
দেব্যাঃ প্রসূতিজনিতোগ্রমহানিনাদঃ।
শীঘ্রং প্রয়ামি গগনাদবনিং বিশালাং
দৃপ্তাঞ্জিঘাংসুরসুরানতিবীর্যদর্পান্ ॥ ২১ ॥

শূলঃ— শূলোঽস্মি ভূতমিহ ভূমিতলে প্রপন্নো
দেব্যাঃ প্রসাদজনিতোজ্জ্বলচারুবেষঃ।
কংসং নিহত্য সমরে পরিকর্ষয়ামি
তং পাদপং জলনিধেরিব কার্তিকেয়ঃ ॥ ২২ ॥

নীলঃ— অহং হি নীলঃ কলহস্য কর্তা সংগ্রামশূরো ন পরাঙ্মুখশ্চ।
নিহন্মি কংসং যুধি দুর্বিনীতং ক্রৌঞ্চং যথা শক্তিধরঃ প্রকৃষ্টঃ ॥ ২৩ ॥

মনোজবঃ— মনোজবো মারুততুল্যবেগো দেব্যাস্তু কার্যার্থমিহোপয়াতঃ।
করোমি সংগ্রামশিরঃসু দৈত্যান্ বহ্নির্বলানাং নিলয়ং যথৈব ॥ ২৪ ॥

কাত্যায়নী—কুণ্ডোদর ! শংকুকর্ণ ! মহানীল ! মনোজব ! তদাগম্যতাম্। ভগবতো বিষ্ণোর্বালচরিতমনুভবিতুং গোপালকবেষপ্রচ্ছন্না ঘোষমেবাবতরিষ্যামঃ।

সর্বে—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবতী। (নিষ্ক্রান্তা সপরিবারা কাত্যায়নী)

রাজা—অয়ে প্রভাতা রজনী—

অতঃ প্রবিশ্য শান্ত্যর্থং শান্তিকর্মোচিতং গৃহম্।
করোমি বিপুলাং শান্তিং মম শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি বৃদ্ধগোপালকঃ)

বৃদ্ধগোপালকঃ—ভো মেঘদিন্ন ! কৃখ্, বষভদিন্ন ! কৃখ্, কুম্ভদিন্ন ! কৃখ্, ঘোষদিন্ন ! কৃখ্ পকালেথ পকালেথ গোধণং ! এদেষ্ষিং বৃন্দাবণে পকামং পাণীঅং

পাদ্ণং হম্ভাববং কবস্তো আঅন্তু গোধণং। এসো গোবজ্জহাদো ণিক্কমিঅ পাবিঘট্টিঅ ম্মূণীঅমূলো ভুজঙ্গেহি কুবপ্পেহি ণীলুপ্পলাদামেহি ষিংগলগ্গেহি বিঅ বষভো ষোর্ভদি। অণ্ণো বি এসো বষভো উৰিদপ্পষাবি অপচ্ছো ণিকুঞ্চি- অজাণূ ষষীব ধবলঙ্গো অগ্গাবিষাণেহি মহীং উব্বহন্তো বিঅ যোর্ভদি। জাব দাণি দামঅং ষদ্দাবআমি। অলে দামঅ। ভঅবদীণং ষূথলে ওদালিঅ যহবচ্ছাণং তুবং পি আঅচ্ছ [ভো মেঘদত্ত! খলু, বৃষভদত্ত! খলু কুম্ভদত্ত! খলু ঘোষদত্ত! খলু প্রকালযত প্রকাল্যত গোধনম্। এতস্মিন বৃন্দাবনে প্রকামং পানীযং পীত্বা হম্ভাববং কুর্বদাযতু গোধনম্। এষ গোব্রজান নিষ্ক্রম্য পাবিঘট্টিতবল্লীকমূলো ভুজঙ্গৈঃ কুবর্ণৈঃ নীলোৎপলদামভিঃ শৃঙ্গলগ্নৈবিব বৃষভঃ শোভতে। অন্যোঽপ্যোষ বৃষভ উচ্ছ্রিতপ্রসাবিতপুচ্ছো নিকুঞ্চিতজানুঃ শশীব ধবলাঙ্গোঽগ্রবিষাণাভ্যাং মহীমুদ্বহন্নিব শোভতে। যাবদিদানীং দামকং শব্দযামি। অবে দামক! ভগবতীঃ সুস্থলেঽবতার্য সবৎসাস্ত্বমপ্যাগচ্ছ]।

(ততঃ প্রবিশতি দামকঃ)

দামকঃ—অহো মহন্তং তিণজালং ষামিণো ণন্দগোবষ্‌ষ। ষুদজণণদিণাদো আলহিঅ অহিঅদলং আণন্দব্ভুদং বড্ঢই। ভোদু, ইহ চিট্ঠদু গোধণং, জাব মাদুলং উবষপ্পিষ্‌ষং। (উপসৃত্য) মাদুল! বন্দামি। [অহো মহৎ তৃণজালং স্বামিনো নন্দগোপস্য। সুতজননদিনাদাবভ্যাধিকতবমানন্দাম্ভুতং বর্ধতে। ভবতু, ইহ তিষ্ঠতু গোধনং, যাবন্মাতুলমুপসপর্স্যামি। মাতুল! বন্দে]।

বৃদ্ধগোপালকঃ যস্থী হোদু ষস্থী হোদু অহ্মাণং গোধণষ্‌ষ অ। [শান্তির্ভবতু শান্তির্ভবত্বস্মাকং গোধনস্য চ]।

দামকঃ—মাদুল। জদপ্পহুদি ণন্দগোবপুত্তে পষূদে, তদপ্পহুদি অহ্মাণং গোধণং বড্ডিঅবোঅং ষংবুত্তং। ণং ষব্বাণং গোবজণাণং পীদী বড্ঢদি। অণ্ণং চ, খাদে খাদে মূলাণি, ফলাণি গুম্মে গুম্মে হে। মধু কেত্তিঅং দুদ্ধ ঘাদ কখীবং তত্তঅং এব্ব ণিদং। [মাতুল! যদাপ্রভৃতি নন্দগোপপুত্রঃ প্রসূতঃ, তদা- প্রভৃত্যস্মাকং গোধনং বাজিতভাগং সংবৃত্তম্। ননু সর্বেষাং গোপজনানাং প্রীতির্বর্ধতে অন্যচ্চ, খাতে খাতে মূলানি, ফলানি গুল্মে গুল্মে। মধু কিবদ্- দুহ্যতে ক্ষীরং তাবৎ এব ঘৃতম্]।

বৃদ্ধগোপালকঃ—অণ্ণং চ ইদং অচ্ছাণিঅং। দষবত্তপষূদে ণন্দগোববুত্তে পূতণা ণাম দাণবী বিষষম্পুরিদথণা ণন্দগোবীএ রূবং গহ্নিঅ আঅদা। তদো তাএ দাসঅং গহ্নিঅ তষ্‌ষ মুহে থণং পক্খিতং। তদো তং বিসাণিঅ ষন্নিব পাড়িঅ চম্মবযেষা দাণবী ভবিঅ তত্তো এব্ব মূদা। তদা মাণিদে ণন্দগোববুত্তে ষঅডা ণাম দাণবো ষঅডবেষং গহ্নিঅ আঅদা। তং পি জাণিঅ একপাদপ্প- হাবেণ চুণ্ণীকদো সো বি দাণবো ভবিঅ তত্তো এব্ব মূদো। তদো মাষপবিবুত্তে ণন্দগোববুত্তে একবাবিং গেহেগচ্ছিঅ খীবং পি হই, অণ্ণবিষং গেহে গচ্ছিঅ দাধং ভক্খই, একষষিং গেহে গচ্ছিঅ ণবণীদং গিলদি, অণ্ণষষিং গেহে গচ্ছিঅ পাঅসং ভুঞ্জই, অপবষষিং গেহে গচ্ছিঅ তক্কঘটং পলোঅদি। তদো লুট্ঠাহি গোবজুবদীহি ণন্দগোবীএ উত্তং। তদো লুট্ঠাএ ণন্দগোবীএ দামং গহ্নিঅ তষ্‌ষ মজঝে বন্ধিঅ ষেষং উলূহলে বন্ধিঅং। তদো তং পি উলূহলং আঘট্টি-

অন্তং পেক্‌খিঅ জমলজ্জুণে ণাম দাণবে ণিক্‌খিত্তং। তদো দুবে এক্কীভূদে। তেষং অন্তলেণ গচ্ছন্তেণ নন্দগোববুত্তেণ আঘট্টিঅন্তেণ ষমুল্লাবিড়বং চুণ্ণীকিদে তে বি দানবে ভবিঅ তত্তো এব্ব ম দে। তদো গোবজণেহি উত্তং মহাবলপলক্কমো অজ্জপহুদি ভট্টিদামোদলো ণাম হোদু ত্তি। তদো আহাবণপহাবণমত্তে নন্দগোববুত্তে পলংবো ণাম দাণবো ণন্দগোববেষং গহ্নিঅ আঅদো। তদো ষঙ্কলিষণং কণ্ঠে ণিক্‌খিবিঅ গচ্ছন্তং তং বিজাণিঅ ভট্টিণা ষঙ্কলিষণেণ তষ্ষ দাণবষ্ষ ষীষে মুট্ঠিপহালো কিদো। তেণ পহালেণ উক্‌খিত্তচক্‌খু ষো বি দাণবো ভবিঅ তত্তো এব্ব মুদো। গোবজণেহি পরিবুদো তালহলাণি গহ্নিদুং তালবণং গদো। তহিং তালবণে ধেণুও ণাম দাণবো গদ্দভবেসং গহ্নিঅ আঅদো। তদো তং পি জাণিঅ ভট্টিদামোদলেণ তষ্ষ বামপাদং গহ্নিঅ উক্‌খিবিঅ পাদিদাণি তালফলাণি। ষো বি দাণবো ভবিঅ তত্তো এব্ব মুদো। তদো কেসী ণাম দাণবো তুলঙ্গবেসং গহ্নিঅ আঅদো। তদো তং পি জাণিঅ ভট্টিদামোদলেণ তষ্ষ মুহে কোপ্পরো দিণ্ণো। তদো তেণ দুবীপাড়িদো তুলঙ্গো। ষো বি দাণবো ভবিঅ তত্তো এব মুদো। এদাণি অণ্ণাণি অ কম্মাণি কিদাণি ভট্টিদামোদলেণ। [অন্যচ্চেদমাশ্চর্যম্। দশরাত্রপ্রসূতে নন্দগোপপুত্রে পূতনা নাম দানবী বিষসম্পূরিতস্তনা নন্দগোপ্যা রূপং গৃহীত্বাগতা। ততস্তয়া দারকং গৃহীত্বা তস্য মুখে স্তনঃ প্রক্ষিপ্তঃ। ততস্তাং বিজ্ঞায় সুপ্তা পাতিতা সাপি দানবী ভূত্বা তত এব মৃতা। ততো মাসমাত্রে নন্দগোপপুত্রে শকটো নাম দানবঃ শকটবেষং গৃহীত্বাগতঃ। তমপি জ্ঞাত্বৈকপাদপ্রহারেণ চূর্ণীকৃতঃ সোঽপি দানবো ভূত্বা তত এব মৃতঃ। ততো মাসপরিবৃত্তো নন্দগোপপুত্র একস্মিন্ গেহে গত্বা ক্ষীরং পিবতি, অন্যস্মিন্ গেহে, গত্বা দধি ভক্ষয়তি, একস্মিন্ গেহে গত্বা নবনীতং গিলতি, অন্যস্মিন্ গেহে গত্বা পায়সং ভুঙ্‌ক্তে অপরস্মিন্ গেহে গত্বা তক্রঘটং প্রলোকতে। ততো রুষ্টাভির্গোপযুবতিভির্নন্দগোপ্যৈ উক্তম্। ততো রুষ্টয়া নন্দগোপ্যা দাম গৃহীত্বা তস্য মধ্যে বদ্ধবা শেষমুলূখলে বদ্ধম্। ততস্তদপ্যুলূখলমাঘট্টয়ৎ প্রেক্ষ্য যমলার্জুনয়োর্নাম দানবয়োর্নিক্ষিপ্তম্। ততো দ্বাবেকীভূতৌ। তয়োরন্তরেণ গচ্ছতা নন্দগোপপুত্রেণাঘট্টয়তা সমুল্লাবটপং চূর্ণীকৃতৌ তাবপি দানবৌ ভূত্বা তত এব মৃতৌ। ততো গোপজনৈরুক্তং— মহাবলপরাক্রমোঽদ্য প্রভৃতি ভর্তৃদামোদরো নাম ভবতু ইতি। তত আধাবনপ্রধাবনমাত্রে নন্দগোপপুত্রে প্রলম্বো নাম দানবো নন্দগোপবেষং গৃহীত্বাগতঃ। ততঃ সংকর্ষণং কণ্ঠে নিক্ষিপ্য গচ্ছন্তং তং বিজ্ঞায় ভর্ত্রা সংকর্ষণেন তস্য দানবস্য শীর্ষে মুষ্টিপ্রহারঃ কৃতঃ। তেন প্রহারেণোৎক্ষিপ্তচক্ষুঃ সোঽপি দানবো ভূত্বা তত এব মৃতঃ। গোপজনৈঃ পরিবৃতস্তালফলানি গ্রহীতুং তালবনং গতঃ। তত্র তালবনে ধেনুকো নাম দানবো গর্দভবেষং গৃহীত্বাগতঃ। ততস্তমপি জ্ঞাত্বা ভর্তৃদামোদরেণ তস্য বামপাদং গৃহীত্বোৎক্ষিপ্য পাতিতানি তালফলানি। সোঽপি দানবো ভূত্বা তত এব মৃতঃ। ততঃ কেশী নাম দানবঃ তুরঙ্গবেষং গৃহীত্বাগতঃ। ততস্তমপি জ্ঞাত্বা ভর্তৃদামোদরেণ তস্য মুখে কূর্পরো দত্তঃ। ততস্তেন দ্বিধা পাটিতস্তুরঙ্গঃ। সোঽপি দানবো ভূত্বা তত এব মৃতঃ। এতান্যন্যানি চ কর্মাণি কৃতানি ভর্তৃদামোদরেণ।]

দামকঃ—মাদুল ! ষব্ববং দাব চিট্‌ঠদু অজ্জ ভট্টিদামোদলো ইমষ্‌ষিং বুন্দাবণে গোবকন্নআহি ষহ হল্লীষঅং ণাম পকীলিদুং আঅচ্ছদি। [মাতুল ! সর্বে তিষ্ঠতু। অদ্য ভর্তৃদামোদরোহস্মিন্‌ বৃন্দাবনে গোপকন্যকাভিঃ সহ হল্লীসকং নাম প্রক্রীড়িতুমাগচ্ছতি।]

বৃদ্ধগোপালকঃ—তেণ হি ষব্বেহি গোবজনেহি ষহ ভট্টিদামোদলষ্‌ষ হল্লীষঅং পেক্‌খন্ধ। [তেন হি সর্বৈর্গোপজনৈঃ সহ ভর্তৃদামোদরস্য হল্লীসকং পশ্যামঃ।]

দামকঃ—জং মাদুলো আণবেদি। [যৎ মাতুল আজ্ঞাপয়তি।]

(নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রবেশকঃ।

(প্রবিশ্য)

বৃদ্ধগোপালকঃ—

অণুদিঅমত্তে ষুয্যে পণমহ ষব্বাদলেণ ষীষেণ।
ণিচ্চং জগমাদুণং গোণাণং অমিদপুণ্ণাণং ॥ ১ ॥

অহো অম্হাণং পক্কণাণং ষমিদ্ধী। আড়োবষজ্জাও পড়হরুবেসাও বাহলিদুং গচ্ছামো। অম্হাঅং গোবকন্নআও ! ঘোষষুন্দলি ! বণমালে ! চন্দলেহে ! মিঅক্‌খি ! আঅচ্ছহ আঅচ্ছহ ষিগ্‌ঘং।

[অনুদিতমাত্রে সূর্যে প্রণমত সর্বাদরেণ শীর্ষেণ।
নিত্যং জগন্মাতৃণাং গবামমৃতপূর্ণানাম্‌ ॥ ১ ॥

অহো অস্মাকং পক্কণানাং সমৃদ্ধিঃ। আটোপসজ্জাঃ পটহরূপবেষা ব্যাহর্তুং গচ্ছামঃ। অস্মাকং গোপকন্যকাঃ ! ঘোষসুন্দরি ! বনমালে ! চন্দ্ররেখে ! মৃগাক্ষি ! আগচ্ছতাগচ্ছত শীঘ্রম্‌।]

(ততঃ প্রবিশন্তি সর্বাঃ)

সর্বাঃ—মাদুল ! বন্দামো। [মাতুল ! বন্দামহে।]

বৃদ্ধগোপালকঃ—দালিআ ! এষো ভট্টা দামোদলো গোক্‌খীরপণ্ডরেণ ভট্টিণা ষঙ্কলিষণেণ ষহ গোবালএহি অ পরিবুদো গুহানিক্‌খিত্তো ষিংহো বিঅ ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। [দারিকা ! এষ ভর্তা দামোদরঃ গোক্ষীরপাণ্ডরেণ ভর্ত্রা সঙ্কর্ষণেন সহ গোপালকৈশ্চ পরিবৃতঃ গুহানিক্ষিপ্তঃ সিংহ ইবেত এবাগচ্ছতি।]

(ততঃ প্রবিশতি গোপজনপরিবৃতো দামোদরঃ সঙ্কর্ষণশ্চ।)

দামোদরঃ—(সবিস্ময়ম্‌) অহো প্রকৃত্যা রমণীয়ানাং গোপকন্যকানাং বেষগ্রহণবিশেষঃ।

এতাঃ প্রফুল্লকমলোৎপলবক্ত্রনেত্রা
গোপাঙ্গনাঃ কনকচম্পকপুষ্পগৌরাঃ।
নানাবিরাগবসনা মধুরপ্রলাপাঃ
ক্রীড়ন্তি বন্যকুসুমাকুলকেশহস্তাঃ ॥ ২ ॥

সঙ্কর্ষণঃ—এতে গোপদারকাঃ সমাগতাঃ।

রক্তৈর্বর্ণৈঃ কৈর্ডিণ্ডিমৈঃ প্রমুদিতাঃ কেচিন্নদন্তঃ স্থিতাঃ
কেচিৎ পঙ্কজপত্রনেত্রবদনাঃ ক্রীড়ন্তি নানাবিধম্‌।
ঘোষে জাগরিতা গুরুপ্রমুদিতা হুঙ্কারশব্দাকুলে
বৃন্দারণ্যগতে সম্প্রমুদিতা গায়ন্তি কেচিৎ স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥

বৃদ্ধগোপালকঃ—আম ভট্টা! যব্বে সন্নদ্ধা আঅদা। [আম ভর্তঃ! সর্বে সন্নদ্ধা আগতাঃ।]

দামকঃ—জেদু ভট্টা। [জয়তু ভর্তা।]

সঙ্কর্ষণঃ—দামক! সর্বে গোপদারকাঃ সমাগতাঃ।

দামকঃ—আম ভট্টা! ষব্বে ষন্নদ্ধা আঅদা। [আম ভর্তঃ! সর্বে সন্নদ্ধা আগতাঃ।]

দামোদরঃ—ঘোষসুন্দরি! বনমালে! চন্দ্ররেখে! মৃগাক্ষি! ঘোষবাসস্যানুরূপোঽয়ং হল্লীসকনৃত্তবন্ধ উপযুজ্যতাম্।

সর্বাঃ—জং ভট্টা আণবেদি। [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি।]

সঙ্কর্ষণঃ—দামক! মেঘনাদ! বাদ্যান্যাতোদ্যানি।

উভৌ—ভট্টা! তহ! [ভর্তঃ! তথা।]

বৃদ্ধগোপালকঃ—ভট্টা! তুম্হে হল্লীসঅং পকীলন্তু! অহং এত্থ কিং করোমি। [ভর্তঃ! যূয়ং হল্লীসকং প্রকীড়থ। অহমত্র কিং করোমি।]

দামোদরঃ—প্রেক্ষকো ভবান্ ননু।

বৃদ্ধগোপালকঃ—ভট্টা! তহ। [ভর্তঃ! তথা।]

(সর্বে নৃত্যন্তি।)

বৃদ্ধগোপালকঃ—হী হী ষুট্ঠু ইদং। ষুট্ঠু বাইদং। ষুট্ঠু ণচ্চিদং। জাব অহং বি ণচ্চেমি পরিস্সন্তো খু অহং। [হী হী সুষ্ঠু গীতম্। সুষ্ঠু বাদিতম্। সুষ্ঠু নর্তিতম্। যাবদহমপি নৃত্যামি। পরিশ্রান্তঃ খল্বহম্।]

(প্রবিশ্য)

গোপালকঃ—হা হা ভট্টা অবক্কমদু ইমাদো দেসাদো। [হা হা ভর্তা অপক্রামত্বস্মাদ্ দেশাদ্।]

দামোদরঃ—দামক! কিমসি সম্ভ্রান্তঃ।

গোপালকঃ—এষো অলিট্ঠবষভো ণাম দাণবো পিণ্ডীকিদণিগ্ধাদরূবো ভূমিদলং খুরপুডেহি লিহন্তো, জষ্য ঘোষো মেঘরবত্তি ষঙ্কিদো জাদো। [এষোঽরিষ্টবৃষভো নাম দানবঃ পিণ্ডীকৃতনির্ঘাতরূপো ভূমিতলং খুরপুটৈর্লিখন্, যস্য ঘোষো মেঘরব ইতি শঙ্কিতো জাতঃ।]

দামোদরঃ—এবং প্রাপ্তোঽরিষ্টর্ষভঃ। ইমা নো গোপদারিকা দারকাংশ্চ গৃহীত্বৈতৎপর্বত শিখরমারুহ্য দুরাত্মনো মম চ যুদ্ধবিশেষং পশ্যন্ত্বার্যঃ। অহমস্য দর্পপ্রশমনং করোমি।

(সঙ্কর্ষণস্তৈঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ।)

দামোদরঃ—এষ এষ দুরাত্মারিষ্টর্ষভঃ।

কৃত্বা খুরৈর্ভূমিতলং প্রভিন্নং শৃঙ্গৈশ্চ কুলানি সমাক্ষিপংশ্চ।
ভয়ার্তগোপৈঃ প্রসমীক্ষ্যমাণো নদন্ সমাধাবতি গোবৃষেন্দ্রঃ ॥ ৪ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যরিষ্টর্ষভঃ।)

অরিষ্টর্ষভঃ—এষ ভোঃ!

শৃঙ্গাগ্রকোটিকিরণৈঃ খমিবালিখংশ্চ
শত্রোর্বধার্থমুপগম্য বৃষস্য রূপম্।

বৃন্দাবনে সললিতং প্রতিগর্জমান-
মাক্রম্য শত্রুমহমদ্য সুখং চরামি ॥ ৫ ॥
হুঙ্কারশব্দেন মমেহ ঘোষে স্রবন্তি গর্ভা বনিতাজনস্য।
খুরাগ্রপাতৈর্লিখিতার্ধচন্দ্রা প্রকম্পতে সদ্রুমকাননা ভূঃ ॥ ৬ ॥

ক নু খলু গতো নন্দগোপপুত্রঃ। ভো নন্দগোপপুত্র ক্বাসি।

দামোদরঃ—ভো গোবৃষাধম। ইত ইতঃ। এষ স্থিতোঽস্মি।

অরিষ্টর্ষভঃ—(দৃষ্ট্বা) অহো,

সারবান্ খল্বয়ং বালো যো মাং দৃষ্ট্বা মহাবলম্।
উগ্ররূপং মহানাদং নৈব ভীতো ন বিস্মিতঃ ॥ ৭ ॥

দামোদরঃ—

কিমেতদ্ ভো! ভয়ং নাম ভবতোঽদ্য ময়া শ্রুতম্।
ভীতানামভয়ং দাতুং সমুৎপন্নো মহীতলে ॥ ৮ ॥

অরিষ্টর্ষভঃ—ভো! বালস্ত্বম্! অতঃ খলু ভয়ং ন জানাসি।

দামোদরঃ—ভো গোবৃষাধম! কিং বাল ইতি মাং প্রধর্ষয়সি?

কিং দষ্টঃ কৃষ্ণসর্পেণ বালেন ন নিহন্যতে।
বালেন হি পুরা ক্রৌঞ্চঃ স্কন্দেন নিধনং গতঃ ॥ ৯ ॥

ভবিতব্যম্।

অপীদং শৃণু মূর্খ! ত্বং কঠিনোপলসঞ্চয়ঃ।
কিং ন পল্লবমাত্রেণ শৈলো বজ্রেণ পাতিতঃ ॥ ১০ ॥

অরিষ্টর্ষভঃ—ভো নন্দগোপপুত্র! কিং ব্যবসিতম্।

দামোদরঃ ত্বাং নিধনমুপনেতুম্।

অরিষ্টর্ষভ, সমর্থো ভবান্।

দামোদরঃ কঃ সংশয়ঃ।

অরিষ্টর্ষভঃ তেন হি গৃহ্যতাং স্বজাতিসদৃশং প্রহরণম্।

দামোদরঃ—প্রহরণমিতি। হং ভোঃ!

গিরিতটকঠিনাংসাবেব বাহূ মমৈতৌ
প্রহরণমপরং তু ত্বাদৃশাং দুর্বলানাম্।
অথ মম ভুজদণ্ডৈঃ পীড্যমানশ্চ শীঘ্রং
যদি ন পতসি ভূমৌ নাস্মি দামোদরোঽহম্ ॥ ১১ ॥

অরিষ্টর্ষভঃ - তেন হি প্রবর্ততাং যুদ্ধম্।

দামোদরঃ—ভো গোবৃষাধম! যদি তে শক্তিরস্তি, মাং পাদেনৈকেন স্থিতং স্থানাৎ কম্পয়।

অরিষ্টর্ষভঃ—কোঽত্র সংশয়ঃ। (তথা কর্তুং চেষ্টয়িত্বা মূর্ছিতঃ পততি।)

দামোদরঃ—ভো গোবৃষ। সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। অনেন বীর্যেণ ভবান্ গর্বিতঃ।

অরিষ্টর্ষভঃ—(আশ্বস্য, আত্মগতম্) অহো দুষ্প্রসহ্যোঽয়ং বালঃ।

রুদ্রো বায়ং ভবেচ্ছক্রো বিষ্ণুর্বাপি স্বয়ং ভবেৎ।
অমিথ্যা খলু মে তর্কঃ স এষ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১২ ॥

আ,

যত্র যত্র বয়ং জাতাস্তত্র তত্র ত্রিলোকধৃক্।
দানবানাং বধার্থায় বর্ততে মধুসূদনঃ ॥ ১৩ ॥

ভবতু। বিষ্ণুনা হতস্যাপ্যক্ষয়ো লোকো মে ভবিষ্যতি। তস্মাদ্ যুদ্ধং করিষ্যামি। (প্রকাশম্) ভো নন্দগোপপুত্র! পুনরপি জাতো মে দর্পঃ।

দামোদরঃ—হুম্। তিষ্ঠ তিষ্ঠেদানীম্।

কিং গর্জসে ভুজগতো মম গোবৃষেন্দ্র!
পাতপ্রবৃদ্ধ ইব বার্ষিককালমেঘঃ।
এহি ক্ষিপামি ধরণীতলমভ্যুপেহি
বজ্রাহতস্তট ইবাঞ্জনপর্বতস্য ॥ ১৪ ॥

(তথা কৃত্বা) এষ এষ দুরাত্মারিষ্টর্ষভঃ,

বিসৃতরুধিরধারাক্লিন্ননাসাস্যনেত্রং
চলিতককুদবালঃ প্রস্ফুরৎপাদকর্ণঃ।
নিপততি বিগতাত্মা ভূতলে বজ্রভিন্নো
গিরিরিব শিখরাগ্রের্গোবৃষো দানবেন্দ্রঃ ॥ ১৫ ॥

(প্রবিশ্য)

দামকঃ—জেদু ভট্টা! এসো ভট্টা ষঙ্কলিষণো পব্বদাদো জমুণাহ্রদে কালিও ণাম মহাণাও উট্‌ঠিদো ত্তি ষুনিঅ তং পাড়গও। বালেহি বালেহি ভট্টা! ষঙ্কলিষণং। [জয়তু ভর্তা। এষ ভর্তা সংকর্ষণঃ পর্বতাদ্ যমুনাহ্রদে কালিয়ো নাম মহানাগ উত্থিত ইতি শ্রুত্বা তং প্রতিগতঃ। বারয় বারয় ভর্তঃ! সংকর্ষণম্]

দামোদরঃ—কালিয়ো নাম ময়াপি শ্রূয়তে সদর্পঃ পন্নগপতিঃ। ভবত্বহমস্য দর্পপ্রশমনং করোমি।

গোব্রাহ্মণাদয়স্তেন সুজন্ত্যস্তে কিল প্রজাঃ।
অদ্যপ্রভৃতি শান্তাত্মা নিষ্প্রভঃ স ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

(নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ তৃতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি দামোদরঃ।)

দামোদরঃ—

এতা মত্তচকোরশাবনয়নাঃ প্রোদ্ভিন্নকম্রস্তনাঃ
কান্তাঃ প্রস্ফুরিতাধরোষ্ঠরুচয়ো বিস্রস্তকেশস্রজঃ।
সম্ভ্রান্তা গলিতোত্তরীয়বসনাস্ত্রাসাকুলব্যাহৃতা
স্ত্রস্তা মামনুয়ান্তি পন্নগপতিং দৃষ্টৈব গোপাঙ্গনাঃ ॥ ১ ॥

সর্বাঃ—মা খু মা খু ভট্টা! এদং জলাসঅং পবিসিদুং। এসো খু দুট্‌ঠমহোরঅকুলাবাসো। [মা খলু মা খলু ভর্তঃ, এতং জলাশয়ং প্রবেষ্টুম্। এষ খলু দুষ্টমহোরগকুলাবাসঃ।]

দামোদরঃ—ন খলু ন খলু বিষাদঃ কার্যঃ। পশ্যন্তু ভবত্যঃ।

নিষ্পাক্ষব্যালযূথং ভয়চকিতকরিব্রাতবিপ্রেক্ষিতাম্ভো
গম্ভীরং স্নিগ্ধনীরং হ্রদমুদধিনিভং ক্ষোভয়ন্ সম্প্রবিশ্য।
গোপীভিঃ শঙ্কিতাভিঃ প্রিয়হিতবচনৈঃ পেশলৈর্বার্যমাণঃ
কালিন্দীবাসরক্তং ভুজগমতিবলং কালিয়ং ধর্ষয়ামি ॥ ২ ॥

সর্বাঃ—ভট্টা! ষঙ্কলিষণ! বালেহি বালেহি ভট্টিদামোদলং। [ভর্তঃ! সংকর্ষণ! বারয় বারয় ভর্তৃদামোদরম্।]

(প্রবিশ্য)

সঙ্কর্ষণঃ—অলমলং ভয়বিষাদাভ্যাম্। দর্শিতোঽনুরাগঃ। পশ্যন্তু ভবত্যঃ।

বিষদহনশিখাভির্যন্মুখাৎ প্রোদ্গতাভিঃ
কপিশিতমশিবাভিশ্চক্রবালং দিশানাম্।
সরভসমভিয়াত্তং কৃষ্ণমালক্ষ্য শঙ্কী
নময়তি শিরসাত্তমণ্ডলং চণ্ডনাগঃ ॥ ৩ ॥

সর্বাঃ—হং ভট্টিদামোদলো বি তাদিসো এব। [হং ভর্তৃদামোদরোঽপি তাদৃশ এব।]

দামোদরঃ—সর্বপ্রজাহিতার্থং দ্রুততরং নাগং মে বশং করোমি।

(ইতি হ্রদং প্রবিষ্টঃ।)

সর্বাঃ—হা হা ধুমো উট্ঠিদো। [হা হা ধূম উত্থিতঃ।]

দামোদরঃ—অহো হ্রদস্য গাম্ভীর্যম্। ইহ হি,

সিতেতরাম্ভুমদকুলকান্তিদ্রুতেন্দ্রনীলপ্রতিমানবীচিম্।
ইমামহং কালিয়ধূমধূম্রাং সান্ত্রাবর্ষাগ্নিং যমুনাং করোমি ॥ ৪ ॥

(নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি বৃদ্ধগোপালকঃ)

বৃদ্ধগোপালকঃ—হা ভট্টা! এসো কণ্ণআহি বালিঅমাণো জমুণাহলং পবিট্ঠো। মা খু মা খু ষাহষং কলিঅ পবিষিদুং। এথ বগ্ঘা বরাহা হত্থিণো পাণীঅং পিবিঅ তহিং তহিং এব্ব বিমরন্তি। কহং ণ দিস্সদি। কিং দাণিং করোমি। হোদু, ইমং দাব কুম্ভবলায়ং আলুহিঅ নিজ্ঝাআমি। (আরুহ্যাবলোক্য) হা হা ধুমো উট্ঠিদো। [হা ভর্তঃ! এষ কন্যকাভিবার্যমাণো যমুনাহ্রদং প্রবিষ্টঃ। মা খলু মা খলু সাহসং কৃত্বা প্রবেষ্টুম্। অত্র ব্যাঘ্রা বরাহা হস্তিনঃ পানীয়ং পীত্বা তত্র তত্রৈব বিভ্রমন্তে। কথং ন দৃশ্যতে। কিমিদানীং করোমি। ভবতু, ইমং তাবৎ কুম্ভপলাশমারুহ্য নিধ্যায়ামি। হা হা ধূম উত্থিতঃ।]

সঙ্কর্ষণঃ—পশ্যন্তু ভবত্যঃ।

দামোদরোঽয়ং পরিগৃহ্য নাগং বিক্ষোভ্য তোয়ং চ সমূলমস্য।
ভোগে স্থিতো নীলভুজঙ্গমস্য মেঘে স্থিতঃ শক্র ইবাবভাতি ॥ ৫ ॥

বৃদ্ধগোপালকঃ—হী হী ষাহু ভট্টা! ষাহু। [হী হী সাধু ভর্তঃ সাধু।]

(প্রবিশতি কালিয়ং গৃহীত্বা দামোদরঃ।)

দামোদরঃ—এষ ভোঃ!

নির্ভর্ৎস্য কালিয়মহং পরিবিস্ফুরন্তং মূর্ধাঙ্ঘিতৈকচরণশ্চলবাহুকেতুঃ।
ভোগে বিষোল্বণফণস্য মহোরগস্য হল্লীসকং সলিলতং রুচিরং বহামি ॥ ৬ ॥

সর্বাঃ—অচ্ছলীঅং ভট্টা! অচ্ছলীঅং। কালিঅস্‌স পঞ্চ ফণাণি অক্কমন্তো হল্লীষঅং পকীলদি। [আশ্চর্যং ভর্তঃ! আশ্চর্যম্‌। কালিয়স্য পঞ্চ ফণানাক্রমন্‌ হল্লীসকং প্রক্রীড়তি]।

দামোদরঃ—যাবদহমপি পন্নগাণ্যপচিনোমি।

কালিয়ঃ—আঃ

লোকালোকমহীধরেণ ভুবনাভোগং যথা মন্দরং
শৈলং শর্বধনুর্গুণেন ফণিনা যদ্বচ্চ যাদোনিধৌ।
স্থূলাখন্ডলহস্তিহস্তকঠিনো ভোগেন সংবেষ্টিতং
ত্বামেষ ত্রিদশাধিবাসমধুনা সম্প্রেষয়ামি ক্ষণাৎ॥ ৭॥

বৃদ্ধগোপালকঃ—হা হা ভট্টা! এসো ভট্টিদামোদলো পন্নপফাণুকারেহি পদেহি আআরবন্তং বিঅ জমুণাহলং মহাণাঅং পাদেণ পরিঘট্টঅন্তো পন্নপফাণি অবইণোদি। (অবতীর্য) সাহু ভট্টা! সাহু ফল্লেহি ফল্লেহি। অহং বি সহাও হোমি। অহো ভাআমি ভট্টা। ভাআমি। জাব ইমং বুত্তন্তং নন্দগোবস্‌স ণিবেদেমি। (নিষ্ক্রান্তঃ)। [হা হা ভর্তঃ! এষ ভর্তৃদামোদরঃ পন্নগানুকারাভ্যাং পদাভ্যামাকারবন্তমিব যমুনাহ্রদং মহানাগং পাতেন পরিঘট্টয়ন্‌ পন্নগান্যবচিনোতি। সাধু ভর্তঃ। সাধু। ফালয় ফালয়। অহমপি সহায়ো ভবামি। অহো বিভেমি ভর্তঃ! বিভেমি। যাবদিমং বৃত্তান্তং নন্দগোপায় নিবেদয়ামি]। (নিষ্ক্রান্তঃ)

দামোদরঃ— বিধ্বস্তমীনমকরাদ্‌ যমুনাহ্রদান্তাদ্‌
দর্পোচ্ছ্রয়েণ মহতা দ্রুমমুচ্ছ্বসন্তম্‌।
আশীবিষং কলুষমায়তবৃত্তভোগ-
মেষ প্রসহ্য সহসা ভুবি বিক্ষিপামি॥ ৮॥

কালিয়ঃ—এষ ভোঃ।

রোষেণ ধূমায়তি যস্য দেহস্তেনৈব দাহং পৃথিবী প্রয়াতি।
জ্বালাবলীভিঃ প্রদহামি সোঽহং রক্ষন্তু লোকাঃ সমরুদ্গণাস্ত্বাম্‌॥ ৯॥

দামোদরঃ—কালিয়! যদি তে শক্তিরস্তি, দহ্যতাং মমৈকো ভুজঃ।

কালিয়ঃ—হুহহ,

চতুঃসাগরপর্যন্তাং সসপ্তকুলপর্বতাম্‌।
দহেয়ং পৃথিবীং কৃৎস্নাং কিং ভুজং ন দহামি তে॥ ১০॥

হং তিষ্ঠেদানীম্‌। এষ ত্বাং ভস্মীকরোমি। (বিষাগ্নিং মুঞ্চতি)।

দামোদরঃ—হন্ত দর্শিতং তে বীর্যম্‌।

কালিয়ঃ—প্রসীদতু প্রসীদতু ভগবান্‌ নারায়ণঃ।

দামোদরঃ—অনেন বীর্যেণ ভবান্‌ গর্বিতঃ।

কালিয়ঃ—প্রসীদতু ভগবান্‌।

গোবর্ধনোদ্ধরণমপ্রতিমপ্রভাবং
বাহুং সুরেশ! তব মন্দরতুল্যসারম্‌।
কা শক্তিরস্তি মম দগ্ধুমিমং সুবীর্যং
যং সংশ্রিতাস্ত্রিভুবনেশ্বর! সর্বলোকাঃ॥ ১১॥

ভগবন্ ! অজ্ঞানাদতিক্রান্তবান্, সাম্প্রতং শরণাগতোঽস্মি ।

দামোদরঃ—কালিয় ! কিমর্থমিদানীং যমুনাহ্রদং প্রবিষ্টোঽসি ।

কালিয়ঃ—ভগবতো বরবাহনাদ্ গরুড়াদ্ ভীতোঽহমিহ প্রবিষ্টোঽস্মি । তদিচ্ছামি গরুড়াদভয়ং ভগবৎপ্রসাদাৎ ।

দামোদরঃ—ভবতু ভবতু

মম পাদেন নাগেন্দ্র ! চিহ্নিতং তব মূর্ধনি ।
সুপর্ণ এব দৃষ্ট্বৈবমভয়ং তে প্রদাস্যতি ॥ ১২ ॥

কালিয়ঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি ।

দামোদরঃ—প্রবিশতু ভবান্ ।

কালিয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ নারায়ণঃ ।

দামোদরঃ—অথবা এহি তাবৎ ।

কালিয়ঃ—ভগবন্ ! অয়মস্মি ।

দামোদরঃ—অদ্যপ্রভৃতি গোব্রাহ্মণপুরোগাসু সর্বপ্রজাস্বপ্রমাদঃ কর্তব্যঃ ।

কালিয়ঃ—ভগবন্ ! মদ্বিষদূষিতমিদং জলম্ । তদিদানীমেব বিষং সংহৃত্য যমুনাহ্রদান্নিষ্ক্রামামি ।

দামোদরঃ—প্রতিনিবর্ত্যতাং ভবান্ ।

কালিয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ নারায়ণঃ । (সপরিজনো নিষ্ক্রান্তঃ ।)

দামোদরঃ—যাবদহমপি হ্রদাৎ গৃহীতানি পুষ্পাণি গোপকন্যাকাভ্যঃ প্রযচ্ছামি ।

সর্বাঃ—এসো ভট্টা অম্হাণং হিঅআণন্দং করন্তো অক্খদসরীরো ইদো এব আঅচ্ছদি । জেদু ভট্টা । [এষ ভর্তাস্মাকং হৃদয়ানন্দং কুর্বন্ অক্ষতশরীর ইত এবাগচ্ছতি । জয়তু ভর্তা ।]

সঙ্কর্ষণঃ—দিষ্ট্যা গোব্রাহ্মণহিতং কৃতম্ ।

দামোদরঃ—গৃহ্যন্তাং পুষ্পাণি ।

সর্বাঃ—ভট্টা ! এদাণি মুণিসঙ্ঘেহি অণবইদপুব্বাণি পুপ্‌ফাণি পলামিট্‌ঠাণি চন্দাদিচ্চকিরণেহি অপরিমদ্দিদাণি । ভাআমো ভট্টা ! । [ভর্তঃ এতানি মুনিসঙ্ঘৈরনবচিতপূর্বাণি পুষ্পাণি পরামৃষ্টানি চন্দ্রাদিত্যকিরণৈরপরিমর্দিতানি । বিভীমো ভর্তঃ ।]

দামোদরঃ—পূর্বং দৃষ্টভয়া বিত্রস্তাস্তপস্বিন্যঃ । ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্ । ইদানীং খলু মৎকরস্পর্শনাৎ সৌম্যভাবমুপগতানি গৃহ্যতাম্ ।

সর্বাঃ—জং ভট্টা আণবেদি । [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি ।]

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—ভো গোপালক ! ক গতো নন্দগোপপুত্রঃ ।

গোপালকঃ—এষো ভট্টা কালিঅং ণাম মহাণাঅং পরিপীড়িঅ গোবকণ্ণআহি পরিবুদো টিঠও । [এষ ভর্তা কালিয়ং নাম মহানাগং পরিপীড্য গোপকন্যাকাভিঃ পরিবৃতঃ স্থিতঃ ।]

ভটঃ—(উপগম্য) ভো নন্দগোপপুত্র ! অনুগতার্থনামধেয়স্য মহারাজস্যোগ্রসেনস্য পুত্রঃ কংসরাজো ভবন্তমাজ্ঞাপয়তি ।

দামোদরঃ—কথমাজ্ঞাপয়তীতি ।

ভটঃ—মথুরায়াং ধনুর্মহো নাম মহোৎসবো ভবিষ্যতি। তমনুভবিতুং সপরিজনাভ্যাং ভবদ্ভ্যামাগন্তব্যমিতি।

দামোদরঃ—আর্য! অয়ং ননু দেবরহস্যকালঃ।

সঙ্কর্ষণঃ—শীঘ্রমিদানীং গমিষ্যাবঃ।

দামোদরঃ—বাঢ়ম্। প্রথমঃ কল্পঃ। এষ ভোঃ।

প্রভ্রষ্টরত্নমুকুটং পরিকীর্ণকেশং
বিচ্ছিন্নহারপতিতাঙ্গদলম্বসূত্রম্।
আকৃষ্য কংসমহমদ্য দৃঢ়ং নিহন্মি
নাগং মৃগেন্দ্র ইব পূর্বকৃতাবলেপম্ ॥ ১৩ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

॥ চতুর্থোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

× × × × × × × × × × × × **পঞ্চমোঽঙ্কঃ** × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি রাজা)

রাজা—

শ্রুত্বা ব্রজে বিপুলবিক্রমবীর্যসত্ত্বং
দামোদরং সহ বলেন সমাচরন্তম্।
আদিশ্য কার্মুকমহং তমিহোপনীয়
মল্লেন রঙ্গগতমদ্য তু ঘাতয়ামি ॥ ১ ॥

ধ্রুবসেন! ধ্রুবসেন!

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ।

রাজা—ধ্রুবসেন! কিমাগতো নন্দগোপপুত্রঃ।

ভটঃ—শ্রোতুমর্হতি মহারাজঃ—প্রবিশন্নেব দামোদরঃ সসঙ্কর্ষণো গোপজনপরিবৃতো রজকেভ্যো বস্ত্রাণ্যাচ্ছিদ্য গৃহীতবানিতি শ্রুত্বা মহামাত্রেণোৎপলাপীড়ো নাম গন্ধহস্তী সঞ্চোদিতস্তমভিঘাতয়িতুম্।

ততঃ

তমাপতন্তং সহসা সমীক্ষ্য সভীতগোপালকবৃন্দমধ্যে।
বালো বলেনাদ্রিনিভং গজেন্দ্রং দন্তং সমাকৃষ্য জঘান শীঘ্রম্ ॥ ২ ॥

রাজা—কথং জঘানেতি। গচ্ছ। ভূয়ো জ্ঞায়তাং বৃত্তান্তঃ।

ভটঃ যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য)

জয়তু মহারাজঃ। এষ ইদানীং নন্দগোপপুত্র উৎসবাধিকারোচ্ছ্রিতধ্বজপতাকমবসক্তমাল্যদামালঙ্কৃতমুত্থাপিতাগুরুধূপসমাকুলং রাজমহাপথং প্রবিশ্য রাজকুলদ্বারে গন্ধসমুদ্গাবসক্তহস্তাং মদনিকাং নাম কুব্জিকাং দৃষ্ট্বা তস্যা হস্তাৎ গন্ধমাদায় স্বগাত্রমনুলিপ্য তেনৈব হস্তেন কুব্জস্যানুমার্জনেন বিগতকুব্জভাবাং

তাং কৃত্বা মালাকারাপণেভ্যঃ পুষ্পাণ্যহৃত্যাববধ্য ধনুঃশালাভিমুখো গতঃ।

রাজা—কিন্নু খলু তেন ব্যবসিতম্। তেন হি শীঘ্রং গচ্ছ। ভূয়ো জ্ঞায়তাং বৃত্তান্তঃ।

ভটঃ - যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য)

জয়তু মহারাজঃ।

ধনুঃশালারক্ষকেণ সিংহবলেন বার্যমাণস্তং কর্ণমূলে প্রহৃত্য হত্বা ধনুঃ সমাদায় দ্বিখণ্ডং কৃত্বা সাম্প্রতমুপস্থানাভিমুখো গতঃ।

স হি,

আপীড়দামশিখিবর্হবিচিত্রবেষঃ
পীতাম্বরঃ সজলতোয়দরাশিবর্ণঃ।
অভ্যেতি রোষপরিবৃত্তবিশালনেত্রো
রামেণ সার্ধমিহ মৃত্যুরিবাবতীর্ণঃ॥ ৩॥

রাজা—সাবেগমিব মে হৃদয়ম্। গচ্ছ, যথানির্দিষ্টৌ চাণূরমুষ্টিকৌ প্রবেশয়, বৃষ্ণি-কুমারাণাং সন্নাহমাজ্ঞাপয়।

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

রাজা—যাবদহমপি প্রাসাদমারুহ্য চাণূরমুষ্টিকয়োর্যুদ্ধং পশ্যামি। (আরুহ্য) মধুরিকে! বিঘাট্যতাং দ্বারম্।

প্রতিহারী—জং ভট্টা আণবেদি। [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি।]

(রাজা প্রবিশ্যোপবিশতি)

(ততঃ প্রবিশতশ্চাণূরমুষ্টিকৌ)

চাণূরঃ—

এসো মহি জুদ্ধসজ্জো মত্তো হত্থীব দপ্পসম্পুণ্ণো।
ভঞ্জেমি অজ্জ.বালং দামোদলং লংগমজ্ঝম্মি॥ ৪॥
[এষোঽস্মি যুদ্ধসজ্জো মত্তো হস্তীব দর্পসম্পূর্ণঃ।
ভনজ্মদ্য বালং দামোদরং রঙ্গমধ্যে॥]

মুষ্টিকঃ—

লোহময়মুট্‌ঠিহত্থো ণামেণ অ মুট্‌ঠিও লুট্‌ঠি।
পাদেমি অজ্জ লামং গিলিবলকূটং জহা বজ্জো॥ ৫॥
[লোহময়মুষ্টিহস্তো নাম্না চ মুষ্টিকো রুষ্টঃ।
পাতয়াম্যদ্য রামং গিরিবরকূটং যথা বজ্রঃ॥]

ভটঃ—এষ মহারাজঃ। উপসর্পতাং ভবন্তৌ।

উভৌ—(উপেত্য) জেদু ভট্টা। [জয়তু ভর্তা।]

রাজা—চাণূরমুষ্টিকৌ সর্বপ্রযত্নেন যুবাভ্যামানৃণ্যং কর্তব্যম্।

উভৌ—সুণাদু ভট্টা। অড়্‌টিদকরণসন্ধাবন্ধপ্পহারেহি জুদ্ধবিসেসহি সিদ্ধিং গচ্ছামো। হং পেক্‌খদু ভট্টা। [শৃণোতু ভর্তা। অতিদ্বয়করণসন্ধাবন্ধপ্রহারৈর্যুদ্ধবিশেষৈঃ সিদ্ধিং গচ্ছামঃ। হং পশ্যতু ভর্তা।]

রাজা—বাঢ়মেবং ক্রিয়তাম্। ধ্রুবসেন। প্রবেশ্যতাং গোপদারকৌ।

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

(ততঃ প্রবিশতো দামোদরসঙ্কর্ষণৌ ধ্রুবসেনেন সহ)

দামোদরঃ—আর্য !

মর্ত্যেষু জন্ম বিফলং মম তানি ঘোষে
কর্মাণি চাদ্য নগরে ধৃতয়ে ন তাবৎ ।
যাবন্ন কংসহতকং যুধি পাতয়িত্বা
জন্মান্তরাসুরমহং পরিকর্ষয়ামি ॥ ৬ ॥

সঙ্কর্ষণঃ—

প্রবিশ্য রঙ্গং কৃতলোহমুষ্টিং তং মুষ্টিকমদ্য রুষ্টম্ ।
হত্বা চরিষ্যাম্যনলপ্রচণ্ডঃ প্রলম্বমম্ভোদমিবান্তরিক্ষে ॥ ৭ ॥

ভটঃ—এষ মহারাজঃ । উপসর্পেতাং ভবন্তৌ ।

উভৌ—আঃ কস্য মহারাজঃ ?

ভটঃ—সর্বস্য জগতোঽস্মাকং চ ।

দামোদরঃ—অদ্যপ্রভৃতি ন ভবিষ্যতি ।

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ । এতৌ তৌ ।

রাজা—(বিলোক্য) অয়ং স দামোদরঃ । অহো,

শ্রীমান্ মদান্ধগজধীরবিলাসগামী
শ্যামঃ স্থিরাংসভুজপীনবিকৃষ্টবক্ষাঃ ।
পূর্বং শ্রুতানি চরিতানি ন চিত্রমস্য
লোকত্রয়ং হি পরিবর্তয়িতুং সমর্থঃ ॥ ৮ ॥

অয়ং নু ললিতগম্ভীরাকৃতিঃ পূর্বজোঽস্য রাম ইতি শ্রূয়তে ।

অভিনবকমলামলায়তাক্ষঃ শশিনিভমূর্তিরুদারনীলবাসাঃ ।
রজতপরিঘবৃত্তদীর্ঘবাহুশ্চলদসিতোৎপলপত্রচিত্রমালঃ ॥ ৯ ॥

দামোদরঃ—আর্য ! এতাবেবাবাভ্যাং যুদ্ধসন্নদ্ধাবিতি মন্যে ।

সঙ্কর্ষণঃ—ভবিতব্যম্ ।

রাজা—ধ্রুবসেন ! প্রবর্ততাং যুদ্ধম্ ।

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ (মালাং ক্ষিপতি ।)

মল্লৌ—অঙ্ঘো ! বাদেথ বাদেথ সংখপটহানি । [অঙ্গ ! বাদয়ত বাদয়ত সংখ্যপটহান্ ।]

চাণূরঃ—এহি দামোদল ! অজ্জ মে ভুজজুঅলেহি সিদ্ধিং গচ্ছ । [এহি দামোদর ! অদ্য মে ভুজযুগলেন সিদ্ধিং গচ্ছ ।]

দামোদরঃ—প্রাপ্তোঽস্মি তিষ্ঠ মম বেগমিমং সহস্ব ।

মুষ্টিকঃ—এ এ লাম ! অজ্জ মে মুট্ঠিপিট্ঠিগত্তগলিঅলুহিলপড়লমজ্জো জীবিঅং উজ্ঝসি । [এ এ রাম । অদ্য মে মুষ্টিপিষ্টগাত্রগলিতরুধিরপটলমজ্জো জীবিতমুজ্ঝসি ।]

সঙ্কর্ষণঃ—ত্বামদ্য মুষ্টিক ! যমায় নিবেদয়ামি ।

(সর্বে নিযুদ্ধং কুর্বন্তি)

দামোদরঃ—(চাণূরং নিহত্য) ভগ্নাস্থিরেষ নিহতো ।

সঙ্কর্ষণঃ—নিহতো ময়াপি ।

দামোদরঃ—কংসাসুরং চ যমলোকমহং নয়ামি ॥ ১০ ॥

(প্রাসাদমারুহ্য কংসং শিরসি নিগৃহ্য পাতয়িত্বা) এষ এষ দুরাত্মা কংসঃ,

বিস্তীর্ণলোহিতমুখঃ পরিবৃত্তনেত্রো
ভগ্নাংসকণ্ঠকটিজানুকরোরুজঙ্ঘঃ ।
বিচ্ছিন্নহারপতিতাঙ্গদলম্বসূত্রো
বজ্রপ্রভগ্নশিখরঃ পতিতো যথাদ্রিঃ ॥ ১১ ॥

(নেপথ্যে)

হা হা মহারাজঃ ।

(পুনর্নেপথ্যে)

ভো ভো বৃষ্ণিযোধাঃ । অনাবৃষ্টিশিবকহৃদিকপৃথুকসোমদত্তাক্রুরপ্রমুখাঃ । অয়ং খলু ভর্তৃপিণ্ডনিষ্ক্রয়স্য কালঃ । শীঘ্রমাগচ্ছন্তু ভবন্তঃ ।

দামোদরঃ – আর্য ! সংবার্যতাং সৈন্যম্ ।

সঙ্কর্ষণঃ—অয়ময়ং বারয়ামি—

দ্রুততুরগরথেভভ্রান্তযোধোগ্রনাদং
বিলসদমলখড্গপ্রাসশক্ত্যৃষ্টিকুন্তম্ ।
পবনবলবিকীর্ণং ফেনজালোর্মিমালং
জলনিধিমিব দোর্ভ্যাং ক্ষোভয়াম্যেষ সৈন্যম্ ॥ ১২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি বসুদেবঃ)

বসুদেবঃ—ভো ভো মথুরাবাসিনঃ । অলমলং সাহসেন ।

জ্যেষ্ঠোঽয়ং মম তনয়স্তু রৌহিণেয়ো
দেবক্যাস্তনয়মিমং চ কিং ন বিত্থ ।
সন্নাহং ত্যজত কিমায়ুধৈশ্চ কার্যং
কংসার্থং স্বয়মিহ বিষ্ণুরাজগাম ॥ ১৩ ॥

সঙ্কর্ষণঃ—(বিলোক্য) অয়ে তাতঃ । তাত ! সঙ্কর্ষণোঽহমভিবাদয়ে ।

দামোদরঃ –তাত ! দামোদরোঽহমভিবাদয়ে ।

বসুদেবঃ—অক্ষয়বিজয়িনৌ ভবেতাং ভবন্তৌ । সৎপুত্রজন্মফলমদ্য প্রাপ্তবানস্মি ।

উভৌ—অনুগৃহীতৌ স্বঃ ।

বসুদেবঃ—কোঽত্র ।

(প্রবিশ্য)

ভটঃ - জয়ত্বার্যপুত্রঃ ।

বসুদেবঃ—অপবিধ্যন্তাং কলেবরাণি ।

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যপুত্রঃ।
গোপালকাঃ সর্বে—হী হী গোবালআনাং রজ্জং সংবুত্তং। [হী হী গোপালকানাং রাজ্যং সংবৃত্তম্।]
বসুদেবঃ—কোঽত্র।
ভটঃ—জয়ত্বার্যপুত্রঃ।
বসুদেবঃ—গচ্ছ, শীঘ্রং দামোদরস্যাদেশাদনাবৃষ্টিমাজ্ঞাপয় মহারাজমুগ্রসেনমপনীয় নিগলান্নিবৃত্তাভিষেকং কৃত্বা প্রবেশয়েতি।
ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যপুত্রঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)
বসুদেবঃ—অয়ে,

নর্দন্তি সুরতূর্যাণি বৃষ্টিঃ পততি কৌসুমী।
কংসান্তকস্য পূজার্থং প্রায়ো দেবাঃ সমাগতাঃ॥ ১৪॥

(নেপথ্যে)

শ্রীমানিমাং কনকচিত্রিতহর্ম্যমালাং
বিস্তীর্ণরাজভবনাপণগোপুরাট্টাম্।
পায়াৎ সদৈব মধুরাং কমলায়তাক্ষ-
স্ত্রৈলোক্যজিৎ সুরবরস্ত্রিদশেন্দ্রনাথঃ॥ ১৫॥

বসুদেবঃ—ভো ভো মধুরাবাসিনঃ! শৃণ্বন্তু শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ। অস্য খলু দৈত্যেন্দ্র-পুরার্গলোৎপাটনপটোঃ সর্বক্ষত্রপরাঙ্মুখাবলোকিনো বসুদেবসম্ভবস্য বাসুদেবস্য প্রসাদাৎ পুনরধিগতরাজ্যস্যোগ্রসেনস্য শাসনমিদানীমবঘুষ্যতে।
সর্বে—প্রতিষ্ঠিতমিদানীং বৃষ্ণিরাজ্যম্।
বসুদেবঃ—প্রবেশ্যতাং মহারাজঃ।
ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যপুত্রঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যুগ্রসেনঃ)

উগ্রসেনঃ—

চিরোপরোধসম্প্রাপ্তঃ ক্লেশো মে কেশিসূদনাৎ।
উপনীতঃ স্ববীর্যেণ যথা বিষ্ণোঃ শতক্রতুঃ॥ ১৬॥

ভগবৎপ্রসাদাৎ ব্যসনার্ণবাদুত্তারিতোঽস্মি।

(ততঃ প্রবিশতি নারদঃ)

নারদঃ—
কংসে প্রমথিতে বিষ্ণোঃ পূজার্থং দেবশাসনাৎ।
সগন্ধর্বাপ্সরোভিশ্চ দেবলোকাদিহাগতঃ॥ ১৭॥

দামোদরঃ—অয়ে দেবর্ষির্নারদঃ। দেবর্ষে! স্বাগতম্। ইদমর্ঘ্যং পাদ্যং চ।
নারদঃ—সর্বং গৃহ্ণামি। গন্ধর্বাপ্সরসো গায়ন্তি।

নারায়ণ! নমস্তেঽস্তু প্রণমন্তি চ দেবতাঃ।
অনেনাসুরনাশেন মহী চ পরিরক্ষিতা॥ ১৮॥

দামোদরঃ—দেবর্ষে! পরিতুষ্টোঽস্মি। কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি।

নারদঃ—

প্রহৃষ্টো যদি মে বিষ্ণুঃ সফলো মে পরিশ্রমঃ
গমিষ্যে বিবুধাবাসং সহ সর্বৈঃ সুরোত্তমৈঃ ॥ ১৯ ॥

দামোদরঃ—গচ্ছতু ভবান্ পুনর্দর্শনায়।

নারদঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ নারায়ণঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

(ভরতবাক্যম্)

ইমাং সাগরপর্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ ॥ ২০ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

পঞ্চমোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ

॥ অবসিতং বালচরিতম্ ॥

কালিদাস

মালবিকাগ্নিমিত্র

ভূমিকা

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব পণ্ডিতের মত অনুসারে 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' কবি-কালিদাসের প্রথম নাট্যকৃতি। বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের সঙ্গে বিদর্ভের রাজকন্যা মালবিকার প্রেম ও পরিণয়ে পরিণতিই এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের মূল বিষয়বস্তু। তার চালচিত্রে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমি।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি ঐতিহাসিক নাম রাজা অগ্নিমিত্র। তাঁর পিতা ছিলেন সেনাপতি পুষ্পমিত্র। তিনি তাঁর প্রভু মৌর্য বৃহদ্রথকে বধ করে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসেন। এই রাজ্যই হল ঐতিহাসিক শুঙ্গ-সাম্রাজ্য। এই ঘটনার সময় আনুমানিক ১৮৩ খৃঃ পূঃ। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। কিন্তু অগ্নিমিত্র ছিলেন বিদিশার রাজা। মনে হয়, পিতার জীবদ্দশাতেই অগ্নিমিত্র কয়েকটি রাজ্যের উপরে প্রভুত্ব করেন। শেষ জীবনে পুষ্পমিত্র কাবুল এবং পাঞ্জাবের গ্রীক রাজাদের হাতে আক্রান্ত হন। গ্রীক রাজা মিনান্দার সিন্ধুতীরে, সৌরাষ্ট্রে, সাকেত-নগরীতে এমন কি পাটলিপুত্রেও আক্রমণ পরিচালিত করেন। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫৫- ১৫৩ সময়ের এই আক্রমণের প্রতিবাদে পুষ্পমিত্র তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করে বিজয়ী হন। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের পঞ্চম-অঙ্কে যবনদের সঙ্গে পুষ্পমিত্রের ভারপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ, অগ্নিমিত্রের পুত্র, বসুমিত্রের তীব্র যুদ্ধের উল্লেখ আছে।

বিদর্ভরাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অগ্নিমিত্রের সঙ্গে বিদর্ভের শত্রু-রাজার বিরোধও মনে হয় কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা। এই দ্বন্দ্বের ফলে রাজা অগ্নিমিত্র বিদর্ভরাজ্য অধিকার করে নেন এবং বরদানদীকে মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্দিষ্ট করে তাকে দুভাগে ভাগ করে দেন। মাধবসেন (মালবিকার অগ্রজ) দক্ষিণদিকের এবং তাঁর ভাই যজ্ঞসেন উত্তরদিকের রাজা নিযুক্ত হন।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিকে কবি মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের অপরিচিত অবস্থা, প্রথম সাক্ষাৎ এবং পুত্রের যবনবিজয়ের আনন্দের মুহূর্তে মালবিকার পরিচয়-প্রদান ও সেই হর্ষোৎফুল্ল সভায় রানী ধারিণীর প্রযত্নে অগ্নিমিত্রের হাতে রাজকুমারী মালবিকাকে সমর্পণ পর্যন্ত ঘটনাবলীকে চমৎকার নাট্যসূত্রে গ্রথিত করেছেন।

কথাসার

প্রথম অঙ্ক

সকলের মনের তামসী বৃত্তি দূর হোক, অষ্টমূর্তি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা দিয়ে নাটকের শুরু। বসন্তোৎসব উপলক্ষে নবীন কবি কালিদাসের নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' অভিনীত হবে এই ভূমিকা সূত্রধার করে দিয়েছেন। প্রস্তাবনায় দেখি, রানী ধারিণীর দুই পরিচারিকা কৌমুদিকা ও বকুলাবলিকা আলাপরত। তাদের কথাবার্তায় জানা গেল যে, রানীর এক ভাই বীরসেন নর্মদানদীর তীরের রাজ্যে সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কলাবিদ্যায় নিপুণা মালবিকা-নামে একটি কন্যাকে রানীর কাছে উপহার পাঠিয়েছেন। রানী তাকে সযত্নে রাজার চোখের আড়ালে রাখতে চাইলেও

রাজা তাকে চিত্রে দেখে ফেলেছেন। মালবিকা দিনে দিনে আচার্য গণদাসের কাছে নৃত্য-শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শিনী হয়ে উঠছে।

এরপরে রাজসভায় আসীন রাজাকে দেখি বিদর্ভরাজের ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ অবস্থায়। মাধবসেন তাঁর ভগিনী মালবিকাকে বিদিশাধিপতির হাতে সমর্পণ করে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু জ্ঞাতিশত্রু যজ্ঞসেন তাঁকে বন্দী করেছে। যজ্ঞসেনের দাবি, অগ্নিমিত্র যদি তাঁর সেনাপতিকে মুক্তি দেন তবেই তিনি মাধবসেনকে মুক্ত করবেন। দুঃখের বিষয়, এই উপদ্রবের সময়ে মাধবসেনের ভগিনীটি নিরুদ্দেশ। বিদর্ভের রাজার এই সমকক্ষের মতো ব্যবহারে উত্তেজিত রাজা অগ্নিমিত্র মন্ত্রী বাহতককে আদেশ দিলেন, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে।

ইতিমধ্যে রাজবাড়িতে মালবিকার দুই নৃত্য-শিক্ষক গণদাস এবং হরদত্তের মধ্যে বিবাদ বেধে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এ রাজার প্রণয়সচিব বিদূষকেরই কারসাজি! তাঁরা পরস্পর দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ—'কে বড়ো' এ বিষয়ে মীমাংসা চাই, বিচারক হবেন রাজা নিজে। রাজার নিযুক্ত আচার্য হরদত্ত এবং রানী ধারিণীর নিযুক্ত নাট্যাচার্য গণদাস। রাজা এই বিষয়ে নির্দ্বন্দ্ব হবার জন্যে পরিব্রাজিকা পণ্ডিতকৌশিকীকে বিচারকের আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। রানী ধারিণী এই বিবাদ এবং নৃত্যের বিচার আদৌ পছন্দ না করলেও গণদাসের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনিও নৃত্য-প্রদর্শনে অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। নেপথ্যের মায়ূরী মৃদঙ্গধ্বনি সূচনা করল নৃত্য-প্রদর্শনের সময় হয়েছে, সভাগৃহ সকলের উপস্থিতিতে অলংকৃত হোক।

দ্বিতীয় অংক

আচার্য গণদাসের ঘোষণামতো মালবিকা শর্মিষ্ঠার চতুষ্পদা কাব্যকৃতির চতুর্থপদটি উপগান-সহ নৃত্যে অভিনয় করে দেখালো। পরিব্রাজিকা মালবিকার নৈপুণ্যের প্রশংসা করলেন। রাজার হৃদয় জুড়ে রইল শুধু মালবিকা আর মালবিকা। নেপথ্যে ঘোষিত হল, মধ্যাহ্নবেলা উপস্থিত। আহারের সময় পার হয়ে যায়, তাই হরদত্তের শিষ্যার পরীক্ষা আজ আর হল না।

তৃতীয় অংক

প্রমদবনে মধুকরিকা এবং সমাহিতিকা সংলাপরত। তারা আলোচনা করছে শিষ্যার গুণপনা-প্রদর্শনের পরীক্ষায় নাট্যাচার্য গণদাসেরই জয় হয়েছে। রাজাকে মালবিকার রূপে-গুণে মুগ্ধ দেখে রানী মালবিকাকে আরো বেশি কড়া নজরে রেখেছেন। ওদিকে আবার প্রমদবনের অশোকতরুতে এখনো ফুল ফোটে নি, কথাটা রানীকে জানাতে হবে।

প্রেমাতুর রাজা এবং বিদূষক ধীরে ধীরে বকুলাবলিকাকে নিজেদের পক্ষে এনেছেন। তারই সহায়তায় রাজা মালবিকার সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। রানী ধারিণী দোলারোহণ করার সময়ে বিদূষকের চপলতাবশতঃ পায়ে ব্যথা পেয়েছেন; তাই তিনি পদাঘাতে অশোকতরুর দোহদপূরণ করতে পারবেন না। তিনি মালবিকাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি পাঁচ রাত্রির মধ্যে অশোকতরু পুষ্পিত হয় তবে তিনি তার অভীষ্ট পূরণ করবেন। রাজার দ্বিতীয় রানী ইরাবতী এই ঘটনা জানতেন

না। তিনি বসন্তে রাজার সঙ্গে দোলারোহণের বাসনা নিয়ে রাজাকে প্রমদবনে আসতে অনুরোধ করেন। রাজা ও বিদূষক প্রমদবনে গিয়ে মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে আড়াল থেকে দেখলেন এবং তাদের কথাও শুনলেন। ইরাবতীও চেটী নিপুণিকাকে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট সংকেতমতো প্রমদবনে উপস্থিত। রাজাকে সংকেতস্থানে দেখতে না পেয়ে তাঁরাও অশোকতরুর কাছে এসে আড়াল থেকে বকুলাবলিকা ও মালবিকাকে এবং রাজা ও বিদূষককে লক্ষ্য করতে থাকলেন। মালবিকা ও তার সখীর কথায় স্পষ্ট প্রকাশিত হল মালবিকা রাজার অনুরাগিণী, তার শুধু ভয় রানী ধারিণীকে। বকুলাবলিকার-হাতে-অলঙ্কৃত আলতারাঙা পায়ে মালবিকা অশোকতরুতে পদাঘাত করল। রাজার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তিনি মালবিকার সামনে এসে তাঁর অভিলাষ পূরণের জন্যে মালবিকাকে অনুরোধ করলেন এবং তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন। ঈর্ষায় অসহিষ্ণু ইরাবতী আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে কটূক্তিতে এবং তিরস্কারে অপদস্থ করলেন। মালবিকা ও বকুলাবলিকা সভয়ে প্রস্থান করল। রাজা পায়ে পড়ে তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

বিদূষক রাজাকে নিবেদন করলেন যে রানী ধারিণী মালবিকা এবং বকুলাবলিকাকে পাতালগৃহে বন্দী করেছেন। তাঁর নিজের সর্পমুদ্রিত অঙ্গুরীয়কটি না-দেখা-পর্যন্ত কেউ যেন তাদের মুক্ত না করে, এমন নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। এর পরে দেখা গেল রানী ধারিণীকে পরিজনেরা সেবা করছে এবং পরিব্রাজিকা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। রাজা অগ্নিমিত্র এসেছেন তাঁর কুশল-প্রশ্ন করতে। হঠাৎ বিদূষক অস্থির অবস্থায় এসে জানালেন, তাঁকে সাপে কামড়েছে, তিনি আর প্রাণে বাঁচবেন না। বলা বাহুল্য, এটি বিদূষকের দ্বিতীয় কারসাজি। রাজাও খুব তৎপর হয়ে বৈদ্য ধ্রুবসিদ্ধিকে সংবাদ দিলেন। ধ্রুবসিদ্ধির চিকিৎসার জন্যে সর্পমুদ্রিত কোনো বস্তু প্রয়োজন। রানী সরল বিশ্বাসে তাঁর হাতের আংটিটি খুলে দিলেন। এর পরে বিদূষক নিজেই রাজার কাছে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বিবৃত করেছেন। তিনি রানীর আংটি দেখিয়ে মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে মুক্ত করেছেন। পাতালগৃহের রক্ষিণীকে বলেছেন, রাজা সিদ্ধাদেশ পেয়েছেন, সব বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। তাই রানীর পরিজনেরা না এসে রাজার সখা বিদূষক এসেছেন পাতালগৃহে। মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের দ্বিতীয়বার গোপনে মিলন হবে প্রমদবনের সমুদ্রগৃহে। বিদূষক ও বকুলাবলিকা আড়ালে চলে গেলেন। বিদূষক কিছু পরে ঘুমিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে ইরাবতী এই সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত। তিনি যথারীতি বকুলাবলিকা ও বিদূষককে তিরস্কার করলেন। রাজা ও মালবিকার অত্যন্ত বিব্রত অবস্থা। এমন সময় খবর এল একটি বানরের উপদ্রবে কুমারী বসুলক্ষ্মী অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। সকলেই তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটে গেলেন। নেপথ্যে শোনা গেল, পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হবার পূর্বেই অশোকতরু পুষ্পিত হয়েছে। বকুলাবলিকা মালবিকাকে অভয় দিল। দেবী ধারিণী তার অভিলাষ পূর্ণ করবেনই।

পঞ্চম অংক

মধুকরিকা এবং সারসকের সংলাপের মধ্যে দিয়ে জানা গেল, বীরসেনের হাতে

বিদর্ভের রাজা পরাজিত হয়েছেন এবং মাধবসেনকে মুক্ত করা হয়েছে। তাঁর দূতে প্রচুর উপঢৌকন ও শিল্পকলায় নিপুণা পরিচারিকা-সহ রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী। এর পরের দৃশ্যে অশোকতরুকে ঘিরে রানী ধারিণী, বধূবেশে সজ্জিতা মালবিকা, পরিব্রাজিকা ও পরিজনেরা রয়েছে। রাজা ও বিদূষকও উপস্থিত। রাজার সঙ্গে দেবী ধারিণী অশোকের কুসুমশোভা অবলোকন করতে চান। সেখানে কঞ্চুকী মাধবসেনের পাঠানো দুটি কন্যাকে নিয়ে এলেন। তারা মালবিকাকে তাদের রাজকুমারী বলে চিনতে পারল। সকলের বিস্মিত অবস্থাকে আয়ত্তে এনে পরিব্রাজিকা পণ্ডিতকৌশিকী সব কথা খুলে বললেন। মাধবসেন জ্ঞাতিশত্রুর অধীন হয়ে পড়লে তাঁর অমাত্য আর্যসুমতি ভগিনী কৌশিকী ও মালবিকাকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে যান। পথে বিদিশাগামী একদল পথিকের সঙ্গে তাঁরা মিলিত হন। তারপরে একদল দুর্বৃত্তের আক্রমণে তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন এবং সুমতি নিহত হন। পণ্ডিতকৌশিকী জ্ঞান হারান। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি মালবিকাকে আর দেখতে পাননি। কারণ, ইতিমধ্যে সে বীরসেনের হাতে গিয়ে পড়ে। বীরসেন তাকে ধারিণীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কৌশিকী বিদিশায় রাজবাড়িতে এসে মালবিকাকে চিনতে পারলেও কারো কাছে তার পরিচয় দেন নি। কারণ এক জ্যোতিষী বলেছিলেন, একবৎসরকাল দাসীভাবে থাকার পরে সে উপযুক্ত স্বামী লাভ করবে। তিনি সেই শুভক্ষণের অপেক্ষা করছিলেন।

রাজা যজ্ঞসেন ও মাধবসেনকে বরদা-নদীর দুই তীরে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার ঘোষণা করলেন। এমন সময় কঞ্চুকী আবারও সংবাদ আনলেন, সেনাপতি পুষ্পমিত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ করছেন, পুত্র অগ্নিমিত্রকে সপরিবারে সেখানে যেতে হবে। বিশেষ আনন্দের কথা, অগ্নিমিত্রের (এবং ধারিণীর) পুত্র বসুমিত্র যজ্ঞাশ্ব রক্ষার দায়িত্বে ছিল। সিন্ধুতীরে দুরন্ত যবনসেনাদের সবলে প্রতিরোধ করে সে দুর্বার সংগ্রামে জয়ী হয়েছে। অশ্ব ফিরে এসেছে। যজ্ঞ আরব্ধপ্রায়।

এই আনন্দের মুহূর্তে দেবী ধারিণী পরিব্রাজিকার অনুমতি নিয়ে মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করে বধূরূপে রাজা অগ্নিমিত্রের হাতে সমর্পণ করলেন। পুত্রের বিজয়-সংবাদে প্রসন্ন হয়ে ইরাবতীও ঈর্ষ্যা-দ্বন্দ্ব ভুলে গেলেন। রাজার মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে তিনিও আনন্দিত হলেন। উদার রাজা অগ্নিমিত্র ঘোষণা করলেন, তিনি রাজা থাকতে প্রজাদের অনর্থ-দূরীকরণের কিছুই বাকি থাকবে না।

মালবিকাসহিত অগ্নিমিত্র। তাঁকে নিয়ে নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্র'। এই নাটকের এখানেই মধুরেণ সমাপ্তি।

উৎস

মালবিকাগ্নিমিত্রের ঐতিহাসিক পটভূমির কথা আগেই বলা হয়েছে। শুঙ্গবংশের তিন রাজার নাম আমরা এই নাটকে পেয়েছি। প্রথম পুষ্পমিত্র, নাটকে পুষ্পমিত্ররূপে উল্লিখিত (পঞ্চম অঙ্কে কঞ্চুকী—'অয়ং পুনরিদানীং সেনাপতেঃ পুষ্পমিত্রস্য···), তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র, স্বয়ং নায়ক এবং অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র। অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে আছে অগ্নিমিত্রের অমাত্য বাহতক, অগ্নিমিত্রের শ্যালক বীরসেন, বিদর্ভের রাজা যজ্ঞসেন এবং তার জ্ঞাতিভাই মাধবসেন। ধারিণী এবং ইরাবতী ঐতিহাসিক চরিত্র

কি না সে বিষয়ের নিশ্চিত কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। কন্যা-সম্প্রদান করে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা ভারতের ঐতিহ্য। সুতরাং মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের পরিণয় সম্পাদন করে মাধবসেন সুশৃঙ্খলভাবে বিদর্ভের রাজা হতে চেয়েছিলেন এমন ঘটনা আশ্চর্য নয়। এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা থাকাই স্বাভাবিক। তবে বিদূষক ও পরিব্রাজিকার চরিত্র এবং তাদের দিয়ে নাট্যকৌশলের সুষ্ঠু সমাধান কালিদাসের উদ্ভাবনী শক্তি ও সংস্কৃত নাটকের নিয়মাবলীর ধারাবাহিকতাসম্পন্ন। পণ্ডিতপ্রবর S. P. Pandit বলেছিলেন, সম্ভবতঃ অগ্নিমিত্রের বিজয়গাথা মানুষের মনে সজীব থাকাকালীনই কালিদাস এই নাটক রচনা করেছিলেন—'the drama was probably written, while the story of Agnimitra's conquest was yet fresh in men's minds and not invested with the hazy mist of legendary obscurity.'

কোনো কোনো পন্ডিতের মতে কালিদাস গুণাঢ্যরচিত বৃহৎকথার বন্ধুমতীর উপাখ্যানটিকে এই বিষয়ে উপজীব্য করেছিলেন। বৎসরাজ উদয়ন উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোৎমহাসেনের কন্যা বাসবদত্তাকে বিবাহ করেন। বাসবদত্তার ভাই পালক যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজকুমারী বন্ধুমতীকে পেয়ে তাকে মঞ্জুলিকা নাম দিয়ে বাসবদত্তার কাছে উপহার পাঠান। তার সৌন্দর্যে রাজা উদয়ন মুগ্ধ হলে বিদূষক গোপনে তাদের মিলন ঘটান এবং রাজা গোপনে বন্ধুমতীর পাণিগ্রহণ করেন। এই ঘটনা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ বাসবদত্তা এই মিলনে বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তিনি বিদূষককে বন্দী করে রাখেন। অবশেষে বন্ধুমতীর সখী পরিব্রাজিকার সহায়তায় রাজা তাঁকে শান্ত করেন এবং এই বিবাহে তাঁর অনুমতি লাভ করেন।

এই দুই কাহিনীর মধ্যেকার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বন্ধুমতীর সঙ্গে মালবিকার যথেষ্ট মিল আছে, বিদূষকের সহায়তায় মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের একাধিকবার সাক্ষাৎ ও মিলন এবং উদয়ন ও বন্ধুমতীর মিলন পরিচিত চিত্র। বন্ধুমতীর কাহিনীতে বিদূষক রানীর হাতে বন্দী হয়েছিলেন, 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে স্বয়ং মালবিকাকেই রানী ধারিণী বন্দী করে রেখেছিলেন। পরিব্রাজিকার সহায়তায় এবং উপস্থিতিতে নায়ক-নায়িকার অভীপ্সিত মিলন অভিন্ন দৃশ্য।

এ ছাড়া 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে সর্বত্র ভাসরচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র ছায়া চোখে পড়ার মতো। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনাতেও ভাসকবিকে বিখ্যাত কবিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

চরিত্র

মালবিকা

নাটকের নায়িকা মালবিকা, বিদর্ভের রাজকুমারী তিনি। তিনি এখনও বালিকা, তাই তাঁকে নাটকে 'বালা' এবং 'দারিকা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি অসামান্যা সুন্দরী, শিল্পকলায় নিপুণা, সঙ্গীতে এবং নৃত্যে অদ্বিতীয়া! বুদ্ধিমতী মেধাবিনী মালবিকার আচার্য গণদাস তাকে পরম নিপুণা বলে প্রশংসা করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস মালবিকার গুণেই তিনি যশস্বী হবেন—'ময়া যশস্বিনা ভবিতব্যম্'। কারণ সুপাত্রে পড়ে আচার্যের বিদ্যা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে—'পাত্রবিশেষে ন্যস্তং

গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ' (১.৬)। বকুলাবলিকার অনুমান, মালবিকা সর্ববিষয়ে রাজার পূর্বের নয়নমণি ইরাবতীকে হার মানাতে পারবে 'অতিক্রামন্তীমিব ইরাবতীং পশ্যামি'। তাই মালবিকার প্রতি ইরাবতীর ঈর্ষ্যা সত্যি সঙ্গত, ইরাবতীর নিজেরই উক্তি—'স্থানে খলু কাতরং মে হৃদয়ম্ (তৃতীয় অঙ্ক)। মালবিকা রাজার অনুরাগিণী।

মালবিকা প্রকৃতিপেলবা, দেবী ধারিণীর ভয়ে ব্যাকুলা, প্রেমসম্ভোগে ত্রাসচঞ্চলা। একমাত্র সখী বকুলাবলিকার কাছে তিনি মনের কথা খুলে বলেছেন এবং একান্তে বসে দুঃখ করে নিজেকে একটু হাল্কা করতে চেয়েছেন (পরিদেবিষ্যে তাবদ্ বিস্রব্ধং মুহূর্তকম্। প্রমদবনে, তৃতীয় অঙ্ক)। এখনও বালিকা বলেই হয়তো রাজনন্দিনীসুলভ দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে নেই।

পণ্ডিতপ্রবর এ. বি. কীথ্ বলেছেন, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে নায়িকাকে অত্যন্ত গৌণরূপে চিত্রিত করা হয়েছে' —"The heroine is herself but faintly painted" এই মন্তব্যকে সর্বাংশে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ঘটনাপরম্পরাকে দ্রুতলয়ে গ্রন্থনার নাটক, সেখানে কোনো চরিত্রেরই কোনো বিশেষ চিত্রণ ঘটেনি। মালবিকার মতো কুসুমকোমলা নায়িকা স্বাভাবিকভাবেই দর্শকচিত্তে মৃদু স্পর্শ রাখেন। কিন্তু সমগ্র নাটকটি দেখার পরে অগ্নিমিত্রের মতো দর্শকের মনকে জুড়েও কি মালবিকার উপস্থিতিই অনুভূত হয় না ?

অগ্নিমিত্র

অগ্নিমিত্র ধীরললিত দক্ষিণ-নায়ক। অন্তঃপুরিকাদের প্রতি তাঁর অনুভূতি কোমল এবং উদার। মহিষী ধারিণীর প্রতি তাঁর মর্যাদাবোধ এবং আস্থা বিশেষ লক্ষণীয়। নাটকে অগ্নিমিত্রকে রাজকার্য পরিচালনা করতে দেখি একেবারে শুরুতে, যেখানে বিদর্ভের রাজা রাজার ভাবী আত্মীয় মাধবসেনকে বন্দী করে তাঁর প্রতি শর্ত আরোপ করতে চেয়েছে এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে মৌর্যসচিবকে মুক্তি দিতে। ঐতিহাসিক চরিত্র অগ্নিমিত্রের ঐতিহাসিক রাজদায়িত্ব এবং মর্যাদা ও গুরুত্ব নাট্যারম্ভে গুরুগম্ভীর-ভাবেই কবি উপস্থাপিত করেছেন। তিনি যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিয়েছেন সেনাপতিকে। এর পরে নাটকের শেষ অঙ্কে অগ্নিমিত্র অনেকগুলি রাজনৈতিক দায়িত্ব স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করেছেন প্রমদবনের অশোকতরুর ছায়াতলে। বিদর্ভরাজ্যকে বিভক্ত করে তার রাজা নিয়োগ করেছেন, মাধবসেনকে মানপত্র পাঠিয়েছেন, সেনাপতি পিতা পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং আপন পুত্র বসুমিত্রের যুদ্ধজয়ের বার্তা ঘোষণা করেছেন। পঞ্চম অঙ্কে কঞ্চুকী অগ্নিমিত্রের রাজোচিত মহিমা প্রদীপ্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন, 'যস্য অপ্রধৃষ্যঃ প্রভবস্তবম্' (৫ ১৭)।

তবে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রেমের নাটক। সুতরাং ধীরললিত নায়ককে আমরা সর্বদাই প্রেমবিহ্বল অবস্থায় দেখি। অধিকাংশ সময়েই তিনি রাজকার্য সচিবদের উপরে ন্যস্ত করে, প্রেয়সীর সংবাদ সংগ্রহের বিষয়ে 'কার্যান্তর-সচিব' বিদূষকের উপরে নির্ভরশীল। মালবিকাকে ছবিতে দেখেই তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট। পূর্বপ্রণয়িনী ইরাবতীকে তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। মালবিকাকে চাক্ষুষ দেখার জন্যে তিনি উন্মুখ, নৃত্যাভিনয়ের পূর্বে তিনি অধীর হয়ে যবনিকা তুলতে চেয়েছেন যেন (২. ১), প্রমদবনে তাকে দেখে তিনি আলিঙ্গন করার জন্যে অধীর হয়েছেন, বিদূষকের মিথ্যার

কারসাজিতে ধারিণীর হাত থেকে মালবিকাকে মুক্ত করে এনে সমুদ্রগৃহে তিনি অস্থির-ভাবে প্রিয়ালিঙ্গনের সুখ অনুভব করেছেন। আবার ইরাবতী কুপিত হলে তাকে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। ধারিণীকে অনুসরণ করে আমাদেরও হয়তো বলতে ইচ্ছে হবে 'অহো অবিনয় আর্যপুত্রস্য' ! (প্রথম অঙ্ক শেষাংশ)।

নাটকের পঞ্চম অঙ্কে যখন বধূবেশে মালবিকা তাঁর কাছে সমর্পিত তখন মহিষী ধারিণী ও পরিব্রাজিকার সামনে তিনি সত্যি সংযত ও বিনীত ভাবে অবস্থান করেছেন। বিদূষকের ভাষায়—সব নতুন বরই লজ্জা পায়—সব্বো বি ণববরো লজ্জাদুরো হোদি।

অপ্রতিহত রাজা অগ্নিমিত্র শিল্পকলাতে নিপুণ ছিলেন। তাঁর অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষিত করার জন্যে তিনি নৃত্য ও গীতের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। বকুলাবলিকা তাঁর কাছেই প্রসাধনকলা শিখেছিল।

পরিশেষে বক্তব্য, দারুণ-সংগ্রামে-বিজয়ী পুত্র বসুমিত্রের পিতা, ভাবগম্ভীর মহিষী ধারিণীর স্বামী, দুর্ধর্ষ বীররূপে খ্যাত রাজা অগ্নিমিত্রের কাছ থেকে হয়তো প্রেম-বিলাসের ক্ষেত্রে আরো সামান্য সংযম অপেক্ষিত ছিল। তাহলে নাট্যারম্ভের যুদ্ধযাত্রার সঙ্গে, পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞের সঙ্গে, বসুমিত্রের যুদ্ধের সঙ্গে এবং ভরতবাক্যে অগ্নিমিত্রের ঘোষণার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের সামঞ্জস্য অধিক রক্ষিত হত। তাহলে হয়তো দেবী ধারিণীকেও কটাক্ষ করতে হত না—'যদি রাজকার্যেষু অপি ঈদৃশী উপায়-নিপুণতা আর্যপুত্রস্য তদা শোভনং ভবেত্'—যদি রাজকার্য পরিচালনার বিষয়েও আর্যপুত্রের এমন কৌশলের নিপুণতা থাকত তবে ভালো হত (প্রথম অঙ্ক)।

ধারিণী ও ইরাবতী

রাজমহিষী ধারিণী ভারতবর্ষের আদর্শে গড়া সাধ্বী স্ত্রী। ধারিণী রাজার চপলতাকে ভালোই বুঝতে পারেন। তাই তিনি মালবিকাকে সযত্নে তাঁর চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছেন, নৃত্যপরীক্ষাতেও তাঁর আদৌ মত ছিল না। ইরাবতীর প্রতি রাজার আগ্রহ তাঁকে নিশ্চয়ই ব্যথিত করেছিল, তাই তিনি মালবিকাকে আরো পটীয়সীরূপে গড়ে তুলে রাজার মন থেকে প্রকৃতপক্ষে ইরাবতীকে দূরে সরাতে চেয়েছিলেন। আবার অশোকের দোহদপূরণের বিষয়ে তিনি নবাগতা মালবিকাকে তাঁর নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, ইরাবতীকে নয়। ইরাবতী এবং ধারিণীর পরস্পর রেষারেষি কয়েকটি কথায় স্পষ্ট—মালবিকার মুক্তি প্রসঙ্গে ইরাবতী মন্তব্য করেছেন, এই বিষয়ে রানীর পক্ষপাত দেখা গেল। রানীও মালবিকাকে বন্দী করে বাহ্যতঃ ইরাবতীকে খুশি রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

বিদূষকের সর্পদংশনের ঘটনাকে ধারিণী সরলমনে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি অক্লেশে নিজের সর্পমুদ্রিত আংটিও কিছু না ভেবেই দিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ দৃশ্যে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে তিনি মালবিকার অভিলাষ পূরণ করেছেন, তাকে বধূবেশে তুলে দিয়েছেন রাজার হাতে পরিব্রাজিকা সঠিক মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রতিপক্ষেণাপি সেবন্তে ভর্তৃবৎসলাঃ সাধ্ব্যঃ' (৫.১৯)। কিন্তু সেই মুহূর্তেও তিনি ইরাবতীর প্রতি প্রতিশ্রুতিও বিস্মৃত হন নি, তার অনুমতিসাপেক্ষেই তিনি বর-বধূর মিলন ঘটিয়েছেন।

বুদ্ধিমত্তায়, সংযমে, আত্মমর্যাদায়, ধীরস্থির সহিষ্ণুতায় এবং আত্মত্যাগের আদর্শে ধারিণীর চরিত্র উজ্জ্বল।

ইরাবতী সুন্দরী যুবতী। তিনি অভিমানিনী প্রগল্‌ভা প্রেয়সী। ঈর্ষ্যায় তিনি অসহিষ্ণু, প্রতিপক্ষ মালবিকা তাঁর চক্ষুঃশূল; সেই কারণেই বিদূষক ও বকুলাবলিকাকেও তিনি যথেচ্ছ গালমন্দ করেছেন। প্রমদবনে রাজার বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বিমূঢ়, হতচকিত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। ধারিণীর কাছে তিনিই রাজা ও মালবিকার নামে নালিশ করেন। রাজা পায়ে পড়লেও তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন না। একমাত্র পুত্রের বিজয়সংবাদের আনন্দে তিনি রাজাকে মালবিকার সঙ্গে মিলিত দেখেও অভিনন্দিত করেছেন।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌-নাটকে শকুন্তলা নায়িকা, হংসপদিকার গান নেপথ্যেই গীত হয়েছে, বসুমতীর উল্লেখ শুধু দুষ্যন্তের মুখে শোনা গিয়েছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে তিন প্রতিদ্বন্দ্বী নারীচরিত্র স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য মঞ্চে উপস্থিত। নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্বসৃষ্টির পক্ষে এই বিন্যাস অনুকূল হয়েছে।

ডঃ কীথ্‌ বলেছেন, নাটকের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র হল ধারিণী এবং ইরাবতী; 'the most effective characterisation, however is, reserved for the two queens, Dharini and Iravati ; the grace and dignity, and finally the magnanimity of the former, despite the cause for anger, are set off effectively, against the passionate impetuosity of the latter, which leads her to constant eavesdropping and to an outbreak against the king, forgetful of his rank and right.'

বিদূষক

বিদূষক রাজার কার্যান্তরসচিব—প্রণয়লীলার সহচর, বন্ধু, সুহৃদ্‌, বুদ্ধিদাতা। আর্য গৌতম ব্রাহ্মণপুত্র, আহারে তাঁর বিশেষ অভিরুচি। প্রথম অঙ্কের শেষাংশে মধ্যাহ্নসময় উপস্থিত শুনেই তিনি রানীকে অনুরোধ করেছেন ভালোমন্দ খাবার সাজাতে। অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের মতো এই নাটকে বিদূষকের ভাঁড়ামি ও চটুল রসিকতা প্রায় চোখেই পড়ে না, যদিও তিনি দর্শককে হাস্যরসের উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণেই যুগিয়েছেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক বিদূষকের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে উজ্জ্বল।

দুই নাট্যাচার্যের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে মালবিকার নৃত্য-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে দেন বিদূষক। রানী আপত্তি জানালে তিনি বোকার ভাণ করে বললেন, 'বেশ হয়েছে, পরীক্ষা হোক, বসে বসে কেন মাইনে পাবে?' নৃত্য শেষ হয়ে গেলেও রাজার সতৃষ্ণ মনের কথা বুঝে তিনি আবারও একটি মূর্খের মতো কথা বলে ইচ্ছে করে মালবিকাকে আরো কিছুক্ষণ সামনে রাখলেন এবং সকলকে হাসিয়ে মালবিকাকেও হাসালেন। বললেন—'প্রথম-শিক্ষা-প্রদর্শনের পূর্বে ব্রাহ্মণের পূজা করা উচিত ছিল।' বকুলাবলিকাকে দিয়ে খবর দিয়ে প্রমবদনে দুই প্রেমিকের মিলনের ব্যবস্থা বিদূষকেরই চাতুরী। তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কৌশল এবং অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে চতুর্থ অঙ্কে সর্পদংশনের ঘটনার দৃশ্যে। এই অব্যর্থ কৌশলেই তিনি মালবিকাকে আবারও রাজার কাছে পেঁছে দিয়েছেন। পঞ্চম-অঙ্কে রাজা মালবিকাকে পেয়ে লজ্জায় চুপ করে থাকলে ধারিণী বললেন, 'আর্যপুত্র কি আমাকে অমর্যাদা করছেন?' তখনও রাজার মুখে কথা যোগায়

নি,, তাঁর হয়ে বিদূষকই বলে দিলেন, 'দেবী, এইটিই লোকাচার, সব নতুন বরই লজ্জা পায়।'

বিদূষকের কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত কথার নমুনা—

রাজা—তোমার নীতিবৃক্ষে ফুল ফুটেছে।

বিদূষক—শীগ্গির ফলও দেখতে পাবে। (প্রথম অঙ্ক)

—উপস্থিতং নয়নমধু, সন্নিহিতমক্ষিকং চ। তদ্ অপ্রমত্ত ইদানীং প্রেক্ষস্ব।

(দ্বিতীয় অঙ্ক)

(নয়নমধু মালবিকা উপস্থিত, ভ্রমরী ধারিণীও পাশে রয়েছেন, তাই শান্ত হয়ে দেখো।)

ইরাবতীর চেটী চন্দ্রিকাকে দেখে বিদূষক শ্লেষ করে বলেছেন—চোর এবং প্রেমিক উভয়েরই উচিত চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্নাকে) পরিহার করা। (চতুর্থ অঙ্ক)

ইরাবতী—প্রেমকলার নীতিনিপুণের এই কারসাজি!

বিদূষক—দেবী যদি নীতির এক অক্ষরও পড়তাম তাহলে গায়ত্রীমন্ত্রই ভুলে যেতাম।

(চতুর্থ অঙ্ক)

এই নাটকে বিদূষকের চরিত্রাঙ্কন সত্যিই কবির উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

পরিব্রাজিকা

মাধবসেনের মন্ত্রী আর্যসুমতির ভগিনী পণ্ডিতকৌশিকী। দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে ভাই প্রাণ হারালে তিনি মনের দুঃখে কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি ধীর, স্থির, সংযত, বিনয়ী এবং কলানিপুণা। রাজা তাঁকেই নৃত্য-পরীক্ষার বিচারক নিযুক্ত করেন। মালবিকা এবং অগ্নিমিত্রের মিলন সম্পাদনে তিনি বিশেষ আগ্রহী এবং সহায় ছিলেন। কারণ, একমাত্র তিনিই জানতেন মাধবসেন তাকে অগ্নিমিত্রের হাতেই সমর্পণ করতেন। তিনি ধারিণীর প্রতিও সদয় এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রসাধনকলায় নিপুণ বলে রানী ধারিণী মালবিকার বিবাহের সাজসজ্জার দায়িত্ব তাঁর উপরেই দিয়েছিলেন। রাজা এবং রানী উভয়েই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অনুগত।

স্থান-কাল

নাটকের প্রথম অঙ্কে রাজার সভাগৃহের দৃশ্য। দ্বিতীয় অঙ্কে দর্শকের দৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে। তৃতীয় অঙ্ক প্রমদবনের দৃশ্য—সকলে তপনীয়-অশোকতরুর আশেপাশে উপস্থিত। চতুর্থ অঙ্কে ধারিণীর অন্তঃপুরের প্রবাতশয়ন-স্থান, প্রমদবন এবং সমুদ্রগৃহের দৃশ্য। পঞ্চম অঙ্কে প্রমদবনের তপনীয়-অশোকের পাদমূলে সকলে উপস্থিত।

নাটকের প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে, অভিনয়ের সময় বসন্ত, এই নাটকের ঋতুও বসন্ত ঋতু। অশোকতরু বসন্তেই পুষ্পিত হয়। জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এক-বৎসর দাসীভাবে থাকার পরে মালবিকা যোগ্য বর লাভ করবে। নাটক আরম্ভের প্রায় এক পক্ষকালের মধ্যেই নায়ক-নায়িকার মিলন সম্ভব হল। সুতরাং নাটক যখন আরম্ভ তখন বেশ কয়েক মাস হল মালবিকা রাজবাড়িতে এসেছে, তাকে এবং রাজাকে নিয়ে অন্তঃপুরে কাণাঘুষাও চলছে।

প্রথম অঙ্কের সময় পূর্বাহ্ণ। দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হবার মুখে মধ্যাহ্ন সময় ঘোষিত। তৃতীয় অঙ্কে দুই পরিচারিকা নৃত্যপরীক্ষার বিষয়ে আলোচনা করছে, এই ঘটনা নিশ্চয়ই দ্বিতীয় অঙ্কের পরে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হবে। বসন্ত উপস্থিত, অশোকতরু পুষ্পিত হয় নি। বসন্ত আসার পরে নিশ্চয়ই প্রায় মাসখানেক অতিবাহিত, যার জন্যে উদ্যানপালিকা চিন্তিত। পঞ্চম অঙ্কে রাজাও বলেছেন বসন্ত যেন একটু পরিণত হয়ে যৌবনচিত্তকে উৎসুক করে তুলছে (পরিণামাভিমুখম্ ঋতোঃ উৎসুকয়তি যৌবনং চেতঃ) পঞ্চম অঙ্কের এই দৃশ্য তৃতীয় অঙ্কের ঘটনার চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই ঘটেছিল। কারণ ধারিণী বলেছিলেন পাঁচ রাত্রির মধ্যে অশোকতরু পুষ্পিত হলে তিনি মালবিকার অভিলাষ পূরণ করবেন। এছাড়া, তৃতীয় অঙ্কে শোনা যায়, নৃত্য-প্রদর্শনের পর থেকে মালবিকা রাজার জন্যে কাতর হয়েছে, এই সময় নিশ্চয়ই এক পক্ষকালের বেশি নয়। সুতরাং দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও তাই। আর তৃতীয় অঙ্ক যখন অনুষ্ঠিত তখন প্রায় মাসাবধি বসন্তসমাগম হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রবেশক এবং মূল দৃশ্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্ভবতঃ একদিনের। কারণ উদ্যান-পালিকার মুখে অশোকের সংবাদ শুনেই পরের দিনই সম্ভবতঃ রানী মালবিকাকে পাঠিয়েছিলেন।

এর পরে পাঁচ দিনের মধ্যের দিনগুলিতে চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাবলী একের পর এর দ্রুত ঘটে গিয়েছে।

অশোকতরু সম্ভবতঃ চতুর্থ দিনেই (অপূর্ণে এব পঞ্চরাত্রে) পুষ্পিত হয়েছিল। তার পরের দিন প্রভাতে তার পাদমূলে পঞ্চমাঙ্কের ঘটনাবলী প্রদর্শিত।

মালবিকাগ্নিমিত্র কি অকালিদাসীয় ?

বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ ডঃ উইলসন তাঁর 'থিয়েটার অব্ দি হিন্দুজ্' গ্রন্থে অনুমান করেছেন, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর কবি কালিদাসের রচনা নয়। এই নাটক খৃষ্টীয় দশম অথবা একাদশ শতকের কালিদাস-নামে কোনো কবির রচনা। তাঁর এই অনুমানের সপক্ষে তিনি দুটি যুক্তির অবতারণা করেছেন—(১) এই নাটকের কাব্যোৎকর্ষ এবং ভাবের গভীরতা কালিদাসের অন্য রচনার তুলনায় অনেক দুর্বল। (২) এই নাটকে প্রদর্শিত আচার-আচরণ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু-সমাজের পরিচায়ক।

এই মতের বিপক্ষে বলা যায়, এই নাটকের ভাষা সরল, স্বচ্ছন্দ এবং প্রসাদগুণে রমণীয় যা কালিদাসীয় রচনারীতির প্রাণ। এই গ্রন্থে কোনো বিশেষ উচ্চকোটির জীবন-দর্শন উপজীব্য নয়, সুতরাং শকুন্তলা-নাটকের দর্শনবোধ অথবা রঘুবংশের গভীর জীবনদর্শনের আভাস এখানে নেই। তার মধ্যেও বিশেষ কয়েকটি গম্ভীর অর্থপূর্ণ উক্তি কালিদাসীয় রচনার দৃঢ় প্রত্যয়বাহী। 'দাক্ষিণ্যং নাম বিম্বোষ্ঠি, বৈম্বিকানাং কুলব্রতম্' (৪.১৪), 'প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্তৃবৎসলাঃ স্ত্রিয়ঃ' (৫.১২), 'প্রেষ্যভাবেন নামেয়ং দেবীশব্দক্ষমা সতী। স্নানীয়বস্ত্রক্রিয়য়া পত্রোর্ণং বোপযুজ্যতে, (৫.১৯)।

ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাতুরা পরিব্রাজিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজা বলেছেন, 'ভগবতি, তনুত্যজাম্ ঈদৃশী লোকযাত্রা, ন শোচ্যঃ তত্রভবান্ সফলীকৃতভর্তৃপিণ্ডঃ'—দেবী, শরীরধারীদের এই প্রকারই লোকযাত্রা, প্রভুর ঋণ সার্থক ভাবে যিনি শোধ করেছেন

তার জন্যে শোক করা উচিত নয় (পঞ্চম অঙ্ক)। এখানে সামান্যের মধ্যেও রাজার উক্তি অসামান্য তাৎপর্যবাহী—রঘুবংশের 'যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ' বাক্যটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এবং মালবিকাগ্নিমিত্রম্—দুই নাটকেই নান্দীশ্লোকে অষ্টমূর্তি শিব আরাধিত হয়েছেন। 'প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ' (শকুন্তলা) এবং 'অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুর্বিভ্রতো নাভিমানঃ (মালবিকা)। অধিকন্তু, মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় ভাস, সোমিল্ল এবং কবিপুত্রকে প্রথিতযশা কবিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নাটক খৃঃ দশম বা একাদশ শতকে লেখা হলে অষ্টম শতকের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকবি ভবভূতিও নিশ্চয়ই উল্লিখিত হতেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ এবং মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের মধ্যে কয়েকটি দৃশ্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য উভয়গ্রন্থের রচয়িতাকে অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করে। শকুন্তলায় রাজা দুষ্যন্ত প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কে আড়াল থেকে শকুন্তলা ও তার সখীদের আলাপচারী শুনেছিলেন; এখানেও রাজা অগ্নিমিত্র প্রমদবনে ও সমুদ্রগৃহে আড়াল থেকে মালবিকা ও বকুলাবলিকার সংলাপ শুনেছেন। শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্কে গৌতমীর উপস্থিতি প্রেমিকযুগলের চুম্বনে বাধা সৃষ্টি করেছিল; এখানে ইরাবতীর উপস্থিতি নায়ক নায়িকার আলিঙ্গনে অন্তরায় হয়েছে। দুর্বাসার ভয়ঙ্কর শাপ এখানে নেই, তবে আছে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী—মালবিকাকে একবৎসর কাল দাসত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ডঃ উইলসনের দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে বলা যায় 'মালবিকাগ্নিমিত্র' রাজপরিবারের প্রণয়লীলা অবলম্বনে রচিত নাটক। এখানে আচরণের আপাত-শিথিলতা থাকলেও তাতে এমন কিছু সামাজিক অধঃপতন সূচিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এ নাটকের পটভূমি বহুকর্মময় রাজনৈতিক সম্পর্কস্থাপন এবং সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ; জীবন-দর্শনের গভীরতার কোনো ব্যঞ্জনা এখানে কবির অভীপ্সিত নয়।

প্রেক্ষাগৃহে

প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত নাট্যকৃতি 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটক না নাটিকা?

দশ রকম রূপকের মধ্যে নাটক প্রধান। আঠারো রকম উপরূপকের মধ্যে নাটিকা প্রধান। নাটিকাতে চারটি অংক থাকবে, নায়ক হবেন ধীরললিত, নায়িকা রাজকুমারী হলেও অভিশাপ বা দুর্ঘটনাবশতঃ তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অন্তঃপুরে থাকবেন, অঙ্গী রস হবে শৃঙ্গার। রাজার সখা বিদূষকের সহায়তায় নানা বিরোধ, বিপত্তি কাটিয়ে, প্রতিকূল মহিষীকে সম্মত করে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটবে। রাজা রাজকার্যের প্রধান দায়িত্ব মন্ত্রীর উপরে ন্যস্ত রাখবেন। নাটিকাতে প্রচুর স্ত্রীচরিত্র থাকবে এবং নৃত্য-গীত প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। নাটিকার বিষয়বস্তু হবে কবিকল্পিত।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রায় সবকটিই মালবিকাগ্নিমিত্রে আছে। সমস্যা কেবল দুটি বিষয়ে—অংকের সংখ্যা এখানে চার নয় পাঁচ এবং কাহিনী সম্পূর্ণ কবিকল্পিত নয়, তার কিছুপরিমাণ ঐতিহাসিক সত্যতা আছে।

তবুও বলা যায়, এই নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতিকে ছাপিয়ে কবিকল্পিত প্রেমের ফাঁদের বিচিত্র বুনুনিই দর্শকচিত্তকে অধিক আকৃষ্ট করে রাখে। রাজনীতির জটিলতা প্রথম অংক ও পঞ্চম অংকের কয়েকটি পত্র-পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অংকের

সংখ্যা সম্পর্কে বলা যায়, মালবিকাগ্নিমিত্রের দ্বিতীয় অংক সব দিক থেকে প্রথম অংকেরই উপসংহার। প্রথম অঙ্কের শেষাংশ অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় 'অংকাবতার' অর্থাৎ পরবর্তী অংকের অবতারণার ভূমিকা—'অঙ্কাবতারস্তু অংকান্তে পাত্রেণাংকস্য সূচনাৎ।' প্রথম অংক শেষ হলেও দ্বিতীয় অংক অবিচ্ছিন্নভাবেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, এই দুটি অংককে বহু পন্ডিত একটি অংকেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। সেক্ষেত্রে চতুরংক নাটিকার বৈশিষ্ট্যই মালবিকাগ্নিমিত্রে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' দ্রুতলয়ে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহের জীবন্ত নাটক। কেন্দ্রীয় বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সমস্ত কার্যাবলী এবং সংলাপ সুগ্রথিত; এতে কোনো উপকাহিনী নেই। মঞ্চে-উপস্থাপিত এবং নেপথ্যে-অনুষ্ঠিত ঘটনার (যার উল্লেখ মঞ্চের পাত্র-পাত্রীরা করেছে) মধ্যে সুসংবন্ধ সামঞ্জস্য দর্শকচিত্তকে মুগ্ধ করে। নৃত্যের দৃশ্যের, ইরাবতী ও মালবিকার সামনাসামনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃশ্যের এবং বধূবেশে মালবিকাকে সম্প্রদানের দৃশ্যের নাটকীয়তা দর্শকচিত্তের আগ্রহকে অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ। শেষাংশে সমস্ত নাটকীয় ঘটনার গ্রন্থিবন্ধন উন্মোচিত করে পরিব্রাজিকার বৃত্তান্ত-বর্ণনা নাটকের ঘটনাবলীর সুষ্ঠু গ্রন্থনার সপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে। এক পক্ষকালের মতো সময়ের ঘটনা যথাযথভাবে যথাস্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থাৎ স্থান-কাল ও ঘটনার সুসংবন্ধ সামঞ্জস্য (Unity of time, place and action) এই নাটকে সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়েছে। মালবিকাগ্নিমিত্র সজীব চরিত্রসমূহের প্রাণচঞ্চল আচরণে মুখর, জীবন্ত প্রেমের সার্থক নাট্যরূপ। শ্রীহর্ষের 'প্রিয়দর্শিকা' এবং 'রত্নাবলী' নাটিকাতে কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর প্রভাব সর্বথা লক্ষণীয়।

সর্বশেষে কয়েকটি প্রশ্ন দর্শক-মনকে নাড়া দেয়। প্রথমতঃ পিতা পুষ্পমিত্র এবং পুত্র অগ্নিমিত্রের মধ্যে সম্পর্ক যেন কিছুটা আড়ষ্ট। পিতাপুত্রের স্নেহের সম্পর্কের চেয়ে রাজা এবং ভারপ্রাপ্ত শাসকের সম্পর্কই যেন পুষ্পমিত্রের পত্রে চোখে পড়ে। ঐতিহাসিক অনুমান, পিতা পুষ্পমিত্র পুত্রের বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পছন্দ করতেন না। কিন্তু এই নাটকে অগ্নিমিত্রের বৌদ্ধধর্মের প্রতি কোনো পক্ষপাত দেখা যায় না। পরিব্রাজিকার বৌদ্ধ সত্তার চেয়ে রাজার প্রণয়লীলায় তাঁর সহায়তাই এখানে বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিব্রাজিকা পন্ডিতকৌশিকী বিদূষকের চক্রান্তে গণদাস ও হরদত্তের বিবাদের ভিতরের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তা স্পষ্ট। কিন্তু চতুর্থ অংকের বিদূষকের সর্পদংশনের পরিকল্পনা এবং অভিনয়ের কথাও কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন? নাটকে এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর মেলে নি।

সূক্তিরত্ন

১. পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্। (প্রথম অঙ্ক)
পুরনো বলেই তার সবটুকু ভালো, তা নয়।

২. নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্। (প্রথম অঙ্ক)
মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তবুও নৃত্যাভিনয় অনেক রকমে সকলকেই অনন্য আনন্দ যোগায়।

৩. পত্তনে বিদ্যমানেঽপি গ্রামে রত্নপরীক্ষা। (প্রথম অঙ্ক)
শহর থাকতে কিনা গাঁয়ে রত্নপরীক্ষা।

৪. বিনেতুরদ্রব্যপরিগ্রহোঽপি বুদ্ধিলাঘবং প্রকাশয়তি। (প্রথম অঙ্ক)
অপদার্থকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করা শিক্ষকের মন্দবুদ্ধির পরিচায়ক।

৫. প্রভবন্ত্যোঽপি হি ভর্তৃষু কারণকোপাঃ কুটুম্বিন্যঃ। (প্রথম অঙ্ক)
স্বামিগৃহে প্রভাব থাকলেও স্ত্রীরা সঙ্গত কারণ থাকলে তবেই স্বামীর উপরে রাগ করে।

৬. উপদেশং বিদুঃ শুদ্ধং সন্তস্তমুপদেশিনঃ। শ্যামায়তে ন বিদ্বৎসু যঃ কাঞ্চনমিবাগ্নিষু॥ (দ্বিতীয় অঙ্ক)
বিজ্ঞজনে শিক্ষকের সেই উপদেশকেই শুদ্ধ বলেন, যা আগুনে-দেওয়া খাঁটি সোনার মতো বিদ্বৎসমাজে পড়ে কালো হয় না।

৭ নিসর্গনিপুণাঃ স্ত্রিয়ঃ। (তৃতীয় অঙ্ক
মেয়েরা স্বভাবতঃই চতুর।

৮. স্থানে প্রাণাঃ কামিনাং দূত্যধীনাঃ। (তৃতীয় অঙ্ক)
প্রেমিকদের প্রাণ সত্যি দূতীর উপরে নির্ভরশীল।

৯. কুম্ভীলকৈঃ কামুকৈশ্চ পরিহরণীয়া চন্দ্রিকা। (চতুর্থ অঙ্ক)
চোরের এবং প্রেমিকের উচিত জ্যোৎস্না পরিহার করা।

১০. কুতূহলবানপি নিসর্গশালীনঃ স্ত্রীজনঃ। (চতুর্থ অঙ্ক)
কৌতূহল থাকলেও স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হয়।

১১. পরিভবোপহারিণো বিনিপাতাঃ। (পঞ্চম অঙ্ক)
বিপদ বয়ে আনে অপমান।

১২. প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্তৃবৎসলাঃ সাধ্ব্যঃ। (পঞ্চম অঙ্ক)
স্বামীকে ভালোবেসে সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা প্রতিপক্ষ সপত্নীকে দিয়েও পতিসেবা করে।

১৩ সব্বো বি ণববরো লজ্জাদুরো হোদি (সর্বোঽপি নববরো লজ্জাতুরো ভবতি)। (পঞ্চম অঙ্ক)
সব নতুন বরই লাজুক হয়।

কুশীলব

অগ্নিমিত্র—	নায়ক, বিদিশার রাজা
মালবিকা—	নায়িকা বিদর্ভের রাজকুমারী
ধারিণী —	অগ্নিমিত্রের পাটরানী
ইরাবতী—	অগ্নিমিত্রের দ্বিতীয় রানী
পরিব্রাজিকা (পণ্ডিতকৌশিকী)—	মাধবসেনের অমাত্য সুমতির ভগিনী (বিদর্ভদেশ থেকে আগত)
আর্যগৌতম—	অগ্নিমিত্রের বিদূষক
মৌদ্গল্য—	অগ্নিমিত্রের কঞ্চুকী
বাহতক—	অগ্নিমিত্রের মন্ত্রী
গণদাস, হরদত্ত —	দুই নাট্যাচার্য
জয়সেনা—	প্রতিহারী
কৌমুদিকা—	চেটী
বকুলাবলিকা—	চেটী, মালবিকার সখী
নিপুণিকা—	ইরাবতীর চেটী
মধুকরিকা —	প্রমদবনের উদ্যানপালিকা
সমাভৃতিকা—	চেটী
মদনিকা—	চেটী
জ্যোৎস্নিকা—	চেটী
সারসক—	ধারিণীর অন্তঃপুরের কুব্জো পরিচারক।
সূত্রধার —	
পারিপার্শ্বিক—	

নেপথ্য চরিত্র

বীরসেন —	ধারিণীর ভাই
বসুমিত্র—	অগ্নিমিত্র ও ধারিণীর পুত্র
মাধবসেন—	বিদর্ভের ভাবী রাজা, মালবিকার অগ্রজ
যজ্ঞসেন—	মাধবসেনের জ্ঞাতিভাই
চন্দ্রিকা—	নিপুণিকার চেটী
মাধবিকা—	পাতালগৃহের দ্বারপালিকা
বৈতালিক—	

মালবিকাগ্নিমিত্র

প্রথম অংক

একমাত্র ঐশ্বর্যগুণে[১] স্থির থাকা সত্ত্বেও যিনি প্রণত ব্যক্তিদের বহু ফল দান করেন, যিনি চর্মকেই বসন করেছেন, যাঁর দেহ কান্তাসংযুক্ত[২] কিন্তু তা সত্ত্বেও যিনি বিষয়-(ভোগে-) বিমুখ (সংযমী) ঋষিদের মধ্যে অগ্রগণ্য, যিনি আটটি[৩] মূর্তিতে নিখিল জগৎকে ধারণ করেও গর্বশূন্য সেই ঈশ্বর[৪] তোমাদের মনের তামসী[৫] বৃত্তিকে দূরে করুন, যাতে তোমরা সত্যের পথকে (পরিষ্কার) দেখতে পাও ॥ ১ ॥

(নান্দীশেষে)

সূত্রধার—(নেপথ্যগৃহের দিকে তাকিয়ে) মারিষ, এদিকে এসো।

(প্রবেশ করে)

পারিপার্শ্বিক—ভাব, এই যে এসেছি।

সূত্রধার—বিদ্বৎপরিষদ আমাকে বলেছেন আজকের বসন্তোৎসবে কালিদাসের রচনা 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের অনুষ্ঠান করতে হবে। সুতরাং সংগীত[৬] শুরু হোক।

পারিপার্শ্বিক—না, না। ভাস, কবিপুত্র, সৌমিল্ল এই এতসব নামী নামী (কবিদের) রচনাকে বাদ দিয়ে সেদিনের কবি কালিদাসের রচনায় পরিষদের এত আদর হল কেন?

সূত্রধার—এ কী! এ যে বিচারবুদ্ধিহীনের কথা। দেখো—পুরনো হয়েছে বলেই যে সব কাব্যই উৎকৃষ্ট তা নয়, আবার নতুন (লেখা) বলেই সে কবিকর্ম ফেলনা হয় না। সজ্জনেরা পরীক্ষা করেই দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নেন, যাদের বুদ্ধি নেই তারাই পরের ধারণা শুনে চলে ॥ ২ ॥

পারিপার্শ্বিক—আপনার মতই (চূড়ান্ত) প্রমাণ।

সূত্রধার—তাহলে তাড়াতাড়ি করো—

পরিষদের যে আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করেছি তাই পালন করতে চাইছি। যেমনটি রানীমা ধারিণীর সেবায় পটু এই পরিজনটি (করে চলেছে) ॥ ৩ ॥

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

প্রস্তাবনা সমাপ্ত

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী—রানীমা ধারিণী আজ্ঞা করেছেন আচার্য গণদাসকে জিগ্যেস করতে হবে—সদ্য আরম্ভ হয়েছে ছলিত-নাচের পাঠ, তাতে মালবিকা কেমন করছে।
(পরিক্রমা করছে)

(অলঙ্কার হাতে দ্বিতীয়া চেটীর প্রবেশ)

প্রথমা—(দ্বিতীয়াকে দেখে) সই কৌমুদিকা, বলি এত কিসের গভীর ব্যাপার যে পাশ কাটিয়ে গেলেও আমাকে দেখতেই পাচ্ছিস না!

দ্বিতীয়া—ওঃ বকুলাবলিকা যে! সই এই দেখ্, রানীমার স্যাকরার কাছ-থেকে-আনা সাপের শীলমোহর-করা এই আংটির কথা একমনে ভাবতে ভাবতে তোর গাল খেলুম!

বকুলাবলিকা—ঠিক জায়গাতেই তোর চোখ পড়েছে। আংটিটা থেকে আলো ঠিক্‌রে পড়ছে যেন (ফুলের) কেশর। আর মনে হচ্ছে তোর হাতের পাতায় যেন একটা ফুল ফুটে রয়েছে।

কৌমুদিকা—সই, কোথায় যাচ্ছিস?

বকুলাবলিকা রানীমার কথামতো আচার্য গণদাসকে জিগ্যেস করতে যাচ্ছি মালবিকা কেমন পাঠ নিচ্ছে।

কৌমুদিকা—সই, এই সব আয়োজন করে দূরে রাখা সত্ত্বেও (শুনতে পাচ্ছি) রাজামশাই নাকি তাকে দেখেই ফেলেছেন!

বকুলাবলিকা—হুঁ। ছবিতে রানীমার-পাশে-আঁকা তাকে দেখেছেন।

কৌমুদিকা—কী রকম রে?

বকুলাবলিকা—শোন্, রানীমা ছবিঘরে গিয়ে গুরুজীর সদ্যসদ্য-আঁকা, রঙ্-পর্যন্ত-শুকোয়নি এমন ছবিগুলো দেখছিলেন; এমন সময় রাজামশাই হাজির।

কৌমুদিকা—তারপর? তারপর?

বকুলাবলিকা তারপর ঠিকমতো সমাদর জানানোর পরে রানীমার সঙ্গে এক-আসনে বসে, ছবিতে রানীমার লোকজনের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে কাছাকাছি তাকে (মালবিকাকে) দেখে—রাজামশাই জিগ্যেস করলেন—

কৌমুদিকা—কী? কী?

বকুলাবলিকা—'মেয়েটি তো চমৎকার, রানীর পাশেই প্রায় আঁকা দেখছি! এর নাম কী?'

কৌমুদিকা—সুন্দর রূপেরই আদর হয়। তারপর? তারপর?

বকুলাবলিকা—তখন তাঁর কথায় কানই দিচ্ছেন না দেখে (মনে মনে) সন্দেহ নিয়ে রাজামশাই রানীমাকে বার বার জিগ্যেস করতে লাগলেন। তাতেও যখন রানীমা মুখ খুলছেন না তখন কুমারী বসুলক্ষ্মী বলে দিলেন—দাদাভাই[৭], এ হল মালবিকা।'

কৌমুদিকা—(মুচকি হেসে) ছেলেমানুষের মতোই কাজ। তারপরে কী বল্।

বকুলাবলিকা—কী আর। এখন মালবিকাকে বেশ করে রাজামশাই-এর নজর থেকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।

কৌমুদিকা—সই, যা তোর নিজের কাজ কর্। আমিও আংটিকাকে রানীমার কাছে নিয়ে যাই। (নিষ্ক্রান্ত)

বকুলাবলিকা—(চারিদিক ঘুরে দেখে নিয়ে) এই যে নাট্যাচার্য গণদাস (নাচ) গানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। যাই ও'র সামনে গিয়ে দেখা দিই।

(পরিক্রমা করছে)

(গণদাসের প্রবেশ)

গণদাস—একথা ঠিক যে সকলের কাছেই তার কুলবিদ্যা বড়ো আদরের জিনিস। আমাদের নাট্যবিদ্যার[৮] সম্পর্কে সেই গৌরবও মিথ্যে নয়। যেহেতু—

মুনি-ঋষিরা বলেন এ হল দেবতাদের চোখে দেখার মতো এক শান্ত[৯] যজ্ঞ, মহাদেব নিজের শরীরের মধ্যে পার্বতীর দেহ ধারণ করে তার দুটি বিভাগ (স্পষ্ট)[১০] করে দিয়েছেন, এতে তিন গুণ থেকে জন্ম নেয় যে-লৌকিক ক্রিয়াকলাপ[১১]

তাকে নানান্ রসে পৃষ্ট দেখা যায়, মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তবুও নৃত্যাভিনয়[১২] অনেক রকমে সকলকেই অনন্য আনন্দ যোগায় ॥ ৪ ॥

বকুলাবলিকা (কাছে গিয়ে) আর্য প্রণাম হই।

গণদাস—ভদ্রে, বেঁচে থাকো।

বকুলাবলিকা—আর্য, রানীমা জিগ্যেস করেছেন—পাঠ নিতে গিয়ে মালবিকা আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে না তো?

গণদাস—ভদ্রে, রানীকে জানাবে, সে খুবই মেধাবিনী, অত্যন্ত নিপুণও বটে। বেশি বলব কী—অভিনয়ের বিষয়ে যে যে ভঙ্গী আমি তাকে শেখাই, সেগুলোকেই আরো সুন্দর করে প্রকাশ করে সে যেন আমাকেই ফিরিয়ে শেখায় ॥ ৫ ॥

বকুলাবলিকা—(স্বগত) ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখছি। (প্রকাশ্যে) গুরুজন যাকে এমন প্রশংসা করছেন, আপনার সেই শিষ্যা ধন্য।

গণদাস—বাছা, এমন মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না, তাই জিগ্যেস করছি রানীমা তাকে কোথাথেকে এনেছেন?

বকুলাবলিকা—রানীমায়ের এক ছোটোজাতের[১৩] ভাই আছে, তার নাম বীরসেন। তাকে রাজামশাই নর্মদানদীর তীরে সীমানার দুর্গে (দেখাশোনা করতে) রেখেছেন। এই মেয়েটিকে শিল্পকলায় পটু দেখে সে দিদির কাছে উপহার পাঠিয়েছে।

গণদাস—(স্বগত) চেহারার জৌলুসেই (তার প্রতি) আমার বিশ্বাস জন্মেছে, আমার ধারণা এ কখনই সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়। (প্রকাশ্যে) বাছা, আমারও নিশ্চয়ই খুব নাম হবে। কারণ,

গুরুজীর শিল্পকলা যোগ্য পাত্রে পড়লে আরও বড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন মেঘ থেকে সমুদ্রের শুক্তিতে জল পড়ে তা মুক্তো হয়ে ওঠে ॥ ৬ ॥

বকুলাবলিকা—হ্যাঁ, আপনার শিষ্যা কোথায়?

গণদাস—এখুনি পঞ্চাঙ্গ[১] (নৃত্য-) অভিনয় শিখিয়ে আমি তাকে বিশ্রাম করতে বলাতে সে দীঘির দিকের জানলায় বসে খোলা হাওয়ায় একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

বকুলাবলিকা—তবে অনুমতি দিন গুরুজী, গুরুদেবের সন্তোষের কথা জানিয়ে তার উৎসাহ বাড়িয়ে দিই।

গণদাস—সইকে দেখে এসো। আমিও সময় পেয়েছি, একটু ঘরে যাই।

(দুজনে নিষ্ক্রান্ত)

মিশ্রবিষ্কম্ভক শেষ

(প্রবেশ করছেন রাজা, পরিজন দূরে দাঁড়িয়ে, পাশে বসে মন্ত্রী, হাতে একখানি চিঠি)

রাজা—(মন্ত্রী চিঠিটা পড়ে নেবার পর, তার দিকে তাকিয়ে) বাহতক, বিদর্ভের রাজা কী করতে চাইছে?

অমাত্য—মহারাজ, নিজেদের ধ্বংস।

রাজা—এখন কী খবর (পাঠিয়েছে) শুনি।

অমাত্য—এখন সে (চিঠির) উত্তরে লিখেছে[১৪]—মহামান্য আপনি আমাকে আদেশ করেছেন—'আপনার খুড়তুতো ভাই মাধবসেন বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আমার কাছে আসার সময়ে মাঝপথে আপনারই সীমানারক্ষীর হাতে আক্রান্ত হয়েছে

এবং (বর্তমানে) বন্দী রয়েছে। আমার সম্মানরক্ষার্থে আপনি তাকে স্ত্রী ও ভগিনীসহ মুক্তি দিন।' কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে রাজারা সকলেই তাদের অধীন ভূস্বামীদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং এই বিষয়ে মহামান্য আপনি নিরপেক্ষ থাকুন—এটাই বাঞ্ছিত। এর ভগিনী আবার বন্দী করার গোলমালের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়েছে। তাকে সন্ধান করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এখন যদি মহামান্য আপনি সত্যিই চান যে, আমি মাধবসেনকে মুক্তি দিই, তাহলে চুক্তি শুনুন—

'যদি মহামান্য আপনি আমার শ্যালক মৌর্য-সচিবকে মুক্তিদান করেন, তাহলে আমিও এই মুহূর্তে মাধবসেনকে মুক্ত করব' ॥ ৭ ॥

রাজা—(সরোষে) কী হল? মূর্খটা আমার সঙ্গে কাজের বদলে কাজ করতে চাইছে? বাহতক, বিদর্ভের রাজা স্বভাবতঃই আমার শত্রু এবং সব সময় অনিষ্ট করে। সুতরাং ওর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে হলে, আগেকার পরিকল্পনামতো তাকে সমূলে উপড়ে ফেলার জন্যে বীরসেনের নেতৃত্বে সেনা সাজাতে বলুন।

অমাত্য - মহারাজের যেমন আদেশ।

রাজা—অথবা, আপনার কী মত?

অমাত্য—(দণ্ডনীতির) শাস্ত্র মেনেই আপনি বলেছেন। কেননা—

যে-শত্রু অল্পদিন হল রাজপদ পেয়েছে, সে প্রজাদের মধ্যে তেমন মূলবিস্তার করতে পারেনি; অতএব তাকে সদ্য-পোঁতা আলগা গাছের মতোই খুব সহজেই উপড়ে ফেলা যায় ॥ ৮ ॥

রাজা—তন্ত্রকার ঠিক কথাই বলেছেন। একমাত্র এই কারণেই সেনাপতি উদ্যোগ নিন।

অমাত্য—ঠিক আছে। (নিষ্ক্রান্ত)

(পরিজনেরা যে যার কাজ নিয়ে রাজার সামনে থাকল)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—রাজামশাই হুকুম দিয়েছেন—'গৌতম, একটা উপায় বের করো যাতে ছবিতে হঠাৎ-দেখে-ফেলা মালবিকাকে সত্যি চোখে দেখতে পাই'। আমিও সেইমতো কাজ করেছি। যা হোক ওঁকে জানাই। (পরিক্রমা করছে)

রাজা—(বিদূষককে দেখে) এই যে অন্যকাজের মন্ত্রীও আমার কাছে এসে গিয়েছে।

বিদূষক— (কাছে গিয়ে) আপনার বৃদ্ধি হোক।

রাজা— (মাথা নেড়ে) এখানে বোসো।

(বিদূষক বসল)

রাজা—তোমার জ্ঞানদৃষ্টি লক্ষ্যবস্তু (হাতে পাওয়ার) উপায় দেখায় ব্যস্ত ছিল তো!

বিদূষক—উপায়ের সাফল্য জানতে চাও।

রাজা—মানে?

বিদূষক—(কানেকানে) এই রকম!

রাজা—বাঃ! বেশ বন্ধু, নিখুঁত কাজ করেছ। এবার কার্যসিদ্ধি অত্যন্ত কঠিন জেনেও এই আরম্ভে আমার বেশ আশা হচ্ছে। কেননা—

সহায় সাথী থাকলেই বাধা সত্ত্বেও লক্ষ্যবস্তুকে হাতের মুঠোয় আনা যায়; চোখ থাকলেও প্রদীপ ছাড়া অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না ॥ ৯ ॥

(নেপথ্যে)

ঢের হয়েছে, আর গর্বে কাজ নেই। মহারাজের সামনেই আমাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো বিচার হবে।

রাজা—(কান পেতে) বন্ধু, তোমার কুট-বুদ্ধির[১৫] গাছে ফুল ফুটেছে।

বিদূষক—শীগ্‌গির ফলও দেখতে পাবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—মহারাজ, অমাত্য জানাচ্ছেন—প্রভুর আদেশমতো কাজ হয়েছে। এ'রা হচ্ছেন হরদত্ত এবং গণদাস।

দুজনে অভিনয়বিদ্যার আচার্য, পরস্পরকে হারাতে চাইছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, ঠিক যেন দুটি ভাব শরীর নিয়ে দেখা দিয়েছে ॥ ১০ ॥

রাজা—তাদের নিয়ে এসো।

কঞ্চুকী মহারাজের যেমন আদেশ। (বেরিয়ে গিয়ে আবার তাদের দুজনকে নিয়ে প্রবেশ) এই দিকে এই দিকে আসুন আপনারা।

হরদত্ত—(রাজাকে তাকিয়ে দেখে) আহা দুর্লভ রাজমহিমা! কারণ,

ইনি একেবারে অপরিচিত নন, কাছে যাওয়া যাবে না এমনও মনে হচ্ছে না, তবুও এ'র পাশে যেতে একটু থমকাতে হচ্ছে, বিশাল সমুদ্রের[১৬] মতো আমার চোখে এ'কে প্রতিমুহূর্তে বারে বারেই নতুন মনে হচ্ছে ॥ ১১ ॥

গণদাস—মানুষের শরীরে এ কী বিপুল জ্যোতি! কারণ,

দেউড়িতে নিযুক্ত (রক্ষী) পুরুষ আমাকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিয়েছে, সিংহাসনের-কাছে-থাকা পরিজনের সঙ্গেই এগোচ্ছি; তবুও কোনো কথা না বলে তেজোরাশি দিয়ে আমার দৃষ্টিকে প্রতিহত করে (চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে ?) ইনি যেন আমাকে নিষেধই করছেন ॥ ১২ ॥

কঞ্চুকী—এই যে মহারাজ। আপনারা এগিয়ে যান।

দুজনে—(কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা—আপনাদের স্বাগত জানাই। (পরিজনদের দিকে তাকিয়ে) আপনাদের আসন।

(দুজনে পরিজনদের আনা দুটি আসনে বসলেন)

রাজা—কী ব্যাপার ? শিষ্যদের পাঠ দেবার সময়ে একই সঙ্গে দুজন আচার্য উপস্থিত!

গণদাস—মহারাজ, শুনুন তাহলে—আমি খুব বড়ো পণ্ডিতের কাছে অভিনয়বিদ্যা শিখেছি। এ-বিষয়ে আমি শিক্ষকতাও করছি, মহারাজ নিজে এবং রানীমা আমাকে নিয়োগ করেছেন।

রাজা—খুব ভালোমতোই জানি। তারপরে কী ?

গণদাস—সেই-আমাকে সব নামজাদা[১৭] লোকেদের সামনে ঐ হরদত্ত অপমান করে বলেছে—'ও আমার পায়ের ধুলোর যোগ্য নয়'!

হরদত্ত—মহারাজ, ওই আমাকে প্রথমে অপমান করেছে। বলেছে ওর আর আমার মধ্যে তফাৎ হল সমুদ্দুর আর ডোবার মধ্যেকার তফাৎ। তাই বলি, আপনিই ওকে এবং আমাকে বিদ্যায় এবং প্রয়োগে বিচার করে দিন। মহারাজ নিজেই আমাদের বিশেষজ্ঞ এবং বিচারক (হবেন)।

বিদূষক—ঠিক প্রস্তাব!

গণদাস—চমৎকার কথা। মহারাজ মন দিয়ে শুনবেন।

রাজা—একটু দাঁড়ান। মহারানী একে পক্ষপাত মনে করতে পারেন। সুতরাং পণ্ডিত-কৌশিকীর সঙ্গে তিনি থাকবেন, তাঁর সামনেই বিচার হবে।

বিদূষক—আপনি ঠিক বলেছেন।

দুজন আচার্য—মহারাজের যেমন ইচ্ছে।

রাজা—মৌদ্গল্য, এই প্রস্তাব জানিয়ে পণ্ডিতকৌশিকীর সঙ্গে রানীকে ডেকে আনো।

কঞ্চুকী—মহারাজ যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রমণ করে, পরিব্রাজিকাসহ রানীকে নিয়ে প্রবেশ) এই দিকে এই দিকে দেবী।

দেবী—(পরিব্রাজিকার দিকে তাকিয়ে) দেবী, হরদত্ত আর গণদাসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপনার কী মনে হয় ?

পরিব্রাজিকা – তোমার পক্ষের লোক হেরে যাবে এমন ভয় কোরো না। প্রতিপক্ষের কাছে গণদাস কোনো অংশে কম নয়।

দেবী – তা হলেও রাজার অনুগ্রহ তাকে প্রাধান্য দেবে।

পরিব্রাজিকা—তুমিও তো রানী, সে কথাটাও ভেবে দেখো। দেখো—

সূর্যের দাক্ষিণ্যে আগুন খুব বেশি জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। রাত্রির দাক্ষিণ্যে চাঁদও তার মহিমা পায়[১৮] ॥ ১৩ ॥

বিদূষক—দেখো দেখো। পণ্ডিতকৌশিকীকে সামনে নিয়ে দেবী ধারিণী এসে গিয়েছেন।

রাজা—এঁকে দেখছি। যে কিনা—

সন্ন্যাসিনী কৌশিকীর সঙ্গে থেকে মাঙ্গলিক অলংকারে ভূষিত, দেখাচ্ছে যেন অধ্যাত্মবিদ্যার সঙ্গে সশরীরে ত্রয়ীবিদ্যা ॥ ১৪ ॥

পরিব্রাজিকা—(কাছে এসে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা—ভগবতী, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

পরিব্রাজিকা—আপনি একশ বছর ধরে ধারিণী এবং ধরণীকে (ভূতধারিণী—যে সমস্ত প্রাণীকে ধরে আছে, বাঁচিয়ে রেখেছে) পালন করুন—ধারিণীর পুত্র মহাবলশালী (মহাসার-প্রসব), এ পৃথিবী প্রচুর বৃষ্টিতে শস্যশ্যামলা (মহা-আসার-প্রসব), এবং দুজনেই ক্ষমাগুণে সমান (সর্বংসহা !) ॥ ১৫ ॥

ধারিণী—আর্যপুত্রের জয় হোক।

রাজা—দেবীকে স্বাগত। (পরিব্রাজিকার দিকে ফিরে) দেবী, আসন গ্রহণ করুন।

(সকলে যথাস্থানে উপবেশন করলেন)

রাজা—ভগবতী, এখানে হরদত্ত আর গণদাসের মধ্যে বিদ্যে-বুদ্ধির ঝগড়া হয়েছে। তাই এখন আপনাকে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে হবে।

পরিব্রাজিকা—(মৃদু হেসে) ঠাট্টা করবেন না। শহর থাকতে কিনা গাঁয়ে এসে রত্ন পরীক্ষা করা ?

রাজা—না না, এমন বলবেন না ! আপনি পণ্ডিতকৌশিকী। আমি এবং রানী—আমাদের দুজনেরই ওদের প্রতি পক্ষপাত আছে।

আচার্যদ্বয়—মহারাজ ঠিক বলেছেন। আপনি মধ্যস্থ হয়ে আমাদের দোষগুণ ঠিক ঠিক পরীক্ষা করতে পারবেন।

রাজা—তাহলে তর্ক শুরু হোক।

পরিব্রাজিকা – মহারাজ নাট্যশাস্ত্রের প্রয়োগই (অভিনয়, নৃত্য) হল আসল। কথায় কাজ কী? রানীই বা কী মনে করেন?

দেবী—যদি আমাকে জিগ্যেস করছেন, (তাহলে বলি) এদের এই ঝগড়াই আমার ভালো লাগছে না।

গণদাস—দেবী, সমান-বিদ্যার একজনের কাছে আমি হেরে যাব এমনটা ভাববেন না।

বিদূষক—দেবী, ভেড়ার লড়াই দেখা যাক্ না! শুধু শুধু মাইনে দেওয়া কেন?

দেবী—ঝগড়াটে কোথাকার!

বিদূষক—না না। দুটো মাতাল হাতি ঝগড়া করতে থাকলে তাদের একটা গো-হারা না-হারা-পর্যন্ত শান্তি কোথায়?

রাজা—মনে হয়, দুজনেরই সুন্দর শরীরের ভঙ্গিমা দিয়ে (নৃত্য-) অভিনয় দেবী দেখেছেন।

পরিব্রাজিকা—হ্যাঁ।

রাজা—তাহলে এর পরে এরা কী প্রমাণ দেবে?

পরিব্রাজিকা—তাই বলতে চাইছি।

কারো শিক্ষা সঙ্গতভাবে (অথবা সুন্দরভাবে) তার নিজের (জ্ঞানের) মধ্যেই থাকে, কারো বা অন্যের মধ্যে তাকে ছাড়িয়ে দেবার বিশেষ ক্ষমতা থাকে; যিনি দুটিকেই সুষ্ঠুভাবে করেন তিনিই শিক্ষকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হবেন॥ ১৬॥

বিদূষক—আচার্যেরা দেবীর কথা শুনলেন। তার সারমর্ম হল গিয়ে শিক্ষার প্রয়োগ দেখে বিচার হবে, এই।

হরদত্ত—আমাদের খুব মত আছে।

গণদাস—দেবী, এই রকমই থাক।

দেবী—যদি আবার বোকা-বুদ্ধির শিষ্যা শিক্ষাকে খাটো করে দেয় তাহলে তো আচার্যের দোষ!

রাজা—দেবী, হ্যাঁ তা হবে। অপদার্থকে (শিষ্য হিসেবে) গ্রহণ করাটাই তো শিক্ষকের কম-বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

দেবী—(স্বগত) এখন কী হবে? (গণদাসের দিকে তাকিয়ে জনান্তিকে) আর্যপুত্রের উত্তেজনার খোরাক এই ইচ্ছে-পূরণ করে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) এই অনর্থক চেষ্টা থামান।

বিদূষক – রানীমা ঠিকই বলেছেন। ওহে গণদাস, গানের ছল করে সরস্বতী-ঠাকুরুণকে দেওয়া মিষ্টিগুলো তো তুমিই খাও (তোমারই পেটে যায়!); হারবে তো নিশ্চয়ই, ঝগড়ায় কাজ কী?

গণদাস—সত্যি রানীর কথার এই মানেই হয়। এখনকার উপযোগী এই-কথাটা শোনো তাহলে—

যে 'প্রতিষ্ঠা তো পেয়েই গিয়েছি' এই ভেবে তর্কে যেতে চায় না, অন্যে নিন্দে করতে থাকলেও তা সহ্য করে যায়, যার বিদ্যা শুধুমাত্র জীবিকার জন্যে তোলা থাকে তাকে (পন্ডিতেরা) জ্ঞান-পণ্যের বণিক্ বলেন॥ ১৭॥

দেবী—আপনার শিষ্যার বেশি দিন হয় নি। পাঠ দেওয়া শেষ হবার আগেই তাকে

প্রকাশ করে দেওয়া ঠিক নয়।

গণদাস—সেই জন্যেই আমার আগ্রহ।

দেবী—তাহলে দুজনেই ভগবতীর কাছে পাঠ দেখান।

পরিব্রাজিকা—দেবী, এটা উচিত নয়। যিনি সব জানেন তারও একার সিদ্ধান্তে দোষ থাকবে।

দেবী—(স্বগত) মূর্খ, জেগে থাকলেও তুমি কি আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইছ?

(রাগে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন)

(রাজা তা' পরিব্রাজিকাকে দেখালেন)

পরিব্রাজিকা—ওগো চন্দ্রমুখী,[১৯] অকারণে কেন রাজামশাই-এর দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? (স্বামীগৃহে) প্রভাব থাকলেও স্ত্রীরা সঙ্গত কারণ থাকলে তবেই স্বামীর উপরে রাগ করে ॥ ১৮ ॥

বিদূষক—আহা কারণ আছে বৈ কি? নিজের পক্ষকে রক্ষে করতে হবে তো! (গণদাসের দিকে তাকিয়ে) ভাগ্যে রানীমার রাগের ছলে রক্ষে পেলেন। খুব বিদ্যে-শিক্ষে করলেও সকলে অন্যকে পাঠ দিতে পটু হয় না।

গণদাস—দেবী, শুনুন, এইভাবেই লোকে এটাকে দেখছে। সুতরাং এখন—

বিতর্কে নিজের প্রয়োগনৈপুণ্য দেখাতে চাইছি আমি, আপনি যদি আমাকে অনুমতি না দেন তাহলে বুঝব আপনি আমায় ত্যাগ করেছেন ॥ ১৯ ॥

(আসন ছেড়ে উঠছেন)

দেবী—(স্বগত) কোথায় যাই? (প্রকাশ্যে) শিষ্যের উপরে আচার্যের জোর খাটে।

গণদাস—অস্থানে এতক্ষণ ভয় পাচ্ছিলাম। (রাজার দিকে ফিরে) দেবী তো অনুমতি দিলেন। তাহলে মহারাজ আদেশ করুন—অভিনয়ের কোন্ বিষয়ে উপদেশ দেখাব?

রাজা—ভগবতী যা আদেশ দেবেন।

পরিব্রাজিকা—রানীর মনে কী যেন আছে। তাই ভাবছি…।

দেবী—খুলে বলুন। আমার পরিজনের উপরে আমার জোর আছে।

রাজা—আমার উপরেও, (জোর আছে) সেটাও বলো!

দেবী—ভগবতী, এখন বলুন।

পরিব্রাজিকা—মহারাজ, চতুষ্পদের[২০] চলিত (নৃত্য-) অভিনয় খুব কঠিন বলা হয়। সেই একই বিষয়ে দুজনের শিক্ষা দেখব। তা-থেকেই দুজনের শেখানোর তফাৎ বোঝা যাবে।

আচার্যদ্বয়—ভগবতীর যেমন আদেশ।

বিদূষক—তবে দুজনেই প্রেক্ষাগৃহে সংগীতের আয়োজন করে রাজামশাই-এর কাছে দূত পাঠান। অথবা মৃদঙ্গের আওয়াজ শুনে আমরা উঠব।

হরদত্ত—বেশ। (উঠে পড়ল)

(গণদাস রানীকে দেখছে)

দেবী—(গণদাসের দিকে তাকিয়ে) জয়ী হোন। আমি সত্যি সত্যি আপনার জয়ের পথে বাধা নই।

(দুজনের প্রস্থান)

পরিব্রাজিকা—আচার্য, এইদিকে।
উভয়ে—(ঘুরে নিয়ে) এই যে আমরা।
পরিব্রাজিকা—বিচারকের অধিকার নিয়ে বলছি, সমস্ত অঙ্গের সুন্দর ভঙ্গীর প্রকাশের জন্যে সামান্য প্রসাধন করে শিষ্যা-দুজনকে আনবেন।
উভয়ে—সে আর আমাদের শেখাতে হবে না! (নিষ্ক্রান্ত)
দেবী—(রাজার দিকে তাকিয়ে) যদি রাজকার্য চালানোর ব্যাপারেও আর্যপুত্র এমনই নিখুঁত হন তাহলে চমৎকার হয়।
রাজা—এটা অন্যভাবে নিও না। তুমি বুদ্ধিমতী, আমার চেষ্টায় এটা ঘটছে না! সমান সমান বিদ্যার মানুষ প্রায়ই একে অন্যের নামযশে ঈর্ষা করে॥ ২০॥

(নেপথ্যে মৃদঙ্গশব্দ। সকলে কান পেতে)

পরিব্রাজিকা—ওঃ! সংগীত শুরু হল। কারণ এই—
মধ্যমতানে বাঁধা, ময়ূরদের প্রিয় 'মায়ূরী'[২১] মৃদঙ্গধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মন মাতিয়ে তুলছে। ময়ূরেরা এই আওয়াজকে মেঘের গর্জ্জন মনে ভেবে ঘাড় উঁচু করে পাল্টা সুর তোলে॥ ২১॥
রাজা—দেবী, সভাগৃহে যাই।
দেবী—(স্বগত) ইস্ আর্যপুত্রের এত অধীরতা! (সকলে উঠলেন)।
বিদূষক—(আড়ালে) ওহে ধীরে চলো। রানী ধারিণী যেন কিছু সন্দেহ না করেন।
রাজা—ধৈর্য ধরেছি, তবুও মুরজধ্বনি আমাকে ব্যস্ত করে ফেলছে; এ শব্দ যেন সাফল্যের-পথে-নামতে-থাকা আমারই মনস্কামনার পদধ্বনি!॥ ২২॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত॥

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × ×

[সংগীতরচনাশেষে প্রবেশ করছেন বয়স্য-সহ আসনস্থ রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা, যার যার পদ অনুযায়ী পরিজনবর্গ]

রাজা—ভগবতী, উপস্থিত দুই আচার্যের মধ্যে কার শিক্ষা আমরা প্রথম দেখব?
পরিব্রাজিকা—বিদ্যাজ্ঞানে দুজনেই সমান হলেও বয়সে বড়ো হওয়ার জন্যে গণদাসেরই প্রথম অধিকার।
রাজা—তাহলে মৌদগল্য, আচার্য-দুজনকে এই কথা জানিয়ে তুমি নিজের কাজ করো।
কঞ্চুকী—মহারাজ যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

(গণদাসের প্রবেশ)

গণদাস—মহারাজ, শর্মিষ্ঠার কাব্যকৃতির চারটি অংশ (চতুষ্পদা)[১] এবং তা মধ্যলয়ে বাঁধা। তারই চতুর্থ অংশের নৃত্যে-প্রয়োগে আপনি আপনি মন দিন।
রাজা—আচার্যকে সম্মান দেখিয়ে আমি মনোনিবেশ করছি।

(গণদাস নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—(জনান্তিকে) বন্ধু,

নেপথ্যে-থাকা তাকে দেখার ভীষণ আগ্রহে আমার চোখ যেন অস্থির হয়ে পর্দাটাকেই উঠিয়ে দিতে চাইছে ॥ ১ ॥

বিদূষক—(আড়ালে) ওহে তোমরে নয়নমধু মৌমাছিসহ উপস্থিত। সুতরাং বাড়াবাড়ি না করে এখন দেখো।

(মালবিকার প্রবেশ—আচার্য তার প্রত্যেক অঙ্গের মুদ্রা খুঁটিয়ে দেখছেন)

বিদূষক—(জনান্তিকে) তুমি দেখো। ছবির চেয়ে এর সৌন্দর্য একটুও কম নয়।

রাজা—(জনান্তিকে) বয়স্য,

ছবিতে দেখে এর রূপলাবণ্য-বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল; এখন মনে হচ্ছে, যে তার ছবি এঁকেছে সে মন দিয়ে আঁকতে পারে নি ॥ ২ ॥

গণদাস—বাছা, ভয় কোরো না, স্বাভাবিক হও।

রাজা—(স্বগত) আহা অঙ্গে অঙ্গে অনিন্দ্য রূপ। দেখছি—

চোখ (জোড়া) টানা টানা, মুখখানি শরৎকালের চাঁদ, কাঁধ থেকে নেমে এসেছে দুটি বাহু, ঘন উন্নত স্তনযুগলে বক্ষোদেশে স্থানাভাব, দুপাশ যেন মাজাঘষা (পালিশ করা), মাঝখানটি হাতের মুঠোর ধরা যায় (বুঝি), জঘন প্রশস্ত নিতম্বযুক্ত, জোড়া-পায়ে বাঁকা আঙুলগুলো, নৃত্যগুরুর মনের পছন্দ মতো করেই যেন এর শরীরটি বাঁধা ॥ ৩ ॥

মালবিকা—(উপগান করে চতুষ্পদার বিষয় গাইছে)

প্রিয়জন দুর্লভ, তাই হে আমার মন, সে-বিষয়ে কোনো আশা রেখো না; আহা! আমার বাঁ-চোখের প্রান্তে এ কিসের কাঁপন? বহুদিন পরে এঁর দেখা পেয়েছি, কেমন করে এগিয়ে যাব? প্রিয় আমার, আমি পরাধীন, তবু জেনো, আমি তোমাকেই চাই ॥ ৪ ॥

(তারপরে নানা রস অনুসারে নৃত্যে অভিনয়)

বিদূষক—(জনান্তিকে) ওহে চতুষ্পদার বিষয়কে মাধ্যম করে এ তো তোমার কাছেই আত্মনিবেদন করছে।

রাজা—(জনান্তিকে) বন্ধু, আমার মনের অবস্থাও একই রকম। ও সত্যি সত্যি

'ওগো এই মানুষটা তোমায় ভালোবেসেছে' এই কলিটি গাইবার সময়ে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে অভিনয় করতে গিয়ে আমার সঙ্গেই বিনীত প্রার্থনার ঢঙে কথা বলেছে—ধারিণী কাছেই থাকায় ভালোবাসাকে প্রকাশ করার আর পথ ছিল না যে! ॥ ৫ ॥

(গান শেষ করে মালবিকা নিষ্ক্রমণে উদ্যত)

বিদূষক—দেবী দাঁড়ান। একটি বিশেষ কাজ যেন আপনি ভুলেছেন। সে-বিষয়ে জিগ্যেস করি।

গণদাস—বাছা দাঁড়াও। তোমার শিক্ষার সুফল শুনে যাবে।

(মালবিকা ফিরে দাঁড়াল)

রাজা—(স্বগত) আহা! সব ভঙ্গীতেই লাবণ্য শোভা দেয়। যেমন—

ওর শরীরের উর্ধ্বাংশ সোজা রেখে দাঁড়ানো ভঙ্গী যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল—মণিবন্ধে বলয় স্থির হয়ে আছে, বাঁ-হাতটি নিতম্বে রাখা, ডান-হাতটি

আলুগা এলিয়ে শ্যামা-লতার মতো, চোখের দৃষ্টি নামানো মেঝের দিকে যেখানে তারই বুড়ো-আঙুলের ঘষায় ফুলের রাশি পিষে গিয়েছে ॥ ৬ ॥

দেবী—আচ্ছা গৌতমের কথাও কি আর্যপুত্রের মনে ধরছে ?

গণদাস—দেবী, এমন ভাববেন না, প্রভুর সঙ্গে থেকে থেকে গৌতমেরও সূক্ষ্মদৃষ্টি জন্মাতে পারে !

বিদ্বান্ মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে বোকাসোকা লোকও আর বোকা থাকে না ; পাঁক পরিষ্কারের ফলেরই সংযোগে যেমন নোংরা জল (পরিষ্কার হয়) ॥ ৭ ॥

বিদূষক—(গণদাসের দিকে তাকিয়ে) বিচারককে জিগ্যেস করো তাহলে। তারপরে আমি যে-কাজের ভুল লক্ষ্য করেছি তা বলব।

গণদাস—ভগবতী, যেমন দেখলেন, বলুন। ভালো না খারাপ ?

পরিব্রাজিকা—যেমন দেখলাম সবটাই চমৎকার। কেননা—

শরীরের অভিনয়ে এবং প্রকাশভঙ্গীতে (গানের) অর্থ সুন্দর স্পষ্ট হয়েছে ; প্রতিটি পদক্ষেপ লয়-অনুসারে হয়েছে, রস যেন (তার সঙ্গে) একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, হাতের মুদ্রা ছিল সুকুমার ; আর পরের পর একটি ভাবকে সরিয়ে অন্যভাব ক্রমশঃই স্থান করে নিচ্ছিল, যদিও মূল ভাবরস ছিল সেই একই ॥ ৮ ॥

গণদাস—রাজা কীরকম ভাবছেন ?

রাজা—গণদাস, আমার নিজের পক্ষের (লোকের জন্যে) গর্ব কমে গিয়েছে।

গণদাস—আজ আমি সত্যি নৃত্যাচার্য।

বিজ্ঞজনে শিক্ষকের সেই উপদেশকেই শুদ্ধ বলেন, যা আগুনে-দেওয়া (খাঁটি) সোনার মতোই বিদ্বৎসমাজে পড়ে কালো হয় না ॥ ৯ ॥

দেবী—কী ভাগ্য যে আপনি পরীক্ষকের প্রশংসা পাচ্ছেন !

গণদাস—দেবীর অনুগ্রহই আমার সমৃদ্ধির কারণ। (বিদূষকের দিকে তাকিয়ে) গৌতম, আপনি কী মনে করছিলেন, এখন বলুন।

বিদূষক—প্রথম-শিক্ষা দেখানোর সময়ে আগেই ব্রাহ্মণের পুজো করা উচিত। সেটা আপনারা ভুলেছেন।

পরিব্রাজিকা—আহা রে নাট্যনিপুণ বিচারক !

(সকলের অট্টহাসি, মালবিকাও মৃদু হাসল)

রাজা (স্বগত)—আমার চোখ লক্ষ্যবস্তুর সার গ্রহণ করেছে। কেননা সে—

আয়তাক্ষীর হাসিমুখ দেখেছে, সামান্য দাঁত দেখা যাওয়ায় তা' আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল—যেন একটি সদ্যফোটা পদ্মফুল, যার কেসরগুলো এখনও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না ॥ ১০ ॥

গণদাস—মহাব্রাহ্মণ, নেপথ্যগৃহের এটা প্রথম সঙ্গীত নয়। অন্যথা কেনই বা আপনার মতো পূজনীয় ব্যক্তির পুজো করব না ?

বিদূষক—আমি সত্যিই বোকা চাতকপাখির মতো শুকনো মেঘের আকাশে জল খেতে চেয়েছি।

পরিব্রাজিকা—তাই হয়েছে।

বিদূষক—তাহলে সত্যি, পণ্ডিতের সন্তোষেই মূর্খেরা বিশ্বাস করে। ইনি যেহেতু ভালো বলেছেন, সুতরাং আমি এঁকে এই পুরস্কার দিচ্ছি। (এই বলে রাজার

হাতের বালা ধরে টানল)

দেবী—দাঁড়াও। অন্যজনের গুণের কথা না জেনেই তুমি কেন অলঙ্কার দিচ্ছ ?

বিদূষক—যেহেতু সেটি অন্যের !

দেবী—(আচার্যের দিকে তাকিয়ে) আর্য গণদাস, আপনার শিষ্যার পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে।

গণদাস—বৎসে, এসো আমরা এখন যাই।

(আচার্যের সঙ্গে মালবিকা নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—(রাজার দিকে তাকিয়ে জনান্তিকে) তোমার সেবায় আমার এই পর্যন্ত বুদ্ধির দৌড়।

রাজা—(জনান্তিকে) তার এই চলে যাওয়া আমার দুটি চোখের সৌভাগ্যের অন্ত-স্বরূপ, হৃদয়ের মহোৎসবের অবসানস্বরূপ, আমার আনন্দের দ্বার যেন রুদ্ধ হল ॥ ১১ ॥

বিদূষক—(জনান্তিকে) বেশ, তুমি দেখছি দরিদ্র রোগীর মতো চাইছ যে, বদ্যিমশাই ওষুধও সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

(হরদত্তের প্রবেশ)

হরদত্ত—প্রভু, এখন আমার প্রয়োগবিদ্যা দেখার জন্যে অনুগ্রহ করুন।

রাজা—(স্বগত) দেখার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। (দাক্ষিণ্য সহকারে প্রকাশ্যে) হরদত্ত আমরা তো উৎসুক হয়েই আছি।

হরদত্ত—অনুগৃহীত হলাম।

(নেপথ্যে)

বেতালিক—প্রভুর জয় হোক। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। আর—

দীঘির পদ্মপাতার ছায়াতে হাঁসেরা চোখ বুজে বসে আছে, পারাবতেরা অতিরিক্ত উত্তাপে পরিচিত ঢালু ছাত ছেড়ে সৌধ আশ্রয় করেছে, উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দু পান করার জন্যে ময়ূর ধারাযন্ত্রে গিয়ে বসেছে, সকল নৃপগুণে দীপ্ত আপনারই মতো সূর্য সমস্ত সবল কিরণসমূহে প্রদীপ্ত ॥ ১২ ॥

বিদূষক—আহা ! আহা ! ব্রাহ্মণের খাবার সময় হয়েছে। আপনারও। উচিত-সময় পার হয়ে গেলে চিকিৎসকেরা দোষ ধরেন। হরদত্ত, আপনি এখন কী বলেন ?

হরদত্ত—এখানে আমার আর বলার কিছু নেই।

রাজা—(হরদত্তকে দেখে) তাহলে আপনার শিক্ষা আমরা আগামীকাল দেখব। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।

হরদত্ত—প্রভুর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

দেবী—আর্যপুত্র স্নানবিধি সম্পন্ন করুন।

বিদূষক—দেবী, তাড়াতাড়ি পানভোজনের ব্যবস্থা করুন।

পরিব্রাজিকা—(উঠে দাঁড়িয়ে) আপনার স্বস্তি হোক। (পরিজনসহ দেবীর সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—ওহে শুধু রূপে নয়, শিল্পগুণেও মালবিকা অদ্বিতীয়া।

রাজা—অকৃত্রিম সুন্দরী তাকে ললিতকলার সঙ্গে যুক্ত করে বিধাতা কামদেবের একটি বিষযুক্ত বাণ সৃষ্টি করেছেন ॥ ১৩ ॥

আরো কী বলব ? আমার কথা তোমার ভাবা উচিত।

বিদূষক—তোমারও উচিত আমার কথা ভাবা। দোকানের চুল্লীর মতো আমার পেট

রাজা—এরকম ভাবেই তুমি বন্ধুর কাজে তাড়া করবে।

বিদূষক—তোমার কথা বুঝেছি। কিন্তু, মেঘমালায়-আচ্ছন্ন জ্যোৎস্নার মতো তাঁর (মালবিকার) দেখা পাওয়া যে পরের অধীন। তুমিও তো কষাইখানার পাখির মতো মাংসলোভী অথচ ভীরু। সুতরাং আমার ইচ্ছে তুমি ধৈর্য না হারিয়ে কার্যসিদ্ধির জন্যে চেষ্টা করো।

রাজা—বন্ধু, ধৈর্য ধরি কীভাবে ?

অন্তঃপুরের অন্য সব রমণীর বিষয়ে আমার হৃদয় নিঃস্পৃহ, সেই সুনয়নাই এখন আমার সমস্ত প্রেমের একমাত্র লক্ষ্য ॥ ১৪ ॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(পরিব্রাজিকার পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা—দেবী আদেশ করেছেন, উপহার দেবার জন্যে 'বীজপূরক' নিয়ে এসো। তাহলে যাই প্রমদবনের রক্ষিণী মধুকরিকাকে খুঁজে দেখি! (পরিক্রমা করে দেখে) এই যে তপনীয়-অশোকতরুর দিকে চেয়ে আছে মধুকরিকা। যা হোক ওর কাছে যাই।

(উদ্যানপালিকার প্রবেশ)

প্রথমা—(এগিয়ে এসে) মধুকরিকা, তোর বাগানের খবর ভালো তো ?

দ্বিতীয়া—আহা সমাভৃতিকা ! সখী, তোকে স্বাগত জানাই।

সমাভৃতিকা—সখী, দেবী আদেশ করেছেন—আমাদের মতো মানুষের শুধু হাতে দেবীকে (রানীমাকে) দর্শন করা উচিত নয়। সুতরাং 'বীজপূরক' দিয়ে (তাঁর) সেবা করতে চাই।

মধুকরিকা—বীজপূরক তো সামনেই রয়েছে। এবারে বল্, পরস্পর রেষারেষি-করা দুই নাট্যাচার্যের প্রয়োগ দেখে দেবী কাকে প্রশংসা করলেন ?

সমাভৃতিকা—দুজনেই তো পণ্ডিত এবং প্রয়োগে নিপুণ। কিন্তু শিষ্যার গুণগরিমায় গণদাস বেশি গুণী।

মধুকরিকা—আর মালবিকাকে নিয়ে কী যেন কানাঘুষা চলছে ?

সমাভৃতিকা—তার প্রতি রাজার জোর দৃষ্টি পড়েছে। শুধু রানীমা ধারিণীর কথা ভেবে তিনি নিজের প্রভুত্ব দেখাচ্ছেন না। এই কদিনে মালবিকাও একবার-গলায়-পরে-খুলে-রাখা মালতীমালার মতো ম্লান হয়ে পড়ছে। তারপরে আর কিছু জানি না। এবারে যেতে দে।

মধুকরিকা—এই শাখাতে ঝুলে-থাকা বীজপূরকটি নে।

সমাভৃতিকা (নেবার অভিনয় করে) সখী, তুইও সাধুজনকে সেবা করার আরও মূল্যবান ফল লাভ করবি।

মধুকরিকা—সখী, একসঙ্গেই যাই। আমিও এই তপনীয়-অশোকতরুর দোহদের[২] কথা রানীমাকে জানাই, এর ফুল ফুটতে দেরী হচ্ছে।

সমাভৃতিকা—ঠিক কথা। এতো তোর করণীয়।

(দুজনে নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশক সমাপ্ত

(কামাতুর অবস্থায় রাজা এবং বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা—(নিজেকে দেখে)—

দয়িতার আলিঙ্গনসুখের অভাবে শরীর ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে, ক্ষণেকের জন্যেও তাকে দেখা যাচ্ছে না বলে চোখে জল ভরে আসতে পারে; কিন্তু হে আমার হৃদয়, তুমি তো সেই মৃগনয়নার থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হওনি। চিরপ্রাপ্তকে লাভ করা সত্ত্বেও তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছ? ॥ ১ ॥

বিদূষক—তুমি ধৈর্য হারিয়ে এভাবে বিলাপ কোরো না। আমি দেবী মালবিকার প্রিয়সখী বকুলাবলিকার দেখা পেয়েছি। তোমার নির্দেশও তাকে শুনিয়েছি।

রাজা—তাতে কী বলেছে সে?

বিদূষক—'রাজাকে বলবেন, তাঁর এই নিয়োগ পেয়ে আমি অনুগৃহীত কিন্তু বেচারী মালবিকাকে রানীমা কড়া পাহারায় রেখেছেন, আগুলে-রাখা সাপের মণির মতো তাকে পাওয়া সহজ হবে না। তবুও আমি তা করব'।

রাজা—দেব! মনসিজ! প্রতিকূল-বিষয়ে আকৃষ্ট করে এই মানুষটাকে কেন এমন পীড়া দিচ্ছ যে, সে কালবিলম্ব সহ্য করতে পারছে না? (সবিস্ময়ে)—

কোথায় চিত্ত-উন্মথিত করা এই বেদনা আর কোথায় তোমার (অতি) বিশ্বাসযোগ্য (কুসুমময়) আয়ুধ! মৃদু বস্তু যে অধিক তীক্ষ্ণ, হে মন্মথ, তার প্রমাণ তোমার মধ্যেই পাওয়া যায় ॥ ২ ॥

বিদূষক—বলছি তো তাকে পেতে গেলে যা করার তা করেছি। সুতরাং একটু শান্ত হও।

রাজা—এখন উচিত কাজে-বিমুখ এই মন নিয়ে আমি দিনশেষের সময় কোথায় কাটাব?

বিদূষক—শোনো, বসন্তের প্রথম প্রকাশ রক্তাশোক-ফুলের উপহার পাঠিয়ে নতুন বসন্তোৎসবের ছলে ইরাবতী নিপুণিকার মুখে তোমাকে প্রার্থনা জানিয়েছেন—আর্যপুত্রের সঙ্গে দোলারোহণ করতে চাই। তুমিও তাঁকে কথা দিয়েছ। সুতরাং প্রমদবনেই যাই চলো।

রাজা—তা হয় না।

বিদূষক—কেন?

রাজা—বন্ধু, মেয়েরা স্বভাবতঃ চতুর। আমাকে অন্তরঙ্গভাবে দেখেও কি তোমার সখী লক্ষ্য করবেন না যে আমি মনে মনে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট? তাই দেখছি—তাঁর অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করাই বরং উচিত হবে, প্রত্যাখ্যানের কারণও তো অনেক আছে। মনস্বিনী নারীদের সঙ্গে—আগের চেয়ে অধিক যত্নের অথচ

প্রেমশূন্য এমন ভদ্রতা করা উচিত নয় ॥ ৩ ॥

বিদূষক—অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত তোমার সৌজন্যকে হঠাৎ মুছে ফেলা ঠিক হবে না।

রাজা—(চিন্তা করে) তবে প্রমদবনের পথ দেখাও।

বিদূষক—এদিকে এদিকে প্রভু। (উভয়ের পরিক্রমা)

বিদূষক—বাতাসে কম্পিত এই পল্লব-অঙ্গুলি নিয়ে বসন্ত যেন তোমাকে তাড়া দিচ্ছে, 'প্রমদবনে প্রবেশ করো'।

রাজা—(স্পর্শসুখের অভিনয় করে) বসন্ত সত্যি উদার। বন্ধু দেখো—

আমত্ত কোকিলের শ্রুতিমধুর কূজনে সে যেন আমার মদনব্যথা কতটা সহনীয় তা সদয়ভাবে জিগ্যেস করছে ; আম্রমুকুলের গন্ধে সুরভিত দক্ষিণা বাতাস আমাকে কোমলভাবে স্পর্শ করছে, যেন বসন্ত নিজেই তার কোমল করতল বুলিয়ে দিচ্ছে ॥ ৪ ॥

বিদূষক—শান্ত হবার জন্যে প্রবেশ করো। (উভয়ের প্রবেশ)

বিদূষক—বয়স্য, মন দিয়ে দেখো। এ যেন তোমাকে মুগ্ধ করার জন্যে বসন্তলক্ষ্মী যুবতীদের সাজসজ্জাকেও হার মানিয়ে এই বসন্তকালের ফুলের-সাজ পরেছে।

রাজা—সত্যি অবাক হয়ে দেখছি।

রক্তাশোকের শোভা বিম্বাধরের রক্তিমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, কুরবকের শ্যামল এবং শ্বেত অরুণিমা মুখের প্রসাধনকে হার মানিয়েছে, কাজলকালো ভ্রমরশ্রেণী-শোভিত তিলকফুলগুলি (সুন্দরীদের মুখের) তিলকক্রিয়াকে অতিক্রম করেছে, বসন্তশ্রী রমণীদের মুখের প্রসাধনকলাকে অবজ্ঞাভরে হারিয়ে দিয়েছে ॥ ৫ ॥

(উভয়ে উদ্যানশোভা নিরীক্ষণ করছেন)

(উৎকণ্ঠিতা মালবিকার প্রবেশ)

মালবিকা—প্রভুর মনের কথা না জেনেই তাকে চাইছি বলে আমার নিজের কাছেই লজ্জা হচ্ছে। সদয় সখীদের কাছে এ কথা বলার সুযোগ যে কবে হবে ? জানি না, কামদেব কতদিন আর আমাকে প্রতিকার-শূন্য এই কষ্ট দেবেন। (কয়েক পা এগিয়ে) কোথায় বা চলেছি ? (চিন্তা করে) ও ! দেবী আমাকে আদেশ করেছেন, 'গৌতমের চপলতার ফলে দোলা থেকে পড়ে গিয়ে আমার দুটি পায়ে বড়ো ব্যথা। তুমি গিয়ে তপনীয়-অশোকতরুর ইচ্ছাপূরণ করো। যদি পাঁচ রাত্রির মধ্যে তাতে ফুল ফোটে তাহলে আমি (দীর্ঘশ্বাস) অভিলাষ-পূর্ণ-করা পুরস্কার দেব'। যাই হোক নির্দিষ্ট স্থানে আগেই যাই। যতক্ষণে পিছনে পিছনে চরণের অলঙ্কার নিয়ে বকুলাবলিকা আসছে, ততক্ষণ আমি নির্জনে একটু বিলাপ করি। (পরিক্রমা করছে)

বিদূষক—(দেখে) হুঁ, হুঁ ! এ যে একেবারে মাতালের মুখ-বদলানোর মাছের ডিম[৩] উপস্থিত।

রাজা—এই, কী হয়েছে ?

বিদূষক—এখানে সামান্য সাজে উৎকণ্ঠিতা একাকিনী মালবিকা কাছেই রয়েছেন।

রাজা—কী ? মালবিকা ?

বিদূষক—হ্যাঁ।

রাজা—এখন জীবন ধারণ করা সম্ভব।

সারসের ক্রেঙ্কার শুনে গাছে-ঢাকা নদীর কথা জেনে তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো তোমার মুখে নিকটস্থ প্রিয়ার কথা জেনে আমার ক্লিষ্ট হৃদয় আশ্বস্ত হল ॥ ৬ ॥

কই কোথায় সে ?

বিদূষক—ইনি তরুরাজির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছেন মনে হয়।

রাজা—(দেখে সানন্দে) বন্ধু, একে দেখছি—

নিতম্ব দুটি বিশাল, মধ্যে (কটিদেশ) ক্ষীণ, স্তনযুগল সমুন্নত, চোখ দুটি টানা টানা—আমার প্রাণই বুঝি আসছে ॥ ৭ ॥

বন্ধু, আগের চেয়ে এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কেননা—

এর কপোলদেশ শরকাণ্ডের মতো পাণ্ডুবর্ণ, সামান্য অলঙ্কার পরিধান করে আছে—মনে হচ্ছে যেন বসন্তকালে পরিণতপত্রসহ সামান্য-কুসুমে-শোভিত কুন্দলতা ॥ ৮ ॥

বিদূষক—ইনিও তোমারই মতো প্রেমরোগে কষ্ট পাচ্ছেন নিশ্চয়ই।

রাজা—তোমার বন্ধুত্ব এই রকম দেখছে।

মালবিকা—এই সেই অশোকতরু যে দোহদের আকাঙ্ক্ষায় কুসুমসজ্জা গ্রহণ না করে আমার উৎকণ্ঠিত অবস্থাকেই অনুকরণ করছে। যাই হোক, এর ছায়াশীতল শিলাতলে বসে একটু আশ্বস্ত হই।

বিদূষক—শুনেছ তো ? তিনি নিজে বলছেন, তিনি উৎকণ্ঠিতা।

রাজা—এইটুকুতেই তোমার অনুমান সঠিক বলে মনে করি না। যেহেতু,

কুরবকফুলের রেণু-বয়ে-আনা এবং নবকিসলয়-ভঙ্গের জলকণাবাহী মলয় সমীরণ অকারণ উৎকণ্ঠাও তো জন্মায় ॥ ৯ ॥

(মালবিকা বসে আছে)

রাজা—বন্ধু ! এদিকে এসো। আমরা লতার আড়ালে যাই।

বিদূষক—মনে হচ্ছে দূরে ইরাবতী আসছেন।

রাজা—কমলিনীকে দেখার পরে গজরাজ আর কুমিরের দিকে যায় না। (এই বলে তাকিয়ে রইলেন)

মালবিকা—হৃদয় আমার ! অবলম্বনশূন্য সীমাহীন আশা থেকে ক্ষান্ত হ ! কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস !

(বিদূষক রাজার দিকে চাইল)

রাজা—প্রিয়ে, প্রেমের বক্রতা দেখো।

তোমার উৎকণ্ঠার কারণ তুমি বল নি, অনুমানেরও অর্থজ্ঞানরূপ একটিই ফল হয় তা নয়, তবুও হে রম্ভোরু, আমি নিজেকেই এই সমস্ত বিলাপের লক্ষ্য মনে করছি ॥ ১০ ॥

বিদূষক—এখুনি তোমার সংশয় দূর হবে। গোপনে যাকে প্রেমের খবর পাঠিয়েছিলাম সেই বকুলাবলিকা আসছে।

রাজা—আমার অনুরোধের কথা কি ওর মনে থাকবে ?

বিদূষক—বাঁদীর বেটী তোমার দরকারী খবর ভুলে যাবে নাকি ? আমি পর্যন্ত কখনও ভুলি না।

(চরণের অলঙ্কারহাতে প্রবেশ)

বকুলাবলিকা—সখীর খবর ভালো তো ?

মালবিকা আহা বকুলাবলিকা ! সখী, স্বাগত। বসো।

বকুলাবলিকা—(উপবেশন করে) সখী, দেবী তোমাকে যোগ্যতার বিচারে নিযুক্ত করেছেন। অতএব একটি পা দাও, আলতা পরিয়ে নূপুর বেঁধে দিই।

মালবিকা—(স্বগত) হৃদয়, এই গৌরবে বেশি সুখী হোস না। কেমন করে নিজেকে এখন মুক্ত করি ? অথবা এটাই আমার মরণসাজ হবে।

বকুলাবলিকা—কী ভাবছ ? এই তপনীয়-অশোকতরুর ফুল-ফোটা নিয়ে দেবী সত্যি উৎসুক হয়েছেন।

রাজা—কী ? অশোকের ইচ্ছাপূরণের জন্যে এই আয়োজন ?

বিদূষক—তুমি কি জান না, দেবী অকারণে একে অন্তঃপুরের সাজে সাজাবেন না ?

মালবিকা—সখী, ক্ষমা কোরো। (পা তুলে দিল)

বকুলাবলিকা—ও এতো আমারই শরীর। (চরণ সংস্কারের অভিনয় করল)

রাজা—বন্ধু, দেখো—প্রিয়ার চরণপ্রান্তে-আঁকা রক্তিম রেখা যেন মহাদেবের (কোপে) দগ্ধ কামবৃক্ষের প্রথম পল্লবের প্রকাশ ॥ ১১ ॥

বিদূষক—সত্যি পায়ের উপযুক্ত দায়িত্বই দেবী দিয়েছেন।

রাজা—তুমি ঠিকই বলেছ—

এই বালিকা নখের দ্যুতি ছড়িয়ে কচি-কিসলয়ের মতো রাঙা পায়ে দুজনকেই আঘাত করতে পারে—ইচ্ছাপূরণের জন্যে কুসুমশূন্য অশোকতরুকে, অথবা চরণে-প্রণত সদ্য-অপরাধী দয়িতকে ॥ ১২ ॥

বিদূষক—তুমি অপরাধ করেছ, তোমাকে উনি আঘাত করবেন।

রাজা—সিদ্ধিদ্রষ্টা ব্রাহ্মণের বচন গ্রহণ করলাম।

(প্রমত্তা ইরাবতী ও চেটীর প্রবেশ)

ইরাবতী—হ্যাঁরে নিপুণিকা, শুনেছি প্রচুর মদ্যপান নাকি স্ত্রীলোকের বিশেষ শোভা। এই লোকোক্তি কি সত্যি ?

নিপুণিকা—প্রথমে লোকোক্তি ছিল, আজ সত্যি হল।

ইরাবতী—বাড়াবাড়ি করিস না। কী করে জানলি যে প্রভু এখন প্রথমে দোলাগৃহে গিয়েছেন ?

নিপুণিকা—আপনার প্রতি অখণ্ড স্নেহবশতঃ।

ইরাবতী—মন রাখতে হবে না। সোজাসুজি বল্।

নিপুণিকা—বসন্ত-উপহারে লোভী আর্যগৌতম বলেছেন। দেবী তাড়াতাড়ি চলুন।

ইরাবতী—(অবস্থা অনুযায়ী চলে) ওরে, আমি মদ্যপানে অবশ, আমাকে হৃদয় তাড়া করছে আর্যপুত্রকে দেখার জন্যে ; কিন্তু পা-দুটি পথে চলছে না।

নিপুণিকা—যাক্ দোলাগৃহে পৌঁছে গিয়েছি।

ইরাবতী—নিপুণিকা, আর্যপুত্রকে তো দেখছি না।

নিপুণিকা—আপনি দেখুন, পরিহাস করে রাজামশাই কোথাও লুকিয়ে আছেন। আমরাও প্রিয়ঙ্গুলতায় ছাওয়া অশোকতরুর এই শিলাতলে প্রবেশ করি।

ইরাবতী—(তাই করলেন)

নিপুণিকা—(পরিক্রমা করে দেখে) দেখুন রানীমা, আমরা যে আমের মুকুল খুঁজছি

তাতে পিঁপড়ে ধরেছে।

ইরাবতী—সে আবার কী?

নিপুণিকা—এখানে বকুলাবলিকা অশোকতরুর ছায়াতে বসে মালবিকার চরণ অলংকৃত করছে।

ইরাবতী—(ভয়ের অভিনয় করে) এটা তো মালবিকার জায়গা নয়। (এখানে তো মালবিকার আসার কথা নয়।) একথা কেন ভাবছিস?

নিপুণিকা—মনে হচ্ছে দোলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়ে দেবী অশোকের দোহদপূরণের জন্যে মালবিকাকে নিযুক্ত করেছেন। নয়তো, দেবী নিজের পায়ের নূপুরজোড়া পরিজনকে (পরতে) অনুমতি দেবেন কেন?

ইরাবতী—এই গৌরব সত্যি অনেক।

নিপুণিকা—কী হল · রাজাকে খুঁজছেন না?

ইরাবতী—দেখ্, আমার পা চলছে না। আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে। যা আশঙ্কা করছি তার শেষ পর্যন্ত দেখব। (মালবিকাকে দেখে স্বগত) ঠিক জায়গাতেই আমার মন দুর্বল হয়েছে।

বকুলাবলিকা—(পাটি দেখিয়ে) কী? আল্‌তাটানা তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

মালবিকা—সখী, নিজের পা বলে প্রশংসা করতে লজ্জা পাচ্ছি। কার কাছে তুমি প্রসাধনকলা শিখেছিলে?

বকুলাবলিকা—এ বিষয়ে রাজার শিষ্যা আমি।

বিদূষক—যাও একে গুরুদক্ষিণার জন্যে তাগিদ দাও!

মালবিকা—ভাগ্যিস্ তোমার গর্ব হয় নি!

বকুলাবলিকা—(বিদ্যা-) প্রয়োগের উপযুক্ত পা-জোড়া পেয়ে আজ গর্ব করব। (স্বগত) আঃ! আমার দৌত্য শেষ। (রঙ্ দেখে প্রকাশ্যে) সখী, তোমার এক পায়ে রঙ দেওয়া শেষ হয়েছে। শুধু ফুঁ দিয়ে শুকোতে হবে। অথবা, এখানে যথেষ্ট বাতাস আছে।

রাজা—বন্ধু, দেখো দেখো—

এখন এর পায়ে কাঁচা আল্‌তা ফুঁ দিয়ে বাতাস করে শুকিয়ে দেবার মতো আমার প্রথম-সেবার সুযোগ এসেছে ॥ ১৩ ॥

বিদূষক—আর তোমার দুঃখ কী? যথাকালে এ সুখ তুমি অনেকক্ষণ ভোগ করবে।

বকুলাবলিকা—সখী, তোমার পাটি রাঙা পদ্মের মতো দেখাচ্ছে। সর্বথা রাজার অঙ্কশায়িনী হও।

(ইরাবতী নিপুণিকার মুখের দিকে তাকান)

রাজা—এ আমার আশীর্বাদ।

মালবিকা—সখী, যা বলার নয় তাই বলছ।

বকুলাবলিকা—যা বলার তাই আমি বলেছি।

মালবিকা—তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাস।

বকুলাবলিকা—শুধু আমি নই।

মালবিকা—অন্য কে আবার?

বকুলাবলিকা—গুণগ্রাহী রাজাও।

মালবিকা - মিথ্যে বললে। আমার মধ্যে মোটেই তা (রাজার ভালোবাসা) নেই।

বকুলাবলিকা—সত্যি, তোমার মধ্যে নেই, রাজার কৃশ এবং পাণ্ডুর অঙ্গে অঙ্গে তা রয়েছে।

নিপুণিকা—হতভাগীর উত্তরটা যেন আগে থেকেই তৈরি ছিল।

বকুলাবলিকা—'ভালোবাসার পরীক্ষা ভালোবাসাতেই হয়' সজ্জনদের এই কথাকে সত্যি প্রমাণ করো।

মালবিকা—কী নিজের খুশিমতো বলে যাচ্ছ ?

বকুলাবলিকা—না না, এই প্রেমকোমল-কথাগুলো রাজার, শুধু আমার মুখে বলা হল।

মালবিকা—সখী, রানীর কথা ভেবে আমার মন মানে না।

বকুলাবলিকা—বোকা মেয়ে! ভোমরা আছে বলে কি বসন্তের সর্বস্ব আমের মুকুল কানে পরা হবে না ?

মালবিকা—তুমি কিন্তু বিপদের সময়ে সহায় থেকো।

বকুলাবলিকা—আমি সত্যি বকুলাবলিকা, পিষে পিষে যার সুগন্ধ পাওয়া যায়[৪]।

রাজা—সাধু! বকুলাবলিকা সাধু।

ওর মনের কথা জেনে কথা বলে এবং সংশয়ে ঠিকমতো উত্তর দিয়ে একে নিজ নির্দেশে স্থাপিত করেছ! প্রেমিকের জীবন দূতীর উপরে নির্ভরশীল সে-কথা ঠিক ॥ ১৪ ॥

ইরাবতী—হ্যাঁরে, দেখ্। বকুলাবলিকাই মালবিকাকে এই পথে এনেছে।

নিপুণিকা—রানী! এ উপদেশ উদাসীনকেও উৎসুক করে তোলে।

ইরাবতী—আমি ঠিক জায়গাতেই সন্দেহ করেছিলাম। সব বুঝে নিয়ে এর পরে চিন্তা করব।

বকুলাবলিকা—এই যে অন্য চরণটিকেও সাজানো হয়ে গিয়েছে। এবারে দুটিতে নূপুর পরিয়ে দিই। (নূপুরজোড়া পরানোর অভিনয় করে) ওগো ওঠো। দেবীর-দেওয়া অশোকের ফুল ফোটানোর কাজ করো।

(দুজনে উঠল)

ইরাবতী—দেবীর নিয়োগের কথা শুনলাম। তাই হোক এখন।

বকুলাবলিকা—এই যে রাগরঞ্জিত (রক্তবর্ণ অশোকপল্লব, অনুরক্ত রাজা) উপভোগযোগ্য তোমার সামনেই রয়েছে।

মালবিকা—(সানন্দে) কী? রাজা ?

বকুলাবলিকা—(সস্মিত) না রাজা নয়। এই যে অশোক-শাখায় ঝুলছে পল্লবগুচ্ছ, একে কানে পরে নাও।

বিদূষক—কী ? তুমি শুনেছ তো ?

রাজা—প্রেমিকের পক্ষে এই যথেষ্ট।

আমার কাছে উদাসীন এবং উৎকণ্ঠিতের মিলনেও সম্ভোগেরসিদ্ধি নেই, সমান-অনুরাগসম্পন্ন দু-জনের পরস্পর-মিলনের অভাবে শরীরনাশও বরং ভালো ॥ ১৫ ॥

(মালবিকা পল্লবের কর্ণভূষণ পরে লীলাভরে অশোকতরুতে পাদপ্রহার করল)

রাজা—বন্ধু,

এর থেকে কর্ণভূষণ নিয়ে এ (মালবিকা) ওকেই পদাঘাত করছে। ওদের পরস্পর-বিনিময় দেখে নিজেকে বঞ্চিত মনে হচ্ছে ॥ ১৬ ॥

মালবিকা—আশা করি আমাদের গৌরব সফল হবে।

বকুলাবলিকা—সখী, তোমার দোষ নেই। যদি এরকম চরণের স্পর্শ পেয়েও ফুল ফুটতে দেরী হয় তবে এই অশোকতরুটিই নির্গুণ।

রাজা—এই সুন্দরী নূপুরমুখরিত তাজা পদ্মের মতো কোমল চরণে (-র স্পর্শে) তোমাকে গৌরব দিয়েছে ; অশোকতরু, যদি তুমি সদ্য সদ্য কুসুমিত না হও, তবে ললিত প্রেমিকদের মতো বৃথাই তোমার দোহদ ॥ ১৭ ॥

বন্ধু, কথা বলার সুযোগে প্রবেশ করতে ইচ্ছে করছে।

বিদূষক—এসো, ওকে নিয়ে মজা করব।

নিপুণিকা—রানী, রাজা এখানে প্রবেশ করছেন।

ইরাবতী—আমি প্রথমেই এ কথা ভেবেছিলাম।

বিদূষক—(এগিয়ে) দেবী, এঁর প্রিয়বন্ধু এই অশোকতরুকে বাঁ-পায়ে আঘাত করা কি ঠিক হয়েছে ?

উভয়ে—(সসম্ভ্রমে) এ কী রাজা !

বিদূষক—বকুলাবলিকা, তুমি সব জেনেশুনেও কেন এঁকে এই অবিনীত আচরণ থেকে নিবৃত্ত করলে না ?

(মালবিকা ভয়ের অভিনয় করল)

নিপুণিকা—রানী দেখুন, আর্যগৌতম কী আরম্ভ করেছে !

ইরাবতী—হতভাগা বামুনটা আর কী করবে ?

বকুলাবলিকা—আর্য, এ দেবীর আদেশ পালন করেছে। এর অন্যথা করতে হলে এ পরাধীন। মহারাজ প্রসন্ন হোন। (এই বলে নিজে এবং মালবিকাকে সঙ্গে নিয়ে প্রণাম করল।)

রাজা—যদি তাই হয়, তবে তোমার দোষ নেই। ভদ্রে ওঠো। (হাত ধরে তুললেন)

বিদূষক—ঠিক কথা। এ বিষয়ে রানীর কথা মানা উচিত।

রাজা—(হেসে)—হে বামোরু, (কাঁচ) কিসলয়কোমল চরণে কঠিন পাদপস্কন্ধে আঘাত করে তোমার বামচরণে কষ্ট হয়নি সুন্দরী ? ॥ ১৮ ॥

(মালবিকা লজ্জার অভিনয় করল)

ইরাবতী—(ঈর্ষ্যা নিয়ে) আহারে ননীর মতো কোমল আর্যপুত্রের হৃদয়।

মালবিকা—বকুলাবলিকা, চলো ! দেবীকে জানাই আমরা আদেশ পালন করেছি।

বকুলাবলিকা—তবে মহারাজকে বলো বিদায় দিতে।

রাজা—ভদ্রে যাবে। কিন্তু এই অবকাশের উপযুক্ত আমার একটি প্রার্থনা শোনো।

বকুলাবলিকা—মন দিয়ে শোনো। বলুন মহারাজ।

রাজা—এই মানুষটিও দীর্ঘদিন যাবৎ ধৈর্যের ফুল ধরছে না। অন্য কিছুতেই এর রুচি নেই, তোমার অমৃত স্পর্শে এরও দোহদ পূরণ করো ॥ ১৯ ॥

ইরাবতী—(হঠাৎ এগিয়ে এসে) পূরণ করো, পূরণ করো। হ্যাঁ, অশোকতরু শুধু ফুল ফোটায়, এ ফুল, ফল দুইই ধরে।

(সকলে ইরাবতীকে দেখে সন্ত্রস্ত)

রাজা—(আড়ালে) বন্ধু, এখন কী করা যায় ?

বিদূষক—কী আর, পায়ের জোর[৬]।

ইরাবতী—বকুলাবলিকা, ভালোই শুরু করেছিস। মালবিকা, তুমি তাহলে আর্যপুত্রের প্রার্থনা পূরণ করো।

উভয়ে—রানী, প্রসন্ন হোন। আমরা রাজার প্রণয় পাবার কে? (দুজনে নিষ্ক্রান্ত।

ইরাবতী—ইস্। পুরুষেরা কি অবিশ্বস্ত। আমি ব্যাধের সঙ্গীতে; মুগ্ধ হরিণীর মতোই তোমার কথাকে সত্যি ভেবে শঙ্কাশূন্যমনে (এত সব) জানতেই পারি নি!

বিদূষক—(জনান্তিকে) যা হোক কিছু বলে দাও। হাতে-নাতে ধরা পড়লেও চোর বলে থাকে, আমি সিঁধ কাটা শিখছি।

রাজা—সুন্দরী, মালবিকার প্রতি আমার কোনোই আগ্রহ নেই। তোমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে একটু সময় কাটাচ্ছিলাম।

ইরাবতী—তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত? আমি জানতাম না, আর্যপুত্র সময় কাটানোর জন্যে এমন একটি (ভোগ্য) বস্তু হাতে পেয়েছেন। নইলে হতভাগিনী আমি এমন কখনোই করতাম না।

বিদূষক—দেবী, আপনি তাঁর সৌজন্যের দোষ দেখবেন না। কার্যগতিকে দেখা হয়ে গেলে রানীর পরিজনদের সঙ্গে কথা বলাও যদি অপরাধ হয়, তবে এ বিষয়ে আপান যা বলবেন তাই হবে।

ইরাবতী—এর নাম কথাবার্তা? আমার তাতে কী আসে যায়?

(সরোষে প্রস্থান)

রাজা—(অনুসরণ করে) ওগো প্রসন্ন হও!

ইরাবতী—(রশনাজড়িত চরণে চলেছেনই)

রাজা—সুন্দরী, প্রেমিকের প্রতি এই উদাসীনতা ঠিক নয়।

ইরাবতী—শঠ! তোমার হৃদয় অবিশ্বাসী।

রাজা—প্রিয়ে, আমি তোমাকে চিনি. তুমি আমাকে শঠ বলে নিন্দা কর, সেও ভালো, কিন্তু ওগো চণ্ডী, তোমার পায়ে পড়ে মেখলা নিয়ে ক্ষমা চাইলেও সেটুকু (ক্রোধটুকু) বিসর্জন দিও না ॥ ২০ ॥

ইবাবতী—এই হতভাগীও তোমারই মতো। (মেখলা তুলে রাজাকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন)

রাজা—এই—

অশ্রুবর্ষিণী রণচণ্ডী (ইরাবতী) অবহেলায় নিতম্ব-থেকে-খসে-পড়া সোনার মেখলাদাম নিয়ে আমাকে সরোষে আঘাত করতে উদ্যত, যেন মেঘরাশি বিদ্যুৎ-ঝলকে বিন্ধ্যপর্বতকে (ঝলসে দিচ্ছে) ॥ ২১ ॥

ইরাবতী—কী? আমাকে কেন বারবার অপরাধী করছ?

(রশনাসহ হাতটি ধরলেন)

রাজা—কোঁকড়াচুলের সুন্দরী! আমি অপরাধ করেছি, আমার থেকে তুমি দণ্ড তুলে নিচ্ছ কেন? তুমি আমার কামনা বাড়িয়ে তুলছ, আবার এই দাসের প্রতি ক্রুদ্ধও হচ্ছ কেন? ॥ ২২ ॥

এতে নিশ্চয়ই তোমার অনুমতি আছে। (পায়ে পড়লেন)

ইরাবতী—এ দুটো তোমার মালবিকার চরণ নয়, যারা তোমার স্পর্শের কামনা পূরণ করবে !

(চেটীসহ নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—ওঠো প্রসাদ লাভ করেছ ।

রাজা—(উঠে ইরাবতীকে না দেখে) একী ! প্রিয়া চলে গিয়েছে ?

বিদূষক—ভালোই হয়েছে যে তিনি এই অবিনয়ে রাগ করে চলে গিয়েছেন । সুতরাং আমরাও তাড়াতাড়ি পালাই যাতে তিনি মঙ্গলরাশির[1] মতো আবার ঘুরে বক্রীর দিকে না আসতে পারেন ।

রাজা—আহা ! প্রেমের কী বৈপরীত্য !

প্রেয়সীতে (মালবিকাতে) আকৃষ্ট হৃদয়ে আমি তার (ইরাবতীর) প্রণিপাতকে উপেক্ষা করাকেও সেবাই মনে করছি ; এই ভাবেই আমি কুপিত অথচ প্রণয়বতী তাকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হব ॥ ২৩ ॥

(বন্ধুর সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত)

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × চতুর্থ অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(উৎকণ্ঠিত রাজা এবং প্রতিহারীর প্রবেশ)

রাজা—(স্বগত) তার কথা কানে শুনেই আশায় আশায় মূল সৃষ্টি হয়েছিল, চোখে দেখার পরে তাতে আরক্ত কিসলয় দেখা দিল, হস্তস্পর্শ করাতেঁ রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে ফুল ফুটেছিল ; (কামনার) এই মনসিজ তবু আমাকে নিশ্চয়ই ফলের রসও গ্রহণ করাবে ! ॥ ১ ॥

(প্রকাশ্যে) সখা গৌতম !

প্রতিহারী—রাজার জয় হোক । গৌতম এখানে নেই ।

রাজা—(স্বগত) তাই তো ! তাকে মালবিকার খবর নিতে পাঠিয়েছি ।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক ।

রাজা—জয়সেনা, জেনে এসো, দেবী ধারিণী কোথায় এবং পায়ের ব্যথা নিয়ে তিনি কিভাবে চিত্তবিনোদন করছেন ।

প্রতিহারী—মহারাজের যেমন আদেশ । (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—বন্ধু, তোমার সখীর কী খবর ?

বিদূষক—বেড়ালের হাতে পড়া পরভৃতিকার মতো ।

রাজা—(বিষণ্ণভাবে) কী রকম ?

বিদূষক—সে বেচারীকে পিঙ্গলাক্ষী (ধারিণী) মাটির নিচে মৃত্যুমুখের মতো সারভাণ্ডগৃহে আটকে রেখেছেন ।

রাজা—আমার সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানতে পেরে কি ?

বিদূষক—হ্যাঁ।
রাজা—কে এমন শত্রু আছে যে দেবীকে চটিয়েছে?
বিদূষক—শোনো, পরিব্রাজিকা আমাকে বলেছেন। গতকাল দেবী ইরাবতী দেবীকে পায়ের যন্ত্রণার কথা জিগ্যেস করতে এসেছিলেন।
রাজা—তারপর? তারপর?
বিদূষক—তখন তাকে রানী জিগ্যেস করেন—প্রিয়জনকে দেখেছ তো? তিনি বলেন তোমার শিষ্টাচার ঠিক হল না, তুমি তো জান না যে প্রিয়জন এখন পরিজনের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছেন!
রাজা—ভেঙে না বললেও এ কথা মালবিকারই ইঙ্গিত দেয়।
বিদূষক—তখন তাঁর অনুরোধে তোমার অবিনয়ের কথা সবই তিনি রানীকে ভালোমতোই বুঝিয়ে দিয়েছেন।
রাজা—আহা রানীর রাগ কী দীর্ঘস্থায়ী! তারপরে কী বলো।
বিদূষক—তারপরে আর কী? মালবিকা এবং বকুলাবলিকা পায়ে শেকল নিয়ে দুই নাগকন্যার মতোই সূর্যকিরণশূন্য পাতালবাস করছে।
রাজা—সত্যি বড়ো কষ্টের।

মধুকণ্ঠী কোকিলবধূ এবং ভ্রমরী প্রফুল্ল সহকারবৃক্ষকে আশ্রয় করেছিল, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাসহ বৃষ্টিপাতের ফলে তারা কোটরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে ॥ ২ ॥

এর বিহিত করার কোনো উপায় হয় কি?
বিদূষক—কী করে হবে? কারণ, সারভাণ্ডগৃহের রক্ষিণী মাধবিকাকে রানী নির্দেশ দিয়েছেন, 'আমার মুদ্রাঙ্কিত আংটি না দেখে হতভাগিনী মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে তুমি মুক্তি দেবে না।'
রাজা—(দীর্ঘশ্বাস। চিন্তা করে) বন্ধু এখন কী করা যায়?
বিদূষক—(চিন্তা করে) একটা উপায় আছে।
রাজা—কী রকম?
বিদূষক—(তাকিয়ে দেখে) অদৃষ্ট কেউ শুনে ফেলবে। তোমার কানে কানে বলি। (কানের কাছে মুখ নিয়ে) এই রকম।
রাজা—(সানন্দে) ভালোই ভেবেছ। সিদ্ধির জন্যে প্রয়োগ করো।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—মহারাজ, রানীমা খোলা হাওয়ায় বসে আছেন, রক্তচন্দন নিয়ে পরিজনেরা তাঁর পা-টি ধরে রেখেছে, ভগবতীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিশ্রাম করছেন তিনি।
রাজা—তাহলে আমাদের যাওয়ার পক্ষে এই উপযুক্ত সময়।
বিদূষক—তুমি তবে যাও। আমিও দেবীকে দেখার জন্যে হাতে একটা কিছু নিই।
রাজা—জয়সেনাকে জানিয়ে যেও কিন্তু।
বিদূষক—তাই হবে। (কানে কানে) এই রকম হবে।

(ডেকে প্রস্থান)

রাজা—জয়সেনা, সেই প্রবাতশয়নের পথ বলে দাও।
প্রতিহারী—এই দিকে এই দিকে প্রভু।

(শয়িতা দেবী, পরিব্রাজিকা এবং পদ অনুসারে বিভিন্ন পরিচারিকা)

দেবী—ভগবতী, গল্পটি ভারি চমৎকার। তারপরে?

পরিব্রাজিকা—(তাকিয়ে দেখে) দেবী, এর পরে আবার বলব। বিদিশার রাজা স্বয়ং উপস্থিত।

দেবী—এ কী! আর্যপুত্র। (উঠবার চেষ্টা করলেন)

রাজা—থাক্ থাক্। ভদ্রতা করে যন্ত্রণা পেতে হবে না। হে কলভাষিণী, নূপুরশূন্য, অনভ্যস্ত এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট চরণটি সোনার পাদপীঠে রেখে তাকে ও আমাকে কষ্ট দেবার প্রয়োজন নেই ॥ ৩ ॥

ধারিণী—আর্যপুত্রের জয় হোক।

পরিব্রাজিকা—মহারাজের জয় হোক।

রাজা—(পরিব্রাজিকাকে প্রণাম করে উপবেশন করলেন) দেবী, তোমার যন্ত্রণা এখন সহ্যের মধ্যে এসেছে তো?

ধারিণী—আমি এখন ভালো আছি।

(বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্ত বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—বাঁচাও বাঁচাও তুমি। আমাকে সাপে কামড়েছে।

(সকলে বিষণ্ণ)

রাজা—কী কষ্ট! কী কষ্ট! কোথায় ঘুরছিলে তুমি?

বিদূষক—দেবীকে দর্শন করব বলে প্রমদবনে গিয়েছিলাম ফুল তুলতে।

দেবী—হায় হায়! আমিই ব্রাহ্মণের প্রাণসংশয়ের নিমিত্ত হলাম।

বিদূষক—সেখানে অশোকগুচ্ছে হাত বাড়ালে কোটর থেকে মৃত্যু বেরিয়ে এসে আমাকে দংশন করে। এই যে দুটি দাঁতের চিহ্ন। (দেখালেন)

পরিব্রাজিকা—দষ্ট অংশের ছেদই প্রথম করণীয় এইরকম শোনা যায়। এর তাই করা হোক।

দষ্ট অংশের ছেদন অথবা দাহ অথবা রক্তমোচন— দংশন মাত্রেই প্রাণ বাঁচানোর এই উপায়গুলোই আছে ॥ ৫ ॥

রাজা—এ তো এখন বিষবৈদ্যের কাজ। জয়সেনা, ধ্রুবসিদ্ধিকে তাড়াতাড়ি ডাকো।

প্রতিহারী—মহারাজের যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—হায়! কালমৃত্যু আমাকে গ্রাস করল।

রাজা—কাতর হয়ো না। বিষহীন দংশনও তো কখনো হয়।

বিদূষক—কেন ভয় পাব না? আমার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। (বিষক্রিয়ার অভিনয়)

দেবী—হায়! এই বিকার অমঙ্গলসূচক দেখাচ্ছে। তোমরা ব্রাহ্মণকে ধরো।

(পরিজনেরা ত্রস্তেব্যস্তে তাকে ধরল)

বিদূষক—ওহে ছোটোবেলা থেকে আমি তোমার প্রিয়বন্ধু। সেই কথা মনে রেখে একটিমাত্র-পুত্রের-জননী আমার মায়ের দেখাশোনা কোরো।

রাজা—ভয় পেয়ো না। স্থির হও। বৈদ্য শীগ্‌গির তোমার চিকিৎসা করবেন।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা—প্রভু! ধ্রুবসিদ্ধিকে আজ্ঞা জানালে তিনি বললেন, গৌতমকে নিয়ে এসো।

রাজা—তাহলে বর্ষবরেদের দিয়ে ধরে ধরে একে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

জয়সেনা—তাই হবে।

বিদূষক—(দেবীর দিকে তাকিয়ে) দেবী, আমি হয়তো বাঁচব না, এঁকে (রাজাকে) সেবা করতে গিয়ে যদি আপনার কাছে অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করবেন।

দেবী—দীর্ঘায়ু হও।

(বিদূষক এবং প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—বেচারা স্বভাবতঃ (বড়ো) ভীরু। যথার্থনামা ধ্রুবসিদ্ধির সিদ্ধিতেও বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা—প্রভুর জয় হোক। ধ্রুবসিদ্ধি জানাচ্ছেন, 'জলকুম্ভ করার জন্যে সর্পমুদ্রিত কোনো বস্তু চাই। তা খুঁজে দেখা হোক।'

দেবী—এই যে সর্পমুদ্রিত অঙ্গুরীয়ক। পরে (আবার) আমার হাতে দিয়ে যাবে। (দিলেন)

(সেটি নিয়ে প্রতিহারীর প্রস্থান)

রাজা—জয়সেনা, কার্যসিদ্ধি হলে সংবাদটি নিয়ে এসো।

প্রতিহারী—প্রভুর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

পরিব্রাজিকা—আমার মন বলছে গোতমের বিষ লাগে নি।

রাজা—তাই হোক।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা—মহারাজের জয় হোক। বিষমোক্ষণ করে গোতম মুহূর্তের মধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

দেবী—ভাগ্য ভালো, আমি নিন্দে থেকে মুক্তি পেলাম।

প্রতিহারী—অমাত্য বাহতক সংবাদ পাঠিয়েছেন, 'রাজকার্য-বিষয়ে বহু আলোচনা আছে। সুতরাং একবার দর্শনের অনুগ্রহ ইচ্ছা করি।'

দেবী—আর্যপুত্র কার্যসিদ্ধির জন্যে যান।

রাজা—এ স্থানে বড়ো রোদ এসে পড়েছে। এই বেদনার পক্ষে শীতলতা প্রয়োজন। সুতরাং শয্যাটি অন্যত্র নিয়ে যাও।

দেবী—মেয়েরা, আর্যপুত্রের কথা শোনো।

পরিজন—বেশ।

(দেবী, পরিব্রাজিকা এবং পরিজন নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—জয়সেনা, গোপনপথে আমাকে প্রমদবনে নিয়ে চলো।

প্রতিহারী—এই দিকে, এই দিকে প্রভু।

রাজা—জয়সেনা, সত্যি, গোতম তার কাজ শেষ করেছে।

প্রতিহারী—হ্যাঁ।

রাজা—ইষ্টপ্রাপ্তির জন্যে একান্ত সঙ্গত পরিকল্পনার কথা জানা সত্ত্বেও সিদ্ধির বিষয়ে সন্দিগ্ধ আমার দুর্বল চিত্ত আশঙ্কা করছে ॥ ৫ ॥

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক। তোমার সব মঙ্গলকর্ম সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা—জয়সেনা, তুমিও তোমার কাজ করো।

প্রতিহারী—প্রভুর যেমন আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—বন্ধু, মালবিকা বড়ো কুটিল। সেও কিছুই বলে নি ?

বিদূষক - রানীর মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখার পরে কী করে কিছু বলবে ?

রাজা—মুদ্রা নিয়ে বলছি না। 'বন্দী দুজনকে কেন মুক্তি দেওয়া হচ্ছে ?' 'রানীর পরিচারিকাদের বাদ দিয়ে তোমাকে কেন বলা হল'—সে এইসব প্রশ্ন করতে পারত।

বিদূষক—সে-কথা জিগ্যেস করেছে। কিন্তু (আমি) বোকা হলেও তখন উপস্থিত-বুদ্ধি জুগিয়েছিল।

রাজা—বলো।

বিদূষক—আমি বললাম—জ্যোতিষীরা রাজাকে জানিয়েছেন, 'একটি নক্ষত্রের কুদৃষ্টি পড়েছে আপনার উপরে, সকল বন্দীকে মুক্তি দিন।'

রাজা—(সানন্দে) তারপরে ? তারপরে ?

বিদূষক—তাই শুনে সে ভাবছে, 'রানী-ইরাবতীর মন রাখতে চেয়ে রাজা আমাকে আদেশ করেছেন—এই রকমই দেখাতে চেয়েছেন, সুতরাং আমাকে পাঠানোই সঙ্গত হয়েছে।'

রাজা—(বিদূষককে আলিঙ্গন করে) সখা, তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাস।

সুহৃদ্‌জনের বুদ্ধিবলেই শুধু লক্ষ্যবিষয় লাভ হয় তা নয়, কার্যসিদ্ধির সূক্ষ্ম (কঠিন) উপায় স্নেহবশেও পাওয়া যায় ॥ ৬ ॥

বিদূষক—তাড়াতাড়ি করো। সখীর সঙ্গে মালবিকাকে সমুদ্রগৃহে বসিয়ে রেখে তোমার কাছে এসেছি।

রাজা—আমি তাকে মর্যাদা দেব। তুমি এগিয়ে যাও।

বিদূষক—এসো। (পরিক্রমা করে) এই যে সমুদ্রগৃহ।

রাজা—(সশঙ্কে) বন্ধু এই যে তোমার সখী ইরাবতীর পরিচারিকা চন্দ্রিকা ব্যস্ত-হাতে কুসুমচয়নে রত হয়ে এদিকে আসছে। আমরা তাহলে এখানে দেয়ালের আড়ালে যাই।

বিদূষক—আহা চোরেদের এবং কামুকদের উচিত চন্দ্রিকা পরিহার করা। (দুজনে যেমন বলা তাই করলেন)

রাজা—গৌতম, তোমার সখী কীভাবে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন ? এসো গবাক্ষ-পথে তাকে দেখি।

বিদূষক—তাই হবে।

(উভয়ে দেখতে থাকলেন)

(মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলাবলিকা—সখী, প্রভুকে প্রণাম করো।

রাজা—মনে হয় আমার প্রতিকৃতি দেখাচ্ছে।

মালবিকা—(সানন্দে) তোমাকে প্রণাম। (দুয়ারপানে চেয়ে বিষণ্ণভাবে) সখী, আমাকে প্রতারণা করছ !

রাজা—বন্ধু, এর আনন্দ এবং বিষাদ দেখে আমি প্রীত। সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তে

পদ্মফুলের যে-অবস্থা হয় এক মুহূর্তের সুন্দরীর মুখে সেই অবস্থা দেখা গেল ॥ ৭ ॥

বকুলাবলিকা—আহা এই যে চিত্রাঙ্কিত প্রভু।

উভয়ে—(প্রণাম করে) প্রভুর জয় হোক।

মালবিকা—সখী, সেদিন সামনা-সামনি প্রভুর রূপ দেখে তেমন তৃপ্তি পাই নি, যেমনটি আজ হল ; (আজ) আমি মন দিয়ে চিত্রে প্রভুকে দেখলাম।

বিদূষক—শুনলে তো ! ইনি বলছেন, ছবিতে যেমন দেখতে আসলে তোমাকে তেমন দেখায় না। রত্নপূর্ণ পেটিকার মতো তুমি বৃথাই যৌবনের গর্ব কর।

রাজা—বন্ধু কৌতূহল থাকলেও স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হয়। দেখো—

আয়তলোচনারা প্রথমমিলনে প্রিয়তমের রূপ পরিপূর্ণভাবে দেখতে ইচ্ছা করলেও তারা পূর্ণদৃষ্টিপাত করতে পারে না ॥ ৮ ॥

মালবিকা—সখী, সামান্য মুখ ফিরিয়ে ইনি কে, যাকে প্রভু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন ?

বকুলাবলিকা—পাশে ইনি ইরাবতী।

মালবিকা—সখী, প্রভুর সৌজন্য নেই মনে হচ্ছে, যিনি সব রানীকে ছেড়ে একজনের মুখের পানে (এভাবে) চেয়ে আছেন।

বকুলাবলিকা—(স্বগত) চিত্রিত প্রভুকে সত্যি ভেবে ঈর্ষা করছে। ঠিক আছে। এর সঙ্গে একটু খেলা করা যাক। (প্রকাশ্যে) সখী, প্রভুর বড়ো প্রিয় ইনি।

মালবিকা—তাহলে আমি কেন এখন এত কষ্ট করছি !

(ঈর্ষাভরে মুখ ফিরিয়ে নিল)

রাজা—সখা, দেখো—

ভ্রূভঙ্গে তিলক ভিন্ন, অধরোষ্ঠ স্ফুরিত, অসূয়া নিয়ে মুখ ফেরাতে গিয়ে এ অপরাধী প্রেমিকের প্রতি শিক্ষকের ললিত-অভিনয়ের শিক্ষাই দেখিয়েছে যেন ॥ ৯ ॥

বিদূষক—অনুনয় করার জন্যে প্রস্তুত হও।

মালবিকা—আর্য গৌতমও এখানে এঁকেই সেবা করছেন। (পুনরায় অন্যস্থানে যেতে উদ্যত)

বকুলাবলিকা—(মালবিকাকে রুদ্ধ করে) এখন তুমি নিশ্চয়ই রাগ কর নি।

মালবিকা—যদি মনে কর আমি অনেকক্ষণ কুপিত হয়েছি তবে এই ক্রোধ সংবরণ করছি।

রাজা—(সামনে এসে)

কমলনয়নে, চিত্রে-অঙ্কিত আমার ব্যবহারে তুমি কেন কুপিত হচ্ছ ? সত্যি বলছি, আমি তোমার সামনে এখন অনন্যসাধারণ দাস ॥ ১০ ॥

বকুলাবলিকা—প্রভুর জয় হোক।

মালবিকা—আমি কি চিত্রে-অঙ্কিত প্রভুর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেছি ! (লজ্জিতমুখে কৃতাঞ্জলি হলেন)

(রাজার কাম-দুর্বলতা প্রকাশ)

বিদূষক—তুমি (হঠাৎ) উদাসীন হয়ে গেলে কেন ?

রাজা—তোমার সখীর অবিশ্বাস্যতার জন্যে।

বিদূষক—এঁর প্রতিও তোমার অবিশ্বাস !

রাজা—শোনো,

স্বপ্নে দৃষ্টিপথে এসেও তোমার সখী মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যায়, দুই বাহুর মধ্যে ধরা দিয়েও হঠাৎ সে দ্রুত (অন্যত্র) চলে যায়, বন্ধু, মদনযন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে এই রকম মিলনের মায়া দেখলে এর প্রতি আমার মন কীভাবে বিশ্বাস রাখবে ? ॥ ১১ ॥

বকুলাবলিকা—সখী, প্রভুকে নানাভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। এবারে নিজে বিশ্বাস অর্জন করো।

মালবিকা—আমার মন্দভাগ্যে তো প্রভুর সঙ্গে স্বপ্নে মিলনও দুর্লভ ছিল।

বকুলাবলিকা—প্রভু, এর উত্তর দিন।

রাজা—উত্তর দেবার কী আছে, পঞ্চবাণের অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আমি নিজেকেই তো তোমার সখীর কাছে অর্পণ করেছি, আমাকে সেবা করতে হবে না, আমিই (তাকে) গোপনে সেবা করতে চাই ॥ ১২ ॥

বকুলাবলিকা—আমরা অনুগৃহীত হলাম।

বিদূষক—(পরিক্রমা করে সভয়ে) বকুলাবলিকা, এই বালাশোকের পল্লবগুলোকে একটি হরিণ খেতে চেষ্টা করছে। এসো আমরা একে নিবৃত্ত করি।

বকুলাবলিকা—ঠিক আছে। (প্রস্থান)

রাজা—বন্ধু, এভাবেই এই বিশেষ মুহূর্তে আমাদের রক্ষা করা তোমার উচিত।

বিদূষক—গৌতমকেও কি সে কথা বলতে হবে ?

বকুলাবলিকা—(পরিক্রমা করে) আর্য গৌতম, আমি আড়ালে থাকি, আপনি দ্বার রক্ষা করুন।

বিদূষক—ঠিক কথা।

(বকুলাবলিকা নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—তাহলে এই স্ফটিক-বাঁধানো চত্বরে বসি। (তেমন করে) আহা এই বিশেষ শিলার স্পর্শ কী সুখকর ! (নিদ্রিত)

(মালবিকার সভয়ে অবস্থান)

রাজা—সুন্দরী, মিলনের আশঙ্কা ত্যাগ করো। দীর্ঘকাল তোমার প্রণয়ে উন্মুখ সহকারতরুসদৃশ আমার প্রতি তুমি অতিমুক্তলতার মতো শোভিত হও ॥ ১৩ ॥

মালবিকা—দেবীর ভয়ে নিজের পছন্দমতো কাজ করতে পারছি না।

রাজা—ওগো, ভয় নেই।

মালবিকা—(ব্যঙ্গের স্বরে) প্রভু যে ভয় পান না তা তো আমি ঠাকরুনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে দেখেছি।

রাজা—বিম্বোষ্ঠী, নাগরকদের (অথবা বিম্বিকের বংশধরেদের [১]) কুলব্রত হল দাক্ষিণ্য। আয়তনয়না, আমার প্রাণ তোমার আশাতেই আবদ্ধ ॥ ১৪ ॥

সুতরাং বহুদিন ধরে তোমাতে অনুরক্ত এই মানুষকে অনুগ্রহ করো।

(আলিঙ্গনের অভিনয়)

(মালবিকা পরিহারের অভিনয় করল)

রাজা—(স্বগত) যুবতী অঙ্গনাদের কামকলার ক্রিয়া সত্যি রমণীয়।

কম্পিত শরীরে সে আমার মেখলা-উন্মোচনে-ব্যস্ত-আঙুলের হাতকে রুদ্ধ করছে, জোর করে আলিঙ্গন করলে নিজের দুটি হাতে স্তনাবরণ করছে, মুখটি তুলে (অধরসুধা) পান করতে গেলে সুন্দর পক্ষ্মের চোখ নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে—আমাকে প্রতিরোধ করতে গিয়েও সে আমাকে অভিলাষপূরণের সুখই দিচ্ছে ॥ ১৫ ॥

(ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ)

ইরাবতী—হ্যাঁরে নিপুণিকা, সত্যি তোকে চন্দ্রিকা বলেছে যে সমুদ্রগৃহের অলিন্দে আর্য গৌতমকে একাকী শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ?

নিপুণিকা—না হলে ঠাকুরুনকে বলব কেন ?

ইরাবতী—তা হলে বিপদ-থেকে-মুক্ত আর্যপুত্রের প্রিয়বয়স্যকে জিগ্যেস করতে সেখানেই যাব ।

নিপুণিকা—ঠাকরুন যেন আরো কী বলতে চান !

ইরাবতী—চিত্রাঙ্কিত আর্যপুত্রকে প্রসন্ন করতেও যাব ।

নিপুণিকা—তাহলে এখন প্রভুকেই কেন প্রসন্ন করছেন না !

ইরাবতী—বোকা মেয়ে ! যেমন চিত্রে অর্পিত তেমনই অন্যের মধ্যে আর্যপুত্রের হৃদয় অর্পিত । নষ্ট সৌজন্যের রক্ষার জন্যেই এই ব্যবহার ।

নিপুণিকা—এই দিকে এই দিকে ঠাকরুন !

(উভয়ের পরিক্রমা)

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী—ঠাকরুনের জয় হোক । রানীমা বললেন,' আমার এখন ঈর্ষা করার সময় নয় ! তোমার মান রাখতে সখীর সঙ্গে মালবিকাকে শৃংখলে আবদ্ধ করেছি । তুমি অনুমতি দিলে আর্যপুত্রের মনমতো কিছু করি ! তোমার যা ইচ্ছে জানাও' ।

ইরাবতী—নাগরিকা, রানীকে জানাও, ঠাকরুনকে নির্দেশ দেবার আমরা কে ? পরিজনকে শৃংখলিত করে আমাকে অনুগ্রহ করা হয়েছে । অন্য কাকে প্রসন্ন করে এই মানুষের (আমার) শ্রীবৃদ্ধি হবে ?

চেটী—তাই হবে । (নিষ্ক্রান্ত)

নিপুণিকা— (পরিক্রমা করে দেখে) ঠাকরুন, এই যে সমুদ্রগৃহের দরজায় দোকানের ষাঁড়ের মতো আর্য গৌতম বসে বসেই ঘুমোচ্ছেন ।

ইরাবতী—কী সর্বনাশ ! আশা করি বিষের বিকার আর নেই ।

নিপুণিকা—মুখের ভাব তো প্রসন্নই দেখছি । এমন কি ধ্রুবসিদ্ধি চিকিৎসা করেছেন । সুতরাং অনিষ্টের আশঙ্কা নেই ।

বিদূষক— (ঘুমের ঘোরে কথা বলছে) দেবী, মালবিকা—

নিপুণিকা—শুনলেন তো ঠাকুরুন ! এই হতভাগা ঠকটা যে কার ছেলে ! সব সময় স্বস্তিবাচন পড়ে এখান থেকে মিষ্টি খেয়ে পেট পুরে এখন ঘুমের ঘোরে মালবিকাকে ডাকা হচ্ছে ।

বিদূষক—ইরাবতীকে হারিয়ে দাও ।

নিপুণিকা—এ কী কাণ্ড ! সাপের ভয়ে ভীতু এই বামুনপোকে আমি সাপের মতো কুটিল (বাঁকাচোরা) এই লাঠি দিয়ে থামের আড়াল থেকে ভয় দেখাই ।

ইরাবতী—এ কৃতঘ্নের এই অত্যাচারই প্রাপ্য।

(নিপুণিকা বিদূষককে দণ্ডের আঘাত করল)

বিদূষক—(হঠাৎ জেগে উঠে) ছি! ছি! ওহে বন্ধু, আমার উপরে সাপ এসে পড়েছে।

রাজা—(হঠাৎ এগিয়ে এসে) সখা, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না।

মালবিকা—(অনুসরণ করে) প্রভু, হঠাৎ বেরিয়ে যাবেন না, সাপের কথা বলছেন ইনি।

ইরাবতী—হায় হায়! ছি ছি! প্রভু এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বিদূষক—(জোরে হেসে) ওঃ! এ তো একটা লাঠি! আমি কিন্তু ভাবলাম, আমি যে কেতকীকণ্টকে সর্পের মতো দংশন করেছিলাম, তারই ফল ফলেছে।

(পর্দা ঝাঁকিয়ে বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলাবলিকা—না না! প্রভু যাবেন না। এখানে কুটিলগতি সাপের মতো কী দেখা যাচ্ছে।

ইরাবতী—(থামের আড়ালে থেকে রাজার সামনে এসে) মিলনের দিবা-সংকেতের মনোরথ নির্বিঘ্নে সিদ্ধ হয়েছে তো?

(সকলে ইরাবতীকে দেখে সন্ত্রস্ত)

রাজা- প্রিয়ে, তোমার এই সৌজন্য অপূর্ব।

ইরাবতী—বকুলাবলিকা, ভালো, যে তোর দূতীর প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে।

বকুলাবলিকা—ঠাকরুন, প্রসন্ন হোন। ব্যাঙের ডাক শুনে কি ইন্দ্র পৃথিবীকে বিস্মৃত হন?[২]

বিদূষক—তা নয়। আপনাকে দেখামাত্র ইনি (সেদিনের) প্রণিপাতের (পরেও) অবমাননার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দেবী তো আজও প্রসন্ন হচ্ছেন না।

ইরাবতী—রাগ করেই বা এখন কী করব?

রাজা—অস্থানে রাগ প্রকাশ তোমার অনুপযুক্ত কাজ। কারণ,

সুন্দরী, কবে বিনা কারণে তোমার মুখ ক্ষণেকের জন্যেও কুপিত হয়েছে? পূর্ণিমা ছাড়া রাতের চন্দ্রমণ্ডল কীভাবে রাহুগ্রস্ত হবে, বলো? ॥ ১৬ ॥

ইরাবতী—আর্যপুত্র ঠিকই বলেছেন, অস্থানে। আমার সৌভাগ্য যখন অন্যের হস্তগত হয়েছেই, তখন রাগ করলে হাস্যাস্পদ হব।

রাজা—তুমি অন্যভাবে নিচ্ছ। আমি কিন্তু সত্যি রাগের মতো কিছু দেখছি না। কেননা,

অপরাধ করলেও উৎসবের দিনে পরিজনদের বন্দী করে রাখা উচিত নয়। ফলে মুক্তি পেয়ে এরা দুজনে আমাকে প্রণাম করতে এসেছে ॥ ১৭ ॥

ইরাবতী—নিপুণিকা, যা, দেবীকে বল্—আজ আপনার পক্ষপাতিত্ব দেখা গিয়েছে।

নিপুণিকা—তাই হবে। (নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—(স্বগত) উঃ কী অনর্থ এসে পড়ল! বন্ধনমুক্ত গৃহকপোত এসে চিলের মুখে পড়ল।

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপুণিকা—(আড়ালে) ঠাকরুন, হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে বলল—এই-রকমভাবে এটা হয়েছে। (কানে কানে বলল)

ইরাবতী—(স্বগত) বুঝেছি। সত্যি এ ব্যাপারে বামুনপোরই সব কাজ। কামতন্ত্রের মন্ত্রীর (কুটিল) নীতি (কারসাজি)।

বিদূষক—দেবী, যদি নীতির এক অক্ষরও আমি পড়তাম তাহলে গায়ত্রীই ভুলে যেতাম।

রাজা—(স্বগত) এই সংকট থেকে কী করে নিজেকে মুক্ত করি ?

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা—(উত্তেজিতভাবে) প্রভু, কুমারী বসুলক্ষ্মী কন্দুকের পিছনে দৌড়তে থাকলে একটি পিঙ্গল বানর দেখে ভয় পেয়ে রানীমার কোলে শুয়েও বাত্যাহত কিসলয়ের মতো কাঁপছেন, কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হচ্ছেন না।

রাজা—আহা! ছেলেমানুষের দুর্বলতা।

ইরাবতী—(উত্তেজিতভাবে) আর্যপুত্র সত্বর তাকে আশ্বস্ত করুন, তার সন্ত্রাসজনিত বিকার যেন বৃদ্ধি না পায়।

রাজা—আমি তাকে আশ্বস্ত করতে যাচ্ছি। (দ্রুত পরিক্রমা)

বিদূষক—(স্বগত) ওরে পিঙ্গল বানর, সাধু সাধু! তোর দ্বারাই স্বপক্ষ সংকট থেকে রক্ষা পেল।

(বয়স্যকে নিয়ে রাজা, ইরাবতী এবং নিপুণিকা, এবং প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত)

মালবিকা—সখী, দেবীর কথা ভেবে আমার বুক কাঁপছে। জানি না, এর পরে কী দুর্ভোগ ভুগতে হবে।

(নেপথ্যে)

আশ্চর্য, আশ্চর্য! পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হবার আগেই দোহদের মুকুলে তপনীয়-অশোকতরু আচ্ছন্ন হয়েছে। যাই হোক, রানীমাকে নিবেদন করি।

(শুনে সানন্দে)

বকুলাবলিকা—সখী, আশ্বস্ত হও। রানী সত্যপ্রতিজ্ঞ।

মালবিকা—তাহলে প্রমদবনের রক্ষিণীর আড়ালে থাকি।

বকুলাবলিকা—তাই হোক।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

॥ চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চম অংক × × × × × × × × × × × × ×

(উদ্যানপালিকার প্রবেশ)

উদ্যানপালিকা—তপনীয়-অশোকতরুর বেদিকা নির্মাণ করে দিয়েছি। আমি কর্তব্যকর্ম শেষ করেছি, দেবীকে সেকথা জানাই। (পরিক্রমা করে) আহা! মালবিকা সত্যি অদৃষ্টের অনুকম্পার যোগ্য। ওর প্রতি ক্রুদ্ধ দেবী অশোককুসুমের বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন। দেবী কোথায় থাকতে পারেন! (দেখে নিয়ে) আহা! এই তো রানীমার পরিজনদের মধ্যে কুঁজো সারসক গালার শীলমোহর করা পেটিকা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। একেই জিগ্যেস করি।

(যেমনটি বলা হল তেমন কুব্জের প্রবেশ)

উদ্যানপালিকা—(এগিয়ে এসে) সারসক, কোথায় যাচ্ছ ?

সারসক—মধ্মকরিকা, বিদ্বান ব্রাহ্মণদের নিয়মিত দক্ষিণা দেওয়া হয়। আর্য পুরোহিতের হাতে তাই দিতে চলেছি।

মধুকরিকা—কেন ?

সারসক—যে-দিন থেকে রাজপুত্র বসুমিত্রকে সেনাপতি যজ্ঞাশ্ব-রক্ষার ভার দিয়েছেন সেই-দিন থেকে তার আয়ুষ্কামনায় রানী যোগ্য মানুষকে অষ্টাদশ সুবর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দান করেন।

মধুকরিকা—ঠিকই তো! এখন রানীমা কোথায় ? আর কী করছেন ?

সারসক—মঙ্গলগৃহে আসনে বসে বিদর্ভদেশ থেকে ভাই বীরসেনের পাঠানো চিঠি লেখকরদের মুখে শুনছেন।

মধুকরিকা—বিদর্ভরাজের কী সংবাদ ?

সারসক—বীরসেনপ্রমুখের হাতে রাজার বিজয়সেনার কাছে বিদর্ভরাজ বশীভূত হয়েছেন। রাজার আত্মীয় মাধবসেনও মুক্ত হয়েছেন। তিনি বহুমূল্য রত্নরাজি দিয়ে এবং শিল্পকর্মে নিপুণা বহু পরিচারিকা উপহার দিয়ে রাজার কাছে দূত পাঠিয়েছেন। আগামীকাল তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

মধুকরিকা—যাও নিজের কাজ করো। আমি দেবীর সঙ্গে দেখা করব।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশক সমাপ্ত

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—অশোকতরুর সৎকারে ব্যস্ত দেবী আদেশ করেছেন, আর্যপুত্রকে নিবেদন করো, আমি আর্যপুত্রের সঙ্গে অশোকতরুর কুসুমশোভা দেখতে চাই। তাই বিচারালয়ে গিয়ে রাজার অপেক্ষা করি। (পরিক্রমা করছে)

(নেপথ্যে দুজন বৈতালিক)

সৌভাগ্যক্রমে রাজা সৈন্য নিয়ে শত্রুর মাথায় উঠেছেন।

প্রথম—কোকিলের কলকূজনে আনন্দ করে আপনি অঙ্গযুক্ত অনঙ্গের মতো বিদিশার তীরে উদ্যানে উদ্যানে বসন্ত উদ্‌যাপন করছেন ; হে বরদ, আপনি প্রবল, বরদানদীর তটস্থ বৃক্ষগুলি আপনার বিজয়হস্তীদের বন্ধনস্তম্ভ হয়েছিল, তাদেরই সঙ্গে আপনাব শত্রুও অবনত হয়েছে[২] ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়—হে দেবোপম, ক্রথকৈশিকদের[৩] বিষয়ে আপনাদের উভয়ের কীর্তির বিষয়ে কবিরা বীরপ্রীতিবশতঃ পদ রচনা করেছেন—আপনি চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে বিদর্ভরাজের শ্রীসম্পদ হরণ করেছেন, আর যুগদণ্ডের মতো (চার) বাহুতে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন ॥ ২ ॥

প্রতিহারী—এই যে জয়-শব্দের লক্ষ্য রাজা এদিকেই আসছেন। আমিও তবে সামনে থেকে একটু সরে এসে এই অলিন্দের তোরণে দাঁড়াই। (একপাশে দাঁড়াল)

(বয়স্যকে নিয়ে রাজার প্রবেশ)

রাজা—যার সঙ্গে মিলন অতি দুর্লভ সেই-প্রিয়ার কথা ভেবে এবং সৈন্যবলে বিদর্ভরাজ পরাজিত হয়েছে শুনে আমার হৃদয় রৌদ্রতপ্ত দিনে বৃষ্টি ধারায় সিক্ত পদ্মের মতো দুঃখ ও সুখ দুই-ই অনুভব করছে ॥ ৩ ॥

বিদূষক—আমি যেমনটি দেখছি তাতে তুমি সুখীই হবে।

রাজা—কেমন করে ?

বিদূষক—আজ দেবী পণ্ডিতকৌশিকীকে বলেছেন, 'ভগবতী, আপনি যে প্রসাধন-কলার গর্ব করেন, আজ তা মালবিকার অঙ্গে বিবাহ-সজ্জায় প্রদর্শন করুন।' তিনিও বিশেষভাবে মালবিকাকে অলংকৃত করেছেন। তিনি হয়তো আপনার মনোরথও পূর্ণ করবেন।

রাজা—বন্ধু, আমার বিষয়ে ঈর্ষ্যাশূন্য ধারিণীর পূর্বের আচরণের ফলে এ হয়তো সম্ভব।

প্রতিহারী—(কাছে এসে) প্রভুর জয় হোক। দেবী নিবেদন করছেন, 'তপনীয়-অশোকতরুর কুসুমসম্ভার দর্শনে আমার উদ্যোগ সফল করো।'

রাজা—দেবী কি সেখানেই আছেন ?

প্রতিহারী—হ্যাঁ। মর্যাদা-অনুযায়ী-সম্মানে সুখী অন্তঃপুর ছেড়ে দেবী মালবিকাকে সামনে রেখে সব পরিজনদের নিয়ে প্রভুর অপেক্ষা করছেন।

রাজা—(সানন্দে বিদূষককে দেখে) জয়সেনা, এগিয়ে যাও।

প্রতিহারী—এই দিকে এই দিকে প্রভু। (সকলের পরিক্রমা)

বিদূষক—(দেখে) বন্ধু, প্রমদবনে বসন্ত যেন যৌবন সামান্য অতিক্রম করেছে।

রাজা—তুমি ঠিকই বলেছ।

সামনে কুরবক ফুল ছড়ানো, সহকারতরুতে ফলসম্ভারের জাল বিস্তীর্ণ, বসন্তঋতুর প্রায় পরিণত যৌবন চিত্তকে উৎসুক করছে ॥ ৪ ॥

বিদূষক—ওহে এই যে পুষ্পস্তবকের ভারে যেন (বসন-) সজ্জিত তপনীয়-অশোকতরু। তুমি চেয়ে দেখো।

রাজা—যুক্তিপূর্ণভাবেই এ কুসুমপ্রকাশে মন্থর হয়েছিল। এখন যে এই অনন্যসাধারণ শোভা ধরেছে ! দেখো—

মনে হচ্ছে এর দোহদ পূরণ করাতে, অন্য সমস্ত অশোকতরুর পুষ্পরাশি, যারা প্রথমে বসন্তের সূচনা করেছিল, এসে একেই আশ্রয় করেছে ॥ ৫ ॥

বিদূষক—ওহে থামো। আমরা কাছে এলেও ধারিণী মালবিকাকে তাঁর পাশে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন।

রাজা—(সানন্দে) বন্ধু দেখো,

আমাকে দেখে দেবী প্রিয়াকে নিয়ে বিনয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, যেন বসুমতী রাজশ্রীকে নিয়ে উঠে আসছেন, শুধু তাঁর (রাজশ্রীর) হাতে পদ্মটি নেই ॥ ৬ ॥

(ধারিণী, পরিব্রাজিকা, মালবিকা এবং পদ অনুযায়ী পরিজনদের প্রবেশ)

মালবিকা—(স্বগত) বিয়ের অলঙ্কারের কারণ আমি জানি। তবুও পদ্মপাতার উপরে জলের মতো আমার বুক কাঁপছে। আবার আমার বাঁ-চোখটিও বার-বার স্ফুরিত হচ্ছে।

বিদূষক—ওহে বন্ধু, বিয়ের সাজে মালবিকাদেবীকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে।

রাজা—একে দেখছি। যাকে

অনতিলম্বিত দুকূলবাসে এবং বহু অলঙ্কারে সজ্জিত দেখে আমার মনে হচ্ছে চৈত্রমাসের নক্ষত্রশোভিত, হিমমুক্ত রাত্রি, যখন জ্যোৎস্না সবেমাত্র দেখা দিয়েছে ॥ ৭ ॥

দেবী—(এগিয়ে এসে) আর্যপুত্রের জয় হোক।

বিদূষক—দেবীর শ্রীবৃদ্ধি হোক।

পরিব্রাজিকা—মহারাজের জয় হোক।

রাজা—ভগবতী, অভিবাদন করি।

পরিব্রাজিকা—(আপনার) অভিপ্রায় সিদ্ধ হোক।

দেবী—(সস্মিত) আর্যপুত্র, আমরা এই অশোকতরুটিকে তরুণীজনপরিবৃত তোমার সংকেতগৃহ স্থির করেছি।

বিদূষক—ওহে তোমাকে সেবা করা হচ্ছে।

রাজা—(সলজ্জভাবে অশোকতরুকে পরিক্রমা করছেন)

এই অশোকতরু দেবীর এরকম সৎকারের যোগ্য ছিল না, তা নয়; (তবুও) সে বসন্তশোভা ধারণ করতে অবহেলা করে এখন তোমারই প্রয়াসের সমাদর করে পুষ্প-সজ্জা করেছে ॥ ৮ ॥

বিদূষক—ওহে তুমি শান্তভাবে যৌবনবতী একে দেখো।

দেবী—কাকে ?

বিদূষক—দেবী, তপনীয়-অশোকতরুর কুসুমশোভাকে।

(সকলের উপবেশন)

রাজা—(মালবিকাকে দেখে স্বগত) কাছে থেকেও বিচ্ছেদ বড়ো কষ্টের।

আমি যেন এক চক্রবাক, প্রিয়া আমার সহচরী চক্রবাকী, আমাদের সম্পর্ককে অনুমতি না দিয়ে ধারিণী যেন রজনী ॥ ৯ ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—প্রভুর জয় হোক। প্রভু, অমাত্য নিবেদন করছেন, বিদর্ভদেশের উপঢৌকনের মধ্যে দুটি শিল্পনিপুণা কন্যা ছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকার দরুন তাদের পূর্বে আনা হয় নি। এখন প্রভুর কাছে তাদের আনা সম্ভব। সুতরাং প্রভু আদেশ দিতে পারেন।

রাজা—তাদের নিয়ে এসো।

কঞ্চুকী—প্রভুর যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রমণ, তাদের নিয়ে পুনরায় প্রবেশ) এই দিকে দেবী।

প্রথমা—(জনান্তিকে) সখী মদনিকা, আগে না দেখলেও এই রাজবাড়িতে প্রবেশ করে আমার বেশ ভালোই মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয়া—জ্যোৎস্নিকা, আমারও তাই মনে হচ্ছে। লোকপ্রবাদ আছে, হৃদয়ের অবস্থাই ভাবী সুখ ও দুঃখের কথা জানিয়ে দেয়।

প্রথমা—তা এখন সত্যি হোক।

কঞ্চুকী—এই যে দেবীর সঙ্গে রাজা রয়েছেন। তোমরা এগিয়ে যাও। (উভয়ে এগিয়ে গেল)

(মালবিকা এবং পরিব্রাজিকা দুই চেটীকে দেখে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন)

উভয়ে—(প্রণাম করে) মহারাজের জয় হোক। মহারানীর জয় হোক (রাজার আদেশ পেয়ে উভয়ের উপবেশন)

রাজা—তোমরা কোন্ কলাবিদ্যা শিক্ষা করেছ ?
উভয়ে প্রভু, আমরা সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ।
রাজা—দেবী, এদের মধ্যে একজনকে গ্রহণ করো।
দেবী—মালবিকা, এই দিকে দেখো। কোন্‌জনকে তোমার সঙ্গীতের সহকারিণীহিসেবে পছন্দ ?
উভয়ে—(মালবিকাকে দেখে) এ কী ! রাজকুমারী ! (প্রণাম করে) জয় হোক ! জয় হোক রাজকুমারীর। (তাঁর সঙ্গে অশ্রুবর্ষণ)

(সকলের সবিস্ময়ে অবলোকন)

রাজা—তোমরা কে ? ইনিই বা কে ?
উভয়ে—প্রভু ইনি আমাদের রাজকুমারী।
রাজা—সে কী রকম ?
উভয়ে—রাজামশাই শুনুন—প্রভুর বিজয়সৈন্য বিদর্ভরাজকে বশীভূত করে যাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে, ইনি সেই মাধবসেনের কনিষ্ঠা ভগিনী, এঁর নাম মালবিকা।
দেবী—কী ! ইনি রাজপুত্রী ! আমি চন্দনকে পাদুকা করে দূষিত করেছি।
রাজা—এখন—ইনি কী করে এই অবস্থায় এলেন ?
মালবিকা (দীর্ঘশ্বাস—স্বগত) অদৃষ্টবশে।
দ্বিতীয়া—প্রভু শুনুন, আমাদের রাজকুমার মাধবসেন জ্ঞাতিদের অধীন হয়ে পড়লে তাঁর অমাত্য আর্য সুমতি আমাদের মতো পরিজনদের ত্যাগ করে গোপনে এঁকে নিয়ে আসেন।
রাজা—এ আমি পূর্বে শুনেছি। তারপর ?
দ্বিতীয়া—এই পর্যন্তই। তারপরে আর আমরা জানি না।
পরিব্রাজিকা এর পরের কথা মন্দভাগিনী আমি বলছি।
উভয়ে রাজকুমারী, আর্যা কৌশিকীর মতো কণ্ঠস্বর !
মালবিকা—তিনিই তো !
উভয়ে সন্ন্যাসিনীর বেশী আর্যা কৌশিকীকে চেনা কষ্ট। ভগবতী, প্রণাম হই।
পরিব্রাজিকা—তোমাদের মঙ্গল হোক।
রাজা—এ কী ! ভগবতী এদের চেনেন ?
পরিব্রাজিকা—তাই।
বিদূষক—তাহলে ভগবতী এর বৃত্তান্তের শেষটুকু বলে দিন।
পরিব্রাজিকা—(আবেগসহ) শুনুন তাহলে। মাধবসেনের সচিব সুমতি আমার অগ্রজ।
রাজা—বুঝলাম। তারপর ?
পরিব্রাজিকা—ভাই ওইরকম চলে যাওয়াতে তিনি তখন একে এবং আমাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছায় বিদিশাগামী একদল পথিকের সঙ্গে যুক্ত হন।
রাজা—তারপর ?
পরিব্রাজিকা—কিছুদূর গিয়ে বণিকেরা বনপ্রান্তে বিশ্রাম করা স্থির করেন।
রাজা—তারপর ?
পরিব্রাজিকা—তারপর,

হঠাৎ একদল (শত্রু-) সৈন্য পথ অবরোধ করে সেখানে আবির্ভূত হল ; তাদের দিকে তাকানো যায় না, তাদের দুই বাহুর মধ্যে বিশাল তূণীর, তার মধ্যে সুতীক্ষ্ন বাণ, তাদের পুঙ্খরূপী ময়ূরপুচ্ছ কান-পর্যন্ত কলাপ মেলেছে (যেন), তাদের হাতে ধনুক এবং তারা প্রচণ্ড গর্জন করছিল ॥ ১০ ॥

(মালবিকার ভয়ের অভিনয়)

বিদূষক—দেবী, ভয় পাবেন না। ভগবতী পুরনো কথা বলছেন।

রাজা—তারপর ?

পরিব্রাজিকা—তারপর বণিক্-যোদ্ধারা অল্পক্ষণের জন্যে যুদ্ধ করে দস্যুদের হাতে পরাজিত হল।

রাজা—এর পরে আর শোনা কষ্টকর।

পরিব্রাজিকা—তখন আমার ভাই—

শত্রুর হাতে অত্যাচারের ভয়ে কাতর এই মেয়েটিকে বাঁচাতে গিয়ে প্রভুভক্তিতে প্রিয় প্রাণ দিয়ে প্রভুর ঋণ শোধ করল ॥ ১১ ॥

প্রথমা—হায় ! সুমতি গত !

দ্বিতীয়া—সেই জন্যেই রাজকুমারীর এই দশা হয়েছে।

(পরিব্রাজিকার অশ্রুবিসর্জন)

রাজা—ভগবতী, শরীরধারীদের এই লোকযাত্রা। যিনি প্রভুর ঋণ সার্থক করেছেন তাঁর জন্যে শোক করা উচিত নয়। তারপর ?

পরিব্রাজিকা—তারপর আমি মূর্ছা গেলে যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন আর একে দেখতে পেলাম না।

রাজা—আপনি বড়ো কষ্ট পেয়েছেন।

পরিব্রাজিকা—তারপরে ভাই-এর দেহের অগ্নিসংস্কার করে আবারও বৈধব্যদুঃখ নতুন করে ভোগ করে আপনার দেশে এসে আমি এই কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করেছি।

রাজা—সজ্জনের এই পথই উপযুক্ত। তারপর ?

পরিব্রাজিকা তারপরে এও বনেচরদের হাত থেকে বীরসেনের কাছে, এবং বীরসেনের কাছ থেকে দেবীর কাছে এসেছে, দেবীর গৃহে প্রবেশ করে আমি একে দেখতে পেলাম। এখানেই গল্প শেষ।

মালবিকা—(স্বগত) এখন রাজা না জানি কী বলবেন।

রাজা—আহা বিপদ (মানুষের) কী অপমান করে ! কেননা,

দেবী-শব্দযোগ্যা এঁকে দাসীভাবে গ্রহণ করে রেশমী বস্ত্রকে স্নানের বস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে ॥ ১২ ॥

দেবী—ভগবতী, মালবিকা যে অভিজাতকুলোৎপন্না এ কথা প্রকাশ না করে আপনি ভালো করেন নি।

পরিব্রাজিকা—ছি ! ছি ! কারণ ছিল বলেই আমি গোপনতা অবলম্বন করেছিলাম।

দেবী—কী সেই কারণ ?

রাজা—যদি বলার মতো হয় তবে বলুন।

পরিব্রাজিকা—শুনুন। এর পিতা জীবিত থাকাকালীন লোকযাত্রার্থে আগত সিদ্ধ-পুরুষ এক সাধু আমার সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, এক-বৎসর-মাত্র দাসীরূপে

থেকে তারপরে এই কন্যা অনুরূপ স্বামী লাভ করবে। সুতরাং তোমার পদসেবা করে এর অবশ্যম্ভাবী আদেশ পরিণত হচ্ছে দেখে আমি কালপ্রতীক্ষা করে ভালোই করেছি দেখছি।

রাজা—প্রতীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

কঞ্চুকী—প্রভু, কথায় কথায় ভুল হয়ে গিয়েছে। অমাত্য জানাচ্ছেন, বিদর্ভের বিষয়ে যা করণীয় তা আমরা দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করেছি। এখন আমরা মহারাজের অভিপ্রায় কী তা শুনতে চাই।

রাজা—মৌদ্গল্য, যজ্ঞসেন ও মাধবসেন এই দুই ভ্রাতাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

তাঁরা দুজনে বরদানদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরে বিভক্ত হয়ে রাত্রিদিনের শীতল ও উষ্ণ কিরণের মতো শাসন করুন ॥ ১৩ ॥

কঞ্চুকী প্রভু, এই কথাই অমাত্য পরিষদে জানাই।

রাজা—(অঙ্গুলিনির্দেশে অনুমোদন করলেন)

(কঞ্চুকী নিষ্ক্রান্ত)

প্রথমা—(জনান্তিকে) রাজকুমারী, সৌভাগ্যক্রমে রাজকুমার অর্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠা পাবেন।

মালবিকা—প্রাণসংশয় থেকে সে মুক্ত হয়েছে এই অনেক।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—প্রভুর জয় হোক! প্রভু, অমাত্য নিবেদন করছেন, প্রভুর বুদ্ধি শুভ। মন্ত্রিপরিষদেরও একই মত। কেননা,

রথের দুটি ঘোড়া যেমন লাগাম টেনে রথীর ইচ্ছানুসারে চলে তেমনি এই দুই রাজাও বিভক্তভাবে রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করে, পরস্পর-নিয়ন্ত্রণে নির্বিকারভাবে অবস্থান করবে এবং আপনারই অধীন থাকবে ॥ ১৪ ॥

রাজা—তাহলে মন্ত্রিপরিষদকে বলো, সেনাপতি বীরসেনকে এই রকম ব্যবস্থা করতে লেখা হোক।

কঞ্চুকী - প্রভুর যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত, উপহারসহ পত্র নিয়ে পুনঃপ্রবেশ) প্রভুর আদেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই যে সেনাপতি পুষ্পমিত্রের কাছ থেকে উপহারসহ এই পত্রটি এসেছে। প্রভু এটি দেখুন।

(রাজা তাড়াতাড়ি উঠে উপচার নিয়ে উপহারটি পরিজনদের দিলেন
(এবং পত্রটি খোলার অভিনয় করলেন)

দেবী—(স্বগত) আমরা ঐদিকেই উন্মুখ হয়ে আছি। গুরুজনদের কুশলসংবাদের পরে আমি বসুমিত্রের সংবাদ শুনব। সেনাপতি আমার পুত্রকে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন।

রাজা—(বসে পড়ছেন) 'স্বস্তি। যজ্ঞগৃহ থেকে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশাস্থিত দীর্ঘায়ু পুত্র অগ্নিমিত্রকে স্নেহবশতঃ আলিঙ্গন করে নিবেদন করছেন যে, তুমি জেনে রাখো যে, রাজযজ্ঞের দীক্ষা নিয়ে একশত রাজপুত্রে পরিবৃত করে কুমার বসুমিত্রকে অশ্বরক্ষার দায়িত্ব দিই। সংবৎসরের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে (এই আদেশ দিয়ে) যজ্ঞাশ্বকে মুক্ত করে দিলে সেই অশ্বটি সিন্ধুনদের দক্ষিণ-

দিকের তীরভূমিতে বিচরণ করতে থাকে, তখন অশ্বারোহী যবনসেনারা তাকে আক্রমণ করে। তখন উভয় সেনার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়।' (দেবী বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন)

রাজা—উঃ এইরকম ঘটেছে! (শেষাংশ পড়লেন) 'তারপর ধনুর্ধারী বসুমিত্র শত্রুগণকে পরাজিত করে সবলে আমাদের ঘোড়াটিকে নিয়ে ফিরে এসেছেন' ॥ ১৫ ॥

দেবী—এতে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হল।

রাজা (পত্রের শেষাংশ পড়ছেন) সগরের পৌত্র অংশুমানের মতো আমি এখন অশ্বটিকে ফিরে পেয়ে যজ্ঞ করছি। সুতরাং কালক্ষয় না করে রোষশূন্যমনে তুমি বধূগণকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞসেবা করার জন্যে এখানে উপস্থিত হও'।

রাজা—অনুগৃহীত হলাম।

পরিব্রাজিকা কী আনন্দ! পুত্রের বিজয়ে (রাজ-) দম্পতীর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

(দেবীকে দেখে)

তোমার স্বামী তোমাকে শ্লাঘ্য বীরপত্নীদের অগ্রগণ্যা করে রেখেছেন, আজ পুত্রের গুণে তোমার সঙ্গে 'বীরপ্রসবিনী' শব্দটি যুক্ত হল ॥ ১৬ ॥

বিদূষক—দেবী, আমি খুশি হয়েছি যে পুত্র পিতার মতোই হয়েছে।

পরিব্রাজিকা—বাচ্চা হাতিও যূথপতিকেই অনুকরণ করে।

কঞ্চুকী—প্রভু, এই কুমার

এসকল বীরকর্মে আমাদের চিত্তে বিস্ময় উৎপাদন করছেন না, (কারণ) তার অপ্রতিহত উৎস আপনি, যেমন দুর্বস্ত বাড়বানলের উৎস মহর্ষি ঔর্ব[৪]। (অর্থাৎ আপনার পুত্রের এই বিজয় তো অস্বাভাবিক কিছু নয়!) ॥ ১৭ ॥

রাজা—যজ্ঞসেনের শ্যালকসুদ্ধ সকল বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হোক।

কঞ্চুকী—প্রভুর যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

দেবী—জয়সেনা, যাও, ইরাবতী ও অন্যান্য সব অন্তঃপুরিকাকে পুত্রের বিজয়বার্তা জানাও।

প্রতিহারী—বেশ। (প্রস্থান)

দেবী—এসো তবে।

প্রতিহারী—(ঘুরে এসে) এই যে আমি।

দেবী—(জনান্তিকে) অশোকতরুর দোহদ-পূরণের জন্যে মালবিকাকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে-কথা এবং এর অভিজাত বংশের কথা জানিয়ে ইরাবতীকে অনুনয় করে আমার কথা বলো—'তুমি আমাকে সত্যভ্রষ্ট কোরো না।'

প্রতিহারী—দেবীর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত। পুনরায় প্রবেশ)

রানীমা, পুত্রের বিজয়ের আনন্দে আমি অন্তঃপুরের আভরণের পেটিকা হয়ে পড়েছি।*

দেবী—এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! তাদের এবং আমার পক্ষে এ তো সমান আনন্দ।

প্রতিহারী—(জনান্তিকে) রানীমা, ইরাবতী জানিয়েছেন, ক্ষমতাশালিনী দেবীর উপযুক্ত প্রতিশ্রুতির অন্যথা করা উচিত নয়।

দেবী—ভগবতী, আপনার অনুমতি পেলে আর্যসুমতির প্রথম-সংকল্পিত মালবিকাকে

আর্যপুত্রের হাতে সমর্পণ করতে চাই।

পরিব্রাজিকা—এখানেও ওর উপরে তোমারই প্রভুত্ব।

দেবী—(মালবিকার হাত ধরে) আর্যপুত্র, প্রিয়নিবেদনের উপযুক্ত এই পারিতোষিকটি গ্রহণ করো। (রাজা সলজ্জভাবে নিরুত্তর রইলেন)

দেবী (সস্মিত) আর্যপুত্র কি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছ ?

বিদূষক—দেবী, এটাই লোকব্যবহার, নতুন বরমাত্রেই লজ্জা পেয়ে থাকে। (রাজা বিদূষকের দিকে তাকালেন)

বিদূষক—অথবা, দেবীর বিশেষ-স্নেহের-পাত্র দেবীশব্দযোগ্যা মালবিকাকে ইনি গ্রহণ করতে চাইছেন

দেবী—এই রাজকুমারী তার কুলগৌরবেই 'দেবী' নাম পেয়েছে। পুনরুক্তির কী প্রয়োজন ?

পরিব্রাজিকা—না না, এরকম নয়।

হে কল্যাণী, খনি-থেকে-ওঠা মণিও যদি সংস্কৃত না হয় তবে তো সোনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। (অসংস্কৃত মণিকে সোনায় বাঁধানো যায় না) ॥ ১৮ ॥

দেবী—(স্মরণ করে) ভগবতী, ক্ষমা করুন। জয়সেনা যাও, একটি পরিষ্কার রেশমী-বস্ত্র নিয়ে এসো।

প্রতিহারী—দেবীর যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত। রেশমীবস্ত্র নিয়ে পুনঃপ্রবেশ) দেবী, এই যে।

দেবী—(মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করে) আর্যপুত্র, এখন একে গ্রহণ করো।

রাজা—তোমার শাসনে আমাদের কিছু বলার নেই।

পরিব্রাজিকা—আঃ ! গ্রহণ করেছেন।

বিদূষক—আহা, তোমার প্রতি দেবী কত সদয়।

(দেবী পরিজনদের দেখছেন)

পরিজন—(মালবিকার কাছে এসে) মহারানীর জয় হোক।

(দেবী পরিব্রাজিকাকে দেখছেন)

পরিব্রাজিকা—তোমার পক্ষে এ আশ্চর্য নয়।

স্বামীকে ভালোবেসে সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা প্রতিপক্ষকে (সপত্নীকে) দিয়েও পতিসেবা করে থাকে ; সমুদ্রগামিনী নদীরা অন্য শত শত নদীকেও সাগরে পেঁছে দেয় ॥ ১৯ ॥

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপুণিকা—মহারাজের জয় হোক। ইরাবতী জানিয়েছেন, 'স্বামীর সৌজন্যে অবহেলা করে অপরাধ করেছি তাই আমি নিজেই তাঁর অনুকূল আচরণ করছি। এখন মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে তিনি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন।

দেবী—নিপুণিকা, রাজা নিশ্চয়ই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবেন।

নিপুণিকা—অনুগৃহীত হলাম।

পরিব্রাজিকা—প্রভু, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আমি আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত-হওয়াতে প্রীত মাধবসেনকে সম্মান প্রদর্শন করতে চাই।

দেবী—ভগবতী, আমাদের পরিত্যাগ করা ঠিক হবে না।

রাজা—ভগবতী, আমাদের পত্রে আমি আপনার নামে তাঁর কাছে সম্মান জানাব।
(আক্ষরিক—সম্মানসূচক অক্ষর লিপিবন্ধ করব)।

পরিব্রাজিকা—আপনাদের স্নেহে আমি পরাধীন।

দেবী—আর্যপুত্র, বলো, আরো কী প্রিয় কাজ করতে পারি ?

রাজা—এর পরে আর কী প্রিয় আছে ? তবুও এমন হোক—
দেবী, আমি মনে মনে প্রার্থনা করব, তুমি আমার প্রতি সতত প্রসন্ন থাকো।

(ভরত বাক্য)

আমি আশ্বাস দিচ্ছি, অগ্নিমিত্র রাজা থাকতে প্রজাদের অনর্থ-দূরীকরণের কিছুই বাকি থাকবে না॥ ২০॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

॥ শ্রীকালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম অংক

১. ঐশ্বর্য বলতে অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা এই আটটি সিদ্ধি।

২. 'কান্তাসংমিশ্রদেহঃ' বলতে মহাদেবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তির কথা বোঝানো হয়েছে।

৩. শিবের আটটি মূর্তি, জল, বহ্নি, যন্তা, সূর্য, চন্দ্রমা, আকাশ, বায়ু ও অবনী। জলং বহ্নিস্তথা যন্টা সূর্যাচন্দ্রমসৌ তথা। আকাশং বায়ুরবনী মূর্তয়োহষ্টৌ পিনাকিনঃ ॥

৪. এই ঈশ্বর কবির আরাধ্য মহাদেব।

৫. তামসী বৃত্তি—তমোগুণে প্রভাবিত চিত্তবিকার।

৬. সংগীত শব্দের অর্থ নৃত্য, গীত এবং বাদ্য। 'নৃত্তং গীতং তথা ব্যাদং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে—' সঙ্গীতরত্নাকর।

৭. 'আবুত্ত'—শব্দটি মূলে আছে। কুমারী বসুলক্ষ্মী রানী ধারিণীর ছোটো বোন ছিলেন। 'আবুত্ত' শব্দের অর্থ ভগিনীপতি। 'আবুত্তো ভগিনীপতিঃ' অমরকোষ ১.৩.৫৮। অধ্যাপক এস. পি. পণ্ডিতের মতে আবুত্ত শব্দটি সংস্কৃত আর্যপুত্র শব্দের প্রাকৃত রূপ। বসুলক্ষ্মী ধারিণীর কন্যা ছিল। এবং মায়ের অনুকরণে সে অগ্নিমিত্রকে 'আবুত্ত' সম্বোধন করেছে। কিন্তু বসুলক্ষ্মী ধারিণীর বোন ছিলেন এই সম্ভাবনাই বেশি সমর্থিত।

৮. ভরতমুনিরচিত 'নাট্যশাস্ত্রের' বিদ্যা।

৯. পশুবধের বীভৎসতা নেই এই যজ্ঞে, তাই শান্ত, কমনীয়।

১০. ভরতের নাট্যবিধিসম্মত নৃত্যের দুটি বিভাগ—তাণ্ডব ও লাস্য।

১১. 'লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্।' —নাট্যশাস্ত্র, ১.১১১

১২. মূলে নাট্য বলতে নাটক (drama) অর্থাৎ অভিনয়যোগ্য নৃত্যকেই বোঝানো হয়েছে। এই নৃত্যাভিনয় পঞ্চাঙ্গ বা পাঁচ প্রকার—নৃত্ত, কৈশার, ধর্মর, বাগড এবং গীত। কারো কারো মতে পঞ্চাঙ্গ নৃত্যাভিনয় বলতে শরীরের পাঁচটি অঙ্গের মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ। পাঁচটি অঙ্গ মন, চোখ, ভ্রূ, হস্ত এবং পদ।

১৩. 'বর্ণাবরো ভ্রাতা'—বর্ণেন অবরঃ, হীনঃ বর্ণাবরঃ—ছোটোজাতের ভাই! বীরসেন সম্ভবতঃ ধারিণীর পিতার বৈশ্য অথবা শূদ্র পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন।

তখনকার দিনের রাজনৈতিক সম্পর্কের এবং চুক্তির আদান-প্রদানের চিত্র এই চিঠির মধ্যে ধরা পড়েছে।

১৫. নেপথ্যের আস্ফালন নাট্যাচার্য গণদাস ও হরদত্তের মধ্যে। বিদূষক কৌশলে এই বিবাদ সৃষ্টি করেছেন। তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ এই আস্ফালন। তাই একে বিদূষকের কারসাজির কৌশলের বৃক্ষের প্রথম পুষ্প বলছেন রাজা।

১৬. চিরন্তনের রূপ বোঝানোর পক্ষে সমুদ্রের উপমা গভীর তাৎপর্যবাহী। অন্যপক্ষে রাজার উদারতা এবং মহত্ত্বও এই একটি উপমানের সাহায্যেই ধ্বনিত।

হল। রাজার রূপের তুলনীয় বর্ণনা শিশুপালবধে ৪.১৭-তে পাই—'ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ'।

১৭. মূলে আছে 'প্রধানপুরুষ'। প্রধানপুরুষ শব্দের আক্ষরিক অর্থ রাজসভার প্রসিদ্ধ মানুষ, Principal courtiers.

১৮. রাজাকে তুলনা করা হয়েছে সূর্যের সঙ্গে, তাঁর প্রিয় অনুগ্রহভাজন হরদত্ত আগুনের সঙ্গে উপমিত। 'সৌরং তেজঃ সায়ম্ অগ্নিং সংক্রমতে'। রানীকে তুলনা করা হয়েছে রাত্রির সঙ্গে, তাঁর অনুগ্রহভাজন গণদাস রাত্রিতে উজ্জ্বল চাঁদের মতো।

১৯ কোনো স্ত্রীলোকের মুখে এই সম্বোধন একটু বেমানান শোনায়। কিন্তু পারিব্রাজিকা সম্ভবতঃ বোঝাতে চেয়েছেন, চন্দ্রমুখী সুন্দরীর কুপিত ভাব ভালো দেখায় না, তিনি প্রসন্ন থাকলেই শোভন হয়।

২০. চতুষ্পদ চলিত নৃত্য—বৃষপর্বার কন্যা যযাতির পত্নী শর্মিষ্ঠার কাব্য চারটি স্তবকে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটির ভাব ও বিষয়বস্তু পৃথক।

২১. এই মৃদঙ্গধ্বনি শুনে ময়ূরেরা আহ্লাদিত হয় বলে এর নাম 'মায়ূরী'। মায়ূরী মদয়তি মার্জনা মনাংসি—শ্লোকের শেষ চরণের অনুপ্রাসটি শ্রুতিসুখকর।

দ্বিতীয় অংক

১. শর্মিষ্ঠার সেই চতুষ্পদ-সংগীত (নৃত্য-গীত-বাদ্য) দ্রুত, মধ্যম এবং বিলম্বিত এই ত্রিবিধ লয়ের মধ্যে মধ্যলয়ে বাঁধা। ভরতের মতে মধ্যলয় শৃঙ্গার এবং হাস্যের পক্ষে উপযোগী। মালবিকা যে-গানটি গাইবে তার রস শৃঙ্গার ছিল। এখানে অংশ বলতে পূর্বে উল্লিখিত স্তবক।

২. 'কতক' নামে এক রকম ফল জলে দিলে নোংরা জল পরিষ্কার হয়ে যায়।

৩. মূলের 'বলভি' শব্দের অর্থ ঢালু ছাত। পায়রারা সাধারণতঃ ঐ-স্থানে জড়ো হয়ে থাকে। কিন্তু মধ্যাহ্নের উত্তাপে তারা ঐ স্থান ছেড়ে সৌধগৃহ আশ্রয় করেছে।

তৃতীয় অংক

১. 'রিক্তপাণির্ন পশ্যেৎ তু রাজানং দেবতাং গুরুম্'। তাই পারিব্রাজিকা বীজপূরকের উপহার নিয়ে যাওয়া মনস্থ করেছেন। বীজপূরক একরকম লেবুগাছের ফল।

২. তপনীয়-অশোকতরু সোনালি ফুলের অশোকতরু। ভারতীয় কবির কল্পনা-অনুসারে সুন্দরী রমণীর পদাঘাতে অশোকতরু বিকসিত হয়। 'পাদাহতঃ প্রমদয়া বিকসত্যশোকঃ'। সুন্দরী যুবতীর পদাঘাত পেয়ে তবে পুষ্পিত হব এমন বাসনা (দোহদ) যেন অশোকতরু করেছে। সেই ইচ্ছাপূরণ করা হবে।

৩ মদ্যপানের ফলে মুখে অরুচি হলে মাছের ডিমের মতো হলুদরঙের চিনির মতো শর্করাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণে ভালো ফল হয়। 'মদ্যং পীত্বা যদি বা তৎক্ষণমবলেঢ়ি শর্করাং সঘৃতম্। মদয়তি ন জাতু মদ্যং মনাগপি প্রথিতবীর্যমপি।'

মাছের ডিমের মতো দেখতে বলেই এই জাতীয় চিনির নাম মৎস্যাণ্ডিকা—'বালুকেব ভৃশং সক্ষ্মা সুস্নিগ্ধা সিতাপিঙ্গলা। মৎস্যাণ্ডাকৃতিসাদৃশ্যযোগান্-মৎস্যাণ্ডিকা স্মৃতা॥'

৪. 'বকুলাবলিকা' শব্দের অর্থ বকুলফুলের মালা। তাকে পিষ্ট করলে চমৎকার সুগন্ধ পাওয়া যায়। বকুলাবলিকা বলতে চাইছে, সেই রকম অত্যন্ত দুঃসময়ের কষ্টের মধ্যেই তারও গুণ প্রকাশ পাবে।

৫. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর রাজা দুষ্যন্তও শকুন্তলার কানের কাছে গুঞ্জনরত ভ্রমরকে দেখে এমনি করেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন—'বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্তস্ত্বং খলু কৃতী' (১. ২০)

৬. অর্থাৎ দ্রুত পলায়ন।

৭. মঙ্গলগ্রহ ৭৬০ দিন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার পরে-৬০ দিনের জন্যে উল্টোদিকে প্রদক্ষিণ করে। এই সময়ে সে বড়ো অমঙ্গলজনক। রক্তবর্ণ মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে ক্রোধে আরক্ত ইরাবতীর তুলনা অন্যদিক থেকেও বিদূষকের ভাষানৈপুণ্যের পরিচায়ক।

চতুর্থ অংক

১ 'বিম্বিক' শব্দের দুটি অর্থ—নগরের অভিজাত শ্রেণীর মানুষ এবং অগ্নিমিত্রের কোনো পূর্বপুরুষ। বৈম্বিক শব্দের অর্থ তাই 'নাগরক' অথবা বিম্বিকের বংশধর দুইই হতে পারে।

২ ব্যাঙের ডাক শুনে ভয় পেয়ে ইন্দ্র তাঁর প্রেয়সী পৃথিবীকে জলবর্ষণে সিক্ত করতে কখনোই বিরত হন না। বকুলাবলিকার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রশংসনীয়। মুহূর্তেই সে ইরাবতীকে তুষ্ট করার মতো কথা বলেছে। রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের মতো, তাঁর প্রিয়তমা ইরাবতী, মালবিকা এবং বকুলাবলিকার মতো ব্যাঙের ডাকে রাজা ইরাবতীকে কেন প্রেমধারাসিঞ্চনে বঞ্চিত করবেন? —এই কথাই সে সুন্দরভাবে অল্প কথায় বুঝিয়েছে। কালিদাসের সংক্ষিপ্ত অথচ চতুর বাগ্‌ভঙ্গী লক্ষণীয়।

পঞ্চম অংক

১. অর্থাৎ শত্রুর মস্তকে পদাঘাত করেছেন।

২. বিজয়হস্তীর প্রমত্ত অঙ্গসঞ্চালনে বন্ধনস্তম্ভ আলোড়িত হয়ে উন্মূলিত হয়েছে, সেই সঙ্গে শত্রুও ভূপাতিত হয়েছে।

৩. ক্রথকৈশিক—বিদর্ভদেশ।

৪. মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণে একটি পুরাকাহিনী প্রসিদ্ধ। ক্ষত্রিয় কৃতবীর্য তাঁর কুলপুরোহিত ভৃগুবংশকে সমস্ত ঐশ্বর্য দান করেন। কালক্রমে কৃতবীর্যের

বংশধরেরা অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়ে। তারা ভৃগুবংশীয়দের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের সকলকে হত্যা করে এমনকি গর্ভস্থ শিশুকেও তারা ক্ষমা করে নি। তখন ভৃগুবংশের এক রমণী তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে ঊরুর মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। ঊরুজন্মা সেই বালক (ঔর্ব) তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে। তার ক্রোধ থেকে এক ভয়াবহ অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাতে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন তার পিতৃপুরুষেরা তাকে শান্ত করলেন। ঔর্ব তার ক্রোধাগ্নিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে তাকে একটি ঘোড়ার মুখে আবদ্ধ রাখল। এই অগ্নিই সমুদ্রের বড়বানল।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

একৈশ্বর্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তাসংমিশ্রদেহোঽপ্যবিষয়মনসাং যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্ ।
অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতো নাভিমানঃ
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ ॥ ১ ॥

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) মারিষ ইতস্তাবৎ ।

(প্রবিশ্য)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব, অয়মস্মি ।

সূত্রধারঃ অভিহিতোঽস্মি বিদ্বৎপরিষদা কালিদাসগ্রথিতবস্তু মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকমস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রযোক্তব্যমিতি । তদারভ্যতাং সঙ্গীতম্ ।

পারিপার্শ্বিকঃ—মা তাবৎ । প্রথিতযশসাং ভাসকবিপুত্রসৌমিল্লকাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং পরিষদো বহুমানঃ ।

সূত্রধারঃ—অয়ি ! বিবেকবিশ্রান্তমভিহিতম্ । পশ্য

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্ ।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥ ২ ॥

পারিপার্শ্বিকঃ—আর্যমিশ্রাঃ প্রমাণম্ ।

সূত্রধারঃ—তেন হি ত্বরতাং ভবান্ ।

শিরসা প্রথমগৃহীতামাজ্ঞামিচ্ছামি পরিষদঃ কর্তুম্ ।
দেব্যা ইব ধারিণ্যাঃ সেবাদক্ষঃ পরিজনোঽয়ম্ ॥ ৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রস্তাবনা

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী—আণত্তম্হি দেবীএ ধারিণীএ অইরপ্পউত্তোবদেসং চলিঅং ণাম ণট্ঠআং অন্তরেণ কীরিসী মালবিঅত্তি ণট্টাআরিঅং অজ্জগণদাসং পুচ্ছিদুং । তা দাব সংগীতসালং গচ্ছম্হি । (আজ্ঞপ্তাস্মি দেব্যা ধারিণ্যা অচিরপ্রবৃত্তোপদেশং চলিতং নাম নাট্যমন্তরেণ কীদৃশী মালবিকেতি নাট্যাচার্যমার্যগণদাসং প্রষ্টুম্ । তত্তাবৎ সঙ্গীতশালাং গচ্ছামি) । (ইতি পরিক্রামতি)

(ততঃ প্রবিশত্যাভরণহস্তা দ্বিতীয়া চেটী)

প্রথমা—(দ্বিতীয়াং দৃষ্টা) হলা কোমুদীএ কুদো দে ইঅং ধীরদা জং সমীবেণ বি অদিক্কমন্তী ইদো দিট্ঠিং ণ দেসি । (সখি কৌমুদিকে কুতস্ত ইয়ং ধীরতা যৎ সমীপেণাপ্যতিক্রামন্তীতো দৃষ্টিং ন দদাসি) ।

দ্বিতীয়া—অম্হো বউলাবলিআ । সহি, ইদং দেবীএ সিপ্পিসআসাদো আণীদং ণাঅমুদ্দাসণাহং অঙ্গুলীঅঅং সিণিদ্ধং ণিজ্ঝাঅন্তী তুহ উবালম্ভে পডিদম্হি । (অহো বকুলাবলিকা । সখি ইদং দেব্যাঃ শিল্পিসকাশাদানীতং নাগমুদ্রাসনাথ-

মঙ্গুলীয়কং স্নিগ্ধং নিধ্যায়ন্তী তবোপালম্ভে পতিতাস্মি)।

বকুলাবলিকা—ঠাণে খু সজ্জাদি দিট্‌ঠী। ইমিণা অঙ্গুলীঅএণ উব্‌ভিন্নকিরণকেসরেণ কুসুমিদো বিঅ দে অগ্‌গহত্থো পডিভাদি। (স্থানে খলু সজ্জতি দৃষ্টিঃ। অনেনাঙ্গুলীয়কেন উদ্ভিন্নকিরণকেসরেণ কুসুমিত ইব তেঽগ্রহস্তঃ প্রতিভাতি)।

কৌমুদিকা—হলা কহিং পত্থিদা সি। (সখি কুত্র প্রস্থিতাসি)।

বকুলাবলিকা—দেবীএ বঅণেণ ণট্‌ঠাঅরিঅং অজ্জগণদাসং উবদেসগ্‌গহণে কীরিসী মালবিঅত্তি পুচ্ছিদুং। (দেব্যা বচনেন নাট্যাচার্যমার্যগণদাসমুপদেশগ্রহণে কীদৃশী মালবিকেতি প্রষ্টুম্)।

কৌমুদিকা—সহি ঈরিসেণ বাবারেণ অসংণিহিদা বি দিট্‌ঠা কিল সা ভট্টিণা। (সখি ঈদৃশেন ব্যাপারেণাসন্নিহিতাপি দৃষ্টা কিল সা ভর্ত্রা)।

বকুলাবলিকা—আম্। দেবীএ পাসসগদো সো জণো চিত্তে দিট্‌ঠো। (আম্। দেব্যাঃ পার্শ্বগতঃ স জনশ্চিত্রে দৃষ্টঃ)।

কৌমুদিকা—কহং বিঅ। (কথমিব)।

বকুলাবলিকা—সুণাহি। চিত্তসালং গদা দেবী পচ্চগ্‌গবণ্ণরাঅং চিত্তলেহং আঅরিঅস্‌স ওলোঅন্তী চিট্‌ঠদি। তস্‌সিং অন্তরে ভট্‌ঠা উবট্‌ঠিদো। (শৃণু। চিত্রশালাং গতা দেবী প্রত্যগ্রবর্ণরাগাং চিত্রলেখামাচার্যস্যাবলোকয়ন্তী তিষ্ঠতি। তস্মিন্নন্তরে ভর্তোপস্থিতঃ)।

কৌমুদিকা—তদো তদো। (ততস্ততঃ)।

বকুলাবলিকা—উবআরাণন্দরং একাসণোববিট্‌ঠেণ ভট্টিণা চিত্তগদাএ দেবীএ পরিঅণমজ্‌ঝগদং আসন্নপরিআরিণিং দেক্‌খিঅ দেবী পুচ্ছিদা। (উপচারানন্তরমেকাসনোপবিষ্টেন ভর্ত্রা চিত্রগতায়া দেব্যাঃ পরিজনমধ্যগতামাসন্নপরিচারিণীং দৃষ্ট্বা দেবী পৃষ্টা)।

কৌমুদিকা—কিংত্তি। (কিমিতি)।

বকুলাবলিকা—দেবি, অপুব্বা ইঅং দারিআ তুহ আসণ্ণা লিহিদা কিংণামহেয়ত্তি। (দেবি অপূর্বেয়ং দারিকা তবাসন্না লিখিতা কিংনামধেয়েতি)।

কৌমুদিকা—ণং আকিদিবিসেসেসু আদরো পদং করেদি। তদো তদো। (ননু আকৃতিবিশেষেষ্বাদরঃ পদং করোতি। ততস্ততঃ)।

বকুলাবলিকা—তদো অবহীরিদবঅণো ভট্টা সংকিদো দেবীং পুণো পুণো ণিব্বন্ধিদুং পউত্তো। জাব দেবী ণ কহেদি দাব কুমারীএ বসুলচ্চীএ আচক্‌খিদং আউত্ত এসা মালবিঅত্তি। (ততোঽবধীরিতবচনো ভর্তা শঙ্কিতো দেবীং পুনঃ পুনর্নির্বন্ধুং প্রবৃত্তঃ। যাবদ্দেবী ন কথয়তি তাবৎ কুমার্যা বসুলক্ষ্ম্যাখ্যাতমাবুত্ত এষা মালবিকেতি)।

কৌমুদিকা—(সস্মিতম্) সরিসং খু বালভাবস্‌স। অদো বরং কহেহি। (সদৃশং খলু বালভাবস্য। অতঃ পরং কথয়)।

বকুলাবলিকা—কিং অণ্ণং। সম্পদং মালবিআ সবিসেসং ভট্টিণো দংসণপহাদো রক্‌খীঅদি। (কিমন্যং। সাম্প্রতং মালবিকা সবিশেষং ভর্তুর্দর্শনপথাদ্ রক্ষ্যতে)।

কৌমুদিকা—হলা অণুচিট্‌ঠ অত্তণো ণিওঅং অহং বি এদং অঙ্গুলীঅং দেবীএ

উবণইস্সং। (হলা অনুতিষ্ঠাত্মনো নিয়োগম্। অহমপ্যেতদঙ্গুলীয়কং দেব্যা উপনেষ্যামি)।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

বকুলাবলিকা—(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসো ণট্টাআরিও অজ্জগণদাসো সংগীদসালাদো দাণিং ণিক্কমই। জাব সে অত্তাণং দংসেমি। (এষ নাট্যাচার্য আর্যগণদাসঃ সঙ্গীতশালাত ইদানীং নিষ্ক্রামতি। যাবদস্যাত্মানং দর্শয়ামি)। (ইতি পরিক্রামতি)

(প্রবিশ্য)

গণদাসঃ—কামং খলু সর্বস্যাপি কুলবিদ্যা বহুমতা ন পুনরস্মাকং নাট্যং প্রতি মিথ্যাগৌরবঃ। তথা হি—

দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ শান্তং ক্রতুং চাক্ষুষং
রুদ্রেণেদমুমাকৃতব্যতিকরে স্বাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা।
ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্॥ ৪॥

বকুলাবলিকা—(উপেত্য) অজ্জ! বংদামি। (আর্য! বন্দে)।

গণদাসঃ—ভদ্রে! চিরং জীব।

বকুলাবলিকা—অজ্জ! দেবী পুচ্ছদি,—অবি উবদেসগহণে ণাদিকিলিস্সদি বো সিস্সা মালবিআ ত্তি। (আর্য! দেবী পৃচ্ছতি,—অপ্যুপদেশগ্রহণে নাতিক্লেশয়তি বঃ শিষ্যা মালবিকেতি

গণদাসঃ—ভদ্রে! বিজ্ঞাপ্যতাং দেবী পরমনিপুণা মেধাবিনী চেতি। কিং বহুনা,

যদ্যৎ প্রয়োগবিষয়ে ভাবিকমুপদিশ্যতে ময়া তস্যৈ।
তত্তদ্বিশেষকরণাৎ প্রত্যুপদিশতীব মে বালা॥ ৫॥

বকুলাবলিকা—(আত্মগতম্) অদিক্কমংতিং বিঅ ইরাবদিং পেক্খামি (প্রকাশম্) কিদত্থা দাণিং বো সিস্সা, জস্সিং গুরুঅণো এব্বং তুস্সদি। (অতিক্রামন্তীমিবেরাবতীং পশ্যামি। কৃতার্থেদানীং বঃ শিষ্যা, যস্যাং গুরুজন এবং তুষ্যতি।)

গণদাসঃ—ভদ্রে! তদ্বিধানামসুলভত্বাৎ পৃচ্ছামি। কুতো দেব্যা তৎপাত্রমানীতম্?

বকুলাবলিকা—অত্থি দেবীএ বণ্ণাবরো ভাদা বীরসেণো ণাম। সো ভট্টিণা ণম্মদাতীরে অন্তবালদুগ্গে ঠাবিদো। তেণ সিপ্পাহিআরে জোগ্গা ইঅং দারিঅ ত্তি ভণিঅ ভইণীএ দেবীএ উবাঅণং পেসিদা। [অস্তি দেব্যা বর্ণাবরো ভ্রাতা বীরসেনো নাম। স ভর্ত্রা নর্মদাতীরেঽন্তপালদুর্গে স্থাপিতঃ। তেন শিল্পাধিকারে যোগ্যেয়ং দারিকেতি ভণিত্বা ভগিন্যৈ দেব্যৈ উপায়নং প্রেষিতা।]

গণদাসঃ—(স্বগতম্) আকৃতিবিশেষপ্রত্যয়াদেনামনূনবস্তুকাং সম্ভাবয়ামি। (প্রকাশম্) ভদ্রে! ময়াপি যশস্বিনা ভবিতব্যম্। যতঃ—

পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ।
জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাফলতাং পয়োদস্য॥ ৬॥

বকুলাবলিকা অজ্জ! কহিং দাণিং বো সিস্সা? [আর্য! কুত্রেদানীং বঃ শিষ্যা?]

গণদাসঃ—ইদানীমেব পঞ্চাঙ্গাভিনয়মুপদিশ্য ময়া বিশ্রম্যতামিত্যভিহিতা দীর্ঘিকালোকনগবাক্ষগতা প্রবাতমাসেবমানা তিষ্ঠতি।

বকুলাবলিকা—তেণ হি পুণোণুজাণাদু মং অজ্জো। জাব সে অজ্জস্স পরিদোষণি-

বেদণেণ উস্সাহং বড্ঢেমি। [তেন হি পুনরনুজানাতু মামার্যঃ। যাবদস্যা আর্যস্য পরিতোষনিবেদনেনোৎসাহং বর্ধয়ামি।]

গণদাসঃ—দৃশ্যতাং সখী। অহমপি লব্ধক্ষণঃ স্বগৃহং গচ্ছামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

ইতি মিশ্রবিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যেকান্তস্থিতপরিজনো মন্ত্রিণা লেখহস্তেনান্বাস্যমানো রাজা)

রাজা—(অনুবাচিতলেখমমাত্যং বিলোক্য) বাহতক! কিং প্রতিপদ্যতে বৈদর্ভঃ?

অমাত্যঃ—দেব! আত্মবিনাশম্।

রাজা—সন্দেশমিদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি।

অমাত্যঃ—ইদমিদানীমনেন প্রতিলিখিতম্। 'পূজ্যেনাহমাদিষ্টঃ 'ভবতঃ পিতৃব্যপুত্রঃ কুমারো মাধবসেনঃ প্রতিশ্রুতসম্বন্ধো মমোপান্তিকমুপসর্পন্নন্তরা ত্বদীয়েনান্তপালেনাবস্কন্দ্য গৃহীতঃ। স ত্বয়া মদপেক্ষয়া সকলত্রসোদর্যো মোক্তব্য ইতি। এতন্নন্ বো বিদিতং যত্তুল্যাভিজনেষু ভূমিহরেষু রাজ্ঞাং বৃত্তিঃ ঈদৃশী। অতোঽত্র মধ্যস্থঃ পূজ্যো ভবিতুমর্হতি। সোদর্যা পুনরস্য গ্রহণবিপ্লবে বিনষ্টা; তদন্বেষণায় প্রযতিষ্যে। অথবা, অবশ্যমেব মাধবসেনো ময়া পূজ্যেন মোচয়িতব্যঃ, শ্রূয়তামভিসন্ধিঃ,—

মৌর্যসচিবং বিমুঞ্চতি যদি পূজ্যঃ সংযতং মম শ্যালম্।
মোক্তা মাধবসেনস্ততো ময়া বন্ধনাৎসদ্যঃ ॥ ৭ ॥

ইতি।

রাজা—(সরোষম্) কথং কার্যবিনিময়েন ময়ি ব্যবহরত্যনাত্মজ্ঞঃ? বাহতক! প্রকৃত্যমিত্রঃ প্রতিকূলকারী চ মে বৈদর্ভঃ। তদ্যাতব্যপক্ষে স্থিতস্য পূর্বসঙ্কল্পিতসমুন্মূলনায় বীরসেনপ্রমুখং দণ্ডচক্রমাজ্ঞাপয়।

অমাত্যঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

রাজা—অথবা কিং ভবান্মন্যতে?

অমাত্যঃ—শাস্ত্রদৃষ্টমাহ দেবঃ

অচিরাধিষ্ঠিতরাজ্যঃ শত্রুঃ প্রকৃতিস্বরূঢ়মূলত্বাৎ।
নবসংরোপণশিথিলস্তরুরিব সুকরঃ সমুদ্ধর্তুম্ ॥ ৮ ॥

রাজা তেন হ্যবিতথং তন্ত্রকারবচনম্। ইদমেব বচনং নিমিত্তমুপাদায় সমুদ্যোজ্যতাং সেনাধিপতিঃ।

অমাত্যঃ—তথা। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(পরিজনশ্চ যথাব্যাপারং রাজানমভিতঃ স্থিতঃ)

(প্রবিশ্য)

বিদূষকঃ আণত্তোম্হি তত্তহোদা রণ্ণা গোদম চিন্তেহি দাব উবাঅং, জহা মে জদিচ্ছাদিট্ঠপ্পদিকিদী মালবিআ পচ্চক্খদংসণা হোদি ত্তি। মএ অ তং তহা কিদং দাব সে ণিবেদেমি। [আজ্ঞপ্তোঽস্মি তত্রভবতা রাজ্ঞা গোতম! চিন্তয় তাবদুপায়ম্, যথা মে যদৃচ্ছাদৃষ্টপ্রতিকৃতির্মালবিকা প্রত্যক্ষদর্শনা ভবতীতি। ময়া চ তত্তথা কৃতং তাবদস্মৈ নিবেদয়ামি।] (ইতি পরিক্রামতি)

রাজা--(বিদূষকং দৃষ্ট্বা) অয়মপরঃ কার্যান্তরসচিবোঽস্মানুপস্থিতঃ।

বিদূষকঃ—(উপগম্য) বড্ঢদু ভবং। [বর্ধতাং ভবান্।]
রাজা—(সশিরঃকম্পম্) ইতি আস্যতাম্।
(বিদূষক উপবিষ্টঃ)
রাজা—অপি কচ্চিদুপেয়োপায়দর্শনে ব্যাপৃতং তে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ?
বিদূষকঃ—পওঅসিদ্ধিং পুচ্ছ [প্রয়োগসিদ্ধিং পৃচ্ছ।]
রাজা—কথমিব ?
বিদূষকঃ—(কর্ণে) এব্বমিব [এবমিব]
রাজা—সাধু, বয়স্য। নিপুণমুপক্রান্তম্। ইদানীং দুরধিগতসিদ্ধাবপ্যস্মিন্নারম্ভে বয়মাশংসামহে। কুতঃ

অর্থং সপ্রতিবন্ধং প্রভুরধিগন্তুং সহায়বানেব।
দৃশ্যং তমসি ন পশ্যতি দীপেন বিনা সচক্ষুরপি ॥ ৯ ॥

(নেপথ্যে)

অলমলং বহু বিকথ্য। রাজ্ঞঃ সমক্ষমেবাবয়োরধরোত্তরব্যক্তির্ভবিষ্যতি।
রাজা—(আকর্ণ্য) সখে! ত্বৎসুনীতিপাদপস্য পুষ্পমুদ্ভিন্নম্।
বিদূষক—ফলং বি অইরেণ দেক্খিস্সসি [ফলমপ্যচিরেণ দ্রক্ষ্যসি।]
(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)
কঞ্চুকী—দেব! অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি। অনুষ্ঠিতা প্রভোরাজ্ঞেতি। এতৌ পুনর্হরদত্ত-গণদাসৌ

উভাবভিনয়াচার্যৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ।
ত্বাং দ্রষ্টুমুদ্যতৌ সাক্ষাদ্ ভাবাবিব শরীরিণৌ ॥ ১০ ॥

রাজা—প্রবেশয় তৌ।
কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রম্য, তাভ্যাং সহ প্রবিশ্য) ইত ইতো ভবন্তৌ।
গণদাসঃ—(রাজানং বিলোক্য) অহো, দুরাসদো রাজমহিমা।

ন চ ন পরিচিতো ন চাপ্যগম্য-
শ্চকিতমুপৈমি তথাপি পার্শ্বমস্য।
সলিলনিধিরিব প্রতিক্ষণং মে
ভবতি স এব নবো নবোঽয়মক্ষ্ণোঃ ॥ ১১ ॥

হরদত্তঃ—মহৎখলু পুরুষাকারমিদং জ্যোতিঃ। তথা হি—

দ্বারে নিযুক্তপুরুষাভিমতপ্রবেশঃ
সিংহাসনান্তিকচরেণ সহোপসর্পন্।
তেজোভিরস্য বিনিবর্তিতদৃষ্টিপাতৈ-
র্বাক্যাদৃতে পুনরিব প্রতিবারিতোঽস্মি ॥ ১২ ॥

কঞ্চুকী—এষ দেবঃ। উপসর্পতাং ভবন্তৌ।
উভৌ (উপেত্য) বিজয়তাং দেবঃ।
রাজা—স্বাগতং ভবদ্ভ্যাম্। (পরিজনং বিলোক্য) আসনে তাবদত্রভবতোঃ।
(উভৌ পরিজনোপনীতয়োরাসনয়োরুপবিষ্টৌ।)
রাজা—কিমিদং শিষ্যোপদেশকালে যুগপদাচার্যাভ্যামত্রোপস্থানম্ ?

গণদাসঃ—দেব ! শ্রূয়তাম্ । ময়া স্বতীর্থাদভিনয়বিদ্যা শিক্ষিতা, দত্তপ্রয়োগশ্চাস্মি । দেবেন দেব্যা চ পরিগৃহীতঃ ।

রাজা—দৃঢ়ং জানে । ততঃ কিম্ ?

গণদাসঃ—সোঽহমমুনা হরদত্তেন প্রধানপুরুষসমক্ষং 'নায়ং মে পাদরজসাপি তুল্য' ইত্যধিক্ষিপ্তঃ ।

হরদত্তঃ—দেব ! অয়মেব ময়ি প্রথমং পরিবাদকরঃ । অত্রভবতঃ কিল মম চ সমুদ্র-পল্বলয়োরিবান্তরমিতি । তদত্রভবানিমং মাং চ শাস্ত্রে প্রয়োগে চ বিমৃশতু । দেব এব নৌ বিশেষজ্ঞঃ প্রাশ্নিকঃ ।

বিদূষকঃ—সমত্থং পইণ্ণাদং । [সমর্থং প্রতিজ্ঞাতম্ ।]

গণদাসঃ—প্রথমঃ কল্পঃ । অবহিতো দেবঃ শ্রোতুমর্হতি ।

রাজা—তিষ্ঠতু তাবৎ । পক্ষপাতমত্র দেবী মন্যতে । তদস্যাঃ পণ্ডিতকৌশিকীসজ্ঞিতায়াঃ সমক্ষমেব ন্যায্যো ব্যবহারঃ ।

বিদূষকঃ—সুট্‌ঠু ভবং ভণাদি । [সুষ্ঠু ভবান্ ভণতি]

আচার্যৌ – যদ্দেবায় রোচতে ।

রাজা —মৌদগল্য ! অমুং প্রস্তাবং নিবেদ্য পণ্ডিতকৌশিক্যা সার্ধমাহূয়তাং দেবী ।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ । (ইতি নিষ্ক্রম্য সপরিব্রাজিকয়া দেব্যা সহ প্রবিষ্টঃ) ইত ইতো দেবী ।

ধারিণী—(পরিব্রাজিকাং বিলোক্য) ভঅবদি ! হরদত্তস্স গণদাসস্স অ সংরংভে কহং পেক্‌খসি ? [ভগবতি ! হরদত্তস্য গণদাসস্য চ সংরম্ভে কথং পশ্যসি ?]

পরিব্রাজিকা—অলং স্বপক্ষাবসাদশঙ্কয়া । ন পরিহীয়তে প্রতিবাদিনো গণদাসঃ ।

ধারিণী—জই বি এব্বং তহ বি রাঅপরিগ্গহো সে পহাণত্তণং উবহরদি । [যদ্যপ্যেবং তথাপি রাজপরিগ্রহোঽস্য প্রধানত্বমুপহরতি ।]

পরিব্রাজিকা—অয়ি ! রাজ্ঞীশব্দভাজনমাত্মানমপি চিন্তয়তু ভবতী । পশ্য—

অতিমাত্রভাসুরত্বং পুষ্যতি ভানোঃ পরিগ্রহাদনলঃ ।
অধিগচ্ছতি মহিমানং চন্দ্রোঽপি নিশাপরিগৃহীতঃ ॥ ১৩ ॥

বিদূষকঃ—অবিহা অবিহা ! উবট্‌ঠিদা পীঠমদ্দিঅং পংডিঅকোসিইং পুরোকরিঅ তত্তভোদী ধারিণী । [অবিহা অবিহা ! উপস্থিতা পীঠমর্দিকাং পণ্ডিতকৌশিকীং পুরস্কৃত্য তত্রভবতী ধারিণী ।]

রাজা—পশ্যাম্যেনাম্ । যৈষা—

মঙ্গলালংকৃতা ভাতি কৌশিক্যা যতিবেষয়া ।
ত্রয়ী বিগ্রহবত্যেব সমমধ্যাত্মবিদ্যয়া ॥ ১৪ ॥

পরিব্রাজিকা—(উপেত্য) বিজয়তাং দেবঃ ।

রাজা—ভগবতি ! অভিবাদয়ে ।

পরিব্রাজিকা—

মহাসারপ্রসবয়োঃ সদৃশক্ষময়োর্দ্বয়োঃ ।
ধারিণীভূতধারিণ্যোর্ভব ভর্তা শরচ্ছতম্ ॥ ১৪ ॥

ধারিণী—জেদু অজ্জউত্তো । [জয়ত্বার্যপুত্রঃ ।]

রাজা—স্বাগতং দেব্যৈ। (পরিব্রাজিকাং বিলোক্য) ভগবতি! ক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ।
(সর্বে যথোচিতমুপবিশন্তি)

রাজা—ভগবতি! অত্রভবতোর্হরদত্ত-গণদাসয়োঃ পরস্পরং বিজ্ঞানসংঘর্ষো জাতঃ। তদত্র ভগবত্যা প্রাশ্নিকপদমধ্যাসিতব্যম্।

পরিব্রাজিকা—(সস্মিতম্) অলমুপালম্ভেন। পত্তনে বিদ্যমানেঽপি গ্রামে রত্নপরীক্ষা।

রাজা—মা মৈবম্; পণ্ডিতকৌশিকী খলু ভগবতী। পক্ষপাতিনাবনয়োরহং দেবী চ।

আচার্যৌ—সম্যগাহ দেবঃ। মধ্যস্থা ভগবতী গুণদোষৌ নঃ পরিচ্ছেত্তুমর্হতি।

রাজা—তেন হি প্রস্তূয়তাং বিবাদঃ।

পরিব্রাজিকা—দেব! প্রয়োগপ্রধানং হি নাট্যশাস্ত্রম্। কিমত্র বাগ্ব্যবহারেণ? কথং বা দেবী মন্যতে?

দেবী—জই মং পুচ্ছসি, তদা এদাণং বিবাদো এব্ব ণ মে রোঅদি। [যদি মাং পৃচ্ছসি, তদৈতয়োর্বিবাদ এব ন মে রোচতে।]

গণদাসঃ—দেবি! ন মাং সমানবিদ্যতঃ পরিভবনীয়মবগন্তুমর্হসি।

বিদূষকঃ—ভোদি! পেক্খামো উরব্ভসংবাদং। কিং মুহা বেঅণদাণেণ? [ভবতি! পশ্যামো উরভ্রসংবাদম্। কিং মুধা বেতনদানেন?]

দেবী—ণং কলহপ্পিওসি [ননু কলহপ্রিয়োঽসি।]

বিদূষকঃ—মা এব্বং! অণ্ণোণ্ণকলহিদাণং মত্তহত্থীণং এক্কদরস্সিং অণিজ্জিদে কুদো উবসমো [মৈবং! অন্যোন্যকলহিতয়োর্মত্তহস্তিনোরেকতরস্মিন্ননির্জিতে কুত উপশমঃ?]

রাজা—ননু সর্বাঙ্গসৌষ্ঠবাভিনয়মুভয়োর্দৃষ্টবতী ভগবতী।

পরিব্রাজিকা—অথ কিম্।

রাজা—তদিদানীমতঃ পরং কিমাভ্যাং প্রত্যায়য়িতব্যম্?

পরিব্রাজিকা—তদেব বক্তুকামাস্মি

> শ্লিষ্টা ক্রিয়া কস্যচিদাত্মসংস্থা
> সংক্রান্তিরন্যস্য বিশেষযুক্তা।
> যস্যোভয়ং সাধু স শিক্ষকাণাং
> ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব॥ ১৬॥

বিদূষকঃ—সুদং অজ্জেহিং ভঅবদীএ বঅণং? এসো পিংডিদত্থো উবদেসদংসণেণ ণিণ্ণও ত্তি। [শ্রুতমার্যাভ্যাং ভগবত্যা বচনম্? এষ পিণ্ডিতার্থ উপদেশ-দর্শনেন নির্ণয় ইতি।]

হরদত্তঃ—পরমুচিতং নঃ।

গণদাসঃ—দেবি! এবং স্থিতম্।

দেবী—জদা উণ মংদমেধা সিস্সা উবদেসং মলিণেদি তদা আআরিঅস্স দোসো ণু? [যদা পুনর্মন্দমেধাঃ শিষ্যা উপদেশং মলিনয়তি, তদাচার্যস্য দোষো নু?]

রাজা—দেবি! এবমাপদ্যতে—বিনেতুরদ্রব্যপরিগ্রহোঽপি বুদ্ধিলাঘবং প্রকাশয়তি।

দেবী—(জনান্তিকম্) কহং দাণিং? (গণদাসং বিলোক্য, প্রকাশম্)—অলং অজ্জউত্তস্স উস্সাহকালণো মণোরহং পূরিঅ। বিরম ণিরত্থআদো আরংভাদো।

[কথমিদানীম্ ? অলমার্যপুত্রস্যোৎসাহকারণং মনোরথং পূরয়িত্বা। বিরম নিরর্থকাদারম্ভাৎ।]

বিদূষক—সুণ্ঠু হোদী ভণাদি। ভো গণদাস! সঙ্গীতপদং লংভিঅ সরস্সঈ উবাঅণমোদআইং খাদমাণস্স কিং দে সুলহণিগ্গহেণ বিবাদেণ ? [সুষ্ঠু ভবতী ভণতি। ভো গণদাস! সঙ্গীতপদং লব্ধ্বা সরস্বত্যুপায়নমোদকান্ খাদতঃ কিং তে সুলভনিগ্রহেণ বিবাদেন ?]

গণদাসঃ—সত্যময়মেবার্থো দেবীবাক্যস্য। শ্রূয়তামবসরপ্রাপ্তমিদম্।

লব্ধাস্পদোঽস্মীতি বিবাদভীরো-
স্তিতিক্ষমাণস্য পরেণ নিন্দাম্।
যস্যাগমঃ কেবলজীবিকায়ৈ
তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি ॥ ১৭ ॥

দেবী—অইরোবণীদা দে সিস্সা। তা অবরিণিট্ঠিদস্স উবদেসস্স উণ অণ্ণাঅং পআসণং। [অচিরোপনীতা তে শিষ্যা। তদপরিনিষ্ঠিতস্যোপদেশস্য পুনরন্যায্যং প্রকাশনম্।]

গণদাসঃ—অত এব মে নির্বন্ধঃ।

দেবী—তেণ হি দুবে বি উবদেসং ভঅবদীএ দংসেধ।
[তেন দ্বাবপি উপদেশং ভগবত্যৈ দর্শয়তম্।]

পরিব্রাজিকা—দেবি! নৈতন্ন্যায্যম্; সর্বজ্ঞস্যাপ্যেকাকিনো নির্ণয়াভ্যুপগমো দোষায়।

দেবী—(আত্মগতম্) মূঢ়ে পরিব্বাজিএ! মং জাগরন্তিং বি সুত্তং বিঅ করেসি ? (ইতি সাসূয়ং পরাবর্ততে) [মূঢ়ে পরিব্রাজিকে! মাং জাগ্রতীমপি সুপ্তামিব করোষি ?]

(রাজা দেবীং পরিব্রাজিকায়ৈ দর্শয়তি)

পরিব্রাজিকা—

অনিমিত্তমিন্দুবদনে! কিমত্রভবতঃ পরাঙ্মুখী ভবসি।
প্রভবন্ত্যোঽপি হি ভর্তৃষু কারণকোপাঃ কুটুম্বিন্যঃ ॥ ১৮ ॥

বিদূষকঃ—ণং সকারণং এব্ব। অত্তণো পক্খো রক্খিদব্বো ত্তি। (গণদাসং বিলোক্য) দিট্ঠিআ কোবব্বাজেণ দেবীএ পরিত্তাদো ভবং। সুসিক্খিদো বি সব্বো উবদেসদংসণে ণ ণিউণো হোদি। [ননু সকারণমেব। আত্মনঃ পক্ষো রক্ষিতব্য ইতি। দিষ্ট্যা কোপব্যাজেন দেব্যা পরিত্রাতো ভবান্। সুশিক্ষিতোঽপি সর্ব উপদেশদর্শনে ন নিপুণো ভবতি।]

গণদাসঃ—দেবি! শ্রূয়তাম্। এবং জনো গৃহ্ণাতি। তদিদানীম্

বিবাদে দর্শয়িষ্যন্তং ক্রিয়াসংক্রান্তিমাত্মনঃ।
যদি মাং নানুজানাসি পরিত্যক্তোঽস্ম্যহং ত্বয়া ॥ ১৯ ॥

(আসনাদুত্তিষ্ঠতি)

দেবী—(স্বগতম্) কা গই ? (প্রকাশম্) পহবদি আঅরিও সিস্সজণস্স। [কা গতিঃ ? প্রভবত্যাচার্যঃ শিষ্যজনস্য]।

গণদাসঃ—চিরমপদে শঙ্কিতোঽস্মি ! (রাজানমবলোক্য) অনুজ্ঞাতং দেব্যা। তদাজ্ঞাপয়তু দেবঃ কস্মিন্নভিনেয়বস্তুনি প্রয়োগং দর্শয়িষ্যামি ।

রাজা—যদাদিশতি ভগবতী ।

পরিব্রাজিকা—কিমপি দেব্যা মনসি বর্ততে, তত্ শঙ্কিতাস্মি ।

দেবী—ভণ বীসদ্ধং। পহবিস্সং অত্তণো পরিঅণস্স। [ভণ বিস্রব্ধম্। প্রভবিষ্যামি আত্মনঃ পরিজনস্য]।

রাজা—মম চেতি ব্রূহি ।

দেবী—ভঅবদি ! ভণ দাণিং। [ভগবতি ! ভণেদানীম্]।

পরিব্রাজিকা—দেব ! চতুষ্পদোত্থং ছলিতং দুষ্প্রয়োজ্যমুদাহরন্তি। তত্রৈকার্থসংশ্রয়মুভয়োঃ প্রয়োগং পশ্যামঃ। তাবতা জ্ঞায়ত এবাত্রভবতোরুপদেশতারতম্যম্ ।

আচার্যৌ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবতী ।

বিদূষকঃ—তেণ হি দুবে বি বগ্গা পেক্খাঘরে সঙ্গীতরঅণং করিঅ অত্তভবদো দূদং পেসঅহ। অহ বা মুদংগসদ্দো এব্ব ণো উত্থাবইস্সদি ! [তেন হি দ্বাবপি বর্গৌ প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গীতরচনাং কৃত্বাত্রভবতো দূতং প্রেষয়তম্। অথবা মৃদঙ্গশব্দ এব ন উত্থাপয়িষ্যতি।]।

হরদত্তঃ—তথা। (ইত্যুত্তিষ্ঠতি)।

(গণদাসো ধারিণীমবলোকয়তি)

দেবী—(গণদাসং বিলোক্য) বিঅঈ ভোদু। ণ হু বিঅঅপচ্চত্থিনী অহং আঅরিঅস্স। [বিজয়ী ভব। ন খলু বিজয়প্রত্যর্থিনী অহমাচার্যস্য]।

(আচার্যৌ প্রস্থিতৌ)

পরিব্রাজিকা ইতস্তাবদাচার্যৌ !

আচার্যৌ—(পরিবৃত্য) ইমৌ স্বঃ।

পরিব্রাজিকা—নির্ণয়াধিকারে ব্রবীমি। সর্বাঙ্গসৌষ্ঠবাভিব্যক্তয়ে বিরলনেপথ্যয়োঃ পাত্রয়োঃ প্রবেশোঽস্তু।

আচার্যৌ - নেদমপ্যাবয়োরুপদেশ্যম্। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

দেবী—(রাজানমবলোক্য) জই রাঅকজ্জেসু বিঈরিসী উবাঅণিউণদা অজ্জউত্তস্স তদো সোহণং ভবে। [যদি রাজকার্যেষ্বপীদৃশ্যুপায়নিপুণতার্যপুত্রস্য ততঃ শোভনং ভবেৎ]।

রাজা— অলমন্যথা গৃহীত্বা ন খলু মনস্বিনি ময়া প্রযুক্তমিদম্।
প্রায়ঃ সমানবিদ্যাঃ পরস্পরযশঃপুরোভাগাঃ ॥ ২০ ॥

(নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনিঃ সর্বে কর্ণং দদতি)

পরিব্রাজিকা—হন্ত, প্রবৃত্তং সংগীতম্। তথা হ্যেষা

জীমূতস্তনিতবিশঙ্কিভির্ময়ূরৈরুদ্গ্রীবৈরনুরসিতস্য পুষ্করস্য।
নির্হ্রাদিন্যুপহিতমধ্যমস্বরোত্থা মায়ূরী মদয়তি মার্জনা মনাংসি ॥ ২১ ॥

রাজা—দেবি ! তস্যাঃ সামাজিকা ভবামঃ।

দেবী—(স্বগতম্) অহো, অবিণও অজ্জউত্তস্স। [অহো, অবিনয় আর্যপুত্রস্য]।

(সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

বিদূষকঃ—(অপবার্য) ভো ! ধীরং গচ্ছ। মা অত্তহোদী ধারিণী বিসংবাদইস্সদি।

[ভোঃ ধীরং গচ্ছ। মাঽত্রভবতী ধারিণী বিসংবাদয়িষ্যতি]।

রাজা— ধৈর্যাবলম্বিনমপি ত্বরয়তি মাং মুরজবাদ্যনাদোঽয়ম্।
অবতরতঃ সিদ্ধিপথং শব্দঃ স্বমনোরথস্যেব ॥ ২২ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ প্রথমোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × **দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ** × × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি সঙ্গীতরচনায়াং কৃতায়ামাসনস্থঃ সবয়স্যো রাজা ধারিণী পরিব্রাজিকা বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

রাজা—ভগবতি ! অত্রভবতোরাচার্যয়োঃ প্রথমং কতরস্যোপদেশং দ্রক্ষ্যামঃ ?

পরিব্রাজিকা—ননু সমানেঽপি জ্ঞানবৃদ্ধভাবে বয়োবৃদ্ধত্বাদ্ গণদাসঃ পুরস্কারমর্হতি।

রাজা—তেন হি মৌদ্গল্য ! এবমত্রভবতোরাবেদ্য নিয়োগমশূন্যং কুরু।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্য)

গণদাসঃ—দেব ! শর্মিষ্ঠায়াঃ কৃতির্লয়মধ্যা চতুষ্পদাস্তি। তস্যাশ্চতুর্থবস্তুনঃ প্রয়োগমেকমনাঃ শ্রোতুমর্হতি দেবঃ।

রাজা—আচার্যবহুমানাদবহিতোঽস্মি।

(নিষ্ক্রান্তো গণদাসঃ)

রাজা—আচার্য ! বয়স্য !

নেপথ্যপরিগতায়াশ্চক্ষুর্দর্শনসমুৎসুকং তস্যাঃ।
সংহর্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করিণীম্ ॥ ১ ॥

বিদূষকঃ—(অপবার্য) উবট্ঠিদং ণঅণমহু সংণিহিদমক্খিঅং চ। তা অপ্পমত্তো দাণিং পেক্খ। [উপস্থিতং নয়নমধু সান্নিহিতমক্ষিকং চ। তদপ্রমত্ত ইদানীং পশ্য।]

(ততঃ প্রবিশত্যাচার্যপ্রত্যবেক্ষ্যমাণাঙ্গসৌষ্ঠবা মালবিকা)

বিদূষকঃ—(জনান্তিকম্) পেক্খদু ভবং। ণ খু সে পডিচ্ছংদাদো পরিহীঅদি মহুরদা। [পশ্যতু ভবান্। ন খল্বস্যাঃ প্রতিচ্ছন্দাৎ পরিহীয়তে মধুরতা।]

রাজা—(অপবার্য) বয়স্য !

চিত্রগতায়ামস্যাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্।
সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্যে যেনেয়মালিখিতা ॥ ২ ॥

গণদাসঃ—বৎসে ! মুক্তসাধ্বসা সত্ত্বস্থা ভব।

রাজা—(আত্মগতম্) অহো সর্বস্থানানবদ্যতা রূপবিশেষস্য। তথা হি—

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং বাহূ নতাবংসয়োঃ
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।
মধ্যঃ পাণিমিতো নিতম্বি জঘনং পাদাবরাঙ্গুলী
ছন্দো নর্তয়িতুর্যথৈব মনসঃ শ্লিষ্টং তথাস্যা বপুঃ ॥ ৩ ॥

মালবিকা—(উপগানং কৃত্বা, চতুষ্পদবস্তু গায়তি)

দুল্লহো পিও তস্সিং ভব হিঅঅ ! নিরাসং
অম্‌হো অপংগও মে পরিপ্ফুরই কিং পি বামো ।
এসো সো চিরদিট্‌ঠো কহং উণ উবণইদব্বো
ণাহ ! মং পরাহীণং তুই পরিগণঅ সতিণ্‌হং ॥ ৪ ॥
[দুর্লভঃ প্রিয়স্তস্মিন্‌ভব হৃদয় ! নিরাশ-
মহো অপাঙ্গকো মে পরিস্ফুরতি কিমপি বামঃ ।
এষ স চিরদৃষ্টঃ কথং পুনরুপনেতব্যো
নাথ ! মাং পরাধীনাং ত্বয়ি পরিগণয় সতৃষ্ণাম্ ॥]

(ততো যথারসমভিনয়তি)

বিদূষকঃ—(জনান্তিকম্) ভো বঅস্স ! চউপ্পদবত্থুঅং দুআরীকরিঅ তুই উবট্‌ঠাবিদো বিঅ অপ্পা তত্তহোদীএ । [ভো বয়স্য ! চতুষ্পদবস্তুকং দ্বারীকৃত্য ত্বয়্যুপস্থাপিত ইবাত্মা তত্রভবত্যা ।]

রাজা—সখে ! এবমেব মমাপি হৃদয়ম্ । অনয়া খলু,

জনমিমমনুরক্তং বিদ্ধি নাথেতি গেয়ে
বচনমভিনয়ন্ত্যা স্বাঙ্গনির্দেশপূর্বম্ ।
প্রণয়গতিমদৃষ্টবা ধারিণীসংনিকর্ষা-
দহমিব সুকুমারপ্রার্থনাব্যাজমুক্তঃ ॥ ৫ ॥

(মালবিকা গীতান্তে নিষ্ক্রমিতুমিচ্ছতি)

বিদূষকঃ—ভোদি ! চিট্‌ঠ । কিং পি বো বিস্মুমরিদো কম্মভেদো । তং দাব পুচ্ছিস্সং । [ভবতি ! তিষ্ঠ । কিমপি বো বিস্মৃতঃ কর্মভেদঃ তং তাবৎ প্রক্ষ্যামি ।]

গণদাসঃ—বৎসে স্থীয়তাম্ । উপদেশবিশুদ্ধা যাস্যসি ।

(মালবিকা নিবৃত্য স্থিতা)

রাজা—(আত্মগতম্) অহো, সর্বাস্ববস্থাসু চারুতা শোভাং পুষ্যতি । তথা হি

বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে
কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্ ।
পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং
নৃত্তাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্ধম্ ॥ ৬ ॥

দেবী—ণং গোদমবঅণং বি অজ্জো হিঅএ করেদি । [ননু গৌতমবচনমপ্যার্যো হৃদয়ে করোতি ।]

গণদাসঃ—দেবি ! মা মৈবম্ ! দেবপ্রত্যয়াৎ সংভাব্যতে সূক্ষ্মদর্শিতা গৌতমস্য । পশ্য

মন্দোঽপ্যমন্দতামেতি সংসর্গেণ বিপশ্চিতঃ ।
পঙ্কচ্ছিদঃ ফলস্যেব নিকষেণাবিলং পয়ঃ ॥ ৭ ॥

(বিদূষকং বিলোক্য) তচ্ছৃণুমো বয়ং বিবক্ষিতমার্যস্য ।

বিদূষকঃ—(গণদাসং বিলোক্য) সক্‌খিণীং দাব পুচ্ছ । পচ্ছা জো ময়ে কম্মভেদো লক্‌খিদো তং ভণিস্সং । [সাক্ষিণীং তাবৎপৃচ্ছ । পশ্চাদ্‌যো ময়া কর্মভেদো লক্ষিতস্তং ভণিষ্যামি ।]

গণদাসঃ—ভগবতি। যথাদৃষ্টমভিধীয়তাং গুণো বা দোষো বা।

পরিব্রাজিকা—যথাদৃষ্টং সর্বমনবদ্যম্। কুতঃ

অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ
পাদন্যাসো লয়মনুগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনিমৃদুরভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ
ভাবো ভাবং নুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব ॥ ৮ ॥

গণদাসঃ—দেবঃ কথং বা মন্যতে?

রাজা—বয়ং স্বপক্ষশিথিলাভিমানাঃ সংবৃত্তাঃ।

গণদাসঃ—অদ্য নর্তয়িতাস্মি কুতঃ

উপদেশং বিদুঃ শুদ্ধং সন্তস্তমুপদেশিনঃ।
শ্যামায়তে ন বিদ্বৎসু যঃ কাঞ্চনমিবাগ্নিষু ॥ ৯ ॥

দেবী—দিট্ঠিআ পরিক্খআরাহণেণ অজ্জ বড্ঢই। [দিষ্ট্যাপরীক্ষকারাধনেনার্যো বর্ধতে।]

গণদাসঃ—দেবীপরিগ্রহ এব মে বৃদ্ধিহেতুঃ। (বিদূষকং বিলোক্য) গৌতম। বদেদানীং যত্তে মনসি বর্ততে।

বিদূষকঃ—পঢমোবদেসদংসণে পঢমং বম্হণস্স পূজা কাদব্বা। সা ণং বিস্মরিদা। [প্রথমোপদেশদর্শনে প্রথমং ব্রাহ্মণস্য পূজা কর্তব্যা। সা ননু বো বিস্মৃতা।]

পরিব্রাজিকা—অহো প্রয়োগাভ্যন্তরঃ প্রাশ্নিকঃ।

(সর্বে প্রহসিতা, মালবিকাঽপি স্মিতং করোতি)

রাজা—(আত্মগতম্) আত্তসারশ্চক্ষুষা মে স্ববিষয়ঃ যদনেন

স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তদশনশোভি মুখম্।
অসমগ্রলক্ষ্যকেসরমুচ্ছ্বসদিব পঙ্কজং দৃষ্টম্ ॥ ১০ ॥

গণদাসঃ—মহব্রাহ্মণ! ন খলু প্রথমং নেপথ্যসঙ্গীতকমিদম্। অন্যথা কথং ত্বাং দক্ষিণীয় নার্চয়িষ্যামঃ?

বিদূষকঃ—মএ ণাম মুদ্ধচাদএণ বিঅসুক্খঘণগজ্জিদে অংতরিক্খে জলপাণং ইচ্ছিদং। [ময়া নাম মুগ্ধচাতকেনেব শুষ্কঘনগর্জিতেঽন্তরিক্ষে জলপানমিচ্ছিতম্।]

পরিব্রাজিকা—এবমেব।

বিদূষকঃ—অহবা পংডিতসংতোসপচ্চআ ণং মূঢ়া জাদী। জদি অত্তহোদীএ সোহণং ভণিদং তদো ইমং সে পারিতোসিঅং পঅচ্ছামি। [অথবা পণ্ডিতসংতোষপ্রত্যয়া ননু মূঢ়া জাতিঃ। যতোঽত্রভবত্যা শোভনং ভণিতং তত্ ইদং তস্যৈ পারিতোষিকং প্রযচ্ছামি।] (ইতি রাজ্ঞো হস্তাৎ কটকমাকর্ষতি)

দেবী—চিট্ঠ দাব। গুণংতরং অজাণংতো কিংণিমিত্তং তুমং আহরণং দেসি? [তিষ্ঠ তাবৎ। গুণান্তরমজানন্ কিং নিমিত্তং ত্বমাভরণং দদাসি?]

বিদূষকঃ—পরকেরঅংতি করিঅ। [পরকীয়মিতি কৃত্বা।]

দেবী—(আচার্যং বিলোক্য) অজ্জ গণদাস! ণং দংসিদোবদেসা দে সিস্সা। [আর্য গণদাস! ননু দর্শিতোপদেশা তে শিষ্যা।]

গণদাসঃ—বৎসে! এহি গচ্ছাব ইদানীম্‌।

(মালবিকা সহাচার্যেণ নিষ্ক্রান্তা)

বিদূষকঃ—(জনান্তিকম্‌) এত্তিও মে মদিবিহবো ভবংতং সেবিদুং। [এতাবান্‌ মে মতিবিভবো ভবন্তং সেবিতুম্‌।]

রাজা—অলমলং পরিচ্ছেদেন। অহং হি

ভাগ্যাস্তময়মিবাক্ষ্ণোর্হৃদয়স্য মহোৎসবাবসানমিব।
দ্বারপিধানমিব ধৃতের্মন্যে তস্যাস্তিরস্করণম্‌ ॥ ১১ ॥

বিদূষকঃ—(জনান্তিকম্‌) সাহু, তুমং দলিদ্দো বিঅ আদুরো বেজ্জেণ ওসদং দীঅমাণং ইৎসসি। [সাধু, ত্বং দরিদ্র ইবাতুরো বৈদ্যেনৌষধং দীয়মানমিচ্ছসি।]

(প্রবিশ্য)

হরদত্তঃ—দেব! মদীয়মিদানীং প্রয়োগমবলোকয়িতুং ক্রিয়তাং প্রসাদঃ।

রাজা—(আত্মগতম্‌) অবসিতো দর্শনার্থঃ (দাক্ষিণ্যমবলম্ব্য, প্রকাশম্‌) হরদত্ত! ননু পর্যুৎসুকা এব বয়ম্‌।

হরদত্তঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

(নেপথ্যে)

বৈতালিকঃ—জয়তু জয়তু দেবঃ। উপারূঢ়ো মধ্যাহ্নঃ। তথাহি

পত্রচ্ছায়াসু হংসা মুকুলিতনয়না দীর্ঘিকাপদ্মিনীনাং
সৌধান্যত্যর্থতাপাদ্বলভিপরিচয়দ্বেষিপারাবতানি।
বিন্দূৎক্ষেপান্‌ পিপাসুঃ পরিসরতি শিখী ভ্রান্তিমদ্বারিযন্ত্রং
সর্বৈরুস্রৈঃ সমগ্রৈস্ত্বমিব নৃপগুণৈর্দীপ্যতে সপ্তসপ্তিঃ ॥ ১২ ॥

বিদূষকঃ—অবিহা অবিহা, বহ্মণস্স ভোঅণবেলা সংবুত্তা। অত্তহোদো বি। উইদবেলাদিক্‌কমে চিইচ্ছআ দোসং উদাহরংতি (হরদত্তং বিলোক্য) হরদত্ত। কিং দাণিং ভণসি? [অবিহা অবিহা, ব্রাহ্মণস্য পুনর্ভোজনবেলোপস্থিতা। অত্রভবতোঽপি। উচিতবেলাতিক্রমে চিকিৎসকা দোষমুদাহরন্তি। হরদত্ত! কিমিদানীং ভণসি?]

হরদত্তঃ—নাস্তি মদ্বচনস্যান্যস্যাবকাশোঽত্র।

রাজা—তেন হি ত্বদীয়মুপদেশং শ্বো বয়ং দ্রক্ষ্যামঃ। বিশ্রাম্যতু ভবান্‌।

হরদত্তঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

দেবী—ণিব্বট্টেদু অজ্জউত্তো মজ্জণবিহিং। [নির্বর্তয়ত্বার্যপুত্রো মজ্জনবিধিম্‌।]

বিদূষকঃ—ভোদি! বিসেসেণ পাণভোঅণং তুবরাবেহি। [ভবতি! বিশেষেণ পানভোজনং ত্বরয়।]

পরিব্রাজিকা—(উত্থায়) স্বস্তি ভবতে। (ইতি সপরিজনয়া দেব্যা সহ নিষ্ক্রান্তা)

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স। ণ কেবলং রূবে, সিপ্পে বি অদ্দুদোআ মালবিআ। (ভো বয়স্য! ন কেবলং রূপে, শিল্পেঽপ্যদ্বিতীয়া মালবিকা।)

রাজা—বয়স্য!

অব্যাজসুন্দরীং তাং বিজ্ঞানেন ললিতেন যোজয়তা।
পরিকল্পিতো বিধাত্রা বাণঃ কামস্য বিষদিগ্ধঃ ॥ ১৩ ॥

কিং বহুনা, সখে ! চিন্তয়িতব্যোঽস্মি ।

বিদূষকঃ—ভবদা বি অহং। দিঢ়ং বিপণিকংদূ বিঅ মে হিঅঅব্ভংতরং দজ্ঝই। [ভবতাপ্যহম্ ! দৃঢ়ং বিপণিকন্দুরিব মে হৃদয়াভ্যন্তরং দহ্যতে।]

রাজা—এবমেব ভবান্ সুহৃদর্থে ত্বরতাম্ ।

বিদূষকঃ—গহীদক্খণোহ্মি। কিং তু মেহাবলীনিরুদ্ধা জোণ্হা বিঅ পরাহীণদংসণা তত্তহোদী মালবিআ। ভবং বি সূণোপরিসরচরো বিহংগমো বিঅ আমিসলোলুও ভীরুও অ। তা অণাদুরো ভবিঅ কজ্জসিদ্ধিং পত্থঅংতো মে রোঅসি। [গৃহীতক্ষণোঽস্মি। কিন্তু মেঘাবলীনিরুদ্ধা জ্যোৎস্নেব পরাধীনদর্শনা তত্রভবতী মালবিকা। ভবানপি সূণাপরিসরচর ইব গৃধ্র আমিষলোলুপো ভীরুশ্চ। তস্মাদনাতুরো ভূত্বা কার্যসিদ্ধিং প্রার্থয়মানো মে রোচসে।]

রাজা—কথমনাতুরো ভবিষ্যামি ?

সর্বান্তঃপুরবনিতাব্যাপারপ্রতিনিবৃত্তহৃদয়স্য।
সা বামলোচনা মে স্নেহস্যৈকায়নীভূতা ॥ ১৪ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি পরিব্রাজিকায়াঃ পরিচারিকা সমাভৃতিকা)

সমাভৃতিকা—আণত্তহ্মি ভঅবদীএ উবাঅণত্থং বীঅউরঅং গেণ্হিঅ আঅচ্ছ ত্তি। তা জাব পমদবণপালিঅং মহুঅরিঅং অণ্ণেসামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসা তবণীআসোঅং ওলোঅন্তী চিট্ঠই। তা জাব ণং উবসপ্পামি। [আজ্ঞপ্তাস্মি ভগবত্যা উপায়নার্থং বীজপূরকং গৃহীত্বাগচ্ছেতি। তদ্ যাবৎ প্রমদবনপালিকাং মধুকরিকামন্বিষ্যামি। এষা তপনীয়াশোকমবলোকয়ন্তী মধুকরিকা তিষ্ঠতি। তদ্ যাবদেনামুপসর্পামি।]

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্যানপালিকা)

সমাভৃতিকা—(উপসৃত্য) মহুঅরিএ ! অবি সুহো দে উজ্জাণব্বাবারো ? [মধুকরিকে ! অপি সুখং ত উদ্যানব্যাপারঃ ?]

মধুকরিকা—অম্হো সমাহিদিআ। সহি ! সাগদং দে [অহো সমাভৃতিকা। সখি ! স্বাগতং তে।]

সমাভৃতিকা—হলা ! ভগবদী আণবেদি অরিত্তপাণিণা অম্হারিসজণেণ তত্তহোদী দেবী দেক্খিদব্বা তা বীঅপূরএণ সুস্সূসিদুং ইচ্ছামিত্তি। [সখি ! ভগবত্যাজ্ঞাপয়তি ! অরিক্তপাণিনাস্মাদৃশজনেন তত্রভবতী দেবী দ্রষ্টব্যা, তদ্বীজপূরকেণ শুশ্রূষিতুমিচ্ছামীতি।]

মধুকরিকা—ণং সণ্ণিহিদং বীজপূরঅং। কহেহি দাব অণ্ণোণ্ণসংঘরিসিদাণং ণট্টাঅরিআণং উবদেসং দেক্খিঅ কদরো ভঅবদীএ পসংসিদো ত্তি ? [ননু সংনিহিতং

বীজপূরকম্‌। কথয় তাবদন্যোন্যসংঘর্ষিতয়োর্নাট্যাচার্যয়োরুপদেশং দৃষ্টমা কতরো ভগবত্যা প্রশংসিত ইতি।]

সমাভৃতিকা—দুবে বি কিল আঅমিণা পওঅণিউণা অ। কিংতু সিস্‌সাগুণবিসেসেণ গণদাসস্‌স উবদেসো পসংসিদো। [দ্বাবপি কিলাগমিনৌ প্রয়োগনিপুণৌ চ। কিং তু শিষ্যাগুণবিশেষেণ গণদাসস্যোপদেশঃ প্রশংসিতঃ।]

মধুকরিকা—অহ মালবিকাগতং কোলীনং কীরিসং সুণীঅদি ? [অথ মালবিকাগতং কৌলীনং কীদৃশং শ্রূয়তে ?]

সমাভৃতিকা—বলিঅং খু তস্সিং সাহিলাসো ভট্টা। কিন্তু কেবলং দেবীএ ধারিণীএ চিত্তং রক্‌খংতো অত্তণো পহুত্তণং ণ দংসেদি। মালবিআ বি ইমেসু দিঅসেসু অনুহুদ-মুত্তা বিঅ মালদীমালা মিলাঅমাণা লক্‌খীঅদি। অদো বরং ণ জাণে, বিসজ্জেহি মং। [বলবৎ খলু তস্যাং সাভিলাষো ভর্তা। কিং তু কেবলং দেব্যা ধারিণ্যাশ্চিত্তং রক্ষন্নাত্মনঃ প্রভুত্বং ন দর্শয়তি। মালবিকাপ্যেষু দিবসেষ্বনুভুত-মুক্তেব মালতীমালা ম্লায়মানা লক্ষ্যতে। অতঃ পরং ন জানে, বিসৃজ মাম্‌।]

মধুকরিকা—এদং সাহাবলংবিদং বীঅপূরঅং গেণ্‌হ। [এতচ্ছাখাবলম্বিতং বীজপূরকং গৃহাণ।]

সমাভৃতিকা—তহ (ইতি নাট্যেন বীজপূরকং গৃহীত্বা) হলা! তুমং বি অদো পেসলদরং সাহুজণসুস্‌সূসাএ ফলং পাবেহি [তথা সখি! ত্বমপ্যতঃ পেশলতরং সাধুজনশুশ্রূষায়াঃ ফলং প্রাপ্নুহি।] (ইতি প্রস্থিতা)

মধুকরিকা—হলা! সমং জেব্ব গচ্ছম্ব। অহং বি ইমস্‌স চিরাঅমাণকুসুমোগ্গমস্‌স তবণীআসোঅস্‌স দোহলনিমিত্তং দেবীএ ণিবেদেমি। [সখি! সমমেব গচ্ছাবঃ। অহমপ্যস্য চিরায়মাণকুসুমোদ্‌গমস্য তপনীয়াশোকস্য দোহদনিমিত্তং দেব্যৈ নিবেদয়ামি।]

সমাভৃতিকা—জুজ্জই, অহিআরো খু তুহ। [যুজ্যতে, অধিকারঃ খলু তব।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

ইতি প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি কাময়মানাবস্থো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা—(আত্মানং বিলোক্য)

শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে
ভবেৎ সাস্রং চক্ষুঃ ক্ষণমপি ন সা দৃশ্যতে ইতি।
তয়া সারঙ্গাক্ষ্যা ত্বমসি ন কদাচিদ্বিরহিতং
প্রসক্তে নির্বাণে হৃদয়! পরিতাপং বহসি কিম্‌ ॥ ১ ॥

বিদূষকঃ—অলং ভবদো ধীরদং উজ্ঝিঅ পরিদেবিদেণ। দিট্‌ঠা খু মএ তত্তহোদীএ মালবিআএ পিঅসহী বউলাবলিআ। সুণাবিদা অ মহ জং ভবদা সংদিট্‌ঠং। [অলং ভবতো ধীরতামুজ্ঝিত্বা পরিদেবিতেন। দৃষ্টা খলু ময়া তত্রভবত্যা মালবিকায়াঃ প্রিয়সখী বকুলাবলিকা। শ্রাবিতা চ ময়া যদ্ভবতা সংদিষ্টম্‌।]

রাজা—ততঃ কিমুক্তবতী ?

বিদূষকঃ—বিণ্ণবেহি ভট্টারং অণুগহিদম্হি ইমিণা ণিওএণ। কিংদু সা তবস্সিণী দেবীএ

অহিঅদরং রক্‌খীঅমাণা ণাঅরক্‌খিদো বিঅ ণিহী ণ সুহং সমাসাদইদব্বা। তই বি ঘটইস্সং ত্তি। [বিজ্ঞাপয় ভর্তারম্‌—অনুগৃহীতাস্ম্যনেন নিয়োগেন। কিন্তু সা তপস্বিনী দেব্যাধিকতরং রক্ষ্যমাণা নাগরক্ষিত ইব নিধির্ন সুখং সমাসাদয়িতব্যা। তথাপি ঘটয়িষ্যামীতি।]

রাজা—ভগবন্‌ সংকল্পযোনে! প্রতিবন্ধবৎস্বপি বিষয়েষ্বভিনিবেশ্য কিং তথা প্রহরসি যথা জনোঽয়ং ন কালান্তরক্ষমো ভবতি? (সবিস্ময়ং)

ক রুজা হৃদয়প্রমাথিনী ক্ব চ তে বিশ্বসনীয়মায়ুধম্‌।
মৃদু তীক্ষ্ণতরং যদুচ্যতে তদিদং মন্মথ! দৃশ্যতে ত্বয়ি ॥ ২ ॥

বিদূষকঃ—ণং ভণামি তস্সিং সাহণিজ্জে কজ্জে কিদো মএ উবাওবক্‌খেওত্তি। তা পজ্জবত্থাবেদু ভবং অত্তাণং। [ননু ভণামি তস্মিন্‌সাধনীয়ে কার্যে কৃতো ময়োপায়োপক্ষেপ ইতি। তৎ পর্যবস্থাপয়তু ভবানাত্মানম্‌।]

রাজা—অথেমং দিবসশেষমুচিতব্যাপারবিমুখেন চেতসা ক্ব নু খলু যাপয়ামি?

বিদূষকঃ—ণং অজ্জ এব্ব পঢ়মং বসংদাবদারসূঅআণি রত্তকুরবআণি উবাঅণং পেসিঅ ণববসংতাবদারব্ববদেসেণ ইরাবদীএ ণিউণিআমুহেণ পত্থিদো ভবং ইচ্ছামি অজ্জউত্তেণ সহ দোলাহিরোহণং অণুহবিদং ত্তি। ভবদা বি সে পডিণ্ণাদং। তা পমদবণং এব্ব গচ্ছম্ম। [নন্বদ্যৈব প্রথমং বসন্তাবতারসূচকানি রক্তকুরবকাণ্যুপায়নং প্রেষ্য নববসন্তাবতারব্যপদেশেনেরাবত্যা নিপুণিকামুখেন প্রার্থিতো ভবান্‌ 'ইচ্ছাম্যার্যপুত্রেণ সহ দোলাধিরোহণমনুভবিতুম্‌' ইতি। ভবতাপ্যস্যৈ প্রতিজ্ঞাতম্‌, তৎপ্রমদবনমেব গচ্ছাবঃ।]

রাজা—ন ক্ষমমিদম্‌।

বিদূষকঃ—কহং বিঅ? [কথমিব?]

রাজা—বয়স্য! নিসর্গনিপুণাঃ স্ত্রিয়ঃ। কথং মামন্যসংক্রান্তহৃদয়মুপলালয়ন্তমপি তে সখী ন লক্ষয়িষ্যতি? অতঃ পশ্যামি—

উচিতঃ প্রণয়ো বরং বিহন্তুং বহবঃ খণ্ডনহেতবো হি দৃষ্টাঃ।
উপচারবিধির্মনস্বিনীনাং ন তু পূর্বাভ্যধিকোঽপি ভাবশূন্যঃ ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ—ণারিহদি ভবং অংতেউরত্থিদং দক্‌খিণ্ণং এক্কপদে পিট্‌ঠদো কাদুং। [নার্হতি ভবানন্তঃপুরস্থিতং দাক্ষিণ্যমেকপদে পৃষ্ঠতঃ কর্তুম্‌।]

রাজা—(বিচিন্ত্য) তেন হি প্রমদবনমার্গমাদেশয়।

বিদূষকঃ—ইদো ইদো ভবং। (ইতো ইতো ভবান্‌।)

(উভৌ পরিক্রামতঃ)

বিদূষকঃ—বসন্দো কিল এদাহিং পবণচলিদাহিং পল্লবংগুলীহিং তুবরেদি বিঅ ভবংতং এদং পমদবণং পবিসাত্তি। [বসন্তঃ কিলৈতাভিঃ পবনচলিতাভিঃ পল্লবাঙ্গুলীভিস্ত্বরয়তীব ভবন্তমেতৎ প্রমদবনং প্রবিশেতি।]

রাজা—(স্পর্শং রূপয়িত্বা) অভিজাতঃ খলু বসন্তঃ। সখে পশ্য—

আমত্তানাং শ্রবণসুভগৈঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং
সানুক্রোশং মনসিজরুজঃ সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।
অঙ্গে চূতপ্রসবসুরভির্দক্ষিণো মারুতো মে
সান্দ্রস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ—পবিস ণিব্বুদিলাহাঅ। [প্রবিশ নির্বৃতিলাভায়।]

(উভৌ প্রবিশতঃ)

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স অবধাণেণ দিট্‌ঠিং দেহি। এদং খু ভবংতং বিঅ বিলোহইদুকামাএ পমদবণলচ্ছীএ জুবদীবেসলজ্জইত্তিঅং বসংতকুসুমণেবত্থং গহীদং। [ভো বয়স্য অবধানেন দৃষ্টিং দেহি। এতৎ খলু ভবন্তমিব বিলোভয়িতুকাময়া প্রমদবনলক্ষ্ম্যা যুবতিবেষলজ্জায়িতৃকং বসন্তকুসুমনেপথ্যং গৃহীতম্।]

রাজা—ননু বিস্ময়াদবলোকয়ামি।

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামাবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়া চ তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্॥ ৫॥

(উভৌ নাট্যেনোদ্যানশোভাং নির্বর্ণয়তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি পর্যুৎসুকা মালবিকা)

মালবিকা—অবিণ্ণাদহিঅঅং ভট্টারং অহিলসংদী অত্তণো বি দাব লজ্জেমি। কুদো বিহবো সিণিদ্ধস্স সহীজণস্স ইমং বুত্তংতং আচক্‌খিদুং? ণ জাণে অপ্পডিআরগরুঅং বেঅণং কেত্তিঅং কালং মঅণো মং ণইস্সদিত্তি। (ইতি কতিচিৎ পদানি গত্বা) আ, কহিং খু পত্থিদম্হি? (ইতি স্মৃতিমভিনীয়) আম্ আদিট্‌ঠম্হি দেবীএ—'মালবিএ! গোদমচাপলাদো দোলাপরিব্ভট্টাএ সরুজো মহ চলণো। তুমং দাব গদুঅ তবণীআ সাঅস্স দোহলং ণিবট্টেহি ত্তি। জই সো পঞ্চরত্তব্ভংতরে কুসুমং দংসেদি তদো অহং (অন্তরা নিঃশ্বস্য) অহিলাসপূরইত্তঅং পসাদং দাইস্সং ত্তি। তা জাব ণিওঅভূমিং পঢমং গদা হোমি, যাব অণুপদং মহ চলণালংকারহত্থাএ বউলাবলিআএ আঅংদব্বং, তা পরিদেবইস্সং জাব বীসদ্ধং মুহুত্তঅং। [অবিজ্ঞাত-হৃদয়ং ভর্তারমভিলষন্ত্যাত্মনোঽপি তাবল্লজ্জে। কুতো বিভবঃ স্নিগ্ধস্য সখীজনস্যেমং বৃত্তান্তমাখ্যাতুম্? ন জানেঽপ্রতিকারগুরুকাং বেদনাং কিয়ন্তং কালং মদনো মাং নেষ্যতীতি। আ, কুত্র খলু প্রস্থিতাস্মি? আম্ আদিষ্টাস্মি দেব্যা—'মালবিকে! গৌতমচাপলাদ্দোলাপরিভ্রষ্টায়াঃ সরুজো মম চরণো। ত্বং তাবদ্ গত্বা তপনীয়াশোকস্য দোহদং নির্বর্তয়' ইতি। যদ্যসৌ পঞ্চরাত্রাভ্যন্তরে কুসুমং দর্শয়তি, ততোঽহমভিলাষপূরয়িতৃকং প্রসাদং দাস্যামীতি। তদ্যাবন্নিয়োগভূমিং প্রথমং গতা ভবামি, যাবদনুপদং মম চরণালঙ্কারহস্তয়া বকুলাবলিকয়াগন্তব্যম্, তৎপরিদেবিষ্যে তাবদ্বিস্রব্ধং মুহূর্তকম্।]

(ইতি পরিক্রামতি)

বিদূষকঃ—(দৃষ্ট্বা) হী হী, বঅস্স! ইঅং খু সীহুপাণুব্বেজিদস্য মচ্ছংডিআ উবণদা। [হী হী বয়স্য! ইয়ং খলু সীধুপানোদ্বেজিতস্য মৎস্যাণ্ডিকোপনতা।]

রাজা—অয়ে, কিমেতৎ?

বিদূষকঃ—এসা ক্ খু পজ্জুস্সুআ ণাদিপরিক্‌খিদবেসা বিঅ এআইণী মালবিআ অদূরে বট্টদি। [এষা খলু নাতিপরিষ্কৃতবেষা পর্যুৎসুকেবৈকাকিনী মালবিকাঽদূরে বর্ততে।]

রাজা—(সহর্ষম্) কথং মালবিকা।

বিদূষকঃ—অহ ইং। [অথ কিম্]
রাজা—শক্যমিদানীং জীবিতমবলম্বয়িতুম্।

স্বদুপলভ্য সমীপগতাং প্রিয়াং হৃদয়মুচ্ছ্বসিতং মম বিক্লবম্।
তরুবৃতাং পথিকস্য জলার্থিনঃ সরিতমারসিতাদিব সারসাৎ ॥ ৬ ॥

অথ ক তত্রভবতী?
বিদূষকঃ—এসা ণং তরুরাইমজ্ঝাদো নিক্কংতা ইদো জ্জেব পরিবট্টংতী দীসই। [এষা ননু তরুরাজিমধ্যান্নিষ্ক্রান্তেত এব পরিবর্তমানা দৃশ্যতে।]
রাজা—(বিলোক্য, সহর্ষম্) বয়স্য! পশ্যাম্যেনাম্।

বিপুলং নিতম্ববিম্বে মধ্যে ক্ষামং সমুন্নতং কুচয়োঃ।
অত্যায়তং নয়নয়োর্মম জীবিতমেতদায়াতি ॥ ৭ ॥

সখে! পূর্বস্মাদতিমনোহরাবস্থান্তরমুপারূঢ়া তত্রভবতী।
তথা হি—

শরকাণ্ডপাণ্ডুগণ্ডস্থলেয়মাভাতি পরিমিতাভরণা।
মাধবপরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ—এসা বি ভবং বিঅ মঅণব্বাহিণা পরামিট্টা ভবিস্সদি। [এষাপি ভবানিব মদনব্যাধিনা পরামৃষ্টা ভবিষ্যতি।]
রাজা—সৌহার্দমেবং পশ্যতি।
মালবিকা—অঅং সো ললিদসুউমালদোহলাপেক্খী অগ্গিহীদকুসুমণেবথো উক্কংঠিদাএ মহ অণুকরেদি অসোও। জাব এদস্স পচ্ছাঅসীদলে সিলাপট্টএ ণিসণ্ণা অত্তাণং বিণোদেমি। [অয়ং স ললিতসুকুমারদোহদাপেক্ষী অগৃহীতকুসুমনেপথ্য উৎকণ্ঠিতায়া মমাহনুকরোত্যশোকঃ। যাবদস্য প্রচ্ছায়শীতলে শিলাপট্টকে নিষণ্ণাত্মানং বিনোদয়ামি।]
বিদূষকঃ—সুদং ভবদা, উক্কংঠিদম্হি ত্তি তত্তহোদী মংতেদি। [শ্রুতং ভবতা, উৎকণ্ঠিতাস্মীতি তত্রভবতী মন্ত্রয়তে।]
রাজা—নৈতাবতা ভবন্তং প্রসন্নতর্কং মন্যে। কুতঃ?

বোঢ়া কুরুবকরজসাং কিসলয়পুটভেদশীকরানুগতঃ।
অনিমিত্তামুৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয়বাতোঽয়ম্ ॥ ৯ ॥

(মালবিকোপবিষ্টা)

রাজা—সখে! ইতস্তাবদাবাং লতান্তরিতৌ ভবাবঃ।
বিদূষকঃ—ইরাবদিং বিঅ অদূরে পেক্খামি। [ইরাবতীমিবাদূরে প্রেক্ষে।]
রাজা—নহি কমলিনীং দৃষ্ট্বা গ্রাহমবেক্ষতে মতঙ্গজঃ। (ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)
মালবিকা—হিঅঅ! নিরবলংবণাদো অদিভূমিলংঘণো দে মণোরহাদো বিরম; কিং মং আআসেসি? [হৃদয়! নিরবলম্বনাদতিভূমিলঙ্ঘনস্তে মনোরথাদ্বিরম; কিং মামায়াসয়সি?]

(বিদূষকো রাজানং বীক্ষতে)

রাজা—প্রিয়ে! পশ্য বামতাং স্নেহস্য।

ঔৎসুক্যহেতুং বিবৃণোষি ন ত্বং তত্ত্বাববোধৈকরসো ন তর্কঃ।
তথাপি রম্ভোরু! করোমি লক্ষ্যমাত্মানমেষাং পরিদেবিতানাম্ ॥ ১০ ॥

বিদূষকঃ—সংপদং ভবদো ণিস্সংসঅং ভবিস্সদি। এসা অপ্পিদমঅণসংদেসা বিবিত্তে ণং বউলাবলিআ উবট্ঠিদা। [সাম্প্রতং ভবতো নিঃসংশয়ং ভবিষ্যতি। এষাপিতমদনসংদেশা বিবিক্তে ননু বকুলাবলিকোপস্থিতা।]

রাজা—অপি স্মরেদস্মদভ্যর্থনাম্ ?

বিদূষকঃ—কিং দাণিং এসা দাসীএ সুদা তুহ গরুঅং সংদেসং বিসুমরেদি ? অহং বি দাব ণ বিসুমরেমি। [কিমিদানীমেষা দাস্যা সুতা তব গুরুকং সন্দেশং বিস্মরতি ? অহমপি তাবন্ন বিস্মরামি।]

(প্রবিশ্য চরণালঙ্কারহস্তা)

বকুলাবলিকা—অবি সুহং সহীএ ? (অপি সুখং সখ্যাঃ ?)

মালবিকা—অম্হো, বউলাবলিআ। সহি ! সাঅদং দে। উববিস। [অহো, বকুলাবলিকা। সখি ! স্বাগতং তে। উপবিশ।]

বকুলাবলিকা—(উপবিশ্য) হলা ! তুমং দাণিং দেবীএ জোগ্গদাএ ণিউত্তা। তা একং দে চলণং উবণেহি জাব সালত্তঅং সণেউরং অ করেমি। [সখি ! ত্বমিদানীং দেব্যা যোগ্যতয়া নিযুক্তা। তস্মাদেকং তে চরণমুপনয় যাবৎ সালক্তকং সনূপুরং চ করোমি।]

মালবিকা—(আত্মগতম্) হিঅঅ ! অলং সুহিদদাএ, অঅং বিহবো উবট্ঠিদো ত্তি। কহং দাণিং অত্তাণং মোচেঅং ? অহবা এদং এব্ব মে মিত্তুমংডণং ভবিস্সদি। [হৃদয় ! অলং সুখিততয়া, উপস্থিতোঽয়ং বিভব ইতি। কথমিদানীমাত্মানং মোচয়েয়ম্ অথবা এতদেব মে মৃত্যুমণ্ডনং ভবিষ্যতি।]

বকুলাবলিকা—কিং বিআরেসি ? উসুআ খু ইমস্স তবণীআসোঅস্স কুসুমোগ্গমে দেবী। [কিং বিচারয়সি ? উৎসুকা খল্বস্য তপনীয়াশোকস্য কুসুমোদ্গমে দেবী।]

রাজা—কথমশোকদোহদনিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ ?

বিদূষকঃ—কিং ণু খু ণ জাণাসি তুমং—অকালণাদো দেবী ইমং অংতেউরণেবখেন ণ যোজইস্সদি ত্তি ? .[কিন্নু খলু ন জানাসি ত্বম্ অকারণাদ্দেবী ইমামন্তঃপুরনেপথ্যেন ন যোজয়িষ্যতীতি ?]।

মালবিকা—হলা ! মরিসেহি দাব ণং। [সখি ! মর্ষয় তাবদেনম্]।

(ইতি পাদমুপহরতি)

বকুলাবলিকা—অই ! সরীরং সি মে [অয়ি শরীরমসি মে]।

(ইতি নাট্যেন চরণসংস্কারমারভতে)

রাজা— চরণান্তনিবেশিতাং প্রিয়ায়াঃ সরসাং পশ্য বয়স্য ! রাগলেখাম্।
প্রথমামিব পল্লবপ্রসূতিং হরদগ্ধস্য মনোভবদ্রুমস্য ॥ ১১ ॥

বিদূষকঃ—চলণাণুরূবো তত্তহোদীএ অহিআরো উবক্খিত্তো। [চরণানুপস্তত্রভবত্যা অধিকার উপক্ষিপ্তঃ]।

রাজা—সম্যগাহ ভবান্।

নবকিসলয়রাগেণাগ্রপাদেন বালা স্ফুরিতনখরুচা দ্বৌ হন্তুমর্হত্যনেন।
অকুসুমিতমশোকং দোহদাপেক্ষয়া বা প্রণিমিতশিরসং বা কান্তমার্দ্রাপরাধম্ ॥ ১২ ॥

বিদূষকঃ—পহরিস্সদি তত্তহোদী তুমং অবরদ্ধং। [প্রহরিষ্যতি তত্রভবতী ত্বামপরাদ্ধম্]।

রাজা—প্রতিগৃহীতং বচঃ সিদ্ধিদর্শিনো ব্রাহ্মণস্য।

(ততঃ প্রবিশতি যুক্তমদা ইরাবতী চেটী চ)

ইরাবতী—হঞ্জে ণিউণিএ! সুণামি বহুসো মদো কিল ইত্থিআজণস্স বিসেসমণ্ডণং ত্তি। অবি সচ্চো এসো লোঅবাও? [হঞ্জে নিপুণিকে! শৃণোমি বহুশো মদঃ কিল স্ত্রীজনস্য বিশেষমণ্ডনমিতি। অপি সত্য এষ লোকবাদঃ]?

নিপুণিকা—পঢমং লোঅবাও এব্ব অজ্জ সচ্চো সংবুত্তো। [প্রথমং লোকবাদ এব, অদ্য সত্যঃ সংবৃত্তঃ]।

ইরাবতী—অলং ময়ি সিণেহেণ। কহেহি কুদো দাণিং অবগদং দোলাঘরং পঢমং গদো ভট্টে ত্তি। [অলং ময়ি স্নেহেন। কথয় কুত ইদানীমবগতং দোলাগৃহং প্রথমং গতো ভর্তা ইতি]।

নিপুণিকা—ভট্টিণীএ অখণ্ডিদাদো পণআদো। [ভট্টিন্যা অখণ্ডিতাৎ প্রণয়াৎ]।

ইরাবতী—অলং সেবাএ মজ্ঝত্থদং পরিগহিঅ ভণাহি। [অলং সেবয়া, মধ্যস্থতাং পরিগৃহ্য ভণ]।

নিপুণিকা—বসংতোস্সবুবাঅণলোলুপেণ অজ্জগোদমেণ কহিঅং। তুবরদু ভট্টিণী। [বসন্তোৎসবোপায়নলোলুপেনার্যগৌতমেন কথিতং। ত্বরতাং ভট্টিনী]।

ইরাবতী—(অবস্থাসদৃশং পরিক্রম্য) হঞ্জে! মদেণ কিলাঅমাণং অত্তাণং অজ্জউত্তস্স দংসণে হিঅঅং তুবরেদি। চলণা উণ ণ মগ্গে পসরংদি। [হঞ্জে! মদেন ক্লাম্যমানমাত্মানমার্যপুত্রস্য দর্শনে হৃদয়ং ত্বরয়তি। চরণৌ পুনর্ন মার্গে প্রসরতঃ]।

নিপুণিকা—ণং সংপত্তম্হ দোলাঘরং। [ননু সংপ্রাপ্তে স্বো দোলাগৃহম্]।

ইরাবতী—ণিউণিএ! অজ্জউত্তো এত্থ ণ দীসদি। [নিপুণিকে! আর্যপুত্রোঽত্র ন দৃশ্যতে]।

নিপুণিকা—ণং ভট্টিণীএ ওলোঅদু। পরিহাসণিমিত্তং কহিং বি অদিট্টেণ ভট্টণা হোদব্বং। অম্হে বি পিঅংগুলদাপরিক্খিত্তং অসোঅসিলাপট্টঅং পবিসম্হ। [ননু ভট্টিন্যবলোকয়তু। পরিহাসনিমিত্তং কুত্রাপ্যদৃষ্টেন ভর্ত্রা ভবিতব্যম্। আবামপি প্রিয়ঙ্গুলতাপরিক্ষিপ্তমশোকশিলাপট্টকং প্রবিশাবঃ]।

ইরাবতী [তথা করোতি]।

নিপুণিকা—(বিলোক্য) ওলোঅদু ভট্টিণী চুদংকুরং বিচিণ্ণতীণং অম্হাণং পিপীলিআহিং দংসিদং। [অবলোকয়তু ভট্টিনী চূতাংকুরং বিচিন্বত্যোরাবয়োঃ পিপীলিকাভির্দষ্টম্]।

ইরাবতী—কহং বিঅ এদং? [কথমিবেদম্]

নিপুণিকা—এসা অসোঅপাদবচ্ছাআএ বউলাবলিআ মালবিআএ চলণালংকারং ণিব্বট্টেদি। [এষাঽশোকপাদপচ্ছায়ায়াং বকুলাবলিকা মালবিকায়াশ্চরণালংকারং নির্বর্তয়তি]।

ইরাবতী—(শঙ্কাং রূপয়িত্বা) অভূমী ইঅং মালবিআএ, কহং এত্থ তক্কেসি? [অভূমিরিয়ং মালবিকায়াঃ, কথমত্র তর্কয়সি]?

নিপুণিকা—তক্কেমি দোলাপরিব্ভংসিদাএ সরুঅচলণাএ দেবীএ অসোঅদোহলাহিআরে মালবিআ নিউত্তেত্তি। অণ্ণহা কহং দেবী সঅং ধারিঅং ণেউরজুঅলং পরিঅণস্স অব্ভণুজাণিস্সদি ? [তর্কয়ামি দোলাপরিভ্রষ্টয়া সরুজচরণয়া দেব্যাঽশোকদোহদাধিকারে মালবিকা নিযুক্তেতি। অন্যথা কথং দেবী স্বয়ংধারিতং নূপুরযুগলং পরিজনস্যাভ্যনুজ্ঞাস্যতি] ?

ইরাবতী মহদী খু সে সংভাবণা। [মহতী খল্বস্যাঃ সংভাবনা।]

নিপুণিকা—কিং ণ অণ্ণেসীঅদি ভট্টা ? [কিং নান্বিষ্যতে ভর্তা] ?

ইরাবতী—হলা ! ণ মে চলণা অণ্ণদো পবট্টংতি। মণোমং বিআরেদি ! আসংকিদস্স দাব অংতং গমিস্সং। (মালবিকাং নির্বর্ণ্য নিরূপ্যাত্মগতম্) ঠাণে খু কাদরং মে হি অঅং। [সখি ! ন মে চরণাবন্যতঃ প্রবর্তেতে। মনো মাং বিকারয়তি। আশঙ্কিতস্য তাবদন্তং গমিষ্যামি। স্থানে খলু কাতরং মে হৃদয়ম্]।

বকুলাবলিকা—(মালবিকায়ৈ চরণং দর্শয়ন্তী) অবি রোঅদি দে রাঅরেহাবিণ্ণাসো ? [অপি রোচতে তে রাগরেখাবিন্যাসঃ ?]।

মালবিকা—হলা ! অত্তণো চলণং ত্তি লজ্জেমি ণং পসংসিদুং ! কেণ পসাহণকলাএ অহিণীদাসি। [সখি ! আত্মনশ্চরণ ইতি লজ্জে এনং প্রশংসিতুম্। কেন প্রসাধনকলায়ামভিনীতাসি]।

বকুলাবলিকা—এত্থ খু ভত্তুণো সিস্সম্হি। [অত্র খলু ভর্তুঃ শিষ্যাস্মি]।

বিদূষকঃ—তুবরেহি দাব ণং গুরুদক্খিণাএ। [ত্বরয় তাবদেনাং গুরুদক্ষিণায়ৈ]।

মালবিকা—দিট্ঠিআ ণ গব্বিদাসি। [দিষ্ট্যা ন গর্বিতাসি]।

বকুলাবলিকা—উবদেসাণুরুবো চলণা লংভিঅ অজ্জ দাব গব্বিদা ভবিস্সং। (আত্মগতম্) হংত, সিদ্ধং মে দোত্থং। (রাগং বিলোক্য প্রকাশম্) সহি ! একস্স দে চলণস্স অবসিদো রাঅণিক্খেবো। কেবলং মুহমারুদো লম্ভইদব্বো। অহবা পবাদং এদং ঠাণং [উপদেশানুরূপৌ চরণৌ লব্ধবাদ্য তাবদ্গর্বিতা ভবিষ্যামি। হন্ত সিদ্ধং মে দৌত্যম্। সখি ! একস্য তে চরণস্যাবসিতো রাগনিক্ষেপঃ। কেবলং মুখমারুতো লম্ভয়িতব্যঃ। অথবা প্রবাতমেতৎ স্থানম্]।

রাজা—সখে ! পশ্য পশ্য।

আর্দ্রালক্তকমস্যাশ্চরণং মুখমারুতেন বীজয়িতুম্।
প্রতিপন্নঃ প্রথমতরঃ সম্প্রতি সেবাবকাশো মে ॥ ১৩ ॥

বিদূষকঃ—কুদো দে অণুসও ? এদং ভবদা চিরক্কমেণ অণুভবিদব্বং। [কুতস্তেঽনুশয়ঃ ? এতাবদ্ভবতা চিরক্রমেণানুভবিতব্যম্]।

বকুলাবলিকা—সহি ! অরুণসতপত্তং বিঅ সোহদি দে চলণো। সব্বহা ভত্তুণো অংকপরিবট্টিণী হোহি। [সখি ! অরুণশতপত্রমিব শোভতে তে চরণঃ। সর্বথা ভর্তুরঙ্কপরিবর্তিনী ভব।]

(ইরাবতী নিপুণিকামুখমবেক্ষতে)

রাজা – মমেয়মাশীঃ।

মালবিকা—হলা ! অবঅণীঅং মংতেসি। [সখি ! অবচনীয়ং মন্ত্রয়সে।]

বকুলাবলিকা—মংতইদব্বং এব্ব মংতিদং মএ। [মন্ত্রয়িতব্যমেব মন্ত্রিতং ময়া।]

মালবিকা—পিআ খু অহং তব। [প্রিয়া খল্বহং তব।]

বকুলাবলিকা—ণ কেবলং মহ। [ন কেবলং মম।]

মালবিকা—কস্স বা অপ্পস্স? [কস্য বাঽন্যস্য।]

বকুলাবলিকা—গুণেসু অহিণিবেসিণো ভত্তুণো বি। [গুণেষ্বভিনিবেশিনো ভর্তুরপি।]

মালবিকা—অলীঅং মংতেসি। এদং এব্ব মযি ণত্থি। [অলীকং মন্ত্রয়সে। এতদেব ময়ি নাস্তি।]

বকুলাবলিকা—সচ্চং তুই ণত্থি। ভত্তুণো কিসেসু সুংদরপাংডুরেসু দীসই অংগেসু। [সত্যং ত্বয়ি নাস্তি। ভর্তুঃ কৃশেষু সুন্দরপাণ্ডুরেষু দৃশ্যতেঽঙ্গেষু।]

নিপুণিকা—পঢমগণিদং বিঅ হদাসাএ উত্তরং [প্রথমগণিতমিব হতাশায়া উত্তরম্।]

বকুলাবলিকা—অণুরাও অণুরাএণ পরিক্খিদব্বো ত্তি সুঅণবঅণং পমাণীকরেহি। [অনুরাগোঽনুরাগেণ পরীক্ষিতব্য ইতি সুজনবচনং প্রমাণীকুরু।]

মালবিকা—কিং অত্তণো ছংদেণ মংতেসি? [কিমাত্মনশ্ছন্দেন মন্ত্রয়সে?]

বকুলাবলিকা—ণহি ণহি; ভত্তুণো খু এদাইং পণঅমিদুলাইং অক্খরাইং বত্তংতরিদাইং। [নহি নহি ভর্তুঃ খল্বেতানি প্রণয়মৃদুলান্যক্ষরাণি বক্ত্রান্তরিতানি।]

মালবিকা—হলা! দেবিং চিংতিঅ ণ মে হিঅঅং বিস্সসদি। [সখি! দেবীং চিন্তয়িত্বা ন মে হৃদয়ং বিশ্বসিতি।]

বকুলাবলিকা—মুদ্ধে। ভমরসংবাধো ত্তি বংসতাবদারসব্বস্সং কিং ণ চূদপ্পসবো ওদংসিদব্বো? [মুগ্ধে! ভ্রমরসংবাধো ভবিষ্যতীতি বসন্তাবতারসর্বস্বভূতঃ কিং ন চূতপ্রসবোঽবতংসয়িতব্যঃ?]

মালবিকা—তুমং দাব, দুজ্জাদে অচ্চন্তং সহায়া হোহি। [ত্বং তাবদ্দুর্জাতেঽত্যন্তং সহায়া ভব।]

বকুলাবলিকা—বিমদ্দসুরহী বউলাবলিআ খু অহং। [বিমর্দসুরভির্বকুলাবলিকা খল্বহম্।]

রাজা—সাধু, বকুলাবলিকে! সাধু!

ভাবজ্ঞানানন্তরং প্রস্তুতেন প্রত্যাখ্যানে দত্তযুক্তোত্তরেণ।
বাক্যেনেয়ং স্থাপিতা স্বে নিদেশে স্থানে প্রাণাঃ কামিনাং দূত্যধীনাঃ ॥ ১৪ ॥

ইরাবতী—হঞ্জে! পেক্খ কারিদং এব্ব বউলাবলিআএ এদস্সিং পদং মালবিআএ। [হঞ্জে! পশ্য কারিতমেব বকুলাবলিকয়ৈতস্মিন্ পদং মালবিকায়াঃ।]

নিপুণিকা—ভট্টিণি! ণিব্বিআরস্সাবি উস্সুআদাজণও উবদেসো। [ভট্টিনি! নির্বিকারস্যাপ্যুৎসুকতাজনক উপদেশঃ।]

ইরাবতী—ঠাণে খু সংকিদং মে হিঅঅং। গহীদত্থা অণংতরং চিংতইস্সং। [স্থানে খলু শাঙ্কিতং মে হৃদয়ম্। গৃহীতার্থাঽনন্তরং চিন্তয়িষ্যামি।]

বকুলাবলিকা—এসো দুদীও বি দে ণিব্বুত্তপরিকম্মো চলণো। জাব দুবে বি সণেউরং করেমি। (ইতি নাট্যেন নূপুরযুগলমামুচ্য) হলা! উট্ঠেহি, অসোঅবিআসইত্তঅং দেবীএ ণিওঅং, অণুচিট্ঠ। [এষ দ্বিতীয়োঽপি তে নিবৃত্তপরিকর্মা চরণঃ। যাবদ্ দ্বাবপি সনূপুরৌ করোমি। হলা! উত্তিষ্ঠ, অশোকবিকাসয়িতৃকং দেব্যা নিয়োগমনুতিষ্ঠ।]

(উভে উত্তিষ্ঠতঃ)

ইরাবতী—সুদো দেবীএ ণিওও। হোদু দাণিং। [শ্রুতো দেব্যা নিয়োগঃ। ভবত্বিদানীম্।]

বকুলাবলিকা—এসো উবারূঢ়রাও উঅভোঅক্খমো পুরদো দে বট্টই। [এষ উপারূঢ়রাগ উপভোগক্ষমঃ পুরতস্তে বর্ততে।]

মালবিকা—(সহর্ষম্) কিং ভট্টা ? [কিং ভর্তা ?]

বকুলাবলিকা—(সস্মিতম্) ণ দাব ভট্টা। এসো অসোঅসাহাবলংবী পল্লবগুচ্ছও। ওদংসেহি ণং। [ন তাবদ্‌ভর্তা। এষোঽশোকশাখাবলম্বী পল্লবগুচ্ছকঃ। অবতংসয়েনম্।]

বিদূষকঃ—অবি সুদং ভবদা ? [অপি শ্রুতং ভবতা ?]

রাজা—সখে ! পর্যাপ্তমেতাবতা কামিনাম্—

অনাতুরোৎকণ্ঠিতয়োঃ প্রসিধ্যতা সমাগমেনাপি রতির্ন মাং প্রতি।
পরস্পরপ্রাপ্তিনিরাশয়োর্বরং শরীরনাশোঽপি সমানুরাগয়োঃ ॥ ১৫ ॥

(মালবিকা রচিতপল্লবাবতংসা সলীলমশোকায় পাদং প্রহিণোতি)

রাজা—বয়স্য !

আদায় কর্ণকিসলয়মস্মাদিয়মত্র চরণমর্পয়তি।
উভয়োঃ সদৃশবিনিময়াদাত্মানং বঞ্চিতং মন্যে ॥ ১৬ ॥

মালবিকা—অবি ণাম অহ্মাণং সম্ভাবনা সহলা হোউ ? [অপি নামাস্মাকং সম্ভাবনা সফলা ভবেৎ ?]

বকুলাবলিকা—হলা ! ণত্থি দে দোসো। ণিগ্গুণো অঅং অসোও জই কুসুমোব্‌ভেদমংথরো ভবে জো ইরিসং চলণসক্কারং লহেই। [সখি ! নাস্তি তে দোষঃ। নির্গুণোঽয়মশোকো যদি কুসুমোদ্‌ভেদমন্থরো ভবেৎ, য ঈদৃশং চরণসংকারং লভতে।]

রাজা— অনেন তনুমধ্যয়া মুখরনূপুরারাবিণা
নবাম্বুরুহকোমলেন চরণেন সংভাবিতঃ।
অশোক ! যদি সদ্য এব মুকুলৈর্ন সম্পৎস্যসে
বৃথা বহসি দোহদং ললিতকামিসাধারণম্ ॥ ১৭ ॥

সখে ! বচনানুসরণপূর্বকং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি।

বিদূষকঃ—এহি, ণং পরিহাসইস্সং। [এহি, এনাং পরিহাসয়িষ্যামি।]

(উভৌ প্রবেশং কুরুতঃ)

নিপুণিকা—ভট্টিণি ! ভট্টা এত্থ পবিসদি। [ভর্ট্রিনি ! ভর্তাত্র প্রবিশতি।]

ইরাবতী—এদং মম পঢমং চিংতিদং হিঅএণ। [এতন্মম প্রথমং চিন্তিতং হৃদয়েন।]

বিদূষকঃ—(উপেত্য) হোদি ! জুত্তং ণাম অত্তহোদো পিঅবঅস্সো অঅং অসোও ণং বামপাদেণ তাডিদুং। [ভবতি ! যুক্তং নাম অত্রভবতঃ প্রিয়বয়স্যোঽয়মশোকো ননু বামপাদেন তাড়য়িতুম্।]

উভে—(সসম্ভ্রমম্) অম্হো, ভট্টা। [অহো ভর্তা।]

বিদূষকঃ—বউলাবলিএ ! গহীদত্থাএ তুএ অত্তহোদী ঈরিসং অবিণঅং করংতী কীস ণ ণিবারিদা ? [বকুলাবলিকে ! গৃহীতার্থয়া ত্বয়াত্রভবতীদৃশমবিনয়ং কুর্বতী কস্মান্ন নিবারিতা ?

(মালবিকা ভয়ং রূপয়তি)

নিপুণিকা—ভট্টিণি! পেক্‌খ কিং পউত্তং অজ্জগোদমেণ। [ভট্টিনি! পশ্য কিং প্রবৃত্তমার্যগৌতমেন।]

ইরাবতী—কহং খু বম্‌হবংধূ অণ্ণহা জীবিস্সদি ? [কথং খলু ব্রহ্মবন্ধুরন্যথা জীবিষ্যতি ?]

বকুলাবলিকা—অজ্জ! এসা দেবীএ ণিওঅং অণুচিট্‌ঠদি। এদস্সিং অদিক্কমে পববদী ইঅং। পসীদদু ভট্টা। (ইত্যাত্মনা সহেনাং প্রণিপাতয়তি) [আর্য! এষা দেব্যা নিয়োগমনুতিষ্ঠতি। এতস্মিন্নতিক্রমে পরবতীয়ম্‌। প্রসীদতু ভর্তা।]

রাজা—যদ্যেবমনপরাদ্ধাসি। উত্তিষ্ঠ ভদ্রে। (হস্তেন গৃহীত্বৈনামুত্থাপয়তি)

বিদূষকঃ—জুজ্জই, দেবী এত্থ মাণইদব্বা। [যুজ্যতে, দেব্যত্র মানয়িতব্যা।]

রাজা—(বিহস্য)

কিসলয়মৃদোর্বিলাসিনি কঠিনে নিহিতস্য পাদপস্কন্ধে।
চরণস্য ন তে বাধা সম্প্রতি বামস্য বামোরু! ॥ ১৮ ॥

(মালবিকা লজ্জাং নাটয়তি)

ইরাবতী—অহো ণবণীদকপ্পহিঅও অজ্জউত্তো। [অহো, নবনীতকল্পহৃদয় আর্যপুত্রঃ।]

মালবিকা—বউলাবলিএ! এহি, অণুট্‌ঠিদং অত্তণো ণিওঅং দেবীএ ণিবেদম্হ। [বকুলাবলিকে! এহি, অনুষ্ঠিতমাত্মনো নিয়োগং দেব্যৈ নিবেদয়াবঃ।]

বকুলাবলিকা—বিণ্ণবেহি ভট্টারং বিসজ্জেহি ত্তি। [বিজ্ঞাপয় ভর্তারং বিসর্জয়েতি।]

রাজা—ভদ্রে! যাস্যসি মম তাবদুৎপন্নাবসরমর্থিত্বং শ্রূয়তাম।

বকুলাবলিকা—অবহিদা স্হুণিহ্মি। আণবেদু ভট্টা। [অবহিতা শৃণোমি। আজ্ঞাপয়তু ভর্তা।]

রাজা—

ধৃতিপুষ্পময়মপি জনো বধ্নাতি ন তাদৃশং চিরাৎ প্রভৃতি।
স্পর্শামৃতেন পূরয় দোহদমস্যাপ্যনন্যবৃত্তেঃ ॥ ১৯ ॥

ইরাবতী—(সহসোপসৃত্য) পূরেহি পূরেহি। অসোও কুসুমং ণং দংসেদি। অঅং উণ পুপ্ফদি ফলদি অ। [পূরয় পূরয়। অশোকঃ কুসুমং ননু দর্শয়তি। অয়ং পুনঃ পুষ্পতি ফলতি চ।]

(সর্বে ইরাবতীং দৃষ্ট্বা সংভ্রান্তাঃ)

রাজা—(অপবার্য) বয়স্য! কা প্রতিপত্তিরত্র ?

বিদূষকঃ—কিং অণ্ণং ? জংঘাবলং এব্বা। [কিমন্যৎ ? জঙ্ঘাবলমেব।]

ইরাবতী—বউলাবলিএ! সাহু তুএ উবক্কংতং দাণিং সফলব্ভত্থণং করেহি অজ্জউত্তং [বকুলাবলিকে! ত্বয়া সাধূপক্রান্তম্‌। ইদানীং সফলাভ্যর্থনং কুর্বার্যপুত্রম্‌]

উভে—পসীদদু ভট্টিণী। কা অম্হে ভত্তুণো পণঅপরিগ্গহস্স ? [প্রসীদতু ভট্টিনী। কে আবাং ভর্তুঃ প্রণয়পরিগ্রহস্য ?] (ইতি নিষ্ক্রান্তে)

ইরাবতী—অহো অবিস্সসণীআ পুরিসা। অত্তণো বংচণাবঅণং পমাণীকরিঅ আকখিত্তাএ বাহজণগীদগহীদচিত্তাএ বিঅ হরিণীএ এদং ণ বিণ্ণাদং মএ।

[অহো অবিশ্বসনীয়াঃ পুরুষাঃ। আত্মনো বঞ্চনাবচনং প্রমাণীকৃত্যাক্ষিপ্তয়া ব্যাধজনগীতগৃহীতচিত্তয়েব হরিণ্যেতন্ন বিজ্ঞাতং ময়া।]

বিদূষকঃ—(জনান্তিকম্) ভো ! পডিজাএহি কিংপি উত্তরং। কম্মংগহীদেণ বি কুংভীলএণ সংধিচ্ছেদে সিক্‌খিওম্মি ত্তি বত্তব্বং হোদি [ভো ! প্রতিযোজয় কিমপ্যুত্তরম্। কর্মগৃহীতেনাপি কুম্ভীলকেন সন্ধিচ্ছেদে শিক্ষিতোঽস্মীতি বক্তব্যং ভবতি]

রাজা—সুন্দরি ! ন মে মালবিকয়া কশ্চিদর্থঃ। ময়া ত্বং চিরয়সীতি যথাকথংচিদাত্মা বিনোদিতঃ।

ইরাবতী—বিস্সসণীওসি। ণ ময়ে বিন্নাদং ইরিসং বিণোদবত্থু অজ্জউত্তেণ উবলদ্ধং ত্তি। অন্নহা দুক্‌খভাইণীএ এব্বং ণ করীঅদি। [বিশ্বসনীয়োঽসি। ন ময়া বিজ্ঞাতমীদৃশং বিনোদবস্তু আর্যপুত্রেণোপলব্ধ ইতি। অন্যথা দুঃখভাগিন্যেবং ন ক্রিয়তে।]

বিদূষকঃ মা দাব অত্তহোদী অত্তভবদো দক্‌খিন্নস্স উঅরোহং করেহি। সমাবত্তিদিট্‌ঠেণ দেবীএ পরিজণেন সংকহাবি জই আবরাহো এত্থ তুমং এব্ব পমাণং। [মা তাবদত্রভবতী অত্রভবতো দাক্ষিণ্যস্যোপরোধং কুরু। সমাপত্তিদৃষ্টেন দেব্যাঃ পরিজনেন সংকথাপি যদি অপরাধঃ, অত্র ত্বমেব প্রমাণম্।]

ইরাবতী—ণং সংকহা ণাম হোদু। কিংতি অত্তাণং আআসইস্সং ? (ইতি রুষা প্রস্থিতা) [ননু সংকথা নাম ভবতু। কিমিত্যাত্মানমায়াসয়িষ্যামি ?]

রাজা—(অনুসরন্) প্রসীদতু ভবতী।

(ইরাবতী রশনাসংধারিতচরণা ব্রজত্যেব)

রাজা—সুন্দরি ! ন শোভতে প্রণয়িনি জনে নিরপেক্ষতা।

ইরাবতী—সঠ ! অবিস্সসণীঅহিআওসি। [শঠ ! অবিশ্বসনীয়হৃদয়োঽসি।

রাজা—

শঠ ইতি ময়ি তাবদস্তু তে পরিচয়বত্যবধীরণা প্রিয়ে।
চরণপতিতয়া ন চণ্ডি ! তাং বিসৃজসি মেখলয়াপি যাচিতা ॥ ২০ ॥

ইরাবতী—ইঅং পি হদাসা তুমং এব্ব অণুসরদি। (ইতি রশনামাদায় রাজানং তাড়য়িতুমিচ্ছতি) [ইয়মপি হতাশা ত্বামেবানুসরতি।]

রাজা—বয়স্য ! ইয়মিরাবতী—

বাষ্পাসারা হেমকাঞ্চীগুণেন শ্রোণীবিম্বাদব্যপেক্ষাচ্যুতেন।
চণ্ডী চণ্ডং হন্তুমভ্যুদ্যতা মাং বিদ্যুদ্দাম্না মেঘরাজীব বিন্ধ্যম্ ॥ ২১ ॥

ইরাবতী—কিং মং এব্বং ভুও বি অবরদ্ধং করেসি ? [কিং মামেবং ভূয়োঽপ্যপরাদ্ধাং করোষি।] (সরশনং হস্তমবলম্বয়তি)

রাজা—

অপরাধিনি ময়ি দণ্ডং সংহরসি কিমুদ্যতং কুটিলকেশি !
বর্ধয়সি বিলসিতং ত্বং দাসজনায়াত্র কুপ্যসি চ ॥ ২২ ॥

ননুমিদমনুজ্ঞাতম্। (ইতি পাদয়োঃ পততি।)

ইরাবতী—ণ খু ইমে মালবিআচলণা, জা দে ফরিসদোহলং পুরইস্সংতি। (ইতি

নিষ্ক্রান্তা সহ চেট্যা) [ন খল্বিমৌ মালবিকাচরণৌ, যৌ তে স্পর্শদোহদং প্রয়িষ্যতঃ।]

বিদূষকঃ—উট্‌ঠেহি, কিদপ্পসাদোসি। [উত্তিষ্ঠ, কৃতপ্রসাদোঽসি।]

রাজা—(উত্থায়েরাবতীমপশ্যন্‌) কথং গতৈব প্রিয়া ?

বিদূষকঃ—বঅস্স! দিট্‌ঠিআ ইমস্স অবিণঅস্স অপ্পসণ্ণা গদা এসা। তা বঅং সিগ্‌ঘং অবক্কমাম। জাব অংগারও রাসিং বিঅ অনুবক্কং পরিগমণং ণ করেদি। [বয়স্য! দিষ্ট্যা অনেনাবিনয়েনাপ্রসন্না গতৈষা। তদ্বয়ং শীঘ্রমপক্রামামঃ। যাবদঙ্গারকো রাশিমিবানুবক্রং প্রতিগমনং ন করোতি।]

রাজা—অহো মদনস্য বৈষম্যম্‌।

মন্যে প্রিয়াহৃতমনাস্তস্যাঃ প্রণিপাতলঙ্ঘনং সেবাম্‌।
এবং হি প্রণয়বতী সা শক্যমুপেক্ষিতুং কুপিতা ॥ ২৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ সহ বয়স্যেন)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি পর্যুৎসুকো রাজা প্রতিহারী চ।)

রাজা—(আত্মগতম্‌)

তামাশ্রিত্য শ্রুতিপথগতামাস্থয়া বদ্ধমূলঃ
সংপ্রাপ্তায়াং নয়নবিষয়ং রূঢ়রাগপ্রবালঃ।
হস্তস্পর্শৈ মুকুলিত ইব ব্যক্তরোমোদ্গমত্বা-
ৎকুর্যাৎক্লান্তং মনসিজতরুর্মাং রসজ্ঞং ফলস্য ॥ ১ ॥

(প্রকাশম্‌) সখে গৌতম।

প্রতিহারী—জেদু ভট্টা। অসংণিহিদো গোদম। [জয়তু ভর্তা। অসংনিহিতো গৌতমঃ।]

রাজা (আত্মগতম্‌) আম্‌, মালবিকাবৃত্তান্তজ্ঞানায় ময়া প্রেষিতঃ।

(প্রবিশ্য)

বিদূষকঃ—বড্‌ঢদুং ভবং। [বর্ধতাং ভবান্‌।]

রাজা—জয়সেনে জানীহি তাবৎ ক্ব দেবী ধারিণী কথং বা সরুজচরণস্তাদ্বিনোদ্যত ইতি।

প্রতিহারী—জং দেবো আণবেদি। [যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।] (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—সখে কো বৃত্তান্তস্তত্রভবত্যাস্তে সখ্যাঃ।

বিদূষকঃ—জো বিডালগহীদাএ পরহুদিআএ। [জো বিড়ালগৃহীতায়াঃ পরভৃতিকায়াঃ।]

রাজা—(সবিষাদম্‌) কথমিব।

বিদূষকঃ—সা খু তবস্সিণী তাএ পিংগলচ্ছিএ সারভণ্ডভুধরএ মিচ্চুমুহে বিঅ ণিক্‌খিত্তা। [সা খলু তপস্বিনী তয়া পিঙ্গলাক্ষ্যা সারভাণ্ডভূগৃহে মৃত্যুমুখ ইব নিক্ষিপ্তা।]

রাজা—ননু মৎসম্পর্কমুপলভ্য ।
বিদূষকঃ—অহ ইং । [অথ কিম্ ।]
রাজা—ক এবং বিমুখোঽস্মাকং যেন চণ্ডীকৃতা দেবী ।
বিদূষকঃ—সুণাদু ভবং । পরিব্বাজিআএ মে কহিদং । হিও কিল তত্তহোদী ইরাবদী রুজাক্কন্তচলণং দেবিং সুহং পুচ্ছিদুং আঅদা । [শৃণোতু ভবান্ । পরিব্রাজিকয়া মে কথিতম্ । হ্যঃ কিল তত্রভবতীরাবতী রুজাক্রান্তচরণাং দেবীং সুখং প্রষ্টুমাগতা ।]
রাজা - ততস্ততঃ ।
বিদূষকঃ—তদো সা দেবীএ পুচ্ছিদা কিং ণ্ণ ওলোইদো বল্লহজণো ত্তি । তাএ উত্তং মন্দো বো উবআরো জং পরিজণে সংকংতং বল্লহত্তণং ণ আণীঅদি । [ততঃ সা দেব্যা পৃষ্টা কিং স্ববলোকিতো বল্লভজন ইতি । তয়োক্তম্ মন্দো ব উপচারো যৎপরিজনে সংক্রান্তং বল্লভত্বং ন জ্ঞায়তে ।]
রাজা—নির্ভেদাদুতেঽপি মালবিকায়ামযমুপন্যাসঃ শঙ্কয়তি ।
বিদূষকঃ—তদো তাএ অণুবন্ধিজ্জমাণাএ ভবদো অবিণঅং অন্তরেণ পরিগহীদত্থা কিদা দেবী । [ততস্তয়ানুবধ্যমানয়া ভবতোঽবিনয়মন্তরেণ পরিগৃহীতার্থা কৃতা দেবী ।]
রাজা—অহো দীর্ঘরোষতা তত্রভবত্যাঃ । অতঃ পরং কথয় ।
বিদূষকঃ—কিং অদো বরং । মালবিআ বউলাবলিআ অ ণিঅলপদীও অদিট্ঠসুজ্জপাদং পাদালবাসং ণায়কণ্ণআও বিঅ অণুহোন্তি । [কিমতঃ পরম্ । মালবিকা বকুলাবলিকা চ নিগড়পদ্যাবদৃষ্টসূর্যপাদং পাতালবাসং নাগকন্যকে ইবানুভবতঃ ।]
রাজা—কষ্টং কষ্টম্ ।

মধুরস্বরা পরভৃতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধচূতসঙ্গিন্যৌ ।
কোটরমকালবৃষ্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমিতে ॥ ২ ॥

অপ্যত্র কস্যচিদুপক্রমস্য গতিঃ স্যাৎ ।
বিদূষকঃ—কহং ভবিস্সদি । জং সারভাণ্ডঘরএ বাউদা মাহবিআ দেবীএ সংদিট্ঠা মহ অঙ্গুলীঅমুদ্দং অদেক্খিঅ ণ মোত্তব্বা তুএ হদাসা মালবিআ বউলাবলিআ অ ত্তি । [কথং ভবিষ্যতি । যৎসারভাণ্ডগৃহে ব্যাপৃতা মাধবিকা দেব্যা সংদিষ্টা । মমাঙ্গুলীয়কমুদ্রামদৃষ্টবা ন মোক্তব্যা ত্বয়া হতাশা মালবিকা বকুলাবলিকা চেতি ।
রাজা · (নিঃশ্বস্য । সপরামর্শম্) সখে কিমত্র কর্তব্যম্ ।
বিদূষকঃ (বিচিন্ত্য) অত্থি এত্থ উবাও । [অস্ত্যত্রোপায়ঃ ।]
রাজা—ক ইব ।
বিদূষক—(সদৃষ্টিক্ষেপম্) কো বি অদিট্ঠো সুণোদি । কণ্ণে দে কহেমি । এব্বং বিঅ । [কোঽপ্যদৃষ্টঃ শৃণোতি । কর্ণে তে কথয়ামি । (ইত্যুপশ্লিষ্য কর্ণে) এবমিব ।]
রাজা—(সহর্ষম্) সুষ্ঠু চিন্তিতম্ । প্রযুজ্যতাং সিদ্ধয়ে ।

(প্রবিশ্য ।)

প্রতিহারী—দেব পবাদসঅণে দেবী ণিসণ্ণা রত্তচন্দণধারিণা পরিঅণহত্থগদেণ চলণেন

ভঅবদীএ কহাহিং বিনোদিজ্জমাণা চিট্ঠদি। [দেব প্রবাতশয়নে দেবী নিষণ্ণা রক্তচন্দনধারিণা পরিজনহস্তগতেন চরণেন ভগবত্যা কথাভির্বিনোদ্যমানা তিষ্ঠতি।]

রাজা—তেন হ্যস্মৎপ্রবেশযোগ্যোঽয়মবসরঃ।

বিদূষক—তা গচ্ছদু ভবং অহং বি দেবীং পেক্খিদুং অরিত্তপাণী ভবিস্সং। [তদ্গচ্ছতু ভবান্। অহমপি দেবীং দ্রষ্টুমরিক্তপাণির্ভবিষ্যামি।]

রাজা—জয়সেনায়াস্তাবৎ সংবেদ্য গচ্ছ।

বিদূষকঃ—তহ। (কর্ণে) হোদি এব্বং বিঅ। [তথা। ভবতি এবমিব।] (ইত্যাবেদ্য নিষ্ক্রান্তঃ।)

রাজা—জয়সেনে প্রবাতশয়নমার্গমাদেশয়।

প্রতিহারী—ইদো ইদো দেবো। [ইত ইতো দেবঃ।]

(ততঃ প্রবিশতি শয়নস্থা দেবী পরিব্রাজিকা বিভবতশ্চ পরিবারঃ।)

দেবী—ভঅবদি রমণিজ্জং কহাবত্থু। তদো তদো। [ভগবতি রমণীয়ং কথাবস্তু। ততস্ততঃ।]

পরিব্রাজিকা—(সদৃষ্টিক্ষেপম্।) দেবি অতঃপরং পুনঃ কথয়িষ্যামি। অত্রভবান্ বিদিশেশ্বরঃ সম্প্রাপ্তঃ।

দেবী—অম্মো অজ্জউত্তো। [অহো আর্যপুত্রঃ।] (ইত্যুত্থাতুমিচ্ছতি।)

রাজা—অলমলমুপচারযন্ত্রণয়া।

অনুচিতনূপুরবিরহং নার্হসি তপনীয়পীঠকালম্বি।
চরণং রুজা পরীতং কলভাষিণি মাং চ পীড়য়িতুম্॥ ৩॥

ধারিণী—জেদু অজ্জউত্তো। [জয়ত্বার্যপুত্রঃ]

পরিব্রাজিকা—বিজয়তাং দেবঃ।

রাজা—(পরিব্রাজিকাং প্রণম্যোপবিশ্য।) দেবি অপি সহ্যা তে বেদনা।

ধারিণী—অত্থি মে বিসেসো। [অস্তি মে বিশেষঃ।]

(ততঃ প্রবিশতি যজ্ঞোপবীতবদ্ধাংগুষ্ঠঃ সম্ভ্রান্তো বিদূষকঃ।)

বিদূষকঃ—পরিত্তাঅদু পরিত্তাঅদু ভবং। সপ্পেণ দট্ঠোম্হি। [পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং ভবান্। সর্পেণ দষ্টোঽস্মি।]

(সর্বে বিষণ্ণাঃ।)

রাজা—কষ্টং কষ্টম্। ক্ব ভবান্ পরিভ্রান্তঃ।

বিদূষকঃ—দেবিং দেক্খিস্সং ত্তি আআরপুপ্ফগ্গহণকারণাদো পমদবণং গদোম্হি। [দেবীং দ্রক্ষ্যামীত্যাচারপুষ্পগ্রহণাৎ প্রমদবনং গতোঽস্মি।]

দেবী—হদ্ধি হদ্ধি। অহং এব্ব বম্হণস্স জীবিদসংসঅণিমিত্তং জাদাম্হি। [হা ধিক্ হা ধিক্ অহমেব ব্রাহ্মণস্য জীবিতসংশয়নিমিত্তং জাতাস্মি।]

বিদূষকঃ—তহিং অসোঅত্থবঅকারণাদো পসারিদে দক্খিণহত্থে কোডরণিগ্গদেণ সপ্পরূবেণ কালেণ দট্ঠোম্হি। ণং এদাইং দুবে দংসণপদাইং। [তস্মিন্নশোকস্তবককারণাৎ প্রসারিতে দক্ষিণহস্তে কোটরনির্গতেন কালেন দষ্টোঽস্মি। নন্বেতে দ্বে দংশপদে।]

(ইতি দর্শয়তি)

পরিব্রাজিকা—তেন হি দংশচ্ছেদঃ পূর্বকর্মেতি শ্রূয়তে। স তাবদস্য ক্রিয়তাম্‌।

ছেদো দংশস্য দাহো বা ক্ষতের্বা রক্তমোক্ষণম্‌।
এতানি দষ্টমাত্রাণামায়ুষ্যাঃ প্রতিপত্তয়ঃ ॥ ৪ ॥

রাজা—সম্প্রতি বিষবৈদ্যানাং কর্ম। জয়সেনে ক্ষিপ্রমানীয়তাং ধ্রুবসিদ্ধিঃ।

প্রতিহারী—জং দেবো আণবেদি। [যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।] (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

বিদূষকঃ—অহো পাবেন মিচ্চুণা গহিদোম্হি। [অহো পাপেন মৃত্যুনা গৃহীতোঽস্মি।]

রাজা—মা কাতরো ভূঃ। অবিষোঽপি কদাচিদ্‌ দংশো ভবেত্‌।

বিদূষকঃ—কহং ণ ভাইস্সং। সিমসিমাঅন্তি মে অঙ্গাইং। [কথং ন ভেষ্যামি। সিমসিমায়ন্তি মেঽঙ্গানি।] (ইতি বিষবেগং রূপয়তি।)

দেবী—হা দংসিদং অসুহং বিআরেণ। অবলম্বধ বম্হণং। [হা দর্শিতমশুভং বিকারেণ। অবলম্বধ্বং ব্রাহ্মণম্‌।]

(পরিজনঃ সসম্ভ্রমমবলম্বতে)

বিদূষকঃ—(রাজানং বিলোক্য) ভোঃ ভবদো বালত্তণাদো পিঅবঅস্সোম্হি। তং বিআরিঅ সপুত্তাএ মে জননীএ জোগক্খেমং বহেহি। [ভোঃ ভবতো বাল্যাৎ প্রিয়বয়স্যোঽস্মি। তদ্বিচার্যাপুত্রায়া মে জনন্যা যোগক্ষেমং বহ।]

রাজা—মা ভৈষীঃ। স্থিরো ভব। অচিরাৎ ত্বাং বৈদ্যশ্চিকিৎসতে।

(প্রবিশ্য)

জয়সেনা—দেব আণাবিদো ধ্রুবসিদ্ধী বিণ্ণাবেদি। ইহ এব আণীঅদু গোদমোত্তি। [দেব আজ্ঞাপিতো ধ্রুবসিদ্ধির্বিজ্ঞাপয়তি। ইহৈবানীয়তাং গৌতম ইতি।]

রাজা—তেন হি বর্ষবরপরিগৃহীতমেনং তত্রভবতঃ সকাশং প্রাপয়।

জয়সেনা—তহ। [তথা।]

বিদূষকঃ—(দেবীং বিলোক্য।) ভোদি জীবেঅং বা ণ বা জং মএ অত্তভবন্তং সেবমাণেণ তে অবরদ্ধং তং মরিসেহি। [ভবতি জীবেয়ং বা ন বা। যন্ময়াত্রভবন্তং সেবমানেন তেঽপরাদ্ধং তন্মর্ষয়।]

দেবী—দীহাউ হোহি। [দীর্ঘায়ুর্ভব।]

(নিষ্ক্রান্তৌ বিদূষকঃ প্রতিহারী চ)

রাজা—প্রকৃতিভীরুস্তপস্বী। ধ্রুবসিদ্ধেরপি যথার্থনাম্নঃ সিদ্ধিং ন মন্যতে।

(প্রবিশ্য)

জয়সেনা—জেদু ভট্টা। ধুবসিদ্ধী বিণ্ণাবেদি। উদকুম্ভবিহাণে সপ্পমুদ্দিঅং কিংপি কপ্পইদব্বং। তং অণ্ণেসীঅদু ত্তি। [জয়তু ভর্তা। ধ্রুবসিদ্ধির্বিজ্ঞাপয়তি। উদকুম্ভবিধানে সর্পমুদ্রিতং কিমপি কল্পয়িতব্যম্‌। তদন্বিষ্যতামিতি।]

দেবী—ইদং সপ্পমুদ্দিঅং অঙ্গুলীঅঅং। পচ্ছা মম হত্থে দেহি ণং। [ইদং সর্পমুদ্রিতমঙ্গুলীয়কম্‌। পশ্চান্মম হস্তে দেহ্যেতত্‌।]

(ইতি প্রযচ্ছতি।)

(প্রতিহারী গৃহীত্বা প্রস্থিতা।)

রাজা—জয়সেনে কর্মসিদ্ধাবাশু প্রতিপাল্যমানয়।

প্রতিহারী—জং দেবো আণবেদি। [যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

পরিব্রাজিকা—যথা মে হৃদয়মাচষ্টে তথা নির্বিষো গৌতমঃ।

রাজা—ভূয়াদেবম্।

(প্রবিশ্য)

জয়সেনা—জেদু দেবো। ণিব্বুত্তবিসবেগো গোদমো মুহুত্তেণ পকিদিথো সংবুত্তো।
[জয়তু দেবঃ নিবৃত্তবিষবেগো গৌতমো মুহূর্তেন প্রকৃতিস্থঃ সংবৃত্তঃ।]

দেবী—দিট্ঠিআ বঅণীআদো মুত্তম্হি। [দিষ্ট্যা বচনীয়াম্মুক্তাস্মি।]

প্রতিহারী—এসো উণ অমচ্চো বাহতও বিণ্ণাবেদি, রাঅকজ্জং বহু মন্তিদব্বং। তা দংসণেণ অণুগ্গহং ইচ্ছামি ত্তি। [এষ পুনরমাত্যো বাহতকো বিজ্ঞাপয়তি রাজকার্যং বহু মন্ত্রয়িতব্যম্। তদ্দর্শনেনানুগ্রহমিচ্ছামীতি।]

দেবী—গচ্ছদু অজ্জউত্তো কজ্জসিদ্ধী। [গচ্ছত্বার্যপুত্রঃ কার্যসিদ্ধয়ে।]

রাজা—আতপাক্রান্তোঽয়মুদ্দেশঃ। শীতক্রিয়া চাস্যা রুজঃ প্রশস্তা। তদন্যত্র নীয়তাং শয়নীয়ম্।

দেবী—বালিআও অজ্জউত্তবঅণং অণুচিঠ্ঠহ। [বালিকাঃ আর্যপুত্রবচনমনুতিষ্ঠত।]

পরিজনঃ—তহ। [তথা।]

(নিষ্ক্রান্তা দেবী পরিব্রাজিকা পরিজনশ্চ)

রাজা জয়সেনে গূঢ়েন পথা মাং প্রমদবনং প্রাপয়।

প্রতিহারী—ইদো ইদো দেবো। [ইত ইতো দেবঃ।]

রাজা—জয়সেনে সমাপ্তকৃত্যো ননু গৌতমঃ।

প্রতিহারী—অহ ইং। [অথ কিম্।]

রাজা—

ইষ্টাধিগমনিমিত্তং প্রয়োগমেকান্তসাধুমপি মত্বা।
সংদিগ্ধমেব সিদ্ধৌ কাতরমাশঙ্কতে চেতঃ॥ ৫॥

(প্রবিশ্য।)

বিদূষকঃ—বড্ঢদু ভবং। সিদ্ধাইদে মঙ্গলকম্মাইং। [বর্ধতাং ভবান্। সিদ্ধানি তে মঙ্গলকর্মাণি।]

রাজা—জয়সেনে ত্বমপি স্বনিয়োগমশূন্যং কুরু।

প্রতিহারী—জং দেবো আণবেদি। [যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।] (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—বয়স্য ক্ষুদ্রা মাধবিকা। ন খলু কিংচিদ্বিচারিতমনয়া।

বিদূষকঃ—দেবীএ অঙ্গুলীঅমুদ্দিঅং পেক্খিঅ কহং বিআরেদি। [দেব্যা অঙ্গুলীয়কমুদ্রাং দৃষ্ট্বা কথং বিচারয়তি।]

রাজা—ন খলু মুদ্রামধিকৃত্য ব্রবীমি। এতয়োর্বদ্ধয়োঃ কিংনিমিত্তোঽয়ং মোক্ষঃ। কিং দেব্যাঃ পরিজনমতিক্রম্য ভবান্ সংদিষ্ট ইত্যেবমনয়া প্রষ্টব্যম্।

বিদূষকঃ—ণং পুচ্ছিদোম্হি। পুণো মন্দস্স বি মে তস্সিং পচ্চুপ্পণ্ণা মদী। [ননু পৃষ্টোঽস্মি। পুনর্মন্দস্যাপি মে তস্মিন্ প্রত্যুৎপন্না মতিঃ।]

রাজা—কথ্যতাম্।

বিদূষকঃ—ভণিদং মএ। দেব্বাচিন্তএহিং বিণ্ণাবিদো রাআ সোবসগ্গং বো ণক্খত্তং

সংবন্ধণমোকখো করীঅদু ত্তি। [ভণিতং ময়া। দেবীচিন্তকৈর্বিজ্ঞাপিতো রাজা। সোপসর্গং বো নক্ষত্রং সর্ববন্ধনমোক্ষঃ ক্রিয়তামিতি।]

রাজা—(সহর্ষম্‌।) ততস্ততঃ।

বিদূষকঃ—তং সুণিঅ দেবীএ ইরাবদীচিত্তং রক্‌খন্তীএ রাআ কিল মোএদিত্তি অহং সংদিঠ্‌ঠো ত্তি। তদো জুজ্জদি ত্তি তাএ সংপাদিদো অত্থো। [তচ্ছ্রুত্বা দেব্যেরাবতীচিত্তং রক্ষন্ত্যা রাজা কিল মোচয়তীত্যহং সংদিষ্ট ইতি। ততো যুজ্যত ইতি তয়া সংপাদিতোঽর্থঃ।]

রাজা—(বিদূষকং পরিষ্বজ্য)। সখে প্রিয়োঽহং তব।

> ন হি বুদ্ধিগুণেনৈব সুহৃদামর্থদর্শনম্‌।
> কার্যসিদ্ধিপথঃ সূক্ষ্মঃ স্নেহেনাপ্যুপলভ্যতে ॥ ৬ ॥

বিদূষকঃ—তুবরদু ভবং। সমুদ্দঘরএ সহীসহিদং মালবিঅং ঠাবিঅ ভবন্তং পচ্চুগ্গদোহ্মি। [ত্বরতাং ভবান্‌। সমুদ্রগৃহে সখীসহিতাং মালবিকাং স্থাপয়িত্বা ভবন্তং প্রত্যুদ্গতোঽস্মি।]

রাজা—অহমেনাং সংভাবয়ামি। গচ্ছাগ্রতঃ।

বিদূষকঃ—এদু ভবং। (পরিক্রম্য) ইদং সমুদ্দঘরং। [এতু ভবান্‌। ইদং সমুদ্রগৃহম্‌।]

রাজা—(সাশঙ্কম্‌।) বয়স্য এষা কুসুমাবচয়ব্যগ্রহস্তা সখ্যাস্তে ইরাবত্যাঃ পরিচারিকা চন্দ্রিকা সন্নিকৃষ্টমাগচ্ছতি। ইতস্তাবদাবাং ভিত্তিগূঢৌ ভবাবঃ।

বিদূষকঃ—অহো কুম্ভীলএহিং কামুএহিং অ পরিহরণীআ খু চন্দিআ। [অহো কুম্ভীলকৈঃ কামুকৈশ্চ পরিহরণীয়া খলু চন্দ্রিকা।]

(উভৌ যথোক্তং কুরুতঃ)

রাজা—গৌতম কথং নু তে সখী মাং প্রতিপালয়তি। এহি। এনাং গবাক্ষমাশ্রিত্য বিলোকয়াবঃ।

বিদূষকঃ—তহ। [তথা।]

(উভৌ বিলোকয়ন্তৌ তিষ্ঠতঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি মালবিকা বকুলাবলিকা চ)

বকুলাবলিকা—সহি পণম ভট্‌ঠারং। [সখি প্রণম ভর্তারম্‌।]

রাজা—মন্যে প্রতিকৃতিং মে দর্শয়তি

মালবিকা—(সহর্ষম্‌।) ণমো দে। হলা মং বিপ্পলম্ভেসি। [নমস্তে। (দ্বারমবলোক্য। সবিষাদম্‌) সখি মাং বিপ্রলম্ভয়সি।]

রাজা—সখে হর্ষবিষাদাভ্যামত্রভবত্যাঃ প্রীতোঽস্মি।

> সূর্যোদয়ে ভবতি যা সূর্যাস্তময়ে চ পুণ্ডরীকস্য।
> বদনেন সুবদনায়াস্তে সমবস্থে ক্ষণাদূঢ়ে ॥ ৭ ॥

বকুলাবলিকা—ণং এসো চিত্তগদো ভট্‌ঠা। [নন্বেষ চিত্রগতো ভর্তা।]

উভে—(প্রণিপত্য।) জেদু ভট্‌ঠা। [জয়তু ভর্তা।]

মালবিকা—হলা তদা সংমুহট্‌ঠিদা ভট্‌ঠিণো রূবদংসণেণ ণ তহ বিতিহ্নহ্মি জহঅজ্জ মএ বিভাবিদো চিত্তগদদংসণো ভট্‌ঠা। [সখি তদা সম্মুখস্থিতা ভর্তুঃ রূপদর্শনেন ন তথা বিতৃষ্ণাস্মি যথাদ্য ময়া বিভাবিতশ্চিত্রগতদর্শনো ভর্তা।]

বিদূষকঃ—সূদং ভবদা। অত্তহোদী চিত্তে জহ দিঠ্‌ঠো তহ ণ দিঠ্‌ঠো ভবং তি মন্তেদি। মুহা দাণিং মঞ্জুসা বিঅ রঅণভণ্ডঅং জোব্বণগব্বং বহেসি। [শ্রুতং ভবতা। অত্রভবতী চিত্রে যথা দৃষ্টস্তথা ন দৃষ্টো ভবানিতি মন্ত্রয়তে। মুধেদানীং মঞ্জুষেব রত্নভাণ্ডং যৌবনগর্বং বহসি।]

রাজা—সখে কুতূহলবানপি নিসর্গশালীনঃ স্ত্রীজনঃ, পশ্য।

কাৎস্নেন্যন নির্বর্ণয়িতুং চ রূপমিচ্ছন্তি তৎপূর্বসমাগমানাম্‌।
ন চ প্রিয়েষ্বায়তলোচনানাং সমগ্রপাতীনি বিলোচনানি ॥ ৮ ॥

মালবিকা—হলা কা এসা পাসপরিউত্তবঅণেণ ভট্‌টিনা সিণিদ্ধাএ দিঠ্‌ঠিএ নিজ্ঝাঈঅদি। [সখি কৈষা ঈষৎপরিবৃত্তবদনা ভর্ত্রা স্নিগ্ধয়া দৃষ্ট্যা নিধ্যায়তে।]

বকুলাবলিকা—ণং ইঅং পাসগদা ইরাবদী। [নন্বিয়ং পার্শ্বগতেরাবতী।]

মালবিকা—সহি অদক্‌খিণো বিঅ ভট্‌টা পডিভাদি জো সব্বং দেবীজণং উজ্জিঅ একাএ মুহে বন্ধলক্‌খো। [সখি অদক্ষিণ ইব ভর্তা মে প্রতিভাতি যঃ সর্বং দেবীজনমুজ্ঝিত্বৈকস্যা মুখে বদ্ধলক্ষ্যঃ।]

বকুলাবলিকা—(আত্মগতম্‌) চিত্তগদং ভট্‌টারং পরমথ্থদো গেহ্নিঅ অসূঅদি। হোদু। কীডিস্সং দাব এদাএ। (প্রকাশম্‌) হলা ভট্টিণো বল্লহা এসা। [চিত্রগতং ভর্তারং পরমার্থতো গৃহীত্বাসূয়তি। ভবতু। ক্রীড়িষ্যামি তাবদেতয়া। সখি ভর্তুর্বল্লভৈষা।]

মালবিকা—তদো কিং দাণিং অত্তাণং আআসেমি। [ততঃ কিমিদানীমাত্মানমায়াসয়িষ্যামি।]

(ইতি সাসূয়ং পরাবর্ততে)

রাজা—সখে পশ্য।

ভ্রূভঙ্গভিন্নতিলকং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং
সাসূয়মানননমিতঃ পরিবর্তয়ন্ত্যা।
কান্তাপরাধকুপিতেষ্বনয়া বিনেতুঃ
সন্দর্শিতেব ললিতাভিনয়স্য শিক্ষা ॥ ৯ ॥

বিদূষকঃ—অণুণঅসজ্জো দাণিং হোহি। [অনুনয়সজ্জ ইদানীং ভব।]

মালবিকা—অজ্জগোদমো বি এথ্থ এব সেবদি ণং। [আর্যগৌতমোঽপ্যত্রৈব সেবত এনম্‌।] (পুনঃ স্থানান্তরাভিমুখী ভবিতুমিচ্ছতি।)

বকুলাবলিকা—(মালবিকাং রুধ্বা) ণ খু কুবিদা দাণিং তুমং। [ন খলু কুপিতেদানীং ত্বম্‌।]

মালবিকা—জই চিরং কুবিদং এব্ব মং মন্নেসি এসো পচ্চাণীঅদি কোবো। [যদি চিরং কুপিতামেব মাং মন্যসে এষ প্রত্যানীয়তে কোপঃ।]

রাজা—(উপেত্য)

কুপ্যসি কুবলয়নয়নে চিত্রার্পিতচেষ্টয়া কিমেতস্মৈ।
ননু তব সাক্ষাদয়মহমনন্যসাধারণো দাসঃ ॥ ১০ ॥

বকুলাবলিকা—জেদু ভট্টা। [জয়তু ভর্তা।]

মালবিকা—(আত্মগতম্‌) কহং চিত্তগদো ভট্টা মএ অসূইদো। [কথং চিত্রগতো ভর্তা ময়াসূয়িতঃ।] (ইতি সব্রীড়বদনাঞ্জলিং করোতি।)

(রাজা মদনকাতর্যং রূপয়তি ।)

বিদূষকঃ—কিং ভবং উদাসীনো বিঅ। [কিং ভবানুদাসীন ইব।]

রাজা—অবিশ্বসনীয়ত্বাৎ সখ্যাস্তব।

বিদূষকঃ—অওহোদীএ অঅং তুহ অবিস্সাসো। [অত্রভবত্যাময়ং তবাবিশ্বাসঃ।]

রাজা—শ্রূয়তাম্।

পথি নয়নয়োঃ স্থিত্বা স্বপ্নে তিরোভবতি ক্ষণাৎ
তরতি সহসা বাহ্বোর্মধ্যং গতাপি সখী তব।
মনসিজরুজা ক্লিষ্টস্যৈব সমাগমমায়য়া
কথমিব সখে বিশ্রব্ধং স্যাদিমাং প্রতি মে মনঃ ॥ ১১ ॥

বকুলাবলিকা—সহি বহুসো কিল ভট্টা বিপ্পলদ্ধো। দাণিং দাব অত্তা বিস্সসণিজ্জো করীঅদু। [সখি বহুশঃ কিল ভর্তা বিপ্রলব্ধঃ। ইদানীং তাবদাত্মা বিশ্বসনীয়ঃ ক্রিয়তাম্।]

মালবিকা—সহি মহ উণ মন্দভগ্গাএ সিবিণসমাঅমোবি ভট্টিনো দুল্লহো আসি। [সখি মম পুনর্মন্দভাগ্যায়াঃ স্বপ্নসমাগমোঽপি ভর্তুর্দুর্লভ আসীৎ।]

বকুলাবলিকা—ভট্টা কহেদু সে উত্তরং। [ভর্তা কথয়ত্বস্যা উত্তরম্।]

রাজা— উত্তরেণ কিমাত্মৈব পঞ্চবাণাগ্নিসাক্ষিকম্।
তব সখ্যৈ ময়া দত্তো ন সেব্যঃ সেবিতা রহঃ ॥ ১২ ॥

বকুলাবলিকা—অনুগহীদম্হ। [অনুগৃহীতে স্বঃ।]

বিদূষকঃ—(পরিক্রম্য সসম্ভ্রমম্।)
বউলাবলিএ এসো বালাসোঅরুক্খস্স পল্লবাইং লংঘেদি হরিণো। এহি নিবারেম ণং। [বকুলাবলিকে এষ বালাশোকপল্লবানি লংঘয়তি হরিণঃ। এহি নিবারয়াব এনম্।]

বকুলাবলিকা—তহ। [তথা।] (ইতি প্রস্থিতা)

রাজা—বয়স্য এবমেবাস্মিন্ রক্ষণক্ষণেঽবহিতেন ত্বয়া ভবিতব্যম্।

বিদূষকঃ—এব্বং বি গোদমো সংদিসেঅদি। [এবমপি গৌতমঃ সংদিশ্যতে।]

বকুলাবলিকা—(পরিক্রম্য।) অজ্জ গোদম অহং অপ্পআসে চিঠ্ঠামি। তুমং দুবাররক্খও হোহি। [আর্য গোতম অহমপ্রকাশে তিষ্ঠামি। ত্বং দ্বাররক্ষকো ভব।]

বিদূষকঃ—জুজ্জই [যুজ্যতে।]

(নিষ্ক্রান্তা বকুলাবলিকা।)

বিদূষকঃ—ইমং দাব ফলিহত্থলং অস্সিদো হোমি। (তথা কৃত্বা) অহো সুহপ্ফরিসদা সিলাবিসেসস্স। [ইদং তাবৎস্ফটিকস্থলমাশ্রিতো ভবামি। অহো সুখস্পর্শিতা শিলাবিশেষস্য।] (ইতি নিদ্রায়তে।)

(মালবিকা সসাধ্বসং তিষ্ঠতি)

রাজা— বিসৃজ সুন্দরি সংগমসাধ্বসং তব চিরাৎপ্রভৃতি প্রণয়োন্মুখে।
পরিগৃহাণ গতে সহকারতাং ত্বমতিমুক্তলতাচরিতং ময়ি ॥ ১৩ ॥

মালবিকা—দেবীএ ভএণ অত্তণো পিঅং কাদুং ণ পারেমি। [দেব্যা ভয়েনাত্মনঃ প্রিয়ং কর্তুং ন পারয়ামি।]

রাজা—অয়ি ন ভেতব্যম্।

মালবিকা—(সোপালম্ভম্।) জো ণ ভাআদি সো মএ ভট্টিণীদংসণে দিঠ্‌ঠসমত্থো ভট্টা।
[যো ন বিভেতি স ময়া ভট্টিনীদর্শনে দৃষ্টসামর্থ্যো ভর্তা।]

রাজা— দাক্ষিণ্যং নাম বিম্বোষ্ঠি বৈম্বিকানাং কুলব্রতম্।
তন্মে দীর্ঘাক্ষি যে প্রাণাস্তে ত্বদাশানিবন্ধনাঃ ॥ ১৪ ॥

তদনুগৃহ্যতাং চিরানুরক্তোঽয়ং জনঃ। (ইতি সংশ্লেষণমভিনয়তি।)

(মালবিকা নাট্যেন পরিহরতি।)

রাজা—(আত্মগতম্।) রমণীয়ঃ খলু নবাঙ্গনানাং মদনবিষয়ব্যাপারঃ। তথা হি।

হস্তং কম্পবতী রুণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলিং
হস্তৌ স্বৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাত্।
পাতুং পক্ষ্মলচক্ষুরুন্নময়তঃ সাচীকরোত্যাননং
ব্যাজেনাপ্যভিলাষপূরণসুখং নির্বর্তয়ত্যেব মে ॥ ১৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতীরাবতী নিপুণিকা চ।)

ইরাবতী—হঞ্জে ণিউণিএ সচ্চং তুমং পরিগদত্থা চন্দিআএ সমুদ্দঘরঅলিন্দে সইদো এআঈ অজ্জ গোদমো দিট্‌ঠোত্তি। [হঞ্জে নিপুণিকে সত্যং ত্বং পরিগতার্থা চন্দ্রিকয়া সমুদ্রগৃহালিন্দে শয়িত একাকী আর্যগৌতমো দৃষ্ট ইতি।]

নিপুণিকা—অন্নহা কহং ভট্‌ঠিণীএ বিণ্ণাবেমি। [অন্যথা কথং ভট্টিন্যৈ বিজ্ঞাপয়ামি।]

ইরাবতী—তেণ হি তহিং এব্ব গচ্ছামো সংসআদো মুত্তং অজ্জউত্তস্স পিঅবঅস্সং পুচ্ছিদুং অ। [তেন হি তত্রৈব গচ্ছামঃ সংশয়ান্মুক্তমার্যপুত্রস্য প্রিয়বয়স্যং প্রষ্টুং চ।]

নিপুণিকা—সাবসেসং বিঅ ভট্টিণীএ বঅণং। [সাবশেষমিব ভট্টিন্যা বচনম্।]

ইরাবতী—চিত্তগদং অজ্জউত্তং পসাদেদুং অ। [চিত্রগতমার্যপুত্রং প্রসাদয়িতুং চ।]

নিপুণিকা—অহ কহং দাণিং ভট্‌ঠা এব্ব ণ প্পসাদীঅদি। [অথ কথমিদানীং ভর্তৈব ন প্রসাদ্যতে।]

ইরাবতী—মুদ্ধে জারিসো চিত্তগদো তারিসো এব্ব অণ্ণসংকন্তহিঅও অজ্জউত্তো। কেবলং উবআরাদিক্কমং পমজ্জিদুং অঅং আরম্ভো। [মুগ্ধে যাদৃশশ্চিত্রগতস্তাদৃশ এবান্যসংক্রান্তহৃদয় আর্যপুত্রঃ। কেবলমুপচারাতিক্রমং প্রমার্ষ্টুময়মারম্ভঃ।]

নিপুণিকা—ইদো ইদো ভট্টিণী। [ইত ইতো ভট্টিনী।]

(উভে পরিক্রামতঃ।)

(প্রবিশ্য)

চেটী—জেদু ভট্টিণী। দেবী ভণাদি। ণ মে এসো মচ্ছরস্স কালো। তুহ খু বহুমাণং বড্‌ঢেদুং বঅস্সিআএ সহ ণিঅলবন্ধণে কিদা মালবিআ। জই অণুমণ্ণসি অজ্জউত্তস্স পিঅং কাদুং তহ করোমি। জং তুহ ইচ্ছিঅং তং মে ভণাহিত্তি। (জয়তু ভট্টিনী। দেবী ভণতি। ন মে এষ মৎসরস্য কালঃ। তব খলু বহুমানং বর্ধয়িতুং বয়স্যয়া সহ নিগড়বন্ধনে কৃতা মালবিকা। যদ্যনুমন্যসে আর্যপুত্রস্য প্রিয়ং কর্তুং তথা করোমি। যত্তবেষ্টং তন্মে ভণেতি।)

ইরাবতী—ণাঅরিএ বিণ্ণাবেহী দেবীং। কা বঅং ভট্টিণিং নিওজেদুং। পরিঅণণিঅলণেণ

দংসিদো মই অণুগ্গহো। কস্স বা অণ্ণস্স পসাদেণ অঅং জণো বড্ঢদিত্তি। (নাগরিকে বিজ্ঞাপয় দেবীম্। কা বয়ং ভর্ট্রিনীং নিয়োজয়িতুম্। পরিজন-নিগড়নেন দর্শিতো ময্যনুগ্রহঃ। কস্য বান্যস্য প্রসাদেনায়ং জনো বর্ধত ইতি।)

চেটী—তহ। (তথা) (ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

নিপুণিকা—(পরিক্রম্যাবলোক্য চ।) ভট্টিণি এসো দুবারদেসে সমুদ্দঘরস্স বিপণিগদো বিঅ বলীবদ্দো অজ্জগোদমো আসীণো এব্ব ণিদ্দাঅদি। (ভর্ট্রিনি এষ দ্বারদেশে সমুদ্রগৃহস্য বিপণিগত ইব বলীবর্দ আর্যগৌতম আসীন এব নিদ্রায়তে।)

ইরাবতী—অচ্চাহিদং। ণ খু সাবসেসো বিসবিআরো হবে। (অত্যাহিতম্। ন খলু সাবশেষো বিষবিকারো ভবেৎ।)

নিপুণিকা—পসণ্ণমুহবণ্ণো দীসই। অবি অ ধুবসিদ্ধিণা চিইচ্ছিদো। তা সে অসঙ্কনিজ্জং পাবং। (প্রসন্নমুখবর্ণো দৃশ্যতে। অপি চ ধ্রুবসিদ্ধিনা চিকিৎসিতঃ। তদস্যাশঙ্কনীয়ং পাপম্।)

বিদূষকঃ—(উৎস্বপ্নায়তে) ভোদি মালবিএ।—(ভবতি মালবিকে—)

নিপুণিকা—সুদং ভট্টিণীএ। কস্স এসো অত্তণীণো হদাসো কিদবো। সব্বকালং ইদো এব্ব সোত্থিবাঅণমোদএহিং কুচ্ছিং পূরিঅ সংপদং মালবিঅং উস্সিবিণাবেদি। (শ্রুতং ভর্ট্রিন্যা। কস্যৈষ আত্মনীনো হতাশঃ কিতবঃ। সর্বকালমিত এব স্বস্তিবাচনমোদকৈঃ কুক্ষিং পূরয়িত্বা সাম্প্রতং মালবিকামুৎস্বপ্নায়তে।)

বিদূষকঃ—ইরাবদিং অদিক্কমন্তী হোহি। (ইরাবতীমতিক্রামন্তী ভব।)

নিপুণিকা—এদং অচ্চাহিদং। ইমং ভুঅঙ্গভীরুঅং বম্ভবন্ধুং ইমিণা ভুঅঙ্গকুডিলেণ দণ্ডকট্ঠেণ থম্ভন্তরিদা ভাঅইস্সং। (এতদত্যাহিতম্। ইমং ভুজঙ্গভীরুকং ব্রহ্মবন্ধুমনেন ভুজঙ্গকুটিলেন দণ্ডকাষ্ঠেন স্তম্ভান্তরিতা ভায়য়িষ্যামি।)

ইরাবতী—অরুহদি এব্ব কিদগ্ঘো উবদ্দবস্স। (অর্হত্যেব কৃতঘ্ন উপদ্রবস্য।)

(নিপুণিকা বিদূষকস্যোপরি দণ্ডকাষ্ঠং পাতয়তি)

বিদূষকঃ—(সহসা প্রবুধ্য।) অবিহা অবিহা। ভো বঅস্স সপ্পো মে উবরি পডিদো। (অবিহা অবিহা। ভো বয়স্য সর্পো মে উপরি পতিতঃ।)

রাজা—(সহসোপসৃত্য।) সখে ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্।

মালবিকা—(অনুসৃত্য) ভট্টা মা দাব সহসা ণিক্কম। সপ্পোত্তি ভণীআদি। (ভর্তঃ মা তাবৎ সহসা নিষ্ক্রাম। সর্প ইতি ভণ্যতে।)

ইরাবতী—হদ্ধি হদ্ধি। ভট্টা ইদো এব্ব ধাবদি। (হা ধিক্ হা ধিক্। ভর্তেত এব ধাবতি।)

বিদূষকঃ—(সপ্রহাসম্।) কহং দণ্ডকট্ঠং এদং। অহং উণ জাণে জং মএ কেদঈ-কণ্টকএহিং দসং করিঅ সপ্পস্স ইব দংসাং কিদো তং মে ফলিদংতি। (কথং দণ্ডকাষ্ঠমেতত্। অহং পুনর্জানে যন্ময়া কেতকীকণ্টকৈর্দংশং কৃত্বা সর্পস্য দংশঃ কৃতস্তন্মে ফলিতমিতি।)

(প্রবিশ্য পটাক্ষেপেণ)

বকুলাবলিকা—মা দাব ভট্ঠা পবিসদু। ইহ কুডিলগদী সপ্পো বিঅ দীসদি। (মা তাবদ্ভর্তা প্রবিশতু। ইহ কুটিলগতিঃ সর্প ইব দৃশ্যতে।)

ইরাবতী—(স্তম্ভান্তরিতা রাজানমুপেত্য।) অবি ণিব্বিগ্ঘমনোরহো দিবাসংকেদো মিহুণস্স। (অপি নির্বিঘ্নমনোরথো দিবাসংকেতো মিথুনস্য।)

(সর্বে ইরাবতীং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তাঃ।)

রাজা—প্রিয়ে অপূর্বোঽয়মুপচারঃ।

ইরাবতী—বউলাবলিএ দিট্‌ঠিআ দূদাহিআরবিসআ সংপুণ্ণা দে পডিণ্ণা।

(বকুলাবলিকে দিষ্ট্যা দূত্যাধিকারবিষয়া সম্পূর্ণা তে প্রতিজ্ঞা।)

বকুলাবলিকা—পসীদদু ভট্টিণী। কিং ণু খু দদ্দুরা বাহরন্তীত্তি দেবো পুহবীং বিসুমরদি। (প্রসীদতু ভট্টিনী। কিং নু খলু দর্দুরা ব্যাহরন্তীতি দেবঃ পৃথিবীং বিস্মরতি।)

বিদূষকঃ—মা দাব। হোদীএ দংসণমত্তেণ অত্তভবং পণিবাদলঙ্ঘণং বিসুমরিদো। হোদী উণ অজ্জবি পসাদং ণ গেণ্হেদি। (মা তাবৎ ভবত্যা দর্শনমাত্রেণাত্রভবান্ প্রণিপাতলঙ্ঘনং বিস্মৃতঃ। ভবতী পুনরদ্যাপি প্রসাদং ন গৃহ্ণাতি।)

ইরাবতী—কুবিদা দাণিং অহং কিং করিস্সং। (কুপিতেদানীমহং কিং করিষ্যামি।)

রাজা—অস্থানে কোপ ইত্যনুপপন্নং ত্বয়ি। তথা হি।

কদা মুখং বরতনু কারণাদৃতে তবাগতং ক্ষণমপি কোপপাত্রতাম্।
অপর্বণি গ্রহকলুষেন্দুমণ্ডলা বিভাবরী কথয় কথং ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

ইরাবতী—অট্‌ঠাণেত্তি সুঠ্‌ঠু বাহরিদং অজ্জউত্তেণ, অণ্ণসংকন্তেসু অম্হাণং ভাঅহেএসু জদি উণ কুপ্পেঅং তদো হস্সা ভবেঅং। (অস্থান ইতি সুষ্ঠু ব্যাহৃতমার্যপুত্রেণ। অন্যসংক্রান্তেষস্মাকং ভাগধেয়েষু যদি পুনঃ কুপ্যেয়ং ততো হাস্যা ভবেয়ম্।)

রাজা—ত্বমন্যথা কল্পয়সি। অহং পুনঃ সত্যমেব কোপস্থানং ন পশ্যামি। কুতঃ।

নার্হতি কৃতাপরাধোঽপ্যুৎসবদিবসেষু পরিজনো বন্ধম্।
ইতি মোচিতে ময়ৈতে প্রণিপতিতুং মামুপগতে চ ॥ ১৭ ॥

ইরাবতী—ণিউণিএ গচ্ছ। দেবীং বিণ্ণবেহি। দিট্‌ঠো ভবদীএ পক্‌খবাদো ণং অজ্জাত্তি। (নিপুণিকে গচ্ছ দেবীং বিজ্ঞাপয়। দৃষ্টো ভবত্যাঃ পক্ষপাতো নন্বদ্যেতি।)

নিপুণিকা—তহ। (তথা।) (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) অহো অণত্থো সংপডিদো। বংধণব্ভট্টো গিহকবোদো চিল্লাএ মুহে পডিদো। (অহো অনর্থঃ সংপতিতঃ। বন্ধনভ্রষ্টো গৃহকপোতো চিল্লায়া মুখে পতিতঃ।)

(প্রবিশ্য)

নিপুণিকা—(অপবার্য) ভট্টিণি জদিচ্ছাদিঠ্‌ঠাএ মাহবিআএ আচক্‌খিদং। এব্বং খু এদং নিব্বুত্তংতি। (ভট্টিনি যদৃচ্ছাদৃষ্টয়া মাধবিকয়া আখ্যাতম্। এবং খল্বেতন্নিবৃত্তমিতি।) (ইতি কর্ণে কথয়তি)

ইরাবতী—(আত্মগতম্) উববণ্ণং। সচ্চং অঅং এত্থ বম্হবন্ধুণা কিদো পওও। (বিদূষকং বিলোক্য। প্রকাশম্) ইঅং ইমস্স কামতন্তসচিবস্স ণীদী।

[উপপন্নম্ । সত্যময়মত্র ব্রহ্মবন্ধুনা কৃতঃ প্রয়োগঃ । ইয়মস্য কামতন্ত্রসচিবস্য নীতিঃ ।]

বিদূষকঃ—ভোদি জদি ণীদিএ এক্কংপি অক্খরং পঢেঅং তদো গাঅত্তিং বি বিস্মরেঅং । [ভবতি যদি নীতেরেকমপ্যক্ষরং পঠেয়ং তদা গায়ত্রীমপি বিস্মরেয়ম্ ।]

রাজা—(আত্মগতম) কথং নু খল্বস্মাৎ সংকটাদাত্মানং মোচয়িষ্যামি ।

(প্রবিশ্য)

জয়সেনা—(সাবেগম্) দেব কুমারী বসুলচ্ছী কন্দুঅং অণুধাবন্তী পিঙ্গলবাণরেণ বলিঅং তাসিদা অঙ্কণিসণ্ণা দেবীএ পবাদকিসলঅং বিঅ বেবমাণা ণ কিংপি পকিদিং পডিবজ্জই । [দেব কুমারী বসুলক্ষ্মীঃ কন্দুকমনুধাবন্তী পিঙ্গলবানরেণ বলবৎত্রাসিতাঙ্কনিষণ্ণা দেব্যাঃ প্রবাতকিসলয়মিব বেপমানা ন কিমপি প্রকৃতিং প্রতিপদ্যতে ।]

রাজা—কষ্টম্ । কাতরো বালভাবঃ ।

ইরাবতী—(সাবেগম্) তুবরদু অজ্জউত্তো ণং সমস্সাসইদুং । মা সে সংতাসজণিদো বিআরো বড্ঢদু । [ত্বরতামার্যপুত্র এনাং সমাশ্বাসয়িতুম্ । মাস্যাঃ সন্ত্রাসজনিতো বিকারো বর্ধতাম্ ।]

রাজা—অয়মেনাং সংজ্ঞাপয়ামি । (ইতি সত্বরং পরিক্রামতি ।)

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) সাহু রে পিংগলবাণর । সাহু পরিত্তাদো তুএ সংকটাদো সপক্খো । [সাধু রে পিঙ্গলবানর । সাধু পরিত্রাতস্ত্বয়া সংকটাৎ স্বপক্ষঃ ।]

(নিষ্ক্রান্তঃ সবয়স্যো রাজা ইরাবতী নিপুণিকা প্রতিহারী চ)

মালবিকা—হলা দেবিং চিন্তিঅ বেবদি মে হিঅঅং । ণ জানে অদো বরং কিং বা অণুহবিদব্বং হবিস্সদিত্তি । [সখি দেবীং চিন্তয়িত্বা বেপতে মে হৃদয়ম্ । ন জানেঽতঃ পরং কিং বানুভবিতব্যং ভবিষ্যতীতি ।]

(নেপথ্যে)

আশ্চর্যমাশ্চর্যম্ । অপূর্ণ এব পঞ্চরাত্রে দোহদস্য মুকুলৈঃ সন্নদ্ধস্তপনীয়াশোকঃ । যাবদ্দেব্যৈ নিবেদয়ামি ।

(শ্রুত্বা প্রহৃষ্টে)

বকুলাবলিকা—আসসিদু সহী । সচ্চপইণ্ণা দেবী । [আশ্বসিতু সখী । সত্যপ্রতিজ্ঞা দেবী ।]

মালবিকা—তেণ হি পমদবণপালিআএ পুঠ্ঠদো হোম । [তেন হি প্রমদবনপালিকায়াঃ পৃষ্ঠতো ভবাবঃ ।]

বকুলাবলিকা—তহ । [তথা ।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

॥ ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্যানপালিকা।)

উদ্যানপালিকা—উবক্‌খিত্তো মএ কিদসক্কারবিহিণো তবণীআসোঅস্স বেদিআবন্ধো। জাব অণুট্‌ঠিদণিওঅং অত্তাণং দেবীএ ণিবেদেমি। অহো দেব্বস্স অণুকম্পণীআ মালবিআ। তস্সিং তহ চণ্ডিআ দেবী ইমিণা অসোঅকুসুমবুত্তন্তেণ পসাদসুমুহী হবিস্সদি। কহিং ণু খু হবে দেবী। অম্মো এসো দেবীএ পরিঅণব্ভন্তরো কিংবি জদুমুদ্দালঞ্ছিদং মঞ্জুসং গেণ্হিঅ চদুস্সালাদো কুজ্জো সারসও ণিক্কমদি। পুচ্ছিস্সং দাব ণং।

[উপাক্ষিপ্তো ময়া কৃতসংকারবিধেস্তপনীয়াশোকস্য বেদিকাবন্ধঃ। যাবদনুষ্ঠিত-নিয়োগমাত্মানং দেব্যৈ নিবেদয়ামি। (পরিক্রম্য।) অহো দৈবস্যানুকম্পনীয়া মালবিকা। তস্যাং তথা চণ্ডী দেব্যনেনাশোককুসুমবৃত্তান্তেন প্রসাদসুমুখী ভবিষ্যতি। কুত্র নু খলু ভবেদ্দেবী। (বিলোক্য।) অহো এষ দেব্যাঃ পরিজনাভ্যন্তরঃ কিমপি জতুমুদ্রালাঞ্ছিতাং মঞ্জুষাং গৃহীত্বা চতুঃশালাতঃ কুব্জঃ সারসকো নিষ্ক্রামতি। প্রক্ষ্যামি তাবদেনম্।]

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টঃ কুব্জঃ।)

উদ্যানপালিকা—(উপসৃত্য) সারসঅ কহিং পত্থিদোসি। [সারসক কুত্র প্রস্থিতোঽসি।]

সারসকঃ—মহুঅরিএ বিজ্জাপারগামিণং বম্হণাণং ণিচ্চদক্‌খিণা দাদব্বা। তাং অজ্জ-পুরোহিদস্স হত্থং পাবিদুং। [মধুকরিকে বিদ্যাপারগামিনাং ব্রাহ্মণানাং নিত্য-দক্ষিণা দাতব্যা। তামার্যপুরোহিতস্য হস্তং প্রাপয়িতুম্।]

মধুকরিকা—কিংণিমিত্তং। [কিংনিমিত্তম্।]

সারসকঃ—জদপ্পহুদি সুদং সেনাবইণা জন্নতুরংগরক্‌খণে ণিউত্তো ভট্টিদারও বসুমিত্তোত্তি তদপ্পহুদি তস্স আউস্সণিমিত্তং অট্ঠাদসসুবণ্ণপরিমাণং দক্‌খিণং দেবী দক্‌খিণী-এহিং পরিগ্গাহেদি। [যদাপ্রভৃতি শ্রুতং সেনাপতিনা যজ্ঞতুরঙ্গরক্ষণে নিযুক্তো ভর্তৃদারকো বসুমিত্র ইতি তদাপ্রভৃতি তস্যায়ুর্নিমিত্তমষ্টাদশসুবর্ণপরিমাণাং দক্ষিণাং দেবী দক্ষিণীয়ৈঃ পরিগ্রাহয়তি।

মধুকরিকা—জুজ্জই। অহ কহিং দেবী। কিংবা অণুচিট্‌ঠদি। [যুজ্যতে। অথ কুত্র দেবী। কিং বানুতিষ্ঠতি।]

সারসকঃ—মঙ্গলঘরে আসণত্থা ভবিঅ বিদব্ভবিসআদো ভাদুণা বীরসেণেণ পেসিদং লেহকরেহিং বাইঅমাণং লেহং সুণাদি। [মঙ্গলগৃহ আসনস্থা ভূত্বা বিদর্ভ-বিষয়াদ্ভ্রাত্রা বীরসেনেন প্রেষিতং লেখকৈর্বাচ্যমানং লেখং শৃণোতি।]

মধুকরিকা—কো উণ বিদব্ভরাঅবুত্তন্তো। [কঃ পুনর্বিদর্ভরাজবৃত্তান্তঃ]।

সারসকঃ—বসীকিদো কিল বীরসেণপ্পমুহেহিং ভত্তুণো বিজঅদণ্ডেহিং বিদব্ভণাহো। মোইদো অ সে দাআদো মাহবসেণো। দূদো অ তেণ মহাসারাণি রঅণবাহণানি সিপ্পআরিআভূইট্‌ঠং পরিঅণং অ উবাঅণীকরিঅ ভট্টিণো সআসং পেসিদো সুবো কিল ভট্টারং দেক্‌খিস্সদিত্তি। [বশীকৃতঃ কিল বীরসেনপ্রমুখৈর্ভর্তুর্বি-

জয়দণ্ডৈর্বিদর্ভনাথঃ। মোচিতশ্চাস্য দায়াদো মাধবসেনঃ। দূতশ্চ তেন মহাসারাণি রত্নবাহনানি শিল্পকারিকাভূয়িষ্ঠং পরিজনং চোপায়নীকৃত্য ভর্তুঃ সকাশং প্রেষিতঃ শ্বঃ কিল ভর্তারং পশ্যতীতি]।

মধুকরিকা—গচ্ছ। অণুচিঠ্ঠ অত্তণো ণিওঅং। অহং বি দেবীং পেক্খিস্সং। [গচ্ছ। অনুতিষ্ঠাত্মনো নিয়োগম্। অহমপি দেবীং প্রেক্ষিষ্যে]।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি প্রতিহারী)

প্রতিহারী—আণত্তম্হি অসোঅসক্কারবাবুদাএ দেবীএ। বিণ্ণাবেহি অজ্জউত্তং। ইচ্ছামি অজ্জউত্তেণ সহ অসোঅরুক্খস্স পসূনলচ্ছিং পচ্চক্খীকাদুংতি। তা জাব ধম্মাসণগদং দেবং পডিবালেমি। [আজ্ঞপ্তাস্ম্যশোকসৎকারব্যাপৃতয়া দেব্যা। বিজ্ঞাপয় আর্যপুত্রম্। ইচ্ছাম্যার্যপুত্রেণ সহাশোকবৃক্ষস্য প্রসূনলক্ষ্মীং প্রত্যক্ষীকর্তুমিতি। তদ্‌যাবদ্ধর্মাসনগতং দেবং প্রতিপালয়ামি।]

(ইতি পরিক্রামতি)

(নেপথ্যে বৈতালিকৌ)

দিষ্ট্যা দণ্ডেনারিশিরঃসু বর্ততে দেবঃ।

প্রথমঃ— পরভৃতকলব্যাহারেষু ত্বমাত্তরতির্মধুং
নয়সি বিদিশাতীরোদ্যানেষ্বনঙ্গ ইবাঙ্গবান্।
বিজয়করিণামালানত্বং গতৈঃ প্রবলস্য তে
বরদ বরদারোধোবৃক্ষৈঃ সহাবনতো রিপুঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ— বিরচিতপদং বীরপ্রীত্যা সুরোপমসূরিভি-
শ্চরিতমুভয়োর্মধ্যেকৃত্য স্থিতং ক্রথকৈশিকান্।
তব হৃতবতো দণ্ডানীকৈর্বিদর্ভপতেঃ শ্রিয়ং
পরিঘগুরুভির্দোর্ভিঃ শৌরেঃ প্রসহ্য চ রুক্মিণীম্ ॥ ২ ॥

প্রতিহারী—এসো জঅসদ্দসূইদপ্পত্থাণো ভট্ঠা ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। অহং বি দাব ইমস্স পমুহাদো কিংবি ওসরিঅ এদং মুহালিন্দতোরণং সমস্সিদা হোমি। [এষ জয়শব্দসূচিতপ্রস্থানো ভর্তেত এবাগচ্ছতি। অহমপি তাবদস্য প্রমুখাৎ কিংচিদপসৃত্যৈতন্মুখালিন্দতোরণং সমাশ্রিতা ভবামি]। (ইত্যেকান্তে স্থিতা)

(ততঃ প্রবিশতি সবয়স্যো রাজা)

রাজা— কান্তাং বিচিন্ত্য সুলভেতরসংপ্রয়োগাং শ্রুত্বা বিদর্ভপতিমানমিতং বলৈশ্চ।
ধারাভিরাতপ ইবাভিহতং সরোজং দুঃখায়তে চ হৃদয়ং সুখমশ্নুতে চ ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ—জহ অহং পেক্খামি তহ একন্তসুহিদো ভবং হবিস্সদি। [যথাহং পশ্যামি তথৈকান্তসুখিতো ভবান্ ভবিষ্যতি।]

রাজা—কথমিব।

বিদূষকঃ—অজ্জ কিল দেবীএ পণ্ডিতকোসিকী ভণিদা। ভঅবদি জং তুমং পসাহণগব্বং বহসি তং দংসেহি মালবিআএ সরীরে বৈদব্ভঅং বিবাহণেবচ্ছংত্তি। তাএ অ সাবিসেসালংকিদা মালবিআ। তত্তহোদী কদাবি পূরেই ভবদো বি মণোরহং।

(অদ্য কিল দেব্যা পণ্ডিতকৌশিকী ভণিতা। ভগবতি যত্ত্বং প্রসাধনগর্বং বহসি তদ্দর্শয় মালবিকায়াঃ শরীরে বৈদর্ভং বিবাহনেপথ্যমিতি। তয়া চ সবিশেষালংকৃতা মালবিকা। তত্রভবতী কদাচিৎ পুরয়েদ্ভবতোঽপি মনোরথম্।)

রাজা—সখে মদপেক্ষ্যানুবৃত্ত্যা নিবৃত্তেষ্যায়া ধারিণ্যাঃ পূর্বচরিতৈঃ সম্ভাব্যতে এতত্।

প্রতিহারী—(উপগম্য) জেদু ভট্ঠা। দেবী বিণ্ণাবেদি, তবণীআসোঅস্স কুসুমসোহগ্গদংসণেণ মহ আরম্ভো সফলো করীঅদুত্তি। (জয়তু ভর্তা। দেবী বিজ্ঞাপয়তি। তপনীয়াশোকস্য কুসুমসৌভাগ্যদর্শনেন মমারম্ভঃ সফলঃ ক্রিয়তামিতি)।

রাজা—ননু তত্রৈব দেবী।

প্রতিহারী—অহ ইং। জহারহসংমাণসুহিঅং অন্তেউরং বিসজ্জিঅ মালবিআপুরোএণ অত্তণো পরিঅণেণ সহ দেবং পডিবালেদি। (অথ কিম্। যথার্হসম্মানসুখিতমন্তঃপুরং বিসৃজ্য মালবিকাপুরোগেণাত্মনঃ পরিজনেন সহ দেবং প্রতিপালয়তি)।

রাজা—(সহর্ষং বিদূষকং বিলোক্য) জয়সেনে গচ্ছাগ্রতঃ।

প্রতিহারী—ইদো ইদো দেবো। (ইত ইতো দেবঃ)। (সর্বে পরিক্রামন্তি)

বিদূষকঃ—(বিলোক্য) ভো বঅস্স কিংচি পরিবুত্তজোব্বণো বিঅ বসন্তো পমদবণে লক্খীঅদি। ভো বয়স্য কিংচিৎপরিবৃত্তযৌবন ইব বসন্তঃ প্রমদবনে লক্ষ্যতে)।

রাজা—যথাহ ভবান্।

> অগ্রে বিকীর্ণকুরবকফলজালকভিদ্যমানসহকারম্।
> পরিণামাভিমুখমৃতোরুৎসুকয়তি যৌবনং চেতঃ ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ—(পরিক্রম্য) ভো অঅং সো দিণ্ণণেবচ্ছো বিঅ কুসুমত্থবগ্গাহিং তবণীআসোও। ওলোঅদু ভবং। (ভো অয়ং স দত্তনেপথ্য ইব কুসুমস্তবকৈস্তপনীয়াশোকঃ। অবলোকয়তু ভবান্)।

রাজা—স্থানে খল্বয়ং প্রসবমন্থরোঽভূত্। যদিদানীমনন্যসাধারণীং শোভামুদ্বহতি। পশ্য !

> সর্বাশোকতরূণাং প্রথমং সূচিতবসন্তবিভবানাম্।
> নিবৃত্তদোহদেঽস্মিন্ সংক্রান্তানীব কুসুমানি ॥ ৫ ॥

বিদূষকঃ—ভো বিসদ্ধো হোহি। অম্হেসু সংণিহিদেসু বি ধারিণী পাসপরিবট্টিণীং মালবিঅং অণুমণ্ণেদি। (ভোঃ বিস্রব্ধো ভব। অস্মাসু সন্নিহিতেষ্বপি ধারিণী পার্শ্বপরিবর্তিনীং মালবিকামনুমন্যতে)।

রাজা—(সহর্ষম্) সখে পশ্য।

> মামিয়মভ্যুত্তিষ্ঠতি দেবী বিনয়াদুপস্থিতা প্রিয়য়া।
> বিস্মৃতহস্তকমলয়া নরেন্দ্রলক্ষ্ম্যা বসুমতীব ॥ ৬ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ধারিণী পরিব্রাজিকা মালবিকা বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

মালবিকা—(আত্মগতম্) জাণামি ণিমিত্তং কোদুআলংকারস্স। তহ বি বিসিণীপত্তগদং বিঅ সলিলং বেবদি মে হিঅঅং। অবি অ দক্খিণেদরং বি মে ণঅণং বহুসো ফুরদি। (জানামি নিমিত্তং কৌতুকালংকারস্য। তথাপি বিসিনীপত্রগতমিব

সলিলং বেপতে মে হৃদয়ম্। অপি চ দক্ষিণেতরদপি মে নয়নং বহুশঃ স্ফুরতি) t
বিদূষকঃ—ভো বঅস্স বিবাহণেবচ্ছেণ সবিসেসং খু সোহদি অত্তহোদি মালবিআ।
(ভো বয়স্য বিবাহনেপথ্যেন সবিশেষং খলু শোভতে অত্রভবতী মালবিকা)।
রাজা—পশ্যাম্যেনাম্। যৈষা—

অনতিলম্বিদুকূলনিবাসিনী বহুভিরাভরণৈঃ প্রতিভাতি মে।
উড়ুগণৈরুদয়োন্মুখচন্দ্রিকা গতহিমৈরিব চৈত্রবিভাবরী ॥ ৯ ॥

দেবী—(উপেত্য) জেদু অজ্জউত্তো। [জয়ত্বার্যপুত্রঃ।]
বিদূষকঃ—বড্ঢদু ভোদী। [বর্ধতাং ভবতী]।
পরিব্রাজিকা—বিজয়তাং দেবঃ।
রাজা—ভগবতি অভিবাদয়ে।
পরিব্রাজিকা—অভিপ্রেতসিদ্ধিরস্তু।
দেবী—(সস্মিতং) অজ্জউত্ত এস তে অম্হেহিং তরুণীজনসহাঅস্স অসোও সংকেদঘরো কপ্পিদো ! (আর্যপুত্র এষ তেঽস্মাভিস্তরুণীজনসহায়স্যাশোকঃ সংকেতগৃহঃ কল্পিতঃ।)
বিদূষক—ভো আরাহিওসি। (ভোঃ আরাধিতোঽসি।)
রাজা—(সব্রীড়মশোকমভিতঃ পরিক্রামতি।)

নায়ং দেব্যা ভাজনত্বং ন নেয়ঃ সৎকারাণামীদৃশানামশোকঃ।
যঃ সাবজ্ঞো মাধবশ্রীনিয়োগে পুষ্পৈঃ শংসত্যাদরং ত্বৎপ্রযত্নে ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ—ভো বীসদ্ধো ভবিঅ তুমং জোব্বণবদিং ইমং পেক্খ। (ভো বিস্রব্ধো ভূত্বা ত্বং যৌবনবতীমিমাং পশ্য)।
দেবী—কং। (কাম্।)
বিদূষকঃ—ভোদি তবণীআসোঅস্স কুসুমসোহম্। (ভবতি তপনীয়াশোকস্য কুসুমশোভাম্)।

(সর্বে উপবিশন্তি)

রাজা—(মালবিকাং বিলোক্য। আত্মগতম্) কষ্টঃ খলু সন্নিধিবিয়োগঃ।

অহং রথাঙ্গনামেব প্রিয়া সহচরীব মে।
অননুজ্ঞাতসম্পর্কা ধারিণী রজনীব নৌ ॥ ৯ ॥

(প্রবিশ্য)

কঞ্চুকী—বিজয়তাং দেবঃ। দেব অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি। তস্মিন্ বিদর্ভবিষয়োপায়নে দ্বে শিল্পকারিকে মার্গপরিশ্রমাদলঘুশরীরে ইতি পূর্বং ন প্রবেশিতে। সম্প্রতি দেবোপস্থানযোগ্যে সংবৃত্তে। তদাজ্ঞাং দেবো দাতুমর্হতীতি।
রাজা—প্রবেশয় তে।
কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রম্য তাভ্যাং সহ পুনঃ প্রবিশ্য।) ইত ইতো ভবত্যৌ।
প্রথমা—(জনান্তিকম্) হলা মদণিএ অপুব্বংবি ইমং রাঅউলং পবিসন্তীএ পসীদদি মে হিঅঅং (সখি মদনিকে অপূর্বমপীদং রাজকুলং প্রবিশন্ত্যাঃ প্রসীদতি মে হৃদয়ম্।)
দ্বিতীয়া—জোসিনীএ মহবি এব্বং এব। অত্থি খু লোঅপ্পবাদো আআমি সুহং

দুক্‌খং বা হিঅঅসমবত্থা কহেদিত্তি। (জ্যোতিষ্মিকে মমাপ্যেবমেব। অস্তি খলু লোকপ্রবাদঃ আগামি সুখং দুঃখং বা হৃদয়সমবস্থা কথয়তীতি।)

প্রথমা—সো সচ্চো দাণিং হোদু। [স সত্য ইদানীং ভবতু।]

কণ্চুকী—এষ দেব্যা সহ দেবস্তিষ্ঠতি। উপসর্পতাং ভবত্যৌ।

(উভে উপসর্পতঃ)

[মালবিকা পরিব্রাজিকা চ চেট্যৌ দৃষ্ট্বা পরস্পরমবলোকয়তঃ।]

উভে—(প্রণিপত্য) জেদু ভট্‌ঠা। জেদু ভট্‌ঠিণী। [জয়তু ভর্তা। জয়তু ভট্টিনী]।

(রাজাজ্ঞয়া উভে উপবিষ্টে)

রাজা—কস্যাং কলায়ামভিবিনীতে ভবত্যৌ।

উভে—ভট্‌ঠা সংগীদে অব্‌ভন্তরেহ। [ভর্তঃ সংগীতেঽভ্যন্তরে স্বঃ।]

রাজা—দেবি গৃহ্যতামনয়োরন্যতরা।

দেবী—মালবিএ ইদো পেক্‌খ। কদরা তে সংগীদসহআরিণী রুচ্চদি। [মালবিকে ইতঃ পশ্য। কতরা তে সংগীতসহকারিণী রোচতে।]

উভে—(মালবিকাং দৃষ্ট্বা) অম্মো ভট্টিদারিআ। (প্রণম্য) জেদু জেদু ভট্টিদারিআ। [অহো ভর্তৃদারিকা। জয়তু জয়তু ভর্তৃদারিকা।] (ইতি তয়া সহ বাষ্পং বিসৃজতঃ। সর্বে সাবিস্ময়মবলোকয়ন্তি।)

রাজা—কে ভবত্যৌ। কা বেয়ম্‌।

উভে—দেব ইঅং অম্হাণং ভট্‌ঠিদারিআ। [দেব ইয়মস্মাকং ভর্তৃদারিকা।]

রাজা—কথমিব।

উভে—সুণাদু ভট্‌ঠা। জো সো ভট্টিণা বিজঅদণ্ডেহিং বিদব্ভণাহং বসীকরিঅ বন্ধণাদো মোইও কুমারো মাহবসেণো ণাম তস্স ইঅং কণীঅসী ভইণী মালবিআ ণাম। [শৃণোতু ভর্তা। যঃ স ভর্ত্রা বিজয়দণ্ডৈর্বিদর্ভনাথং বশীকৃত্য বন্ধনান্মোচিতঃ কুমারো মাধবসেনো নাম তস্যেয়ং কনীয়সী ভগিনী মালবিকা নাম।]

দেবী—কহং রাঅদারিআ ইঅং। চন্দণং খু মএ পাদুআপরিভোএণ দূসিদং। [কথং রাজদারিকেয়ম্‌। চন্দনং খলু ময়া পাদুকাপরিভোগেণ দূষিতম্‌।]

রাজা—অথাত্রভবতী কথমিত্থংভূতা।

মালবিকা—(নিঃশ্বস্য। আত্মগতম্‌) বিহিণিওএণ। (বিধিনিয়োগেন।)

দ্বিতীয়া—সুণাদু ভট্টা। দাআদবসংগদে অম্হাণং ভট্টিদারএ মাহবসেণে তস্স অমচ্চেণ অজ্জসুমদিণা অম্হারিসং পরিঅণং উজ্ঝিঅ গূঢ়ং অবণীদা এসা। [শৃণোতু ভর্তা। দায়াদবশংগতেঽস্মাকং ভর্তৃদারকে মাধবসেনে তস্যামাত্যেন আর্যসুমতিনা অস্মাদৃশং পরিজনমুজ্ঝিত্বা গূঢ়মপনীতৈষা।]

রাজা—শ্রুতপূর্বং ময়ৈতং। ততস্ততঃ।

দ্বিতীয়া—এতিঅং এব অদো বরং ণ আণীমো। [এতাবদেব। অতঃ পরং ন জানীমঃ।]

পরিব্রাজিকা—অতঃ পরমহং মন্দভাগ্যা কথয়িষ্যামি।

উভে—ভট্‌ঠিদারিএ অজ্জকোসিইএ বিঅ সরসংজোও। [ভর্তৃদারিকে আর্যকৌশিক্যা ইব স্বরসংযোগঃ।]

মালবিকা—ণং সা এব্ব। [ননু সৈব।]

উভে—জদিবেসধারিণো অজ্জকোসিঈ দুখ্‌খেণ বিভাবীঅদি। ভঅবদি বন্দামো। [যতিবেষধারিণ্যার্যকৌশিকী দুঃখেন বিভাব্যতে। ভগবতি বন্দাবহে।]

পরিব্রাজিকা—স্বস্তি ভবতীভ্যাম্।

রাজা—কথমাপ্তবর্গোঽয়ং ভগবত্যাঃ।

পরিব্রাজিকা—এবমেতত্।

বিদূষকঃ—তেণ হি কহেদু ভঅবদো অত্তহোদীএ উত্তন্তাবসেসং। [তেন হি কথয়তু ভগবত্যত্রভবত্যা বৃত্তান্তাবশেষম্।]

পরিব্রাজিকা—(সবৈক্লব্যম্।) শ্রূয়তাং তাবত্। মাধবসেনসচিবং সুমতিং মমাগ্রজমবগচ্ছ।

রাজা—উপলব্ধম্। ততস্ততঃ।

পরিব্রাজিকা—স ইমাং তথাগতভ্রাতৃকাং ময়া সার্ধমপবাহ্য ভবৎসম্বন্ধাপেক্ষয়া পথিকসার্থং বিদিশাগামিনমনুপ্রবিষ্টঃ।

রাজা—ততস্ততঃ।

পরিব্রাজিকা—স চাটব্যন্তে নিবিষ্টো গতাধ্বা বণিগ্‌জনো বিশ্রমিতুম্।

রাজা—ততস্ততঃ।

পরিব্রাজিকা—ততঃ।

তূণীরপট্টপরিণদ্ধভুজান্তরালমাকর্ণলম্বিশিখিপিচ্ছকলাপধারি।
কোদণ্ডপাণি নিনদৎপ্রতিরোধকানামাপাতদুষ্প্রসহমাবিরভূদনীকম্॥ ১০॥

(মালবিকা ভয়ং রূপয়তি।)

বিদূষকঃ—ভোদি মা ভাআহি। অদিক্কন্তং খু ভঅবদী কহেদি। [ভবতি মা বিভেহি। অতিক্রান্তং খলু ভগবতী কথয়তি।]

রাজা—ততস্ততঃ।

পরিব্রাজিকা—ততো মুহূর্তং বদ্ধযুদ্ধাস্তে পরাঙ্মুখীকৃতাঃ সার্থবাহযোদ্ধারস্তস্করৈঃ।

রাজা—ভগবতি অতঃ পরমিদানীং কষ্টং শ্রোতব্যম্।

পরিব্রাজিকা—ততঃ স মৎসোদর্যঃ

ইমাং পরীপ্সুর্দুর্জাতে পরাভিভবকাতরাম্।
ভর্তৃপ্রিয়ঃ প্রিয়ৈর্ভর্তুরানৃণ্যমসুভির্গতঃ॥ ১১॥

প্রথমা—হা হদো সুমতী। [হা হতঃ সুমতিঃ।]

দ্বিতীয়া—অদো খু ভট্‌ঠিদারিআএ ইঅং সমবত্থবা সংবুত্তা। [অতঃ খলু ভর্তৃদারিকায়া ইয়ং সমবস্থা সংবৃত্তা।]

[পরিব্রাজিকা বাষ্পং বিসৃজতি।]

রাজা—ভগবতী তনুভৃতামীদৃশী লোকযাত্রা। ন শোচ্যস্তত্রভবান্ সফলীকৃতভর্তৃপিণ্ডঃ। ততস্ততঃ।

পরিব্রাজিকা—ততোঽহং মোহমুপগতা যাবৎ সংজ্ঞামুপলভে তাবদিয়ং দুর্লভদর্শনা সংবৃত্তা।

রাজা—মহৎ খলু কৃচ্ছ্রমনুভূতং ভগবত্যা।

পরিব্রাজিকা—ততো ভ্রাতুঃ শরীরমগ্নিসাংকৃত্বা পুনর্নবীভূতবৈধব্যদুঃখয়া ময়া ত্বদীয়ং দেশমবতীর্যেমে কাষায়ে গৃহীতে।

রাজা—যুক্তঃ সজ্জনস্যৈষ পন্থাঃ। ততস্ততঃ।

পরিব্রাজিকা—তত ইয়মপ্যাটবিকেভ্যো বীরসেনং বীরসেনাচ্চ দেবীং গতা দেবীগৃহে লব্ধপ্রবেশয়া ময়া পুনর্দৃষ্টা। ইত্যেতদবসানং কথায়াঃ।

মালবিকা—(আত্মগতম্।) কিং ণু খু সংপদং ভট্টা ভণাদি। [কিং নু খলু সাম্প্রতং ভর্তা ভণতি।]

রাজা—অহো পরিভবোপহারিণো বিনিপাতাঃ। কুতঃ।

প্রেষ্যভাবেন নামেয়ং দেবীশব্দক্ষমা সতী।
স্নানীয়বস্ত্রক্রিয়য়া পত্রোর্ণং বোপযুজ্যতে॥ ১২॥

দেবী—ভঅবদি তুএ অভিজনবদিং মালবিঅং অণাচক্খন্তীএ অসংপদং কিদম্। [ভগবতি ত্বয়াভিজনবতীং মালবিকামনাচক্ষাণয়াঽসাম্প্রতং কৃতম্।]

পরিব্রাজিকা—শান্তং পাপং শান্তং পাপম্। কারণেন খলু ময়া নৈভৃত্যমবলম্বিতম্।

দেবী—কিং বিঅ তং কারণম্। [কিমিব তৎ কারণম্।]

রাজা—যদি বক্তব্যং কথ্যতাম্।

পরিব্রাজিকা—শ্রূয়তাম্। ইয়ং পিতরি জীবতি কেনাপি লোকযাত্রাগতেন সিদ্ধাদেশেন সাধুনা মৎসমক্ষমাদিষ্টা সংবৎসরমাত্রমিয়ং প্রেষ্যভাবমনুভূয় ততঃ সদৃশভর্তৃগামিনী ভবিষ্যতীতি। তদবশ্যম্ভাবিনস্তাদেশমস্যাস্ত্বৎপাদশুশ্রূষয়া পরিণমন্তমবেক্ষ্য কালপ্রতীক্ষয়া ময়া সাধুকৃতমিতি পশ্যামি।

রাজা—যুক্তা প্রতীক্ষা।

কঞ্চুকী—দেব কথান্তরেণান্তরিতম্। অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি। বিদর্ভগতমনুষ্ঠেয়মবধারিতমস্মাভিঃ। দেবস্য তাবদভিপ্রেতং শ্রোতুমিচ্ছামীতি।

রাজা—মৌদ্গল্য তত্রভবতোর্ভ্রাত্রোর্যজ্ঞসেনমাধবসেনয়োর্দ্বৈরাজ্যমিদানীমবস্থাপয়িতুকামোঽস্মি।

তৌ পৃথগ্বরদাকূলে শিষ্টামুত্তরদক্ষিণে।
নক্তংদিবং বিভজ্যোভৌ শীতোষ্ণকিরণাবিব॥ ১৩॥

কঞ্চুকী—দেব এবমমাত্যপরিষদে নিবেদয়ামি।

রাজা—(অঙ্গুল্যা অনুমন্যতে)। (নিষ্ক্রান্তঃ কঞ্চুকী)

প্রথমা—(জনান্তিকম্) ভট্টদারিএ দিট্‌ঠিআ ভট্‌ঠিদারও অদ্ধরজ্জে পডিট্‌ঠং গমিস্সদি। (ভর্তৃদারিকে দিষ্ট্যা ভর্তৃদারকোঽর্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠাং গমিষ্যতি)।

মালবিকা—এদং দাব বহু মন্তব্বং জং জীবিদসংসআদো মুত্তো। (এতত্তাবদ্বহু মন্তব্যং যজ্জীবিতসংশয়ান্মুক্তঃ)।

(প্রবিশ্য)

কঞ্চুকী—বিজয়তাং দেবঃ। দেব অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি। কল্যাণী দেবস্য বুদ্ধিঃ। মন্ত্রিপরিষদোঽপ্যেবমেব দর্শনম্। কুতঃ।

দ্বিধা বিভক্তাং শ্রিয়মুদ্বহন্তৌ ধুরং রথাশ্বাবিব সংগ্রহীতুঃ।
তৌ স্থাস্যতস্তে নৃপতী নিদেশে পরস্পরাবগ্রহনির্বিকারৌ॥ ১৪॥

রাজা—তেন হি মন্ত্রিপরিষদং ব্রূহি। সেনাপতয়ে বীরসেনায় লিখ্যতামেবং ক্রিয়তামিতি।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রম্য সপ্রাভৃতকং লেখং গৃহীত্বা পুনঃ প্রবিষ্টঃ)। অনুষ্ঠিতা প্রভোরাজ্ঞা। অয়ং পুনরিদানীং দেবস্য সেনাপতেঃ পুষ্পমিত্রস্য সকাশাৎ সপ্রাভৃতকো লেখঃ প্রাপ্তঃ। প্রত্যক্ষীকরোত্বেনং দেবঃ।

(রাজা সহসোত্থায় সোপচারং গৃহীত্বা প্রাভৃতকং পরিজনায়ার্পয়তি)

(লেখং চ নাট্যেনোদ্বেষ্টয়তি)

দেবী—(আত্মগতম্) অম্হহে তদোমুহং এব্ব ণো হিঅঅং। সুণিস্সং দাব গুরুঅণস্স কুসলাণন্তরং বসুমিত্তস্স বুত্তন্তং। অহিআরে খু মে পুত্তক্কো সেণাবদিণা ণিউত্তো। [অহো ততোমুখমেব নো হৃদয়ম্। শ্রোষ্যামি তাবদ্‌গুরুজনস্য কুশলানন্তরং বসুমিত্রস্য বৃত্তান্তম্। অধিকারে খলু মে পুত্রকঃ সেনাপতিনা নিযুক্তঃ]।

রাজা—(উপবিশ্য বাচয়তি) স্বস্তি। যজ্ঞশরণাৎ সেনাপতিঃ পুষ্পমিত্রো বৈদিশস্থং পুত্রমায়ুষ্মন্তমগ্নিমিত্রং স্নেহাৎ পরিষ্বজ্যানুদর্শয়তি। বিদিতমস্তু। যোঽসৌ রাজযজ্ঞদীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশতপরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য সংবৎসরোপাবর্তনীয়ো নিরর্গলস্তুরগো বিসৃষ্টঃ স সিন্ধোর্দক্ষিণরোধসি চরন্নশ্বানীকেন যবনানাং প্রার্থিতঃ। তত উভয়োঃ সেনয়োর্মহানাসীৎ সংমর্দঃ।

(দেবী বিষাদং নাটয়তি)

রাজা—কথমীদৃশং সংবৃত্তম্। (শেষং পুনর্বাচয়তি)

ততঃ পরান্ পরাজিত্য বসুমিত্রেণ ধন্বিনা।
প্রসহ্য হ্রিয়মাণো মে বাজিরাজো নিবর্তিতঃ ॥ ১৫ ॥

দেবী—অনেনাশ্বস্তং মে হৃদয়ম্।

রাজা—(লেখশেষং বাচয়তি) সোঽহমিদানীমংশুমতেব সগরঃ পৌত্রেণ প্রত্যাহৃতাশ্বো যক্ষ্যে। তদিদানীমকালহীনং বিগতরোষচেতসা ভবতা বধূজনেন সহ যজ্ঞসেবনায়াগন্তব্যমিতি।

রাজা—অনুগৃহীতোঽস্মি।

পরিব্রাজিকা—দিষ্ট্যা পুত্রবিজয়েন দম্পতী বর্ধেতে। (দেবীং বিলোক্য)

ভর্ত্রাসি বীরপত্নীনাং শ্লাঘ্যানাং স্থাপিতা ধুরি।
বীরসূরিতি শব্দোঽয়ং তনয়াত্ত্বামুপস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥

বিদূষকঃ—ভোদি পরিতুট্টোম্হি জং পিদরং অণুগদো বচ্ছো। (ভবতি পরিতুষ্টোঽস্মি যৎ পিতরমনুগতো বৎসঃ)।

পরিব্রাজিকা—কলভেন খলু যূথপতিরনুকৃতঃ।

কঞ্চুকী—দেব অয়ং কুমারঃ।

নৈতাবতা বীরবিজৃম্ভিতেন চিত্তস্য নো বিস্ময়মাদধাতি।
যস্যাপ্রধৃষ্যঃ প্রভবস্ত্বমুচ্চৈরগ্নেরপাং দগ্ধুরিবোরুজন্মা ॥ ১৭ ॥

রাজা—মৌদ্‌গল্য যজ্ঞসেনশ্যালমুরীকৃত্য মুচ্যন্তাং সর্বে বন্ধনস্থাঃ।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

দেবী—জঅসেণে গচ্ছ। ইরাবদিপমূহাণং অন্তেউরাণং পূত্তস্স বিঅঅবূত্তন্তং নিবেদেহি। (জয়সেনে গচ্ছ। ইরাবতীপ্রমূখেভ্যোঽন্তঃপূরেভ্যঃ পূত্রস্য বিজয়বৃত্তান্তং নিবেদয়)।

প্রতিহারী—তহ। [তথা]। (ইতি প্রস্থিতা।)

দেবী—এহি দাব। (এহি তাবত্।)

প্রতিহারী—(পরিবৃত্য) ইঅম্হি (ইয়মস্মি।)

দেবী—(জনান্তিকম্।) জং মএ অসোঅদোহলণিওএ মালবিআএ পইণ্ণাদং তং সে অহিজণং চ ণিবেদিঅ মহ বঅণেণ ইরাবদি অণূণেহি। তুএ অহং সচ্চদো ণ পরিব্ভংসইদব্বেত্তি। (যন্ময়াশোকদোহদনিয়োগে মালবিকায়ৈ প্রতিজ্ঞাতং তদস্যা অভিজনং চ নিবেদ্য মম বচনেনরাবতীমনূনয়। ত্বয়াহং সত্যান্ন পরিভ্রংশয়িতব্যেতি।)

প্রতিহারী—জং দেবী আণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রম্য পূনঃ প্রবিশ্য।) ভট্টিণি পূত্তবিজঅণিমিত্তেণ পারিতোসেণ অন্তেউরাণং আহরণাণং মঞ্জূসম্হি সংবূত্তা। (যদ্দেব্যাজ্ঞাপয়তি। ভট্টিনী পূত্রবিজয়নিমিত্তেন পারিতোষেণান্তঃপূরাণামাভরণানাং মঞ্জূষাস্মি সংবৃত্তা।)

দেবী—কিং এথ অচ্চরিঅং। সাহারণো খূ তাণং মহ অ অঅং অব্ভুদও। (কিমত্রাশ্চর্যম্। সাধারণঃ খলূ তাসাং মম চায়মভ্যুদয়ঃ।)

প্রতিহারী—(জনান্তিকম্।) ভট্টিণি ইরাবদী উণ বিণ্ণবেদি। সরিসং ক্খু দেবীএ পহবন্তীএ বঅণং পূঢমসংকপ্পিদং ণ জুজ্জদি অণ্ণহা কাদূং তি। (ভট্টিনি ইরাবতী পূনর্বিজ্ঞাপয়তি। সদৃশং খলূ দেব্যাঃ প্রভবন্ত্যা বচনং প্রথমসংকল্পিতং ন যূজ্যতেঽন্যথা কর্তুমিতি।)

দেবী—ভঅবদি তুএ অণূণ্ণাদা ইচ্ছামি অজ্জসুমদিণা পূঢমসংকপ্পিদং মালবিঅং অজ্জউত্তস্স পডিবাদেদূং। (ভগবতি ত্বয়ানুজ্ঞাতেচ্ছাম্যার্যসুমতিনা প্রথমসংকল্পিতাং মালবিকামার্যপূত্রায় প্রতিপাদয়িতুম্।)

পরিব্রাজিকা—ইদানীমপি ত্বমেবাস্যাঃ প্রভবসি।

দেবী—(মালবিকাং হস্তে গৃহীত্বা।) ইদং অজ্জউত্তো পিঅণিবেদণাণূরূবং পারিতোসিঅং পডিচ্ছদূ। (ইদমার্যপূত্রঃ প্রিয়নিবেদনানূরূপং পারিতোষিকং প্রতীচ্ছতু।) (রাজা সব্রীড়ং জোষমাস্তে)

দেবী—(সস্মিতম্) কিং অবধীরেদি মং অজ্জউত্তো। (কিমবধীরয়তি মামার্যপূত্রঃ।)

বিদূষকঃ—ভোদি এসো লোঅব্ববহারো সব্বো বি ণববরো লজ্জাদূরো হোদি। (ভবতি এষ লোকব্যবহারঃ সর্বোঽপি নববরো লজ্জাতুরো ভবতি।)

(রাজা বিদূষকমবেক্ষতে।)

বিদূষকঃ—অহ বা দেবীএ পণঅবিসেসং দিণ্ণদেবীসদ্দং মালবিঅং অত্তভবং পডিগ্গহীদূং ইচ্ছদি। (অথ বা দেব্যা প্রণয়বিশেষং দত্তদেবীশব্দাং মালবিকামত্রভবান্ প্রতিগৃহীতুমিচ্ছতি।)

দেবী—এদাএ রাঅদারিআএ অহিজণেণ এয দিণ্ণো দেবীসদ্দো। কিং পূণ রূত্তেণ। (এতস্যা রাজদারিকায়া অভিজনেনৈব দত্তো দেবীশব্দঃ কিং পূনরুক্তেন।)

পরিব্রাজিকা—মা মৈবম্।

অপ্যাকরসমুৎপন্না মণিজাতিরসংস্কৃতা।
জাতরূপেণ কল্যাণি ন হি সংযোগমর্হতি ॥ ১৮ ॥

দেবী—(সাদরম্।) মরিসেদু ভঅবদী। অব্ভুদঅকহাএ উইদং মএ ণ লক্খিদং। জঅসেণে গচ্ছ দাব। কোসেঅপত্তোণ্ণং উবর্ণেহি।
(মর্ষয়তু ভগবতী। অভ্যুদয়কথয়োচিতং ময়া ন লক্ষিতম্। জয়সেনে গচ্ছ তাবত্। কৌশেয়পত্রোর্ণমুপনয়।)

প্রতিহারী—জং দেবী আণবেদি। দেবী এদম্। [যদ্দেব্যাজ্ঞাপয়তি। (ইতি নিষ্ক্রম্য পত্রোর্ণং গৃহীত্বা পুনঃ প্রবিশ্য।) দেবি এতত্।]

দেবী—(মালবিকামবগুণ্ঠনবতীং কৃত্বা।) অজ্জউত্তো দাণিং ইমং পডিচ্ছদু।
(আর্যপুত্র ইদানীমিমাং প্রতীচ্ছতু।)

রাজা দেবী তবচ্ছাসনাদপ্রত্যুত্তরা বয়ম্।

পরিব্রাজিকা—হস্ত প্রতিগৃহীতা।

বিদূষকঃ—অহো দেবীএ অত্তহোদো অণুউলদা। (অহো দেব্যা অত্রভবতোঽনুকূলতা।)

(দেবী পরিজনমবলোকয়তি।)

পরিজনঃ—(মালবিকামুপেত্য) জেদু ভট্টিণী। (জয়তু ভর্ট্টিনী)

(দেবী পরিব্রাজিকামবেক্ষতে।)

পরিব্রাজিকা নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি।

প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্তৃবৎসলাঃ সাধ্ব্যঃ।
অন্যসরিতাং শতানি হি সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যব্ধিম্ ॥ ১৯ ॥

(প্রবিশ্য)

নিপুণিকা জেদু ভট্টা। ইরাবদী বিগ্নাবেদি। জং উবআরাদিক্কমেণ তদা ভট্টিণো অবরদ্ধং তং সঅং এব্ব ভত্তুণো অণুউলং ণাম মএ আঅরিদং। সংপদং পুণ্ণমণোরহেণ ভত্তুণ পসাদমেত্তেণ সংভাবইদব্বাত্তি। [জয়তু ভর্তা। ইরাবতী বিজ্ঞাপয়তি যদুপচারাতিক্রমেণ তদা ভর্তুরপরাদ্ধং তৎস্বয়মেব ভর্তুরনুকূলং নাম ময়াচরিতম্ সাম্প্রতং পূর্ণমনোরথেন ভর্ত্রা প্রসাদমাত্রেণ সম্ভাবয়িতব্যেতি।]

দেবী—ণিউণিএ অবস্সং তাএ সংদেসং অণুজাণিস্সদি অজ্জউত্তো। [নিপুণিকে অবশ্যং তস্যাঃ সন্দেশমনুজ্ঞাস্যত্যার্যপুত্রঃ।]

নিপুণিকা—অণুগহীদম্মি। [অনুগৃহীতাস্মি।]

পরিব্রাজিকা—দেবাহমমুনা ভবৎসম্বন্ধেন চরিতার্থং মাধবসেনং সভাজয়িতুমিচ্ছামি যদি মে তব প্রসাদঃ।

দেবী—ভঅবদি ণ জুত্তং অম্হে পরিচ্চইদুং। [ভগবতি ন যুক্তমস্মান্ পরিত্যক্তুম্।]

রাজা—ভগবতি মদীয়েষু লেখেষু তত্রভবতে ত্বামুদ্দিশ্য সভাজনাক্ষরাণি পাতয়িষ্যামি।

পরিব্রাজিকা - যুবয়োঃ স্নেহেন পরবানয়ং জনঃ।

দেবী—আণবেদু অজ্জউত্তো কিং ভুওবি পিঅং অণুচিঠ্ঠামি। [আজ্ঞাপয়ত্বার্যপুত্রঃ কিং ভুয়োঽপি প্রিয়মনুতিষ্ঠামি।]

রাজা—কিমতঃ পরমপি প্রিয়মস্তি। তথাপীদমস্তু।

ত্বং মে প্রসাদসুমুখী ভব দেবি নিত্য-
মেতাবদেব হৃদয়ে প্রতিপালনীয়ম্।

(ভরতবাক্যম্)

আশাস্যমীতিবিগমপ্রভৃতি প্রজানাং
সম্পদ্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে ॥ ২০ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ। ॥

সমাপ্তং মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকম্

ঋতুসংহার

ভূমিকা

সংস্কৃতসাহিত্যের বিশ্ববন্দিত মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যে নাটকে কোথাও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় লিপিবন্ধ করেন নি। প্রচলিত কিংবদন্তী ও অনুমান অবলম্বন করে বিশেষজ্ঞ পন্ডিতেরা তাঁর আবির্ভাব-কাল ও জীবনকথা সম্পর্কে বহুবিধ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতামতের বিভিন্নতার অরণ্যে সত্যানুসন্ধান করা অত্যন্ত দুরূহ। প্রচলিত জনমত অনুসারে তিনি ছিলেন উজ্জয়িনীর কবি। যে নবরত্ন মহামনীষী মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন কালিদাস ছিলেন তাঁদের মুকুটমণি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক তাঁর আবির্ভাব কাল।

কাব্যই কবির জীবনদর্শন। কাব্যের মধ্যেই কবিসত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ। কালিদাসের কাব্যই তাঁর প্রকৃত পরিচয়, তাঁর মহত্ত্বের প্রমাণ।

প্রধানতঃ তিনখানি নাটক—শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশীয় এবং চারখানি কাব্য—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও ঋতুসংহার কালিদাসের নামে প্রচলিত। ঋতুসংহার মহাকবির প্রথম জীবনের রচনা।

কাব্যপ্রকৃতি ও নামকরণ

ঋতুসংহার একখানি খন্ডকাব্য। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা প্রণয়ন করেছেন তাঁদের আলোচনায় এটি Lyrical Poem বা গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত। সমগ্র কাব্যখানি ছয়টি সর্গে বিভক্ত। এক-একটি সর্গে এক-একটি ঋতুর বর্ণনা আছে। কোনো-এক নায়ক দয়িতাকে উদ্দেশ্য করে আপনমনে ঋতুবৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়ে চলেছে।

এক-একটি ঋতুতে প্রকৃতির বুকে এক-এক রকমের রূপ-রস-গন্ধের বাহার ফুটে ওঠে, মানব-মানবীর মনে মিলন-অনুরাগের এক-একটি সুর বাজে। প্রকৃতিকবি কালিদাসের লেখনীতে নিসর্গপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির এই লীলাবৈচিত্র্য অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। ঋতুসংহার শৃঙ্গার-রসের কাব্য। তাই প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে কবির শৃঙ্গার-উদ্দীপনের সর্বাত্মক প্রয়াস রয়েছে।

সংহার শব্দের অর্থ সংক্ষেপ। ঋতুবৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে যে কাব্যে তার নামকরণ ঋতুসংহার হওয়া স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত।

বিষয়সমীক্ষা

গ্রীষ্ম—গ্রীষ্মের নিসর্গ-প্রকৃতির দুটি রূপ, একটি ভয়ঙ্কর, অন্যটি মনোরম। মনোরম রূপটি প্রধানতঃ অপরাহ্ন আর রাত্রিকালের। গ্রীষ্মের রাত্রিতে চন্দ্রের কিরণ, সুবাসিত সুরম্য হর্ম্যতল, সূক্ষ্ম বসনে ভূষিত প্রিয়ার সান্নিধ্য, তন্ত্রীর লয়-সমন্বিত সঙ্গীত অতীব সুখদায়ক। জলাশয়ে অবগাহন এখন সকল সময়েই সুখপ্রদ। চন্দন, ব্যজন, শীতল চন্দ্রকান্তমণি, ধারাগৃহ প্রভৃতি এখন উপভোগের বিষয়। সুরম্য অট্টালিকায় শায়িত যুবতীর নিভৃত প্রকোষ্ঠেও বাতায়ন এখন উন্মুক্ত। জলাশয়ে এখন নয়নমনোহর পদ্মের শোভা, বাতাস এখন পাটলকুসুমের গন্ধে ভরপুর।

গ্রীষ্মের দাবদাহে অবসন্ন প্রকৃতির রুক্ষ রূপটি এখন ভয়ঙ্কর। প্রবল রৌদ্রজ্বালার

কাছে বিরহের জ্বালাও অকিঞ্চিৎকর। প্রাণিকুলের প্রাণ তৃষ্ণায় এবং রৌদ্রতাপে ওষ্ঠাগত। আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষায় তারা বিব্রত। খাদ্যখাদক বা ঘাত্যঘাতক সম্পর্কের সীমানা এখন অবলুপ্ত। পথের তপ্ত ধুলোয় বিপন্ন সাপ তার খাদক ময়ূরের কলাপের তলায় আশ্রয় খোঁজে। হাতের মুঠোয় খাবার পেয়েও অবসন্ন ময়ূরের খাদ্যগ্রহণে স্পৃহা থাকে না। বিপর্যস্ত সিংহ হাতিকে কাছে পেয়েও হত্যায় মেতে ওঠে না। তৃষ্ণার্ত হাতিরও আজ সিংহ দেখে ভয় করে না। উত্তপ্ত পঙ্কিল জলাশয় থেকে মণ্ডূক এখন উঠে আসে, আশ্রয় নেয় তার খাদক সাপেরই ফণার তলায়। রৌদ্র-জ্বালায় অস্থির সাপ তার খাদ্যকে কাছে পেয়েও গ্রহণ করে না। বিষ, রৌদ্রতপ্ত মণি এবং সূর্যকিরণের জ্বালায় তার অস্তিত্ব বিপন্ন। জিভ দিয়ে সে এখন বায়ু গ্রহণ করে। তৃষ্ণার্ত হরিণ জলের আশায় ঘুরে মরে। খাবারের অন্বেষণে শূকরকে এখন যেতে হয় শুকনো পাঁকের গভীরে। জলকেলিতে মেতে ওঠে হাতির পাল। জলাশয়ের জল পঙ্কিল হয়ে যায়, ছিন্নমূল হয় মৃণালদণ্ড, মাছের বিপদ বাড়ে, সারসের দল পলায়ন করে। পিপাসার্ত বন্য মহিষ পর্বতকন্দর থেকে নির্গত হয় জলের আশায়। গাছের পাতা এখন নীরস, শস্যের অংকুর বিনষ্ট, জলাশয় জলশূন্য। পাখিদের দীর্ঘশ্বাস ওঠে, বানরেরা লতাকুঞ্জে আশ্রয় নেয়, গবয়ের দল জল খোঁজে, শরভের দল অতিকষ্টে জলাধারের জল তোলে।

বনানীর শোভা ভয়ঙ্কর। দাবাগ্নির দহনে বনভূমি প্রজ্বলিত। সে আগুনের আঁচ লাগে পাহাড়ের গুহায়, বাঁশের বনে, এমন-কি শ্যামল তৃণভূমিতে। সে আগুন কোথাও সিঁদুরের মতো লাল, কোথাও সোনার মতো উজ্জ্বল। দাবাগ্নির দহনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে হরিণের দল। অর্ধদগ্ধ হাতি, গবয় ও সিংহ প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে পরস্পর শত্রুতা ভুলে একসঙ্গে আশ্রয় নেয় তটিনীর বুকে ও তার বিস্তৃত তটপ্রদেশে।

গ্রীষ্ম কামসাধনার ঋতু নয়। সে এখন উপশান্ত-মন্মথ। তাই নারীপ্রকৃতির রতিবিহারের কোনো উদ্দামতা নেই। রমণীর লাক্ষারঞ্জিত চরণে নূপুরের ঝংকার, পদসঞ্চারে হংসধ্বনির অনুরণন, প্রশস্ত নিতম্বে স্বর্ণময় সূক্ষ্ম পরিধেয়, কটিদেশে মনোরম মেখলা, প্রায়-অনাবৃত স্তনে চন্দনের প্রলেপ, হারের ভূষণ এবং সূক্ষ্ম বসনের সামান্য আচ্ছাদন। সবই যেন নিদ্রামগ্ন কামদেবের জাগরণের নিমিত্ত বৈতালিকের নিবেদিত পুজো-উপচার। যুবচিত্তে ব্যাকুলতা আসে বৈ কি! তদুপরি আছে বিলাসিনী রমণীর মৃদু হাসি, কুটিল ভ্রূভঙ্গি এবং অঙ্গের বিলাস। প্রবাসী পুরুষের হৃদয়ে মুকুলিত হয় কামচেতনা।

বর্ষা—বর্ষা জলবর্ষণ ও বিরহের ঋতু! রাজকীয় সমারোহে তার আগমন। মেঘের গুরু গুরু গর্জন, বিদ্যুতের চমক, সারি সারি কাজল-কালো মেঘের আনাগোনা এবং ঘন ঘন বজ্রপাতে আকাশ-বাতাস আলোড়িত। বর্ষা যেন বীর যোদ্ধা, বিদ্যুতের ছিলা-পরানো ইন্দ্রধনু তার হাতে, অজস্র ধারায় বারিপাত তার শরবর্ষণ। প্রবাসী পুরুষের বিরহী হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় ধারাপাতের শরাঘাতে।

বর্ষা চাতকের মুখে জল দেয়, কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়, ধরণীর বুকে সবুজের সমারোহ নিয়ে আসে, ময়ূর-ময়ূরীর মনে মত্ততা জাগিয়ে তোলে। ইন্দ্রনীল-কীটে ধরণী রত্নভূষিত হয়, চকিত হরিণের সমারোহে পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে সৈকতময় বনভূমি। প্রবল বেগে দুই তীর বিধ্বস্ত করে অফুরন্ত পঙ্কিল জলধারা নিয়ে আঁকাবাঁকা পথে

নদীগুলি ছুটে চলে সমুদ্রের দিকে। কচি ঘাসের শ্যামলিমায়, নতুন পাতায় সজ্জিত বৃক্ষের শোভায় এবং হরিণের স্বচ্ছন্দ বিচরণে নয়নমনোহর হয়ে ওঠে বিন্ধ্যপর্বতের বনভূমি। পদ্মভ্রমে ভ্রমর গুঞ্জন করে ময়ূরের চক্রাকার কলাপের বনে, মদমত্ত হাতির মদপূরিত গণ্ডস্থলে। সন্ত্রস্ত মণ্ডূক নদীজলের গতিবেগের প্রবলতা নিরীক্ষণ করে। মেঘের গর্জন শুনে পাল্টা গর্জন করে বুনো হাতির পাল। পাহাড়ের মাথায় মেঘ লাগে, চারিদিকে বয়ে চলে নির্ঝরিণী, ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করে। বাতাস এখন শীতল এবং কদম্ব, শাল, অর্জুন ও কেতকীকুসুমের গন্ধে সুবাসিত। কুসুমের সম্ভারে বনে বনে আনন্দের হিল্লোল, মৃদুমন্দ বাতাসের আন্দোলনে বৃক্ষ শাখায় নৃত্যের ছন্দ, কেতকীফুলের কাঁটায় বনভূমির আনন্দ-হাসির উচ্ছ্বাস।

বিদ্যুতের ঝলকানি এখন অভিসারিকা নায়িকার নৈশ অভিসারের আলোকবর্তিকা। মেঘের গর্জনে ভয়ার্ত নারীকুল ভুলে যায় দয়িতের অপরাধের কথা। প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার চোখের কোণে জলের ধারা। তার বনমালা, আভরণ বা সুগন্ধি দ্রব্যের অনুলেপন নেই।

বর্ষা পত্নীপ্রেমের অনুরাগ-ভরা নায়কের মতো অজস্র ফুলের উপহার নিয়ে আসে রমণীদের কাছে। বিলাসিনী রমণীর মাথায় এখন কদম্ব, বকুল ও কেতকীর মালা; অর্জুনফুলের কুঁড়ি তাদের কানে, পরিধানে শ্বেত সূক্ষ্ম বসন। বৃষ্টির ছোঁয়া লেগে সুন্দরী ললনার কটিদেশে উন্মুক্ত ত্রিবলীরেখায় রোমাঞ্চ ফুটে ওঠে। তাদের হারে-ঢাকা স্তন, সুরাপূরিত অধর, লম্বিত কেশ, মণিময় মেখলা পুরুষচিত্তে অনুরাগের জোয়ার আনে। সন্ধ্যায় গৃহবধূ কোমল অঙ্গে অগুরু চন্দনের প্রলেপ দেয়, বর্ষণের আশংকায় তাড়াতাড়ি গৃহকার্য সমাধা করে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে।

শরৎকাল—শরতের নিসর্গপ্রকৃতি সদ্য-বিবাহিতা রমণীর মতো। তার অঙ্গে পাকা শালিধানের লাবণ্য, পরিধানে শ্বেত কাশফুলের বসন, বিকশিত পঙ্কজ তার মুখমণ্ডল, হংসকুলের মধুর কলধ্বনি তার নূপুরের নিক্কণ, পাকা ধানের ক্ষীণ অবয়ব তার কটিদেশের সূক্ষ্মতা। হাঁসের মধ্যে এখন রমণীর গতি, নীলপদ্মের মধ্যে রমণীর মধুর দৃষ্টিপাত, নদীর তরঙ্গমালায় ভ্রূবিলাসের প্রতিচ্ছবি, কুসুম আর কিসলয়ে সমৃদ্ধ কৃষ্ণকায় বল্লরীর মধ্যে অলংকৃত বাহুর শোভা, দন্তবিকশিত মৃদু হাস্যের প্রতিচ্ছবি কঙ্কেলি, অশোক আর নবমালতীর মধ্যে। চাঁদের আলো, হাঁসের মালা এবং কাশ-কুমুদ-সাতিম আর মালতীফুলের শুভ্রতায় দিনে-রাতে, জলে-স্থলে অরণ্যে সর্বত্র এখন শ্বেতবর্ণের সমারোহ। মন্থরগতি নদীর বুকে বিশাল চড়া, তীরে তীরে হাঁসের মেলা, জলের মধ্যে পুঁটিমাছের খেলা। আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ। তারা যেন আকাশ-রাজ্যের চামর! বন্ধুকফুল আর পাকাধানে বনপ্রান্তর রঞ্জিত। ফুল ফুটেছে কোবিদার গাছে, মত্ত মধুকর তার মধুপানে রত। চন্দ্রমুখী রাত্রি এখন বালিকাবধূর মতো দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। নদীর জলে রক্তকমল; তার মধ্যে বালিহাঁস খেলা করে। মৃদুমন্দ বাতাসের কাঁপন এখন শালিধানে, বড়ো বড়ো ফুলের গাছে আর পদ্মের বনে। যেখানে জল সেখানেই বিচিত্র পদ্ম আর মরালের কাকলি। এখন আর ইন্দ্রধনু নেই, নেই সেই বিদ্যুতের ঝলসানি। আকাশে নেই বলাকা, নেই উল্লসিত ময়ূরের আকাশ-পানে-চাওয়া। কামনার মত্ততা এখন হংসদলে, পুষ্পের সম্ভার এখন সপ্তপর্ণে। উদ্যানে শিউলিফুলের গন্ধ, বহুবিচিত্র পাখির কূজন আর মৃগীকুলের স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

সকালে শীতল বাতাস বয় ; কহ্লার, পদ্ম আর কুমুদের প্রান্ত থেকে শিশির ঝরে। মাঠে মাঠে শালিধানের ক্ষেত, গোরুর পাল, কাকলিমুখর সারস আর হাঁসের দল।

শরতের পরিবেশ অতি মনোরম। বাতাস এখন শীতল, আকাশ চন্দ্রতারায় সমুজ্জ্বল, জল মালিন্যমুক্ত, পথ কর্দমশূন্য, মেঘ জলশূন্য। প্রভাতে সূর্যের উদয়ে সুন্দরী যুবতীর হাসির মতো পদ্ম বিকশিত হয়, নায়কের বিসর্জনে নায়িকার মতো চন্দ্রের বিলয়ে ম্লান হয়ে যায় কুমুদফুল।

শরতের ঐশ্বর্য তার পুষ্পের সম্ভারে। মালতীফুল এখন রমণীর কেশসজ্জায়, নীলপদ্ম তাদের কানে। তাদের স্তনপ্রসাধন এখন চন্দনচর্চিত হারে, নিতম্বের প্রসাধন মেখলায় এবং চরণের প্রসাধন নূপুরবিন্যাসে। শরতের কুসুমসমৃদ্ধ মনোরম পরিবেশে যুবক-যুবতীর চিত্তে প্রেমের উৎকণ্ঠা কুসুমিত হয়। প্রবাসী পথিক সর্বত্র প্রিয়া-অঙ্গের সাদৃশ্য অনুভব করে, বন্ধুকফুলের মধ্যে প্রিয়তমার অধরশোভা দর্শন করে সে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

হেমন্ত—হেমন্ত সম্ভোগের ঋতু। নবপত্রের উদ্‌গমে শস্যক্ষেত্র এখন রমণীয়, লোধ্রগাছে ফুল, শালিধান পেকেছে, শিশির-ঝরা সকালবেলায় পদ্মফুলের মলিনতা। মাঠে মাঠে হরিণের অবাধ বিচরণ, ক্রৌঞ্চমিথুনের নিনাদের মুখরতা। স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ সরোবর রাজহাঁসের কলধ্বনিতে মুখরিত এবং নীলপদ্মে সুসজ্জিত। শৈত্যকবলিত প্রিয়ঙ্গুলতায় পাণ্ডুরতা। কামিনীদের স্তন কুঙ্কুমরাগে আরক্ত ও মুক্তামালায় শোভিত। বাহুতে তাদের বলয় ও অঙ্গদ নেই, অঙ্গে নেই সূক্ষ্ম বসন, নিতম্বে নেই মেখলা, চরণে নেই নূপুর। তাদের অঙ্গে প্রিয়-সম্ভোগের উপযোগী কৃষ্ণচন্দনের অনুলেপন, মুখপদ্মে পত্রাবলি, মস্তকে অগুরু-চন্দন। নারীর বসন-ভূষণ-শয়ন-উত্থান—সবই এখন রতিকেন্দ্রিক। প্রভাতের শিশিরবিন্দু যেন রতিপীড়িত হেমন্তের ক্রন্দন।

শীত—হেমন্তের মতো শীতকালও সম্ভোগপ্রধান। এখন শালিধান ও আখের প্রাচুর্য, ক্রৌঞ্চমিথুনের নিনাদে চতুর্দিক মুখরিত। বদ্ধ ঘরের আবদ্ধ পরিবেশ, আগুন ও সূর্যের উত্তাপ, স্থূল বসন এবং যুবতীবধূর কবোষ্ণ সান্নিধ্য এখন বিলাসী পুরুষের উপভোগের বিষয়। এখন আর ভালো লাগে না চন্দনের প্রলেপ, স্বচ্ছ প্রাসাদতলে ভূমিশয্যা, শীতল বাতাস এবং শৈত্যজর্জর রাত্রিকাল। নারী-অঙ্গের বসন-ভূষণে এখন প্রিয়মিলনের উপযোগী পারিপাট্য, রতিক্রিয়ার অবসাদে যুবতীর তনুদেহ এখন অলস-মন্থর।

বসন্ত—বসন্ত ঋতুকুলের রাজা। রাজকীয় তার ঐশ্বর্য। নারীহৃদয় জয় করার জন্যে যোদ্ধার বেশে তার আবির্ভাব। আখের মুকুল সেই যোদ্ধার অজস্র শর, ভ্রমরের মালা তার ধনুর্গুণ। সহকার ও অশোকের ডালে ডালে কচি পাতা আর মুকুলের সমারোহ। ফুলে ফুলে মৃদু বাতাসের কম্পন আর ভ্রমরের চুম্বন। কুরবক শাখায় নতুন পাতা, পলাশের বনে লাল ফুলের অগ্নিশোভা, আমের বনে কোকিলের মধুর কূজন। সাদা কুন্দফুলে উদ্যান সজ্জিত। পর্বতের সানুদেশে জানা-অজানা ফুলের বাহার, কোকিলের কুহুধ্বনি আর সারিবদ্ধ পাহাড়ীগাছের শোভা। এখন আর শিশিরপাত নেই, চাঁদে মালিন্য নেই। কর্ণিকার এখন কুসুমিত, দীঘির জলে পদ্ম বিকশিত।

বসন্তসখা কামদেবের প্রভাব এখন সর্বত্র। প্রাণিকুল প্রণয়ক্রীড়ায় মত্ত। কোকিল

কোকিলাকে চুম্বন করে, ভ্রমর ভ্রমরীকে চাটুকথা শোনায়। কুসুম্ভফুলের রসে রঞ্জিত সূক্ষ্ম বসন এখন সুন্দরীর নিতম্বে, কুঙ্কুম-রঞ্জিত রক্ত বসন রমণীর স্তনে। কর্ণিকার-ফুল তাদের কর্ণশোভা, অশোক এবং নবমল্লিকা কুণ্ডলের শোভা। তাদের স্তনে শ্বেত-চন্দনের হার, হাতে অঙ্গদ ও বলয়, নিতম্বে চন্দ্রহার, মুখে পত্রাবলি—তার মধ্যে স্বেদবিন্দু। কামের আকুলতায় কামিনীর অঙ্গ লাবণ্যময়, ক্ষীণ এবং অলস, মুখ পাণ্ডুর, বসন শিথিল, শ্বাসপ্রবাহ দ্রুত। তাদের নয়ন মদিরাবিভোর ও চঞ্চল, স্তন কঠিন, কপোল পাণ্ডুর, ভ্রূকুটি কুটিল এবং বাক্য স্খলিত। তাদের স্তনে স্বর্ণহার এবং শ্যামালতা, চন্দন, কুঙ্কুম আর মৃগনাভির প্রলেপ; তাদের বসন লাক্ষারসে রঞ্জিত এবং অগুরুচন্দনে সুবাসিত; প্রেমাস্পদের সঙ্গকামনায় তাদের উদ্বেগের অবধি নেই। স্ত্রীর বিচ্ছেদ-বেদনায় প্রবাসী পথিকের হৃদয়ে ক্রন্দনের হাহাকার।

ঋতুসংহার ও কালিদাস

সংস্কৃতসাহিত্যে ঋতুবর্ণনার অন্ত নেই। মহাকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার বর্ণনার সমৃদ্ধি। মহাকবি যেখানেই সুযোগ পাবেন বর্ণনার আশ্রয় নেবেন। মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনাপ্রসঙ্গে আলঙ্কারিক দণ্ডী বলেছেন—'নগরার্ণবশৈলর্তুচন্দ্রার্কোদয়-বর্ণনৈঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ মহাকাব্যে নগর, পর্বত, সমুদ্র ও ঋতু প্রভৃতি অবলম্বনে বর্ণনার ঘনঘটা লিপিবদ্ধ হবে। সেই কারণেই দেখা যায় ছোটো-বড়ো প্রায় সব কবিই তাঁদের মহাকাব্যে প্রসঙ্গক্রমে কোনো-না-কোনো ঋতুর বর্ণনা দিয়েছেন। পর্যবেক্ষণের অনুভূতি এবং রচনাশক্তির তারতম্য অনুসারে এক-এক কবির রচনায় ঋতুচক্রের এক-একটি বৈশিষ্ট্য বড়ো হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশেষ বিশেষ ঋতুর প্রতি এক-এক কবির পক্ষপাতিত্বও চোখে পড়ে। রামায়ণের ঋতুবর্ণনা অবশ্যই কালিদাসকে প্রভাবিত করেছে। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে হেমন্তের বর্ণনা আছে; বসন্ত, বর্ষা ও শরৎকালের বর্ণনা আছে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে।

কালিদাসের ঋতুবর্ণনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—মানুষ এবং প্রকৃতি তাঁর বর্ণনার চিত্রপটে একই সত্তা নিয়ে আবির্ভূত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির বর্ণনা তিনি দেন নি। প্রকৃতি এবং মানুষ তাঁর কাব্যে একে অপরের পরিপূরক। মানবমনের অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করেই তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য সংগ্রহ করেছেন, প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধময় অবয়বের অন্তরালে তিনি মানবমনের স্পন্দন উন্মোচন করেছেন।

কালিদাসের ঋতুবর্ণনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির কোমল রূপের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনায় কবির অক্ষমতা আছে তা নয়, কিন্তু ভবভূতির মতো প্রকৃতির রৌদ্র-ভয়াল রূপটি তাঁর কাব্যে প্রধান হয়ে ওঠে নি। ঋতুসংহারের প্রকৃতি নারী-অঙ্গের কোমলতায় বিভূষিত, নারীমনের মিলন-বিরহের আবেগ-ব্যাকুলতায় মর্মরিত।

কালিদাসের ঋতুবর্ণনার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর সৌন্দর্য-সন্ধানের সামগ্রিকতা এবং সূক্ষ্মতা। প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত সৌন্দর্যের সব উপচারই তিনি তাঁর কাব্যপূজায় নিবেদন করেছেন। বর্ণনীয় বিষয়ের সূক্ষ্মতম অংশটিও তাঁর কবিকল্পনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নিসর্গপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে তিনি

তিল তিল করে সৌন্দর্য সংগ্রহ করেছেন। ঋতুসংহার মহাকবির প্রকৃতিচিত্রণের তিলোত্তমা।

কালিদাসের ঋতুবর্ণনার অপর বৈশিষ্ট্য তাঁর রসময়তা। ঋতুসংহার শৃঙ্গার-রসের কাব্য। প্রতিটি ঋতুর বর্ণনার মধ্যেই মহাকবি শৃঙ্গার-রসের উদ্দীপন রচনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা কাব্যের অঙ্গী রসকে কোথাও উপেক্ষা করে নি।

ঋতুসংহার কবির অপরিণত বয়সের রচনা। মেঘদূতে বা শকুন্তলা, বা রঘুবংশের মতো রচনার পটুতা এ কাব্যের সর্বত্র নেই। কিন্তু প্রথম তিনটি সর্গে তিনি যে-কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা যে-কোনো পরিণতবয়স্ক কবির পক্ষেও দর্লভ। বর্ণনার মাধুর্যে তৃতীয় সর্গটিই এ কাব্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম। নিসর্গপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির ওতপ্রোত সমন্বয়ে শরতের যে অনিন্দ্যসুন্দর রূপটি অঙ্কিত করা হয়েছে সংস্কৃতসাহিত্যে তার তুলনা নেই। মেঘদূতের বিশ্ববন্দিত কালিদাসের পরিপূর্ণ সত্তা এখানে অনুভব করা যায়। ষষ্ঠসর্গে অনঙ্গদেবের কুসুমশরজর্জরিত নারীপ্রকৃতির বর্ণনাও মহাকবির শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। নারী-অঙ্গের বর্ণনার মধ্যে একদিকে তাঁর বাস্তববোধ এবং অপরদিকে তাঁর শালীনতা ও পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

কালিদাসের উপমা সর্বজনপ্রশংসিত। ঋতুসংহারে মহাকবি যে-সমস্ত অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন তার মধ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা রূপক, ভ্রান্তিমান্ পরিকর এবং শ্লেষ—এই কয়টিই প্রধান। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ কয়েকটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। কিন্তু কালিদাসীয় রচনায় অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে অর্থান্তরন্যাস-প্রয়োগ এই কাব্যে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সম্ভবতঃ বর্ণনীয় বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে কোনো ঘটনা না থাকায় অর্থান্তরন্যাসের প্রয়োগ মহাকবি একাব্যে শিল্পসম্মত বিবেচনা করেন নি।

সমগ্র কাব্যে কবি ছয়টি ছন্দ ব্যবহার করেছেন। সবগুলিই সমবৃত্তজাতীয়। এগুলি উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, বংশস্থবিল, বসন্ততিলক, মালিনী এবং শার্দূলবিক্রীড়িত।

ঋতুসংহার কি যথার্থই কালিদাসের রচনা ?

এই জাতীয় সন্দেহের প্রধান কারণ—সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ কালিদাসের রঘুবংশম্, কুমারসম্ভবম্ (৮ম সর্গ পর্যন্ত) এবং মেঘদূতম্—এই তিনটি কাব্যের টীকা লিখেছেন, ঋতুসংহার-কাব্যের কোনো টীকা রচনা করেন নি। ঋতুসংহার যদি কালিদাসেরই রচনা হয় তাহলে মল্লিনাথের টীকা রচনা না করার হেতু কী ? দ্বিতীয় কথা, আলঙ্কারিকেরা তাঁদের গ্রন্থে কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের শ্লোক উদ্ধৃতি হিসাবে প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু ঋতুসংহারের কোনো শ্লোক উদ্ধৃতি হিসাবে প্রয়োগ করেন নি। ঋতুসংহার যদি কালিদাসের লেখনীপ্রসূত কাব্য হয় তাহলে আলঙ্কারিকদের ঋতুসংহারের প্রতি অনীহা কেন ? তৃতীয়তঃ কালিদাস এবং বিদুষী মহিলার বিবাহ-সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে স্ত্রীর দ্বারা বিতাড়িত মূর্খ কালিদাস বিদ্যাবত্তা লাভ করে যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর বিদুষী ভার্যা প্রশ্ন করেন—অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌বিশেষঃ ? ঐ প্রশ্নবাক্যের তিনটি পদের সাহায্যে কালিদাস যে তিনটি কাব্যগ্রন্থের সূচনা করেন তার মধ্যে ঋতুসংহার পড়ে না। চতুর্থতঃ

অভিজ্ঞানশকুন্তল এবং রঘুবংশ কাব্যে কালিদাসের রচনার যে অসামান্য দক্ষতা দেখা যায় ঋতুসংহার কাব্যে তা অনুপস্থিত কেন ?

উত্তরে বলা যায়—মল্লিনাথ কালিদাসের সমস্ত কাব্যের টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন—এমন কথা বলেন নি। তাঁর সময়ে পণ্ডিতসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত কাব্যগুলির টীকা রচনাই তার উদ্দেশ্য ছিল। বৃহৎত্রয়ী অর্থাৎ ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্, মাঘের শিশুপালবধম্ এবং শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতম্—এবং লঘুত্রয়ী অর্থাৎ কালিদাসের রঘুবংশম্ কুমারসম্ভবম্ এবং মেঘদূতম্—এই কাব্যগুলি তাঁর সময়ে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং ঐগুলির পঠনপাঠন বহুল প্রচলিত ছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল বহুল-পঠিত ঐ কাব্যগুলিকে তাঁর রচিত টীকার মাধ্যমে আরও সহজবোধ্য এবং জনপ্রিয় করে তোলা এবং ঐ সমস্ত কাব্যে কিছু কিছু অশুদ্ধ পাঠ ও অপব্যাখ্যার নিরসন করা। রঘুবংশের টীকারচনার ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যাবিষমূর্ছিতা।
এষা সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি ॥

অপব্যাখ্যার বিষের জ্বালায় মূর্ছিতা কালিদাসের কাব্যসরস্বতীকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যেই সঞ্জীবনী নামক ব্যাখ্যার অবতারণা।

কেউ কেউ বলেছেন ঋতুসংহারের ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং সুবোধ্য হওয়ায় মল্লিনাথ টীকা রচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছেন। এযুক্তি ঠিক নয়। সংস্কৃত কাব্যের কৃত্রিমতার যুগে রচিত বৃহৎত্রয়ীর তুলনায় কালিদাসের সমস্ত কাব্যই মোটামুটি সহজে বোধগম্য, রচনার স্বাভাবিকতা এবং স্বচ্ছন্দ ভাবের জন্যে তাঁর কাব্য অল্প আয়াসেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হয়। ভাষা তাঁর কাব্যের ভাবার্থগ্রহণের বড়ো অন্তরায় নয়। পদ পদার্থ, বাক্য এবং বাক্যার্থের বিশ্লেষণের জন্যে টীকার আবশ্যকতা আছে—একথা কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের মতো ঋতুসংহারের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কাব্যহিসেবে রঘুবংশ বা মেঘদূতের মতো উৎকৃষ্ট না হলেও ঋতুসংহার একেবারে অপকৃষ্ট বা অপাঙ্‌ক্তেয় রচনা নয়। তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে প্রসিদ্ধি এবং পঠনপাঠনের রাজ্যে বহুল প্রচলিত কাব্যগুলিই মল্লিনাথের টীকা রচনার লক্ষ্য, এবং সেই কারণেই ঋতুসংহার কাব্য তাঁর টীকা রচনার বিষয় হয় নি। এর দ্বারা ঋতুসংহারের অকালিদাসীয়ত্ব প্রমাণ হয় না, প্রমাণ হয় যে অন্যান্য কাব্যের তুলনায় কালিদাসের ঋতুসংহারের সমাদর বিশেষ ছিল না এবং ছাত্র ও অধ্যাপক সমাজে এই কাব্যের পঠনপাঠনের প্রচলন সীমিত ছিলই অথবা আদৌ ছিল না।

এই একই কারণে আলঙ্কারিকদের রচনায় ঋতুসংহারের নাম বা কোনো শ্লোক উদ্ধৃতিহিসাবে স্থান পায় নি। অপ্রচলনই এর জন্যে দায়ী, কাব্যের নিকৃষ্টতা বা বা তুচ্ছতা নয়। যে কাব্য বা যে শ্লোক অপ্রচলিত তাকে উদাহরণ হিসাবে প্রয়োগ করলে আলঙ্কারিকের বক্তব্য পাঠকের যুক্তিগ্রাহ্য হতে সময় লাগে। উপায় থাকলে তাঁরা সে পথ পরিহার করবেন—এটাই স্বাভাবিক। সে যুগে সমস্ত শাস্ত্রই আবদ্ধ ছিল হাতে লেখা পুঁথির পাতায় সে যুগে অপ্রচলনের নিগড়ে-বদ্ধ কাব্যের উদাহরণের রাজ্যে পক্ষবিস্তার একান্তই অসম্ভব। পণ্ডিত মণিরাম তাঁর ঋতুসংহার কাব্যের চন্দ্রিকাব্যাখ্যার ভূমিকায় লিখেছেন—

অপ্রচারতমোমগ্না কালিদাসকৃতির্ষতঃ।
ক্রিয়তেঽতশ্চন্দ্রিকেয়ং বিবুধানন্দদায়িনী॥

বিজ্ঞজনের আনন্দদানে সমর্থ এই ঋতুসংহার-কাব্য অপ্রচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেই অন্ধকার বিদূরিত করার অভিপ্রায়েই বিরচিত এই চন্দ্রিকা-ব্যাখ্যা।

"অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌বিশেষঃ"-এই প্রশ্নবাক্যের কোনো পদই ঋতুসংহারের আরম্ভক নয় সত্য, কিন্তু কিংবদন্তীর নিরিখে কাব্যের প্রণেতা নির্ধারণ করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নয়। তাছাড়া, কিংবদন্তীর সত্যতা স্বীকার করলে কালিদাসের নাটক-তিনটিরও কালিদাসীয়ত্ব সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

কালিদাসের কাব্যরচনার দক্ষতা—যা রঘুবংশ বা অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখা যায় তার আংশিক অভাব ঋতুসংহারে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একই লেখকের সমস্ত রচনায় সর্বত্র সমান দক্ষতা থাকবেই—এমন কথা বলা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়ারের সমস্ত রচনায় তাঁর সর্বোত্তম প্রতিভার সমান প্রতিফলন দেখা যায় না। রবীন্দ্রকাব্যের আদিযুগ এবং মধ্যযুগে কবিপ্রতিভার পার্থক্য সুস্পষ্ট। ঋতুসংহার কবির কাব্য-প্রয়াসের প্রাথমিক নিদর্শন, রঘুবংশ ও শকুন্তলা সেই প্রয়াসের অন্তিম পরিণতি—এইরকম কল্পনা করলে কাব্যরচনার দক্ষতার বৈষম্য স্বাভাবিক বলেই মনে হবে। রচনাশৈলীর নৈপুণ্যের এই বৈষম্য কালিদাসের কবিকৃতির ক্রম নির্দেশ করে, নিঃসংশয়ে কাব্যের অকালিদাসীয়ত্ব প্রমাণ করে না।

ঋতুবর্ণনার ক্রম

ঋতুসংহার-কাব্যে ঋতুচক্রের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস প্রথমে গ্রীষ্মঋতুকে বেছে নিলেন কেন? বর্ষারম্ভের ঋতু হেমন্তকাল হওয়াই স্বাভাবিক। অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষ মাসের নামকরণেই তা পরিস্ফুট। হায়ন অর্থাৎ বৎসরের অগ্রে বা প্রথমে যার অবস্থান সেই মাসই অগ্রহায়ণ। মার্গ অর্থাৎ বৎসরের শীর্ষে বা পুরোভাগে তার অবস্থান। কারও কারও মতে ঋতুশ্রেষ্ঠ বসন্তকালই সমস্ত ঋতুর পুরোধারূপে চিহ্নিত। দ্বাদশ শতকের আলঙ্কারিক রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'র অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন—"ঋন্নাম্‌তূনাং পরিবর্তঃ সংবৎসরঃ। স চ চৈত্রাদিরিতি দৈবজ্ঞাঃ, শ্রাবণাদিরিতি লোকযাত্রাবিদঃ।" তাঁর কথায় বোঝা যায় শ্রাবণ অর্থাৎ বর্ষাকালই বর্ষগণনার প্রারম্ভিক ঋতুহিসাবে লোকসমাজে প্রচলিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ের সমাধানকল্পে বলেছেন—উত্তরভারতের জ্যোতিষীরা গ্রীষ্মকালীন মহাবিষুবক্রান্তি থেকেই বর্ষগণনা করতেন। তাঁর উক্তি ঃ—'He begins with the summer because in Northern India the astronomers always began their year with the vernal equinox ushering in the hot season.' (JBORS, vol II. 1916) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য শাস্ত্রীমহাশয় কালিদাসকে উত্তরভারতের মালবদেশের লোক বলেছেন। ঋতুসংহার-কাব্যের বিশেষ বিশেষ ঋতুর বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্য একমাত্র ঐ দেশের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত—একথা তিনি যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছেন। সুতরাং শাস্ত্রীমহাশয়ের বক্তব্য অনুসারে প্রমাণিত হয় যে বর্ষারম্ভের ঋতু হিসেবেই কালিদাস গ্রীষ্ম ঋতুকে তাঁর কাব্যে প্রথম বর্ণনীয় বিষয় করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন—সমস্ত ঋতুর মধ্যে বসন্তই শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় মণ্ডিত। গীতায়

ভগবান বলেছেন—"ঋতুনাং কুসুমাকরঃ" অর্থাৎ ঋতুকুলের মধ্যে বসন্ত। ঋতুর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর বর্ণনা কবিকল্পনার শ্রেষ্ঠ তুলিকায় অঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। কবির সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনা যদি প্রথম সর্গেই সমাপ্ত হয় তবে পরবর্তী সর্গগুলির আকর্ষণ থাকবে না, সেগুলি রসহীন হয়ে পড়বে। তাই কবির সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টির ভাণ্ডার যে-বসন্ত-বর্ণনা সেটি কবি গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট করেছেন। আর সেই কারণেই বসন্তের পরবর্তী ঋতু গ্রীষ্ম দিয়েই গ্রন্থের সূচনা করতে হয়েছে।

বস্তুতঃপক্ষে ঋতুসংহারের বিষয় শুধু ঋতুবৈচিত্র্য বর্ণনা নয়, প্রণয়সমৃদ্ধ মানব-মানবীর উপরে বিশেষ বিশেষ ঋতুর প্রভাব বর্ণনাও এই কাব্যের অন্যতম মুখ্য বিষয়। প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ মানব-মানবীর উপরে বসন্তের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। গ্রীষ্মের অবদান সেখানে নিতান্তই কম। তাই গ্রীষ্ম দিয়ে এ কাব্যের শুরু, বসন্তেই এ কাব্যের অবসান।

সুবুদ্ধি চরণ গোস্বামী

ঋতুসংহার

প্রথম সর্গ

গ্রীষ্মকাল

প্রিয়ে! এখন গ্রীষ্মকাল। সূর্য এখন ভয়ঙ্কর, চন্দ্র এখন প্রীতিপদ। অনবরত স্নানের ফলে জলাশয় এখন মলিন এবং শুষ্কপ্রায়, অপরাহ্ণ এখন রমণীয় আর কামদেবের প্রভাব এখন স্তিমিত[১] ॥ ১ ॥

প্রিয়ে! গ্রীষ্মে লোকের উপভোগ্য হয় রাত্রিকাল যার অন্ধকারের পুঞ্জ চন্দ্রের প্রভাবে দূরীভূত, কখনও জলযন্ত্রযুক্ত বিচিত্র ধারাগৃহ,[২] (চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি) নানাপ্রকার মণি আর চন্দনের আর্দ্রতা ॥ ২ ॥

গ্রীষ্মের রাত্রিতে রসিক পুরুষেরা সুবাসিত সুরম্য হর্ম্যতল, দ্রুত শ্বাসপ্রবাহে প্রকম্পিত কামোদ্দীপক প্রিয়ার অধরসুধা, সুরা এবং তন্ত্রীর লয়সহযোগে সঙ্গীত আস্বাদন করে[৩] ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মবস্ত্র ও মেখলায় মণ্ডিত যাদের নিতম্ব, হার ও চন্দনে যাদের স্তন অলংকৃত, স্নানে ব্যবহার্য নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে যাদের কেশ সুবাসিত সেই-রমণীরা রসিক পুরুষের গ্রীষ্মতাপের উপশম করে[৪] ॥ ৪ ॥

যাদের চরণ লাক্ষারসের লালিমায় সুরঞ্জিত এবং নূপুরযুক্ত, যাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হংসধ্বনির অনুকরণ করে যাদের নিতম্ব প্রশস্ত সেই কামিনীরা পুরুষের চিত্ত কামাতুর করে তোলে ॥ ৫ ॥

চন্দনের রসে চর্চিত এবং তুষারের মতো শুভ্র উৎকৃষ্ট হারে মণ্ডিত স্তন, আর সুবর্ণমেখলায় পরিবেষ্টিত নিতম্ব কার চিত্তকে আকুলিত না করে ॥ ৬ ॥

উন্নত স্তন নিয়ে সেই যুবতী রমণীদের শরীরের সন্ধিস্থানগুলি ঘর্মজলে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তারা স্থূল বসন বসন বর্জন করে এখন সূক্ষ্ম বসনে স্তন আচ্ছাদিত করে ॥ ৭ ॥

চন্দনজলে সিক্ত তালবৃন্তের বাতাসে, হারবেষ্টিত স্তনমণ্ডলের উপহারে এবং বীণাতন্ত্রীর কলধ্বনিময় সূক্ষ্ম সঙ্গীতের শব্দে সুপ্ত কামদেব এখন যেন জাগরিত হয়[৫] ॥ ৮ ॥

রাত্রিকালে ধবল অট্টালিকায় সুন্দরী রমণীরা সুখে নিদ্রা যায়। প্রবল উৎকণ্ঠায় চাঁদ বহুক্ষণ তাদের মুখ নিরীক্ষণ করে যেন লজ্জা পেয়েই রাত্রিশেষে পাণ্ডুর হয়ে যায়[৬] ॥ ৯ ॥

প্রিয়ার বিচ্ছেদের আগুনে প্রবাসী পুরুষের হৃদয় এমনই দগ্ধ হয় যে প্রবল বায়ুতে উৎক্ষিপ্ত ধূলিপুঞ্জে ব্যাপ্ত এবং সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে উত্তপ্ত পৃথিবীর পানে দৃষ্টিদানেও তারা সমর্থ হয় না[৭] ॥ ১০ ॥

সূর্যের খরতাপে-দগ্ধ হরিণের তালু প্রবল তৃষ্ণায় শুষ্ক হয়ে যায়। দলিত কাজলের মতো নীল আকাশ নিরীক্ষণ করে জলের আশায় সে ছুটে চলে বন থেকে বনান্তরে[৮] ॥ ১১ ॥

চাঁদ যার সুন্দর অলঙ্কার সেই-সন্ধ্যার মতো বিলাসিনী রমণীরা চাঁদের মতো

মনোরম অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে বিলাসপূর্ণ মৃদু হাসি ও কুটিল দৃষ্টিপাতে প্রবাসী পুরুষের হৃদয়ে কাম উদ্দীপিত করে ॥ ১২ ॥

সূর্যের কিরণে ভীষণ উত্তপ্ত সাপ পথে গরম ধুলোয় বিশেষভাবে দগ্ধ হয়ে নত-মুখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁকাপথে চল্‌তে চল্‌তে ময়ূরের তলায় আশ্রয় নেয়[৯] ॥ ১৩ ॥

প্রবল তৃষ্ণায় সিংহের পরাক্রমের উদ্যোগ থাকে না। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে, দূর থেকেই তার মুখ বিস্ফারিত হয়ে থাকে, জিহ্বা চঞ্চল হয়, কেশরের অগ্রভাগ কাঁপতে থাকে। কাছের হাতিকেও পশুরাজ হত্যা করে না ॥ ১৪ ॥

সূর্যের কিরণে তাপিত হাতির শুকনো গলায় জলকণা উদ্‌গত হয়। প্রবল তৃষ্ণায় কাতর হাতি জলের অন্বেষণে সিংহকেও ভয় পায় না।॥ ১৫ ॥

যজ্ঞীয় অগ্নির মতো সূর্যের তেজে ময়ূরের শরীর এবং চৈতন্য অবসন্ন। কলাপের-তলে-মুখ-রেখে-অবস্থিত সাপকে কাছে পেয়েও তারা হত্যা করে না[১০] ॥ ১৬ ॥

যে-সরোবরে ভদ্রমুস্ত-মূল আছে তার শুক্‌নো পাঁক শূকরেরা লম্বা মুখের অগ্রভাগ দিয়ে এমনভাবে খোঁড়ে যে মনে হয় সূর্যের প্রখর রৌদ্রে অত্যন্ত তাপিত হয়ে তারা ভূগর্ভে প্রবেশ করছে[১১]। ॥ ১৭ ॥

সূর্যের অত্যুগ্র তীক্ষ্ণ কিরণে তাপিত মণ্ডূক পাঙ্কল-জলে-পূর্ণ জলাশয় থেকে লাফিয়ে উঠে পিপাসায় আকুল সাপের ফণার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়[১২] ॥ ১৮ ॥

দল বেঁধে একে অন্যকে আঘাত করে হাতিরা সরোবরের সমস্ত মৃণাল তুলে ফেলে এবং ঘন-মর্দনে সরোবর কর্দমাক্ত করে। মাছেরা বিপদে পড়ে এবং সারসেরা ভয়ে পালিয়ে যায়।॥ ১৯ ॥

সাপের মাথার মণির তেজ সূর্যের কিরণে উদ্ভাসিত। চঞ্চল দুটি জিভ দিয়ে সাপ বায়ু পান করে। বিষ, আগুন ও সূর্যরশ্মিতে তাপিত এবং তৃষ্ণায় আকুল সাপ মণ্ডূকদের হত্যা করে না[১৩]। ॥ ২০ ॥

মহিষীদলের ফেনাযুক্ত, চঞ্চল, দীর্ঘ এবং উপর-দিকে-প্রসারিত মুখ থেকে আরক্ত জিভ বেরিয়ে আসে। পিপাসায় কাতর হয়ে জলের অন্বেষণে তারা পর্বতের গুহা থেকে নির্গত হয় ॥ ২১ ॥

অত্যন্ত প্রখর দাবানলে শস্যের অঙ্কুর বিনষ্ট হয়। রুক্ষ বাতাসে শুকনো পাতা উপরে ওড়ে। সূর্যের তাপে চারিদিকে জল শুকিয়ে যায়। উঁচু জায়গা থেকে নিরীক্ষণ করলে অরণ্য ভয়ের উদ্রেক করে ॥ ২২ ॥

পাতা-ঝরা গাছে বসে পাখিরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ক্লান্ত বানরগুলি পর্বতের লতাকুঞ্জে প্রবেশ করে। গবয়ের দল জলের আশায় চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। ঋজুদেহী শরভের দল কূপ থেকে জল তোলে[১৩] ॥ ২৩ ॥

প্রবল বায়ুবেগে তাড়িত অগ্নি তীরস্থিত তরু ও লতার আলিঙ্গনে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। দিকে দিকে অগ্নির সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত নতুন কুসুম্ভফুলের মতো নির্মল-সিঁদুরের-কান্তিবিশিষ্ট বনভূমি সত্বর দগ্ধ হয়ে যায়[১৪] ॥ ২৪ ॥

বাতাসের সংযোগে বৃদ্ধি পেয়ে দাবানল পাহাড়ের গুহায় জ্বলতে থাকে। শুকনো বাঁশবনের মধ্যে জোরালো শব্দে প্রকাশিত হয়, অল্প সময়েই বেড়ে উঠে তৃণভূমিতে প্রবেশ করে। বনপ্রান্তে সঞ্চারিত বহ্নি হরিণদের ব্যাকুল করে তোলে ॥ ২৫ ॥

শিমুলগাছের বনে আগুন যেন আরও বেড়ে ওঠে। গাছের কোটরে আগুন সোনার মতো গৌরবর্ণ হয়ে শোভা পায়। বাতাসের কম্পনে উঁচু গাছের ডালে শুকনো পাতায় লেগে দাবাগ্নি বনের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ॥ ২৬ ॥

দাবাগ্নিতে হাতি, গবয় ও সিংহের শরীর দগ্ধ। আগুনের জ্বালায় পরস্পর শত্রুতা ভুলে বন্ধুর মতো মিলিতভাবে তারা শুষ্ক বনাঞ্চল ও কন্দর থেকে দ্রুত নির্গত হয়ে বিশাল তটদেশযুক্ত নদীতে আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ে! তোমার সঙ্গীত সুললিত। জলাশয় এখন পদ্মবনে পরিপূর্ণ। পাটলকুসুমের গন্ধ এখন রমণীয়, শীতল জলে স্নান এখন সুখপ্রদ, চাঁদের কিরণ এখন উপভোগের বিষয়। সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনিতে মুখরিত হর্ম্যতলে সহচরীদের সঙ্গে তুমি রাত্রিতে এই গ্রীষ্ম সুখেই যাপন করো ॥ ২৮ ॥

শ্রীকালিদাসরচিত ঋতুসংহার-কাব্যে গ্রীষ্মবর্ণনা-নামে প্রথম সর্গ সমাপ্ত

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × ×

বর্ষাকাল

প্রিয়ে! বর্ষা এল রাজার মতো। জলকণায় পরিপূর্ণ মেঘ তার মত্ত হাতি, বিদ্যুৎ তার পতাকা, বজ্রধ্বনি তার মাদল, তার বেশ উজ্জ্বল। প্রার্থীজনের প্রিয় রাজার মতো কামিজনের প্রিয় বর্ষাকাল[১] ॥ ১ ॥

সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। সে মেঘের শোভা গাঢ় নীলপদ্মের পাতার মতো, কোথাও পুঞ্জীভূত দলিত কাজলের মতো, কোথাও গর্ভবতী রমণীর স্তনের মতো[২] ॥ ২ ॥

তৃষ্ণায় আকুল চাতকপাখির দল মেঘের কাছে জল চায়। সে-মেঘ জলের ভারে অবনত। অজস্র জলের ধারা বর্ষণ করে ও শ্রুতিমধুর শব্দ করতে করতে ধীরে ধীরে ভেসে চলে মেঘ[৩] ॥ ৩ ॥

মেঘেরা ধারণ করে ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ তার ধনুর্গুণ। বজ্রপাতের শব্দ তাদের মাদল। সুতীক্ষ্ণ ধারাপাতের তীব্র শরাঘাতে প্রবাসী মানুষের চিত্ত বড়ো ব্যথিত করে[৪] ॥ ৪ ॥

খণ্ড খণ্ড নীলকান্তমণির মতো তৃণাঙ্কুরে, সদ্যোজাত কন্দলীগাছের পাতায় এবং ইন্দ্রগোপ-কীটে সমাচ্ছন্ন পৃথিবী এখন রঙীন রঙে অলঙ্কৃত সুন্দরী ললনার মতো শোভা পায়।[৫] ॥ ৫ ॥

মেঘের মনোরম গর্জনে সব সময়েই উল্লসিত ময়ূর-ময়ূরীর দলকে এখন প্রসারিত কলাপের শোভায় সুন্দর দেখায়। চুম্বন-আলিঙ্গনের চেষ্টায় তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং নৃত্য করে[৬] ॥ ৬ ॥

নদীগুলি পঙ্কিল জলরাশি নিয়ে দুই পাড়ের গাছগুলি উপড়ে ফেলে প্রবল বেগে অতিদুষ্ট বিভ্রান্ত স্ত্রীলোকের মতো ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করে দ্রুত সমুদ্রে গিয়ে পড়ে[৭] ॥ ৭ ॥

হরিণীর মুখের টানে তৃণপুঞ্জ ছিন্ন, কোমল-অঙ্কুরে-শোভিত, নবপল্লবসজ্জিত, বিচিত্রনীল বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্য চিত্তহরণ[৮] করে ॥ ৮ ॥

চঞ্চল নীলপদ্মের মতো নয়নের শোভা যাদের মুখে সেই চকিত হরিণের সমাবেশে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত সৈকতময় বনভূমি চিত্তের আকুলতা জাগিয়ে তোলে[৯] ॥ ৯ ॥

যখন মুহুর্মুহুঃ মেঘের গম্ভীর গর্জনে অন্ধকার ঘনীভূত সেই রাত্রিতেও বিদ্যুতের প্রভায় পথ চিনে অভিসারিকা[১০] নায়িকা চলে ভালোবাসার আকর্ষণে ॥ ১০ ॥

মেঘের ঘোর গম্ভীর গর্জনে এবং বিদ্যুতের চমকে চকিত চিত্তে রমণীরা শয্যায় অপরাধী স্বামীকেও গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে[১১] ॥ ১১ ॥

প্রবাসী পুরুষের প্রিয়তমার নীলপদ্মের মতো চোখের বিন্দু বিন্দু জলে বিম্বফলের মতো সুন্দর কোমল অধর সিক্ত হয়ে যায়। নিরাশ হয়ে তারা ফুলের মালা, আভরণ এবং সুগন্ধি দ্রব্যের অনুলেপন পরিহার করে[১২] ॥ ১২ ॥

কীটপোকা, ধুলো এবং তৃণের মিশ্রণে পাণ্ডুবর্ণ নববর্ষার জল সাপের মতো তির্যক গতিতে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে বয়ে চলে। মণ্ডূকের দল সভয়ে[১৩] তা নিরীক্ষণ করে ॥ ১৩ ॥

শ্রুতিমধুর গুঞ্জনকারী মূর্খ ভ্রমর উৎকণ্ঠাবশে ফুল-পাতা-ঝরা পদ্মবন বর্জন করে নতুন পদ্মের আশায় নৃত্যরত ময়ূরের চক্রাকার কলাপের উপরে উড়ে পড়ে[১৪] ॥ ১৪ ॥

নবীন মেঘের গর্জনে হাতিরা মদমত্ত হয়ে মুহুর্মুহুঃ শব্দ করে। তাদের কপোল দেশে নির্মল পদ্মফুলের আভা, এবং ভ্রমরের দল ও মদজলে সে-স্থল আচ্ছাদিত হয়ে থাকে[১৫] ॥ ১৫ ॥

যাদের শিলাখণ্ডে সাদা পদ্মের মতো মেঘের চুম্বন, চারিদিক নির্ঝরে পরিব্যাপ্ত এবং নৃত্যরত ময়ূর-ময়ূরীতে মুখরিত সেই পর্বতগুলি ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে[১৬] ॥ ১৬ ॥

কদম্ব, সাল, অর্জুন ও কেতকী গাছগুলিকে কাঁপিয়ে তুলে, তাদের ফুলের সৌরভে সুবাসিত হয়ে এবং জলকণায় পরিপূর্ণ মেঘের সংস্পর্শে এসে শীতল হয়ে বাতাস কার চিত্তকে উৎকণ্ঠিত না করে![১৭] ॥ ১৭ ॥

কামিনীরা নিতম্ব পর্যন্ত লম্বিত কেশদাম, কর্ণ ও মস্তকের আভরণের সুগন্ধি কুসুম, হারসমন্বিত স্তনদেশ এবং সুরাপূর্ণ মুখমণ্ডলের শোভায় বিলাসী পুরুষের অনুরাগ জাগিয়ে তোলে[১৮] ॥ ১৮ ॥

বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রধনুতে সুশোভিত এবং জলভারে অবনত মেঘদল, আর মেখলা ও মণিময় কর্ণাভরণে সুসজ্জিত রমণীগণ একই সঙ্গে প্রবাসীজনের চিত্ত হরণ করে[১৯] ॥ ১৯ ॥

রমণীরা কদম্ব, সদ্য-ফোটা বকুল ও কেতকী ফুলের মালা গেঁথে মাথায় দেয়, আর অর্জুন গাছের কুঁড়ি দিয়ে পছন্দমতো গয়না তৈরী করে পরে ॥ ২০ ॥

সন্ধ্যালগ্নে বধূরা অঙ্গে প্রচুর অগুরু চন্দনের প্রলেপ দেয় এবং ফুলের গয়না পরে কেশ সুবাসিত করে। মেঘের গর্জন শুনে তাড়াতাড়ি তারা গুরুজনের কক্ষ ত্যাগ করে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে[২০] ॥ ২১ ॥

নীলপদ্মের পাতার মতো নীল এবং জলভারে অবনত অত্যুচ্চ মেঘমালা মৃদু বাতাসে কম্পিত হয়ে আস্তে আস্তে ভেসে চলে, সঙ্গে আছে ইন্দ্রধনু। স্বামীবিরহে উৎকণ্ঠিত পথিকবধূর হৃদয় যেন ঐ মেঘ হরণ করে নেয় ॥ ২২ ॥

নবীন জলে বনান্তের উত্তাপ দূর হয়। চারিদিকে কদম্ববৃক্ষের প্রস্ফুটিত কুসুম-সম্ভারে সে যেন আনন্দিত। বায়ুপ্রবাহে বৃক্ষরাজির শাখায় শাখায় কম্পনে বনান্ত যেন নৃত্য করে। কেতকীফুলের কাঁটায় কাঁটায় যেন তার হাসি

দেখা যায়[২১] ॥ ২৩ ॥

মেঘে পরিপূর্ণ এই বর্ষাকাল পতির মতো বধূদের মাথায় নবপ্রস্ফুটিত মালতী-ফুল ও যূথিকার কুঁড়ি সহযোগে বকুলফুলের মালা রচনা করে এবং নবপ্রস্ফুটিত কদম্ব-ফুলে বধূদের কানের অলঙ্কার তৈরী করে[২২] ॥ ২৪ ॥

নারীকুল উন্নত বর্তুল পয়োধর-যুগলের অগ্রভাগে হার ধারণ করে, প্রশস্ত নিতম্ব-দেশে সূক্ষ্ম শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে। নবীন বৃষ্টির কণায় তাদের ত্রিবলীযুক্ত কটিদেশে রোমাঞ্চ উদ্‌গত হয় [২৩] ॥ ২৫ ॥

নবীন জলকণার স্পর্শে শীতল বায়ু ফুলের ভারে অবনত বৃক্ষে কম্পন জাগায় এবং কেতকীফুলের পরাগের স্পর্শে সুবাসিত হয়ে প্রবাসী জনের চিত্ত হরণ করে ॥ ২৬ ॥

জলভারে অবনত আমাদের আশ্রয়স্থল এই বিন্ধ্যপর্বত এই কারণেই জলের ভারে অবনত মেঘগুলি অত্যন্ত প্রখর গ্রীষ্মবহ্নির শিখায় অতিশয় উত্তপ্ত বিন্ধ্যপর্বতকে জলবর্ষণের দ্বারা যেন আনন্দিত করে[২৪] ॥ ২৭ ॥

বিবিধগুণের সমবায়ে রমণীয়, অবলাজনের চিত্তহারী, বৃক্ষ, শাখা ও লতার অবিচল মিত্র, প্রাণিকুলের প্রাণস্বরূপ এই বর্ষাকাল তোমার সতত অভিলষিত কল্যাণ বিধান করুক[২৫] ॥ ২৮ ॥

॥ শ্রীকালিদাসরচিত ঋতুসংহার-কাব্যে প্রাবৃট্‌বর্ণনা-নামে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

শরৎকাল

কাশফুলের মতো যার পরিধান, প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, উন্মত্ত হাঁসের ডাকের মতো রমণীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালিধানের মতো সুন্দর যার ক্ষীণ দেহলতা, অপরূপ যার আকৃতি সেই নববধূর মতো শরৎকাল আসে। ॥ ১ ॥

কাশফুল পৃথিবীকে, চাঁদ রাত্রিকে, হাঁসের পাল নদীর জলকে, কুমুদফুল জলাশয়গুলিকে, ফুলের-ভারে-নুয়ে-পড়া ছাতিমগাছ বনপ্রান্তগুলিকে এবং মালতীফুল উদ্যানসমূহকে সাদা করে তোলে।

চঞ্চল পুঁটিমাছের সুন্দর মালার মতো যাদের মেখলা, প্রান্তে-বসে-থাকা সাদা হাঁসের মালার মতো যাদের হার এবং বিশাল তটপ্রান্তের মতো যাদের নিতম্ব সেই যৌবনবিলাসিনী নারীদের মতো নদীরা এখন মন্থর গতিতে চলে। (চঞ্চল পুঁটিমাছের সুন্দর মালা নদীগুলির চন্দ্রহার, এক-প্রান্তে-বসে-থাকা সাদা হাঁসের মালা তাদের হার, বিশাল তটপ্রান্ত তাদের নিতম্ব[২]) ॥ ৩ ॥

জলবর্ষণের ফলে হালকা এবং রুপো, শঙ্খ ও পদ্মের ডাঁটার মতো সাদা, শত শত খণ্ডে-বিভক্ত মেঘ বাতাসের বেগে চঞ্চল হয়ে উড়ে চলে। ফলে আকাশকে কোথাও কোথাও রম্য চামরের হাওয়ায় সেবিত রাজার মতো দেখায়। ॥ ৪ ॥

পুঞ্জীভূত দলিত কাজলের মতো আকৃতির মনোরম আকাশ, বন্ধুকফুলের লালিমায় মণ্ডিত প্রান্তর এবং পাকা ধানে ভরা শস্যক্ষেত্রগুলি জগতে কোন্ যুবকের

মনকে উৎকণ্ঠিত না করে। ॥ ৫ ॥

যার অতি সুন্দর শাখার অগ্রভাগ মৃদু বাতাসে কাঁপে, অজস্র পুষ্প উদ্‌গত হওয়ায় যার পাতার অগ্রভাগ কোমল, মত্ত মধুকর যার ক্ষরিত মধু পান করে সেই কাঞ্চনতরু[৩] কার চিত্তকে না উদ্বিগ্ন করে! ॥ ৬ ॥

তারকারাজির উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে শোভিত হয়ে, মেঘের আবরণশূন্য চাঁদমুখ নিয়ে, নির্মল জ্যোৎস্নার সূক্ষ্ম বসন পরে, তরুণী ললনার মতো রজনী প্রতিদিন বৃদ্ধি পায় ॥ ৭ ॥

বালিহাঁসের মুখের আঘাতে যাদের ঢেউগুলি বিক্ষুব্ধ, কলহংস ও সারসেরা যাদের তীরভূমি মুখরিত করে রাখে, পদ্মের রেণুতে আরক্ত সেই নদীগুলি চারিপাশের মরালের গুঞ্জনে মানুষের আনন্দ বিধান করে ॥ ৮ ॥

নয়নসুখকর এবং আনন্দজনক চাঁদ তার জ্যোৎস্নাধারায় হৃদয় হরণ করে। শীতল জলকণাবর্ষণে সেই চাঁদ পতিবিচ্ছেদের বিষময় শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত রমণীকুলের ক্ষীণ অঙ্গ অতিমাত্রায় সন্তপ্ত করে[৫] ॥ ৯ ॥

যে-বাতাস ফলের ভারে নুয়ে পড়া শালিধানের গাছগুলিকে কাঁপায়, ফুলের ভারে অবনত বড়ো গাছগুলিকে নাচায়, প্রফুল্ল পদ্মের জলাশয়ে[৬] পদ্মটিকে নাড়া দেয় সেই-বাতাস তরুণ প্রেমিকদের মনকে অত্যন্ত চঞ্চল করে ॥ ১০ ॥

উন্মত্ত মরাল-মরালীতে পরিব্যাপ্ত, স্নিগ্ধ এবং প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্মে সুশোভিত সরোবরগুলি প্রভাতের মৃদু বাতাসে ঢেউ-এর পর ঢেউ তুলে হৃদয়কে সহসা[৭] উৎকণ্ঠিত করে ॥ ১১ ॥

এখন আর মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু নেই, আকাশের পতাকা বিদ্যুৎ আর প্রকাশিত হয় না, ঊর্ধ্বমুখে ময়ূরেরা আর আকাশ নিরীক্ষণ করে না[৮] ॥ ১২ ॥

ময়ূরেরা নাচানাচি বন্ধ করায় কামদেব তাদের ছেড়ে হাঁসেদের মধ্যে আশ্রয় নেন। হাঁসেরা মধুর গান করে। পুষ্পোদ্‌গমের সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কদম্ব, গিরিমল্লিকা, অর্জুন, শাল ও রক্তকদম্ব গাছকে পরিত্যাগ করে সপ্তপর্ণতরুকে অবলম্বন করেন[৯] ॥ ১৩ ॥

শিউলিফুলের মনোহর গন্ধে, সুখে উপবিষ্ট পক্ষিকুলের কলধ্বনিতে এবং প্রান্তে-অবস্থিত মৃগীকুলের নয়নরূপ নীলপদ্মের শোভায় উপবনগুলি প্রেমিক-পুরুষের চিত্তকে ব্যাকুলিত করে ॥ ১৪ ॥

যে-বাতাস কহ্লার, পদ্ম এবং কুমুদফুলকে বার বার কাঁপিয়ে তোলে এবং তাদের সংস্পর্শে এসে আরও শীতল হয় সকালবেলায় সেই বাতাস পাতার অগ্রভাগে সঞ্চিত শিশিরবিন্দুতে কেঁপে ওঠে এবং অতিশয় উৎকণ্ঠার উদ্রেক করে[১০] ॥ ১৫ ॥

পরিপুষ্ট শালিধানের প্রাচুর্যে আচ্ছাদিত ক্ষেত্রের এবং সুখে অবস্থিত অসংখ্য গোবৃন্দের শোভায় মণ্ডিত, এবং সারস ও হাঁসের নিনাদে মুখরিত প্রান্তরগুলি মানুষকে আনন্দ দেয়[১১] ॥ ১৬ ॥

ললনাদের সুললিত গমনের অনুকরণ করে হংসকুল, মুখচন্দ্রের কান্তি অনুকরণ করে বিকশিত পদ্ম, মদিরামধুর দৃষ্টিপাত অনুকরণ করে নীলপদ্ম আর সুন্দর ভ্রূ-বিলাস অনুকরণ করে ছোটো ছোটো ঢেউগুলি ॥ ১৭ ॥

রমণীদের অলঙ্কারমণ্ডিত বাহুর শোভা ধারণ করে ফুলভারে অবনত কিসলয়-যুক্ত কৃষ্ণকায় বল্লরী এবং তাদের যে-মৃদুহাসি দন্তচ্ছটায় নির্মল এবং চাঁদের মতো সুন্দর তার শোভা ধারণ করে কঙ্কেলিফুলের-সুষমায়-মণ্ডিত নবমালতী[১২] ॥ ১৮ ॥

রমণীরা নিবিড় ঘন কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের অগ্রভাগে তাজা মালতীফুল গ্রহণ করে এবং উৎকৃষ্ট সুবর্ণকুণ্ডলে শোভিত কর্ণমণ্ডলে নানারকম নীলপদ্ম ধারণ করে ॥ ১৯ ॥

রমণীরা এখন হৃষ্টচিত্তে চন্দনরসে চর্চিত হারে স্তনমণ্ডল, মেখলায় সুবৃহৎ নিতম্ব এবং সুমধুর ঝঙ্কৃত সুন্দর নূপুরে চরণকমল অলংকৃত করে ॥ ২০ ॥

চন্দ্র-তারায় খচিত মেঘমুক্ত আকাশ—প্রফুল্ল কুমুদে পরিব্যাপ্ত, রাজহংসে সমাকীর্ণ এবং মকরত মণির মতো স্বচ্ছ জলে শোভিত সরোবরের অত্যন্ত রমণীয় শোভা ধারণ করে[১৩] ॥ ২১ ॥

শরতে কুমুদের স্পর্শে শীতল বাতাসের প্রবাহ চলে, মেঘশূন্য দিঙ্মণ্ডল মনোরম হয়ে ওঠে, জলে কোনো মালিন্য থাকে না, ধরণী কর্দমশূন্য হয়, আকাশ চন্দ্রের নির্মল কিরণে ও তারকার বৈচিত্র্যে শোভা পায়[১৪] ॥ ২২ ॥

সুন্দরী যুবতীর মুখের মতো পদ্ম এখন প্রভাতবেলায় সূর্যের কিরণমালায় প্রবুদ্ধ হয়ে ফুটে ওঠে, প্রবাসী নায়কের বধূর হাসির মতো কুমুদফুলও চাঁদ অস্তমিত হলে ক্ষীণ হয়ে যায়[১৫] ॥ ২৩ ॥

নীলপদ্মে প্রিয়তমার কালো চোখের শোভা, মত্ত হাঁসের ডাকে প্রিয়তমার সুবর্ণমেখলার শব্দ এবং বন্ধুকফুলের মধ্যে প্রিয়তমার অধরশোভা অনুভব করে পথিক পুরুষ এখন জ্ঞানশূন্য হয়ে বিলাপ করে[১৬] ॥ ২৪ ॥

কামিনীকুলের মুখমণ্ডলে চন্দ্রের শোভা, মণিময় নূপুরে হংসের মধুর নিনাদ এবং মনোহর ওষ্ঠপ্রান্তে বন্ধুকফুলের সৌন্দর্য স্থাপিত রেখে ভাগ্যবতী শারদলক্ষ্মী অন্য কোথায় চলে যান[১৭] ॥ ২৫ ॥

প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, প্রফুল্ল নীলপদ্মের মতো যার চোখ, সদ্যফোটা কাশফুলের মতো শুভ্র বসন যার পরিধানে, এবং কুমুদের মতো রমণীয় যার কান্তি সেই প্রমত্তা কামিনীর মতো এই শরৎকাল তোমাদের মনে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ বিধান করুক। ॥ ২৬ ॥

॥ শ্রীকালিদাসবিরচিত ঋতুসংহার-কাব্যে শরদ্বর্ণনা-নামে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

×××××××××××××× চতুর্থ সর্গ ××××××××××××××

হেমন্তকাল

হেমন্তকাল উপস্থিত। এখন নতুন পাতার আবির্ভাবে শস্যগুলি সুন্দর দেখায়, লোধ্র-ফুল[১] ফোটে, শালিধান পাকে, পদ্মফুল ম্লান হয়ে যায় এবং শিশির ঝরে ॥ ১ ॥

পীনস্তনী বিলাসবতী রমণীদের কুচমণ্ডল সুন্দর কুঙ্কুমের লোহিত রাগে আরক্ত এবং তুষার, কুন্দফুল ও চাঁদের মতো মুক্তাগুচ্ছে[২] অলংকৃত ॥ ২ ॥

বিলাসিনী রমণীদের করযুগলে বলয় ও অঙ্গদ-অলঙ্কারের সম্পর্ক নেই, নিতম্বে নেই

নূতন সূক্ষ্ম পরিধান, উন্নত স্তনমণ্ডলে নেই সূক্ষ্ম বসন[৩] ॥ ৩ ॥

কামিনীরা রত্নখচিত সুবর্ণময় মেখলায় নিতম্ব ভূষিত করে না এবং পদ্মের শোভাযুক্ত চরণকমলে হংসধ্বনির অনুকারী নূপুর গ্রহণ করে না ॥ ৪ ॥

রমণীরা রতিক্রীড়ার আনন্দ উপভোগের জন্যে অঙ্গে কৃষ্ণচন্দন লেপন করে, মুখপদ্মে পত্রাবলী রচনা করে, কালাগুরু চন্দনে মস্তক সুরভিত করে[৪] ॥ ৫ ॥

রতিশ্রমে ক্ষীণ তরুণীদের মুখ পাণ্ডুবর্ণ। দন্তক্ষতে ওষ্ঠাধর পীড়িত দেখে আনন্দের সময়ে তারা উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে না ॥ ৬ ॥

উন্নতস্তনযুক্ত বক্ষোভাগের যে-শোভা সেই-শোভা ধারণ করেও হিমকাল যেন স্তনপীড়নের ফলে ক্ষিন্ন হয়ে প্রভাতবেলায় তৃণপ্রান্তে লগ্ন শিশিরপাতের মধ্য দিয়ে রোদন করে ॥ ৭ ॥

প্রভূত-উৎপন্ন শালিধানে পরিব্যাপ্ত, দলে দলে হরিণীসমাগমে বিভূষিত এবং মনোহর ক্রৌঞ্চনিনাদে মুখরিত প্রান্তরগুলি চিত্ত ব্যাকুল করে তোলে ॥ ৮ ॥

প্রফুল্ল নীলপদ্মে শোভিত, মুখরিত রাজহংসে[৫] অলংকৃত সুশীতল নির্মল সলিলে পরিপূর্ণ সরোবরগুলি পুরুষের চিত্ত হরণ করে ॥ ৯ ॥

প্রিয়ে! হিমপাতের শীতলতায় পরিপক্ক প্রিয়ঙ্গুলতা বাতাসে অনবরত কাঁপে এবং প্রিয়তমের বিরহে বিলাসিনীর মতো পাণ্ডুর হয়ে যায় ॥ ১০ ॥

পুষ্পরসের পরিমলে যাদের মুখ সুবাসিত, নিঃশ্বাসের বাতাসে যাদের অঙ্গ সুরভিত[৬] সেই প্রণয়িযুগল কামরসে জর্জরিত হয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করে নিদ্রা যায় ॥ ১১ ॥

নবযৌবনা কামিনীদের দন্তক্ষতচিহ্নিত অধর এবং নখলেখচিহ্নিত স্তনগুলি নির্দয় রতিসম্ভোগের লক্ষণ সূচিত করে ॥ ১২ ॥

দর্পণহস্তে কোনো রমণী প্রভাতের রৌদ্রে মুখপদ্ম প্রসাধিত করে এবং প্রিয়তমের রসাস্বাদনে ও দন্তাগ্রের দংশনে বিদীর্ণ অধরোষ্ঠ আকর্ষণ করে নিরীক্ষণ করে ॥ ১৩ ॥

কোনো রমণী যথেচ্ছ রতিবিহারের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হওয়ায় এবং রাত্রিজাগরণের ফলে নয়নপদ্ম আরক্ত হওয়ায় সূর্যের কোমল কিরণের উত্তাপে নিদ্রা যায়। তার কেশবন্ধন শিথিল হওয়ায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং স্কন্ধদেশে আলুলায়িত ॥ ১৪ ॥

অপর তরুণীরা, যাদের কেশাগ্র ঘন কৃষ্ণবর্ণ এবং স্ফীত ও উন্নত স্তনের গুরুভারে যাদের দেহযষ্টি অবনত, তারা মাথা থেকে সুবাসশূন্য ফুলের মালা ফেলে দিয়ে কেশরচনা করে ॥ ১৫ ॥

অপর কোনো কামিনী প্রণয়ীর দ্বারা পরিভুক্ত শরীর নিরীক্ষণ করে আনন্দে অধরের সুন্দর শোভা রচনা করে, কৃষ্ণবর্ণের মনোরম কেশগুচ্ছ আলম্বিত হওয়ায় নয়ন কুঞ্চিত করে এবং অঙ্গে নখক্ষতের চিহ্ন থাকায় চোলবস্ত্র[৭] পরিধান করে ॥ ১৬ ॥

অন্য রূপবতী তরুণীরা যারা দীর্ঘক্ষণ রতিক্রিয়ার পরিশ্রমে ক্লান্ত, যাদের দেহযষ্টি শিথিল এবং বিশাল জঘন ও স্তনাগ্রভাগ অত্যন্ত নিপীড়িত তারা অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্যের প্রলেপ[৮] দেয় ॥ ১৭ ॥

অত্যন্ত মনোরম এই শীতল হেমন্তকাল বিবিধ গুণে রমণীয়, রমণীকুলের

চিত্তহারী। গ্রামপ্রান্তর এখন অঢেল পাকা শালিধানে পরিপূর্ণ, চারিদিকে এখন বকের মেলা। এই হেমন্তকাল সর্বদা তোমাদের সুখ প্রদান করুক ॥ ১৮ ॥

॥ শ্রীকালিদাস-রচিত ঋতুসংহারকাব্যে 'হেমন্তবর্ণনা'-নামে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চম সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

শীতকাল

হে সুন্দরী! শীত-ঋতুর কথা শ্রবণ করো। এই ঋতু শালিধান ও আখের প্রাচুর্যে মনোহর, এখানে-ওখানে উপবিষ্ট ক্রৌঞ্চের নিনাদ এখন সুন্দর, কাম এখন প্রবল, এ ঋতু রমণীদের প্রিয় ॥ ১ ॥

জানালাবন্ধ গৃহের অভ্যন্তর, আগুন, সূর্যের কিরণ, স্থূল বসন এবং যুবতী রমণীরা এই সময়ে পুরুষের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে ॥ ২ ॥

চাঁদের কিরণের মতো শীতল চন্দন, শরতের চাঁদের মতো স্বচ্ছ প্রাসাদতল এবং ঘন তুষারপাতে শীতল বাতাস এখন লোকের চিত্তকে আনন্দিত করে না[১] ॥ ৩ ॥

অজস্র তুষারপাতের ফলে শীতল রাত্রিগুলি চাঁদের কিরণে আরও শীতল হওয়ায় এবং পাণ্ডুবর্ণের তারাগুলিতে কদর্যরূপে সজ্জিত[২] হওয়ায় লোকের কাছে উপভোগের বিষয় হয় না ॥ ৪ ॥

যাদের মুখপদ্ম সুখপ্রদ সুরাপানে আমোদিত সেই রমণীরা পান, চন্দন ও ফুলের মালা নিয়ে আবেগভরে পর্যাপ্ত অগুরুচন্দনের ধূপে সুবাসিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করে ॥ ৫ ॥

মত্তযৌবনা কামিনীরা অপরাধী পতিদের বারংবার ভর্ৎসনা করায় তারা ভয়ে জ্ঞানহারা হয়ে কাঁপে। রতিক্রিয়ায় তাদের অভিলাষ আছে দেখে কামিনীরা সব দোষ ভুলে যায় ॥ ৬ ॥

নবযৌবনা রমণীরা সারারাত্রি বহুক্ষণ যাবৎ অত্যন্ত কামাতুর যুবা-প্রণয়ীদের সঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে রমণক্রিয়ায় লিপ্ত থাকায় রাত্রিশেষে বক্ষোদেশে শ্রান্তিবোধে অলসভাবে বিচরণ করে ॥ ৭ ॥

মনোরম কাঁচুলিতে স্তনবন্ধন করে, লাল ক্ষৌমবস্ত্রে বক্ষঃস্থল শোভিত করে এবং কেশগুচ্ছের মধ্যে মধ্যে পুষ্প নিবেশিত করে রমণীরা যেন শীতকালকেই ভূষিত করে[৩] ॥ ৮ ॥

বিলাসী প্রেমিকেরা বিলাসিনী রমণীদের কুঙ্কুমের-রাগে-পীতবর্ণ[৪], সুখভোগ্য এবং নবযৌবনের-তাপে-উত্তপ্ত বক্ষঃস্থল নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে শীতমুক্ত হয়ে নিদ্রা যায় ॥ ৯ ॥

রাত্রিতে কামিনীরা উৎফুল্লচিত্তে নায়কদের সঙ্গে পর্যাপ্ত রতিসুখের উদ্দীপক মত্ততাজনক মনোহর উৎকৃষ্ট সুরা পান করে। তাদের সুগন্ধি নিঃশ্বাসে মদিরার পদ্ম কেঁপে ওঠে[৫] ॥ ১০ ॥

যার মদিরার উন্মাদনা স্তিমিত হয়েছে এবং স্তনের অগ্রভাগ দয়িতের আলিঙ্গনে কঠিন

হয়েছে এমন কোনো কামিনী প্রভাতে স্বীয় কলেবর প্রিয়তম কর্তৃক উপভুক্ত হয়েছে দেখে সহাস্যে শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করে অন্য কক্ষে চলে যায় ॥ ১১ ॥

কোনো সুন্দরী কামিনী অগুরু চন্দনের ধূপে-সুরভিত কেশপাশ আলুলায়িত করতে করতে সকালবেলায় শয্যা ত্যাগ করে। তার নিতম্ব গুরু এবং কটিদেশ ক্ষীণ, তার কেশপাশের অগ্রভাগ কুঞ্চিত এবং তা থেকে ফুলের মালা খসে পড়েছে ॥ ১২ ॥

যাদের সদ্য-জলে-ধোয়া মুখমণ্ডল সোনার পদ্মের মতো সুন্দর, নয়নপ্রান্ত আরক্ত এবং আকর্ণ-বিস্তৃত, এবং কেশপাশ কাঁধের উপর আলুলায়িত সেই রমণীরা এখন প্রভাতে গৃহমধ্যে লক্ষ্মীর মতো বিরাজ করে[৬] ॥ ১৩ ॥

যারা গুরু জঘনের ভারে পীড়িত, যাদের কটিদেশ ঈষৎ অবনত, যারা স্তনভারে কাতর হয়ে ধীরগতিতে চলে এমন অন্য তরুণীরা সত্বর কামক্রীড়ার উপযোগী রাত্রিকালীন পরিধেয় পরিত্যাগ করে দিনের উপযুক্ত পোশাক পরিধান করে[৬] ॥ ১৪ ॥

স্তনের অগ্রভাগ নখক্ষতের চিহ্নে পরিব্যাপ্ত দেখে এবং কচিপাতার মতো ওষ্ঠপ্রান্তে দন্তক্ষত স্পর্শ করে তরুণীরা অভীষ্ট এই রসে আনন্দ উপভোগ করে এবং সূর্যোদয়ে মুখের প্রসাধন করে ॥ ১৫ ॥

এখন গুড়জাত মিষ্টদ্রব্যের প্রাচুর্য, সুস্বাদু শালিধান ও আখে এই ঋতু রমণীয়। রতিক্রিয়া এখন প্রবল। কামদেব এখন গর্বিত। যাদের প্রিয়জন বিচ্ছিন্ন সেই রমণীদের কাছে এই ঋতু মনোবেদনার কারণ। এই শীতকাল সর্বক্ষণ তোমাদের কল্যাণময় হয়ে উঠুক। ১৬ ॥

॥ শ্রীকালিদাসরচিত ঋতুসংহার-কাব্যে 'শিশিরবর্ণনা'-নামে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

বসন্তকাল

প্রিয়ে! কামাসক্ত লোকেদের অন্তর বিদ্ধ করার জন্যে সেনাপতি বসন্তকাল সমাগত। বিকশিত আম্রমুকুল তার তীক্ষ্ন শর এবং ভ্রমরশ্রেণী তার সুন্দর ধনুকের গুণ ॥ ১ ॥

প্রিয়ে! বসন্তে সবই অত্যন্ত সুন্দর। এখন গাছে গাছে ফুল, জলের মাঝে পদ্ম, কামিনীরা কামাতুরা, বাতাস সুগন্ধি,[১] সন্ধ্যাকাল সুখপ্রদ এবং দিনগুলি রমণীয় ॥ ২ ॥

এই বসন্তকাল দীঘির জলের, মণিময় মেখলার, চাঁদের কিরণের, রমণীদের এবং কুসুমিত সহকারতরুর সৌভাগ্য এনে দেয়[২] ॥ ৩ ॥

বিলাসিনী রমণীদের কুসুম্ভফুলের রসে রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম বসনে নিতম্ব এবং কুঙ্কুমের রঙে গৌরবর্ণ রক্তবস্ত্রে স্তন অলঙ্কৃত হয়[৩] ॥ ৪ ॥

রমণীদের কানে অলঙ্কারের উপযোগী কর্ণিকার ফুল এবং চঞ্চল নীল কুন্তলে অশোক এবং বিকশিত নবমল্লিকা ফুল শোভা পায় ॥ ৫ ॥

যাদের অন্তর কামে পীড়িত, সেই-নিতম্বিনী রমণীদের স্তনে শ্বেত চন্দন মাখানো হার, হাতে বলয় ও অঙ্গদ[৪]-অলঙ্কার এবং নিতম্বে চন্দ্রহার শোভা পায় ॥ ৬ ॥

বিলাসিনী রমণীদের পত্রাবলী-আঁকা সোনার পদ্মের মতো মুখে রত্নরাজির মধ্যে মুক্তোর মতো রমণীয় বিন্দু বিন্দু ঘাম ছড়িয়ে পড়ে[৫] ॥ ৭ ॥

কামিনীদের কামাকুল কলেবরে ঘন ঘন শ্বাস ওঠে, বসনের বাঁধন ঢিলে হয়ে যায়। এসময়ে প্রিয়তম কাছে থাকা সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে[৬] ॥ ৮ ॥

অনঙ্গের প্রভাবে রমণীদের শরীর কৃশ, পাণ্ডুর এবং অলস হয়ে যায়। তাদের ঘন ঘন হাই ওঠে এবং তাদের শরীরে লাবণ্যের জোয়ার আসে ॥ ৯ ॥

কামিনীদের মদিরাজনিত অলস চোখে চঞ্চল হয়ে, কপোলতলে পাণ্ডুর হয়ে, স্তনে কঠিন হয়ে, কটিদেশে ক্ষীণ হয়ে এবং নিতম্বে স্থূল হয়ে—তাদের শরীরে এখন কামদেব বহুধা অবস্থান[৭] করেন ॥ ১০ ॥

কামদেবের প্রভাবে কামিনীদের অঙ্গ তন্দ্রার আলস্যে উদ্‌ভ্রান্ত, সুরাপানের মত্ততায় বাক্য ঈষৎ মদালস এবং দৃষ্টিপাত ভ্রূকুটিকুটিল ॥ ১১ ॥

সুরাপানের মত্ততায় অলস বিলাসিনী রমণীরা শুভ্র স্তনে শ্যামালতা, কৃষ্ণচন্দন ও কুঙ্কুমমিশ্রিত এবং মৃগনাভিযুক্ত চন্দন লেপন করে[৮] ॥ ১২ ॥

কামনার মত্ততায় যাদের অঙ্গ অলস সেই যুবক-যুবতীরা সত্বর স্থূল বসন বর্জন করে লাক্ষারসে রঞ্জিত এবং সুগন্ধি অগুরু চন্দনের ধূপে সুবাসিত সূক্ষ্ম বসন পরিধান করে[৯] ॥ ১৩ ॥

আম্রমুকুলের রসে মাতাল পুরুষকোকিল অনুরাগের পুলকে কোকিলবধূকে চুম্বন করে। পদ্মের মাঝে কূজনরত ভ্রমরও প্রিয়ার কাছে মধুর চাটুবাক্য শোনায়[১০] ॥ ১৪ ॥

তাম্রবর্ণের কচিপাতার গুচ্ছে যারা অবনত, যাদের সুন্দর শাখাগুলি পুষ্পিত—সেই আম্রতরুগুলি যুবতীদের অন্তর উৎকণ্ঠিত করে ॥ ১৫ ॥

প্রবালের মতো তাম্রবর্ণের ফুল এবং পাতায় আগাগোড়া শোভিত অশোকতরু নিরীক্ষণ করে নবযৌবনা যুবতীদের হৃদয় শোকাকুল হয়ে ওঠে[১১] ॥ ১৬ ॥

মত্ত ভ্রমরের চুম্বনে যার ফুল রমণীয়, মৃদু বাতাসের আকুলতায় যার কোমল কচি পাতা অবনত সেই মনোরম আম্রমুকুল দেখে দেখে কামিনীদের মন অকস্মাৎ অস্থির হয়ে যায় ॥ ১৭ ॥

প্রিয়ে! প্রিয়ার মুখের মতো যাদের কান্তি কুরবক গাছের সেই সদ্যোজাত পাতার গুচ্ছের অতি সুন্দর শোভা দর্শন করে কোন্‌ সহৃদয় কন্দর্পের শরক্ষেপে ব্যথিত না হয়? ॥ ১৮ ॥

বাতাসে কম্পিত, ফুলের ভারে অবনত এবং জ্বলন্ত আগুনের মতো দীপ্তিমান পলাশের বনে সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী বসন্তে রক্তবসনা নববধূর মতো শোভা পায় ॥ ১৯ ॥

সুন্দরীনিহিত যুবকদের হৃদয় শুক পাখির মুখের মতো সুন্দর পলাশ ফুলে কি ছিন্ন হয় নি? কর্ণিকার ফুলে কি দগ্ধ হয় নি? তবে কেন এই কোকিল অনবরত মধুর রবে আবার তাদের হৃদয়কে আঘাত করছে?[১২] ॥ ২০ ॥

আনন্দে মুখর পুরুষকোকিলের অব্যক্ত মধুর স্বরে এবং মত্ত ভ্রমরের উন্মদ-মধুর গুঞ্জনে বিনয় ও লজ্জায় অবনত বধূদের হৃদয় শ্বশুরগৃহেও ক্ষণে ক্ষণে আকুল হয়ে ওঠে ॥ ২১ ॥

বসন্তে শিশিরপাত বন্ধ হওয়ায় বাতাস মনোরম। সে-বাতাস সহকারতরুর কুসুমিত শাখাগুলি কম্পিত করে, কোকিলের কুহুধ্বনি দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় এবং পুরুষের হৃদয় হরণ করে ॥ ২২ ॥

বিলাসবতী বধূর হাসির মতো সাদা কুন্দফুলে উদ্ভাসিত মনোহর কাননগুলি অনুরাগশূন্য মুনির চিত্তকেও হরণ করে, বাসনামলিন যুবকদের চিত্তকে তো আগেই হরণ করেছে[১৩] ॥ ২৩ ॥

বসন্তকালে রমণীদের স্বর্ণমেখলা আলম্বিত, স্তনদেশে হার শোভিত এবং দেহযষ্টি কন্দর্পের প্রভাবে শিথিল। কোকিল ও ভ্রমরের সুমধুর গুঞ্জনের প্রভাবে সেই-রমণীরা পুরুষের হৃদয় প্রবলভাবে আকর্ষণ করে[১৪] ॥ ২৪ ॥

যাদের প্রান্তভাগ বিবিধ মনোহর পুষ্পবৃক্ষে শোভিত, যাদের সানুদেশ আনন্দিত কোকিলের কুহুরবে মুখরিত, যাদের শিলাতলগুলি সারি সারি শৈলেয়বৃক্ষে আচ্ছাদিত সেই পর্বতগুলি দেখে সকলে আনন্দ পায়[১৫] ॥ ২৫ ॥

স্ত্রীর বিচ্ছেদে যার হৃদয় কাতর সেই পথিক কুসুমিত সহকারতরু দেখে চোখ বোজে, কেঁদে ওঠে, শোক করে, হাত দিয়ে নাক বন্ধ করে এবং উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করে ॥ ২৬ ॥

উন্মত্ত ভ্রমর ও কোকিলের ঝঙ্কারে এবং কুসুমিত আম্র ও কর্ণিকার তরুতে রমণীয় বসন্তকাল মানিনীদের অন্তরে মদনকে উদ্দীপিত করার জন্যে যেন অতি তীক্ষ্ণ শরের আঘাত হানে ॥ ২৭ ॥

সুন্দর আম্রমঞ্জরী যার উৎকৃষ্ট বাণ, সুন্দর পলাশফুল যার ধনুক, ভ্রমরশ্রেণী যার ধনুকের গুণ, চাঁদ যার নিষ্কলঙ্ক শ্বেতছত্র, মলয় বাতাস যার মত্ত হাতি, কোকিল যার বৈতালিক সেই ভুবনবিজয়ী বসন্তসখা অনঙ্গ বার বার তোমাদের মঙ্গল করুন ॥ ২৮ ॥

॥ শ্রীকালিদাস রচিত ঋতুসংহার-কাব্যে বসন্তবর্ণনা-নামে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥

॥ ঋতুসংহার-কাব্য সমাপ্ত ॥

প্রথম সর্গ

১. **সদাবগাহক্ষমবারিসঞ্চয়ঃ**—নির্ণয়সাগর সংস্করণে ক্ষম-শব্দের পরিবর্তে ক্ষত-শব্দের পাঠ আছে। কিন্তু গ্রীষ্মে জলাশয়ের জল অনবরত স্নানের ফলে ক্ষয়লাভ করে এরকম অর্থ কষ্টকল্পনাপ্রসূত। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মকালে জলাশয়ে অবগাহন সকল সময়েই সুখপ্রদ—এরকম অর্থ আরও বাস্তবোচিত। গ্রীষ্মের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কালিদাসের এজাতীয় কল্পনা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও দেখা যায়। যেমন শকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনা অংশের তৃতীয় শ্লোকে আছে ঃ—

সুলভসলিলাবগাহাঃ·········পরিণামরমণীয়াঃ ॥

এই সব কারণে ক্ষত-শব্দের পরিবর্তে ক্ষম-শব্দের পাঠান্তরটি আরও যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় গৃহীত হয়েছে।

২. **জলযন্ত্রমন্দিরম্**—ধারাগৃহ—যার মধ্যে কৃত্রিম জলের ফোয়ারা আছে।

মণিপ্রকারাঃ—নানাপ্রকার মণি। এখানে চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি উত্তাপনাশক মণিকে বোঝানো হয়েছে।

শুচৌ—শুচি-শব্দ কালবাচক গ্রীষ্ম এবং আষাঢ়—এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রসঙ্গ-অনুসারে গ্রীষ্মকে বোঝানো হয়েছে।

৩ এখানে রাজপরিবারের অথবা ধনাঢ্য পরিবারের বিলাসব্যসনে মত্ত দম্পতির কথা বলা হয়েছে। সাধারণ গৃহস্থবধূ গ্রীষ্মের রাত্রিতে একত্রে বসে স্বামীর হাতে সুরাপাত্র তুলে দেয়—এরকম কল্পনা বাস্তবোচিত নয়। অথবা প্রিয়া-শব্দের অর্থ এখানে বিলাসিনী গণিকা। মধু—সুরা।

৪. **কষায়**—প্রসাধনসামগ্রী বা অঙ্গরাগ অর্থে প্রযুক্ত। বিশ্বকোষে কষায়-শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে—"কষায়ো রসভেদে স্যাদঙ্গরাগে বিলেপনে।"

৫. কামদেব যেন রাজা। বৈতালিক বিবিধ উপচারে রাজার নিদ্রাভঙ্গ করে। সুগন্ধ পাখার বাতাস, সুমধুর বীণার সঙ্গীত—এগুলিও যেন কামদেবের নিদ্রাভঙ্গের উপচার।

৬. ধবল অট্টালিকায় সুখসুপ্ত রমণীর নিষ্কলঙ্ক মুখচ্ছবি সারারাত্রি নিরীক্ষণ করে আপন সৌন্দর্যের নিশ্চিত পরাভব উপলব্ধি করে লজ্জায় ম্রিয়মাণ চাঁদ রাত্রিশেষে পাণ্ডুর হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের সৌন্দর্যে পরাভূত চাঁদ যেন ঈর্ষাকাতর। শ্লোকটির চতুর্থ পাদে ছন্দপতন আছে। ছন্দের নিয়মে যাতি-র তি লঘু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সংযুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ হওয়ায় এটি গুরু হয়েছে।

৭. প্রিয়াবিচ্ছেদের বহ্নিতে যার হৃদয় দগ্ধ সেই বিরহী প্রেমিকের অন্তরেও জ্বালা বাইরেও জ্বালা—অন্তরে বিরহের জ্বালা, বাইরে গ্রীষ্মের জ্বালা।

৮. কাজল-কালো মেঘকে জলাশয় ভেবে পিপাসার্ত হরিণ তার দিকে জলের আশায় ছুটে চলে। এখানে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার। কবিকল্পনায় এক বস্তুতে সদৃশ বস্তুর যে-ভ্রম তার কাব্যরূপ ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কারের বিষয়।

৯. গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে বিপর্যস্ত প্রাণিকুল খাদ্য-খাদক বা ঘাত্য-ঘাতক সম্পর্ক বিস্মৃত হয়েছে। একজন ঘাতককে দেখেও ভয় পায় না, অন্যজন ঘাত্যকে

দেখেও বা কাছে পেয়েও সংহার করে না।

১০ শ্লোকটির অর্থ ১৩নং শ্লোকের অর্থের পরিপূরক। দুটি শ্লোকেই সিংহ এবং হাতির সম্পর্কের বিপর্যয় দেখানো হয়েছে। ভাবের সম্বন্ধ বা নৈকট্য বজায় রাখার জন্যে শ্লোক দুটি পরপর থাকলে ভালো হত।

১১. শূকরেরা খাদ্য সংগ্রহের জন্যে পুকুরের কাদা খোঁড়ে। কবির কল্পনা—তারা যেন সূর্যের উত্তাপের জ্বালা থেকে মুক্ত হবার জন্যে রসাতলে প্রবেশের চেষ্টা করে।

১২ এখানেও গ্রীষ্মতাপে ভেক এবং সাপের মধ্যে খাদ্য-খাদকভাবের অবলুপ্তি দেখানো হয়েছে। রৌদ্রের জ্বালায় অস্থির ভেক ভুলে যায় সাপ তার খাদক। সাপের মাথায় মণি সূর্যের কিরণে ঝলসে ওঠে আগুনের মতো। ফলে বিষের জ্বালা, অগ্নিময় মণির জ্বালা আর রৌদ্রের জ্বালা—এই তিনের জ্বালায় অস্থির সাপ ভুলে যায় ভেক তার খাদ্য।

অর্থের সম্বন্ধ বজায় রাখার জন্যে ১৮ এবং ২০শ শ্লোক দুটি পরপর পঠিত হওয়া উচিত ছিল। দুটি শ্লোকেই সর্প এবং ভেকের সম্পর্কের বিপর্যয় দেখানো হয়েছে।

১৩ **গবয়**—এক জাতীয় বন্য প্রাণী, দেখতে অনেকটা গোরুর মতো।

শরভ—আট-পা ওয়ালা সিংহঘাতী একপ্রকার বন্য জন্তু।

১৪. ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭নং শ্লোকে মহাকবি ভাস-রচিত পঞ্চরাত্র নাটকের প্রথম অঙ্কের অগ্নি-দুর্ঘটনা-অংশের ছায়াপাত আছে।

দ্বিতীয় সর্গ

১. প্রার্থনা পূরণ করায় রাজা প্রার্থিজনের প্রিয়, আর শৃঙ্গারের পরিবেশ রচনা করায় বর্ষাকাল কামুক লোকের প্রিয়।

২ গর্ভবতী রমণীর স্তনের অগ্রভাগ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

৩. চাতক পাখি আকাশে থেকেই ঊর্ধ্বমুখে মেঘের জল গ্রহণ করে।

৪ মেঘের সঙ্গে কামদেবের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

৫. **বৈদূর্য**—নীলকান্তমণি।

শুক্লেতর—রঙীন।

ইন্দ্রগোপক—একজাতীয় লাল পোকা। বর্ষণাধিপতি ইন্দ্র এদের রক্ষাকর্তারূপে কল্পিত।

৬. বর্ষার আগমনে ময়ূর আনন্দে পেখম বিস্তার করে নৃত্য করে।

৭ প্রবল বেগে দুই পাড়ের গাছপালা ভাসিয়ে নিয়ে চলে বর্ষাকালীন নদী। দুষ্টা রমণীও পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল—দুই কুলের আত্মীয়জনকে সবলে নিয়ে যায় রসাতলে। নদী সৃষ্টি করে ঘূর্ণিপাক। কামনার জোয়ারে উচ্ছলিতা দুষ্টা নারীও আপন ভ্রান্তিতে ঘুরে মরে। নদীর জল মলিন, দুষ্টা নারীর লাবণ্যরসের ধারা আবিলতায় পূর্ণ।

৮. বিন্ধ্যপর্বতের বনানীর বর্ণনার মধ্যে ঐ অঞ্চলের প্রতি কবির আত্মীয়তা-বোধ বা

বিশেষ পরিচয় সূচিত হয়। সমগ্র ঋতুসংহারে বিন্ধ্যপর্বত ছাড়া আর কোনো স্থান বা দেশের উল্লেখ নেই।

৯. **স্থলী**—প্রাকৃতিক অঞ্চল, কৃত্রিম অঞ্চলকে বলে স্থলা।

১০. **অভিসারিকা**—'কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং সাভিসারিকা'—অমরকোষ।

১১. **নিরন্তরম্**—যে আলিঙ্গনে কোনো অন্তর বা ব্যবধান নেই অর্থাৎ গভীরভাবে।
কৃতাপরাধান্—অপরাধ বলতে এখানে অপর কোনো নায়িকার সান্নিধ্যগ্রহণ।

১২. তৎকালে প্রোষিতভর্তৃকা রমণীর মালা, চন্দন, আভরণ প্রভৃতি বর্জন করার সংস্কার ছিল।

১৩. বর্ষার জলের গতি এবং সাপের গতির তুলনা খুবই সুন্দর এবং সার্থক। বেগবতী নদীর জল এবং সাপ দুইই মণ্ডূকের ভয়ের কারণ।

১৪. বর্ষার নতুন মেঘের গর্জনে আনন্দিত ময়ূর কলাপ বিস্তার করে। তার সেই কলাপ পদ্মের পাতার মতো বিস্তৃত এবং নীলবর্ণ। বর্ষায় পদ্মের পাতা এবং ফুল নষ্ট হয়ে যায়। তাই পদ্মমধুর আগ্রহে ভ্রমর বর্ষায় ময়ূরের পেখমকেই পদ্মপাতা মনে করে তার উপরে বসে। কবিকল্পনাটি অত্যন্ত চমৎকার। এখানেও ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার।
বিপত্রপুষ্পাম্—পত্র এবং পুষ্প যার 'বি' অর্থাৎ বিগত হয়েছে।

১৫. নতুন মেঘের গর্জন শুনে হাতির মনে হয়—এ যেন প্রতিস্পর্ধী অন্য-কোনো হাতির গর্জন।
মদবারিভিঃ—উত্তেজিত পুরুষ-হাতির গণ্ডস্থল থেকে উৎকট গন্ধযুক্ত একপ্রকার রস পড়ে। সেই রসকে মদজল বা মদবারি বলা হয়।

১৬. প্রথম পাদের দুটি পাঠান্তর আরও যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। পাঠান্তর দুটি যথাক্রমে—'সতোয়নম্রাম্বুদচুম্বিতোপলাঃ' এবং 'নীলোৎপলাভাম্বুদচুম্বিতো-পলাঃ'। বর্ষাকালীন মেঘ বা বারিবর্ষণের সঙ্গে শ্বেতপদ্মের সাদৃশ্য কল্পনা দুরূহ। পক্ষান্তরে জলের ভারে অবনত মেঘের পক্ষে পাহাড়ের শিলা স্পর্শ করার কল্পনা আরও সহজ এবং পরিষ্কার। নীল পদ্মের সঙ্গে বর্ষাকালীন মেঘের সাদৃশ্য কল্পনাও অপেক্ষাকৃত সহজ।

১৭. বর্ষাকালীন বায়ুপ্রবাহের তিনটি গুণ দ্যোতিত হয়েছে—মৃদুতা, সৌরভ এবং শীতলতা।

১৮. শ্লোকটিতে অভিজাত পরিবারের নবীন দম্পতীর বিলাসব্যসনের চিত্র পাওয়া যায়।
অবতংস—মাথা এবং কানের অলঙ্কার।
সশীধুভিঃ—শীধু-শব্দের অর্থ মদিরা বা সুরা। কামিনীরা সুরা পান করায় তাদের মুখের বিশেষণরূপে এটি প্রযুক্ত হয়েছে।

১৯. এখানে পরকীয়া রমণীর কথা বলা হয়েছে। আত্মীয় রমণীর সান্নিধ্য প্রবাসী পুরুষের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। নিসর্গপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতি দুয়েরই শোভা প্রবাসী পথিকের হৃদয়কে বিচ্ছেদের বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। মেঘের শোভার মধ্যে রমণীর শোভার ছায়াপাতের ইঙ্গিত আছে।

২০. **কালাগুরু**—একপ্রকার কৃষ্ণচন্দন।

গুরুগেহাৎ—শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের কক্ষ। সন্ধ্যায় গুরুজনের সেবা করা কুলবধূর কর্তব্য।

২১. বনপ্রকৃতিকে জীবন্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ষাকালে বনে বনে আনন্দের ঘনঘটা। ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে কদমগাছ। ঐ ফুলের বাহার যেন বনগুলির নির্মল আনন্দের উচ্ছলতা। বাতাসে গাছের ডালে মৃদু আন্দোলন। ঐ আন্দোলন যেন বনের মনোহর নৃত্য। কেতকীফুলের কাঁটা যেন কাঁটা নয়, সে যেন বনের দন্তবিকশিত হাসি।

২২. নায়ক যেমন প্রিয়তমাকে বিবিধ আভরণের উপহার দেয় মেঘও তেমনি বধূদের অলঙ্কারের উপযোগী বিবিধ কুসুমসামগ্রী উপহার দিয়ে নায়কোচিত কাজ করে।

২৩. বলি—সুন্দরী রমণীর উদরের তিনটি রেখা—যার নাম ত্রিবলি। ঐ রেখা নারীর সৌন্দর্যের লক্ষণ। রেখা তিনটিকে কামদেবের অবতরণের ধাপ কল্পনা করা হয়।

২৪. বিন্ধ্যপর্বত আশ্রয়দান করেছে—এই উপকারের প্রতিদানেই মেঘ যেন জল-বর্ষণে বিন্ধ্যপর্বতের তাপ দূর করে এবং আনন্দ দেয়।

২৫. তরুবিটপলতানাং-এর স্থলে নতবিটপলতানাং—পাঠান্তরটি আরও যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়। কারণ, তরু এবং বিটপ সমার্থক হওয়ায় যে-কোনো একটি নিরর্থক হয়ে পড়ে। নতশব্দের প্রয়োগে সেই নিরর্থকতা থাকে না। গ্রীষ্মের দাবদাহে ও ঝটিকাপ্রবাহে অবনত তরুলতার অচঞ্চল মিত্র এই বর্ষাকাল।

তৃতীয় সর্গ

১. সপ্তচ্ছদ—সপ্তপর্ণ বা ছাতিম গাছ। এর প্রত্যেক ডালে সাতটি করে পাতা।

২. নারীর সঙ্গে নদীর সাদৃশ্যকল্পনা কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকের চতুর্থ অঙ্কেও দেখা যায়। 'তরঙ্গভ্রূভঙ্গা···পরিণতা।' (শ্লোক ২৫)

অণ্ডজ—জন্ম অনুসারে প্রাণীদের চারটি শ্রেণী—জারজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ এবং স্বেদজ। অণ্ড অর্থাৎ ডিম থেকে উৎপন্ন হয় বলে পাখিদের অণ্ডজ বলা হয়।

৩. কোবিদার—কাঞ্চন ফুলের গাছ। এ গাছের দুটিমাত্র পাতা এবং রোমের মতো ফুল।

৪. কারণ্ডব—বালিহাঁস।

৫. চাঁদ স্বভাবতঃ আহ্লাদক। কিন্তু বর্ষায় প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার কাছে সেই চাঁদ দাহতে পরিণত হয়।

শীকর-শব্দের অর্থ জলকণা। দু-বার বারি-শব্দের প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। আধিক্য বা স্পষ্টার্থ প্রতিপাদনের তাৎপর্যে এই পুনরুক্তি সহ্য করা যেতে পারে।

৬. শরতের শীতল, সুরভি এবং মন্দ বাতাসে শুধু জড়প্রকৃতিই চঞ্চল নয়, চঞ্চল হয়ে ওঠে যুবকের প্রেমিক হৃদয়ও।

উৎফুল্লপঙ্কজবনাং—এখানে বন-শব্দের অর্থ জল।

৭. সহসা—আকস্মিক এবং তাৎকালিক—এই উভয় অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হয়।

হলায়ুধের উক্তি—'আকস্মিকার্থে সহসা তৎকালে চ নিগদ্যতে।'

৮. বর্ষাকালে ময়ূরেরা মেঘের আশায় ঊর্ধমুখে আকাশ নিরীক্ষণ করে। বর্ষার শেষে শরৎকালে মেঘের জন্যে তাদের আর সেই আকুলতা থাকে না।
বলভিৎ—বলনামক অসুরকে হত্যা করায় ইন্দ্রের অপর নাম বলভিৎ।

৯. কদম্ব ও নীপ প্রায় সমার্থক শব্দ। নীপ-শব্দে এখানে ধূলিকদম্ব বা রক্ত-কদম্ব বুঝতে হবে। বিশ্বকোষে আছে—'নীপো ধূলিকদম্বে স্যাৎ।'
কুটজ-শব্দের অমরকোষে প্রতিশব্দ দেওয়া আছে—শক্রঃ।

১০. সকালবেলায় কহ্লার, পদ্ম এবং কুমুদ ফুলের স্পর্শে বাতাস সুরভিত এবং শীতল। গাছের পাতায় শীতল শিশিরকণার স্পর্শ পেয়ে ঐ শীতল বাতাস আরও বেশি শীতল হয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। শিশির-ঝরা গাছের পাতার মৃদু আন্দোলন যেন ঐ বাতাসেরই শীতের অস্থিরতা। তা প্রেমিক-হৃদয়ে উৎকণ্ঠার অস্থিরতা জাগিয়ে তোলে।
শ্লোকটির চতুর্থ পাদে পাঠান্তর আছে—'পত্রান্তলগ্নতুহিনানি হরংস্তরূণাম্।' এই পাঠান্তরে শ্লোকার্থ আরও সরল হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ছন্দের লঘু-গুরু নিয়ম যথাযথ পালিত না হওয়ায় ছন্দপতন ঘটে।
কহ্লারম্—'সন্ধ্যাবিকাসী শুক্লসরোজঃ' অর্থাৎ সন্ধ্যায় প্রস্ফুটিত হয় যে শ্বেত-পদ্ম। অমরকোষে প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে সৌগন্ধিক।

১১. **সীমা**—ক্ষেত্র অর্থে প্রযুক্ত। 'সীমা ঘাটে স্থিতৌ ক্ষেত্রে'—বিশ্বকোষ।

১২ রমণীর মৃদু হাসি এবং চাঁদ এখানে তুলিত হয়েছে।

১৩ **মরকতমণি**—অপর নাম নীলকান্তমণি।
রাজহংসস্থিতানাম্—ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগ স্থিতরাজহংসানাম্।

১৪. রঘুবংশের চতুর্থ সর্গের ২১ এবং ২৮নং শ্লোকের বর্ণনার সঙ্গে মিল আছে।

১৫. যার প্রিয়তম বিদেশে সেই নায়িকার হাসি যেমন ম্লান, চাঁদের অস্তাচল-গমনে বিকশিত কুমুদফুলও তেমনি মলিন হয়ে যায়।

১৬. ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার।

১৭. এখানে ভাবী হেমন্তকালের সূচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ সর্গ

১ **লোধ্র**—লোধ গাছ (Symplocos racemosa)

২. **হার**—মুক্তাগুচ্ছ! "হারো মুক্তাবলো যুধি"—মেদিনী।

৩. হেমন্তের শীতে বলয় ও অঙ্গদ অলঙ্কার শীতল হয়ে যায়। শৈত্য পরিহারের জন্য রমণীরা এই অলঙ্কারগুলি এবং সূক্ষ্ম বসন বর্জন করে।

৪. **পত্রলেখা**—রমণীদের প্রসাধনের অঙ্গ হিসেবে মুখমণ্ডলে চন্দনের রেখাচিত্র অঙ্কনের রীতি আছে। একে পত্রাবলি, পত্রভঙ্গ বা অলকাতিলকাও বলা হয়।

৫. **কাদম্ব**—রাজহংস।

৬. **নিঃশ্বাসবাতৈঃ সুরভীকৃতাঙ্গঃ**—ব্যাকরণসম্মত পদ নিঃশ্বাসবাতসুরভীকৃতাঙ্গঃ।

৭. **কূর্পাসক**—চোলবস্ত্র বা কাঁচুলি। "চোলঃ কূর্পাসকোঽস্ত্রিয়াম্"—অমরকোষ।

৮. **অভ্যঞ্জনং**—সুগন্ধি তৈলাদির প্রলেপ।

পঞ্চম সর্গ

১. আনন্দদায়ক সামগ্রী আছে, কিন্তু আনন্দ নেই। এখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার।
২. **জিহ্মভূষিতা**—কুৎসিতভাবে সজ্জিত।
২. রমণীর বেশবিন্যাস যেন তার নিজের অঙ্গসজ্জার জন্যে নয়, পরম আদরে শীতকালকেই যেন সে সাজিয়ে দেয়। নারীপ্রকৃতির প্রসাধন যেন শীতকালীন নিসর্গপ্রকৃতিরই প্রসাধন। নারীবেশের বাহার যেন শীতকালেরই বাহার।
কৌশেয়ক—ক্ষৌমবস্ত্র বা রেশমী কাপড়।
৪. **পিঞ্জর**—পীতবর্ণ।
৫. শীতের রাত্রিতে অভিজাত পরিবারের দম্পতী সুরাপানের বিলাসিতায় মগ্ন। নায়িকা পদ্মিনী, তাই তার নিঃশ্বাস সুগন্ধ।
সুগন্ধিনিঃশ্বাসবিকম্পিতোৎপলম্—সুরাপাত্রের উপরিভাগে পদ্ম আছে, নায়িকার নিঃশ্বাসে সেই পদ্ম কাঁপে।
৬ নারী কেবলমাত্র রতিক্রিয়ার সামগ্রী নয়, নারী গৃহের সৌন্দর্য—সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর প্রতিমা। নারীপ্রকৃতির মনোরম এই রূপটি এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।
৭. মেঘদূতের উত্তরমেঘের ১৫নং শ্লোকের সঙ্গে মিল আছে। সেখানে আছে—"শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্।"
সুরতসময়বেষো—সুরতসময়বেষম্ হওয়া উচিত। পাঠান্তর আছে—'সুরতশয়নবেষম্' এবং 'সুরতসময়খেদম্' (

ষষ্ঠ সর্গ

১. **পবনঃ সুগন্ধিঃ**—বাতাসের গন্ধ তার স্বভাবজাত নয়। সুতরাং পবনঃ সুগন্ধঃ—এইরকম পাঠই ব্যাকরণসম্মত।
২. বসন্তে যুবতীরা দীঘিতে জলকেলি করে, কটিদেশে মণিময় মেখলা ধারণ করে, রাত্রিতে চাঁদের আলো উপভোগ করে, আম্রমুকুলে কানের অলঙ্কার রচনা করে। যুবতী-সান্নিধ্যের এই সৌভাগ্য বসন্তেরই দান। সৌভাগ্য যুবতীকুলেরও কম নয়। বসন্তেই তারা অতিমাত্রায় দয়িতের আদর-সোহাগ লাভ করে।
৩. **রক্তাংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগগৌরৈঃ**—কুঙ্কুমের রাগে পীতবর্ণ রক্তবস্ত্র অর্থাৎ লাল কাপড়ে কুঙ্কুমের হলুদ বর্ণের ছাপ। রক্তাংশুকৈঃ-এর পরিবর্তে পাঠান্তর আছে তন্বংশুকৈঃ। তার অর্থ কুঙ্কুমের রাগে হলুদ সূক্ষ্ম বসন। পাঠান্তরটি আরও বেশি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়।
৪. **অঙ্গদ**—সাধারণতঃ এটি পুরুষের হাতের অলঙ্কার বোঝায়।
৫. বিলাসিনী রমণীর মুখকমলে পত্রাবলি আঁকা। তার মধ্যে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দেখায় যেন অজস্র রত্নের মধ্যে মধ্যে মুক্তো। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে পাঠান্তর আছে—"স্তনান্তরে মৌক্তিকসঙ্গজাতঃ স্বেদোদ্গমো বিস্তরতামুপৈতি॥"
৬. বসন্ত শৃঙ্গারের ঋতু। তাই নায়কের কাছে থাকা সত্ত্বেও নায়িকার মনে ক্ষণে ক্ষণে বিরহের উৎকণ্ঠা।
৭. কামিনীর অঙ্গে অঙ্গে কামদেবের অবস্থান। তিনি যে বসন্তের প্রভু।

৮· **প্রিয়ঙ্গু**—একপ্রকার লতা।
কালীয়ক—জায়কফল।

৯ পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্লোকটির চতুর্থ চরণে পাঠ গ্রহণ করেছেন—ধত্তেঽঙ্গনা কামমদালসাঙ্গী। প্রচলিত পাণ্ডুলিপিগুলিতে ঐ পাঠ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ লাক্ষারসে রঞ্জিত এবং সুগন্ধি ধূপে সুবাসিত সূক্ষ্ম বসন পরিধানের উল্লেখ থাকায় তিনি পুরুষবাচক পদের প্রয়োগ অযৌক্তিক মনে করেছেন।

ঋতুসংহারের ছত্রে ছত্রে অভিজাত দম্পতির বিলাসব্যসনের চিত্র। নায়িকা বিলাসিনী কামিনী, নায়ক কামসর্বস্ব ব্যসনী। অভিজাত মানবসমাজের আচার-আচরণ বসন-ভূষণ সবই স্বতন্ত্র। সময় এবং অবস্থা অনুসারে বসন পরিবর্তনের নিয়ম নারী এবং পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সেখানে সমান। সুতরাং প্রচলিত পাঠটি বর্জন বা পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

১০, ঋতুরাজের প্রভাবে কেবল মানুষ নয়, ইতর প্রাণীরাও প্রেমাকুল হয়ে ওঠে।

১১· আগাগোড়া প্রবালের মতো ঈষৎ রক্তবর্ণ অশোকের ফুল। তা দেখে যুবকের চিত্ত বিরহবেদনায় আকুল। যার নাম অশোক সেই আজ শোকের কারণ। বিরোধাভাস অলঙ্কার।

১২· কোকিলের মধুর স্বর যুবকের চিত্ত হরণ করে নেয়। এ কেমন করে সম্ভব? তাহলে কি শুকপাখির মুখের মতো লাল পলাশফুলের ধারায় সে হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয় নি? অথবা পলাশফুলের কথা বাদ দিলাম। লাল কর্ণিকার ফুলের সৌন্দর্যের দহনেও সে হৃদয় কি তবে দগ্ধ হয় নি? তাই কি কোকিল সুযোগ বুঝে তার মধুর সঙ্গীতের সুরে প্রলুব্ধ করে যুবকের চিত্তকে হরণ করে নিয়ে যায় কল্পলোকে তার দয়িতার রাজ্যে?

১৩· চতুর্থপাদের পাঠান্তরটি অত্যন্ত সুন্দর—"প্রায়েণ রাগচলিতানি মনাংসি পুংসাম্।" বাক্যটি ভাবগর্ভ এবং শ্লোকার্থেরও সঙ্গতির বাহক। সমগ্র ঋতুসংহারে আর কোথাও কালিদাসের কোনো ভাবগর্ভ উক্তি নেই, অথচ তাঁর অন্যান্য কাব্যে এই জাতীয় ভাবগর্ভ বাক্য অজস্র। সাধারণ সত্যের উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে অর্থান্তরন্যাস অলংকার সৃষ্টি কালিদাসীয় রচনার বৈশিষ্ট্য। পাঠান্তরটি গৃহীত হলে কালিদাসীয় রচনার এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হবে।

১৪· **মাসে মধৌ**—চৈত্রমাসে অর্থাৎ বসন্তকালে।

১৫· **শৈলেয়**—একরকম পাহাড়ী গাছ।

ঋতুসংহারম্

প্রথমঃ সর্গঃ

গ্রীষ্মঃ

প্রচণ্ডসূর্যঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষমবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥

নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ ক্বচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং শুচৌ প্রিয়ে যান্তি জনস্য সেব্যতাম্ ॥ ২ ॥

সুবাসিতং হর্ম্যতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রিগীতং মদনস্য দীপনং শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ ॥ ৩ ॥

নিতম্ববিম্বৈঃ সদুকূলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ।
শিরোরুহৈঃ স্নানকষায়বাসিতৈঃ স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়ন্তি কামিনাম্ ॥ ৪ ॥

নিতান্তলাক্ষারসরাগরঞ্জিতৈর্নিতম্বিনীনাং চরণৈঃ সনূপুরৈঃ।
পদে পদে হংসরুতানুকারিভির্জনস্য চিত্তং ক্রিয়তে সমন্মথম্ ॥ ৫ ॥

পয়োধরাশ্চন্দনপঙ্কচর্চিতাস্তুষারগৌরার্পিতহারশেখরাঃ।
নিতম্বদেশাশ্চ সহেমমেখলাঃ প্রকুর্বতে কস্য মনো ন সোৎসুকম্ ॥ ৬ ॥

সমুদ্‌গতস্বেদচিতাঙ্গসন্ধয়ো বিমুচ্য বাসাংসি গুরূণি সাম্প্রতম্।
স্তনেষু তন্বংশুকমুন্নতস্তনা নিবেশয়ন্তি প্রমদাঃ সযৌবনাঃ ॥ ৭ ॥

সচন্দনাম্বুব্যজনোদ্ভবানিলৈঃ সহারযষ্টিস্তনমণ্ডলার্পণৈঃ।
সবল্লকীকাকলিগীতনিস্বনৈর্বিবোধ্যতে সুপ্ত ইবাদ্য মন্মথঃ ॥ ৮ ॥

সিতেষু হর্ম্যেষু নিশাসু যোষিতাং সুখপ্রসুপ্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ।
বিলোক্য নূনং ভৃশমুৎসুকশ্চিরং নিশাক্ষয়ে যাতি হ্রিয়েব পাণ্ডুতাম্ ॥ ৯ ॥

অসহ্যবাতোদ্ধতরেণুমণ্ডলা প্রচণ্ডসূর্যাতপতাপিতা মহী।
ন শক্যতে দ্রষ্টুমপি প্রবাসিভিঃ প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ ॥ ১০ ॥

মৃগাঃ প্রচণ্ডাতপতাপিতা ভৃশং তৃষা মহত্যা পরিশুষ্কতালবঃ।
বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতা নিরীক্ষ্য ভিন্নাঞ্জনসন্নিভং নভঃ ॥ ১১ ।

সবিভ্রমৈঃ সস্মিতজিহ্মবীক্ষিতৈর্বিলাসবত্যো মনসি প্রবাসিনাম্।
অনঙ্গসন্দীপনমাশু কুর্বতে যথা প্রদোষাঃ শশিচারুভূষণাঃ ॥ ১২ ॥

রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং বিদহ্যমানঃ পথি তপ্তপাংশুভিঃ।
অবাঙ্‌মুখো জিহ্মগতিঃ শ্বসন্ মুহুঃ ফণী ময়ূরস্য তলে নিষীদতি ॥ ১৩ ॥

তৃষা মহত্যা হতবিক্রমোদ্যমঃ শ্বসন্ মুহুর্দূরবিদারিতাননঃ।
ন হন্ত্যদূরেঽপি গজান্ মৃগেশ্বরো বিলোলজিহ্বশ্চলিতাগ্রকেসরঃ ॥ ১৪ ॥

বিশুষ্ককণ্ঠোদ্‌গতশীকরাম্ভসো গভস্তিভির্ভানুমতোঽনুতাপিতাঃ।
প্রবৃদ্ধতৃষ্ণোপহতা জলার্থিনো ন দন্তিনঃ কেসরিণোঽপি বিভ্যতি ॥ ১৫ ॥

হুতাগ্নিকল্পৈঃ সবিতুর্গভস্তিভিঃ কলাপিনঃ ক্লান্তশরীরচেতসঃ।
ন ভোগিনং ঘ্নন্তি সমীপবর্তিনং কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম্ ॥ ১৬ ॥

সভদ্রমুস্তং পরিশুষ্ককর্দমং সরঃ খনন্নায়তপোত্রমণ্ডলৈঃ।
রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং বরাহযূথো বিশতীব ভূতলম্ ॥ ১৭ ॥

বিবস্বতা তীক্ষ্ণতরাংশুমালিনা সপঙ্কতোয়াৎ সরসোঽভিতাপিতঃ।
উৎপ্লুত্য ভেকস্তৃষিতস্য ভোগিনঃ ফণাতপত্রস্য তলে নিষীদতি ॥ ১৮ ॥

সমুদ্ধৃতাশেষমৃণালজালকং বিপন্নমীনং দ্রুতভীতসারসম্।
পরস্পরোৎপীড়নসংহতৈর্গজৈঃ কৃতং সরঃ সান্দ্রবিমর্দকর্দমম্ ॥ ১৯ ॥

রবিপ্রভোদ্ভিন্নশিরোমণিপ্রভো বিলোলজিহ্বাদ্বয়লীঢ়মারুতঃ।
বিষাগ্নিসূর্যাতপতাপিতঃ ফণী ন হন্তি মণ্ডূককুলং তৃষাকুলঃ ॥ ২০ ॥

সফেনলোলায়তবক্ত্রসম্পুটং বিনিঃসৃতালোহিতজিহ্বমুন্মুখম্।
তৃষাকুলং নিঃসৃতমদ্রিগহ্বরাদবেক্ষমাণং মহিষীকুলং জলম্ ॥ ২১ ॥

পটুতরদবদাহোচ্ছুষ্কশস্যপ্ররোহাঃ পরুষপবনবেগোৎক্ষিপ্তসংশুষ্কপর্ণাঃ।
দিনকরপরিতাপক্ষীণতোয়াঃ সমন্তাদ্ বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষ্যমাণা বনান্তাঃ ॥ ২২ ॥

শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণপর্ণদ্রুমস্থঃ কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রের্নিকুঞ্জম্।
ভ্রমতি গবয়যূথঃ সর্বতস্তোয়মিচ্ছঞ্ছরভকুলমজিহ্মং প্রোদ্ধরত্যম্বু কূপাৎ ॥ ২৩ ॥

বিকচনবকুসুম্ভস্বচ্ছসিন্দূরভাসা প্রবলপবনবেগোদ্ভূতবেগেন তূর্ণম্।
তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গনব্যাকুলেন দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন ॥ ২৪ ॥

জ্বলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্বতানাং দরীষু স্ফুটতি পটুনিনাদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু।
প্রসরতি তৃণমধ্যে লব্ধবৃদ্ধিঃ ক্ষণেন গ্লপয়তি মৃগবর্গং প্রান্তলগ্নো দবাগ্নিঃ ॥ ২৫ ॥

বহুতর ইব জাতঃ শাল্মলীনাং বনেষু স্ফুরতি কনকগৌরঃ কোটরেষু দ্রুমাণাম্।
পরিণতদলশাখানুৎপতন্ প্রাংশুবৃক্ষান্ ভ্রমতি পবনধূতঃ সর্বতোঽগ্নির্বনান্তে ॥ ২৬ ॥

গজগবয়মৃগেন্দ্রা বহ্নিসন্তপ্তদেহাঃ সুহৃদ ইব সমেতা দ্বন্দ্বভাবং বিহায়।
হুতবহপরিখেদাদাশু নির্গত্য কক্ষাদ্ বিপুলপুলিনদেশাং নিম্নগাং সংবিশন্তি ॥ ২৭ ॥

কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ
সুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহারঃ।
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো
নিশি সুললিতগীতে হর্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন ॥ ২৮ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে গ্রীষ্মবর্ণনং-নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

বর্ষাকালঃ

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥

নিতান্তনীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ ক্বচিৎপ্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ।
ক্বচিৎগর্ভপ্রমদাস্তনপ্রভৈঃ সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২ ॥

তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ।
প্রয়ান্তি মন্দং বহুধারবর্ষিণো বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ ॥ ৩ ॥

বলাহকাশ্চাশনিশব্দমর্দলাঃ সুরেন্দ্রচাপং দধতস্তড়িদ্গুণম্।
সুতীক্ষ্ণধারাপতনোগ্রসায়কৈস্তুদন্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্ ॥ ৪ ॥

প্রভিন্নবৈদূর্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলীদলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ ॥ ৫ ॥

সদা মনোজ্ঞাম্বুদনাদসোৎসুকং বিভাতি বিস্তীর্ণকলাপশোভিতম্।
সবিভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং প্রবৃত্তনৃত্যং কুলমদ্য বর্হিণাম্ ॥ ৬ ॥

নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতস্তটদ্রুমান্ প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্মলৈঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুদুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতং পয়োনিধিম্ ॥ ৭ ॥

তৃণোৎকরৈরুদ্গতকোমলাঙ্কুরৈর্বিচিত্রনীলৈর্হরিণীমুখক্ষতৈঃ।
বনানি বৈন্ধ্যানি হরন্তি মানসং বিভূষিতান্যুদ্গতপল্লবৈদ্রুমৈঃ ॥ ৮ ॥

বিলোলনেত্রোৎপলশোভিতাননৈর্মৃগৈঃ সমন্তাদুপজাতসাধ্বসৈঃ।
সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলী সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ ॥ ৯ ॥

অভীক্ষ্ণমুচ্চৈর্ধ্বনতা পয়োমুচা ঘনান্ধকারীকৃতশর্বরীষ্বপি।
তড়িৎপ্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ প্রয়ান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

পয়োধরৈর্ভীমগভীরনিস্বনৈস্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিতচেতসো ভৃশম্।
কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্ পরিষ্বজন্তে শয়নে নিরন্তরম্ ॥ ১১ ॥

বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভির্নিষিক্তবিম্বাধরচারুপল্লবাঃ ।
নিরস্তমাল্যাভরণানুলেপনাঃ স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাম্ ॥ ১২ ॥

বিপাণ্ডুরং কীটরজস্তৃণান্বিতং ভুজঙ্গবদ্বক্রগতিপ্রসর্পিতম্ ।
সসাধ্বসৈর্ভেককুলৈর্নিরীক্ষিতং প্রয়াতি নিম্নাভিমুখং নবোদকম্ ॥ ১৩ ॥

বিপত্রপুষ্পাং নলিনীং সমুৎসুকা বিহায় ভৃঙ্গাঃ শ্রুতিহারিনিস্বনাঃ ।
পতন্তি মূঢ়াঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং কলাপচক্রেষু নবোৎপলাশয়া ॥ ১৪ ॥

বনদ্বিপানাং নববারিদস্বনৈর্মদান্বিতানাং ধ্বনতাং মুহুর্মুহুঃ ।
কপোলদেশা বিমলোৎপলপ্রভাঃ সভৃঙ্গযূথৈর্মদবারিভিশ্চিতাঃ ॥ ১৫ ॥

সিতোৎপলাভাম্বুদচুম্বিতোপলাঃ সমাচিতাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ ।
প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ ॥ ১৬ ॥

কদম্বসর্জার্জুনকেতকীবনং বিকম্পয়ংস্তৎকুসুমাধিবাসিতঃ ।
সশীকরাম্ভোধরসঙ্গশীতলঃ সমীরণঃ কং ন করোতি সোৎসুকম্ ॥ ১৭ ॥

শিরোরুহৈঃ শ্রোণিতটাবলম্বিভিঃ কৃতাবতংসৈঃ কুসুমৈঃ সগন্ধিভিঃ ।
স্তনৈঃ সহারৈর্বদনৈঃ সশীধুভিঃ স্ত্রিয়ো রতিং সঞ্জনয়ন্তি কামিনাম্ ॥ ১৮ ॥

তড়িল্লতাশক্রধনুর্বিভূষিতাঃ পয়োধরাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ ।
স্ত্রিয়শ্চ কাঞ্চীমণিকুণ্ডলোজ্জ্বলা হরন্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসিনাম্ ॥ ১৯ ॥

মালাঃ কদম্বনবকেসরকেতকীভিরায়োজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য ।
কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রুমমঞ্জরীভিরিচ্ছানুকূলরচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০ ॥

কালাগুরুপ্রচুরচন্দনচর্চিতাঙ্গ্যঃ পুষ্পাবতংসসুরভীকৃতকেশপাশাঃ ।
শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে শয্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ প্রবিশন্তি নার্যঃ ॥ ২১ ॥

কুবলয়দলনীলৈরুন্নতৈস্তোয়নম্রৈর্মৃদুপবনবিধূতৈর্মন্দমন্দং চলদ্ভিঃ ।
অপহৃতমিব চেতস্তোয়দৈঃ সেন্দ্রচাপৈঃ পথিকজনবধূনাং তদ্বিয়োগাকুলানাম্ ॥ ২২ ॥

মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃ সমস্তাৎ পবনচলিতশাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব ।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিলনিষেকচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ ॥ ২৩ ॥

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং বিকশিতনবপুষ্পৈর্যূথিকাকুড্মলৈশ্চ ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ ॥ ২৪ ॥

দধতি বরকুচাগ্রৈরুন্নতৈর্হারযষ্টিং প্রতনুসিতদুকূলান্যায়তৈঃ শ্রোণিবিম্বৈঃ ।
নবজলকণসেকাদুদ্গতাং রোমরাজিং ললিতবলিবিভঙ্গৈর্মধ্যদেশৈশ্চ নার্যঃ ॥ ২৫ ॥

নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ
কুসুমভরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্ ।
জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ
পরিহরতি নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি ॥ ২৬ ॥

জলভরবিনতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈরয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্ ॥ ২৭ ॥

বহুগুণরমণীয়ঃ কামিনীচিত্তহারী তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি ॥ ২৮ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে প্রাবৃটবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

শরদ্বর্ণনম্

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা ।
আপক্বশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা ॥ ১ ॥

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি ।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ ২ ॥

চঞ্চন্মনোজ্ঞশফরীরশনাকলাপাঃ পর্যন্তসংস্থিতসিতাণ্ডজপঙ্‌ক্তিহারাঃ ।
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা মন্দং প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য ॥ ৩ ॥

ব্যোম ক্বচিদ্রজতশঙ্খমৃণালগৌরৈস্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ ।
সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈঃ রাজেব চামরবরৈরুপবীজ্যমানঃ ॥ ৪ ॥

ভিন্নাঞ্জনপ্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞং বন্ধূকপুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ ।
বপ্রাশ্চ পক্বকলমাবৃতভূমিভাগাঃ প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি ন মনো ভুবি কস্য যূনঃ ॥ ৫ ॥

মন্দানিলাকুলিতচারুতরাগ্রশাখঃ পুষ্পোদ্গমপ্রচয়কোমলপল্লবাগ্রঃ ।
মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেকশ্চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ ॥ ৬ ॥

তারাগণপ্রবরভূষণমুদ্বহন্তী মেঘাবরোধপরিমুক্তশশাঙ্কবক্ত্রা ।
জ্যোৎস্নাদুকূলমমলং রজনী দধানা বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা ॥ ৭ ॥

কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ কাদম্বসারসচয়াকুলতীরদেশাঃ ।
কুর্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনস্য প্রীতিং সরোরুহরজোঽরুণিতাস্তটিন্যঃ ॥ ৮ ॥

নেত্রোৎসবো হৃদয়হারিমরীচিমালঃ প্রহ্লাদকঃ শিশিরশীকরবারিবর্ষী।
পত্যুর্বিয়োগবিষদিগ্ধশরক্ষতানাং চন্দ্রো দহত্যাতিতরাং তনুমঙ্গনানাম্ ॥ ৯ ॥

আকম্পয়ন্ ফলভরানতশালিজালানানর্তয়ংস্তরুবরান্ কুসুমাবনম্রান্।
উৎফুল্লপঙ্কজবনাং নলিনীং বিধুন্বন্ যূনাং মনশ্চলয়তি প্রসভং নভস্বান্ ॥ ১০ ॥

সোন্মাদহংসমিথুনৈরুপশোভিতানি স্বচ্ছপ্রফুল্লকমলোৎপলভূষিতানি।
মন্দপ্রভাতপবনোদ্গতবীচিমালান্যুৎকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরাংসি ॥ ১১ ॥

নষ্টং ধনুর্বলভিদো জলদোদরেষু সৌদামিনী স্ফুরতি নাদ্য বিয়ৎপতাকা।
ধুন্বন্তি পক্ষপবনৈর্ন নভো বলাকাঃ পশ্যন্তি নোন্নতমুখা গগনং ময়ূরাঃ ॥ ১২ ॥

নৃত্যপ্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায় হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্।
মুক্ত্বা কদম্বকুটজার্জুনসর্জনীপান্ সপ্তচ্ছদানুপগতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ ॥ ১৩ ॥

শেফালিকাকুসুমগন্ধমনোহরাণি স্বস্থস্থিতাণ্ডজকুলপ্রতিনাদিতানি।
পর্যন্তসংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যুপবনানি মনাংসি পুংসাম্ ॥ ১৪ ॥

কহ্লারপদ্মকুমুদানি মুহুর্বিধুন্বংস্তৎসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পত্রান্তলগ্নতুহিনাম্বু বিধূয়মানঃ ॥ ১৫ ॥

সম্পন্নশালিনিচয়াবৃতভূতলানি স্বস্থস্থিতপ্রচুরগোকুলশোভিতানি।
হংসৈঃ সসারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি সীমান্তরাণি জনয়ন্তি নৃণাং প্রমোদম্ ॥ ১৬ ॥

হংসৈর্জিতা সুললিতা গতিরঙ্গনানামম্ভোরুহৈর্বিকসিতৈর্মুখচন্দ্রকান্তিঃ।
নীলোৎপলৈর্মদকলানি বিলোকিতানি ভ্রূবিভ্রমাশ্চ রুচিরাস্তনুভিস্তরঙ্গৈঃ ॥ ১৭ ॥

শ্যামা লতাঃ কুসুমভারনতপ্রবালাঃ স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্।
দন্তাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ ॥ ১৮ ॥

কেশান্নিতান্তঘননীলবিকুঞ্চিতাগ্রানাপূরয়ন্তি বনিতা নবমালতীভিঃ।
কর্ণেষু চ প্রবরকাঞ্চনকুণ্ডলেষু নীলোৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

হারৈঃ সচন্দনরসৈঃ স্তনমণ্ডলানি শ্রোণীতটং সুবিপুলং রশনাকলাপৈঃ।
পাদাম্বুজানি কলনূপুরশেখরৈশ্চ নার্যঃ প্রহৃষ্টমনসোঽদ্য বিভূষয়ন্তি ॥ ২০ ॥

স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসাশ্রিতানাং মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্ ॥ ২১ ॥

শরদি কুমুদসঙ্গাদ্বায়বো বান্তি শীতা বিগতজলদবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ।
বিগতকলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্ ॥ ২২ ॥

দিবসকরময়ূখৈর্বোধ্যমানং প্রভাতে বরযুবতিমুখাভং পংকজং জৃম্ভতেঽদ্য ।
কুমুদমপি গতেঽস্তং লীয়তে চন্দ্রবিম্বে হসিতমিব বধূনাং প্রোষিতেষু প্রিয়েষু ॥ ২৩ ॥

অসিতনয়নলক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু ক্বণিতকনককাঞ্চীং মত্তহংসস্বনেষু ।
অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচিত্তঃ ॥ ২৪ ॥

স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মীং কামঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু ।
বন্ধূককান্তিমধরেষু মনোহরেষু ক্বাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ ॥ ২৫ ॥

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা ।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ ২৬ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে শরদ্বর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

হেমন্তকালঃ

নবপ্রবালোদ্গমসস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্বশালিঃ ।
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম্ ॥ ১ ॥

মনোহরৈঃ কুঙ্কুমরাগরক্তৈস্তুষারকুন্দেন্দুনিভৈশ্চ হারৈঃ ।
বিলাসিনীনাং স্তনশালিনীনামলংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ২ ॥

ন বাহুযুগ্মেষু বিলাসিনীনাং প্রয়ান্তি সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি ।
নিতম্ববিম্বেষু নবং দুকূলং তন্বংশুকং পীনপয়োধরেষু ॥ ৩ ॥

কাঞ্চীগুণৈঃ কাঞ্চনরত্নচিত্রৈর্নো ভূষয়ন্তি প্রমদা নিতম্বান্ ।
ন নূপুরৈর্হংসরুতং ভজদ্ভিঃ পাদাম্বুজান্যম্বুজকান্তিভাঞ্জি ॥ ৪ ॥

গাত্রাণি কালীয়কচর্চিতানি সপত্রলেখানি মুখাম্বুজানি ।
শিরাংসি কালাগুরুধূপিতানি কুর্বন্তি নার্যঃ সুরতোৎসবায় ॥ ৫ ॥

রতিশ্রমক্ষামবিপাণ্ডুবক্ত্রাঃ সম্প্রাপ্তহর্ষাভ্যুদয়াস্তরুণ্যঃ ।
হসন্তি নোচ্চৈর্দশনাগ্রভিন্নান্ প্রপীড্যমানানধরানবেক্ষ্য ॥ ৬ ॥

পীনস্তনোরঃস্থলভাগশোভামাসাদ্য তৎপীড়নজাতখেদঃ ।
তৃণাগ্রলগ্নৈস্তুহিনৈঃ পতদ্ভিরাক্রন্দতীবোষসি শীতকালঃ ॥ ৭ ॥

প্রভূতশালিপ্রসবৈশ্চিতানি মৃগাঙ্গনাযূথবিভূষিতানি ।
মনোহরক্রৌঞ্চনিনাদিতানি সীমান্তরাণ্যুৎসুকয়ন্তি চেতঃ ॥ ৮ ॥

প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতানি সোন্মাদকাদম্ববিভূষিতানি।
প্রসন্নতোয়ানি সুশীতলানি সরাংসি চেতাংসি হরন্তি পুংসাম্ ॥ ৯ ॥

পাকং ব্রজন্তী হিমজাতশীতৈরাধূয়মানা সততং মরুদ্ভিঃ।
প্রিয়ে প্রিয়ঙ্গুঃ প্রিয়বিপ্রযুক্তা বিপাণ্ডুতাং যাতি বিলাসিনীব ॥ ১০ ॥

পুষ্পাসবামোদসুগন্ধিবক্ত্রো নিঃশ্বাসবাতৈঃ সুরভীকৃতাঙ্গঃ।
পরস্পরাঙ্গব্যতিষিক্তশায়ী শেতে জনঃ কামরসানুবিদ্ধঃ ॥ ১১ ॥

দন্তচ্ছদৈঃ সব্রণদন্তচিহ্নৈঃ স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ।
সংসূচ্যতে নির্দয়মঙ্গনানাং রতোপযোগো নবযৌবনানাম্ ॥ ১২ ॥

কাচিদ্বিভূষয়তি দর্পণসক্তহস্তা বালাতপেষু বনিতা বদনারবিন্দম্।
দন্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীতসারং দন্তাগ্রভিন্নমবকৃষ্য নিরীক্ষতে চ ॥ ১৩ ॥

অন্যা প্রকামসুরতশ্রমখিন্নদেহা রাত্রিপ্রজাগরবিপাটলনেত্রপদ্মা।
স্রস্তাংসদেশলুলিতাকুলকেশপাশা নিদ্রাং প্রয়াতি মৃদুসূর্যকরাভিতপ্তা ॥ ১৪ ॥

নির্মাল্যদাম পরিভুক্তমনোজ্ঞগন্ধং মূর্ধ্নোঽপনীয় ঘননীলশিরোরুহান্তাঃ।
পীনোন্নতস্তনভরানতগাত্রযষ্ট্যঃ কুর্বন্তি কেশরচনামপরাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৫ ॥

অন্যা প্রিয়েণ পরিভুক্তমবেক্ষ্য গাত্রং হর্ষান্বিতা বিরচিতাধরচারুশোভা।
কূর্পাসকং পরিদধাতি নখক্ষতাঙ্গী ব্যালম্বিনীললুলিতালককুঞ্চিতাক্ষী ॥ ১৬ ॥

অন্যাশ্চিরং সুরতকেলিপরিশ্রমেণ খেদং গতাঃ প্রশিথিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ।
সম্পীড্যমানবিপুলোরুপয়োধরান্তা অভ্যঞ্জনং বিদধতি প্রমদাঃ সুশোভাঃ ॥ ১৭ ॥

বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমা।
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এষঃ সুখং বঃ ॥ ১৮ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে হেমন্তবর্ণনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × **পঞ্চমঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × × × × × ×

শিশিরকালঃ

প্ররূঢ়শালীক্ষুচয়ৈর্মনোহরং ক্বচিৎ স্থিতক্রৌঞ্চনিনাদরাজিতম্।
প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং বরোরু কালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু ॥ ১ ॥

নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ।
গুরূণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ প্রয়ান্তি কালেঽত্র জনস্য সেব্যতাম্ ॥ ২ ॥

ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং ন হর্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্মলম্ ।
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্ ॥ ৩ ॥

তুষারসংঘাতনিপাতশীতলাঃ শশাঙ্কভাভিঃ শিশিরীকৃতাঃ পুনঃ ।
বিপাণ্ডুতারাগণজিহ্মভূষিতা জনস্য সেব্যা ন ভবন্তি রাত্রয়ঃ ॥ ৪ ॥

গৃহীততাম্বুলবিলেপনস্রজঃ সুখাসবামোদিতবক্ত্রপঙ্কজাঃ ।
প্রকামকালাগুরুধূপবাসিতং বিশন্তি শয্যাগৃহমুৎসুকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥

কৃতাপরাধান্ বহুশোঽপি তর্জিতান্ সবেপথূন্ সাধ্বসলুপ্তচেতসঃ ।
নিরীক্ষ্য ভর্তৃন্ সুরতাভিলাষিণঃ স্ত্রিয়োঽপরাধান্ সমদা বিসস্মরুঃ ॥ ৬ ॥

প্রকামকামৈর্যুবভিঃ সুনির্দয়ং নিশাসু দীর্ঘাস্বভিরামিতাশ্চিরম্ ।
ভ্রমন্তি মন্দং শ্রমখেদিতোরসঃ ক্ষপাবসানে নবযৌবনাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

মনোজ্ঞকূর্পাসকপীড়িতস্তনাঃ সরাগকৌশেয়কভূষিতোরসঃ ।
নিবেশিতান্তঃকুসুমৈঃ শিরোরুহৈর্বিভূষয়ন্তীব হিমাগমং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥

পয়োধরৈঃ কুঙ্কুমরাগপিঞ্জরৈঃ সুখোপসেব্যৈর্নবযৌবনোষ্মভিঃ ।
বিলাসিনীভিঃ পরিপীড়িতোরসঃ স্বপন্তি শীতং পরিভূয় কামিনঃ ॥ ৯ ॥

সুগন্ধিনিশ্বাসবিকম্পিতোৎপলং মনোহরং কামরতিপ্রবোধকম্ ।
নিশাসু হৃষ্টাঃ সহ কামিভিঃ স্ত্রিয়ঃ পিবন্তি মদ্যং মদনীয়মুত্তমম্ ॥ ১০ ॥

অপগতমদরাগা যোষিদেকা প্রভাতে কৃতনিবিড়কুচাগ্রা পত্যুরালিঙ্গনেন ।
প্রিয়তমপরিভুক্তং বীক্ষমাণা স্বদেহং ব্রজতি শয়নবাসাদ্বাসমন্যং হসন্তী ॥ ১১ ॥

অগুরুসুরভিধূপামোদিতং কেশপাশং গলিতকুসুমমালং ধুন্বতী কুঞ্চিতাগ্রম্ ।
ত্যজতি গুরুনিতম্বা নিম্নমধ্যাবসানা উষসি শয়নমন্যা কামিনী চারুশোভা ॥ ১২ ॥

কনককমলকান্তৈঃ সদ্য এবাম্বুধৌতৈঃ শ্রবণতটনিষক্তৈঃ পাটলোপান্তনেত্রৈঃ ।
উষসি বদনবিম্বৈরংসসংসক্তকেশৈঃ শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা যোষিতোঽদ্য ॥ ১৩ ॥

পৃথুজঘনভরার্তাঃ কিঞ্চিদানম্রমধ্যাঃ স্তনভরপরিখেদান্মন্দমন্দং ব্রজন্ত্যঃ ।
সুরতসময়বেষং নৈশমাশু প্রহায় দধতি দিবসযোগ্যং বেষমন্যাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৪ ॥

নখপদচিতভাগান্ বীক্ষমাণাঃ স্তনাগ্রানধরকিসলয়াগ্রং দন্তভিন্নং স্পৃশন্ত্যঃ ।
অভিমতরসমেতং নন্দয়ন্ত্যস্তরুণ্যঃ সবিতুরুদয়কালে ভূষয়ন্ত্যাননানি ॥ ১৫ ॥

প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ প্রবলসুরতকেলির্জাতকন্দর্পদর্পঃ ।
প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ শিশিরসময় এষ শ্রেয়সে বোঽস্তু নিত্যম্ ॥ ১৬ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে শিশিরবর্ণনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × **ষষ্ঠঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × × × ×

বসন্তকালঃ

প্রফুল্লচূতাঙ্কুরতীক্ষ্ণসায়কো দ্বিরেফমালাবিলসদ্ধনুর্গুণঃ ।
মনাংসি বেদ্ধুং সুরতপ্রসঙ্গিনাং বসন্তযোদ্ধা সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে ॥ ২ ॥

বাপীজলানাং মণিমেখলানাং শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাম্ ।
চূতদ্রুমাণাং কুসুমান্বিতানাং দদাতি সৌভাগ্যময়ং বসন্তঃ ॥ ৩ ॥

কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্দুকূলৈর্নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্ ।
রক্তাংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগগৌরৈরলঙ্ক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ৪ ॥

কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং চলেষু নীলেষ্বলকেষ্বশোকম্ ।
পুষ্পঞ্চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনানাম্ ॥ ৫ ॥

স্তনেষু হারাঃ সিতচন্দনার্দ্রা ভুজেষু সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি ।
প্রয়ান্ত্যনঙ্গাতুরমানসানাং নিতম্বিনীনাং জঘনেষু কাঞ্চ্যঃ ॥ ৬ ॥

সপত্রলেখেষু বিলাসিনীনাং বক্ত্রেষু হেমাম্বুরুহোপমেষু ।
রত্নান্তরে মৌক্তিকসঙ্গরম্যঃ স্বেদাগমো বিস্তরতামুপৈতি ॥ ৭ ॥

উচ্ছ্বাসয়ন্ত্যঃ শ্লথবন্ধনানি গাত্রাণি কন্দর্পসমাকুলানি ।
সমীপবর্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্যঃ ॥ ৮ ॥

তনূনি পাণ্ডূনি সমন্থরাণি মুহুর্মুহুর্জৃম্ভণতৎপরাণি ।
অঙ্গান্যনঙ্গঃ প্রমদাজনস্য করোতি লাবণ্যসসম্ভ্রমাণি ॥ ৯ ॥

নেত্রেষু লোলো মদিরালসেষু গণ্ডেষু পাণ্ডুঃ কঠিনঃ স্তনেষু ।
মধ্যেষু নিম্নো জঘনেষু পীনঃ স্ত্রীণামনঙ্গো বহুধা স্থিতোঽদ্য ॥ ১০ ॥

অঙ্গানি নিদ্রালসবিভ্রমাণি বাক্যানি কিঞ্চিন্মদলালসানি ।
ভ্রূক্ষেপজিহ্মানি চ বীক্ষিতানি চকার কামঃ প্রমদাজনানাম্ ॥ ১১ ॥

প্রিয়ঙ্গুকালীয়ককুঙ্কুমাক্তং স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ ।
আলিপ্যতে চন্দনমঙ্গনাভির্মদালসাভির্মৃগনাভিযুক্তম্ ॥ ১২ ॥

গুরূণি বাসাংসি বিহায় তূর্ণং তনূনি লাক্ষারসরঞ্জিতানি ।
সুগন্ধিকালাগুরুধূপিতানি ধত্তে জনঃ কামমদালসাঙ্গঃ ॥ ১৩ ॥

পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন মত্তঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগহৃষ্টঃ।
কুজন্ দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু ॥ ১৪ ॥

তাম্রপ্রবালস্তবকাবনম্রাশ্চূতদ্রুমাঃ পুষ্পিতচারুশাখাঃ।
কুর্বন্তি কামং পবনাবধূতাঃ পর্যুৎসুকং মানসমঙ্গনানাম্ ॥ ১৫ ॥

আ মূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রং সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ।
কুর্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্ ॥ ১৬ ॥

মত্তদ্বিরেফপরিচুম্বিতচারুপুষ্পা মন্দানিলাকুলিতনম্রমৃদুপ্রবালাঃ।
কুর্বন্তি কামিমনসাং সহসোৎসুকত্বং চূতাভিরামকলিকাঃ সমবেক্ষ্যমাণাঃ ॥ ১৭ ॥

কান্তামুখদ্যুতিজুষামপি চোদ্গতানাং শোভাং পরাং কুরবকদ্রুমমঞ্জরীণাম্।
দৃষ্ট্বা প্রিয়ে সহৃদয়স্য ভবেন্ন কস্য কন্দর্পবাণপতনব্যথিতং হি চেতঃ ॥ ১৮ ॥

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ সর্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্তসময়ে হি সমাচিতেয়ং রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ ॥ ১৯ ॥

কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবিভির্ন ভিন্নং কিং কর্ণিকারকুসুমৈর্ন কৃতং নু দগ্ধম্।
যৎ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্বচোভির্যূনাং মনঃ সুবদনানিহিতং নিহন্তি ॥ ২০ ॥

পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্তহর্ষৈঃ কূজদ্ভিরুন্মদকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ।
লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন পর্যাকুলং কুলগৃহেঽপি কৃতং বধূনাম্ ॥ ২১ ॥

আকম্পয়ন্ কুসুমিতাঃ সহকারশাখা বিস্তারয়ন্ পরভৃতস্য বচাংসি দিক্ষু।
বায়ুর্বিবাতি হৃদয়ানি হরন্নরাণাং নীহারপাতবিগমাৎ সুভগো বসন্তে ॥ ২২ ॥

কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূহসিতাবদাতৈরুদ্দ্যোতিতান্যুপবনানি মনোহরাণি।
চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগং প্রাগেব রাগমলিনানি মনাংসি যূনাম্ ॥ ২৩ ॥

আলম্বিহেমরশনাঃ স্তনসক্তহারাঃ কন্দর্পদর্পশিথিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ।
মাসে মধৌ মধুরকোকিলনাদনাদৈর্নার্যো হরন্তি হৃদয়ং প্রসভং নরাণাম্ ॥ ২৪ ॥

নানামনোজ্ঞকুসুমদ্রুমভূষিতান্তান্ হৃষ্টান্যপুষ্টনিনদাকুলসানুদেশান্।
শৈলেয়জালপরিণদ্ধশিলাতলৌঘান্ দৃষ্ট্বা জনঃ ক্ষিতিভৃতো মুদমেতি সর্বঃ ॥ ২৫ ॥

নেত্রে নিমীলয়তি রোদিতি যাতি শোকং ঘ্রাণং করেণ বিরুণদ্ধি বিরৌতি চোচ্চৈঃ।
কান্তাবিয়োগপরিখেদিতচিত্তবৃত্তির্দৃষ্ট্বাধ্বগঃ কুসুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্ ॥ ২৬ ॥

সমদমধুকরাণাং কোকিলানাং চ নাদৈঃ কুসুমিতসহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যঃ।
ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈর্মানসং মানিনীনাং তুদতি কুসুমমাসো মন্মথোদ্বেজনায় ॥ ২৭ ॥

আম্রী মঞ্জুলমঞ্জরী বরশরঃ সৎকিংশুকং যদ্ধনু-
জ্যা যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতং ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতো যদ্বন্দিনো লোকজিৎ
সোঽয়ং বো বিতরীতরীতু বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃতুসংহারে বসন্তবর্ণনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

॥ সমাপ্তমিদমৃতুসংহারকাব্যম্ ॥

শৃঙ্গাররসাষ্টক

শৃঙ্গারতিলক

পুষ্পবাণবিলাস

ভূমিকা

শৃঙ্গাররসাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক এবং পুষ্পবাণ-বিলাস কালিদাসের নামে চিহ্নিত হলেও পণ্ডিতেরা এগুলো কালিদাসের রচনা বলে মেনে নিতে পারেন নি। অবশ্য চণ্ডীদাসের মতো কালিদাসও একাধিক ঃ 'গঙ্গাস্তব' ও 'মঙ্গলাষ্টকে'র কালিদাস, 'জ্যোতির্বিদ্যাভরণে'র কালিদাস, 'রত্নকোষে'র কালিদাস, 'শত্রুপরাজয়স্বরশাস্ত্রসারে'র কালিদাস, 'শব্দার্থচন্দ্রিকার কালিদাস, 'কুণ্ডপ্রবন্ধে'র কালিদাস (বলভদ্রপুত্র), 'ত্রিপুরসুন্দরীস্তুতিকাব্যে'র কালিদাস (রামগোবিন্দপুত্র), মুরলিধরের পিতামহ কবি কালিদাস এবং আরও অনেক। এঁদের লেখা রচনাগুলো সবই পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা যখন শৃঙ্গাররসাষ্টকাদি কোনো রচনাকে কালিদাসের বলে চিহ্নিত করি তখন ঐ এক এবং অদ্বিতীয় শকুন্তলা-মেঘদূতের কালিদাসকেই বোঝাতে চাই, অন্য কোনো কালিদাসকে নয়। আর তখনই প্রশ্ন ওঠে যে-কবি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' লিখেছেন তিনি কি শৃঙ্গারাষ্টকাদির মতো নিম্নমানের কবিতা লিখতে যাবেন ? কেউ কেউ বলেন 'ঋতুসংহার' এবং শৃঙ্গারাষ্টকাদি কাব্য হয় তো কালিদাসের প্রথম দিককার রচনা। বিরোধীপক্ষরা বলেন খুব বড়ো কবিদের 'হাতমক্স'-করা লেখাগুলোতেও প্রতিভার ছাপ স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে। 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর মধ্যেই তাঁরা প্রৌঢ়দিনের দীপ্তি দেখতে পান। সেদিক থেকে বিচার করলে ঋতুসংহার ছাড়া অন্যান্য রচনাগুলো কালিদাসের বলে ভাবা শক্ত। প্রক্ষিপ্ত হলেও যা কালিদাসের নামে চিহ্নিত তাদের দিকে আমাদের উৎসাহ ও দৃষ্টি না হয় আকৃষ্টই হল, ক্ষতি কী! যদি লেখাগুলো কালিদাসের সমকালীনই হয় সমকালটির কাব্যভাবনার একটু প্রতিফলন তো তাতে পাওয়া যাবে। বলা হয়ে থাকে এগুলো সব 'মন্দকবিযশঃপ্রার্থীদের কাব্যকণ্ডূতি।' কথাটাকে আমাদের একটু নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। কারণ, 'যশঃপ্রার্থী' তাঁদের কী করে বলা যাবে ? নিজেদের নামটাই তো তাঁরা বিসর্জন দিচ্ছেন। বলা যায় কালিদাস-পুণ্য-সাগরে এ তাদের অর্ঘ্যমাত্র। 'কণ্ডূতি'? 'কণ্ডূতি'ই তো সমস্ত প্রকাশের মূলে। মন্দ ? সব সময় নয়। রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত পুর্বাংশে অমর হয়ে থাকবেন এক-বা-একাধিক অজ্ঞাত বাল্মীকি। তিল তিল করে মহাভারত গড়ে উঠেছে, বহু অজ্ঞাতকুলশীল ব্যাসদেবের হস্তাবলেপে। তাই প্রক্ষিপ্তকে যশঃক্ষিপ্ত কবিদের কণ্ডূতি হিসেবে না দেখে তার যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

শৃঙ্গাররসাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক ও পুষ্পবাণবিলাস তিনটি রচনাই শৃঙ্গাররসাত্মক 'মুক্তক' কাব্য। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর বামন একে বলেছেন 'অনিবন্ধ' কাব্য। তিনি এজাতীয় কাব্যের মূল্য স্বীকার করলেও একে উচ্চ স্থান দিতে কুণ্ঠিত। তাঁর মতে আগে মুক্তকে হাত পাকিয়ে তারপর কবিদের নিবন্ধরচনায় অর্থাৎ খণ্ডকাব্য-মহাকাব্যাদিতে হাত দেওয়া উচিত। এদিক থেকে বিচার করলে, কালিদাস এই-সব মুক্তকে প্রথম কাব্যচর্চা শুরু করে পরে রঘুবংশ-কুমারসম্ভবের মতো নিবন্ধকাব্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন এমন মনে করা চলে। কিন্তু অগ্নিপুরাণে মুক্তককে ছোটো করে দেখা হয় নি। 'মুক্তকঃ শ্লোক এবৈকশ্চমৎকারক্ষমঃ সতাম্।' আর এই চমৎকৃতিসৃষ্টিই তো সৎকাব্যের প্রাণ। বামনের সমকালীন আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনও মুক্তককে মূল্য দিতে মুক্তকণ্ঠ ঃ 'মুক্তকেষু প্রবন্ধেষ্বিব রসাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে। তথাহি অমরুকস্য কবের্মুক্তকাঃ

শৃঙ্গাররসস্যান্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব।'—অর্থাৎ প্রবন্ধ বা নিবন্ধকাব্যের মতো মুক্তকেও রসসৃষ্টিতে একাগ্রচিত্ত কবি দেখা যায়। যেমন অমরু-কবির শৃঙ্গাররসনিঃস্যন্দী মুক্তকগুলো প্রবন্ধকাব্যের মতো হয়ে উঠেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

সত্যি, শৃঙ্গাররসদীপ্ত মুক্তকের প্রথম মহাকবি অমরুকেই বলতে হয়। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কবি। 'মুক্তকে কবয়োঽনন্তাঃ'—অসংখ্য কবি 'মুক্তক' রচনা করেছেন কিন্তু অমরুর শৃঙ্গাররসাত্মক 'শতক'টির সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। অর্জুনবর্মদেব অমরুর প্রশস্তিতে বলেছেন—

অমরুক-কবিত্ব-ডমরুক-নাদেন বিনিহ্নুতা ন সঞ্চরতি।
শৃঙ্গারভণিতিরন্যা ধন্যানাং শ্রবণবিবরেষু॥

অর্থাৎ অমরু-কবির কবিত্বের ডমরুনাদে বধির ভাগ্যবানদের কানে অন্য কবিদের শৃঙ্গারোক্তি প্রবেশ করে না। সত্যি বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে এবং প্রেমের বৈচিত্র্যচিত্রণে অমরুশতক অনন্য।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের আর একটি শৃঙ্গার-মুক্তকও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এটি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা সাতবাহন হালের (রাজত্বকাল ২০-২৪ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত 'গাহাসত্তসঈ' (গাথাসপ্তশতী) নামে একটি সংকলন গ্রন্থ। ভারতের সর্বত্র এই কাব্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। অমরুর মুক্তকের মতো গাথাসপ্তশতীর মুক্তকও আলংকারিক ও কবিদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে এবং আলংকারিক-উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই মুক্তকগুলির সৌন্দর্য তাদের সরলতায় এবং ঘরোয়া পরিবেশ রচনায়। নর-নারীর চিরন্তন আকর্ষণের বহুবিচিত্র বর্ণচ্ছটা এই সব মুক্তকের মুক্তোয় টলমল করে উঠেছে। কবি বাণভট্ট উচ্ছ্বসিত হয়েছেন এর প্রশংসায়। এ দুটি মুক্তক-কাব্যের প্রভাব পড়েছে পরবর্তী বহু শৃঙ্গার-মুক্তকে। আমাদের আলোচ্য কাব্যগুলোতেও তার অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়, যদিও তা অনেকাংশেই দুর্বল ও অক্ষম।

শৃঙ্গাররসাষ্টক

কাব্যগ্রন্থের শ্লোকের সংখ্যা অনুযায়ী কোনো গ্রন্থকে চিহ্নিত করার রীতি ছিল। যেমন ময়ূর কবির সূর্যশতক, ভর্তৃহরির নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক, শিলহণের শান্তিশতক, বিলহণের চৌরপঞ্চাশিকা ইত্যাদি। এ রীতি আধুনিক কালেও অব্যাহত ঃ গীতপঞ্চাশিকা, সনেটপঞ্চাশৎ ইত্যাদি। মাত্র আটটি শ্লোক, কিন্তু তাতে কী? সংখ্যায় কী আসে যায়, বক্তব্যেই বহুত্ব। সেদিক থেকেই বিচার করা যাক। নামেই প্রকাশ শ্লোকগুলো সবই শৃঙ্গাররসের। প্রথম শ্লোকেই মূল সুর ফুটেছে। কবি মোক্ষের সংজ্ঞা দিলেন ঃ সংসারগ্রন্থির মোচন নয়; রতিরম্যা সুন্দরী তরুণীর নীবি-গ্রন্থির মোচনই প্রকৃত মোক্ষ। এই সংজ্ঞায় মুমুক্ষুদের সংজ্ঞালোপ ঘটতে পারে, কিন্তু কাব্যপিপাসুরা একটু চমকে উঠে কবির অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহসকে ধন্যবাদ দিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তে পারে অমরুর কথা।

সম্ভোগক্লান্ত মুখ তোমাকে রক্ষা করুক, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরদের ডেকে কী হবে? দ্বিতীয় শ্লোকটিতেও চমৎকারিতা আছে, বিরহিণীর কাছে রাত যেখানে সাপিনীর মতো ফণা বিস্তার করে ছুটে আসে। জ্যোৎস্না হল সেই সাপের মাথার মণি।

এ শ্লোকটি কালিদাসের বলে মেনে নিতে মন খঁতখঁত করে না বোধ হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকটি চক্রবাকের প্রতীকে বিরহীহৃদয়ের বিদীর্ণ রক্তিমা। সপ্তম শ্লোকটি কুমারসম্ভবের উদ্ধৃতি। তার আগে ষষ্ঠটি পরাগ-অন্ধ ভ্রমরের প্রতীকে নায়কের 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। যেন পরবর্তী সপ্তম শ্লোকটিরই আরও সংক্ষিপ্তভাবে একটি সংস্করণ, যা কালিদাসের পরিণত সৃষ্টি বলে অনায়াসে ধরা যেতে পারে।

অষ্টম শ্লোকটিতে বৈচিত্র্য থাকলেও তার শব্দসর্বস্ব ভঙ্গীটি কালিদাসোচিত নয়।

মোটের উপর শৃঙ্গাররসাষ্টকের মুক্তককে a monument's monument'-এর নিদর্শনপত্র না দিলেও কাব্যগুণে নিকৃষ্ট এমন কথা বলা যাবে না।

'ইহা কোনো কবি বা তস্য শিষ্যানুশিষ্যেরও নহে। ইহা যেন কোনো কবিত্ব-বর্জিত কবিযশঃপ্রার্থী অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্গীর্ণ চর্বণ।' —শৃঙ্গাররসাষ্টক সম্বন্ধে এই উক্তি আমরা মানতে পারলাম না। যে-কবিরই হোক তার সম্বন্ধে আমরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত না হতে পারি, নিন্দায় উৎ-শ্বসিত হতে পারি না।

শৃঙ্গারতিলক

'তিলক' মানে 'অলংকার' বা 'মণ্ডন'। অর্থাৎ কবি বলতে চান কবিতার অঙ্গে এ হল শৃঙ্গার-মণ্ডন স্বরূপ। মোট ছাব্বিশটি শ্লোক এ গ্রন্থে সাতটি তিলকে বিভক্ত, তবে এ বিভাগের তেমন তাৎপর্য নেই। শ্লোকগুলো পরস্পর নিরপেক্ষই বলা চলে। প্রথম শ্লোকে নারীদেহকে রম্য সরোবরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উপাদানগুলোর পারস্পরিক তুলনায় মূল উপমাটিকে যুক্তিগ্রাহ্য করা হয়েছে। এ কাব্যটির দেহবাদিতা প্রথম শ্লোকেই যেন ইঙ্গিতে বলা হল। চতুর্থ শ্লোকটিতে জৈবিক ঘটনাটিতে কোনো আবরণ দেওয়া হয়নি। যে কালিদাস 'পৌরব রক্ষ বিনয়ম্' বলে একটি মধুর সম্ভাব্যকেও এড়াতে চান এ শ্লোকটি স্বপ্নেও তার হাত দিয়ে স্খলিত হত না এটা কল্পনা করা চলে, তবে 'সম্ভোগশৃঙ্গারে এমন ধরণের বাচকতা সুদুর্লভ নয়। সম্পূর্ণ কাব্যও অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে না তাতে। শৃঙ্গারতিলকে গতানুগতিকতাপ্রধান হলেও সেখানে হৃদয়ের রতিবিষের প্রতিষেধক হিসেবে তরুণীর নয়নবিষকে কামনা করা হয়। রাত্রি-শেষে পূব দিক সপত্নীর মতো রক্তিম হয়ে ওঠে, রাহু চাঁদকে গ্রাস করতে গিয়ে তরুণীর চাঁদমুখকেই গ্রাস করতে চায়। মন-চোর শাস্তি পায় না বলে দেশটাকে অরাজক বলা হয়। আর নায়ক ক্রুদ্ধ নায়িকাকে বলে তার দেওয়া চুম্বন আর আলিঙ্গনগুলো ফিরিয়ে দিয়ে সম্পর্কে ছেদ টানতে।

শৃঙ্গারতিলকের সবই 'তিলক' নয়, ঠিকই, তবে 'তিলক'ই নেই একথাও অসত্য। একে পূতিগন্ধময় প্রবাহ বলতে বাধে। কাব্যটিকে বলা হয়েছে, 'অশ্লীল ভাবপুষ্ট, অসংবদ্ধ ও অসংলগ্ন কতকগুলি কবিতার সংকলন মাত্র।' 'অসংবদ্ধ ও অসংলগ্ন' তো বটেই, মুক্তকের ধর্মই তো তাই। 'অশ্লীল' কথাটা নিয়ে কোনো তর্ক তুলব না, কারণ 'অশ্লীলের' সংজ্ঞার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

পুষ্পবাণবিলাস

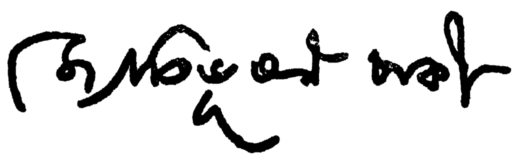
'পুষ্পবাণ' মদন। মদন বা মন্মথের প্রভাবে যে বিচিত্র নায়কনায়িকাব্যবহার তাই নিয়ে পুষ্পবাণবিলাস। প্রথম শ্লোকে 'জার-শ্রেষ্ঠ' কৃষ্ণকে স্মরণ করা হয়েছে। সহস্র

যুবতীর সঙ্গে ক্রিয়াশীল নন্দনন্দনের চরিত্র-বৈচিত্র্যই তাঁর প্রেরণা, সেই প্রেরণাতেই শৃঙ্গারকাব্য রচনা করতে উৎসাহী হয়ে তিনি বীণাপাণির প্রসাদ চেয়েছেন। বীণাপাণি তাঁকে কিছুটা অনুগ্রহ করেছেন বলেই মনে হয়। নায়কনায়িকার মিলন-বিরহ, মান-অভিমান বর্ণনায় তিনি মোটামুটি সফল হয়েছেন, তবে অমরু আর হালের রচনার গভীরতা ও প্রকাশমাধুর্য এখানে অনুপস্থিত।

বিভিন্ন অলংকারের উদাহরণ হতে পারে এমন মুক্তকও এ কাব্যটিতে কম নেই। তবে 'আস্তে কথা বলু' আমার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত প্রাণনাথ সে কথা শুনে ফেলবেন' (অমরু) এমন সুক্ষ্ম অথচ সহজরম্যতা এ কাব্যে বিরল। তবু 'ইহা কোন তৃতীয় শ্রেণীর কবির কবিত্ব কণ্ডুতির নির্যাস' এমন উপসংহার আমাদের নয়।

স্মররসনদীপুরেণোঢ়াঃ প্রিয়াঃ—

প্রেমিকপ্রেমিকা প্রেমরসের নদীতরঙ্গে বাহিত। সেই নদী বৈদিক যুগ থেকে নানা কবির নান রসের স্রোতোধারায় পুষ্ট হয়ে বয়ে চলেছে। শৃঙ্গাররসাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক এবং পুষ্পবাণবিলাসের কবি তাদের অন্তর থেকে যে রসধারাটি সেই স্রোততরঙ্গে ঢেলেছেন তাকে আমরা অবজ্ঞা করি না। সে ধারায় ঐ নদীটি দুষ্ট হয়নি, পুষ্টই হয়েছে।



সুভাষিত

শৃঙ্গারতিলক

নির্মাল্যোজ্ঝিত-পুষ্পদামনিকরে কিং ষট্‌পদানাং রতিঃ ॥ ১১ ॥
[নির্মাল্য হিসেবে নিক্ষিপ্ত পুষ্পদামে কি ভ্রমরের রতি হয়]

বিষস্য বিষমৌষধম্ ॥ ১৬ ॥
[বিষের ওষুধ বিষ]

প্রায়ঃ মূর্খঃ পরিভববিধৌ নাভিমানং তনোতি ॥ ১৮ ॥
[মূর্খ বারবার পরাজিত হয়েও অভিমান প্রকাশ করে না (অর্থাৎ অভিমানে মুখ লুকোয় না) ।)

পুষ্পবাণবিলাস

সিধ্যন্তি কুত্র সুকৃতানি বিনা শ্রমেণ ॥ ১৭ ॥
[বিনাশ্রমে সুকৃত কোথায় সিদ্ধ হয়।]

শৃঙ্গাররসাষ্টক

যেখানে সুখ-দুঃখের বোধ থাকে না, যা সমস্ত গুণের অতীত এমন একটি বস্তুকেই এ সংসারে কোনো কোনো জড়বুদ্ধি লোক মোক্ষ বলে থাকে। আমার মতে কিন্তু মদনহাস্যে মধুর তারুণ্যতরঙ্গিত রতিরম্য মদির নয়ন যার এমন তরুণীর নীবিবন্ধনের মোক্ষই (মোচনই) প্রকৃত মোক্ষ ॥ ১ ॥

কবে সুবাসিত রম্যগৃহে শুয়ে প্রিয়ার স্তন দুটি বুকে নিয়ে 'ওগো প্রিয়' ! ওগো মুগ্ধা, ওগো কুটিল-নয়না, ওগো চন্দ্রাননা, প্রসন্ন হও—একথা বলতে বলতে নিমেষে রাত কাটিয়ে দেব ! ॥ ২ ॥

এখন তো সন্ধ্যা, সূর্য তো এখন ওঠে না। চাঁদের কিরণও তো এত প্রখর হয় না। আকাশে কি দাবানল জ্বলে উঠল না কি ? নির্মল আকাশে বজ্রাগ্নিই বা আসবে কোথা থেকে ? ও বুঝেছি, বিরহিণী পথিকবধূর প্রাণবায়ু সেবনের আশায় রাত্রি-রূপিণী সাপিনী ছুটে আসছে। এ তারই ফণা থেকে ঠিকরে-পড়া আলো ॥ ৩ ॥

রাতে প্রিয়াবিচ্ছেদে বিধুর চক্রবাক আসছে, যাচ্ছে, জলে পড়ছে, পদ্মাঙ্কুরগুলো নাড়া দিয়ে খুঁজে দেখছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে, পাগলের মতো ঘুরছে এবং মৃদুমন্দ গুঞ্জন করছে[১] ॥ ৪ ॥

ভ্রমরদল পদ্মে এসে বসায় ছায়া হয়েছে। তাই সন্ধ্যা না হলেও সন্ধ্যা ভেবে প্রিয়াবিচ্ছেদে ভীরু চক্রবাক দিনকে রাত বলে মনে করছে। তাই খাবার জন্যে যে বাঁকা-পদ্মের নালটি যে ভেঙেছিল, চাঁদ মনে করে সে আর তা মুখে তুলছে না। তৃষ্ণার্ত হয়েও পাতার উপরকার জলবিন্দুকে তারা মনে করে তা আর পান করছে না ॥ ৫ ॥

সুগন্ধে ভরপুর সোনারবরণ কেতকীকে জগতে সকলেই জানে। পদ্মভ্রমে সেই কেতকীর মধ্যে এসে পড়ল ভ্রমর[২]। পরাগে তার চোখ হল অন্ধ, কাঁটায় তার পাখা গেল ছিঁড়ে। হে সখা, এ অবস্থায় সে থাকতেও পারছে না যেতেও পারছে না ॥ ৬ ॥

তাঁকে (শিবকে) দেখে তিনি (পার্বতী) কাঁপতে লাগলেন। তার (তপস্যায়) ক্ষীণ দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। ফেলবার জন্যে পা তুলে তিনি তা তুলেই রইলেন। পথে শিলায় প্রতিহত হলে নদী যেমন অস্থির হয়, তিনিও তেমনি অস্থির হয়ে উঠলেন—এগোতেও পারলেন না, স্থির হয়েও থাকতে পারলেন না[৩] ॥ ৭ ॥

রতিশ্রমে যাদের অঙ্গ পীড়িত প্রিয়বাহুপাশে বাঁধা পড়ে এখনও যারা নিদ্রিতা তারা শিগ্‌গিরই বাড়ি ফিরে যাক, সূর্য উঠছে যে ! কাকেরা ইঙ্গিতে একথা বলবার জন্যেই যেন কা কা করছে (অর্থাৎ কে কে এখনও নিদ্রিতা !) ॥ ৮ ॥

কন্দর্পের বাণরূপ অনলে যারা দগ্ধ তাদের জন্যেই বিধাতা রমণীদেহরূপ রম্য সরোবর নির্মাণ করেছেন ; (রমণীর) বাহুদুটিই তার মৃণাল, মুখই তার পদ্ম, লাবণ্যলীলাই তার জল, নিতম্বই তার শিলা-সোপান, (চঞ্চল) নয়নই তার শফরী। কেশকলাপ তার শৈবাল, আর প্রিয়ার স্তনদুটিই তার চক্রবাকমিথুন ॥ ১ ॥

মধুযামিনী এল, কিন্তু যদি প্রিয় না আসে তবে অনলে (মদনানলে) প্রাণ যাক। যদি আবার জন্ম নিই তাহলে প্রার্থনা করি যেন কোকিলের মুখ বন্ধ করার জন্যে ব্যাধ হই, চাঁদকে ধ্বংস করার জন্যে যেন রাহু হই, কামদেবের পক্ষে যেন শিবনেত্রের দীপ্তি হই,[২] আর প্রাণনাথের পক্ষে যেন হই স্বয়ং কামদেব ॥ ২ ॥

হে সখী ! তোমার কপোলতলে কস্তুরীরচিত পত্ররচনা ঠিক তেমনই আছে—ভ্রষ্ট হয় নি, স্তনতটে চন্দন মুছে যায় নি, অধরে তাম্বূলরাগও স্খলিত হয় নি। ব্যাপাব কী ? তুমি কুপিতা হয়েছিলে (অর্থাৎ), না কি তোমার পতি নিতান্ত বালক ? ॥ ৩ ।

সখী ! এসবের কারণ শোনো। তোমাকে সব খুলে বলছি। রতিগৃহে গিয়ে আমি কুপিতা হই নি, আমার প্রিয়তমও বালক নয। নবযৌবনা, সচকিতা এবং কন্দর্পগর্বহারিণী আমাকে দেখামাত্র (প্রবাসপ্রত্যাগত) তাঁব শুক্রপাত হল। তাই রতিক্রিয়ার কোনো প্রসঙ্গই ওঠে না ॥ ৪ ॥

তা ছাড়া, তিনি (প্রবাস থেকে) ফিরে এলেন বলে দীর্ঘ সময় বিদেশের নানা কথা-প্রসঙ্গে অর্ধেক রাত কেটে গেল। তারপর যেই আমি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ কেবল শুরু করেছি অমনি পূর্বদিক সপত্নীর মতো রক্তাভ হয়ে উঠল ॥ ৫ ।

॥ প্রথম তিলক সমাপ্ত ॥

প্রিয়া ! বিধাতা পদ্ম দিয়ে নয়ন, কুন্দফুল দিয়ে দন্ত, নবপল্লব দিয়ে অধর এবং চম্পকদল দিয়ে অঙ্গ নির্মাণ করে, কেন পাষাণ দিয়ে হৃদয় নির্মাণ করলেন ? ॥ ৬ ॥

পদ্মদলের উপরে একটি খঞ্জনকে যে দেখে সে (রাজোচিত) চতুরঙ্গ সেনার আধিপত্য লাভ করে, আর আমি তোমার মুখপদ্মের উপর তোমার নয়নরূপ দু-দুটি খঞ্জন দেখলাম। জানি না, এ দৃশ্য আমাকে কোন্ সৌভাগ্যের অধিকারী করবে ! ॥ ৭ ॥

হে মুগ্ধা ! যারা দৈবাৎ কমলে একটি খঞ্জন দেখে সেই ভাগ্যবানেরা প্রসিদ্ধি লাভ করে বহু ভূমির অধিকারী হয়। কিন্তু তোমার মুখপদ্মে নয়নরূপ দুটি খঞ্জন যারা দেখে তারা মদনবাণবর্ষণে বিকল হয়। কী অদ্ভুত ! ॥ ৮ ॥

হে প্রিয়া ! অবিলম্বে গৃহে প্রবেশ করো, বাইরে থেকো না। চন্দ্রের রাহুগ্রাসের সময় এটা। তোমার মুখের বিপুল লাবণ্য দেখে পূর্ণচন্দ্র ত্যাগ করে সে তোমার মুখচন্দ্রকেই গ্রাস করবে ॥ ৯ ॥

॥ দ্বিতীয় তিলক সমাপ্ত ॥

হে কুম্ভ-বর! তোমাকে বহুবার শুকনো কাঠে আঘাত করা হয়েছে, প্রচণ্ড তাপ সহ্য করেছ তুমি, তারপর দেহে পঙ্ক লেপন করে আগুনে পোড়ানো হয়েছে তোমাকে। এ সবই তোমার পক্ষে বরণীয়ই বলব, কারণ তুমি প্রিয়ার স্তনতটে লালিত হয়ে তার বাহুলতার হিল্লোলে লীলাসুখ ভোগ করছ। দুঃখ বিনা কি সুখলাভ হয়? ॥ ১০ ॥

নির্লজ্জ! কেন কাছে ঘেঁসে জোর করে আমার মুখচুম্বন করছ? লজ্জা করে না? আমার আঁচল ছাড়ো, ছেড়ে দাও বলছি। ধূর্ত! বাগাড়ম্বর-সার শপথের আর দরকার নেই। কাল সারা রাত জেগে আমি ক্লান্ত। সেই (নবীনা) প্রিয়ার কাছেই যাও। ফেলে দেওয়া (শুষ্ক) নির্মাল্য-কুসুমে কি আর ভ্রমরেরা লুব্ধ হয়? ॥ ১১ ॥

॥ তৃতীয় তিলক সমাপ্ত ॥

হে পথিক! আমার স্বামী বাণিজ্যে গিয়েছেন, তাঁর খবরও পাচ্ছি না। তাঁর মা (আমার শাশুড়ী) মেয়ের ছেলে হওয়ায় আজ সকালে জামাই-বাড়ি গিয়েছেন। আমি নবযৌবনা বালিকা, আমার বাড়িতে রাতে কী করে থাকবে তুমি? এখন সন্ধ্যা! তুমি অন্য কোথাও যাও[৩] ॥ ১২ ॥

এ রাতে ঘন মেঘে ঢাকা পড়ায় ঘোর অন্ধকার। কর্মক্লান্ত আমার পতি নিদ্রামগ্ন। আমি বালিকা—কন্দর্পের ভয়ে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছি। এ গ্রামে বড়ো চোরের উপদ্রব। হে পথিক, ঘুমিও না, ওঠো[৯] ॥ ১৩ ॥

এ বালিকা দেখছি সাক্ষাৎ ব্যাধ, এর ভ্রূ-যুগল ব্যাধের ধনু, আর কটাক্ষ যেন বাণ। আমার মনটা (এই ব্যাধের হাতে) হরিণের মতো হল! ॥ ১৪ ॥

॥ চতুর্থ তিলক সমাপ্ত ॥

(দুই বন্ধুর কথোপকথন)

—ভাই কোথায় চললে?

—বৈদ্যের বাড়ি।

—সেখানে কেন?

—রোগের উপশমের জন্যে।

—সর্বরোগহারিণী প্রিয়তমা কি বাড়িতে নেই?—যদি বায়ু হয়ে থাকে কুচকুম্ভ-মর্দনেই তা যাবে। যদি পিত্ত কুপিত হয়ে থাকে মুখামৃতপানেই তা নিরাময় হবে। আর যদি শ্লেষ্মা হয়ে থাকে; আহা! রতিক্রীড়ার পরিশ্রমেই তা দূর হবে ॥ ১৫ ॥

হে বালিকা! হে হরিণায়ত-নয়না! আমার দিকে তাকাও। বিষই বিষের ওষুধ—এই তো আগেকার জনশ্রুতি[৫] ॥ ১৬ ॥

মদনাগ্নির শিখা আমার অন্তরে প্রবিষ্ট। বাইরের চন্দনের প্রলেপে কি আর তার জ্বালা কমবে? পোনের[৫] উপরকার পাঁকের প্রলেপে উত্তাপ কেবল বেড়েই যায়, কমে না ॥ ১৭ ॥

যে-সব মত্ত বারাঙ্গনাদের নয়নের সৌন্দর্য দেখে পরম-কৃতী (নয়নসৌভাগ্যে ভাগ্যবান) কৃষ্ণসারমৃগেরা দেশত্যাগ করেছে, তাদেরই স্তনযুগলের বিশালতার কাছে

পরাজিত হয়ে গজেরা এখনও মদমত্ত হয়। মূর্খ বারবার পরাজিত হলেও অভিমান প্রকাশ করে না। (অভিমান করে মুখ লুকোয় না।)॥ ১৮ ॥

॥ পঞ্চম তিলক সমাপ্ত ॥

ফুলে ফুলফোটার কথা শোনাও যায় না, দেখাও যায় না। হে বালিকা, তবে তোমার মুখপদ্মে কেন দুটি পদ্ম দেখছি ? ॥ ১৯ ॥

— সুন্দরী ! তোমার এই স্তনদুটি পতিত হল কেন ? এই প্রশ্ন হলে—

—মূর্খ ! দেখো অধঃস্থল উৎখাত হলে পর্বতও ভূমিসাৎ হয়—এই উত্তর হয় ॥ ২০ ॥

কামিনীর স্তনমণ্ডলে এক অপূর্ব অগ্নি দেখা যায়। দূর থেকে যা অঙ্গে তাপ দেয়, কিন্তু হৃদয়ে লগ্ন হলেই তা শীতল হয়ে যায় ॥ ২১ ॥

হে কমলায়তনয়না ! এই স্তনযুগলকে পতিত দেখে বৃথা পরিতাপ করছ। দেখো, অত্যুন্নত জনতাপকারী সহস্ররশ্মি সূর্যও পতিত হয়, পরকে যারা তাপিত করে তাদের এমনিই হয়ে থাকে, এতে বিস্মিত হবার কী আছে ? ॥ ২২ ॥

হে কমলনয়না ! আমার উপরে সত্যি যদি তোমার ক্রোধ হয়ে থাকে আর তাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহলে আর অন্য কী করবার আছে ? তাহলে আমার দেওয়া আগেকার সেই আলিঙ্গন আর চুম্বনগুলো ফিরিয়ে দাও[৬] ॥ ২৩ ॥

হে কামদেবের আম্রমঞ্জরী ! হে কমলায়ত-চারু-লোচনা ! আমার মন অপহরণ করে তুমি কোথায় যাচ্ছ ? দেশটা কী অরাজক ? ॥ ২৪ ॥

॥ ষষ্ঠ তিলক সমাপ্ত ॥

হে জীবনবন্ধু ! তুমি সেখানেই (প্রবাসে) কিছুদিন কাটাও। এদেশ সম্প্রতি বাসের অযোগ্য। চাঁদের কিরণও এখানে তাপ দেয় ॥ ২৫ ॥

হে কল্যাণী ! চন্দনরসে অঙ্গ সিক্ত করে দু-তিন দিন কোনোরকমে কাটাও। ফিরে এসে দুই বাহুতে তোমাকে আলিঙ্গন করে চাঁদের কিরণের চেয়েও বেশি শীতলতা দান করব ॥ ২৬ ॥

॥ সপ্তম তিলক সমাপ্ত ॥

শৃঙ্গার তিলক সমাপ্ত

শ্রীমতী গোপবধূদের স্বেচ্ছাকৃত আলিঙ্গনে উন্নত স্তনের মর্দনবশতঃ চন্দনরেণু বিগলিত হলেও যিনি (প্রকৃতিসিদ্ধ) সৌরভ বহন করেন, রাত্রি-জাগরণের ফলে রক্তিম আভায় রঞ্জিত যাঁর নয়ন দুটি প্রভাতে কী এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে সেই বেণুরবরসিক কোনো এক জারশ্রেষ্ঠ[১] তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

সহস্র যুবতীর সঙ্গে ক্রীড়াশীল নন্দ-নন্দনের যে বিচিত্র চরিত্র ভুবনে[২] বিদিত সেই সব অবলম্বন করে মনোজ্ঞ শৃঙ্গারকাব্য রচনা করতে ইচ্ছুক আমার প্রতি বীণাপাণি প্রসন্ন হোন ॥ ২ ॥

কান্ত দৃষ্টিপথে এলে ভ্রূ-বিলাসিনীর নয়ন দুটি বিকশিত হল, পরে তাকে নির্জন-স্থানে পেয়ে তার অঙ্গ পুলকিত হল। কান্ত স্তনগ্রহণে উৎসুক হলে সারা দেহে কম্পোদয় হল, তিনি কণ্ঠে আলিঙ্গন করলে তার দৃঢ়বন্ধ নীবীও বিগলিত হল ॥ ৩ ॥

অরবিন্দ-সুন্দর-মুখী এই কুরঙ্গনয়না (কামিনী) কাছের মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে মুখে একটু হাসি নিয়ে চোখের প্রান্ত হাত মেলে আড়াল করে দূরে থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছে, এক্ষুনি তার তুঙ্গ স্তনাঙ্গন থেকে উত্তরীয়ের সুন্দর আঁচলটি খসে পড়েছে ॥ ৪ ॥

সুন্দরী ! দেখো মাধবীলতার মধ্যে এই কুঞ্জগৃহটি ঝরে-পড়া ফুলে ছেয়ে গিয়েছে। এটি একেবারে নিশ্ছিদ্র। বিলাসিনীরা যদি রতিকালে অস্ফুটধ্বনি করেও ফেলেন, কোকিলের কুহুরবে তা ঢাকা পড়ে যাবে ॥ ৫ ॥

বিম্বফল মনে করে তোমার রাঙা ঠোঁট পাখিতে ঠুকরিয়েছে। তুমি আকুল হয়ে ছোটাছুটি করায় তোমার খোঁপাটি এলিয়ে গিয়েছে, ঘামে তোমার মুখের তিলক (অলকাতিলকা) মুছে গিয়েছে। কাঁটায় ছিন্নভিন্ন হয়েছে তোমার দেহ। আঃ কান-ফাটানো কাঁকনধ্বনি তুলে হাত দুটো নাড়তে নাড়তে বনের টিয়াটি ধরবার জন্যে কেন ঘুরছ ? এদিকে তোমার ননদ এসে তো ফুল তুলে নিয়ে গেলেন[৩] ॥ ৬ ॥

একটি করপল্লবে বিস্রস্ত কেশপাশ ধরে অন্যটিতে শাড়ির আঁচল স্তনমণ্ডলে তুলে এ কামিনী কান্ত-গৃহ থেকে সাক্ষাৎ রতিপতির জয়লক্ষ্মীর মতো নির্গত হচ্ছে। তার দেহে (কান্তদেহের) চন্দনের ছোপ লেগেছে, (কান্ত-মুখের তাম্বুলরাগে তার অধর রক্তবর্ণ হয়েছে ॥ ৭ ॥

অয়ি চন্দ্রমুখী ! প্রিয় দূর দেশে যাবেন বলে আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কারণ বিশ্বভুবনকে যে চাঁদ আনন্দিত করে সেই এখন আমার শত্রুর মতো। তা ছাড়া, কোকিলের এই কলগুঞ্জন আমার বিলাপের উদ্রেক করছে। হায় পরম উপভোগ্য মন্দগামী সমীরণও আমার প্রাণ হরণ করছে ॥ ৮ ॥

তাপ নিবারণের জন্যে সে নবকিশলয়ে শয্যা রচনা করছে, কিন্তু তপ্ত করপদ্মের স্পর্শে তা শুকিয়ে যাচ্ছে। মদনানলে অঙ্গ অঙ্গারের মতো হয়ে উঠেছে তার। শিব ! শিব ! কোমলাঙ্গীর এই (দারুণ) পরিতাপ কে বর্ণনা করবে ? ॥ ৯ ॥

সখা ! (আজ) চাঁদ পদ্মে শয়ন করছে[৪]। নীলোৎপলদুটি থেকে স্বচ্ছ মুক্তামালা নির্গত হচ্ছে[৫]। স্বর্ণলতাকে শুভ্রতা বেষ্টন করছে[৬]। আর কমল-কোরকদুটির

স্পর্শে অভিনব পুষ্পমালা কেমন ম্লান হয়ে পড়ছে। এই সব দুর্লক্ষণ আমার তার (অন্য নায়িকার) কাছে যাবার স্পৃহাকে নষ্ট করছে[৭] ॥ ১০ ॥

দূতী! তোর নয়নপদ্ম দুটি দেখছি নিতান্ত ক্লান্ত, তোর ঘর্মজলের বিন্দুগুলো কপালে মুক্তোর মতো শোভা পাচ্ছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিস তুই, হায় সুন্দরী! চাঁদের আলোর তাপে যাতায়াত করে আমার জন্যে তুই কী কষ্টই না করলি[৮] ? ॥ ১১ ॥

সখী দেখো। চক্রবাকীর মতো রমণীয়া, বনহরিণীর মতো চকিতনয়না, কোমলাঙ্গী (কামিনী) এই দুরন্ত বসন্তে বিরহ সহ্য করতে না পেরে মরবার সংকল্প নিয়ে রাশীকৃত অঙ্গারের মতো নবপল্লব-শয্যায় পড়ে আছে ॥ ১২ ॥

হায়! আজ কলকণ্ঠ কোকিলের নিষ্ঠুরতা, পূর্ণচন্দ্রের প্রতিকূলতা, দক্ষিণ সমীরণের দাক্ষিণ্যহানি সেই অবলার মৃত্যু ঘটাতে জোট বেঁধেছে। শুধু তৃণাদি কেঁপে উঠলে তুমি এলে মনে করায়[৯] এ ব্যাপারে (মৃত্যুতে) বিঘ্ন ঘটছে ॥ ১৩ ॥

অয়ি কোমলাঙ্গী! নয়ন অশ্রুসিক্ত কোরো না, শলাকা দিয়ে লাগানো কাজল ধুয়ে যাচ্ছে, তীব্র নিঃশ্বাস রোধ করো, নবমালিকা শুকিয়ে যাচ্ছে। হায়! শয্যায় লুটিয়ে পোড়ো না, অঙ্গরাগ হ্রাস পাবে। প্রিয়ের আসবার সময় এখনও যায় নি। অন্য কিছু মনে কোরো না ॥ ১৪ ॥

সর্বজনের চিত্তবিক্ষেপকারিণী কোনো এক শশিমুখী সখীমণ্ডলের মধ্যে বসে চঞ্চল চোখ ও ভ্রূর ইশারায় সখীর সঙ্গে আলাপ করতে করতে হঠাৎ চোখে কাজল দিয়ে পীনোন্নত স্তনদুটিতে স্থিত মণিমালিকাটি আঁচল দিয়ে ঢাকল[১০] ॥ ১৫ ॥

সখা! দেখো, জ্যোৎস্না এই সুন্দরীর মুখের আঘ্রাণ নিচ্ছে, পক্কবিম্বের প্রভা এর অধর চুম্বন করছে। রম্য কমলমুকুলের লাবণ্য এর স্তন স্পর্শ করতে চাইছে। কোকনদের কান্তি এর হাত দুটি ধরে খেলা করছে। প্রবালদ্যুতি এর পদসেবা করছে ॥ ১৬ ॥

দূতী! আহা! আমি তোকে যা বলেছি তুই তা সব করেছিস। তোর মতো পরহিতপ্রবণা এ সংসারে নেই। হায় কোমলাঙ্গী! আমার জন্যে গিয়ে তুই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিস। শ্রম ছাড়া কি সুকৃত সিদ্ধ হয়?[১১] ॥ ১৭ ॥

প্রিয়া (আগের মতো) কেশপাশে মালা পরছে না, অঙ্গ আর মৃগনাভি-চিত্রে সজ্জিত করছে না, আমার সামনে আর বিলাসগমনে চলাফেরা করছে না। (কিছু জিজ্ঞেস করলে) অপ্রিয় উত্তর দিচ্ছে ॥ ১৮ ॥

বালিকা! গোপনে আলিঙ্গন, গণ্ডচুম্বন, স্তনস্পর্শাদি ললিতক্রিয়া সমস্তই তুমি খলদের ভয়ে বিস্মৃত হয়েছ। তোমার সঙ্গে কথা বলাও এখন অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু এতেও আমার ততটা দুঃখ নেই, তোমার দেখা পাওয়াই যে দুর্লভ হয়ে উঠল এতেই আমার অত্যন্ত বেদনা ॥ ১৯ ॥

স্মিতাননে যে কলঙ্কী চাঁদের লজ্জা জন্মিয়ে দেয়, বচনে যে গৃহশুকের সুন্দর রবকে সর্বদা নিন্দা করে, নিঃশ্বাসে যে পদ্মবাসিত বায়ুকেও অতিক্রম করে, তোমার বিচ্ছেদে তাকে (আমার সেই সখীকে) তারাই (সেই পরাজিত ও নিন্দিত চাঁদ, শুক ও বায়ু) শোচনীয় দশায় এনে ফেলেছে ॥ ২০ ॥

সখা! যদি সেই তন্বী গান করে বীণাধ্বনি শ্রুতিকটু মনে হয়, যদি স্মিতহাস্য প্রকাশ করে তাহলে চাঁদকে মলিন বলে মনে হয়। তার চোখের সামনে যদি নবোৎপল

থাকে তা ম্লান হয়ে যায়। তার রূপ যদি দেখা যায় এ বিদ্যুল্লতাও তার কাছে বিবর্ণ মনে হয় ॥ ২১ ॥

হে নাথ! তুমি যে বলেছিলে, 'আমার রাগ (অনুরাগ) তোমার চেয়ে অনেক বেশি', তা সত্যি, কারণ তুমি আমাকে দেখতে চেয়ে এই ভোরেই বাড়িতে এসেছ, কিন্তু তোমার বুকে এই কুঙ্কুমপত্ররচিত রাগ, চোখে জাগরণজনিত রাগ এবং কপালে লাক্ষারস-জনিত রাগ তুমি ভালোই ধারণ করে আছ ॥ ২২ ॥

হে প্রাণনাথ! এই বসন্তে তুমি দেশান্তরে যেতে চেষ্টা করছ। তবু আমি তাপে ভয় পাচ্ছি না। কারণ (ঐ দেখো) কুমুদফুলের কেশরসৌরভে সুবাসিত সরোবর-সমীরণের সঙ্গে রাত্রে চাঁদের স্বচ্ছ রশ্মিচ্ছটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে[১] ॥ ২৩ ॥

অয়ি মানিনী। সখীদোষজনিত এই অভূতপূর্ব দীর্ঘস্থায়ী ক্রোধ ত্যাগ করে আমাকে মুখ দেখাও, আমার চোখের জড়তা দূর হোক। প্রিয়া! মধুর কথা বলো, কানে তা অমৃতবর্ষণের সুখ দিক। ধীরে ধীরে তোমার অনুগ্রহ-শীতল দৃষ্টি দান করো, তাপ জুড়াক। ॥ ২৪ ॥

মান করায় এই বালিকার মন ম্লান। সে অবনত প্রিয়ের দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু সে চলে গেলে বালিকা অত্যন্ত পরিতাপ করছে। সখীরা তাকে জোর করে ধরে আনলে সে মৌন অবলম্বন করে থাকছে, আবার প্রিয়তম চলে যেতেই সে কণ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে পড়ছে। ॥ ২৫ ॥

তার কথা একবার শুনলে কুহুরব কর্ণপীড়াদায়ক মনে হবে। তার মুখকান্তি যতদিন লোকে দেখে নি ততদিনই চাঁদের সুষমায় তারা আকৃষ্ট হয়েছে। তার নয়নদুটির সামনে মৃগীদের চোখ বুজে থাকাই সঙ্গত। যত দিন তাকে দেখিনি ততদিন স্বর্ণলতাকেই সুন্দর বলে মনে হত। ॥ ২৬ ॥

॥ শ্রীকালিদাসকৃত পুষ্পবাণবিলাস সম্পূর্ণ ॥

শৃঙ্গাররসাষ্টকম্

১. চক্রবাকমিথুন রাতে বিযুক্ত হয় এটি একটি কবিসময়প্রসিদ্ধি (অর্থাৎ কবিদের সিদ্ধান্তে চলিত একটি বিষয়)।

তুলনীয়ঃ 'চক্রবাকবধূকে আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্, সমাগতা রজনী।'

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

২ এই শ্লোকে 'দ্বিরেফ' শব্দটি ভ্রমরের প্রতিশব্দ-হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ভ্রমর' শব্দটিতে (ভ্ র্ ম্ অ র্ অ) দুইটি 'র' (=রেফ্) আছে বলে তার একটি নাম হয়েছে দ্বিরেফ।

৩ এই শ্লোকটি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের পঞ্চম সর্গে আছে। ব্রাহ্মণবেশী শিব পার্বতীর কাছে শিবনিন্দা করতে থাকলে পার্বতীর তা অসহ্য বলে মনে হল। তিনি সেখান থেকে চলে যেতে চাইলেন। শিব এবার নিজমূর্তি ধারণ করলেন। সম্মুখে শিবকে দেখে পার্বতী বিহ্বল হলেন, তাঁর তখনকার অবস্থাটি এই শ্লোকে বর্ণিত।

'ন যযৌ ন তস্থৌ' কথাটি বাংলায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে।

শৃঙ্গারতিলকম্

১ কামদেবের কন্দর্প নামের উৎস ঃ

কং দর্পয়ামীতি মদাজ্জাতমাত্রো জগাদ চ।
তেন কন্দর্পনামানং তং চকার চতুর্মুখঃ ॥

—কথাসরিৎসাগর ২০ ৬৪

২ শিবনেত্রজাত দীপ্তিতেই কামদেব ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

তুলনীয় ঃ ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ —কুমারসম্ভব

৩. অর্থাৎ তুমি এখানেই রাত কাটাও, এমন সুযোগ হারিও না।

৪. নায়িকার ভয়ের কারণগুলো আসলে পথিকের নির্ভয়তার কারণ। ভয়ের কথা শুনিয়ে নায়িকা অভয় দিচ্ছে পথিককে।

৫. আমার দেহে কামরূপ বিষের জ্বালা। তোমার নয়নও বিষ। তাই বিষই বিষের ওষুধ হবে এক্ষেত্রে।

পোন=যাতে কাঁচা-হাঁড়ি পোড়ানো হয়।

৬ তুলনীয়—

কোপস্ত্বয়া হৃদিকৃতো যদি পঙ্কজাক্ষি
সোহস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিতপূর্বমুচ্চৈঃ
র্মহ্যং সমর্পয় মদর্পিতচুম্বনং চ ॥ —অমরুশতকম্, ৬৭

পুষ্পবাণবিলাস

১· বলাবাহুল্য কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে।

২· দেখা যাচ্ছে রাধাকৃষ্ণলীলা এ সময়ে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

৩· সখী কৌশলে অভিসারিকাকে সাবধান করলেন।

৪ আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় নায়িকা পদ্মপত্ররচিত শয্যায় শায়িতা।

৫· নায়িকার চোখে জল ঝরছে।

৬· তার স্বর্ণকান্তি ম্লান হয়েছে।

৭· নায়িকাকে আসন্নবিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতরা দেখে নায়ক অন্য নায়িকার কাছে যেতে উৎসাহ পাচ্ছে না।

৮· দূতী যে বিশ্বাসঘাতিনী—তা নায়িকা বুঝতে পেরেছে।

৯· 'পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্' জয়দেবের এই প্রখ্যাত উক্তির উৎস কি এটি ?

১০ নায়িকা ইঙ্গিতে বোঝালেন রাতের অন্ধকারে তিনি অভিসারে যাবেন। চোখে কাজল দেওয়া 'অন্ধকার'-এর প্রতীক। মণিমালায় আচ্ছাদন মণিদীপ নেভানোর প্রতীক।

১১· নায়িকা বুঝতে পেরেছে দূতী উপভুক্তা হয়েছে, সে বিশ্বাসঘাতিনী।

১২ প্রিয়বিচ্ছেদে এই কুমুদ, বায়ু আর জ্যোৎস্না সবই যে নিদারুণ তাপ দেবে নায়িকা তাই বলতে চায়।

শৃঙ্গাররসাষ্টকম্

অবিদিত-সুখ-দুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ
জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে।
মম তু মতমনঙ্গ-স্মের-তারুণ্য-ঘূর্ণন-
মদকল-মদিরাক্ষী-নীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ ॥ ১ ॥

কদা-কান্তাগারে পরিমল-মিলৎ-পুষ্প-শয়নে,
শয়ানঃ কান্তায়াঃ কুচযুগমহং বক্ষসি বহন্।
অয়ে কান্তে! মুগ্ধে! কুটিল-নয়নে! চন্দ্রবদনে!
প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি রজনীম্ ॥ ২ ॥

সায়ং নায়মুদেতি বাসরমণিশ্চন্দ্রো ন চণ্ডদ্যুতি-
র্দাবাগ্নিঃ কথমম্বরে কিমশনিঃ স্বচ্ছান্তরীক্ষে কুতঃ।
হন্তেদং নিরণায়ি পান্থ-রমণী-প্রাণানিলস্যাশয়া
ধাবদ্-ঘোর-বিভাবরী-বিষধরী-ভোগস্য ভীমো মণিঃ ॥ ৩ ॥

আয়াতি যাতি পুনরেব জলং প্রয়াতি
পদ্মাঙ্কুরাণি বিচিনোতি ধুনোতি পক্ষৌ।
উন্মত্তবদ্ ভ্রমতি কূজতি মন্দ-মন্দং
কান্তা-বিয়োগ-বিধুরো নিশি চক্রবাকঃ ॥ ৪ ॥

ভঙ্‌ক্ত্বা ভোক্তুং ন ভুঙ্‌ক্তে কুটিল-বিসলতা-খণ্ডমিন্দোর্বিতর্কাৎ
তারাকারাস্তৃষার্তো ন পিবতি পয়সাং বিপ্রুষঃ পত্রসংস্থাঃ।
ছায়ামম্ভোজিনীনামলিকুলশবলাং বীক্ষ্য সন্ধ্যামসন্ধ্যাং
কান্তা-বিশ্লেষ-ভীরুর্দিনমপি রজনীং মন্যতে চক্রবাকঃ ॥ ৫ ॥

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবন-বিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈর্লূনপক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে! নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ ॥ ৬ ॥

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি-
র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজ-তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥ ৭ ॥

কা কাবলা নিধুবনশ্রম-পীড়িতাঙ্গী
নিদ্রাং গতা দয়িত-বাহু-লতানুবন্ধা।
সা সা তু যাতু ভবনং মিহিরোদ্‌গমোঽয়ং
সঙ্কেতবাক্যমিতি কাকচয়া বদন্তি ॥ ৮ ॥

॥ শৃঙ্গাররসাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্য-লীলাজলম্
শ্রোণী তীর্থশিলা চ নেত্র-শফরং ধম্মিল্ল-শৈবালকম্ ।
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাক-যুগলং কন্দর্পবাণানলৈ-
র্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্মিতম্ ॥ ১ ॥

আয়াতা মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াত এব প্রভুঃ
প্রাণা যান্তু বিভাবসৌ যদি পুনর্জন্মগ্রহঃ প্রার্থয়ে ।
ব্যাধঃ কোকিল-বন্ধনে, হিমকর-ধ্বংসে চ বাহুগ্রহঃ
কন্দর্পে হরনেত্র-দীধিতিরহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ ॥ ২ ॥

কস্তূরী-বর-পত্র-ভঙ্গ-নিকরো ভ্রষ্টো ন গন্ডস্থলে
নো লুপ্তং সখি ! চন্দনং স্তন তটে ধৌতং ন নেত্রাঞ্জনম্ ।
রাগো ন স্খলিতস্তবাধরপুটে তাম্বূলসংবর্ধিতঃ
কিং রুষ্টাসি গজেন্দ্র-মন্দ-গমনে ! কিংবা শিশুস্তে পতিঃ ॥ ৩

এতেষাং শৃণু কারণং সখি ! পুনর্বক্ষ্যামি সর্বং তে
নো রুষ্টা রতিমন্দিরে প্রিয়তমে, বালো ন মে বল্লভঃ ।
মাং দৃষ্ট্বা নবযৌবনাং সচকিতাং কন্দর্পদর্পাপহাং
মুক্তোদৈত্য-গুরুঃ প্রিয়েণ সহসানঙ্গপ্রসঙ্গঃ কৃতঃ । ৪ ।

সমায়াতে কান্তে কথমপি চ কালেন বহুনা,
কথাভির্দেশানাং সখি ! রজনিরর্ধং গতবতী ।
ততো যাবল্লীলা-কলহ-কুপিতাস্মি প্রিয়তমে
সপত্নীব প্রাচী দিগিয়মভবত্তাবদরুণা ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমং তিলকম্ ।

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন ।
অঙ্গানি চম্পক-দলৈঃ স বিধায় বেধাঃ
কান্তে ! কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ ? ॥ ৬ ॥

একো হি খঞ্জনবরো নলিনী-দলস্থো
দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গ-বলাধিপতাম্ ।
কিং বা করিষ্যতি ভবদ্বদনারবিন্দে
জানামি নো নয়নখঞ্জন-যুগ্মমেতৎ ॥ ৭ ॥

যে যে খঞ্জনমেকমেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ ক্বচিৎ
তে সর্বে কৃতিনো ভবন্তি সুতরাং প্রখ্যাতভূমীভুজঃ ।

ত্বদ্বক্ত্রাম্বুজ-নেত্র-খঞ্জনযুগং পশ্যন্তি যে যে জনা-
স্তে তে মন্মথবাণ-জাল-বিকলা মুগ্ধে। কিমিত্যদ্ভুতম্ ॥ ৮ ॥

প্রবিশ ঝটিতি গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে!
গ্রহণ-সময়-বেলা বর্ততে শীতরশ্মেঃ।
অয়ি! সুবিমল-কান্তিং বীক্ষ্য নূনং স রাহু-
গ্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায় ॥ ৯ ॥

॥ ইতি দ্বিতীয়ং তিলকম্ ॥

শ্লাঘ্যং নীরস-কাষ্ঠতাড়ন-শতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ
শ্লাঘ্যং পঙ্ক-বিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোঽতি-দাহানলঃ।
যৎ কান্তা-কুচ-কুম্ভ-বাহু-লতিকা-হিল্লোল-লীলা-সুখং
লব্ধং কুম্ভবর! ত্বয়া, ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে ॥ ১০ ॥

কিং কিং বক্ত্রমুপেত্য চুম্বসি বলান্নির্লজ্জ! লজ্জা ক্ব তে
বস্ত্রান্তং শঠ! মুঞ্চ মুঞ্চ, শপথৈঃ কিং ধূর্ত! বাগ্‌বন্ধনৈঃ।
খিন্নাহং গত-রাত্রি-জাগর-বশাৎ তামেব যাহি প্রিয়াং
নির্মাল্যোজ্‌ঝিত-পুষ্পদাম-নিকরে কিং ষট্‌পদানাং রতিঃ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি তৃতীয়ং তিলকম্ ॥

বাণিজ্যেন গতঃ স মে গৃহপতির্বার্তাপি ন শ্রূয়তে,
প্রাতস্তজ্জননী প্রসূত-তনয়া জামাতৃগেহং গতা।
বালাহং নবযৌবনা নিশি কথং স্থাতব্যমস্মদ্-গৃহে,
সায়ং সম্প্রতি বর্ততে, পথিক হে! স্থানান্তরে গম্যতাম ॥ ১২ ॥

যামিন্যেষা গহন-জলদৈর্বদ্ধ-ভীমান্ধকারা
নিদ্রাং যাতো মম পতিরসৌ ক্লেশিতঃ কর্মদুঃখৈঃ
বালা চাহং মনসিজভয়াৎ প্রাপ্ত-গাঢ়-প্রকম্পা
গ্রামশ্চৌরেরয়মুপহতঃ পান্থ! নিদ্রাং জহীহি ॥ ১৩ ॥

ইয়ং ব্যাধায়তে বালা, ভ্রূরস্যাঃ কার্মুকায়তে।
কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে, মনো মে হরিণায়তে ॥ ১৪ ॥

॥ ইতি চতুর্থং তিলকম্ ॥

ক্ব ভ্রাতশ্চলিতোঽসি? বৈদ্যক-গৃহে, কিং তত্র? শান্ত্যৈ রুজাং
কিং তে নাস্তি সখে! গৃহে প্রিয়তমা, সর্বান্ গদান্ হন্তি যা?
বাতশ্চেৎ কুচকুম্ভমর্দনবশাৎ, পিত্তঞ্চ বক্ত্রামৃতাৎ,
শ্লেষ্মাণং বিনিহন্তি হন্ত! সুরত-ব্যাপারকেলিশ্রমাৎ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে ! হরিণায়তলোচনে !
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্ ॥ ১৬ ॥

অন্তর্গতা মদনবহ্নিশিখাবলী যা,
সা বাধতে কিমিহ চন্দন-পঙ্ক-লেপৈঃ ।
যঃ কুম্ভকারপবনোপরি পঙ্কলেপঃ
তাপায় কেবলমসৌ ন চ তাপ-শান্ত্যৈ ॥ ১৭ ॥

দৃষ্ট্বা যাসাং নয়নসুষমাং মত্তবারাঙ্গনানাং
দেশত্যাগঃ পরমকৃতিভিঃ কৃষ্ণসারৈরকারি ।
তাসামেব স্তনযুগজিতাঃ কুম্ভিনঃ সন্তি মত্তাঃ,
প্রায়ো মূর্খঃ পরিভববিধৌ নাভিমানং তনোতি ॥ ১৮ ॥

॥ ইতি পঞ্চমং তিলকম্ ॥

কুসুমে কুসুমোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে ।
বালে তব মুখাম্ভোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ম্ ? ॥ ১৯ ॥

"কথমেতৎ কুচদ্বন্দ্বং পতিতং তব সুন্দরি ।"—ইতি প্রশ্নে ।
"পশ্যাধঃখননান্-মূঢ় ! পতন্তি গিরয়োঽপি চ"—ইত্যুত্তরম্ ॥ ২০ ॥

অপূর্বো দৃশ্যতে বহ্নিঃ কামিন্যাঃ স্তনমণ্ডলে ।
দূরতো দহতে গাত্রং হৃদি লগ্নস্তু শীতলঃ ॥ ২১ ॥

এতৎ পয়োধরযুগং পতিতং নিরীক্ষ্য
খেদং বৃথা বহসি কিং কমলায়তাক্ষি !
যস্মাৎ সহস্রকিরণো জন-তাপ-কারী
অত্যুন্নতঃ প্রপততীতি কিমত্র চিত্রম্ ॥ ২২ ॥

কোপস্ত্বয়া যদি কৃতো ময়ি পঙ্কজাক্ষি !
সোঽস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ ।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিত-পূর্বমুচ্চৈ-
রুচ্চৈঃ সমর্পয় মদর্পিতচুম্বনঞ্চ ॥ ২৩ ॥

অয়ি ! মন্মথচূতমঞ্জরি ! কমলায়ত-চারু-লোচনে ।
অপহৃত্য মনঃ ক্ব যাসি মে কিমরাজকমত্র বর্ততে ? ॥ ২৪ ॥

॥ ইতি ষষ্ঠং তিলকম্ ॥

বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো !
তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ ।

সম্প্রত্যযোগ্য-স্থিতিরেষ দেশঃ
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি ॥ ২৫ ॥

কল্যাণ ! চন্দন-রসৈঃ পরিষিচ্য গাত্রং
দ্বিত্রাণ্যহানি কথমপ্যতিবাহয়েথাঃ ।
আগত্য তত্রভবতীং পরিরভ্য দোর্ভ্যাং
নেষ্যামি শীত-কিরণাদতিশীতলত্বম্ ॥ ২৬ ॥

॥ ইতি সপ্তমং তিলকম্ ॥

সমাপ্তং শৃঙ্গারতিলকম্

শ্রীমদ্গোপবধূস্বয়ংগ্রহপরিষ্বঙ্গেষু তুঙ্গস্তন-
-ব্যামর্দাদ্ গলিতেঽপি চন্দনরজস্যঙ্গে বহন্ সৌরভম্।
কশ্চিজ্জাগরজাতরাগনয়নদ্বন্দ্বঃ প্রভাতে শ্রিয়ং
বিভ্রৎ কামপি বেণুনাদরসিকো জারাগ্রণীঃ পাতু বঃ॥ ১।

ভুবনবিদিতমাসীদ্ যচ্চরিত্রং বিচিত্রং
সহ যুবতী-সহস্রৈঃ ক্রীড়তো নন্দ-সূনোঃ।
তদখিলমবলম্ব্য স্বাদু-শৃঙ্গারকাব্যং
রচয়িতু-মনসো মে শারদাস্তু প্রসন্না॥ ২॥

কান্তে দৃষ্টিপথঙ্গতে নয়নয়োরাসীদ্বিকাসো মহান্
প্রাপ্তে নির্জনমালয়ং পুলকিতা জাতা তনুঃ সুভ্রুবঃ।
বক্ষোজগ্রহণোৎসুকে সমভবৎ সর্বাঙ্গকম্পোদয়ঃ
কণ্ঠালিঙ্গনতৎপরে বিগলিতা নীবী দৃঢ়াপি স্বয়ম্॥ ৩।

মাং দূরাদরবিন্দসুন্দরদরস্মেরাননা সম্প্রতি
দ্রাগুত্তুঙ্গঘনস্তনাঙ্গনগলচ্চারুত্তরীয়াঞ্চলা।
প্রত্যাসন্নজনপ্রতারণপরা পাণিং প্রসার্যান্তিকে
নেত্রান্তস্য চিরং কুরঙ্গনয়না সাকূতমালোকতে॥ ৪॥

নীরন্ধ্রমেতদবলোকয় মাধবীনাং
মধ্যে নিকুঞ্জসদনঞ্চ্যুতপুষ্পকীর্ণম্।
কুর্যুর্যদীহ মণিতানি বিলাসবত্যো
বোদ্ধুং ন শক্যমবলে নিনদৈঃ পিকানাম্॥ ৫॥

দষ্টং বিম্বধিয়াধরাগ্রমরুণং পর্যাকুলো ধাবনা-
-দ্ধম্মিল্লস্তিলকং শ্রমাম্বুগলিতং ছিন্না তনুঃ কণ্টকৈঃ।
আঃ কর্ণজ্বরকারিকঙ্কণঝনৎকারং করৌ ধুন্বতী
কিং ভ্রাম্যস্যটবীশুকার্য কুসুমান্যেষা ননান্দাগ্রহীৎ॥ ৬॥

বিভ্রাণা করপল্লবেন কবরীমেকেন পর্যাকুলা
-মন্যেন স্তনমণ্ডলে নিদধতী স্রস্তং দুকূলাঞ্চলম্।
এষা চন্দনলেশলাঞ্ছিততনুস্তাম্বূলরক্তাধরা
নির্যাতি প্রিয়মন্দিরাদ্ রতিপতেঃ সাক্ষাজ্জয়শ্রীরিব॥ ৭॥

কান্তো যাস্যতি দূরদেশমিতি মে চিন্তা পরং জায়তে
লোকানন্দকরো হি চন্দ্রবদনে! বৈরায়তে চন্দ্রমাঃ।

কিণ্বায়ং বিতনোতি কোকিলকলালাপো বিলাপোদয়ং
প্রাণানেব হরন্তি হন্ত নিতরামারামমন্দানিলাঃ ॥ ৮ ॥

নবকিসলয়তল্পং কল্পিতং তাপশান্ত্যৈ
করসরসিজসঙ্গাৎ কেবলং ম্লাপয়ন্ত্যাঃ ।
কুসুমশরকৃশানুপ্রাপিতাঙ্গারতায়াঃ
শিব শিব পরিতাপং কো বদেৎ কোমলাঙ্গ্যাঃ ॥ ৯ ॥

শেতে শীতকরোহম্বুজে কুবলয়দ্বন্দ্বাদ্বিনির্গচ্ছতি
স্বচ্ছা মৌক্তিকসংহতির্ধবলিমা হৈমীং লতামঞ্চতি ।
স্পর্শাৎ পঙ্কজকোশযোরভিনবা যান্তি স্রজঃ ক্লান্ততা-
মেষোৎপাতপরম্পরা মম সখে যাত্রাস্পৃহাং কৃন্ততি ॥ ১০ ॥

দূতীদং নয়নোৎপলদ্বয়মহো তাম্রং নিতান্তং তব
স্বেদাম্ভঃকণিকা ললাটফলকে মুক্তাশ্রিয়ং বিভ্রতি ।
নিশ্বাসাঃ প্রচুরীভবন্তি নিতরাং হা হন্ত চন্দ্রাতপে
যাতায়াতবশাদ্ বৃথা মম কৃতে শ্রান্তাসি কান্তাকৃতে ॥ ১১ ।

অধিবসতি বসন্তে মত্তকামা দুরন্তে
নবকিসলয়তল্পং পুঞ্জিতাঙ্গাবকল্পম্ ।
বিরহমসহমানা চক্রবাকীসমানা
চকিতবনকুরঙ্গী-লোচনা কোমলাঙ্গী ॥ ১২ ॥

নৈষ্ঠুর্যং কলকণ্ঠকোমলগিরাং পূর্ণস্য শীতদ্যুতে-
স্তিগ্মত্বং বত দক্ষিণস্য মরুতো দাক্ষিণ্যহানিশ্চ তাম্ ।
স্মর্তব্যাকৃতিমেব কর্তুমবলাং সন্নাহমাতন্বতে
তদ্বিঘ্নঃ ক্রিয়তে তৃণাদিচলনোদ্ভূতৈস্ত্বদাপ্তিভ্রমৈঃ ॥ ১৩ ॥

সাস্রে মা কুরু লোচনে বিগলতি ন্যস্তং শলাকাঞ্জনং
তীব্রং নিশ্বসিতং নিবর্তয় নবাম্লায়ন্তি কণ্ঠস্রজঃ ।
তল্পে মা লুঠ কোমলাঙ্গি ! তনুতাং হন্তাঙ্গরাগোঽশ্নুতে
নাতীতো দয়িতোপযানসময়ো মাস্মান্যথা মন্যথাঃ ॥ ১৪ ॥

কাচিৎ সার্বজনীনবিভ্রমপরা মধ্যেসখীমণ্ডলং
লোলাক্ষিভ্রূবসংজ্ঞয়া বিদধতী সখ্যা সহাভাষণম্ ।
অক্ষ্নোরঞ্জনমঞ্জসা শশিমুখী বিন্যস্য বক্ষোজয়োঃ
স্থূলস্তাবুকয়োঃ স্থিতং মণিসরঞ্চোলাঞ্চলেন প্যধাৎ ॥ ১৫ ॥

জিঘ্রত্যাননমিন্দুকান্তিরধরং বিম্বপ্রভা চুম্বতি
স্প্রষ্টুং বাঞ্ছতি চারুপদ্মমুকুলচ্ছায়াবিশেষঃ স্তনৌ ।

লক্ষ্মীঃ কোকনদস্য খেলতি করাবালম্ব্য কিন্তাদরা-
দেতস্যাঃ স্পৃশঃ করোতি পদয়োঃ সেবাং প্রবালদ্যুতিঃ ॥ ১৬ ॥

দূতি ! ত্বয়া কৃতমহো নিখিলং মদর্থং
ন ত্বাদৃশী পরহিতপ্রবণাস্তি লোকে।
শ্রান্তাসি হন্ত মৃদুলাঙ্গি ! গতা মদর্থং
সিধ্যন্তি কুত্র সুকৃতানি বিনা শ্রমেণ ॥ ১৭ ॥

ন বরীভরীতি কবরীভরে স্রজো
ন চরীকরীতি মৃগনাভিচিত্রকম্ ।
বিজরীহরীতি ন পুরেব মৎপুরো
বিবরীবরীতি চ বিপ্রিযং প্রিয়া ॥ ১৮ ॥

গূঢ়ালিঙ্গনগণ্ডচুম্বনকুচস্পর্শাদিলীলায়িতং
সর্বং বিস্মৃতমেব বিস্তৃতবতো বালে ! খলেভ্যো ভয়াৎ ।
পুষ্পাপস্ত্বধুনা সদুর্ঘটমস্তত্রাপি নাতিব্যথা
যত্বদ্দর্শনমপ্যভূদস্থলভং তেনেব দূয়ে ভৃশম্ ॥ ১৯ ॥

যা চন্দ্রস্য কলঙ্কিনো জনয়তি স্মেরাননেন ত্রপাং
বাচা মন্দিরকীরসুন্দরগিরো যা সর্বদা নিন্দতি।
নিশ্বাসেন তিরস্করোতি কমলামোদান্বিতান্ যানিলান্
সা তেরেব রহস্ত্বয়া বিরহিতা কাঞ্চিদ্দশাং নীয়তে ॥ ২০ ॥

তন্বী সা যদি গায়তি শ্রুতিকটুর্বীণাধ্বনির্জায়তে
যদ্যাবিষ্কুরুতে স্মিতানি মলিনৈবালক্ষ্যতে চন্দ্রিকা।
আস্তে ম্লানমিবোৎপলং নবমপি স্যাচ্চেৎ পুরো নেত্রয়োঃ
স্তস্যাঃ শ্রীরবলোক্যতে যদি তড়িদ্বল্লী বিবর্ণৈব সা ॥ ২১ ॥

সত্যং তদ্ যদবোচথা মম মহান্ রাগস্ত্বদীয়াদিতি
ত্বং প্রাপ্তোঽসি বিভাত এব সদনং মাং দ্রষ্টুকামো যতঃ।
রাগং কিন্তু বিভর্ষি নাথ ! হৃদয়ে কাশ্মীরপত্রোদিতং
নেত্রে জাগরজং ললাট-ফলকে লাক্ষারসাপাদিতম্ ॥ ২২ ॥

এতস্মিন্ সহসা বসন্তসময়ে প্রাণেশ ! দেশান্তরং
গন্তুং ত্বং যতসে তথাপি ন ভয়ং ভ পাৎ প্রপদ্যেঽধুনা।
যস্মাৎ কৈরবসারসৌরভমুষা সাকং সরোবায়ুনা
চান্দ্রী দিক্ষু বিজৃম্ভতে রজনিষু স্বচ্ছা ময়ূখচ্ছটা ॥ ২৩ ॥

চক্ষুর্জাড্যমপেতু মানিনি ! মুখং সন্দর্শয় শ্রোত্রয়োঃ
পীযূষশ্রুতিসৌখ্যমস্তু মধুরাং বাচং প্রিয়ে ! ব্যাহর।

তাপঃ শাম্যতু মে প্রসাদশিশিরাং দৃষ্টিং শনৈঃ পাতয়
ত্যক্তা দীর্ঘমভূতপূর্বমচিরাদ্রোষং সখীদোষজম্ ॥ ২৪ ॥

মানম্লানমনা মনাগপি নতং নালোকতে বল্লভং
নির্যাতে দয়িতে নিরন্তরমিয়ং বালা পরং তু তপ্যতে।
আনীতে রমণে বলাৎ পরিজনৈর্মৌনং সমালম্বতে
ধত্তে কণ্ঠাগতানসূন্ প্রিয়তমে নির্গন্তুকামে পুনঃ ॥ ২৫ ॥

কর্ণারুন্তুদমেব কোকিলরুতং তস্যাঃ শ্রুতে ভাষিতে
চন্দ্রে লোকরুচিস্তদাননরুচেঃ প্রাগেব সন্দর্শনাৎ ।
চক্ষুর্মীলনমেব তন্নয়নয়োরগ্রে মৃগীণাং বরং
হৈমী বল্ল্যপি তাবদেব ললিতা যাবন্ন সা লক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসকৃতং পুষ্পবাণবিলাসম্ সম্পূর্ণম্ ॥